BanglaBook.org

এ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার

এ গেম অব থ্রোনস

জর্জ আর আর মার্টিন

দ্বিতীয় খণ্ড

সেইসব দুর্লভ লেখার মাঝে একটি যেটা অনায়াসেই পড়া যায়।

–রবিন হব

একদম প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই আটকে রাখা বইটা চমৎকার এক ফ্যান্টাসি জগতের কাহিনী, রহস্যময় কিন্তু এরপরেও বিশ্বাসযোগ্য।

–এসোসিয়েট প্রেস

যদিও বইটা ফ্যান্টাসির অনেক পুরোনো উপাদান ব্যবহার করেছে, কিন্তু মার্টিন সেগুলোকে এতটাই স্বাভাবিক আর অন্তরঙ্গভাবে উপস্থাপন করেছেন যে তার সৃষ্ট উপাদানগুলো পুরোনো উপাদানকে ছাড়িয়ে গেছে। চমৎকার মিথলজি আর সুদূরপ্রসারী ইতিহাস সম্বলিত বইটির ভেতর ডুবে যাবেন আপনি।

–শিকাগো সান

জটিল এবং আকর্ষণীয় কাহিনী, যেকোনো বিখ্যাত ফ্যান্টাসির মতোই পরিপূর্ণ আর রঙিন।

–স্টিভ পেরি

মার্টিনের লেখা খুবই শক্তিশালী এবং কল্পনাশক্তিতে ভরপুর, সেই সাথে আছে বাইজেন্টাইন ষড়যন্ত্র আর রাজবংশীয় উত্থান-পতন। রবার্ট জর্ডানের হুইল অব টাইমের সাথে তুলনীয়, কিন্তু এর চেয়ে অনেক ডার্ক।

–স্যান ডিয়েগো ইউনিয়ন ট্রিবিউন

সোর্ড অ্যান্ড সরসারির ফ্যানরা এই বইয়ের বিশালতত্ব উপভোগ করবে।

–ওয়াশিংটন পোস্ট

https://www.facebook.com/anyadhara অন্যধারা

ISBN : 9789849431701

9789849431701

সপ্তরাজ্যে বেজে উঠেছে বিষাদের সুর, বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় যুদ্ধ আর ষড়যন্ত্রের ফিসফিস ধ্বনি, যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা অজস্র প্রেতাত্মার আর্তনাদ। এদিকে ন্যারো সীর ওপাশে থাকা এক তরুণ প্রিন্স তার জন্মগত অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য সমুদ্র পাড়ি দেয়ার পরিকল্পনা করছে। ওর সমুদ্র পাড়ি দেয়ার অর্থ হচ্ছে, অনেকগুলো বছর আগে যে যুদ্ধের ফলে শান্তি ফিরে এসেছিলো, সেই যুদ্ধ আবার নতুন করে শুরু হওয়া।

আর এই সমস্ত ষড়যন্ত্র আর যুদ্ধের লক্ষ্য একটাই, ড্রাগনের আগুনে গলানো অসংখ্য তলোয়ার দিয়ে নির্মিত সেই লৌহ সিংহাসন–আয়রন থ্রোন।

কিন্তু যুদ্ধ শুধু একদিক থেকে নয়, আরো একদিক থেকে আসছে...সবার অলক্ষ্যে।

নয় বছরব্যাপী গ্রীষ্মের শেষ হতে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই। আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা, ওরা যাকে বলে দীর্ঘ রাত্রি। এই শীতে কয়েক ফুট বরফের নিচে চাপা পড়ে থাকে হাজার হাজার মৃতদেহ, রাজাদের দেহ জমে যায় তীব্র ঠান্ডায়, পড়ে থাকে তাদেরই প্রাসাদের ভেতর, মায়েরা শ্বাসরোধ করে হত্যা করে নিজেদের ক্ষুধার্ত শিশুকে। এরকমই এক দীর্ঘ রাত্রিতে প্রথমবারের মতো এসেছিলো ওরা, কয়েক হাজার বছর আগে...

আর এখন, রণশিঙ্গার করুণ সুরে বেজে উঠেছে গ্রীষ্মের বিদায় বার্তা। শীত এগিয়ে আসছে। সেই সাথে এগিয়ে আসছে আরো কিছু, প্রায় আট হাজার বছর আগেই বিলীন হয়ে যাওয়া শক্তি। ওদের আর মানুষের জগতের মাঝে আছে কেবলমাত্র একটি দেয়াল। সমস্ত নৈশব্দ আর শীতকে সঙ্গী করে ওরা যখন এপাশে আসতে চাইবে, তখন কয়েকশ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ সেই দেয়ালও কি যথেষ্ট হবে?

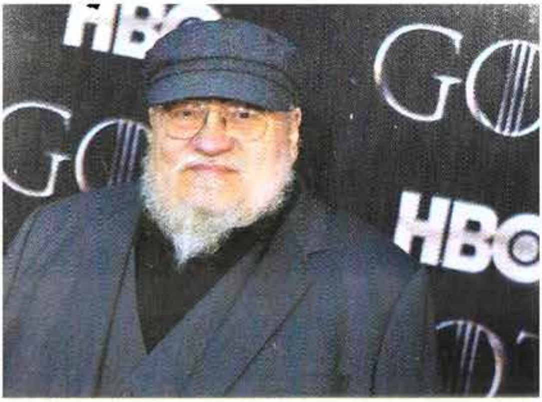

জর্জ রেমন্ড রিচার্ড মার্টিন ওরকে জর্জ আর আর মার্টিন একজন মার্কিন ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার। তিনি ফ্যান্টাসি, হরর এবং সায়েন্স ফিকশন ঘরানার লেখক, একই সঙ্গে একজন চিত্রনাট্যকার ও টেলিভিশন প্রযোজক।

জর্জ আর আর মার্টিনের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বেয়নে, ১৯৪৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। তিনি বিখ্যাত হয়েছেন আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার নামের এপিক ফ্যান্টাসি লিখে যা এইচবিওতে গেম অব থ্রোনস (২০১১-২০১৯) নামে টিভি সিরিজ হিসেবে প্রচারিত হয়ে বিশ্বজুড়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে।

জর্জ আর আর মার্টিনের বাবা রেমন্ড কলিন্স মার্টিন ছিলেন পেশায় ডক শ্রমিক। তাঁর মায়ের নাম মার্গারেট ব্রাডি মার্টিন। তাঁর দুই ছোট বোন আছে- ডারলিন এবং জ্যানেট। জর্জ আর আর মার্টিন ১৯৭১ সালে সাংবাদিকতায় এম. এ করেছেন। তিনি কিছুকাল শিক্ষকতাও করেছেন। লেখালেখি শুরু করেন ১৯৭০ সালে, ২১ বছর বয়সে। তাঁর লেখা প্রথম গল্পটি ছিল সায়েন্স ফিকশন। এবং 'দ্য হিরো' নামে গল্পটির জন্য তিনি বিখ্যাত হুগো এবং নেবুলা পুরস্কারের জন্য মনোনীতও হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *'Dying of the Light'* প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। তবে তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার লিখে। বইটি ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বইটি দারুণভাবে হিট হওয়ার কারণে পরবর্তীতে তিনি এর আরও চারটে ভল্যুম প্রকাশ করেন। সবগুলোই টিভি সিরিজ গেম অব থ্রোনসে চিত্রায়িত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : *ক্ল্যাশ অব কিংস, স্টর্ম অব সোর্ডস : স্টিল অ্যান্ড স্নো, স্টর্ম অব সোর্ডস : ব্লাড অ্যান্ড গোল্ড এবং ফিস্ট ফর ক্রোজ।* প্রতিটি বই-ই পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলারের মর্যাদা।

গেম অব থ্রোনস সম্পর্কে বিখ্যাত সব লেখক প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এর মধ্যে সায়েন্স ফিকশন লেখিকা অ্যান ম্যাকাফি বলেছেন, "এত অসাধারণ একটা কাহিনী আমি শেষ না করে উঠতেই পারিনি। যখন পড়া শেষ হলো দেখি ভোর হয়ে গেছে।" আরেকজন লেখিকা ক্যাথেরিন কার বলেছেন, "জর্জ মার্টিন ফ্যান্টাসী কাহিনী রচনায় এক নতুন এবং অত্যন্ত দক্ষ কারিগর।" আর জেনি ওয়ার্টস'র মতে, "খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এরকম বিচিত্র এবং কাল্পনিক জগত সৃষ্টি করা।"

অনুবাদক পরিচিতি

আশরাফুল সুমনের জন্ম হয়েছিলো বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তীর্থস্থান চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নের উপর স্নাতক আর ভৌত রসায়ন শাখা থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করার পর পুরোপুরিভাবে লেখালেখির দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি।

তার প্রথম একক উপন্যাস *ড্রাগোমির* প্রকাশিত হয়েছে ২০১৬ সালের বইমেলায়। *কুয়াশিয়া: স্পেলমেকারের অনুসন্ধান* তার দ্বিতীয় একক উপন্যাস, যেটা আসলে *কুয়াশিয়া* পেন্টালোজির প্রথম বই। অন্তিম শিখা তার তৃতীয় মৌলিক।

২০১৮ সালের বইমেলায় রোদেলা প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে তার যৌথ অনুবাদ ম্যাগনাস চেইস অ্যান্ড দ্য সোর্ড অব সামার। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও গল্প লেখার ঝোঁক আছে তার। অবসর সময় কাটানোর প্রিয় মাধ্যম হলো বই পড়া, মুভি দেখা এবং ভ্রমণ করা।

জুলিয়ান জন্মগ্রহণ করেন ১৯৯১ সালে, গোপালগঞ্জ জেলায়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন তিনি।

ছোটবেলা থেকেই বইপড়ার প্রতি ছিল তীব্র ঝোঁক। সেখান থেকেই আস্তে আস্তে লেখার জগতে আসা। লেখালেখির শুরুটা হয় ২০০৯ সালে থ্রিলার নভেলা লেখার মধ্য দিয়ে। পরে কয়েকটি পত্রিকায় এবং সংকলনে লেখা প্রকাশিত হয়।

ফ্যান্টাসি ঘরানায় রয়েছে তার সাবলীল বিচরণ। ফিয়ান: এক অবগুণ্ঠিত সত্য, আশিয়ানী এবং আরিয়ান নামে তিনটা উপন্যাস লিখছেন তিনি। নিঃশব্দ শিকারি তার প্রথম একক বই, যেটা ২০১৯ সালের অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়।

অনুবাদক হিসেবে ইতোমধ্যে কাজ করেছেন বিভিন্ন প্রজেক্টে। কার্নিভাল অব এনাইহিলেশন নামক গথিক হরর গল্পসংকলনে অনুবাদক হিসেবে প্রথম অনুবাদ গল্প প্রকাশিত হয়। লাভক্রাফট সমগ্র অনুবাদ প্রকল্পেও যুক্ত আছেন। ভবিষ্যতে মৌলিক এবং অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা সমানভাবে চালিয়ে যেতে চান তিনি।

এ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার

এ গেম অব থ্রোনস

দ্বিতীয় খণ্ড

জর্জ আর আর মার্টিন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অনুবাদ
আশরাফুল সুমন
জুলিয়ান

সম্পাদনা
আশরাফুল সুমন

অন্যধারা
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১৯
বাংলা অনুবাদ © প্রকাশক
প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রকাশনা সংস্থা অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই অনুবাদের কোনো অংশ, কোনো উদ্ধৃতি কিংবা সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

প্রকাশক : মো. মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১, ০১৯২০২১৬৯৬৮
পরিবেশক : মিশু প্রকাশন, কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ : জুলিয়ান
কম্পোজ : অন্যধারা কম্পিউটার্স, ৪৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
মুদ্রণ : আমানত প্রিন্টিং প্রেস, ৭, কবিরাজ গলি, ঢাকা-১১০০
মূল্য : ৪৮০.০০ টাকা

A Game of Thrones
George R. R. Martin

Published by: Md. Monir Hossain Pintu
ANYADHARA
38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100
Price: 480 Taka, Us $: 10 Dollar
ISBN: 978-984-94317-0-1

U.K Distributor ■ Sangeeta Limited
22 Brick Lane, London
U.S.A Distributor ■ Muktadhara
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y.11372
Canada Distributor ■ Anyamela
300 Danforth Ave., Toronto (1st Floor) suite-202
Kolkata Distributor ■ Naya Udyog
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

ঘরে বসে বই পেতে ফোন করুন ১৬২৯৭
অথবা লগ অন করুন http://rokomari.com/anyadhara/
http://anyadhara.com

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লেখকের উৎসর্গ

এই বইটি মেলিন্ডার জন্য

অনুবাদকের উৎসর্গ

বাবা ও মাকে

অনুবাদকের কথা

আমি অনেক আগে থেকেই ফ্যান্টাসির ভক্ত। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি, পোলিশ রাইটারদের বই পড়া আছে। জাপানের মিয়াজাকির স্টুডিও ঘিবলি থেকে শুরু করে হালের প্রমিজিং অনেক জাপানিজ রাইটার আর ডিরেক্টরদের ফ্যান্টাসি মুভি বেশিরভাগই দেখা। হার্ডকোর ফ্যান্টাসি ফ্যান বলতে যা বোঝায় আর কি, আমি তাই। লেখালিখি যখন শুরু করি তখন বাংলাতেই বিশ্বমানের একটা ফ্যান্টাসি লিখব, এই তাড়নাতেই শুরু করেছিলাম। সে আরও বছর দশেক আগের কথা। এরপরে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, হালদা আর কর্ণফুলীতে বহু পানি গড়িয়ে গেছে, কিন্তু কিছুটা হতাশা নিয়ে দেখেছি যে, বাংলাদেশের অনেক পাঠক ফ্যান্টাসি বলতে বাচ্চাদের রূপকথা বোঝে শুধু। ঠাকুরমার ঝুলি আর ঠাকুরদার থলের এই দেশে হ্যান্স এন্ডারসন আর ঈশপের গল্প ওই ধারণাতে খানিকটা ঘি ঢেলেছে এবং পরবর্তীতে হ্যারি পটারের মত মারাত্মক হাইপওয়ালা ইয়াং এডাল্ট কাহিনীও 'ফ্যান্টাসি ছোট বা তরুণ ছেলেমেয়েদের জন্য' ধারণার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে।

সত্যিটা হচ্ছে, ফ্যান্টাসি এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি কিছু। হ্যাঁ, পাঠকেরা বিভিন্ন মন-মানসিকতা নিয়ে বই পড়ে। কেউ দুঃখবাদী, কেউ সমসাময়িক বই খোঁজে, কেউ সমাজ বাস্তবতা বুঝতে চায়, আবার কেউ বইয়ের মাধ্যমে 'এস্কেপ' খোঁজে নিজের লাইফ থেকে সাময়িক সময়ের জন্য বের হয়ে অপরিচিত জগতে বিচরণ করে আসতে চায়। তাদের জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট জনরা হল ফ্যান্টাসি।

আস্ত একটা নতুন বিশ্ব, নতুন জগত উন্মোচন করে দেয় পাঠকের সামনে। ফ্যান্টাসি লেখকেরা তাদের দুর্দান্ত কল্পনাশক্তি দিয়ে এই জগতের জাগতিক বাস্তবতার বাধা পেরিয়ে পাঠকদের নিয়ে যেতে পারে সম্পূর্ণ নতুন এক দুনিয়াতে। পরিচয় করিয়ে দিতে পারে দুর্দান্ত সব নতুন মিথ, লোককথা, ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সমাজের সাথে। পুরো একটা প্যাকেজ বলা যায় ফ্যান্টাসিকে। সাহিত্যের যে কোনো জনরার প্রায় সবগুলোই আপনি একটা এপিক ফ্যান্টাসিতে পাবেন।

জে আর আর টোলকিন-এর অমর সৃষ্টি 'দ্য লর্ড অব দ্য রিংস' থেকে শুরু করে সি এস লুইস, রবার্ট জর্ডান, জর্জ আর আর মার্টিন, ফিলিপ পুলম্যান, উরসুলা কে লে গুইন, প্যাট্রিক রথফাস, টেরি ব্রুকস, নেইল গেইম্যান, ব্র্যান্ডন স্যান্ডার্সন, জেকে রোওলিং, লেই বার্দুগো,ক্যাথরিন লাস্কি, কর্নেলিয়া ফুংকে, আন্দ্রেই স্যাপকোওস্কি, সারাহ জে মাস, ভেরোনিকা রথ সহ আরও অনেক লেখক-লেখিকার হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে ফ্যান্টাসি।

এদের ভিতর জর্জ আর আর মার্টিনের 'এ সং অব আইস এন্ড ফায়ার' সিরিজ একটা গ্রাউন্ডব্রেকিং সংযোজন ছিল। এইচবিও থেকে এটাকে 'গেম অব থ্রোনস' নামে টিভি সিরিজ বানানো হলে সারাবিশ্বের প্রচুর মানুষ জাদুমুগ্ধ হয়ে পড়ে। এমনকি

BanglaBook.org

এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে একপ্রকার বিপ্লব শুরু হয়। তাবৎ বড় বড় টিভি চ্যানেল আর স্ট্রিমিং চ্যানেল কাড়ি কাড়ি ডলার খরচ করতে শুরু করেছে এখন ফ্যান্টাসির পিছনে। মজাটা বুঝে গেছে ফ্যান্টাসির। উদাহরণ হিসেবে, আমাজন প্রাইমের লর্ড অফ দ্য রিংস সিরিজ, নেটফ্লিক্সের উইচার সিরিজ, বিবিসির হিজ ডার্ক ম্যাটারিয়ালস সিরিজ এর নাম নেয়া যায় এবং আরও অনেক সিরিজের নাম ঘোষণা হবার অপেক্ষায়।

যে গেম অব থ্রোন্স দিয়ে শুরু এই রেভ্যুলেশন-এর, সেই 'এ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার' সিরিজকে বাংলার পাঠকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সিরিজের প্রথম বইটা বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে। Mammoth Task। অনুবাদের কাজটা আসলে তেমনই ছিল অনুবাদকদের জন্য। তবে ভাগ্যের বিষয় এই যে, অনুবাদক টিমটার সবাই ফ্যান্টাসির ভক্ত পাঠক এবং লেখক। তারা তাদের সামর্থ্যের পুরোটা দিয়ে বিশাল বইটাকে যতটা ভালভাবে সম্ভব ততটা ভালভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। এ গেম অব থ্রোনস বইটা বেশ বড় বিধায় পাঠকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে অনুবাদটা দুইখন্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। আশরাফুল সুমন এবং আমার যৌথ অনুবাদের এই বইটা দ্বিতীয় খন্ড। প্রথম খন্ডের অনুবাদকদ্বয় ছিলেন সালেহ আহমেদ মুবিন এবং নাবিদ নেওয়াজ।

আশরাফুল সুমন ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে মৌলিক ফ্যান্টাসি জনরায় নিজের অবস্থান পোক্ত করে নিয়েছেন। তার লেখা হাই/এপিক ফ্যান্টাসি 'ড্রাগোমির', হাই ফ্যান্টাসি কুয়াশিয়া সিরিজের প্রথম বই 'কুয়াশিয়াঃ স্পেলমেকারের অনুসন্ধান' এবং গ্রিমডার্ক ফ্যান্টাসি 'অন্তিম শিখা' বাংলাদেশের ফ্যান্টাসি পাঠকেরা সাদরে বরণ করে নিয়েছে ইতোমধ্যে। সালেহ আহমেদ মুবিন ফ্যান্টাসি লেখার পাশাপাশি এই জনরাকে আরও ছড়িয়ে দেবার জন্য 'কল্পলোক' নামে এক ফ্যান্টাসি সংকলনে সংকলক হিসেবে দারুণ কাজ করেছেন এবং হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য কার্সড চাইল্ডকে নভেলাইজেশন করেছেন বাংলায়। নেওয়াজ নাবিদও তার যে প্রচেষ্টা এই বইয়ের পিছে দিয়েছে তা এক কথায় অনবদ্য। আর যাদের জন্য এত কষ্ট করা, সেই পাঠকেরা যদি এই বইটা সংগ্রহ করেন তাহলে আনন্দটা পূর্ণতা পেয়ে যায়।

সহ অনুবাদক ত্রয়ীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কাজটা করতে গিয়ে পরস্পরের সাথে অনেক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ হয়েছে, যার থেকে আমরা সবাই উপকৃত হয়েছি বলে আমার বিশ্বাস। সবশেষে এই সিরিজ নিয়ে কাজ করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ফারুক ভাই এবং অন্যধারাকে। ধন্যবাদ সবাইকে।

জুলিয়ান
ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সম্পাদকের কথা

আমার মনে হয়, গেম অব থ্রোনস অনুবাদের সফলতা নির্ভর করে দুটো বিষয়ের উপর: এতে ব্যবহৃত টার্ম, ফ্রেইজ ও উক্তিগুলোর সঠিক অনুবাদ এবং চরিত্র আর স্থানের নামের সঠিক বানান। অনেকগুলো টার্মেরই সরাসরি বাংলায় কোনো অনুবাদ নেই, আবার বিভিন্ন হাউজের উক্তিগুলো এতই অদ্ভুত যে সেগুলোকে বাংলা করাটা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা এই বইয়ের সমস্ত স্থানের নাম, সমস্ত টার্ম ও ফ্রেইজ, বিভিন্ন হাউজ ও তাদের উক্তি এবং চরিত্রগুলোর নাম নিয়ে আলাদা চারটি ফাইল বানিয়েছিলাম। স্থান এবং চরিত্রগুলোর নাম গুগল ঘেঁটে অনেকবার করে শুনে লেখা হয়েছে। টার্মগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ ছিলো যে কোন টার্মটা ইংরেজিতে রেখে দেবো আর কোনটাকে বাংলায় অনুবাদ করবো সেটা। অনেকগুলো টার্মই আমরা হুবহু রেখে দিয়েছি, যেমন আয়রন থ্রোন, হোয়াইট ওয়াকার, ক্রো, নাইটস ওয়াচ, লর্ড অব লাইট এবং আরো অনেকগুলো–কারণ আমরা মনে করি, এই নামগুলো হচ্ছে গেম অব থ্রোনস ফ্যানদের কাছে স্রেফ ভালবাসার অপর নাম। আর ভালবাসাকে অবিকৃত রাখাই ভালো।

আবার অনেকগুলো টার্মের বাংলা প্রতিশব্দ বের করতে হয়েছে আমাদের। যেমন, শোণিতারোহী, শ্বেত করপাল, ছিদ্র-প্রাচীর, শরকূপ, ঘাতকূপ, গ্রীবাত্রাণ, গুলত্রাণ, তরুনৃত্যক এবং আরো অনেক অনেক। আর এই টার্মগুলো নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একটা প্রাসাদ, দুর্গ এবং তাদের ভেতর ও বাইরের বিভিন্ন অংশের সম্পর্কে ধারণা নিয়ে সেগুলোকে বাংলা ভাষার শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হয়েছে। এতে করে একটা সুবিধা হয়েছে অবশ্য; আমাদের নিজেদের যুদ্ধ, প্রাসাদ, বর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা বেড়েছে, পরবর্তী বইগুলোতে এগুলো ভালোই সাহায্য করবে। শুধু আমাদেরকেই নয়, নতুন যারা ফ্যান্টাসি লিখতে চায়, হয়তো এই শব্দগুলো তাদেরকেও সাহায্য করবে, যদি তারা এগুলো ব্যবহার করতে চায়।

আমাদের পুরো টিমই নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়েছে, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এই বিশাল বইটিকে রূপান্তরিত করেছে বাংলায়। এই কারণে টিমের সবাইকে ধন্যবাদ–মুবিন, নাবিদ, জুলিয়ান, ফারুক ভাই। বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি লেখক, অনুবাদক, কাভার আর্টিস্ট, অ্যাম্বিগ্রামিস্ট রিয়াজুল ইসলাম জুলিয়ানকে; যখন প্রায় দেড়শ টার্ম, ফ্রেইজ আর হাউজগুলোর উক্তির সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলাম, তখন ভেলার ব্যবস্থা করে আমাকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে। প্রায় সাড়ে তিনশ চরিত্রের প্রত্যেকটার নাম গুগল ঘেঁটে শুনতে শুনতে যখন মাঝেমধ্যে নিজের কানের ওপরে ভরসা হারাচ্ছিলাম, বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছিলাম, তখন একজন প্রকৃত মুখ্য উপদেষ্টার মতো উপদেশ দেয়ার জন্যে। আর অবশ্যই, অন্যধারাকে ধন্যবাদ এত বিশাল একটা প্রজেক্টের ঝুঁকি নেয়ার জন্যে।

আশরাফুল সুমন
চট্টগ্রাম

BanglaBook.org

উত্তর
ফ্রোজেন
শোর
হন্টেড ফরেস্ট
দেয়াল
বে
অব
সীলস
বে অব আইস
কারহোল্ড
উ
উইন্টারফেল
টরেনস স্কয়ার
ব্যারোল্যান্ডস
হোয়াইট হারবার
উইডোস ওয়াচ
নেক
বাইট
থ্রী সিস্টারস
ফিংগারস
টুইনস
ঈরি
রাডি গেট
ভেইল অব এরিন
রিভাররান

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এডার্ড

বহুকাল পুরোনো এক স্বপ্নের মাঝে হারিয়ে গেছে সে। ঐ স্বপ্নে আছে সাদা আলখাল্লা পরা তিনজন নাইট, অনেকক্ষণ আগেই দখল হওয়া এক টাওয়ার আর বিছানায় বয়ে যাওয়া রক্তনদীর ওপর কাতরাতে থাকা লিয়ানা।

ঠিক সেই দিনের মতো স্বপ্নেও ওর বন্ধুরা তার পাশে সওয়ার করছে। জোরির বাবা মার্টিন কাসেল; বিশ্বস্ত থিও ওয়াল; ব্র্যান্ডনের স্কোয়ায়ের ইথান গ্লোভার, স্বল্পভাষী, মহৎ স্যার মার্ক রিসওয়েল, ক্র্যানোগম্যান হাওল্যান্ড রীড; লাল তুরগে বসে থাকা লর্ড ডাস্টিন। নিজের চেহারা ওর কাছে যেমন পরিচিত, এদেরটাও তা-ই, তবে সময় তার স্মৃতির বেশ খানিকটা শুষে নিয়েছে। যাদেরকে কখনো ভুলবে না বলে ওয়াদা করেছিলো এককালে, তাদের চেহারা এখন আর অত ভালো করে মনে নেই। স্বপ্নে ওরা দেখা দিয়েছে শুধুই ছায়া হিসেবে–কুয়াশা দিয়ে তৈরি ঘোড়ার ওপর বসে থাকা ফ্যাকাশে কিছু প্রেতাত্মা।

স্বপ্নে সাতজন মিলে তিনজনের মোকাবেলা করছে ওরা, ঠিক সেই দিনের মতোই। তবে এই তিনজন কোনো সাধারণ লোক নয়। বিশাল টাওয়ারের সামনে অপেক্ষায় আছে ওরা, বাতাসে আলখাল্লা উড়ছে পতপত করে, পেছন থেকে তাকিয়ে আছে ডর্নের লাল পাহাড়। এই লোকগুলো ধোঁয়াশা নয়, অনেক বেশিই বাস্তব, সুস্পষ্ট, এতগুলো বছর পরেও। উষার তরবারি খ্যাত স্যার আর্থার ডেইনের ঠোঁটে বিষণ্ন হাসি। উষা নামের বিশাল তরবারির হাতল তার ডান কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মারছে। স্যার অসওয়েল ওয়েন্ট তলোয়ারে শান দিচ্ছেন এক পায়ে ভর দিয়ে। সাদা রঙের শিরস্ত্রাণের গায়ে ডানা

BanglaBook.org

মেলে আছে তার হাউজের প্রতীক কালো বাদুড়। এই দুই ব্যক্তির মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন কিংসগার্ডের লর্ড কমান্ডার, শ্বেত ষাঁড় খ্যাত স্যার জেরল্ড হাইটাওয়ার।

ট্রাইডেন্টে তোমাদের খোঁজ করেছিলাম,' নেড ওদেরকে বললো।

'আমরা ওখানে ছিলাম না,' উত্তর দিলেন স্যার জেরল্ড।

'আমরা থাকলে ঐ দখলদারের খবর ছিলো,' স্যার অসওয়েল বললেন।

'কিংস ল্যান্ডিং-এর পতনের পর স্যার জেইমি নিজের হাতে তোমাদের রাজার প্রাণবায়ু শুষে নিয়েছে। আমি তখন একটা কথাই ভাবছিলাম–তোমরা কোথায়।'

'অনেক দূরে,' স্যার জেরল্ড বললেন। 'নাহলে এরিস এখনো আয়রন থ্রোনেই থাকতেন, আর আমাদের সেই বেইমান ভাই এই মুহূর্তে নরকের আগুনে পুড়তো।'

'আমি স্টর্মস এন্ডে গিয়েছিলাম অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার জন্য,' নেড ওদেরকে বললো। 'লর্ড টাইরেল আর লর্ড রেডওয়াইন তাদের ব্যানার নামিয়ে নেয়ার সাথে সাথে ওদের নাইটরা সবাই হাঁটু গেড়ে আমাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। আমি ভেবেছিলাম তোমাদেরকে ওদের মাঝে খুঁজে পাবো।'

'আমাদের হাঁটু এত সহজে বাঁকে না,' দৃঢ় স্বরে বললেন স্যার আর্থার ডেইন।

'স্যার উইলেম ড্যারি ড্রাগনস্টোনে পালিয়েছেন, তোমাদের রাণী আর রাজকুমার ভিসেরিসকে সাথে নিয়ে। ভেবেছিলাম তোমরা হয়তো ওদের সাথে চলে গেছ।'

'স্যার উইলেম ভালো মানুষ। যথেষ্ট সৎ,' স্যার অসওয়েলের স্বর ভেসে এলো এবার।

'কিন্তু উনি কিংসগার্ডের কেউ না,' মনে করিয়ে দিলেন স্যার জেরল্ড। 'কিংসগার্ডের কেউ কখনো পালায় না।'

'তখনো না, এখনো না,' স্যার আর্থার বললেন, এক হাত দিয়ে শিরস্ত্রাণের মুখাবরণ নামিয়ে দিয়েছেন তিনি।

'আমরা ওয়াদা করেছি,' ব্যাখ্যা করলেন স্যার জেরল্ড। 'আর আমাদের কাছে ওয়াদার চেয়ে বড় কিছু নেই।'

নেডের বিশ্বস্ত অশরীরীগুলো তার দুই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের হাতে নাচছে একটা করে ছায়া তলোয়ার।

সাতের বিপরীতে তিন।

'খেলা মাত্র শুরু হলো,' উষার তরবারি খ্যাত স্যার আর্থার ডেইন বললেন। খাপ ছেড়ে বেরিয়ে এলো উষা, দুই হাতের তালুর ভেতর যেন শ্বাস নিচ্ছে তলোয়ারটা। অসিটা দেখতে দুধ দিয়ে তৈরি কাচের ন্যায়, শরীরের ওপর আলোর নাচনে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

BanglaBook.org

'না,' বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিলো নেড। 'খেলা এইমাত্র শেষ হলো।'

ইস্পাত আর অশরীরীর দল পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে ভেসে এলো লিয়ানার আর্তনাদ।

'এডার্ড!' চিৎকার করে উঠলো লিয়ানা। রক্তাভ দাগাংকিত আকাশের গায়ে গোলাপের ছিন্ন পাপড়ির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। উড়ন্ত পাপড়িগুলো মৃত্যুর চোখের মতোই নীল।

'লর্ড এডার্ড,' লিয়ানা আবারো বললো।

'ওয়াদা করলাম,' ফিসফিস করে বললো সে। 'লিয়া, আমি ওয়াদা করলাম।'

আঁধারের আড়াল হতে ভেসে এলো কারো উত্তেজিত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। 'লর্ড এডার্ড!'

মুখ দিয়ে গরগর শব্দ করে চোখ মেললো এডার্ড স্টার্ক। মুখ্য উপদেষ্টার টাওয়ারের লম্বা জানালা দিয়ে স্রোতের মতো প্রবেশ করছে চাঁদের আলো।

'লর্ড এডার্ড?' বিছানার উপর ঝুঁকে এলো কোনো এক ছায়াশরীর।

'কতক্ষণ...কতক্ষণ হয়েছে?' চাদরটা এলোমেলো হয়ে আছে, প্লাস্টার করা হয়েছে ওর পায়ে। ওখান থেকে ভোঁতা আঘাতের অনুভূতি দলা পাকিয়ে উঠে আসছে মাথার দুই পাশে, দপদপ করছে শিরাগুলো।

'ছয় দিন, সাত রাত,' ওর ব্যক্তিগত স্টুয়ার্ড ভেয়ন পুলের গলা শোনা গেল। নেডের ঠোঁটের ডগায় একটা কাপ ধরে আছে সে। 'নিন, মাই লর্ড।'

'কী এটা?'

'পানি। মেইস্টার পাইসেল বললেন আপনার পিপাসা পেয়েছে।'

নেড পান করলো। প্রচণ্ড রুক্ষ হয়ে আছে ঠোঁট, পানিকে মনে হচ্ছে যেন মধু।

'রাজা তার আদেশ রেখে গেছেন,' কাপটা খালি করে ফেলার পর বললো ভেয়ন পুল। 'উনি আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন, মাই লর্ড।'

'আগামীকাল,' নেড জবাব দিলো। 'যখন আমি আরেকটু শক্তি ফিরে পাবো।' এই মুহূর্তে রবার্টের মুখোমুখি হতে পারবে না সে। স্বপ্নটা ওকে বিড়ালের মতো দুর্বল করে দিয়েছে।

'মাই লর্ড,' পুল আবার বললো, 'আপনি চোখ খোলার পরপরই আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন তিনি।' বিছানার পাশের মোমবাতিতে আগুন ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো স্টুয়ার্ড।

ছোট্ট করে গালি দিলো নেড। রবার্টের কোনোকালেই ধৈর্য নামক জিনিসটা ছিলো না। 'বলে দাও আমি এতই দুর্বল যে ওর কাছে যেতে পারছি না। যদি ওর এখনই কথা

BanglaBook.org

বলতে হয়, তবে যেন এখানেই এসে কথা বলে। আশা করি, এতক্ষণ ভালোভাবেই ঘুমিয়েছে সে। আর...' ও বলতে চাইছিলো *জোরিকে নিয়ে এসো*, ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়লো তার। 'রক্ষীদের ক্যাপ্টেনকে ডেকে নিয়ে এসো।'

স্টুয়ার্ড চলে যাওয়ার খানিকক্ষণ পরেই অ্যালিন ভেতরে ঢুকলো। 'মাই লর্ড।'

'পুল বললো ছয় দিন হয়ে গেছে,' বললো নেড। 'আমার জানতে হবে এই ছয় দিনে কী হয়েছে এখানে।'

'কিংস্লেয়ার শহর ছেড়ে পালিয়েছে,' অ্যালিন ওকে বললো। 'সূত্রগুলো জানাচ্ছে, ও তার বাবার সাথে যোগ দেয়ার জন্য কাস্টার্লি রকে চলে গেছে। লেডি ক্যাটলিন কীভাবে ইম্পটাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন, সেটা সবার মুখে মুখে রটে গেছে এখন। আমি অতিরিক্ত রক্ষী পাঠিয়ে দিচ্ছি, যদি আপনার সমস্যা না থাকে।'

'আমার সমস্যা নেই,' নেড ওকে আশ্বস্ত করলো। 'আমার মেয়েরা কোথায়?'

'ওরা প্রতিটা দিনই আপনার পাশে ছিলো, মাই লর্ড। সানসা নিঃশব্দে প্রার্থনা করেছে, কিন্তু আরিয়া...' ওকে দেখে মনে হচ্ছে দোটানায় আছে। 'আপনাকে এখানে আনার পর থেকে সে একটা কথাও বলেনি। খুবই জেদি এক মেয়ে। কোনো মেয়ের ভেতর এত রাগ জীবনেও দেখিনি।'

'যা-ই ঘটুক, আমি চাই আমার মেয়েরা যেন নিরাপদে থাকে,' নেড বললো। 'আমার ধারণা, ঘটনা মাত্র শুরু হলো।'

'ওদের কোনো ক্ষতিই হবে না, লর্ড এডার্ড,' ওয়াদা করলো অ্যালিন। 'আমি নিজের জীবন বাজি রেখে বলছি।'

'জোরি আর অন্যরা...'

'আমি ওদেরকে উইন্টারফেলে পাঠিয়ে দিয়েছি, সাইলেন্ট সিস্টারদের সাথে। জোরি ওর দাদার পাশেই শুয়ে থাকতে চাইবে।'

দাদার পাশেই দিতে হবে ওকে। কারণ ওর বাবা শুয়ে আছে অনেক দক্ষিণে। মার্টিন কাসেল বাকিদের সাথে মরে গেছে সেদিন। লড়াই শেষে ঐ টাওয়ার ধ্বংস করে দেয় নেড, এরপর তার পাথরগুলো দিয়ে আটটা শিলাস্তূপ তৈরি করে সমাহিত করে ওদের। রেইগার নাকি ঐ টাওয়ারের নাম দিয়েছিলো *উল্লাসের টাওয়ার*, কিন্তু নেডের কাছে ঐ স্মৃতি খুবই তিক্ত। সাতের বিরুদ্ধে তিনের যুদ্ধ হয়েছিলো সেদিন, মাত্র দুইজন বেঁচে ফিরতে পেরেছে–এডার্ড নিজে আর খুদে ক্র্যানোগম্যান হাওল্যান্ড রীড। এত বছর পর ঐ স্বপ্ন আবার দেখাটা কোনো অশণিসংকেত বলেই মনে হচ্ছে ওর।

'অ্যালিন, অনেক ভালো কাজ করেছ তুমি,' নেড কথাটা বলতে বলতে ফিরে এলো ভেয়ন পুল। স্টুয়ার্ড ছেলেটা খানিকটা ঝুঁকলো। 'আমাদের মহামান্য দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, মাই লর্ড। রাণীও আছেন তার সাথে।'

BanglaBook.org

জোর করে নিজেকে তুললো নেড। পায়ের ব্যথায় মুখ কুঁচকে এলো ওর। সার্সি আসবে এটা সে ভাবতেই পারেনি। ও আসায় ভালোও হয়নি। 'ওদেরকে পাঠিয়ে দাও, আর তুমি চলে যাও। আমরা যা বলবো তা এই দেয়ালের বাইরে যাওয়া উচিত হবে না।' নিঃশব্দে চলে গেল পুল।

সাথে সাথে প্রবেশ করলো রবার্ট, বেশ সময় নিয়েই পোশাক পরেছে সে। কালো মখমলের তৈরি ডাবলেট পরেছে ও; কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা হাতওয়ালা আঁটোসাটো কোট, যার বুকের ঠিক মাঝখানে চমৎকার কাজ করা একসারি বোতাম। বুকের ওপর সোনালি সুতো দিয়ে বোনা আছে হাউজ ব্যারাথিয়নের প্রতীক, মুকুট পরিহিত হরিণ। ডাবলেটের ওপর পরেছে সোনালি রঙের আলখাল্লা, যার পেছনের দিকে অলংকরণ হিসেবে আছে কালো এবং স্বর্ণালী চতুর্ভুজ। ওর হাতে এক জগ ওয়াইন, মুখের রঙ লাল–অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল। ওর পেছন পেছন ঢুকলো সার্সি, চুলের ওপর বসানো আছে স্বর্ণখচিত মুকুট।

'মহামান্য,' নেড বললো। 'ক্ষমা করবেন। আমার পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়।'

'কিচ্ছু যায় আসে না,' কর্কশ স্বরে বললো রাজা। 'ওয়াইন? আর্বার থেকে এসেছে এই জিনিস। খুবই ভালো।'

'ছোট্ট এক কাপ হলেই চলবে,' নেড বললো। 'পপির নির্যাসের কারণে এখনো পর্যন্ত আমার মাথা ভারী হয়ে আছে।'

'আপনার জায়গায় থাকা যেকোনো ব্যক্তির নিজেকে ভাগ্যবান ভাবা উচিত। কারণ তার মাথা এখনো ঘাড়ের ওপরেই আছে,' কাটকাটভাবে বললো সার্সি।

'এই মহিলা, চুপ করো,' গর্জে উঠলো রবার্ট। নেডকে এক কাপ ওয়াইন দিলো সে। 'পায়ের ব্যথা এখনো আছে?'

'খানিকটা,' নেড জবাব দিলো। ওর মাথা এখনো ঘুরছে, কিন্তু রাণীর সামনে নিজের দুর্বলতার কথা জানাতে চাচ্ছে না।

'পাইসেল জোর দিয়ে বলেছে পুরোপুরি সেরে যাবে।' ভ্রু কুঁচকালো রবার্ট। 'ক্যাটলিন কী করেছে তা নিশ্চয়ই জানো?'

'জানি।' নেড তার কাপে চুমুক বসালো। 'আমার স্ত্রীর দোষ নেই, মহামান্য। সে যা করেছে, আমার নির্দেশেই করেছে।'

'শুনে একটুও খুশি হইনি, নেড,' গজগজ করতে করতে বললো রবার্ট।

'কোন অধিকারে আমার পরিবারের গায়ে হাত দিয়েছেন আপনি?' সার্সি জানতে চাইলো। 'নিজেকে কী ভাবেন?'

'রাজার মুখ্য উপদেষ্টা,' শীতল স্বরে জবাব দিলো নেড। 'আপনার নিজের স্বামীর দ্বারা নিযুক্ত, রাজার হয়ে ন্যায়বিচার আর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য।'

BanglaBook.org

'মুখ্য উপদেষ্টা *ছিলেন*,' সার্সি বলতে শুরু করলো, 'কিন্তু এখন–'

'চুপ!' হুংকার দিলো রাজা। 'তুমি ওকে প্রশ্ন করেছ, ও কেবল তার জবাব দিয়েছে।' একপাশে সরে গেল সার্সি, শীতল ক্রোধে ফেটে পড়ছে ও। রবার্ট এবার নেডের দিকে ঘুরলো। 'রাজার হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা...তুমি এইভাবে রাজার হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছো, নেড? সাতজন লোক মারা গেছে আজ...'

'আট,' রাণী শুধরে দিলো। 'ট্রেগার আজ সকালেই মারা গেছে, লর্ড স্টার্কের দেয়া আঘাতের কারণে।'

'কিংসরোডে অপহরণ কিংবা আমার রাস্তায় রক্ত ঝরানো, আমি এ দুটোর কোনোটাই পছন্দ করিনি, নেড,' রাজা বললো।

'ইম্পটাকে ধরার পেছনে ক্যাটলিনের যুক্তি আছে।'

'আমি বলেছি, আমি এটা একদমই পছন্দ করিনি! ওর *কারণ* নরকে যাক! তুমি তোমার স্ত্রীকে বলবে এখুনি যেন বামনটাকে ছেড়ে দেয়। আর তুমি জেইমির সাথে সব ঠিকঠাক করে নেবে।'

'তিনজন সঙ্গীকে নিজের চোখের সামনে খুন হতে দেখেছি আমি। কারণ জেইমি ল্যানিস্টার আমাকে *সংশোধন* করতে চেয়েছিলো। আমি কি এটাও ভুলে যাবো?'

'আমার ভাইয়ের কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি,' রাজাকে বললো সার্সি। 'লর্ড স্টার্ক পতিতালয় থেকে মদ্যপ অবস্থায় বেরিয়ে আসছিলেন। ওর লোকেরাই জেইমি আর তার রক্ষীদের উপর হামলা চালায়। ওর স্ত্রী কিংসরোডে টিরিয়নকে আক্রমণ করেছে, এটা জানার পরেও।'

'তুমি আমাকে ভালো করেই চেনো, রবার্ট,' নেড বললো। 'যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়, লর্ড বেইলিশকে জিজ্ঞেস করো। ও সেখানেই ছিলো।'

'লিটলফিঙ্গারের সাথে কথা বলেছি আমি,' রবার্ট বললো। 'ও দাবি করেছে সে মারামারি শুরু হওয়ার আগেই গোল্ড ক্লোকদের ডাকতে গিয়েছিলো। কিন্তু সে এটাও স্বীকার করেছে যে তুমি কোনো এক পতিতালয় থেকেই বেরোচ্ছিলে।'

'কোনো এক পতিতালয়? তোমার চোখের নিকুচি করি, রবার্ট, আমি সেখানে গিয়েছিলাম তোমার মেয়েকে দেখতে! ওর মা তার নাম দিয়েছে বারা। ও দেখতে একদম তোমার প্রথম মেয়েটার মতোই হয়েছে...আমাদের বাল্যকালের কথা বলছি, যখন আমরা ভেইলে ছিলাম।'

কথাগুলো বলার সময় রাণীর দিকে নজর দিলো সে। ওর মুখে যেন মুখোশ পরানো হয়েছে; ফ্যাকাশে, পেশীগুলো স্থির, কোনো অনুভূতি নেই।

লাল হয়ে গেল রবার্ট। 'বারা,' কর্কশ স্বরে বললো সে। 'এতে কি আমার খুশি হওয়া উচিত? মেয়েটার নিকুচি করি! আমি ভেবেছিলাম ওর মাথায় জ্ঞান-বুদ্ধি কিছু আছে।'

BanglaBook.org

'ওর বয়স পনেরোর বেশি না, তাছাড়া সে একজন পতিতা, আর তুমি ওর কাছে এর চেয়ে বেশি *জ্ঞান* আশা করো?' বিস্ময়ের সাথে বললো নেড। ওর পায়ের ব্যথা আরো তীব্র হয়েছে। 'বোকা মেয়েটা তোমার প্রেমে পড়েছে, রবার্ট।'

সার্সির দিকে এক নজর তাকালো রাজা। 'রাণীর সামনে এসব বলা ঠিক হচ্ছে না।'

'মহামান্যের কাছে আমার কোনো কথাই পছন্দ হবে না,' জবাব দিলো নেড। 'আমি শুনেছি কিংস্লেয়ার শহর ছেড়ে পালিয়েছে। আমাকে যেতে দাও, ওকে বিচারের সম্মুখীন করতে চাই আমি।'

কাপে থাকা ওয়াইন দোলাচ্ছে রবার্ট, গম্ভীর মুখে ভাবছে। এক চুমুক পান করলো রাজা। 'না,' অবশেষে বললো সে। 'আমি এসব কিছুই চাচ্ছি না। জেইমি তোমার তিনজন লোক মেরেছে, আর তুমি মেরেছ পাঁচজন। ব্যাপারটা এখানেই শেষ।'

'এটাই তোমার ন্যায়বিচার?' উত্তেজিত স্বরে বললো নেড। 'তা-ই যদি হয়, তো আমি খুশি যে আমি আর তোমার মুখ্য উপদেষ্টা নেই।'

স্বামীর দিকে তাকালো রাণী। 'ভাবছি, ও যে ভাষায় তোমার সাথে কথা বললো, সেই ভাষায় যদি কোনো টারগেরিয়ানের সাথে কেউ কথা বলতো–'

'তুমি কি আমাকে এরিস ভেবেছ?' রবার্ট ওকে থামিয়ে দিলো।

'আমি তোমাকে *রাজা* ভেবেছি। বৈবাহিক সূত্রে জেইমি আর টিরিয়ন দুইজনেই তোমার ভাই। স্টার্করা একজনকে শহর ছাড়তে বাধ্য করেছে, আরেকজনকে অপহরণ করেছে। এই লোক তার প্রতি নিঃশ্বাসে তোমাকে অপমান করে যাচ্ছে, কিন্তু এরপরেও তুমি এখানে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছো, ওকে ক্রমাগত জিজ্ঞেস করে যাচ্ছো যে তার পায়ে ব্যথা করছে কিনা, আরো ওয়াইন লাগবে কিনা।'

ক্রোধে রবার্টের মুখ কালো হয়ে গেল। 'এই মহিলা, তোমাকে আর কতবার নিজের মুখ সামলাতে বলতে হবে?'

সার্সির চেহারা ততক্ষণে ঘৃণার খনিতে পরিণত হয়েছে। 'দেবতারা আমাদের দুইজনকে নিয়ে কী উপহাসটাই না করলো,' বললো সে। 'আসলে...তোমারই স্কার্ট পরে থাকা উচিত ছিলো, আর আমার বর্ম।'

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হাতের উলটো পিঠে সার্সির গালে চড় বসিয়ে দিলো রাজা। টেবিলের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো সে, কিন্তু এরপরেও কাঁদলো না। ওর সরু আঙ্গুলগুলো নিজের গালে হাত বোলাচ্ছে, জায়গাটা লাল হতে শুরু করেছে ইতোমধ্যেই। দাগটা আগামীকালের মধ্যেই ওর পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়বে। 'এই অপমানটাকে আমি সম্মানের প্রতীক হিসেবে পরবো।'

'নীরবে পড়ো, নাহলে আমি আবারো তোমাকে *সম্মান* করবো,' ওয়াদা করলো রবার্ট। এরপর রক্ষী ডাকলো সে। স্যার ম্যারিন ট্রান্ট ছুটে এলো, সাদা বর্মের ভেতর থাকা লম্বা, বিষণ্ন এক নাইট। 'রাণী দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওকে তার কক্ষে নিয়ে যাও।' সার্সিকে উঠতে সাহায্য করলো নাইট, এরপর বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

জগটা তুলে নিয়ে তাতে আরো মদ ঢাললো রবার্ট। 'ও আমার সাথে কীভাবে কথা বলে দেখলে?' বসে পড়লো রাজা, এক হাতে মদের পাত্র নাড়াচ্ছে। 'আমার প্রেমময়ী স্ত্রী, আমার বাচ্চাদের মা।' ওর ভেতর থেকে ক্রোধ বেরিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে, তার পরিবর্তে দুচোখে ভর করেছে দুঃখ আর ভয়। 'ওকে মারা উচিত হয়নি...কাজটা...ঠিক রাজাসুলভ হয়নি...' নিজের হাতের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে, যেন বুঝতে পারছে না ওগুলো আসলে কী। 'আমি সবসময়ই শক্তিশালী ছিলাম। কেউই আমার সামনে দাঁড়াতে পারতো না, কেউই না। কাউকে যদি মারতেই না মারো, তবে তার সাথে যুদ্ধ করবে কীভাবে?' বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালো রাজা। 'রেইগার...রেইগার জিতে গেছে, চুলোয় যাক সে! আমি ওকে খুন করেছি, নেড, বর্শাটাকে ওর কালো হৃদয়ের একদম মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়েছি। লোকে এটা নিয়ে গান করে। কিন্তু এরপরেও...কোনো একভাবে ও-ই জিতেছে। ওর কাছে লিয়ানা আছে, আর আমার কাছে? ও আছে।' কাপ খালি করে ফেললো রাজা।

'মহামান্য,' নেড স্টার্ক বললো, 'আমাদের কথা এখনো শেষ হয়নি...'

আঙ্গুল দিয়ে মাথার পাশে চেপে ধরলো রবার্ট। 'কথা বলতে বলতে আমার মরার দশা হয়েছে। আগামীকাল আমি শিকার করতে কিংসউডে যাবো। তোমার যা-ই বলার থাকুক, আমি ফিরে আসার পর বলবে।'

'যদি দেবতাদের উদ্দেশ্য ভালো থাকে, তবে তোমার ফিরে আসার পর আমি এখানে থাকবো না। তুমি আমাকে উইন্টারফেলে ফিরে যেতে বলেছ, মনে আছে?'

দাঁড়িয়ে পড়লো রবার্ট। খাটের একটা পায়া ধরে নিজেকে স্থির করলো সে। 'দেবতাদের উদ্দেশ্য খুব কম সময়ই ভালো থাকে, নেড। এই নাও, এটা তোমার।' রূপালি রঙের হাত আকৃতির প্রতীকটা বিছানায় ছুঁড়ে দিলো সে। 'তোমার পছন্দ হোক আর না হোক, তুমিই আমার মুখ্য উপদেষ্টা। তুমি যেতে পারবে না।'

রূপালি প্রতীকটা তুলে নিলো নেড। ওর হাতে আর কোনো উপায় নেই। কারণ ওকে কোনো রাস্তা বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি। পায়ের ব্যথা আরো বাড়ছে, নিজেকে শিশুর মতো অসহায় মনে হচ্ছে এখন। 'টারগেরিয়ান মেয়েটা...'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো রাজা। 'চুলোয় যাক, নেড! ওকে নিয়ে আবার তর্ক জুড়ে দিও না। ওর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, আমি এ ব্যাপারে আর কিছুই শুনতে চাই না।'

'তুমি যদি আমার উপদেশই শুনতে না চাও, তবে আমাকে তোমার উপদেষ্টা কেন বানিয়েছ?'

'কেন বানিয়েছি?' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো রবার্ট। 'কেন নয়? কাউকে না কাউকে এই ফালতু রাজ্যটা চালাতে হতো। ব্যাজটা পরে নাও, নেড। জিনিসটা তোমার সাথে ভালোই মানায়। যদি আর কখনো ওটা আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারো, তবে ওয়াদা করছি, আমি ঐ জিনিস জেইমি ল্যানিস্টারের গায়ে সেঁটে দেবো।'

BanglaBook.org

ক্যাটলিন

অ্যারিনের উপত্যকার পুবাকাশে সূর্য লালচে সোনালি বর্ণ ধারণ করেছে। ক্যাটলিন স্টার্ক আলোটাকে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে দেখলো, জানালার কারুকাজ করা গরাদের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে ওর হাত। ভোরের আলো মাঠ আর বনের ওপর পড়তেই ওর নিচে দুনিয়া কালো থেকে প্রথমে বেগুনি নীল, এরপর ক্রমান্বয়ে সবুজ বর্ণ ধারণ করছে। ফ্যাকাশে সাদা কুয়াশা উঠতে শুরু করেছে অ্যালিসার চোখের জল থেকে। দানবের বর্শা নামে পরিচিত সুউচ্চ পর্বতের চূড়া থেকে পাহাড়ের কাঁধের ওপর গিয়ে পড়ছে এই অশরীরী স্রোতধারা, তারপর গড়িয়ে পড়ছে গিরিপথ ধরে। সেই জলের ক্ষীণ ঝাপটা নিজের মুখে অনুভব করছে ক্যাটলিন।

অ্যালিসা অ্যারিন ওর স্বামী, ভাই আর সব ছেলেমেয়েকে খুন হতে দেখেছে, কিন্তু জীবিত অবস্থায় তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও গড়ায়নি। ওর মৃত্যুর পর দেবতারা ঠিক করলেন, যে উপত্যকার কালো মাটিতে ওর কাছের মানুষরা শুয়ে আছে, সেখানে জলস্রোত বইয়ে দেয়া পর্যন্ত বিশ্রাম পাবে না সে। অ্যালিসা মারা গিয়েছে আজ থেকে ছয় হাজার বছর আগে, কিন্তু এখনো এই জলস্রোতের একটা ফোঁটাও উপত্যকার মাটিতে পড়েনি। ক্যাটলিন ভাবছে ও যখন মারা যাবে, তখন ওর চোখের জলের ঝরনা কত বিশাল হবে। 'বাকি অংশ বলুন আমাকে,' ও বললো।

'কিংস্লেয়ার কাস্টার্লি রকে সেনাবাহিনী জড়ো করছে,' স্যার রড্রিক কাসেল পেছনের রুম থেকে বললেন। 'আপনার ভাই লিখেছে যে সে রকে আরোহী পাঠিয়েছে, লর্ড টাইউইনকে বলেছে তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করতে, কিন্তু এখনো কোনো জবাব আসেনি। লর্ড ভ্যান্স আর লর্ড পাইপারকে গোল্ডেন টুথের নিচের রাস্তা পাহারা দিতে

BanglaBook.org

বলেছে এডমিউর। ও আপনার কাছে শপথ করেছে যে ল্যানিস্টারদের রক্ত না ঝরিয়ে এক টুকরো জমিও ছাড়বে না সে।'

উদিত সূর্য হতে ঘুরে বসলো সে। এর সৌন্দর্য তার মন ভালো করতে পারছে না; ওর জীবনের শুরুটা এরকমই চমৎকার ছিলো, আজকের এই সকালের মতোই ওয়াদা করেছিলো ভালো কিছু হওয়ার, কিন্তু দিনশেষে কথা রাখেনি। 'এডমিউর আরোহী পাঠিয়েছে, ওয়াদাও করেছে,' ও বললো। 'কিন্তু এডমিউর রিভাররানের লর্ড না। আমার বাবার খবর কী?'

'এই বার্তায় লর্ড হোস্টারের কথা কিছু বলা নেই, মাই লেডি।' স্যার রড্রিক তার গোঁফে তা দিতে থাকলেন। আহত অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকতে থাকতে ওগুলো তুষারের ন্যায় শুভ্র আর কাঁটা গোলাপের ন্যায় তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। তবে তাকে দেখতে এখন প্রায় ঠিকঠাক মনে হচ্ছে।

'খুব বেশি অসুস্থ না হলে আমার বাবা রিভাররানের প্রতিরক্ষার ভার লর্ড এডমিউরের হাতে দিতেন না,' ও বললো, বেশ চিন্তিত সে। 'পাখিটা আসার সাথে সাথে জেগে ওঠা উচিত ছিলো আমার।'

'আপনার লেডি বোন বলেছে যে আপনাকে যেন ঘুমুতে দেয়া হয়, মেইস্টার কোলমন বলেছেন কথাটা।'

'আমাকে জাগিয়ে দেয়া উচিত ছিলো,' জোর দিয়ে বললো সে।

'মেইস্টার বললেন যে আপনার বোন লড়াইয়ের পর আপনার সাথে কথা বলবে বলে ঠিক করেছে,' স্যার রড্রিক বললেন।

'তাহলে সে এখনো মূকাভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে?' ক্যাটলিন মুখ ভেংচালো। 'লোকে বাঁশি যেভাবে বাজায়, সেভাবেই ওকে বাজিয়েছে সে, কিন্তু আমার বোন এতই কালা যে সুরটাই শুনতে পায়নি। আজ সকালে যা-ই ঘটুক, স্যার রড্রিক, আমাদের বিদায় নিতে হবে। আমার স্থান এখন আমার ছেলেদের সাথে, উইন্টারফেলে। যদি আপনি যাত্রা করার মতো শক্তিশালী হয়ে থাকেন, তবে আমি লাইসাকে বলে আমাদেরকে গালটাউন পর্যন্ত এগিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বলতে পারি। সেখান থেকে জাহাজে চেপে বসবো আমরা।'

'আবার জাহাজ?' সবুজ হয়ে গেলেন স্যার রড্রিক, কিন্তু যেকোনোভাবেই হোক কাঁপুনি আটকে রেখেছেন। 'আপনি যা বলবেন, মাই লেডি।'

বুড়ো নাইট তার দরজার পাশে অপেক্ষায় রইলেন। লাইসা যে ভৃত্যগুলোকে দিয়েছে তাদেরকে ডাকলো ক্যাটলিন। লড়াই শুরু হওয়ার আগে যদি বোনের সাথে কথা বলতে পারে সে, তবে হয়তো ওর মন পরিবর্তন করতে পারবে, ভৃত্যরা ওর পোশাক পরিবর্তন করে দেয়ার সময় ভাবছিলো সে। লাইসার নীতি তার মেজাজের সাথেই ওঠা-

BanglaBook.org

নামা করে, আর তার মেজাজ প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় পরিবর্তিত হয়। লাজুক যে মেয়েটাকে সে রিভাররানে বড় হতে দেখেছে, সময়ের পরিক্রমায় সে-ই এখন পরিণত হয়েছে গর্বিত, ভীতিকর, নিষ্ঠুর, স্বপ্নালু, অপরিণামদর্শী, ভীরু, একগুঁয়ে, ব্যর্থ এবং সবকিছুর উপরে...পরিবর্তনশীল এক মহিলায়।

ওর সেই জঘন্য কারাপরিদর্শক যখন এসে বলেছিলো যে টিরিয়ন ল্যানিস্টার দোষ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত, ক্যাটলিন তখন লাইসাকে জোরে দিয়ে বলেছে যেন ওকে তাদের সামনে এনে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু না, পুরো উপত্যকার অর্ধেক লোকের সামনে নিজেকে জাহির করা থেকে ওর বোনকে কেউ আটকাতে পারলো না। আর এখন এইটা...

'ঐ ল্যানিস্টার *আমার* বন্দি,' ঈরির শীতল টাওয়ারের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে স্যার রড্রিককে বললো সে। ফ্যাকাশে উল দিয়ে তৈরি জামা ওর কোমরের সাথে আটকানো আছে রূপালি কোমরবন্ধ দিয়ে। 'আমার বোনকে এই কথাটা মনে করিয়ে দিতেই হবে।'

লাইসার অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় ওরা তার চাচাকে দেখতে পেল, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি। 'গর্দভদের উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছো?' স্যার ব্র্যান্ডেন রাগী স্বরে বললেন। 'কাজ হবে জানলে তোমার বোনের খুলিতে চাপড় মেরে খানিকটা বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে বলতাম আমি, কিন্তু আমি জানি কাজ হবে না। তুমি শুধু হাতেই ব্যথা পাবে।'

'রিভাররান থেকে একটা পাখি এসেছে,' ক্যাটলিন বললো। 'এডমিউরের চিঠি...'

'আমি জানি।' যে কালো রঙের মাছটা দিয়ে ব্র্যান্ডেন তার আলখাল্লা বেঁধেছেন, সেটাই তার পোশাকের মাঝে একমাত্র অলংকার। 'মেইস্টার কোলমনের কাছ থেকে শুনেছি। তোমার বোনের কাছে বলেছি আমাকে যেন এক হাজার দক্ষ লোক নিয়ে খুব দ্রুত রিভাররানে যেতে দেয়া হয়। তুমি জানো সে কী বলেছে? *এই উপত্যকা এক হাজার সৈন্য পাঠাতে পারবে না, এমনকি একজনও পারবে না, আংকেল*, ও বলছিলো। *ফটকের নাইট তুমি। তোমার স্থান এখানেই।*' ওদের পেছন থেকে ভেসে এলো বাচ্চা কণ্ঠের হাসির শব্দ। গম্ভীরভাবে পেছনে তাকালেন ওর আংকেল। 'আমি ওকে বলেছি তার এখুনি ফটকের জন্য অন্য নাইট খুঁজে নেয়া উচিত। ব্ল্যাকফিশ হই আর যা-ই হই, আমি এখনো টালি। আমাকে সন্ধ্যার আগেই রিভাররানে পৌছতে হবে।'

অবাক হওয়ার ভান করতে পারছে না ক্যাটলিন। 'একা? তুমি বেশ ভালো করেই জানো যে একা এই হাই রোডে টিকতে পারবে না। স্যার রড্রিক আর আমি উইন্টারফেল যাচ্ছি। আমাদের সাথে এসো, আংকেল। আমি তোমাকে তোমার এক হাজার লোক দেবো। রিভাররান একা লড়বে না।'

BanglaBook.org

খানিকক্ষণ ভাবলেন ব্র্যান্ডেন, এরপর সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন। 'তুমি যা বলবে। একটু লম্বা রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরতে হবে, কিন্তু এরপরেও ফিরবো তো। আমি নিচে তোমার অপেক্ষায় থাকলাম।' চলে গেলেন তিনি, তার আলখাল্লা পেছনে পতপত করে উড়ছে।

স্যার রড্রিকের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলো ক্যাটলিন। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল তারা, এখনো শিশু কণ্ঠের উচ্চ হাসির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

লাইসার অ্যাপার্টমেন্টগুলোর সামনেই একটা ছোট্ট বাগান। উঁচু, সাদা রঙের টাওয়ারগুলো ঘাস আর কাদায় ভরা বৃত্তাকার বাগানটাকে ঘিরে আছে চারপাশ থেকে, যার মাঝে জন্মেছে নীল ফুল। নির্মাতারা এটাকে গডসউড হিসেবে তৈরি করেছিলো। কিন্তু ঈরি পাহাড়ি শক্ত মাটিতে অবস্থিত, তাই উপত্যকা থেকে যে পরিমাণ মাটিই আনা হলো না কেন, তাতে কোনো উইয়ারউড গাছের শেকড় গজালো না। আর তাই ঈরির লর্ডরা ফুলের ঝোপঝাড়ের মাঝখানে ঘাস আর ভাস্কর্য স্থাপন করেছেন। এখানেই দুই চ্যাম্পিয়ন নিজেদের জীবনের জন্য লড়বে, সেই সাথে টিরিয়নের জীবনের জন্যেও, যেটা এখন দেবতাদের হাতে আছে।

এইমাত্র গোসল সেরে এসেছে লাইসা। ক্রিম রঙা মখমল পরে আছে সে, পোশাকটা দুধ-সাদা ঘাড়ের সাথে বাঁধা আছে নীলকান্তমণি আর চন্দ্রকান্তমণি বসানো দড়ি দিয়ে। ও এখন বসে আছে কক্ষের অপর প্রান্তের উঁচু সোপানের উপর, চারপাশ থেকে ঘিরে আছে নাইট, অনুচর আর উচ্চ এবং নিম্ন মর্যাদার লর্ডরা। এদের বেশিরভাগই ওকে বিয়ের স্বপ্নে বিভোর। ওকে বিছানায় নিতে চায় তারা, ওর পাশাপাশি উপত্যকা শাসন করতে চায়। ঈরিতে কাটানো কয়েক দিনেই ক্যাটলিন বুঝতে পেরেছে যে ওদের এই আশা জীবনেও পূরণ হবে না।

রবার্টের চেয়ারকে উঁচিয়ে দেয়ার জন্য কাঠের ভিত্তি দেয়া হয়েছে এর নিচে; আর সেখানেই বসে আছে ঈরির লর্ড, হিহি করে হাসছে আর একটু পরপর হাততালি দিচ্ছে। ওর সামনে নিচে নীল আর সাদা রঙের অদ্ভুত পোশাক পরে দুটো কাঠের পুতুল নাচাচ্ছে একজন কুঁজো লোক। কাঠের নাইটগুলো একজন আরেকজনকে মারছে, আর তা দেখে হাততালি দিচ্ছে রবার্ট। ঘন ক্রিমের পেয়ালা আর ঝুড়িভর্তি ব্লুবেরি দেয়া হয়েছে চারপাশের অতিথিদেরকে। অনেকেই চুমুক দিচ্ছে খোদাই করা রূপালি কাপে থাকা মিষ্টি কমলালেবুর সুগন্ধযুক্ত ওয়াইনে। *গর্দভদের উৎসব*, ব্র্যান্ডেন বলেছিলেন। এখন বোঝা যাচ্ছে, ঠিকই বলেছিলেন তিনি।

উঁচু সোপানের উপরে বসে লাইসা লর্ড হান্টারের কোনো একটা রসিকতা শুনে হাহা করে হাসছে, সেই সাথে স্যার লিন কোরব্রেই-এর ছুরিতে গেঁথে থাকা ব্ল্যাকবেরিতে ছোট্ট করে কামড় বসাচ্ছে। এরাই লাইসার হৃদয় পাওয়ার দৌড়ে অন্য সবার চেয়ে বেশি

BanglaBook.org

এগিয়ে আছে...অন্তত আজকের জন্য। ক্যাটলিনকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে এদের ভেতর কে বেশি অযোগ্য, তাহলে ওর সিদ্ধান্ত নিতে বেশ কষ্ট হবে। ইয়ন হান্টার জন অ্যারিনের চেয়েও অনেক বড়, গেঁটেবাতের কারণে অর্ধেক খোঁড়া হয়ে গেছে। অভিশাপ হিসেবে ওর পরিবারে আছে তিনজন কলহপ্রিয় ছেলে, প্রত্যেকেই অপরের চেয়ে বেশি স্বার্থপর। স্যার লিন অবশ্য ভিন্ন ধরনের অপদার্থ; মেদহীন আর সুদর্শন, অনেক প্রাচীন কিন্তু দরিদ্র পরিবারের উত্তরাধিকারী, কিন্তু ব্যর্থ, অপরিণামদর্শী, গরম মেজাজের লোক...আর, লোকে আড়ালে বলে, মেয়েদের প্রতি আকর্ষণহীনতার কারণে নাকি সে কুখ্যাত।

ক্যাটলিনকে খেয়াল করামাত্র লাইসা ওকে জড়িয়ে ধরলো, চিবুকে চুমু খেলো হালকা করে। 'চমৎকার সকাল, তাই না? দেবতারা আমাদের ওপর খুশি আজকে। এক কাপ ওয়াইন নাও, প্রিয় বোন। লর্ড হান্টার তার নিজের সংগ্রহশালা থেকে এগুলো পাঠিয়েছেন।'

'না, ধন্যবাদ। লাইসা, তোমার সাথে কথা আছে।'

'পরে,' ওর বোন ওয়াদা করলো, ইতোমধ্যেই ওর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে শুরু করেছে।

'এখুনি।' ক্যাটলিন যতটা চেয়েছে তার চেয়ে বেশ জোরেই বলে ফেললো। লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। 'লাইসা, তুমি সত্যি-সত্যিই এই বোকামি করার কথা ভাবছো? জীবিত অবস্থায় ইম্পটার মূল্য অনেক বেশি। ওকে মেরে দাও, শুধু কাকেরই খাবার হবে সে। আর যদি ওর চ্যাম্পিয়ন আজ জিতে যায়–'

'তার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, মাই লেডি,' লর্ড হান্টার ওকে নিশ্চিত করলো, যকৃতের মতো ফুটকি পরা হাত দিয়ে ওর কাঁধ চাপড়ে দিলো সে। 'স্যার ভার্ডিস একজন শক্তিশালী যোদ্ধা। সেলসোর্ডটা পাত্তাই পাবে না।'

'পাত্তাও পাবে না, মাই লর্ড?' শীতল স্বরে বললো ক্যাটলিন। 'শুনে অবাক হলাম।' হাই রোডে ব্রনকে লড়তে দেখেছে সে; অন্যরা মরে যাওয়ার পরেও সে যে এখনো বেঁচে আছে তা মোটেও কপালগুণে নয়। চিতাবাঘের মতো দ্রুত চলে সে, হাতের ঐ জঘন্য তলোয়ারটা যেন ওর হাতেরই একটা অংশ।

লাইসার পাণিপ্রার্থীরা জড়ো হচ্ছে ওদের চারপাশে, যেন ফুলের চারপাশে জড়ো হওয়া একদল মৌমাছি। 'মহিলারা এইসব ব্যাপার কমই বোঝে,' স্যার মর্টন ওয়েইনউড বললো। 'স্যার ভার্ডিস একজন নাইট, প্রিয় লেডি। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী...আসলে এরা সবাই ভেতরে ভেতরে অনেক ভীতু। ওদের চারপাশে যখন কয়েক হাজার নিজের লোক থাকে, তখন যুদ্ধে জাদু দেখাতে পারে তারা, কিন্তু দলছুটভাবে একাকী দাঁড় করিয়ে দিন, ওদের পুরুষত্ব বেরিয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

'ধরলাম আপনার কথাই ঠিক।' ক্যাটলিন এত জোর করে ভদ্রতাটা আনলো যে ওর মুখেই ব্যথা করছে এখন। 'কিন্তু এই বামনটার মৃত্যুতে আমাদের লাভটা কী? আমরা যে ওকে পাহাড়ের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলার আগে *ন্যায়বিচার* পাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলাম তাতে জেইমির কিছু যায় আসবে বলে মনে হয় আপনার?'

'লোকটার মাথা কেটে নাও,' উপদেশ দিলো স্যার লিন কোরব্রেই। 'কিংস্লেয়ার যখন ইম্পটার মাথা হাতে পাবে, সেটা ওর জন্য একটা সতর্কবার্তাও হবে।'

কোমর পর্যন্ত লম্বা চুলে অধৈর্যভাবে কাঁপন তুললো লাইসা। 'লর্ড রবার্ট ওকে উড়তে দেখতে চায়,' ও বললো, যেন এতেই সবকিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 'কাউকে যদি দায়ী করতেই হয়, তবে ইম্পটার নিজেকে দায়ী করা উচিত। ও-ই কিন্তু এই প্রতিযোগিতা চেয়েছে, আমরা না।'

'লেডি লাইসার ওর কথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় ছিলো না, আত্মসম্মান জড়িত ছিলো এর সাথে,' সুর মেলালো লর্ড হান্টার।

ওদেরকে অগ্রাহ্য করে বোনের দিকে ফিরলো ক্যাটলিন। 'আমি তোমাকে মনে করিয়ে দেই, টিরিয়ন ল্যানিস্টার *আমার* বন্দি।'

'আর আমিও তোমাকে মনে করিয়ে দেই, বামনটা আমার স্বামীকে খুন করেছে!' ওর গলা চড়ে এলো। 'রাজার মুখ্য উপদেষ্টাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে সে, আমার ছোট্ট সোনাকে পিতৃহারা করেছে। আর এখন, অবশেষে ওকে বাগে পেয়েছি আমি! ওকে মূল্য চুকিয়েই ছাড়বো!' ঘুরে সোপানের অন্যদিকে চলে গেল সে, ওর স্কার্ট ঘুরতে ঘুরতে ওর পিছু নিয়েছে। স্যার লিন আর স্যার মর্টন সহ বাকি সব পাণিপ্রার্থী অন্যদের থেকে চট করে বিদায় নিয়ে ওর পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে ইতোমধ্যেই।

'আপনার মনে হয় ও আসলেই এসব করেছে?' চারপাশটা একটু খালি হতেই জিজ্ঞেস করলেন স্যার রড্রিক। 'জন অ্যারিনকে খুন করেছে? ইম্পটা কিন্তু এখনো অস্বীকার করে যাচ্ছে, একদম গলা উঁচিয়েই...'

'আমার বিশ্বাস, ল্যানিস্টাররাই জন অ্যারিনকে খুন করেছে,' ক্যাটলিন জবাব দিলো। 'এখন টিরিয়ন নিজে করেছে, নাকি স্যার জেইমি করেছে, অথবা রাণী, নাকি এরা সবাই মিলে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।' উইন্টারফেলে পাঠানো চিঠিতে সার্সির নাম লিখেছিলো লাইসা, কিন্তু এখন বলছে যে টিরিয়নই যে খুনি সেটা ও সম্পূর্ণ নিশ্চিত...সম্ভবত এই কারণে যে এই মুহূর্তে বামনটা ওদের হাতের নাগালেই আছে, আর রাণী আছে প্রাসাদের দেয়ালের আড়ালে, কয়েকশ লীগ দক্ষিণে সম্পূর্ণ নিরাপদে। ক্যাটলিন এখন ভাবছে, যদি সে বোনের চিঠিটা পড়ার আগেই পুড়িয়ে ফেলতো...

স্যার রড্রিক নিজের গোঁফে তা দিচ্ছেন। 'বিষ, হুম...বামনটার কাজ হতে পারে। অথবা সার্সির। বলা হয়, বিষ হচ্ছে মহিলাদের হাতিয়ার, আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েই

বলছি, মাই লেডি। কিংস্রেয়ার...আসলে...লোকটাকে আমি নিজে খুব একটা পছন্দ করি না, কিন্তু ও কখনোই এভাবে খুন করবে না। নিজের সোনালি তরবারিতে রক্তের ছোঁয়া দেখতে অনেক বেশিই পছন্দ করে সে। আসলেই কি ওনার মৃত্যুর কারণ *বিষ* ছিলো, মাই লেডি?'

ভ্রু কুঁচকালো ক্যাটলিন, খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে গেছে এবার। 'নাহলে ওরা মৃত্যুটাকে স্বাভাবিক কীভাবে দেখাতে পারলো?' পেছনে খুশিতে চিৎকার করে উঠলো লর্ড রবার্ট; একটা পুতুল নাইট অন্যটাকে অর্ধেক কেটে ফেলেছে, সোপানের ওপর গড়িয়ে পড়ছে লাল রঙা কাঠের মিহি গুঁড়ো। বোনপোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। 'এই ছেলেটা একেবারেই নিয়মনীতির বাইরে। ওকে যদি তার মায়ের কাছ থেকে কয়েক বছরের জন্য সরানো না যায়, তাহলে সে কখনোই শাসন করার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠবে না।'

'ওর লর্ড পিতা আপনার সাথে একমত ছিলেন,' ওর কনুয়ের কাছ থেকে একটা গলা ভেসে এলো। ঘুরে মেইস্টার কোলমনকে দেখলো সে, হাতে এক কাপ ওয়াইন। 'উনি তাকে গড়ে তোলার জন্য ড্রাগনস্টোনে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ওহ...আমার অবশ্য এগুলো বলার অধিকার নেই।' তার গলার হাড়টা নড়ে উঠলো। 'সম্ভবত আমার ওপর লর্ড হান্টারের চমৎকার ওয়াইনের বেশিই প্রভাব পড়েছে। রক্তপাতের আশঙ্কায় উত্তেজিত হয়ে গেছে আমার স্নায়ু।'

'আপনার ভুল হচ্ছে, মেইস্টার,' ক্যাটলিন বললো। 'কাস্টার্লি রক, ড্রাগনস্টোন না। আর ঐ ব্যবস্থাগুলো করা হয়েছিলো মুখ্য উপদেষ্টার মৃত্যুর পর, আমার বোনের সম্মতি ছাড়াই।'

মেইস্টার তার মাথা এত জোরে নাড়ালেন যে তাকে দেখেই পুতুল বলে মনে হচ্ছে। 'না, না, ক্ষমা করবেন, মাই লেডি, কিন্তু লর্ড জনই আসলে–'

ওদের নিচে খুব জোরে ঘণ্টা বেজে উঠলো। উচ্চ লর্ড আর পরিবেশক মেয়েরা ওদের কাজের মধ্যখানেই নড়ে উঠলো, ছুটে গেল রেলিং-এর সামনে। নিচে দুইজন রক্ষী আকাশী আলখাল্লা পরে টিরিয়ন ল্যানিস্টারকে নিয়ে আসছে। ঈরির সেপ্টাসোটা সেপ্টন বাগানের এক কোনায় থাকা মূর্তির দিকে নিয়ে গেল ওকে, একজন ক্রন্দনশীল মহিলার মূর্তি সাদা মার্বেল পাথরের ওপর খোদাই করা আছে, বোঝাই যাচ্ছে অ্যালিসা।

'দুষ্টু বামন,' লর্ড রবার্ট বললো, হিহি করছে এখনো। 'মা, আমি ওকে উড়িয়ে দিতে পারি? আমি ওকে উড়তে দেখতে চাই।'

'একটু পরেই, লক্ষ্মী সোনা,' ওয়াদা করলো লাইসা।

'প্রথমে বিচার,' স্যার কোরব্রেই যোগ করলো, 'তারপর হত্যা।'

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত পর উভয় চ্যাম্পিয়নই বাগানের বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে এলো। নাইটটার সাথে দুজন স্কোয়ায়ের আছে, অন্যদিকে সেলসোর্ড আছে ঈরির অস্ত্রাধ্যক্ষের সাথে।

স্যার ভার্ডিস ইগেন মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ইস্পাতে মোড়ানো, মেইলের ওপর ভারী বর্ম আর পশমী সারকোট পরেছেন। বড়, চক্রাকার রন্ডেল হাত আর বুকের নরম অংশকে রক্ষা করছে; মিনা করা গোল ধাতব খণ্ডটা ক্রিম আর নীল রঙের, কেন্দ্রে আছে হাউজ অ্যারিনের বাঁকানো চাঁদ আর বাজের প্রতীক। চিংড়ির খোলসের মতো দেখতে একটা ধাতব স্কার্ট ওকে কোমর থেকে উরু পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে, গলার চারপাশ ঘিরে আছে গ্রীবাত্রাণ। শিরস্ত্রাণের দুই পাশ থেকে বেরিয়ে আছে বাজপাখির পালক, মুখাবরণ বাজপাখির ঠোঁটের ন্যায় তীক্ষ্ণ, দেখার জন্য চোখের স্থানে আছে সরু ছিদ্র।

ব্রনের বর্ম এতই হালকা যে ওকে নাইটের পাশে প্রায় উলঙ্গই দেখাচ্ছে। পাকা চামড়ার ওপর তেল দেয়া কালচে রিংমেইল পরেছে ও, নোজগার্ড সহ ইস্পাতের গোল অর্ধ-শিরস্ত্রাণ মাথায়, সাথে আছে মেইলের তৈরি মস্তকাবরণ। চামড়ার বুটগুলো বেশ লম্বা, পায়ের হাড়কে রক্ষা করার জন্য দেয়া ইস্পাতের বর্ম ওর পাগুলোকে খানিকটা প্রতিরক্ষা দেবে। কালচে লোহার ডিস্ক সেলাই করে দেয়া হয়েছে দস্তানার আঙুলের সাথে। এরপরেও সেলসোর্ডটা তার শত্রু থেকে অন্তত আধা হাত লম্বা, সেই সাথে লম্বা তার হাতগুলোও। শুধু তা-ই নয়, স্যার ভার্ডিস থেকে ওর বয়স অন্তত পনেরো বছর কম।

ক্রন্দনশীল মহিলার পাশেই ঘাসের ওপর হাঁটু গেড়ে বসলো তারা, পরস্পরের দিকে মুখ করে আছে, ওদের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছে ল্যানিস্টার। সেপ্টন তার কোমরের সাথে লাগানো বহুমুখী স্ফটিকের গোলক বের করলো। জিনিসটা ওর মাথার উপরে উঠালো সে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো আলো। ইম্পটার মুখের ওপর রংধনু ছড়িয়ে দিয়েছে তা। উঁচু, গম্ভীর, প্রশান্ত গলায় সেপ্টন দেবতাদের উদ্দেশ্যে বললো যে তারা যেন নিচে তাকিয়ে সাক্ষী হন, যেন এই লোকটার মনের ভেতর উঁকি মেরে সত্যটা বের করে আনেন। সে যদি নিরপরাধ হয় তাহলে যেন তাকে জীবন ভিক্ষা দেয়া হয়, আর যদি দোষী হয়, তাহলে যেন মৃত্যু উপহার দেয়া হয় তাকে। আশেপাশের টাওয়ার থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওর গলা।

সর্বশেষ প্রতিধ্বনিটিও হারিয়ে যাওয়ার পর স্ফটিক নিচু করে দ্রুত সরে পড়লো সেপ্টন। ব্রনের কানে কানে কী যেন বললো টিরিয়ন, এরপরেই রক্ষী এসে ওকে টেনে নিয়ে গেল। হাসি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সেলসোর্ড, ওর হাঁটু থেকে ঘাস সরালো।

ঈরির লর্ড আর উপত্যকার রক্ষাকারী রবার্ট অ্যারিন নিজের উঁচু আসনে বসে অস্থিরভাবে আঙুল নাড়াচ্ছে। 'তোমরা লড়াই কখন শুরু করবে?' করুণভাবে জিজ্ঞেস করলো সে।

BanglaBook.org

স্যার ভার্ডিসকে ওর এক স্কোয়ায়ের ধরে তুলে দিলো। আরেকজন ওর হাতে ধরিয়ে দিলো চার ফুট উঁচু একটা ঢাল, ভারী ওক কাঠের তৈরি ঢালের গায়ে লোহার পেরেক ঠাসা। ওরা সেটাকে বেঁধে দিলো তার বাম হাতে। যখন লাইসার অস্ত্রাধ্যক্ষ ব্রনকে একই রকম একটা ঢাল এনে দিলো, সেলসোর্ড থুথু মারলো মাটিতে, হাত নেড়ে না করে দিলো সাথে সাথে। গত তিন দিন ধরে না কাটার কারণে ওর চোয়াল আর থুতনিতে বেশ দাড়ি গোঁফ গজিয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষুরের অভাবে ও দাড়ি কামায়নি এটা মানতে পারছে না ক্যাটলিন; ওর তলোয়ারের ধারালো প্রান্ত প্রতিদিনই ধার দেয়া হয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত স্পর্শ করাটা ভয়ংকর হয় ততক্ষণ।

স্যার ভার্ডিসের দস্তানা পরা হাতের মুঠোর মধ্যে তার স্কোয়ায়ের একটা দোধারি তলোয়ার ধরিয়ে দিলো। তলোয়ারটার শরীরে খুব সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা আছে উপত্যকা আর তার আকাশের ছবি, হাতলের মাথা বাজপাখির মাথার আকৃতির, উপরের দিকে থাকা ক্রসগার্ডকে বানানো হয়েছে দুপাশে ছড়িয়ে দেয়া ডানার মতো করে। 'জনের জন্য তলোয়ারটা বানিয়েছিলাম, কিংস ল্যান্ডিং থেকে,' লাইসা তার অতিথিদেরকে গর্বের সাথে বললো। স্যার ভার্ডিস অনুশীলন করছেন তলোয়ারটা দিয়ে। 'রাজা রবার্টের স্থানে আয়রন থ্রোনে যখন বসতো, তখন এটা সাথে রাখতো সে। চমৎকার জিনিস না? এটাই ভবিতব্য যে আমাদের চ্যাম্পিয়ন জনেরই তলোয়ার দিয়ে তার মৃত্যুর বদলা নেবে।'

খোদাই করা তলোয়ারটা অবশ্যই চমৎকার, কোনো সন্দেহ নেই এতে, কিন্তু ক্যাটলিনের মনে হলো স্যার ভার্ডিস নিজের তলোয়ার হাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। তবে সে কিছু বললো না; বোনের সাথে নিষ্ফল তর্কে ক্লান্ত হয়ে গেছে ও।

'ওদেরকে লড়াই করতে বলো!' লর্ড রবার্ট চেঁচিয়ে উঠলো।

স্যার ভার্ডিস ঈরির লর্ডের দিকে ঘুরে স্যালুট দেয়ার ভঙ্গিতে উঁচিয়ে ধরলেন তলোয়ার। 'ঈরি আর ভেইলের জন্য!'

টিরিয়ন ল্যানিস্টার বাগানের একপ্রান্তে বসে আছে, দুই পাশে আছে রক্ষী। ওর দিকে ফিরে ভাসা ভাসা একটা স্যালুট দিলো ব্রন।

'ওরা তোমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে,' লেডি লাইসা তার ছেলেকে বললো।

'লড়ো!' চেঁচিয়ে উঠলো ছেলেটা, চেয়ারের হাতল শক্ত করে চেপে ধরে রাখার কারণে হাত কাঁপছে ওর।

স্যার ভার্ডিস ঘুরলেন, সাথে ঘুরলো তার ভারী ঢাল। তার মুখোমুখি হলো ব্রন। ওদের তলোয়ার পরস্পরকে আঘাত করলো; একবার, দুইবার, তিনবার, যেন একে অন্যকে পরীক্ষা করছে। সেলসোর্ড এক পা পিছিয়ে গেল। নাইট লোকটা এলেন

BanglaBook.org

তারপর, ঢালটাকে সামনের দিকে ধরে রেখেছেন। কাটার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু ব্রন সরে তার নাগালের বাইরে চলে গেল, রূপালি তলোয়ার বাতাস কেটে গেল সাঁই করে। ব্রন তার ডান দিকে গেল, বৃত্তাকারে ঘুরছে সে। অনুসরণ করার চেষ্টা করলেন স্যার ভার্ডিস, দুইজনের মাঝখানে ঢালটা দিয়ে রেখেছেন। নাইটও সামনের দিকে এগোলেন, অসমান ভূমিতে বুঝে-শুনে পা ফেলছেন। সেলসোর্ড পিছিয়ে ওকে আসার রাস্তা করে দিলো, ঠোঁটে ফুটে উঠেছে পাতলা হাসি। স্যার ভার্ডিস আক্রমণ করলেন, কাটছেন, কিন্তু ব্রন ওর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে, ওর পাতলা শরীর নিচু, মস আবৃত পাথরের উপর উঠে গেল। এবার সেলসোর্ড বামে বৃত্ত রচনা করতে থাকলো, নাইটের অরক্ষিত অংশের দিকে। স্যার ভার্ডিস ওর পায়ের কাছে আঘাত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু নাগাল পেলেন না। ব্রন তার আরো বামে সরে গেল, জায়গাতেই ঘুরে গেলেন স্যার ভার্ডিস।

'এই লোকটা কাপুরুষ!' ঘোষণা করলো লর্ড হান্টার। 'জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করো, কাপুরুষ কোথাকার!' অন্য স্বরগুলোও একই কথার প্রতিধ্বনি করছে।

স্যার রড্রিকের দিকে তাকালো ক্যাটলিন। ওর অস্ত্রাধ্যক্ষ খুব সংক্ষিপ্তভাবে মাথা নাড়লো। 'ও চাইছে স্যার ভার্ডিস যেন তাকে তাড়া করে। এত ভারী বর্ম আর ঢালের ওজনে সবচেয়ে শক্তিশালী লোকও হাঁফিয়ে যাবে।'

সে তার জীবনের প্রায় পুরোটা সময়ই মানুষকে তলোয়ার চালাতে দেখেছে, নিজের অল্পবয়সে অর্ধশত দ্বন্দ্বযুদ্ধও দেখেছে, কিন্তু আজকের এই লড়াইটা আগেরগুলোর চেয়ে ভিন্ন, আরো মারাত্মক: এ এমন এক নাচ যেখানে স্রেফ ছোট্ট একটা ভুল মুদ্রা মৃত্যু ডেকে আনবে। দেখতে দেখতে ওর মাথায় ভিন্ন কোনো সময়ের ভিন্ন কোনো দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা মাথায় এলো, এতই পরিষ্কার যেন এই গতকালই হয়েছে।

রিভাররানের দুর্গের বহিঃপ্রাঙ্গণের ওপর হয়েছিলো সেই লড়াই। ব্র্যান্ডন যখন দেখলো যে পিটার শুধুমাত্র শিরস্ত্রাণ, মেইল আর উরস্ত্রাণ পরে আছে, ও তার বেশিরভাগ বর্মই খুলে ফেলে। ক্যাটলিনের কাছে একটু অনুগ্রহ চেয়েছিলো পিটার, বলেছিলো ওর স্মারকটা যেন তাকেই দেয়। কিন্তু ওকে ফিরিয়ে দেয় সে। ওর লর্ড পিতা তাকে ব্র্যান্ডন স্টার্কের সাথে বিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর তাই ওকেই সে নিজের স্মারকটা দিয়েছিলো। একটা ফ্যাকাশে নীল রঙের রুমাল, সূচিকর্ম করে লাফিয়ে ওঠা ট্রাউট মাছের চিত্র এঁকেছিলো ওখানে। ব্র্যান্ডনের হাতে কাপড়ের টুকরোটা তুলে দেয়ার সময় ওকে অনুরোধ করেছিলো সে। 'ও বোকা একটা ছেলে, কিন্তু আমি ওকে নিজের ভাইয়ের মতো ভালোবেসেছি। ছেলেটা মরে গেলে আমার সত্যিই অনেক কষ্ট হবে।' ওর বাগদত্তা তার ফ্যাকাশে শীতল চোখদুটো দিয়ে দেখলো ওকে, ওয়াদা করলো যে ঐ ছেলেটার জীবন নেবে না সে।

BanglaBook.org

শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায় যুদ্ধটা। ব্র্যান্ডন পূর্ণবয়স্ক একজন লোক, লিটলফিঙ্গারকে বহিঃপ্রাঙ্গণ ধরে পিছিয়ে নিতে নিতে জলসিঁড়ির কাছে নিয়ে গেল, ওর ওপর দিয়ে একের পর এক ইস্পাতের ঝড় বইয়ে দিচ্ছে, কিন্তু বারবার মাথা ঝাঁকাচ্ছে পিটার, বিষণ্ন মুখে চালিয়ে যাচ্ছে লড়াই। নদী যখন ওদের পা ছুঁয়ে দেয়, ব্র্যান্ডন অবশেষে লড়াই শেষ করে। নৃশংস এক উলটো হাতের আঘাতে পিটারের মেইল এবং ভেতরের চামড়া ভেদ করে পিঞ্জরের হাড়ের ভেতর থাকা মাংসে ঢুকে গেল তলোয়ার। আঘাতটা এতই গভীর ছিলো যে ক্যাটলিন ভেবেছিলো ছেলেটা মরেই যাবে। পড়ে যাওয়ার সময় ক্যাটের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে সে বলেছিলো, 'ক্যাট।' ওর হাতের ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ও ভেবেছিলো সে নিজে ঐ দিনের কথা ভুলে গেছে।

ঐ শেষবারই ওকে দেখেছিলো সে...এই সেদিন কিংস ল্যান্ডিং-এ ওর সামনে তাকে নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত।

লিটলফিঙ্গার সুস্থ হয়ে রিভাররান ত্যাগ করতে করতে দুই সপ্তাহ লেগে যায়, কিন্তু ওর লর্ড পিতা ছেলেটা যে টাওয়ারে পড়ে ছিলো সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেন। লাইসা মেইস্টারকে ওর চিকিৎসা করার ব্যাপারেও সাহায্য করে; ঐ দিনগুলোতে মনের দিক থেকে অনেক নরম আর লাজুক স্বভাবের ছিলো সে। এডমিউরও ওকে দেখতে গিয়েছিলো, কিন্তু পিটার ওর সাথে দেখা করেনি। ওর ভাই লড়াইয়ের সময় কাজ করেছিলো ব্র্যান্ডনের স্কোয়ায়ের হিসেবে, লিটলফিঙ্গার ওকে ক্ষমা করতে পারেনি। ও চলাফেরা করার মতো শক্ত হওয়ার পর লর্ড হোস্টার টালি পিটার বেইলিশকে স্ট্রেচারে করে দূরে পাঠিয়ে দিলেন যাতে করে আঙ্গুলের জখম সেরে উঠতে পারে পিটার, ও যে পাথুরে ভূমিতে জন্ম নিয়েছে সেখানে।

ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষের শব্দে বাস্তবে ফিরে এলো ক্যাটলিন। স্যার ভার্ডিস ব্রনের দিকে তেড়েফুঁড়ে আসছেন, হাতের ঢাল আর তলোয়ার দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে চাইছেন ওকে। সেলসোর্ড বারবার সরে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা আঘাতই ফিরিয়ে দিচ্ছে সে, ক্ষিপ্রভাবে পাথর আর গাছের মূলের উপর লাফ দিয়ে উঠে যাচ্ছে, শত্রুর উপর থেকে চোখ সরছেই না। ও বেশ ক্ষিপ্র, ক্যাটলিন দেখতে পাচ্ছে; নাইটের ইস্পাতের তলোয়ার ওকে স্পর্শ করার ধারেকাছেও যাচ্ছে না, কিন্তু অন্যদিকে ওর নিজের কুৎসিত তলোয়ারটা স্যার ভার্ডিসের বর্মের কাঁধের অংশে কয়েকবার আঘাত হেনে গর্ত করে ফেলেছে।

সংক্ষিপ্ত যুদ্ধটা যেভাবে শুরু হয়েছিলো, ঠিক সেভাবেই খুব দ্রুতই শেষ হলো যখন ব্রন একপাশে সরে গিয়ে ক্রন্দনশীল মহিলার মূর্তির পেছনে গিয়ে লুকালো। ও যেখানে ছিলো সেখানেই ঝাঁপ দিলেন স্যার ভার্ডিস, অ্যালিসার উরুর কাছে আঘাত লেগে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হলো।

BanglaBook.org

'ওরা ঠিকঠাক লড়ছে না, মা,' ঈরির লর্ড অভিযোগ করলো। 'আমি ওদের *লড়াই* দেখতে চাই!'

'ওরা লড়বে, মিষ্টি সোনা,' ওর মা তাকে বুঝিয়ে বললো। 'সেলসোর্ডটা সারাক্ষণ দৌড়াতে পারবে না।'

লাইসার সোপানে বসে থাকা কিছু লর্ড পাত্রে মদ ঢালতে ঢালতে বিকৃত রসিকতা ছুঁড়ে দিচ্ছে, কিন্তু বাগানের ওপাশে বসে থাকা টিরিয়ন ল্যানিস্টারের খাপছাড়া চোখগুলো চ্যাম্পিয়ন দুইজনকে এমনভাবে দেখে যাচ্ছে যেন এ জগতে ওরা ছাড়া আর কেউ নেই।

মূর্তির পেছন থেকে আচমকা বেরিয়ে এলো ব্রন, এখনো বামে যাচ্ছে, দুই হাতে তলোয়ারটা ধরে নাইটের অরক্ষিত ডান পাশে সজোরে আঘাত হানলো সে। স্যার ভার্ডিস আনাড়ির মতো আটকে দিলেন, সেলসোর্ডের তলোয়ার তার মাথার দিকে ধেয়ে গেল। ধাতুর সাথে ধাতুর সংঘর্ষের শব্দে প্রকম্পিত হলো চারপাশ, বাজপাখির একটা ডানা ভেঙে পড়ে গেল মাটিতে। স্যার ভার্ডিস নিজেকে সামলে নেয়ার জন্য এক পা পিছিয়ে গেলেন, ঢাল তুলে রেখেছেন। ব্রনের তলোয়ার ঢালের ওপর পড়তেই ওকের টুকরো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো চারদিকে। সেলসোর্ড আবারো বাম দিকে গেল, ঢালের দিক থেকে সরে যাচ্ছে ও। স্যার ভার্ডিসকে পেট বরাবর মারলো সে, ওর তলোয়ারে ধারালো প্রান্ত নাইটের বর্ম কেটে কাটাস্থান উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

স্যার ভার্ডিস এরপরেও সামনে এগিয়ে এলেন, তার নিজের রূপালি তলোয়ার নেমে এলো হিংস্রের মতো। ব্রন আঘাতটাকে সরিয়ে দিলো নিজের অস্ত্র দিয়ে, এরপর সরে গেল দূরে। নাইট মূর্তিটার গায়ে ধাক্কা খেল, স্তম্ভের মূল থেকে নাড়িয়ে দিলো ওকে। দুলতে দুলতে পিছিয়ে গেল সে, ওর মাথা এদিক-ওদিক ঘুরছে, শত্রুকে খুঁজছে সে। ওর মুখাবরণ তার দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে।

'আপনার পেছনে, স্যার!' লর্ড হান্টার চেঁচিয়ে উঠলো। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ব্রন দুই হাতেই ওর তলোয়ার নামিয়ে আনলো, স্যার ভার্ডিসের তলোয়ার ধরা হাতের একদম কনুই বরাবর। কনুইয়ের ওখানে যে ধাতব সন্ধিটা ছিলো, সেটা ফেটে গেল ক্রাঞ্চ জাতীয় শব্দের সাথে। চিৎকার করে উঠলেন নাইট, ঘুরে নিজের তলোয়ার উপরের দিকে ধরলেন। এবার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো ব্রন। তলোয়ার দুটো পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে যে ধাতব সুর রচনা করলো, তা বাগানকে প্রকম্পিত করে ঈরির সাদা টাওয়ারে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো।

'স্যার ভার্ডিস আহত হয়েছেন,' বললেন স্যার রড্রিক, তাঁর গলায় দুঃখের ছাপ।

ক্যাটলিনকে অবশ্য বলার প্রয়োজন নেই; ওর চোখ আছে, নাইটের অগ্রবাহু ধরে যে আঙ্গুল বরাবর রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে, সেটা দেখতে পাচ্ছে সে। আরো দেখতে

BanglaBook.org

পাচ্ছে কনুই সন্ধির খানে থাকা ভেজা স্থানটা। তার প্রত্যেকটা বাধাই আগেরটার চেয়ে দুর্বল, আগেরটার চেয়ে আরেকটু নিচু। স্যার ভার্ডিস শত্রুর দিকে তার পাশের দিকটা দিয়ে রেখেছেন, তলোয়ারের বদলে ঢাল দিয়ে আটকাতে চাইছেন। কিন্তু ব্রন ওর চারদিকে চলাফেরা করছে খুব দ্রুত, ঠিক বিড়ালের মতো। সেলসোর্ড আগের চেয়েও যেন বেশি শক্তিশালী হয়ে গেছে। ওর আঘাতগুলো এখন দাগ রেখে যাচ্ছে। নাইটের বর্মের বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে গভীর উজ্জ্বল ক্ষত, ওর ডান উরুতে, ওর সূচালো মুখাবরণে, ওর উরস্ত্রাণে, গ্রীবাস্ত্রাণের সামনের দিকের বিশাল কাটা দাগটা। স্যার ভার্ডিসের ডান হাতে চাঁদ আর বাজপাখির যে প্রতিকৃতি ছিলো তা অর্ধেক ভেঙে গেছে, ঝুলে আছে শুধু বন্ধনীর সাহায্যে। ওর কষ্টের শ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ওরা, ওর মুখাবরণের ফুটো দিয়ে ভেসে আসছে।

একগুঁয়েমি আর জেদের কারণে অন্ধ হয়ে যাওয়া উপত্যকার নাইট আর লর্ডরাও বুঝতে পারছেন নিচে কী হচ্ছে, কিন্তু এরপরেও ওর বোন বুঝতে পারছে না। 'যথেষ্ট হয়েছে, স্যার ভার্ডিস!' লেডি লাইসা উচ্চ স্বরে বললো। 'ওকে শেষ করে দিন, এখুনি, আমার বাবুটা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

বলতেই হয় যে স্যার ভার্ডিস ইগেন হচ্ছেন তার লেডির আদেশের একজন অনুগত দাস, এমনকি মৃত্যুর সামনে থাকার পরেও। এই এক মুহূর্ত আগেও পিছিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি, তার অসংখ্য দাগযুক্ত ঢালের পেছনে মুখ লুকিয়ে; পরমুহূর্তেই তিনি আক্রমণ করলেন। হুট করে ধেয়ে আসা আঘাতটা ভারসাম্যহীন করে দিলো ব্রনকে। স্যার ভার্ডিস ওর ওপর লাফিয়ে পড়ে ঢাল দিয়ে সেলসোর্ডকে পিটাতে লাগলেন। প্রায়, *প্রায়*, ব্রন ওর পায়ের তাল হারিয়ে ফেলেছে...পিছিয়ে যাচ্ছে ও, পাথরের গায়ে আছাড় খেলো এইমাত্র, ক্রন্দনশীল মহিলার মূর্তি ধরে নিজের পতন ঠেকালো। ঢালটাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্যার ভার্ডিস, দুই হাত ব্যবহার করে তলোয়ার উঁচিয়ে ধরলেন। ওর ডান হাতের কনুই থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত রক্তে ভিজে গেছে, কিন্তু এরপরেও ওর মরিয়া আঘাতটা ব্রনকে কাঁধ থেকে নাভি পর্যন্ত চিরে ফেলতে পারতো, যদি সেলসোর্ড সরে না যেত।

কিন্তু ব্রন সরে গেল। জন অ্যারিনের চমৎকার কারুকাজ করা রূপালি তলোয়ার ক্রন্দশীল নারী মূর্তির মার্বেল পাথরের তৈরি হাতের থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে গেল, ধাতব শব্দের সাথে ভেঙে গেল তলোয়ারের একটা অংশ। ব্রন মূর্তির পেছনে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলো। অ্যালিসা অ্যারিনের ক্ষয়ে যাওয়া মূর্তিটা নড়ে উঠলো, ভয়ংকর শব্দ করে পড়ে গেল মূর্তিটা, স্যার ভার্ডিস ইগেন ওর নিচে চলে গেলেন।

এক মুহূর্ত পরেই ব্রন চড়ে বসলো তার ওপর। তার বর্মের বুক আর হাতের সন্ধিস্থানের একটা প্লেট খুলে ফেলে দিতেই উন্মুক্ত হয়ে পড়লো ওখানকার নরম স্থানটা। স্যার ভার্ডিস একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছেন, চাপা পড়ে আছেন ক্রন্দনশীল নারীর

Banglabook.org

ভাঙা পায়ের নিচে। ব্রন দুই হাতে তলোয়ার তুলে গায়ের পুরো শক্তি দিয়ে ব্লেডটাকে নাইটের বক্ষপিঞ্জরের ভেতর ঢুকিয়ে দিতেই মরণ চিৎকার দিয়ে উঠলেন তিনি। কেঁপে উঠলেন স্যার ভার্ডিস ইগেন, আর তারপরেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন পুরোপুরিভাবে।

ঈরির আকাশ নীরব হয়ে গেল। ব্রন ওর অর্ধ-শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলে দিলো ঘাসের ওপর। ঢালের আঘাতে ওর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে, ঘামে ভিজে গেছে ওর কয়লার ন্যায় কালো চুল। থুথু দিয়ে ভাঙা দাঁত বের করে দিলো সে।

'লড়াই শেষ, মা?' ঈরির লর্ড জিজ্ঞেস করলো।

না, ক্যাটলিন বলতে চাইলো, *লড়াই মাত্র শুরু হলো।*

'হ্যাঁ,' লাইসা গম্ভীর স্বরে জবাব দিলো, রক্ষীপ্রধানের মৃত শরীরের মতোই শীতল ওর গলা।

'আমি কি এখন বামনটাকে উড়িয়ে দিতে পারি?'

বাগানের ওপাশ থেকে টিরিয়ন ল্যানিস্টার নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে গেল। 'ঠিক *এই* বামনটাকে না,' ও বললো। 'এই খুদে মানুষটা এখন দড়িতে ঝুলে ঝুলে নিচে যাবে, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'তোমার ধারণা–' লাইসা বলতে শুরু করলো।

'আমার ধারণা হাউজ অ্যারিন তাদের বাক্য মনে রেখেছে,' ইম্পটা বললো। '*গৌরবের সমান উঁচু।*'

'তুমি বলেছিলে আমি ওকে উড়িয়ে দিতে পারবো,' ঈরির লর্ড তার মায়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলো। কাঁপতে শুরু করেছে সে।

রাগে লাল হয়ে আছে লাইসার মুখ। 'দেবতারা ওকে নিরপরাধ হিসেবেই ঘোষণা দিয়েছেন, সোনা। ওকে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো উপায় নেই।' ও গলা উঁচালো। 'রক্ষীর দল, আমাদের ল্যানিস্টার লর্ড আর তার...*জানোয়ারকে* আমার সামনে থেকে বিদায় করো। ওদেরকে ব্লাডি গেটে নিয়ে গিয়ে মুক্ত করে দাও। ওদের সাথে ঘোড়া আর রসদ দিও যাতে করে ট্রাইডেন্টে পৌঁছাতে পারে, সেই সাথে ওদেরকে তাদের সমস্ত মালপত্র আর অস্ত্র ফিরিয়ে দিও। হাই রোডে ওগুলোর দরকার পড়বে তাদের।'

'হাই রোড,' টিরিয়ন ল্যানিস্টার বললো। মেকি হাসি দিলো লাইসা, ওর হাসিতে সন্তুষ্টির ছাপ। এটা আরেক ধরনের মৃত্যুদণ্ড, বুঝতে পারলো ক্যাটলিন। টিরিয়ন ল্যানিস্টারও নির্ঘাত জানে ব্যাপারটা। এরপরেও বামনটা লেডি অ্যারিনের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে মাথা নত করলো। 'আপনি যা বলবেন, মাই লেডি,' ও বললো। 'আমার মনে হয় আমরা রাস্তা চিনি।'

BanglaBook.org

জন

'আমি অন্য যেসব ছেলেদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি, তোমরা তাদের মতোই পদার্থ,' ওরা প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ানোর পর স্যার অ্যালিসার থর্ন ঘোষণা করলেন। 'তোমাদের হাত কৃষিকাজ করার বেলচা ধরার জন্য উপযোগী, তলোয়ারের জন্য নয়, আর তোমাদেরকে নিয়োগ দেয়ার দায়িত্ব যদি আমার হাতে থাকতো, তবে তোমাদের সবাইকে আমি শূকর চরানোর দায়িত্ব দিতাম। কিন্তু গত রাতে আমি শুনেছি যে গ্যারেন নতুন পাঁচজন নিয়ে কিংসরোড ধরে এদিকেই আসছে। ওদের মাঝে দুই একজন হয়তো সত্যিকারের যোদ্ধা থাকবে। ওদেরকে জায়গা দেয়ার জন্য আমি তোমাদের আটজনকে লর্ড কমান্ডারের হাতে সঁপে দেবো, তিনিই তোমাদের ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেয়ার নেবেন।' নামগুলো একে একে ডাকলেন তিনি। '*টোড। স্টোন হেড। ওরক্স। লাভার। পিম্পল। মাংকি। স্যার লুন।*' সবার শেষে জনের দিকে তাকালেন তিনি। 'আর জারজ।'

মুখ দিয়ে হুউপ জাতীয় শব্দ করে তলোয়ার আকাশের দিকে উঁচিয়ে ধরলো পিপ। সরিসৃপের ন্যায় শীতল দৃষ্টিতে ওকে বিদ্ধ করলেন স্যার অ্যালিসার। 'এখন থেকে সবাই তোমাদেরকে নাইটস ওয়াচের লোক বলবে। তোমরা এখনো বালক; সজীব, শরীরে গ্রীষ্মের সুগন্ধ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো। কিন্তু যখন শীত আসবে, তখন তোমরা সবাই মাছির মতো মরবে।' এটুকু বলেই স্যার অ্যালিসার থর্ন চলে গেলেন।

অন্য ছেলেরা সেই আটজনকে ঘিরে দাঁড়ালো; হাসছে, অভিশাপ দিচ্ছে, সেই সাথে জানাচ্ছে অভিনন্দন। তলোয়ারের ভোঁতা অংশ দিয়ে টোডের পশ্চাদ্দেশে বাড়ি মারলো হাল্ডার, এরপর চিৎকার করে উঠলো, 'নাইটস ওয়াচের টোড!' ব্ল্যাক ব্রাদারদের ঘোড়ার দরকার হয়, এইটুকু বলেই পিপ লাফ দিয়ে গ্রেনের কাঁধে উঠে গেল। দুজনেই

BanglaBook.org

গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল সাথে সাথে। চিৎকার করতে করতে একজন আরেকজনকে ঘুসি মারছে ওরা। অস্ত্রাগারে ঢুকে গেল ড্যারিয়ন, ফিরে এলো ওয়াইনস্কিন হাতে নিয়ে। ওরা যখন ওয়াইন হাত বদল করতে করতে পরস্পরের সাথে বোকার মতো হাসছিলো, তখন জন খেয়াল করলো স্যামওয়েল টার্লি প্রাঙ্গণের এক কোনায় মৃত গাছের নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। স্কিনটা ওর সামনে এনে দিলো জন। 'এক চুমুক ওয়াইন?'

স্যাম মাথা নাড়লো। 'লাগবে না, ধন্যবাদ, জন।'

'তুমি ঠিক আছো?'

'খুব ভালো আছি,' মোটা ছেলেটা বললো। 'তোমাদের সবার জন্য খুবই আনন্দ হচ্ছে আমার।' ওর গোলগাল মুখ কেঁপে উঠলো, মুখে ফুটে আছে জোর করে আনা হাসি। 'কোনো একদিন তুমি ফার্স্ট রেঞ্জার হবে, তোমার আংকেল যেমন ছিলেন।'

'*আছেন*,' জন ওকে শুধরে দিলো। বেনজেন স্টার্ক মরে গেছেন, এই খবর সে বিশ্বাস করতে রাজি না। ও আরো কিছু বলার আগেই হাইডার চিৎকার করে উঠলো, 'এদিকে দাও, সব কি একাই খেয়ে ফেলার বুদ্ধি করছো নাকি?' পিপ ওর হাত থেকে ছোঁ মেরে ওয়ান কেড়ে নিয়ে ভাগলো, হাসছে সে। গ্রেন ওর হাত ধরামাত্রই ওয়ানস্কিনের উপরের দিকে চাপ দিলো পিপ। লাল রঙা তরলের স্রোত বেরিয়ে এসে জনের মুখে আঘাত হানলো। চমৎকার ওয়াইন নষ্ট করছে বলে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে উঠলো হাইডার। মুখ থেকে মদগুলো বের করে দিতে চাইছে জন, কিন্তু পারছে না। এদিকে ম্যাথার আর জেরেন দেয়ালের উপর উঠে সবার দিকে তুষারের বল ছুঁড়ে মারতে শুরু করে দিয়েছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তুষারে ভরে গেল ওর চুল, কোটের সামনের দিকে পড়ে গেছে ওয়াইনের দাগ। স্যামওয়েল টার্লি চলে গেছে ততক্ষণে।

ছেলেদের এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঐ রাতে বিশেষ কিছু রান্না করলো তিন আঙুলের হব। জন যখন কমন হলে এলো, লর্ড স্টুয়ার্ড নিজে তাকে আগুনের কাছাকাছি রাখা বেঞ্চে বসতে দিলো। যেতে যেতে নাইটস ওয়াচের পুরোনো লোকরা পিঠ চাপড়ে দিচ্ছিলো ওর। যে আটজন শীঘ্রই ভাই হতে যাচ্ছে, তারা চুল্লিতে রসুন আর ভেষজ দিয়ে কড়া ভাজি করা ভেড়ার মাংস দিয়ে ভোজ সারছে। মাংসের ওপরে ছড়ানো আছে পুদিনা পাতা, চারপাশে মাখনের ওপর ভাসছে হলদে শালগমের মণ্ড। 'লর্ড কমান্ডারের নিজের টেবিল থেকে,' বোওয়েন মার্শ ওদেরকে বললো। খাবারের পদের মধ্যে আছে স্পিনেচ ও সালাদ, ছোলা ও সবুজ শালগম আর বাটিভর্তি বরফ আবৃত ব্লুবেরি এবং মিষ্টি ক্রিম।

'ওরা আমাদের একত্রে থাকতে দেবে? কী মনে হয়?' ওরা যখন গলাধঃকরণে ব্যস্ত, তখন পিপ বললো।

টোড ভেংচি কাটলো। 'না হলেই ভালো হবে। তোমাদের বিদঘুটে চেহারা দেখতে দেখতে বিরক্ত আমি।'

'তাই,' পিপ বললো। 'দাঁড়কাককে ডেকে কাক বললো, তুমি কত কালো। তুমি নির্ঘাত রেঞ্জারই হবে, টোড। ওরা তোমাকে প্রাসাদ থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করবে। যদি ম্যাঙ্গ রেইডার আক্রমণ করে, তবে তোমার শিরস্ত্রাণের মুখাবরণ খুলে শুধু চেহারাটা দেখিয়ে দেবে, তাতেই কাজ হবে। ভয়ে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যাবে সে।'

গ্রেন বাদে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। 'আমি যদি রেঞ্জার হতে পারতাম...'

'সবাই তা-ই চায়,' ম্যাথার বললো। 'যারাই কালো কাপড় গায়ে তোলে, তারাই এই দেয়াল ধরে হাঁটার সৌভাগ্য পায়। এদের সবারই এই দেয়াল রক্ষায় তলোয়ার তুলতে হবে কোনো একদিন। কিন্তু রেঞ্জাররাই হচ্ছে নাইটস ওয়াচের সত্যিকার যোদ্ধা। ওরাই সাহস করে দেয়ালের ওপাশে যায়, ভূতুড়ে বনে ঢুকে, শ্যাডো টাওয়ারের পশ্চিমে বরফে আবৃত পাহাড়ের চুড়োয় উঠে, ওয়াইল্ডলিং, দানব আর শ্বেত-ভালুকদের সাথে যুদ্ধে যায়।

'সবাই না,' হাল্ডার বললো। 'আমি বিল্ডার হতে চাই। দেয়াল পড়ে গেলে রেঞ্জার দিয়ে কাজ কী?'

বিল্ডারদের সংঘ দুর্গ ও টাওয়ার মেরামত করার জন্য রাজমিস্ত্রি আর কাঠমিস্ত্রি যোগান দেয়। এদের মধ্যে যারা খনি শ্রমিক তারা সুড়ঙ্গ খোঁড়ে, সেই সাথে পাথর চূর্ণ করে রাস্তা আর ফুটপাথ বসানোর কাজে সাহায্য করে। দেয়ালের দিকে যদি বনের ঘনত্ব বেড়ে যায়, তাহলে কাঠুরেরা গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। বহুকাল আগে একবার নাকি ওরা ভূতুড়ে বনের ভেতরে থাকা হিমায়িত লেক থেকে বড় বড় বরফের চাঁই তুলে দক্ষিণে এনেছিলো, যাতে করে দেয়ালটাকে আরো উঁচু করা যায়। অবশ্য, এটা কয়েক শতাব্দী আগের কথা, এখন ওরা কেবল দেয়াল ধরে ইস্টওয়াচ থেকে শ্যাডো টাওয়ার বরাবর হাঁটতে থাকে, দেয়ালে কোনো ফাটল আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখে, সে অনুযায়ী দেয়ালের সংস্কার করে।

'বুড়ো ভালুক বোকা না,' ড্যারিয়ন তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ জানালো। 'তুমি নির্ঘাত বিল্ডার হতে যাচ্ছো, আর জন রেঞ্জার। আমাদের সবার ভেতরে সবচেয়ে ভালো তলোয়ার চালায় সে, সবচেয়ে ভালো ঘোড়সওয়ারও সে-ই। ওর আংকেল ছিলেন ফার্স্ট রেঞ্জার। এরপর তিনি...' বিব্রতকরভাবে থেমে গেল ওর স্বর, কারণ সে মাত্র বুঝতে পেরেছে আরেকটু হলেই কী বলে ফেলেছিলো।

'বেনজেন স্টার্ক এখনো ফার্স্ট রেঞ্জার আছেন,' জন স্নো ওকে স্মরণ করিয়ে দিলো, নিজের ব্লুবেরির বাটি নিয়ে খেলছে সে। অন্যরা হয়তো ওর আংকেলের আশা ছেড়েই

BanglaBook.org

দিয়েছে, কিন্তু ও ছাড়েনি। বেরিগুলোকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো সে, অল্পই খেয়েছে, এরপর বেঞ্চ ছেড়ে উঠে গেল।

'এগুলো খাবে না?' টোড জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি খেয়ে নাও।' হবের বিশাল ভোজ উৎসবের মজা খুব কমই পেয়েছে জন। 'আমি আর এক ফোঁটাও খেতে পারবো না।' হুক থেকে নিজের আলখাল্লা সরিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

ওকে অনুসরণ করলো পিপ। 'কী হয়েছে, জন?'

'স্যাম,' ও স্বীকার করলো। 'ও খেতে আসেনি।'

'খাবার খেতে না আসা তো ওর স্বভাবের সাথে যায় না,' পিপ নিজের সুচিন্তিত মতামত দিলো। 'ও হয়তো অসুস্থ, কী বলো?'

'ও ভয় পাচ্ছে। ভাবছে আমরা ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' উইন্টারফেল যেদিন ছেড়েছিলো সে, ঐদিনের কথা এখনো মনে আছে তার। সেই সব বেদনাবিধুর বিদায় ওকে এখনো কষ্ট দেয়; ব্র্যান বিছানায় শুয়ে আছে, রবের চুলে ছেয়ে আছে তুষার, নিডল হাতে পাওয়ার পর আরিয়া ওকে চুমুতে ভাসিয়ে দিচ্ছিলো...প্রতিটা স্মৃতিই কষ্ট দেয় ওকে। 'একবার শপথ নিয়ে ফেললে আমরা নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বো। আমাদের মাঝে কাউকে হয়তো ইস্টওয়াচের শ্যাডো টাওয়ারে পাঠিয়ে দেয়া হবে। স্যাম প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য থেকে যাবে এখানে, ওর সাথে থাকবে র‍্যাস্ট, কুগার আর কিংসরোড ধরে যে নতুন ছেলেগুলো আসছে, তারা। শুধু দেবতারাই জানেন ওরা কেমন হবে, কিন্তু তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে স্যার অ্যালিসার প্রথম সুযোগেই ওদেরকে স্যামের পেছনে লেলিয়ে দেবে।'

পিপ মুখ ভেংচালো। 'তুমি নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছ।'

'আমরা সবাই মিলেও যা করেছি, তা দিনশেষে যথেষ্ট নয়,' জবাব দিলো জন।

গোস্টকে খোঁজার জন্য হার্ডিনের টাওয়ারে গেল সে, ওর ভেতরে গভীর এক অস্থিরতা কাজ করছে এখন। ডায়ারউলফটা ওর পাশে পাশে আস্তাবল ধরে হাঁটছে। কয়েকটা ভিতু প্রকৃতির ঘোড়া অস্থিরভাবে আঘাত করছে আস্তাবলের দেয়ালে, ওদেরকে আসতে দেখে দূরে সরে যাচ্ছে। জন নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসলো। চাঁদের আলোয় বেরিয়ে পড়লো ক্যাসল ব্ল্যাক থেকে। ওর সামনেই দৌড়াচ্ছে গোস্ট, মাটির ওপর দিয়ে যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছে সে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল নেকড়েটা। ওকে যেতে দিলো জন। নেকড়েদের নিয়মিত শিকার করতে হয়।

মাথায় কোনো গন্তব্য নেই ওর। ও শুধু অশ্বারোহণ করতে চাইছে। খাঁড়িটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অনুসরণ করলো সে, পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা বরফ-শীতল

BanglaBook.org

স্রোতধারার শব্দ শুনছে। বেশ কিছুক্ষণ পর কিংসরোডে ওঠার মাঠ ধরে যেতে শুরু করে দিলো। ওর সামনেই দিগন্ত ব্যাপী ছড়িয়ে আছে রাস্তাটা; সংকীর্ণ, পাথুরে রাস্তাটা আগাছায় ভরপুর, এ এমন এক রাস্তা যার মাঝে কোনো সৌন্দর্য নেই, কিন্তু এরপরেও রাস্তাটাকে দেখে জন স্নোর ভেতরটা ব্যাকুলতায় ভরে গেল। এই রাস্তাতেই আছে উইন্টারফেল, ওপাশে আছে রিভাররান, কিংস ল্যান্ডিং, ঈরি এবং আরো অনেক জায়গা; কাস্টার্লি রক, দ্য আয়েলস অব ফেইসেস, ডর্নের সারি সারি লোহিত-শৃঙ্গ, সমুদ্রে থাকা ব্রাভোসের একশ দ্বীপ, প্রাচীন ভ্যালিরিয়ার ধ্বংসাবশেষ। সেই সমস্ত জায়গা, যেগুলো ও জীবনেও দেখবে না। পুরো পৃথিবী আছে ঐদিকে, আর ও আছে...এদিকে।

একবার যদি ও শপথ নিয়ে নেয়, মেইস্টার এইমনের মতো বুড়ো হওয়ার আগ পর্যন্ত দেয়ালই হবে ওর ঘর-বাড়ি। 'আমি এখনো শপথ নেইনি,' ও বিড়বিড় করে বললো। ও তো কোনো অপরাধ করেনি যে ওকে শপথ নিতেই হবে, কিংবা ওর অপরাধের সাজা ভোগ করতেই হবে। ও এখানে নিজের ইচ্ছাতেই এসেছে, আর সে চাইলে নিজের ইচ্ছাতেই ফিরে যেতে পারে...শপথ নেয়ার আগে। শুধু সওয়ার করে গেলেই হবে, সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে পারবে সে। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র উঠতে না উঠতেই সে উইন্টারফেলে ওর ভাইদের কাছে ফিরে যেতে পারবে।

তোমার হাফ ব্রাদার, ওর মাথার ভেতর একটা স্বর বলে উঠলো। *আর লেডি স্টার্ক কখনোই তোমাকে মেনে নেবেন না।* উইন্টারফেলে ওর জন্য কোনো জায়গা নেই, কিংস ল্যান্ডিং-এও নেই। এমনকি নিজের মায়ের কাছেও তার কোনোকালে জায়গা ছিলো না। চিন্তাটা মাথায় আসতেই বিষাদে ছেয়ে গেল ওর মন। ও প্রায়ই ভাবে যে মা আসলে কে ছিলো, দেখতে কেমন ছিলো, আর কেনইবা বাবা ওকে ছেড়ে চলে গেল। *কারণ সে পতিতা ছিলো, বেকুব। অসম্মানিত, খারাপ কেউ, নাহলে লর্ড এডার্ড তার সম্পর্কে কথা বলতেও লজ্জা পান কেন?*

কিংসরোডে দাঁড়িয়ে পেছনে ঘুরলো সে। ক্যাসল ব্ল্যাকের আগুন দূরের ঐ পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে, কিন্তু দেয়ালটা এখনো দেখা যাচ্ছে–বিশাল, শীতল, দিগন্ত থেকে দিগন্তের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে বাড়ির পথ ধরলো সে।

উঁচু জায়গায় ওঠার পরেই ফিরে এলো গোস্ট। অনেক দূরে লর্ড কমান্ডারের টাওয়ারের আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। ডায়ারউলফের মুখ রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে, ঘোড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়াচ্ছে সে। ফিরে যাওয়ার সময় জন আবারো স্যামওয়েল টার্লির কথা ভাবলো। আস্তাবলে পৌঁছনোর আগেই ও বুঝে গেল ওকে কী করতে হবে।

মেইস্টার এইমনের শক্ত কাঠের তৈরি কক্ষ দাঁড়কাকের বাসার নিচে অবস্থিত। দুর্বল, বয়স্ক মেইস্টার তার কক্ষে দুইজন স্টুয়ার্ডের সাথে থাকেন। স্টুয়ার্ড দুজন তার

BanglaBook.org

দেখাশোনা করে, তার কথামতো কাজ করে, কর্তব্য পালনে তাকে সাহায্য করে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাইয়েরা মজা করে বলে, তিনি নাকি নাইটস ওয়াচের সবচেয়ে কুৎসিত দুই লোককে নিয়েছেন, কিন্তু অন্ধ হওয়ায় ওদের চেহারা দেখার যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেয়েছেন। ক্লাইডাস ছোটখাটো, টেকো মাথার লোক, চিবুক বলতে কিছু নেই, চোখগুলো দেখতে ছোট আকারের গোলাপি আঁচিলের মতো। অন্যদিকে, চেটের ঘাড়ে কবুতরের ডিমের মতো ফোলা অংশ আছে, সারা মুখ লাল রঙা ব্রণে ভর্তি। সম্ভবত এই কারণেই ও সবসময় এত রেগে থাকে।

চেটই জনের নকের জবাব দিলো। 'মেইস্টার এইমনের সাথে কথা বলতে হবে আমার,' জন ওকে বললো।

'এই সময় তার যা করা উচিত তা-ই করছেন তিনি, ঘুমোচ্ছেন। আগামীকাল এসো, তাহলে দেখা হতে পারে।' দরজা লাগিয়ে দিতে শুরু করলো সে।

বুট দিয়ে দরজা ঠেকিয়ে রাখলো জন। 'তার সাথে এখুনি কথা বলতে হবে আমার। সকালে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

ভ্রু কুঁচকালো চেট। 'এত রাতে ঘুম থেকে উঠতে অভ্যস্ত নন তিনি। তার বয়স কত হয়েছে সে খেয়াল আছে?'

'অতিথিদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয়, সেটা অন্তত তোমার চেয়ে ভালো বোঝার মতো বয়স তার হয়েছে,' জন বললো। 'বোলো যে আমি খুবই দুঃখিত। খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না হলে এত রাতে বিরক্ত করতাম না আমি।'

'আর যদি আমি রাজি না হই?'

দরজায় শক্ত করে পা দিয়ে রেখেছে জন। 'দরকার হলে সারা রাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো আমি।'

ব্ল্যাক ব্রাদার মুখ দিয়ে বিরক্তির শব্দ করে ওকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলো। 'লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করো। ওখানে কাঠ দেখবে, আগুন ধরিও। আমি চাই না তোমার জন্য মেইস্টারের ঠান্ডা লাগুক।'

চেট মেইস্টার এইমনকে নিয়ে আসতে আসতে ততক্ষণে জন চুল্লিটা ধরিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধ লোকটা বিছানার জামা পরে আছেন, গলার চারপাশে মেইস্টারের শেকল। ঘুমানোর সময়ও মেস্টাররা এই শেকল খোলেন না। 'আগুনের পাশের চেয়ারটায় বসলে ভালো হবে,' উষ্ণতা অনুভব করামাত্র বললেন তিনি। উনি আরাম করে বসার পর পশম দিয়ে তার পা ঢেকে দিলো চেট, এরপর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো।

'আপনাকে জাগানোর জন্য দুঃখিত, মেইস্টার,' জন স্নো বললো।

BanglaBook.org

'তুমি আমাকে জাগাওনি,' মেইস্টার এইমন জবাব দিলেন। 'খেয়াল করলাম যে আমি যতই বুড়ো হচ্ছি, ততই কম ঘুম হচ্ছে আমার। আর আমি কত বুড়ো হয়ে গেছি তা তো দেখতেই পাচ্ছো। প্রায়ই অর্ধেক রাত পর্যন্ত ভূতদের সাথে কাটাই আমি, পঞ্চাশ বছর আগের স্মৃতি এমনভাবে রোমন্থন করি যেন এগুলো মাত্র কয়েকদিন আগে হয়েছে। মাঝরাতে অতিথি আসলে আমার জন্য ভালোই হয়, মনটাকে অন্যদিকে সরানো যায়। তো বলো, জন স্নো, এই অদ্ভুত সময়ে আমাকে জাগানোর কারণ কী?'

'আপনাকে অনুরোধ করতে এলাম যেন স্যামওয়েল টার্লিকে প্রশিক্ষণ থেকে সরিয়ে নিয়ে নাইটস ওয়াচের একজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাই হিসেবে গ্রহণ করা হয়।'

'এটা মেইস্টার এইমনের দেখার দায়িত্ব না,' চেট অভিযোগ করলো।

'আমাদের লর্ড কমান্ডার নতুনদের প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্ব স্যার অ্যালিসার থর্নের হাতে দিয়েছেন,' মেইস্টার শান্তভাবে বললেন। 'শুধুমাত্র তিনিই বলতে পারেন যে কোন ছেলে শপথ নেয়ার উপযুক্ত হয়েছে আর কে হয়নি, তুমি অবশ্যই জানো ব্যাপারটা। তাহলে আমার কাছে এলে কেন?'

'লর্ড কমাডার আপনার কথা শোনেন,' জন তাকে বললো। 'তাছাড়া, আহত এবং অসুস্থ মানুষজন আপনার অধিকারে থাকে।'

'তা তোমার বন্ধু স্যামওয়েল টার্লি কি আহত নাকি অসুস্থ?'

'খুব শীঘ্রই হবে,' জন জবাব দিলো, 'যদি আপনি ওকে সাহায্য না করেন।'

ও তাকে সবই বললো, এমনকি র‍্যাস্টের পেছনে যে গোস্টকে লেলিয়ে দিয়েছিলো, সেই অংশটাও বাদ দিলো না। মেইস্টার এইমন পুরোটা সময় ধরে চুপচাপ শুনে গেলেন, শূন্য চোখদুটো আগুনের দিকে নিবদ্ধ হয়ে আছে। এদিকে প্রতিটা শব্দের সাথে কালো হয়ে যাচ্ছে চেটের চেহারা। 'আমাদের সাহায্য ছাড়া স্যাম নিরাপদ থাকবে না,' জন শেষ করলো। 'তলোয়ার হাতে ও একেবারেই বাজে। এমনকি আমার ছোট বোন আরিয়াও ওকে দুই ভাগ করে দিতে পারবে, যদিও ওর বয়স দশও হয়নি। যদি স্যার অ্যালিসার ওকে লড়তে বাধ্য করেন, যেকোনো সময় ও মরবে নাহয় খুব খারাপভাবে আহত হবে।'

চেট আর সহ্য করতে পারলো না। 'ঐ মোটা ছেলেটাকে কমন রুমে দেখেছি আমি,' ও বললো। 'তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ও একটা বেকুব, কাপুরুষ।'

'কথাটা হয়তো সত্য,' মেইস্টার এইমন বললেন। 'আমাকে বলো, চেট, এই রকম একটা ছেলেকে নিয়ে কী করতে তুমি?'

'ও যেখানে আছে সেখানেই ছেড়ে দিতাম,' চ্যাট বললো। 'এই দেয়াল দুর্বলদের জন্য না। ও প্রস্তুত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নেয়া উচিত, যত বছরই লাগুক না কেন। স্যার অ্যালিসার হয় ওকে মানুষ করুক আর নাহয় মেরে ফেলুক।'

BanglaBook.org

'হাস্যকর কথা,' জন বললো। গভীরভাবে শ্বাস টেনে নিজের চিন্তা জড়ো করলো সে। 'আমি একবার মেইস্টার লুউইনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তিনি কেন গলার চারপাশে শেকল পরে থাকেন।'

মেইস্টার এইমন খুব হালকা করে নিজের কলার স্পর্শ করলেন, তার হাড় জিরজিরে, শুকিয়ে ফেটে যাওয়া আঙ্গুলগুলো ভারী ধাতুর আংটা স্পর্শ করছে। 'বলে যাও।'

'তিনি বলেছিলেন, একজন মেইস্টারের কলারের শেকল তৈরি হয় কেবল তাকে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য,' অতীত স্মৃতি হাতড়ে বললো জন। 'আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, শেকলের একেকটা খণ্ড কেন একেক রকম ধাতু দিয়ে তৈরি। এও বললাম যে রূপার শেকল তার ফ্যাকাশে আলখাল্লার সাথে চমৎকার মানাবে। মেইস্টার লুউইন হেসে উঠলেন। বললেন, একজন মেইস্টার পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে নিজের শেকল তৈরি করেন। বিভিন্ন রকমের শেকল বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের জন্য। মুদ্রা আর হিসাব সম্পর্কিত বিদ্যার জন্য সোনালি, হিলিং-এর জন্য রূপালি, যুদ্ধবিদ্যার জন্য লোহা। উনি বলেছিলেন যে এগুলোর আরো কিছু অর্থ আছে। একজন মেইস্টার যে রাজ্যের সেবা করেন, তার কলার তাকে সেই রাজ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, তাই না? লর্ডদের বর্ম তৈরি হয় স্বর্ণ দিয়ে আর নাইটদের ইস্পাত, কিন্তু কেবল দুটো আংটা দিয়ে তো আর শেকল তৈরি করা যায় না। সেই কারণেই রূপা, লোহা আর লেডের প্রয়োজন হয়, সেই সাথে দরকার পড়ে কপার, ব্রোঞ্জ আর বাকিগুলোর। শেষের ধাতুগুলো কৃষক, কামার, ব্যবসায়ী এবং বাকিদের প্রতীক। একটা শেকলে যেমন সব রকমের ধাতুর প্রয়োজন আছে, ঠিক তেমনি একটা ভূখণ্ডেও সব ধরনের লোকেরই প্রয়োজন আছে।'

মেইস্টার এইমন হাসলেন। 'তাই?'

'নাইটস ওয়াচেরও সব ধরনের লোকের প্রয়োজন আছে। তা নাহলে কেন সবাইকে রেঞ্জার, স্টুয়ার্ড আর বিল্ডার এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়? টিনকে আপনি লোহায় পরিণত করতে পারবেন না, তা যতই পিটান না কেন। কিন্তু এর মানে এই না যে টিন অকেজো। স্যাম কেন স্টুয়ার্ড হতে পারবে না?'

রাগান্বিতভাবে ভ্রু কুঁচকালো চেট। 'আমি একজন স্টুয়ার্ড। তোমার ধারণা কাজটা সহজ, কাপুরুষদের উপযুক্ত? স্টুয়ার্ডদের সংঘই এই ওয়াচকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা শিকার করি, চাষাবাদ করি, ঘোড়াগুলোর যত্ন নেই, গরুগুলোকে খাওয়াই, বন থেকে কাঠ কেটে আনি, খাবার পাকাই। তোমাদের কাপড়গুলো কারা তৈরি করে বলে ভেবেছ? দক্ষিণ থেকে রসদ নিয়ে আসে কারা? স্টুয়ার্ডরা।'

BanglaBook.org

মেইস্টার এইমন দয়ালুভাবে বললেন, 'তোমার বন্ধু কি শিকারী?'

'ও শিকার অপছন্দ করে,' জন স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

'ও কি জমি চাষ করতে পারে?' মেইস্টার জিজ্ঞেস করলেন। 'ওয়াগন চালাতে পারে, অথবা জাহাজ? গরু জবাই করতে পারে?'

'না।'

খুবই বিশ্রীভাবে হাসলো চেট। 'কাজ করতে দিলে দুর্বল লর্ডলিংদের কী অবস্থা হয় তা আমি দেখেছি। ওদেরকে মাখন বানাতে দাও, হাতে খোস-পাঁচড়া বানিয়ে বসে থাকবে। কাঠ কাটার জন্য হাতে কুড়াল তুলে দাও, নিজেদের পা কেটে বসে থাকবে।'

'আমি জানি অন্তত একটা জিনিস স্যাম অন্য সবার চেয়ে ভালো পারবে।'

'শুনি?' মেইস্টার এইমন আগ্রহী হলেন।

চেটের দিকে এক নজর তাকালো সে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, মুখের লালচে ব্রণগুলো ওর চেহারাকে আরো রাগী, আরো বীভৎস করে তুলেছে। 'ও আপনাকে সাহায্য করতে পারবে,' খুব দ্রুত জবাব দিলো জন। 'ও অংক করতে পারে, জানে কীভাবে লেখাপড়া করতে হয়। আমি জানি চেট পড়তে পারে না, ক্লাইডাসের দৃষ্টিশক্তি কম। অন্যদিকে, স্যাম ওর বাবার লাইব্রেরির সমস্ত বই পড়ে ফেলেছে। কাক পাঠানোর কাজটাও সে ভালোই পারবে। পশুপাখিরা ওকে কেন যেন খুব পছন্দ করে। গোস্ট শুরু থেকেই ওকে পছন্দ করে আসছে। মারমারি বাদ দিলে ও অনেক কিছুই করতে পারে। নাইটস ওয়াচের সব ধরনের লোকই দরকার। কেন অযথা কারো জীবনের অপচয় করবো আমরা? তার পরিবর্তে আমাদের উচিত তাকে ব্যবহার করা।'

মেইস্টার এইমন চোখ বন্ধ করলেন, বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর জনের ভয় হলো যে তিনি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। অবশেষে মুখ খুললেন তিনি। 'মেইস্টার লুউইন তোমাকে অনেক ভালোভাবে দীক্ষা দিয়েছেন, জন স্নো। তোমার মাথা তোমার তলোয়ারের মতোই ধারালো।'

'আমি কি ধরে নিতে পারি...'

'তুমি ধরে নিতে পারো যে আমি তোমার কথা ভেবে দেখবো,' মেইস্টার দৃঢ়ভাবে বললেন। 'এখন আমাকে ঘুমুতে হবে। চেট, আমাদের ছোট ভাইকে দরজা দেখিয়ে দাও।'

BanglaBook.org

টিরিয়ন

হাই রোডের পাশে এস্পেনের ঝাড়ের নিচে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। টিরিয়ন শুকনো কাঠ যোগাড় করার চেষ্টায় আছে, ঘোড়া দুটো পিপাসা মিটিয়ে নিচ্ছে পাহাড়ি ঝরনার পানি দিয়ে। মাটিতে পড়ে থাকা ভাঙা ডাল তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলো সে। 'এতে হবে? আগুন জ্বালানোয় দক্ষতা নেই আমার। কাজটা সবসময় মোরেক করে দিত।'

'আগুন?' থুথু ফেললো ব্রন। 'মরার জন্য তর সইছে না, বামন? নাকি বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছ? আগুন দেখে অনেক দূর থেকে গোত্রমানবরা ছুটে আসবে। আমি এই যাত্রায় বেঁচে থাকতে চাই, ল্যানিস্টার।'

'আর সেটা কীভাবে করবে শুনি?' টিরিয়ন প্রশ্ন করলো। ডালটাকে নিজের বগলের নিচে চেপে ধরে খানিকটা ঝুঁকে আশেপাশে আরো খুঁজতে শুরু করে দিলো সে। ঝুঁকে থাকার কারণে পিঠে ব্যথা করছে ওর; পুবাকাশে উষার প্রথম আলো ফোটার সময় থেকেই ঘোড়ার পিঠে যাত্রা করছে ওরা। স্যার লিন কোরব্রেই শক্ত মুখে ওদেরকে সিংহদ্বার দিয়ে এগিয়ে দিয়েছিলেন, আদেশ দিয়েছিলেন যেন আর কখনোই ওদেরকে এখানে না দেখেন।

'ফিরে যাওয়ার আর কোনো উপায় নেই,' ব্রন বললো। 'তবে দশজনের চেয়ে দুইজন বেশি দ্রুত চলতে পারে, তুলনামূলক কম মানুষের নজরে পড়ে। এই পাহাড়ে যত দিন কাটাবো, ততই রিভারল্যান্ডের কাছাকাছি পৌঁছে যাবো আমরা। আমি বলছি, দ্রুত চলাচল করা উচিত আমাদের। রাতে যাত্রা করবো আর দিনের বেলা লুকিয়ে থাকবো, যথাসম্ভব রাস্তাঘাট এড়িয়ে চলবো, শব্দ করবো না, সেই সাথে আগুন জ্বালানো থেকে দূরে থাকবো।'

BanglaBook.org

টিরিয়নের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। 'চমৎকার বুদ্ধি, ব্রন। যেভাবে খুশি চালিয়ে যাও...কিন্তু তোমার সৎকার করার জন্য যদি অপেক্ষা না করি, তবে ক্ষমা করে দিও।'

'আমার চেয়ে বেশিদিন বাঁচার ধান্দা করছো, বামন?' সেলসোর্ড দাঁতালো হাসি উপহার দিলো। তার হাসির মাঝে থাকা শূন্যস্থানটা স্যার ভার্গিস ইগেনের ঢালের উপহার।

কাঁধ উঁচু করলো টিরিয়ন। 'রাতের আঁধারে দ্রুত সওয়ার করা হচ্ছে পাহাড়ের উপর থেকে আছাড় খেয়ে মাথা দুই ভাগ করে ফেলার এক বিশ্রী অপকৌশল। আমি আস্তে-ধীরে চলাচল করতে পছন্দ করি। আমি জানি তুমি ঘোড়ার চড়তে পছন্দ করো, ব্রন, কিন্তু আমাদের ঘোড়া যদি এবার মরে যায়, তবে আমরা শ্যাডোক্যাটের গলায় লাগাম পরানোর চেষ্টা করবো, কেমন? আর...সত্যি বলতে, গোত্রের লোকেরা আমাদের এমনিতেও খুঁজে পাবে। আমাদের চারপাশেই আছে ওরা।' হাত দিয়ে আশেপাশের পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

ভেংচি কাটলো ব্রন। 'তাহলে ধরে নাও আমরা ইতোমধ্যেই মরে গেছি, ল্যানিস্টার।'

'তা-ই যদি হয়, তবে আমি আরেকটু আরামের সাথে মরতে চাই,' টিরিয়ন জবাব দিলো। 'আগুনের দরকার আছে আমাদের। এখানে বেশ শীত পড়েছে, তাছাড়া, গরম খাবার-দাবার আমাদের পেট ঠান্ডা রাখবে, উদ্যম উপরে রাখতে সাহায্য করবে। এবার ওদের দেয়া খাবারগুলোর দিকে তাকাও। তোমার কি মনে হয় না ওরা আমাদের সাথে খেলছে? লেডি লাইসা আমাদেরকে লবণ মাখানো গরুর মাংস, শক্ত আলু আর বাসি পাউরুটি দিয়েছে। সবচেয়ে নিকটবর্তী মেইস্টারও কিন্তু আমাদের থেকে অনেক দূরে আছে এখন। এই অবস্থায় আমি নিজের দাঁত হারাতে চাচ্ছি না।'

'মাংস খুঁজে আনতে পারবো আমি।' লম্বা, কালো চুলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ব্রনের চোখদুটো টিরিয়নকে সন্দেহের চোখে দেখছে। 'তোমাকে এখানেই আগুনের সাথে সময় কাটানোর জন্য ছেড়ে দিতে পারি আমি। তোমার ঘোড়াটা নিয়ে গেলে আমার বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। এরপর তুমি কী করবে, বামন?'

'মরে যাবো, হয়তো।' টিরিয়ন আরেকটা শুকনো ডাল খুঁজতে শুরু করে দিলো।

'তুমি ভাবছো আমি এসব করবো না?'

'জীবন-মরণ সমস্যা হলে প্রথম সুযোগেই করে ফেলবে। তোমার বন্ধু চিগেনের পেটে যখন শরটা বিঁধলো, ওকে ঠান্ডা করে দিতে এক সেকেন্ডও ভাবোনি তুমি।' ব্রন ওর গলা কেটে নিয়েছিলো তখন, এরপর ওর কানে ছোরাটা গুঁজে দিয়ে মাথাটা

BanglaBook.org

ক্যাটলিন স্টার্কের কাছে এনে বলেছিলো, এই সেলসোর্ড লোকটা আঘাতের কারণে মরে গেছে।

'ও এমনিতেও মরে যেত,' ব্রন বললো। 'ওদিকে তার চিৎকার-চেঁচামেচিতে অন্যরা আমাদের পিছু নিয়েছিলো। আমার ক্ষেত্রেও চিগেন একই কাজ করতো...আর ও আমার বন্ধু-টন্ধু না। শুধু ওর সাথে চলতাম আমি। উলটোপালটা ভেবে লাভ নেই, বামন। তোমার জন্য লড়েছি আমি, তবে তার মানে এই না যে তোমার জন্য আমার মনে কোনো মমতা আছে।'

'তোমার তলোয়ারের প্রয়োজন ছিলো আমার,' টিরিয়ন জবাব দিলো, 'মমতার না।' এতক্ষণ ধরে সংগ্রহ করা কাঠগুলোকে একসাথে মাটিতে ফেলে দিলো সে।

দাঁত বের করে হাসলো ব্রন। 'তুমি যেকোনো সেলসোর্ডের মতোই ঠোঁটকাটা, এইটুকু প্রশংসা করতেই হয়। তুমি কীভাবে জানতে আমি তোমার পক্ষে দাঁড়াবো?'

'জানতাম?' অবশ হয়ে যাওয়া পায়ে ভর দিয়ে কিম্ভুতকিমাকার ভঙ্গিতে উবু হলো টিরিয়ন। আগুন জ্বালাতে হবে। 'আমি স্রেফ বাজি ধরেছিলাম। ঐ সরাইখানায় তুমি আর চিগেন আমাকে ধরতে সাহায্য করেছিলে। কেন? অন্যদের জন্য তা ছিলো দায়িত্ব, তারা যে লর্ডের কাছে দায়বদ্ধ তার সম্মান। কিন্তু তোমাদের দুইজনের ক্ষেত্রে এই কথা খাটে না। তোমাদের কোনো প্রভু নেই, নেই কোনো দায়িত্ব, তোমাদের আত্মসম্মানও শূন্যের কোঠায়। তাহলে কেন এসবের মধ্যে ঢুকলে?' ছুরিটা বের করে একটা ডালের ওপরের বাকল ছাঁচতে শুরু করে দিলো সে। 'সেলসোর্ডরা যা করে, তা কেন করে? স্বর্ণের জন্য। তোমরা ভেবেছিলে লেডি ক্যাটলিনকে সাহায্য করলে তিনি তোমাদেরকে পুরস্কার দেবেন। হয়তো তোমাদেরকে তার ব্যক্তিগত রক্ষীর দায়িত্বও দিয়ে দিতে পারেন, হুম? এইতো...হয়ে গেছে...সম্ভবত। তোমার কাছে অগ্নিপাথর আছে?'

কোমরবন্ধের সাথে লাগানো থলে থেকে একটা অগ্নিপাথর বের করে ছুঁড়ে দিলো ব্রন। মধ্যাকাশে লুফে নিলো টিরিয়ন।

'ধন্যবাদ,' ও বললো। 'ব্যাপারটা হচ্ছে, তুমি স্টার্কদের চেনোই না। লর্ড এডার্ড একজন সম্মানিত, গর্বিত ও সৎ লোক, আর তার স্ত্রী ওর চেয়েও এক কাঠি সরেস। হ্যাঁ, কাজটা করে দিলে তিনি তোমাদের হাতে কিছু অর্থ-কড়ি গুঁজে দিতেন, মুখে থাকতো ভদ্র ভাষা আর চোখে থাকতো প্রবল ঘৃণা। ব্যস এইটুকুই, ওদের কাছে এর চেয়ে বেশি আশা করতে যেও না। স্টার্করা তাদের নিয়োজিত লোকদের ভেতর সাহস, আত্মসম্মান আর আনুগত্য দেখতে চায়, আর সত্যি বলতে, তুমি আর চিগেন হচ্ছো নিচু জাতের গুন্ডা প্রকৃতির লোক।' ছুরির ধারালো প্রান্তের ওপর শিলাটা দিয়ে আঘাত হানলো টিরিয়ন, আশা করেছিলো অগ্নিশিখার দেখা পাবে। কিন্তু কিছুই হলো না।

BanglaBook.org

নাক দিয়ে শব্দ করলো ব্রন। 'তোমার জিহ্বা অনেক বেশিই চলে। কোনো একদিন ওটা কেটে কেউ তোমাকে খেতে বাধ্য করবে।'

'এই কথাটা সবাই বলে।' সেলসোর্ডের দিকে মুখ তুলে তাকালো সে। 'আমার কথায় রাগ করেছ? ক্ষমা চাই...কিন্তু তুমি আসলেই নিচু জাতের গুন্ডা, ব্রন। দায়িত্ব, সম্মান, বন্ধুত্ব এসবের কোনো স্থান আছে তোমার কাছে? না, উত্তর দেয়ার দরকার নেই। কারণ উত্তর আমরা দুজনেই জানি। তবে তুমি বোকা নও। আমরা ভেইলে পৌঁছে যাওয়ার পর লেডি স্টার্কের তোমাকে আর প্রয়োজন ছিলো না। আমার আছে। মনে রেখো, ল্যানিস্টারদের কাছে যে জিনিসটার কখনো অভাব পড়েনি সেটা হচ্ছে স্বর্ণ। যখন পাশা ছুঁড়ে দেয়ার সময় এসেছিলো, আমি তোমার দিকেই ছুঁড়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম তুমি সর্বোচ্চ লাভ যে দিকে দেখবে, সে দিকেই অবস্থান নেবে। আমার কপাল ভালো, তুমি ঠিক তা-ই করেছ।' পাথর আর ইস্পাতের মাঝে আবারো ঘর্ষণ হলো, এবারো কিছু হলো না।

'এদিকে দাও।' উবু হলো ব্রন। 'আমি করে দিচ্ছি।' টিরিয়নের হাত থেকে ছুরি আর পাথরটা নিয়ে প্রথম চেষ্টাতেই আগুন ধরিয়ে ফেললো ব্রন। একটা ডাল পুড়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এখন।

'সাবাস!' টিরিয়ন বললো। 'গুন্ডা হলেও তুমি বেশ কাজের লোক। হাতে তলোয়ার থাকা অবস্থায় প্রায় আমার ভাই জেইমির সমান কার্যকর। কী চাও তুমি, ব্রন? স্বর্ণ? জমি? মেয়েমানুষ? শুধু আমাকে বাঁচিয়ে রাখো, সবই পাবে তুমি।'

আগুনের মাঝে খুব ধীরে ধীরে ফুঁ দিলো ব্রন। শিখাগুলো আরো উপরে উঠে গেল। 'আর তুমি যদি মরে যাও?'

'তাহলে আর কী? অন্তত কান্না করার জন্য এমন একজনকে তো পাবো যার আবেগ সম্পূর্ণ নির্ভেজাল।' দাঁত দেখিয়ে হাসলো টিরিয়ন। 'মনে রাখতে হবে, আমি মরে গেলে স্বর্ণের আশাও ওখানেই শেষ।'

অনলের শিখাগুলো খুব চমৎকারভাবে বাতাসে দুলছে। দাঁড়িয়ে পড়লো ব্রন, শিলাটা নিজের থলেতে ফিরিয়ে দিয়ে টিরিয়নের দিকে ওর ছুরিটা এগিয়ে দিলো। 'আমি রাজি,' ও বললো। 'আমার তলোয়ার এখন থেকে তোমার। তবে এটা আশা করে বসে থেকো না যে আমি এখন হাঁটু গেড়ে বসে পড়বো, আর তোমাকে একটু পর পর মি লর্ড বলে তোষামোদি করবো। আমি চাটুকার না।'

'কারো বন্ধুও না,' টিরিয়ন বললো। 'আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, লেডি স্টার্কের সাথে যেভাবে বেইমানি করেছ, ঠিক সেভাবেই তুমি নিজের লাভ দেখামাত্র আমার সাথে বেইমানি করবে। যদি এমন কোনো দিন আসে যেদিন তুমি আমাকে বেচে দিতে চাইবে,

BanglaBook.org

মনে রেখো, ব্রন, আমি ওদের সমপরিমাণ দেবো, তা সে যা-ই হোক না কেন। আমার বেঁচে থাকতে বেশি ভালো লাগে। এবার বলো, রাতের খাবার খুঁজে দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে?'

'ঘোড়াগুলোর খেয়াল রেখো,' ব্রন বললো। কোমরে থাকা লম্বা ছোরাটা বের করে গাছগুলোর ভেতর হারিয়ে গেল সে।

এক ঘণ্টা বাদে ঘোড়াগুলোকে ভালো করে গোসল করিয়ে খাওয়ানো হলো, অগ্নিশিখা খুশিমনেই নেচে যাচ্ছে, সেই শিখায় হিসহিস শব্দ করে পুড়ছে ছাগলের মাংস।

'এখন আমাদের শুধুমাত্র দরকার গলা ভেজানোর জন্য কয়েক বোতল ভালো ওয়াইন,' টিরিয়ন বললো।

'ওয়াইন, নারী আর কয়েক ডজন তলোয়ার,' ব্রন যোগ করলো। পা ভাঁজ করে বসেছে ব্রন, এক টুকরো পাথরে ওর তলোয়ার ঘষে শান দিচ্ছে। ইস্পাতের সাথে পাথরের সংঘর্ষের ফলে যে কর্কশ শব্দ হচ্ছে, তার মাঝে নির্ভর করার মতো এক ধরনের শক্তি পাওয়া যাচ্ছে। 'খানিক বাদেই পুরোপুরি আঁধার নেমে আসবে,' সেলসোর্ড বললো। 'প্রথম পাহারা আমিই দেবো। অবশ্য, ঘুমের মাঝেই ওদেরকে আমাদের মারতে দিলে সেটা আরো বেশি মহানুভব কাজ হবে।'

'ওহ, আমার তো মনে হয় ঘুম আসার অনেক আগেই ওরা এসে উপস্থিত হবে।' রোস্ট করা মাংসের সুগন্ধ টিরিয়নের জিভে জল এনে দিচ্ছে।

আগুনের ওপাশ থেকে চেয়ে রইলো ব্রন। 'তোমার মাথায় কিছু একটা চলছে,' তলোয়ারে শান দিতে দিতে বললো সে।

'জিনিসটাকে *আশা* বলে ডাকতে পারো,' টিরিয়ন জবাব দিলো। 'আরেকবার পাশার দান ছুঁড়ে দিলাম।'

'আমাদের জীবনকে বাজি হিসেবে ধরে?'

কাঁধদুটো উঁচু করলো টিরিয়ন। 'আর কী উপায় আছে আমাদের হাতে?' আগুনের দিকে ঝুঁকে এসে খানিকটা মাংস কেটে মুখে দিলো সে। 'আহহহহ।' সন্তুষ্টির স্রোত বয়ে ভেতর। চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তরল চর্বি। 'আরেকটু নরম আর মসলাদার ভালো হতো, কিন্তু তাতে খুব একটা অভিযোগ করছি না। ঈরির ঐ উঁচু পর্বতের র বন্দি থাকলে আমাকে এখন মটরশুঁটি ভাজা খেয়ে ঘুমাতে হতো।'

'ত অযত্নে রাখার পরেও তুমি ঐ লোকটাকে এক ব্যাগ স্বর্ণ দিয়েছ,' ব্রন মনে দিলো।

ল্যানিস্টাররা সবসময়ই তাদের ঋণ শোধ করে।'

টিরিয়ন যখন এক ব্যাগ স্বর্ণ ছুঁড়ে দিয়েছিলো, মর্ড নিজেও বিশ্বাস করতে পারেনি। থলেটা খুলে মুদ্রাগুলো হাতে নেয়ার পর ওর চোখগুলো সিদ্ধ ডিমের মতো বিশাল আকার

BanglaBook.org

ধারণ করেছিলো। 'রৌপ্যগুলো আমি রেখে দিয়েছি,' বাঁকা হাসি দিয়ে বলেছিলো টিরিয়ন। 'তোমাকে স্বর্ণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আর ঠিক তা-ই দিলাম।' মোর্ডের মতো লোক বন্দিদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে সারাজীবনে যা কামাই করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশিই ছিলো ওখানে। 'আমি যা বলেছি মনে রেখোঃ এ কেবল নমুনামাত্র। লেডি অ্যারিনের কাজ করতে করতে যদি বিরক্ত হয়ে পড়ো, তাহলে কাস্টার্লি রকে চলে এসো। আমি তোমাকে ঋণের বাকি অংশও পরিশোধ করে দেবো।' দুই হাত ভর্তি মুদ্রা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছিলো মর্ড, ওয়াদা করেছিলো কোনো একদিন কাস্টার্লি রকে যাওয়ার।

ছোরাটা বের করে আগুনের উপর থেকে মাংসপিণ্ডটা সরিয়ে নিলো ব্রন। এরপর মোটা মোটা করে পোড়া মাংস কাটতে শুরু করে দিলো। পাউরুটির থলে খালি করে দিলো টিরিয়ন, যাতে করে মাংসগুলো সেখানে নিতে পারে।

'নদীতে পৌছনোর পর কী করবে তুমি?' মাংস কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করলো সেলসোর্ড।

'আমম...মেয়েমানুষ, নরম বিছানা, আর এক জগ ওয়াইন।' টিরিয়ন তার ছোট থলেটা ধরলো, সেটার ভেতর মাংস দিয়ে ভরিয়ে দিলো ব্রন। 'আর তারপর হয় কাস্টার্লি রক আর নাহয় কিংস ল্যান্ডিং-এর দিকে যাবো। কিছু প্রশ্নের উত্তর লাগবে আমার, আর প্রশ্নগুলো একটা নির্দিষ্ট ছোরা সম্পর্কিত।'

মাংস খেয়ে চলেছে সেলসোর্ড। 'তাহলে তুমি সত্যিই বলেছ? আসলেই ছুরিটা তোমার ছিলো না?'

স্মিত হাসলো টিরিয়ন। 'আমাকে দেখে মিথ্যুক মনে হয়?'

ওদের পেট ভরতে ভরতে আকাশে দেখা দিলো তারার দল, সেই সাথে পাহাড়ের উপর থেকে উঁকি দিলো বাঁকা চাঁদটাও। টিরিয়ন তার শ্যাডোস্কিন আলখাল্লাটা মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর বালিশ হিসেবে জিনটা রাখলো। 'আমাদের বন্ধুরা বেশ সময় নিচ্ছে।'

'আমি ওদের জায়গায় হলে ফাঁদের ভয় পেতাম,' ব্রন বললো। 'যদি ওদেরকে বোকা বানানোর ইচ্ছা না-ই থাকে, তবে এই খোলা আকাশের নিচে শুয়ে থাকবো কেন আমরা?'

মুখ টিপে হাসলো টিরিয়ন। 'সেক্ষেত্রে আমাদের উচিত গান গেয়ে ওদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়া।' শিস দিয়ে একটা সুর বাজাতে থাকলো সে।

'তোমার মাথা আসলেই নষ্ট, বামন, ছোরা দিয়ে নখের ময়লা পরিষ্কার করতে করতে বললো ব্রন।

'আহ...সঙ্গীতের প্রতি তোমার অনুরাগ কোথায়, ব্রন?'

BanglaBook.org

'তোমার যদি সঙ্গীতের এতই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তবে কোনো গায়ককে তোমার চ্যাম্পিয়ন বানালেই ভালো করতে।'

টিরিয়ন দাঁতালো হাসি উপহার দিলো। 'ব্যাপারটা ভাবতেই তো মজা লাগছে। মনের চোখ দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি লোকটা কীভাবে স্যার ভার্ডিসকে তার কাঠের তৈরি হার্প দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে।' আবারো শিস বাজাতে শুরু করলো সে। 'এই গানটা শুনেছ?'

'এই গান সব জায়গাতেই শোনা যায়, বিশেষ করে সরাইখানা আর পতিতালয়ে।'

'মিয়েরিশ। *ভালোবাসার ঋতু।* গানটা যথেষ্ট চমৎকার, একই সাথে বিষণ্ণও–যদি অর্থ বোঝো। যে মেয়েটার সাথে জীবনে প্রথম বিছানায় গিয়েছিলাম, সে এটা গাইতো। আমি এই গান কখনোই মাথা থেকে বের করতে পারিনি।' আকাশের দিকে তাকালো টিরিয়ন। মেঘমুক্ত পরিষ্কার রাতের আকাশ, তারাগুলো পাহাড়ের উপর থেকে জ্বলজ্বল করে দীপ্তি ছড়াচ্ছে, ঠিক যেন ক্ষমাহীন, অজস্র উজ্জ্বল সত্য। 'এরকমই এক রাতে ওর সাথে দেখা হয়েছিলো আমার,' নিজেকে বলতে শুনলো সে। 'জেইমি আর আমি ল্যানিসপোর্ট থেকে বাড়িতে ফিরছিলাম, তখন চিৎকার শুনতে পাই আমরা দুজনেই। আর তারপর ওকে দেখলাম, রাস্তা দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে, পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে দুইজন লোক, সমানে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে ওকে। আমার ভাই তলোয়ার বের করে ওদেরকে তাড়া করলো। আর আমি ঘোড়া থেকে নেমে মেয়েটাকে রক্ষা করতে গেলাম। ও আমার চেয়ে বড়জোর এক বছরের বড় হবে। কালো চুল, চিকন শরীর, হৃদয় গুঁড়ো করে দেয়ার মতো চেহারা। আমারটা প্রথম দেখাতেই গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিলো। নিচু বংশের, অনাহারে থাকা ময়লা চামড়ার এক নারী...এরপরেও বেশ সুন্দরী। লোকগুলো ওর কাপড় পেছন থেকে টেনে ছিঁড়ে নিয়েছিলো, আর তাই আমি নিজের আলখাল্লা দিয়ে ঢেকে দেই ওকে। ওদিকে জেইমি ওদেরকে তাড়া করতে করতে বনের দিকে চলে যায়। ও ফিরে আসতে আসতে আমি মেয়েটার থেকে ওর নাম আর কাহিনী জেনে নিয়েছি। সে একজন গোলাবাড়ির মালিকের মেয়ে। ওর বাবা জ্বরে ভুগে মারা যাওয়ার পর অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে।

'জেইমি যেকোনোভাবেই হোক লোকগুলোকে খুঁজে বের করতে চাইছিলো। কাস্টার্লি রকের এত কাছে সাধারণত ডাকাতরা আসার সাহস করে না, আর তাই জেইমি এটাকে ব্যক্তিগত অপমান হিসেবেই নেয়। মেয়েটা এতই ভয় পেয়ে যায় যে একা একা যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব ছিলো না, আর তাই আমি কাছাকাছি থাকা সরাইখানায় নিয়ে ওকে খাবার খাওয়ানোর প্রস্তাব দেই। ওদিকে জেইমি সাহায্যের জন্য প্রাসাদে ফিরে যায়।

BanglaBook.org

'আমার ধারণার চেয়েও বেশি ক্ষুধার্ত ছিলো সে। আস্ত দুটো মুরগি শেষ করে তিন নাম্বারটার কিছুটা খেয়ে ফেললাম আমরা, সেই সাথে শেষ করলাম এক জগ ওয়াইন। খেতে খেতে কথা বলছি আমরা। আমার বয়স তখন ছিলো মাত্র তেরো, আর ওয়াইন আমার মাথায় চড়ে বসেছিলো, সম্ভবত। পরের যা মনে করতে পারি, আমি ওর পাশে শুয়ে আছি। ও যা লজ্জা পাচ্ছিলো তার দ্বিগুণ পাচ্ছিলাম আমি। সেদিন এত সাহস কোত্থেকে এসেছিলো আমার ভেতর, জানি না। ওর কুমারীত্ব ভেঙে ফেলার পর অনেক কেঁদেছিলো সে। কিন্তু খানিক বাদে আমাকে চুমু খেয়ে ওর সেই বিষণ্ন গান গাইতে শুরু করে দিলো। আমি সকাল হতে না হতেই প্রেমে পড়ে গেলাম।'

'তুমি? প্রেমে পড়েছিলে?' ব্রনের গলায় অবাক হওয়ার ছাপ।

'আজগুবি, তাই না?' টিরিয়ন আবারো শিস দিয়ে সুরটা তুলতে লাগলো। 'আমি ওকে বিয়ে করেছিলাম,' স্বীকার করলো সে।

'কাস্টার্লি রকের একজন ল্যানিস্টার গোলাবাড়ির মালিকের মেয়েকে বিয়ে করেছে,' ব্রন বললো। 'কীভাবে ব্যবস্থা করলে?'

'গুটিকয়েক মিথ্যা, পঞ্চাশটা রৌপ্য মুদ্রা আর একজন মাতাল সেপ্টন দিয়ে একজন বালক কী কী করে ফেলতে পারে তা জানলে অবাকই হবে। নতুন বৌকে কাস্টার্লি রকে নিয়ে যাওয়ার সাহস হয়নি আমার, আর তাই আমি ওর জন্য একটা কুঁড়েঘর কিনে ফেলি। দুই সপ্তাহ ধরে আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ছিলাম ওখানে। আর তারপর সেই সেপ্টন বাবার কাছে গিয়ে সব ফাঁস করে দেয়।' এতগুলো বছর পরেও কথাগুলো ওকে কতটা নিঃসঙ্গ করে দিচ্ছে সেটা ভেবে অবাক হচ্ছে টিরিয়ন। হয়তো ক্লান্তির কারণে এমন হচ্ছে, কে জানে। উঠে বসে মৃতপ্রায় আগুনের দিকে চোখ পিটপিট করে তাকালো সে।

'মেয়েটাকে দূরে পাঠিয়ে দিলো তোমার বাবা?'

'এর চেয়েও ভালো কিছু করেছিলো,' টিরিয়ন বললো। 'প্রথমে সে আমার ভাইকে বাধ্য করলো আমাকে সত্যটা বলতে। মেয়েটা আসলে...পতিতা ছিলো। জেইমিই সবকিছুর ব্যবস্থা করেছে—আমাদের ঐ পথে যাত্রা, ডাকাত, মেয়েটার ছুটে আসা, সব। ও ভেবেছিলো মেয়েদের সাথে শোয়ার সময় হয়েছে আমার। কুমারী পতিতার জন্য দ্বিগুণ অর্থ খরচ করেছিলো, যেহেতু এটা আমার নিজেরই প্রথম বার।

'জেইমি স্বীকারোক্তি দেয়ার পর আমাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য লর্ড টাইউইন আমার স্ত্রীকে ডেকে আনলো। আর তারপর ওকে তুলে দিলো নিজের রক্ষীদের হাতে। ওরা তাকে বেশ ভালোই অর্থ-কড়ি দিয়েছিলো সেদিন। প্রত্যেকের তরফ থেকে একটা করে রৌপ্য, কয়জন পতিতা এতটা উচ্চমূল্য পায়? ব্যারাকের এক কোনায় আমাকে দাঁড়

BanglaBook.org

করিয়ে পুরোটা দেখতে বাধ্য করলো সে, আর তারপর, সবকিছু শেষ হওয়ার পর ওর হাতে এত বেশি কয়েন জমে যায় যে তার দুই হাতের তালু উপচে ওগুলো মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিলো। ও...' ধোঁয়ায় ওর চোখ জ্বলছে। গলা পরিষ্কার করে আগুনের দিকে পেছন ফিরে বসলো সে, তাকিয়ে রইলো আঁধারের গহীনে। 'লর্ড টাইউইন সবার শেষে আমাকে ওর কাছে যেতে দিলো,' শান্ত স্বরে বললো টিরিয়ন। 'আমার হাতে একটা সোনার মুদ্রা ধরিয়ে দেয় সে। কারণ একজন ল্যানিস্টারের মূল্য রক্ষীর চেয়ে বেশি।'

বেশ খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর খসখস শব্দে ঘোর ভাঙলো ওর। ব্রন তার তলোয়ারে ধার দিচ্ছে। 'বয়স ত্রিশ হোক কিংবা তেরো বা তিন, আমার সাথে যে লোক এমন করতো, তাকে সাথে সাথে মেরে দিতাম।'

ওর দিকে ঘুরলো টিরিয়ন। 'কোনো একদিন হয়তো সুযোগটা তুমি পেয়ে যেতে পারো। একটু আগে কী বলেছি সেটা মাথায় রেখো। ল্যানিস্টাররা সবসময়ই তাদের ঋণ শোধ করে।' হাই তুললো সে। 'একটু ঘুমাবো ভাবছি। মরার সময় হলে তুলে দিও।'

শ্যাডোস্কিনের ওপর শুয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো সে। পিঠের নিচের মাটি অনেক শক্ত আর ঠান্ডা, কিন্তু টিরিয়ন খানিকবাদেই ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নে আকাশের উপর থাকা সেই কারাগার দেখতে পেল সে। এবার সে নিজেই ছিলো বিশালদেহী এক কারারক্ষী, হাতে চাবুক। সেটা দিয়ে মারছে ওর বাবাকে, পেছনে থাকা কূপের দিকে যেতে বাধ্য করছে।

'টিরিয়ন,' জরুরী ভঙ্গিতে ফিসফিস করে সতর্কতা সংকেত দিলো ব্রন।

চোখের পলকে চোখ খুলে গেল টিরিয়নের। কাঠগুলো ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, চারপাশ থেকে ছায়ামানবরা ঘিরে ধরেছে ওদেরকে। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ব্রন, এক হাতে আছে তলোয়ার, অন্য হাতে ছোরা। এক হাত তুললো টিরিয়ন, যার অর্থঃ *অপেক্ষা করো*। 'আমাদের আগুনের উত্তাপের অংশীদার হতে পারো। এই রাতে ভীষণ ঠান্ডা পড়েছে,' ছায়ামানবগুলোর উদ্দেশ্যে বললো সে। ওয়াইন দিতে পারছি না বলে দুঃখিত, তবে আমাদের ছাগলের মাংস খেতে পারো চাইলে।'

সমস্ত নড়াচড়া থেমে গেল। ধাতুর গায়ে চাঁদের আলোর প্রতিফলন পড়েছে। 'আমাদের পাহাড়,' গম্ভীর, অবন্ধুসুলভ একটা কণ্ঠ বললো। 'আমাদের ছাগল।'

'তোমাদেরই ছাগল তাহলে,' টিরিয়ন একমত হলো। 'তোমরা কারা?'

'তোমার সাথে যখন তোমার দেবতার দেখা হবে,' এবার ভিন্ন একটা স্বর জবাব দিলো, 'তখন বোলো যে অশ্ম পরভৃৎ গার্নের ছেলে গান্থর তোমাদেরকে তাদের কাছে পাঠিয়েছে।' ও আলোর দিকে পা বাড়াতেই পায়ের নিচে চাপা পড়ে একটা ডাল মর্মর করে আর্তনাদ করে উঠলো। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে শিংযুক্ত শিরস্ত্রাণ পরা একজন পাতলা লোক, হাতে বেশ লম্বা একটা ছুরি।

BanglaBook.org

'আর ডলফের ছেলে শাগা।' এবারের স্বরটা প্রথমজনের। বিশাল কিছু একটা বাম দিকে সরে গেল। বুক উঁচিয়ে দাঁড়ানোর পরেই বোঝা গেল, ও একজন মানুষ। অনেক ভারী, শক্তিশালী, সেই সাথে বেশ ধীর গতির, পুরো শরীর ঢাকা চামড়ার পোশাকে, এক হাতে আছে গদা, আরেক হাতে কুড়াল। সামনের দিকে এগোতে এগোতে গদা আর কুড়াল পরস্পরের সাথে বাড়ি মারছে সে।

অন্যরা তাদের নাম বলে যাচ্ছে, কন, টরেক আর জ্যাগট পর্যন্ত মনে আছে ওর, এরপরেরগুলো আর মনে নেই। অন্তত দশজন আছে ওরা। কয়েকজনের হাতে তলোয়ার আর ছুরি আছে; বাকিদের হাতে কাছে ত্রিশূল, কুড়াল আর বর্শা। ওরা নাম বলে শেষ করার পর ও মুখ খুললো। 'আমি ল্যানিস্টার গোত্রের সদস্য, রকের সিংহ টাইউনের ছেলে টিরিয়ন। তোমাদের ছাগলের উপযুক্ত মূল্যই দেবো আমরা।'

'টাইউইনের ছেলে টিরিয়ন, আমাদেরকে কী দেবে তুমি?' গান্থর নামের লোকটা বললো। সম্ভবত ও-ই এদের প্রধান।

'আমার কাছে রৌপ্য আছে,' টিরিয়ন বললো। 'এই বর্মটা আমার জন্য অনেক বড়, কিন্তু কনের সাথে ভালোই মানাবে। আর আমার সাথে যে রণ-কুঠার আছে, সেটা শাগার শক্তিশালী হাতে অন্য যেকোনো কাঠের কুড়ালের চেয়ে ভালো মানাবে।'

'আমাদেরই কড়ি দিয়ে আমাদেরকে বুঝ দিতে চাইছে বামনটা,' কন বললো।

'কন ঠিকই বলেছে,' গান্থর বললো। 'তোমার সমস্ত রৌপ্য এমনিতেই আমাদের। তোমার বর্ম, তোমার রণ-কুঠার আর তোমার কোমরে গুঁজে থাকা ছুরিটাও। আমাদেরকে দেয়ার জন্য তোমার কাছে জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই। এবার বলো, কীভাবে মরতে চাও, টাইউইনের ছেলে টিরিয়ন?'

'আশি বছর বয়সে, নিজের বিছানায়। পেটভর্তি ওয়াইন আর একজন কুমারীর মুখ আমার যৌনাঙ্গে থাকা অবস্থায়,' জবাব দিলো সে।

উচ্চ স্বরে হেসে উঠলো শাগা। অন্যদেরকে দেখে অতটা খুশি মনে হচ্ছে না। 'কন, ওদের ঘোড়াগুলো নিয়ে নাও,' আদেশ দিলো গান্থর। 'সাথের লোকটাকে মেরে ফেলো, আর বামনটাকে তুলে নাও। ও ছাগল চরাতে পারবে, আর মহিলাদেরকে রসিকতা শুনিয়ে হাসাতে পারবে।'

নিজের পায়ে দাঁড়ালো ব্রন। 'সবার আগে কে মরতে চাও?'

'না!' তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠলো টিরিয়ন। 'গার্নের ছেলে গান্থর, আমার কথা শোনো। আমার হাউজ অনেক ক্ষমতাবান আর ধনী। অশ্বারোহী ভৃত্যরা যদি আমাদেরকে এই উপত্যকা দিয়ে নির্বিঘ্নে পার করে দেয়, তবে আমার লর্ড পিতা তাদেরকে স্বর্ণের ভেতর ডুবিয়ে দেবেন।'

BanglaBook.org

'নিম্নভূমির লর্ডদের স্বর্ণ অর্ধ-মানবের প্রতিশ্রুতির মতোই মূল্যহীন,' গান্থর বললো।

'অর্ধ-মানব হতে পারি,' টিরিয়ন বললো, 'তবে নিজের শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সাহস আমার আছে। উপত্যকার নাইটরা যখন এই পথে যায়, তখন অশ্ম পরভৃৎরা পাথরের আড়ালে মুখ লুকিয়ে থাকা ছাড়া আর কী করে?

প্রচণ্ড জোরে হুংকার দিয়ে গদার সাথে কুড়ালের বাড়ি খাওয়ালো শাগা। আগুনে পোড়ানো বর্শার তীক্ষ্ণ প্রান্ত দিয়ে টিরিয়নের মুখে খোঁচা দিলো জ্যাগট। স্থির থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলো টিরিয়ন। 'এর চেয়ে ভালো অস্ত্র পাওনি তোমরা?' বললো সে। 'হয়তো ভেড়া মারার জন্য যথেষ্ট...যদি ভেড়ারা উলটো হামলা না করে। আমার বাবার কামাররা এর চেয়ে ভালো অস্ত্র বানায়।'

'খুদে-মানব,' গর্জে উঠলো শাগা, 'তোমার পুরুষত্ব কেটে ছাগল দিয়ে খাইয়ে দেয়ার পরেও কি আমার কুড়াল নিয়ে ঠাট্টা করবে তুমি?'

গান্থর এক হাত তুললো। 'দাঁড়াও! আমি ওর কথা শুনতে রাজি। মায়েরা দিনের পর দিন খালি পেটে দিন কাটাচ্ছে। সবাই জানে যে খাবার জোটানোর বেলায় স্বর্ণের তুলনায় ইস্পাত বেশি কার্যকর। টাইউইনের ছেলে টিরিয়ন, তোমার জীবনের বিনিময়ে আমাদেরকে কী দেবে তুমি? তলোয়ার? বর্শা? বর্ম?'

'এসব তো আছেই, সাথে আরো অনেক কিছু আছে,' স্মিত হেসে জবাব দিলো টিরিয়ন। 'তোমাদেরকে আমি দেবো অ্যারিনের উপত্যকা।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এডার্ড

রেড কিপের বিশাল সিংহাসন কক্ষের উপর দিকে অবস্থিত সরু জানালা গলে মেঝেতে এসে পড়ছে পড়ন্ত সূর্যের লোহিত রশ্মি। সেই আলো গাঢ় লাল রঙের অনেকগুলো ডোরা হয়ে লেপটে আছে দেয়ালে; যেখানে একসময় ড্রাগনের মাথা ঝোলানো থাকতো, ঠিক সেখানে। দেয়ালের পাথর ঢাকা আছে শিকারের দৃশ্য সম্বলিত সবুজ, বাদামি এবং নীল রঙয়ের চিত্রিত কাপড় দ্বারা। এরপরেও নেড স্টার্কের মনে হচ্ছে পুরো কক্ষের রঙ রক্তের মতোই লাল, অন্য রঙের উপস্থিতি যেন গৌণ হয়ে আছে অনেকটাই।

সে এখন বসে আছে বিজয়ী এইগনের তৈরি বিশাল সিংহাসনে। এই আসন দেখতে গজালের মতো, প্রান্তগুলো অমসৃণ, অদ্ভুতভাবে মোচড়ানো লোহার তৈরি কুৎসিত এক সিংহাসন। রবার্ট যেমন বলেছিলো যে জিনিসটা মোটেও আরামদায়ক নয়, আসলেই তা-ই। আর এখন নেডের কাছে সিংহাসনটা আরো বেশি অস্বস্তিকর লাগছে তার ভাঙা পায়ের কারণে। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তার কাছে নিচের ধাতুকে আরো বেশি শক্ত মনে হচ্ছে। আর পিঠের কাছে সূচালো ইস্পাত থাকার কারণে ঠিকমত হেলানও দেয়া যাচ্ছে না। এইগন যখন নিজের অস্ত্র নির্মাতাদের আদেশ দিয়েছিলো তার শত্রুদের সমর্পন করা তলোয়ার দিয়ে এই বিশাল সিংহাসনটা তৈরি করতে, তখন বলেছিলো একজন রাজার কখনই স্বস্তি নিয়ে বসতে নেই। চাপা রাগ নিয়ে এইগনের দাম্ভিকতাকে অভিশাপ দিলো নেড। সাথে সাথে রবার্ট আর তার শিকারাভিযানকেও মনে মনে গালমন্দ করতে ছাড়লো না।

'তোমরা একদম নিশ্চিত যে ওরা ডাকাত ছিলো না?' সিংহাসনের নিচে কাউন্সিল টেবিলে বসা ভ্যারিস নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলো। ওর পাশেই অস্বস্তির সাথে নড়াচড়া

BanglaBook.org

করছে গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল, আর লিটলফিঙ্গার হাতের কলম নাচাচ্ছে বসে বসে। কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে এই তিনজনই উপস্থিত আছে কেবল। কিংসউডে একটা সাদা রঙয়ের হরিণ দেখা গেছে, এই খবর শুনে লর্ড রেনলি আর স্যার ব্যারিস্টানকে নিয়ে শিকারে বেরিয়ে গেছে রবার্ট। দলে আরো আছে রাজকুমার জফরি, স্যান্ডর ক্লিগেন, বেইলন সোয়ান এবং বাকি অর্ধেক সভাসদ। আর এজন্য রাজার অনুপস্থিতিতে নেডকে আয়রন থ্রোনে বসতে হয়েছে বাধ্য হয়েই।

অন্ততপক্ষে সে তো বসতে পারছে। কাউন্সিলের সদস্যরা বাদে কক্ষে উপস্থিত আর সবাই হয় সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে আছে, নয়তো হাঁটু গেড়ে আছে। বাদিরা জটলা পাকিয়েছে বিশাল সদর দরজার কাছে, নাইট আর উচ্চবংশীয় নারী ও পুরুষরা আছে চিত্রিত কাপড়ের নিচে, নিচু স্তরের মানুষজন গ্যালারিতে আর নিরাপত্তারক্ষীরা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সোনালি বা ধূসর রঙের আলখাল্লা পরে।

গ্রামবাসীরা সবাই অপেক্ষা করছে হাঁটু গেড়ে। এদের মাঝে কেউ ছিন্নবস্ত্র পরা, কারো শরীর রক্তাক্ত। মহিলা আর শিশুরাও আছে সেই দলে। যে তিনজন নাইট গ্রামবাসীদের রাজসভায় নিয়ে এসেছে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য, তারা দাঁড়িয়ে আছে ওদের পেছনে।

'ডাকাত, লর্ড ভ্যারিস?' স্যার রেইমান ড্যারির কণ্ঠে ঘৃণা ঝরে পড়ছে। 'হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই যে ওরা ডাকাত ছিলো। ল্যানিস্টার ডাকাত।'

পুরো কক্ষ জুড়ে বয়ে যাওয়া অস্বস্তির হলকা অনুভব করতে পারছে নেড। খুব একটা অবাক হলো না সে। টিরিয়ন ল্যানিস্টারকে ক্যাটলিন আটক করার পর থেকে রাজ্যের পশ্চিমাংশ খুবই উত্তপ্ত হয়ে আছে। রিভাররান আর কাস্টার্লি রক দুই পক্ষই ডেকে পাঠিয়েছে তাদের অনুগতদের। গোল্ডেন টুথের নিচের গিরিপথে জড়ো হচ্ছে সৈন্যরা। যেকোনো মুহূর্তে রক্তের বন্যা বয়ে যেতে পারে। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, ঠিক কতটা ভালোভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

বিষণ্ণ চোখের স্যার ক্যারিল ভ্যান্সকে দেখতে বেশ ভালোই বলা চলে, তবে তার জন্মদাগ মুখটাকে খানিকটা কুৎসিত করে দিয়েছে। হাঁটু গেড়ে থাকা গ্রামবাসীদের দিকে ইশারা করে স্যার ক্যারিল বললো, 'সর্বসাকুল্যে শেরার-এর এই কয়জন মানুষই বেঁচে আছে, লর্ড এডার্ড। বাকিরা সব মৃত। ওয়েন্ডিস শহর আর মামারস ফোর্ডের অধিবাসীরাও সব মৃত।'

'উঠে দাঁড়াও,' গ্রামবাসীদের আদেশ দিলো নেড। হাঁটু গেড়ে থাকা অবস্থায় মানুষের বলা কথা কখনই পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে না নেড। 'সবাই উঠে দাঁড়াও।'

BanglaBook.org

একে একে শেরার-এর সবাই উঠে দাঁড়ালো। বৃদ্ধ একজন লোককে সাহায্য করতে হলো উঠে দাঁড়ানোর জন্য। রক্তাক্ত পোশাক পরা এক কমবয়সী মেয়ে হাঁটু গেড়ে ফাঁকা চোখে স্যার এরিস ওকহার্ট-এর দিকে তাকিয়ে ছিলো। কিংসগার্ড-এর এই নাইট সাদা রঙয়ের বর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছে সিংহাসনের নিচেই। রাজাকে রক্ষা করা আর তার নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত। এই মুহূর্তে সে রাজার মুখ্য উপদেষ্টা নেডকে নিরাপত্তা দিচ্ছে।

মদ প্রস্তুতকারকের পোশাক পরা এক নাদুসনুদুস টাকমাথার লোককে ইশারা করে স্যার রেইমান ড্যারি বললো, 'জশ, রাজার মুখ্য উপদেষ্টাকে খুলে বলো শেরারে কী ঘটেছিলো।'

মাথা ঝাঁকালো জশ। 'বললে যদি মহামান্য রাজা খুশি হন–'

'মহামান্য রাজা এখন ব্ল্যাকওয়াটারের আশেপাশে শিকার করে বেড়াচ্ছে,' নেড বললো। রেড কিপ থেকে মাত্র কয়েক দিনের দূরত্বে আজীবন বাস করেও একজন মানুষ জানে না রাজা দেখতে আসলে কেমন, ভাবতেই অবাক লাগে ওর। বুকে স্টার্কদের প্রতীক ডায়ারউলফ খচিত সাদা জামা পরে আছে নেড। তার কালো রঙের উলের তৈরি আলখাল্লা রূপালি রঙের হাতের মতো দেখতে একটা পিনের সাহায্যে গলার সাথে আটকানো আছে। 'আমি লর্ড এডার্ড স্টার্ক, রাজার মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এবার বলো তোমার পরিচয় কী, আর হানাদারদের সম্পর্কে কী কী জানো।'

'শেরারে আমার...আমার একটা শুঁড়িখানা আছে, মি লর্ড। পাথরের সেতুর কাছেই। সবাই বলে নেক-এর দক্ষিণে এর থেকে ভালো মদ আর হয় না, ক্ষমা করবেন, মি লর্ড। অন্যান্য সবকিছুর সাথে ওটাও ধ্বংস হয়ে গেছে। ওরা এসে প্রথমে পেট ভরে মদ খেয়েছে, এরপর মদ ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বাড়ির চালে। আমাকেও মেরে ফেলতো, মি লর্ড, যদি ধরতে পারতো।'

'আমাদেরও সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে,' তার পাশ থেকে এক কৃষক বলতে শুরু করলো। 'দক্ষিণ দিক থেকে রাতের আঁধারে এসেছিলো ওরা। এসেই জমি আর বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। যারা ওদের থামাতে গিয়েছিলো তাদের সবাইকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু ওরা ডাকাত ছিলো না, মি লর্ড। আমাদের কোনো কিছুই চুরি করার মতো মন নিয়ে আসেনি ওরা। আমার দুধেল গাভিটাকে মেরে ফেলেছে। মাছি আর কাকের খাবার হিসেবে রেখে গেছে বেচারিকে।'

'আমার শিক্ষানবিশ ছেলেটাকে ধাওয়া করে মেরে ফেলেছে ওরা,' মাথায় পট্টি বাঁধা বেঁটেমত এক পেশীবহুল কামার বললো। 'ঘোড়ায় চেপে মাঠের ভেতর এদিক-ওদিক ধাওয়া করছিলো ওকে, বল্লমের মাথা দিয়ে এমনভাবে খোঁচাচ্ছিলো যেন এটা কোনো

BanglaBook.org

ধরনের খেলা। পাষণ্ডগুলো হাসছিলো তখন। ছেলেটা পড়ে গিয়ে চিৎকার করা শুরু করে দিলে ওদের ভেতর বড়সড় একজন তাকে সোজা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়।'

হাঁটু গেড়ে থাকা মেয়েটা মুখ তুললো, অনেক উপরে সিংহাসনে বসে থাকা নেডের দিকে তাকালো সে। 'আমার মাকেও ওরা মেরে ফেলেছে, মহামান্য। আর ওরা...ওরা...' গলা ভেঙে এলো মেয়েটার। আর কিছু বলতে পারলো না সে। কাঁদতে শুরু করলো।

স্যার রেইমান ড্যারি বলতে শুরু করলো এরপর, 'ওয়েন্ডিস শহরে লোকেরা তাদের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলো, কিন্তু এর দেয়াল ছিলো কাঠের। হানাদাররা কাঠের দেয়ালের চারপাশে খড় জড়ো করে আগুন লাগিয়ে সবাইকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। আগুনের হাত থেকে রেহাই পেতে যারা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছিলো, তাদের সবাইকে হত্যা করেছে তীরের আঘাতে। এমনকি সেই তীরের হাত থেকে কোনো দুধের বাচ্চাও রেহাই পায়নি।'

'কী ভয়ানক!' ভ্যারিস নিচু স্বরে বললো। 'মানুষ কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে?'

'ওরা আমাদের সাথেও একই কাজ করতো। কিন্তু শেরার-এর দুর্গের দেয়াল পাথরের তৈরি,' জশ বললো। 'কেউ কেউ আমাদের ধোঁয়ার মাধ্যমে বের করে আনতে চেয়েছিলো, কিন্তু ওদের ভেতর বড় ধরনের লোকটা সবাইকে বলে যে নদীর ওপারে আরো সহজ শিকার আছে। এরপর তারা মামারস ফোর্ডের দিকে চলে যায়।'

সামনের দিকে ঝুঁকে আসতেই আঙ্গুলে ঠান্ডা ইস্পাতের স্পর্শ অনুভব করলো নেড। প্রত্যেক আঙ্গুলের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আছে একটা করে তলোয়ারের ফলা; তলোয়ারগুলোর মোচড়ানো মাথা সিংহাসনের হাতল থেকে বেরিয়ে আছে ধারালো নখরের মতো। এমনকি এই তিন শতাব্দী পরেও কিছু কিছু ফলা কেটে ফেলার মতো যথেষ্ট ধারালো। অসতর্ক কারো জন্য আয়রন থ্রোন স্রেফ একটা ফাঁদে পূর্ণ আসন। পুরোনো গানগুলোতে শোনা যায়, সিংহাসনটা তৈরি করতে এক হাজার তলোয়ারের প্রয়োজন হয়েছিলো। কৃষ্ণ আতংক নামে পরিচিত ব্যালেরিয়নের আগুনে গনগনে লাল হয়ে গিয়েছিলো ওগুলো। এরপর ঊনষাট দিন ধরে হাতুড়িপেটা করা হয়। আর তারপর তৈরি হয় কালো রঙের, ধারালো প্রান্তবিশিষ্ট, অদ্ভুত আকৃতির এই কুৎসিত, জগদ্দল আসন। এমন এক আসন যেটা কিনা নিজেই মানুষ মেরে ফেলতে পারে! আর এই আসন নিয়ে যে গল্প প্রচলিত আছে তা যদি সত্যি হয়, তবে এটা ইতোমধ্যেই মানুষ মেরেছে।

এই সিংহাসনের ওপর ও কী করছে, তা নিজেই পুরোপুরি বুঝতে পারে না। তারপরেও এখানে বসে আছে সে, আর এই লোকগুলো ওর কাছে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করছে এখন। 'তোমাদের কাছে কী প্রমাণ আছে যে হানাদাররা আসলে ল্যানিস্টার?'

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করলো সে, একই সাথে নিজের রাগ সামলে রাখার চেষ্টা করছে। 'ওরা কি লাল রঙের পোশাক পরা ছিলো, অথবা সিংহ খচিত পতাকা বহন করছিলো?'

'ল্যানিস্টাররা এতটাও বোকা না যে এই কাজ করবে,' স্যার মার্ক পাইপার বললো। সে বেশ কমবয়স্ক আর চট করে রেগে যাওয়া স্বভাবের। ক্যাটলিনের ভাই এডমিউর টালির বন্ধু অবশ্য লোকটা।

'প্রত্যেকেই ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলো, মাই লর্ড,' স্যার ক্যারিল শান্তভাবে বললো। 'ওদের কাছে লোহার ফলাযুক্ত বর্শা আর দীর্ঘ অসি ছিলো। খুনোখুনি চালানোর জন্য রণ-কুঠারও ছিলো ওদের কাছে।' ও বেঁচে যাওয়া একজন লোককে ইশারা করে বললো, 'তুমি। হ্যাঁ, তুমি, কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। আমাকে যা বলেছিলে এবার রাজার মুখ্য উপদেষ্টাকে তা খুলে বলো।'

বৃদ্ধ লোকটা বললো, 'ওদের ঘোড়াগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো যে ওগুলো যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত ঘোড়া। আমি অনেক বছর বৃদ্ধ স্যার উইলেমের আস্তাবলে কাজ করেছি। তাই সাধারণ ঘোড়ার সাথে সমর-তুরঙ্গের পার্থক্য ধরতে পারি। ঘোড়াগুলোর কোনোটাই একদিনের জন্যও লাঙ্গল টানেনি। দেবতারা সাক্ষী, আমি এক বর্ণও ভুল বলিনি।'

'প্রশিক্ষিত ঘোড়ায় চেপে আসা ডাকাত!' আলোচনায় যোগ দিলো লিটলফিঙ্গার। 'এমনও তো হতে পারে যে ঘোড়াগুলো ওরা চুরি করেছে। শেষবার যেখানে আক্রমণ করেছে সেখান থেকে।'

'কতজন ছিলো আক্রমণকারীদের দলে?' নেড জিজ্ঞেস করলো।

'অন্তত পক্ষে একশজন,' উত্তর দিলো জশ। প্রায় একই সাথে কামার লোকটা বললো, 'পঞ্চাশজন।' ওর পেছনেই থাকা এক বৃদ্ধা বললো, 'শত শত, মি লর্ড। পুরা একটা সৈন্যদল।'

'আপনি যা দেখেছেন তার থেকে বাড়িয়ে বলছেন,' বৃদ্ধাকে বললো নেড। 'তোমরা বলছো ওরা কোনো পতাকা নিয়ে আসেনি। কোনো ধরনের বর্ম ছিলো ওদের গায়ে? তোমাদের ভেতর কেউ ওদের ঢালে বা শিরস্ত্রাণে কোনো প্রতীক বা নকশা আঁকা দেখেছ?'

শুঁড়িখানার মালিক জশ মাথা নাড়লো। 'সেরকম কিছু দেখিনি, মি লর্ড। ওরা যে বর্ম পরে এসেছিলো তা একদম সাধারণ। যে লোকটা ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো সে যদিও অন্যদের মতো একই ধরনের বর্ম পরেছিলো, কিন্তু ওকে মোটেও সাধারণ লোকদের মতো লাগছিলো না। ওর আকৃতির কথা বলছি, মি লর্ড। যারা বলে দানবরা সব অনেক আগেই মারা গেছে, আমি শপথ করে বলতে পারি তারা একে দেখেনি কখনো। ষাঁড়ের মতোই বিশাল সে, আর গগনবিদারী কণ্ঠ।'

BanglaBook.org

'দ্য মাউন্টেইন!' উচ্চ স্বরে বললো স্যার মার্ক। 'কারো কোনো সন্দেহ আছে? এই আক্রমণ গ্রেগর ক্লিগেনের কাজ।'

জানালার নিচে এবং কক্ষের দূরতম প্রান্ত থেকে ভেসে আসা নিচু কণ্ঠের গুঞ্জন শুনতে পেল নেড। উচ্চবংশীয় আর নিম্নবংশীয় দুইপক্ষই জানে স্যার মার্কের কথা সত্য হলে সেটার গুরুত্ব কতটুকু। স্যার গ্রেগর ক্লিগেন লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টারের একজন ব্যানারবাহী।

গ্রামবাসীদের ভয়ার্ত মুখগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো নেড। কোনো সন্দেহ নেই যে ওরা প্রচণ্ড ভয়ে আছে। এই মুহূর্তে নির্ঘাত ভাবছে যে ওদেরকে এখানে আনা হয়েছে এমন একজন রাজার কাছে লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টারকে খুনি প্রমাণ করতে যার মেয়েকে বিয়ে করেছে রাজা নিজেই। সম্ভবত নাইটরা গ্রামবাসীদের সামনে এখানে আসা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা রাখেনি।

গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল বেশ ক্লেশ নিয়ে কাউন্সিল টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালো। ধাতব শব্দ ভেসে এলো তার গলায় ঝুলতে থাকা মেইস্টারের শেকল থেকে। 'স্যার মার্ক,' বললো সে। 'বেশ সম্মানের সাথেই বলছি, আপনি কিন্তু স্পষ্ট জানেন না যে অপরাধী লোকটা স্যার গ্রেগর ছিলেন। পুরো সাম্রাজ্যে অনেক বিশালদেহী লোক আছে।'

'মাউন্টেইনের মতো বিশালদেহী কেউ যে ঘোড়ায় চড়তে জানে?' স্যার ক্যারিল বললো। 'আমার সামনে এখনো তেমন কেউ পড়েনি।'

'এখানেও তেমন কেউ নেই,' বেশ ঝাঁঝের সাথেই বললো স্যার রেইমান। 'এমনকি ওর ভাই হাউন্ডকেও তার পাশে বাচ্চা বাচ্চা লাগে। মাই লর্ডস, দয়া করে চোখ খুলে তাকান! লাশের শরীরে কি স্যার গ্রেগরের সিল দেখা লাগবে আপনাদের? এটা গ্রেগরই ছিলো।'

'স্যার গ্রেগর কেন হঠাৎ করে ডাকাতি করতে যাবেন?' পাইসেল প্রশ্ন করলো। 'তিনি তার লর্ডের অনুগ্রহেই নিজের নামে একটা দুর্গ আর অনেক জমি পেয়েছেন। লোকটা একজন সম্মানিত নাইট।'

'একজন মেকি নাইট!' স্যার মার্ক বললো। 'লর্ড টাইউইনের পাগলা কুত্তা!'

'মাননীয় মুখ্য উপদেষ্টা,' বেশ কড়া স্বরে বললো পাইসেল। 'আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এই নাইটকে এটা মনে করিয়ে দিতে যে লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টার আমাদের সম্মানিত রাণীর পিতা।'

'ধন্যবাদ, গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল,' নেড বললো। 'আমার তো ভয়ই হচ্ছিলো যে আপনি মনে না করিয়ে দিলে ব্যাপারটা আমরা ভুলেই যেতাম।'

BanglaBook.org

সিংহাসনের সুবিধাজনক অবস্থানে বসে নেড দেখতে পেল কক্ষের দূরতম প্রান্ত থেকে কিছু লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। *খরগোশরা তাহলে গর্তে ঢুকতে যাচ্ছে*, নেড ভাবলো। রাণীর কানে কথা তোলার জন্য ইঁদুর দৌড় শুরু হয়েছে! গ্যালারিতে চোখ বুলিয়ে চকিতের জন্য সেন্সা মরডেইনকে দেখতে পেল সে, তার পাশেই রয়েছে সানসা। মনে মনে রেগে গেল নেড। এই কক্ষের বর্তমান অবস্থা তার মেয়ের উপস্থিতির জন্য মোটেও উপযোগী নয় এখন। আসলে সেপ্টার তো আর জানার কথা না যে কোনদিন রাজসভায় কী নিয়ে আলোচনা হবে। সাধারণত রাজসভায় একঘেয়ে ক্লান্তিকর সব বিবাদের বিচার হয়, দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ লোকদের সমস্যা মিটিয়ে দেয়া বা সীমানা নিয়ে বিবাদের বিচার করা–সাধারণত এগুলোই করতে হয় ওকে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।

নিচে কাউন্সিল টেবিলে বসা পিটার বেইলিশ এতক্ষণে তার হাতের কলম থেকে মনোযোগ সরালো। সামনের দিকে ঝুঁকে বললো, 'স্যার মার্ক, স্যার ক্যারিল, স্যার রেইমান, আমি আপনাদের একটা প্রশ্ন করি এবার? এইসব দুর্গ তো আপনাদের কার্যাধীন এলাকায় ছিলো, তাই না? এই হত্যাকাণ্ড আর অগ্নিসংযোগের সময় আপনারা কোথায় ছিলেন?'

'আমি আমার বাবার সাথে গোল্ডেন টুথের নিচের গিরিপথে দেখা করতে গিয়েছিলাম,' স্যার ক্যারিল ভ্যান্স বললো। 'স্যার মার্কও আমার সাথে ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের খবর যখন স্যার এডমিউর টালির কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি আমাদের কাছে খবর পাঠান যেন আমরা একটা সৈন্যদল নিয়ে সেখানে পৌঁছে বেঁচে থাকা লোকদের উদ্ধার করে রাজার কাছে নিয়ে যাই।'

'স্যার এডমিউর টালি আমাকে আমার পুরো সৈন্যদল সহ রিভাররানে ডেকে পাঠিয়েছিলেন,' স্যার রেইমান ড্যারি বলতে লাগলো। 'যখন আমি টালি দুর্গের দেয়ালের বাইরে নদীর তীরে তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করছিলাম স্যার এডমিউরের পরবর্তী আদেশের জন্য, তখন আমার কাছে এই হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছে। আমি আমার নিজের এলাকায় যতক্ষণে ফিরে আসি ততক্ষণে ক্লিগেন তার দলবল নিয়ে রেড ফোর্ক পার হয়ে ল্যানিস্টারদের পাহাড়ের দিকে চলে যায়।'

'ওরা যদি আবারো ফিরে আসে, স্যার?' লিটলফিঙ্গার নিজের দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করলো।

'আবার ফিরে আসলে আমরা ওদের রক্ত ব্যবহার করবো জমিতে সেচ দেবার জন্য। যে জমিগুলো ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে সেগুলোতে,' প্রচণ্ড ক্ষোভের সাথে কথাটা বললো স্যার মার্ক পাইপার।

ঠিক এই জিনিসটাই চাইছে লর্ড টাইউইন, নেড মনে মনে ভাবলো। *রিভাররানের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য সেখানকার সৈন্যদের এদিক-ওদিক সরিয়ে দিতে চাচ্ছে*

BanglaBook.org

কৌশলে। ক্যাটলিনের ভাইটা বেশ কমবয়স্ক। বুদ্ধির চেয়ে শক্তি দিয়ে সমাধান করতে চায়। এডমিউর তার পূর্ণ শক্তি দিয়ে নিজের সীমানার প্রতি ইঞ্চি মাটি ধরে রাখতে চাইবে। সেখানে বসবাসরত প্রত্যেক নরনারী আর বাচ্চা, যারা তাকে লর্ড বলে সম্বোধন করে, তাদের রক্ষা করতে চাইবে। ধূর্ত টাইউইন এই কথাটা বেশ ভালোভাবেই জানে।

'যদি আপনাদের জমি আর দুর্গগুলোর আর কোনো ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষার নিশ্চয়তা পান, তবে রাজার কাছে আপনাদের আর কী আর্জি থাকবে?' লর্ড পিটার পুনরায় জিজ্ঞেস করলো।

'ট্রাইডেন্টের লর্ডরা রাজা আর রাজ্যের শান্তি রক্ষার জন্য তাদের সম্ভাব্য সবকিছু করেন,' স্যার রেইমান ড্যারি বললো। 'ল্যানিস্টাররা সেই শান্তি বিনষ্ট করেছে। আমরা জবাব চাই এই হামলার, যুদ্ধের বিনিময়ে যুদ্ধ। আমরা শেরার, ওয়েন্ডিস শহর আর মামারস ফোর্ডের অধিবাসীদের হত্যার ন্যায্য বিচার দাবি করছি।'

'এডমিউর একমত হয়েছে যে গ্রেগর ক্লিগেনকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়া হবে,' স্যার মার্ক বললো। 'কিন্তু বৃদ্ধ লর্ড হোস্টার আমাদের আদেশ দিয়েছেন তার আগে আমরা যেন এখানে এসে রাজার কাছ থেকে অনুমতি আদায় করি।'

গডস, বৃদ্ধ লর্ড হোস্টারকে অসংখ্য ধন্যবাদ! টাইউইন ল্যানিস্টার যেমন সিংহের মতো শক্তিশালী, তেমনি শিয়ালের মতো ধূর্ত। সে যদি গ্রেগর ক্লিগেনকে আদেশ দিয়েই থাকে–নেডের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আদেশটা সে-ই দিয়েছে–তবে সে একই সাথে এটাও নিশ্চিত করে নিয়েছে যে গ্রেগর যেন কোনো পতাকা না উড়িয়ে রাতের আঁধারে ডাকাতের বেশে আক্রমণটা করে। রিভাররানের পক্ষ থেকে জবাব এলে সার্সি আর তার বাবা রাজাকে বলতো, ল্যানিস্টাররা নয়, বরং টালিরাই রাজ্যের শান্তি নষ্ট করছে। একমাত্র দেবতারাই জানে রবার্ট কোনটা বিশ্বাস করতো।

গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল আবার দাঁড়িয়ে পড়লো। 'মাননীয় মুখ্য উপদেষ্টা, এই নাইটদের যদি মনে হয় স্যার গ্রেগর ক্লিগেন তার শপথ অমান্য করে এই হত্যাকাণ্ড আর ধর্ষণ চালিয়েছেন, তবে তারা যেন ক্লিগেনের লর্ডের কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করে। সিংহাসনের সাথে এই হত্যার বিচারের কোনো সম্পর্ক নেই। ওদের বলুন টাইউইন ল্যানিস্টারের কাছে গিয়ে সুবিচার কামনা করতে।'

'অবশ্যই এর সাথে রাজার ন্যায়বিচারের সম্পর্ক আছে,' নেড তাকে বললো। 'উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিম, সব জায়গাতেই আমরা সব কাজ রবার্টের নামে করি।'

'রাজার ন্যায়বিচার,' গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল বললো। 'যেহেতু রাজার নামেই করি, তাই রাজা ফিরে আসার আগ পর্যন্ত ব্যাপারটা মুলতুবি–'

BanglaBook.org

'রাজা নদীর পাড় ধরে শিকার করে বেড়াচ্ছে। ফিরে আসতে আরো কিছুদিন লাগবে,' লর্ড এডার্ড বললো। 'রবার্টের আদেশে আমি এখানে বসেছি, তার কান হিসেবে কথা শুনছি, তার স্বরে কথা বলছি। যদিও আমি একমত যে এই ব্যাপারটা তার জানা উচিত।' চিত্রিত কাপড়ের নিচে পরিচিত একটা মুখ দেখতে পেয়ে ডাক দিলো সে। 'স্যার রোবার।'

স্যার রোবার রয়েস কয়েক পা এগিয়ে এসে মাথা নত করলো। 'মাই লর্ড।'

'তোমার বাবা রাজার সাথে শিকারে বেরিয়েছেন,' নেড বললো। 'আজ এখানে যা বলা আর করা হলো, তা সম্পর্কে ওদের জানাতে পারবে?'

'অবশ্যই, মাই লর্ড।'

'আমরা তাহলে স্যার গ্রেগরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আপনার অনুমতি পেলাম?' মার্ক পাইপার নেডকে জিজ্ঞেস করলো।

'প্রতিশোধ?' নেড বললো। 'আমি তো ভাবলাম আপনারা ন্যায়বিচার চাইতে এসেছেন। ক্লিগেনের জমি পোড়ালে আর তার মানুষ মারলে রাজার শান্তি ফিরবে না, আপনাদের আহত অহংকার আর গর্বের হয়তো কিছুটা ক্ষতিপূরণ হবে।' কমবয়সী নাইট তার কথার প্রত্যুত্তরে কিছু বলার আগেই চোখ ফিরিয়ে নিলো নেড। এরপর গ্রামবাসীদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'শেরার-এর অধিবাসীরা, আমি তোমাদের বাড়িঘর বা ফসল কোনোটাই ফিরিয়ে দিতে পারবো না। পারবো না মৃত লোকদের জীবন ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু আমাদের রাজা রবার্টের নামে তোমাদের কিছুটা ন্যায়বিচার আমি দিতে পারবো।'

কক্ষের প্রতিটা চোখ এখন নেডের দিকে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে কিছু শোনার। নেড হাতের সাহায্যে সিংহাসনকে ধাক্কা দিয়ে ধীরে ধীরে বেশ কষ্ট করে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। পায়ের ভাঙা হাড় ব্যথায় টনটন করছে। ব্যথাটা অগ্রাহ্য করার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে সে। এই সময়ে সকলের সামনে নিজের এই দুর্বলতাটুকু দেখানো মোটেও উচিত হবে না। 'আদি মানবরা বলতো, রায় যার, তলোয়ারও তার। উত্তরে আমরা এখনো কথাটা মেনে চলি। যে হত্যা আমার করা উচিত তা করতে অন্যকে পাঠাতে আমি অপছন্দ করি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখন আমার কিছু করার নেই।' নিজের ভাঙা পায়ের দিকে তাকালো নেড।

'লর্ড এডার্ড!' কক্ষের পশ্চিম দিক থেকে একটা উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো। সেখান থেকে সুদর্শন এক তরুণ নির্ভীকভাবে এগিয়ে এলো সামনের দিকে। বর্ম পরিহিত স্যার লরেস টাইরেলকে তার ষোল বছর বয়সের তুলনায় আরো কমবয়সী দেখাচ্ছে। তার পরনে হালকা নীল রঙের রেশমি কাপড়, কোমরবন্ধটা সোনালি রঙের পরস্পর সংযুক্ত গোলাপাকৃতির শেকলের মতো। গোলাপ হলো টাইরেল পরিবারের

BanglaBook.org

প্রতীক। 'আপনার পরিবর্তে আমাকে আপনার জায়গা নেবার সম্মানটা দিন, আমি এই কামনা করছি। কাজটা আমাকে করতে দিন, মাই লর্ড। শপথ করছি যে আপনাকে বিফল হতে দেবো না আমি।'

লিটলফিঙ্গার হাসলো। 'স্যার লরেস, আমরা যদি আপনাকে একা পাঠাই, তবে স্যার গ্রেগর আপনার একটা হাতকে মুখের ভেতর পুরে দিয়ে কাটা মুণ্ডুটা ফেরত পাঠাবে এখানে। মাউন্টেইন এমন লোক না যেকারো ন্যায়বিচারের সামনে মাথা নত করবে।'

'আমি স্যার গ্রেগরকে ভয় পাই না,' বেশ দম্ভের সাথে বললো স্যার লরেস।

ধীরে-সুস্থে আবারো এইগনের বিকৃত সিংহাসনে বসে পড়লো নেড। তার চোখ দেয়ালের পাশ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মুখগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। 'লর্ড বেরিক,' ও বলে উঠলো। 'মিয়েরের থোরোস, স্যার গ্লাডেন, লর্ড লোথার।' যাদের নাম ধরে ডাকা হলো তারা একে একে সামনে এসে দাঁড়ালো। 'তোমরা প্রত্যেকে বিশজন করে সৈন্য জড়ো করে আমার বার্তা নিয়ে স্যার গ্রেগরের দুর্গে যাবে। আমার নিজের বিশজন নিরাপত্তারক্ষী যাবে তোমাদের সাথে। লর্ড বেরিক ডনডারিয়ন, তুমি এদের নেতৃত্ব দেবে।'

লালচে সোনালি চুলের তরুণ লর্ড মাথা নত করলো। 'আপনি যা বলবেন, মাই লর্ড।'

নেড তার গলা চড়ালো যাতে বিশাল কক্ষটার শেষমাথা পর্যন্ত তার স্বর পৌঁছায়। 'সপ্তরাজ্যের অধিপতি এবং সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা হাউজ ব্যারাথিয়নের রবার্টের নামে, যে এই নামের প্রথম জন এবং অ্যান্ডাল, রয়নার ও আদি মানবদের অধিপতি, আমি রাজার মুখ্য উপদেষ্টা হাউজ স্টার্কের এডার্ডের আদেশ বলে তোমাদের দায়িত্ব দিচ্ছি যত দ্রুত সম্ভব পশ্চিমের রাজ্যে যেতে। তোমরা ট্রাইডেন্টের রেড ফোর্ক অতিক্রম করবে রাজার পতাকা নিয়ে, ন্যায়বিচার করবে মেকি নাইট গ্রেগর ক্লিগেন আর অপরাধে অংশ নেয়া তার অনুসারীদের। আমি রাজদ্রোহের অপরাধে তাকে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি, সমস্ত পদমর্যাদা আর খেতাব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি, তার সকল জমি ও সম্পত্তি ছিনিয়ে নিচ্ছি, সেই সাথে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছি। দেবতারা ওর আত্মাকে শান্তি দিক।'

সিংহাসন কক্ষ থেকে যখন ওর উচ্চ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল, তখন নাইট অব ফ্লাওয়ার স্যার লরেসকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাচ্ছিলো। 'লর্ড এডার্ড, আমি কী করবো?'

ওর দিকে তাকালো নেড। উঁচু সিংহাসন থেকে ওকে দেখতে রবের মতোই তরুণ লাগছে। 'কেউই তোমার সাহস নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলছে না, স্যার লরেস, কিন্তু আমরা এখানে ন্যায়বিচার নিয়ে কথা বলছি। কিন্তু তুমি যা চাইছো, তা হলো প্রতিশোধ।' ও

BanglaBook.org

আবার লর্ড বেরিকের দিকে তাকালো। 'একদম ভোরে রওয়ানা হবে তোমরা। এইসব কাজ যত দ্রুত করা যায় ততই ভালো।' এরপর একটা হাত উঁচু করে আবার বললো, 'আজকের রাজসভা এখানেই শেষ হলো।'

অ্যালিন আর পোর্দার সিংহাসনের ধাপ বেয়ে উঠে এলো ওকে নামিয়ে নিতে। নামতে নামতে নেড স্যার লরেস টাইরেলের চাপা রাগের জ্বলন্ত দৃষ্টি অনুভব করছে, কিন্তু ওরা সিংহাসন কক্ষের মেঝেতে নেমে আসার আগেই তরুণ নাইট কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

লৌহ সিংহাসনের নিচে কাউন্সিল টেবিল থেকে কাগজপত্র গোছাচ্ছিলো ভ্যারিস। লিটলফিঙ্গার আর গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল ইতোমধ্যেই চলে গেছে। 'আপনি আমার চেয়েও অনেক বেশি নির্ভীক লোক, মাই লর্ড,' খোজা লোকটা নম্রভাবে বললো।

'কেন, লর্ড ভ্যারিস?' সোজাসাপটাভাবে প্রশ্ন করলো নেড। ওর পা কাঁপছে ব্যথায়, তাই এই মুহূর্তে কোনোরকম কথার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা নেই।

'আপনার জায়গায় আমি থাকলে স্যার লরেসকে পাঠাতাম। সে তো যেতেই চেয়েছিলো...আর একজন মানুষ, যে কিনা ল্যানিস্টারদের শত্রু, তার তো টাইরেলদের সাথে বন্ধুত্ব পাতালেই বেশি লাভ!'

'স্যার লরেস এখনো অনেক তরুণ,' নেড বললো। 'আমার মনে হয় সে অচিরেই এই দুঃখ ভুলে যাবে।'

'আর স্যার ইলিন?' খোজা লোকটা আবার প্রশ্ন করলো। 'সে কিন্তু রাজার জল্লাদ। তার কাজ করার জন্য অন্যকে পাঠানো কিন্তু তাকে অপমান করার সামিল।'

'তাকে অসম্মান করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।' বাস্তবে নেড আসলে ঐ মূক নাইটকে বিশ্বাস করে না। এর একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে সে আসলে জল্লাদদেরই পছন্দ করে না। 'আপনার মনে আছে কি না জানি না, পেইনরা কিন্তু ল্যানিস্টারদের ব্যানারবাহী। আমার মনে হয়েছে এমন কাউকে পাঠানোই সবচেয়ে ভালো হবে যার টাইউইন ল্যানিস্টারের প্রতি কোনো ধরনের আনুগত্য নেই।'

'বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত, কোনো সন্দেহ নেই,' ভ্যারিস বললো। 'তবে এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি কক্ষের পেছনের দিকে স্যার ইলিন দাঁড়িয়ে আপনাকে আর আমাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, দেখছে ওর শীতল চোখজোড়া দিয়ে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আপনার সিদ্ধান্তে সে মোটেও খুশি হতে পারেনি। অবশ্য, আমাদের এই মূক নাইটের ব্যাপারে কোনো কিছুই আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। আশা করি স্যার ইলিনও নিজের হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারবে শীঘ্রই। নিজের কাজকে একটু বেশিই পছন্দ করে লোকটা...'

BanglaBook.org

সানসা

'বাবা স্যার লরেসকে পাঠালো না,' ঠান্ডা হয়ে যাওয়া রাতের খাবার খেতে খেতে জেইন পুলকে কথাটা বললো সানসা। 'আমার মনে হয়ে তার পায়ের অবস্থার কারণে এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে।'

অ্যালিন, হারউইন আর ভেয়ন পুলের সাথে লর্ড এডার্ড তার শোবার ঘরে বসেই রাতের খাবার সেরেছেন। তার পা-কে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যই ঘরে বসে খাবার খেয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, গ্যালারিতে লম্বা সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে পায়ের ব্যথা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছিলেন সেপ্টা মরডেইন। আরিয়ার যোগ দেবার কথা ছিলো ওদের সাথে। কিন্তু ও তার তলোয়ার প্রশিক্ষণ থেকে আসতে দেরি করছে।

'তার পা?' জেইন অনিশ্চিত মুখভঙ্গি করে প্রশ্নটা করলো। সানসার সমবয়সী কালোকেশী সুন্দরী মেয়ে সে। 'স্যার লরেস কি তার পায়ে কোনো আঘাত পেয়েছে?'

'আরে, তার পা না,' মুরগির পা খেতে খেতে বললো সানসা। 'বাবার পা, বোকা। এতই কষ্ট পাচ্ছেন পায়ের কারণে যে আচরণও খিটখিটে হয়ে গেছে। নাহলে আমি নিশ্চিত উনি স্যার লরেসকেই পাঠাতেন।'

বাবার সিদ্ধান্তের কারণে এখনো হতভম্ব অবস্থা কাটেনি ওর। নাইট অব দ্য ফ্লাওয়ার যখন বাবার কাছে অনুমতি চাইছিলো, তখন সে একদম নিশ্চিত ছিলো যে বুড়ি ন্যানের বলা একটা গল্প সত্য হয়ে যাবে। স্যার গ্রেগর একজন অত্যাচারী লোক, অন্যদিকে স্যার লরেস একজন সত্যিকারের নায়ক, যে কিনা তাকে হত্যা করবে অবশেষে। এমনকি ওকে দেখতেও সত্যিকারের নায়কের মতো লাগে। কী সুন্দর আর অপূর্ব তার দেহসৌষ্ঠব, সোনালি রঙের গোলাপে তৈরি কোমরবন্ধ তার চিকন কোমরের

BanglaBook.org

চারপাশ জুড়ে বেষ্টন করে থাকে। অসাধারণ সুন্দর বাদামি চুলগুলো কত দারুণভাবে চোখের ওপর দিয়ে গড়াগড়ি খায়! আর বাবা কিনা হুট করে তার প্রস্তাব নাকচ করে দিলো! গ্যালারি থেকে নামার সময় এ ব্যাপারে সেপ্টা মরডেইনের সঙ্গে অনেক কথা বলেছিলো সানসা। কিন্তু সেপ্টা একটা কথাই বলেছেন। তার লর্ডের বিচারের উপরে তার নিজের কোনো কথা নেই।

ঠিক এমন সময়ই পিটার বেইলিশ তাদের বলেছিলো, 'আমি একমত না, সেপ্টা। ওর বাবার কিছু সিদ্ধান্ত কারো কারো মনে ঠিকই প্রশ্নের উদ্রেক করছে। তরুণী মেয়েটা যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই সুন্দরী!' ও এরপর সানসার দিকে ফিরে এমনভাবে মাথা নত করলো যে সানসা বুঝে উঠতে পারেনি লোকটা তাকে প্রশংসা করছে, নাকি উপহাস।

পিটার বেইলিশ ওদের কথা শুনে ফেলেছে এটা বুঝে সেপ্টা মরডেইন খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। 'সানসা এমনিই কথা বলছিলো, মাই লর্ড,' তিনি বললেন। 'বোকার মতো কথা। ও আসলে বিশেষ কিছু বোঝাতে চায়নি।'

লর্ড বেইলিশ তার ছোট, তীক্ষ্ণ দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, 'কিছুই না? আচ্ছা, আমাকে বলো তো, তুমি কেন চাচ্ছিলে স্যার লরেসকে পাঠানো হোক?'

আর কোনো উপায় না পেয়ে সানসা তাকে অত্যাচারী আর নায়কের ব্যাপারটা খুলে বলে। রাজার উপদেষ্টা মুচকি হাসলো। 'আচ্ছা? আমি হলে অবশ্য এ কথা চিন্তাই করতাম না। কারণ...' ও আবার নিজের থুতনি স্পর্শ করলো। হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চোয়ালের হাড় বরাবর বোলাতে বোলাতে বললো, 'জীবন মোটেও গানের মতো না, মেয়ে। একসময় হয়তো প্রচুর দুঃখের বিনিময়ে ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করবে তুমি।'

জেইনের কাছে এই ব্যাপারটা চেপে গেল সে। এমনকি ঐ সময়টুকু নিয়ে ভাবতে গেলেও কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করে ও।

'স্যার ইলিন হলো রাজার জল্লাদ, স্যার লরেস না,' জেইন বললো। 'লর্ড এডার্ডের উচিত ছিলো তাকে পাঠানো।'

সানসা কেঁপে উঠলো। যতবারই সে স্যার ইলিন পেইনের দিকে তাকায় ততবারই আতঙ্কে নীল হয়ে যায়। লোকটাকে দেখলেই ওর অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়, মনে হয় যেন মৃত কিছু একটা তার খোলা চামড়ার ওপর দিয়ে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। 'স্যার ইলিন পেইনকে দ্বিতীয় দানবের মতো লাগে আমার কাছে। প্রথম দানব স্যার গ্রেগর ক্লিগেন, আর দ্বিতীয় দানব স্যার ইলিন। আমি খুশি হয়েছি যে বাবা তাকে পাঠায়নি।'

'লর্ড বেরিকও স্যার লরেসের মতোই নায়কোচিত। খুবই সাহসী আর দক্ষ যোদ্ধা।'

'হয়তো,' অনিশ্চিতভাবে বললো সানসা। বেরিক ডনডারিয়নও যথেষ্ট সুদর্শন, কিন্তু তার বয়স তুলনামূলক বেশি, প্রায় বাইশ বছর; নাইট অব ফ্লাওয়ার ওর জায়গায় গেলে

BanglaBook.org

আরো বেশি ভালো হতো। অবশ্য জেইন তো তাকে ভালো বলবেই। কারণ প্রথম দর্শনেই লর্ড বেরিককে দেখে প্রেমে পড়ে গেছে জেইন। সানসার মনে হয় মেয়েটা বোকার মতো চিন্তা করছে। শত হলেও জেইন একজন স্টুয়ার্ডের মেয়ে। যতই সে তাকে ভালোবাসুক না কেন, সানসার মনে হয় না লর্ড বেরিক বংশমর্যাদায় এত নিচের কারো প্রতি আকৃষ্ট হবে। সেই মেয়ের বয়স তার বয়সের অর্ধেক হওয়ার পরেও।

কিন্তু এ কথা বলা মোটেও উচিত হবে না তার। তাই সানসা দুধের পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে প্রসঙ্গ বদল করে ফেললো। 'আমি স্বপ্ন দেখেছি যে শিকারে গিয়ে ঐ সাদা হরিণটাকে জফরিই ধরেছে,' ও বললো। আসলে এটা ওর একান্ত ইচ্ছা যে হরিণটাকে যেন জফরিই মারে, কিন্তু ইচ্ছা না বলে স্বপ্ন বললে ব্যাপারটা আরো ভালো শোনায়। কারণ সবাই জানে স্বপ্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। আর সাদা হরিণ খুবই দুর্লভ, জাদুময় এক প্রাণী। ও মনে মনে আশা করছে যে মদে আসক্ত রাজার তুলনায় তার স্বপ্নের রাজপুত্র জফরির হাতেই হরিণটার প্রাণ সংহার হলে বরং বেশি ভালো হবে।

'স্বপ্ন? সত্যি? জফরি কি সোজা ওটার কাছে গিয়ে খালি হাতে স্পর্শ করেছিলো? ওটার কোনো ক্ষতিই করেনি?'

'না,' সানসা বললো। 'হরিণটাকে সোনালি তীর ছুঁড়ে মেরে আমার জন্য নিয়ে এসেছিলো জফরি।' গান আর উপকথায় নাইটরা জাদুময় প্রাণীদের কাছে গিয়ে ওদের খালি হাতে স্পর্শ করে এবং কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু সানসা জানতো জফরি শিকার করা পছন্দ করে, বিশেষ করে হত্যা করার অংশটা। শুধু জন্তুই। সানসা নিশ্চিত যে জোরি আর অন্যান্য অভাগা লোকদের হত্যার পেছনে জফরির কোনো হাত নেই। এর সবই করেছে জফরির ঐ জঘন্য চাচা, কিংস্লেয়ার। ও জানে যে তার বাবা লর্ড এডার্ড স্টার্ক এখনো বিষয়টা নিয়ে প্রচণ্ড রেগে আছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে জফকে দোষারোপ করা সাজে না। এটা অনেকটা আরিয়ার কোনো কাজের জন্য তাকে দোষ দেবার মতো ব্যাপার।

'তোমার বোনকে বিকালের দিকে একবার দেখেছিলাম আজ,' জেইন বললো, যেন সে সানসার মন পড়তে পারছে। 'হাতের ওপর ভর দিয়ে আস্তাবল ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছিলো সে। এরকম করছিলো কেন বলতে পারবে?'

'আরিয়া নিজের উদ্ভট কাজগুলো কেন করে এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই।' সানসা আস্তাবলকে বেশ ঘৃণা করে। বিষ্ঠা আর মাছিতে পরিপূর্ণ এক নোংরা জায়গা। ও যখন ঘোড়ায় চড়তে চাইতো, তখন আস্তাবলের কোনো ছেলেকে দিয়ে ঘোড়ায় জিন পরিয়ে বাইরে আনিয়ে নিতো। 'তুমি রাজসভার গল্প শুনতে চাও কি চাও না?'

BanglaBook.org

'অবশ্যই চাই,' জেইন বললো।

'নাইটস ওয়াচের এক সদস্য এসেছিলো আজ,' সানসা বললো। 'দেয়ালে যোগ দেবার জন্য লোক চাইছিলো। লোকটা দেখতে খুব বুড়ো আর কেমন দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক পরা ছিলো।' লোকটাকে মোটেও পছন্দ করতে পারেনি সে। ও সবসময়ই কল্পনা করতো যে নাইটস ওয়াচের সবাই তার চাচা বেনজেনের মতো। গানে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে দেয়ালের কালো নাইট হিসেবে। কিন্তু রাজসভায় আসা লোকটা কুঁজো আর কুৎসিত, দেখে মনে হচ্ছিলো লোকটার গায়ে উকুন আছে। যদি নাইটস ওয়াচ আসলেই এমন লোক দিয়ে ভরা থাকে, তবে ও তার জারজ ভাই জনের জন্য বেশ কষ্ট পাবে। 'বাবা এরপর জিজ্ঞেস করলো যে কক্ষে এমন কেউ আছে কি না যে নাইটস ওয়াচে যোগ দিয়ে তার পরিবারের সম্মান বৃদ্ধি করতে চায়। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। তাই বাবা ইয়োরেন, মানে সেই লোকটাকে বললো রাজার জেলখানা থেকে তার পছন্দমত লোকদের বেছে নিয়ে যেতে। শুনে লোকটা তার কাজে চলে গেল। এরপর ডর্নিশ মার্চ থেকে আসা দুই মুক্ত-আরোহী ভাই ওদের তলোয়ার সিংহাসনের সামনে সমর্পন করে রাজার হয়ে কাজ করতে চাইলো। বাবা তাদের ইচ্ছা পূরণ–'

'আচ্ছা, লেবুর পিঠা কি আছে এখনো?' জেইন হাম ছাড়তে ছাড়তে বললো।

কথার ভেতর বাধা পাওয়াটা সানসা মোটেও পছন্দ করলো না। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে রাজসভায় যা ঘটেছে, তার চেয়ে লেবুর পিঠার কথা শুনতে বরং বেশি ভালো লাগছে এখন। 'দেখি পাই কি না,' ও বললো।

রান্নাঘরে কোনো লেবুর পিঠার দেখা মিললো না, তবে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া একটা স্ট্রবেরির তৈরি পিঠার অর্ধেকাংশ খুঁজে পেল। টাওয়ারের সিঁড়ির ধাপে বসে হাসি-তামাশা আর মেয়েলি গোপন গল্প করতে করতে পিঠা সাবাড় করলো দুইজনে। অবশেষে যখন সানসা ঘুমোতে গেল, তখন নিজেকে আরিয়ার মতোই নচ্ছার বলে মনে হচ্ছিলো।

পরের দিন সকালে সূর্য ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়লো সে। তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে জানালার কাছে গিয়ে দেখলো, লর্ড বেরিক তার অধীন সৈন্যদের এক জায়গায় জড়ো করছে। শহরের উপর যখন সূর্যের আলোর প্রথম স্পর্শ লাগতে শুরু করেছে, তখন যাত্রা আরম্ভ করলো দলটা। তিনটা নিশান রয়েছে দলের সাথে। সবচেয়ে বড় নিশানদণ্ডের মাথায় গর্বভরে উড়ছে রাজার হাউজের প্রতীক মুকুটপরা বলগা হরিণ খচিত নিশান। তার চেয়ে ছোট দণ্ডটার মাথায় হাউজ স্টার্ক-এর ডায়ারউলফের প্রতীকের নিশান আর সবচেয়ে ছোট দণ্ডে স্যার বেরিকের নিজস্ব প্রতীক দ্বিখণ্ডিত বজ্রের নিশান উড়ছে। সানসার কাছে পুরো ব্যাপারটাই বেশ রোমাঞ্চকর লাগছে, যেন কোনো গানের কথা সত্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ওর চোখের সামনে। তলোয়ারের ঝনঝনানি, বর্মের ওপর

BanglaBook.org

আলোর প্রতিফলন, বাতাসে দোদুল্যমান নিশান, ঘোড়াদের নাকের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ আর হ্রেষাধ্বনি, সূর্যের সোনালি আলোর ঝলকানি, সবকিছু মিলে এক স্বপ্নময় আবেশ তৈরি হয়েছে ওর মনে। রূপালি বর্ম আর লম্বা ধূসর রঙের আলখাল্লা পরিহিত উইন্টারফেলের সৈন্যদের দেখতে বেশিই ভালো লাগছে।

অ্যালিনের হাতে শোভা পাচ্ছে হাউজ স্টার্কের নিশান। ও যখন স্যার বেরিকের সাথে কথা বলার জন্য ঘোড়ার লাগাম টেনে তার পাশে গেল তখন সানসা খুব গর্ব অনুভব করতে লাগলো। জোরির চেয়ে অ্যালিন বেশি সুদর্শন। একদিন না একদিন ও নির্ঘাত নাইট হয়ে যাবে।

লোকগুলো চলে যাবার পর মুখ্য উপদেষ্টার টাওয়ার এতই ফাঁকা হয়ে পড়লো যে সকালের নাস্তার টেবিলে আরিয়াকে দেখতে পেয়ে খুশিই হলো সানসা।

'কই গেল সবাই?' কমলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে তার বোন জিজ্ঞেস করলো। 'বাবা কি জেইমি ল্যানিস্টারকে হত্যা করার জন্য ওদের পাঠিয়েছে?'

সানসা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো একটা। 'লর্ড বেরিকের সাথে গিয়েছে উইন্টারফেলের সৈন্যরা। গ্রেগর ক্লিগেনের শিরশ্ছেদ করার জন্য।' কাঠের চামচ দিয়ে পরিজ খেতে থাকা সেপ্টা মরডেইনের দিকে তাকালো সে। 'সেপ্টা, লর্ড বেরিক কি নিজের দুর্গের দরজায় গ্রেগরের কাটা মুণ্ডু বর্শার মাথায় গেঁথে রাখবে, নাকি রাজার কাছে নিয়ে আসবে?' জেইন পুলের সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে গত রাতে তর্ক করেছে সে।

কথাটা শুনে আঁতকে উঠলেন সেপ্টা। 'একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের খাবার খাওয়ার সময় এমন চিন্তা করা সাজে না। তোমার ভদ্রতাবোধ কোথায় উধাও হয়ে গেল, সানসা? তুমি দেখছি তোমার বোনের মতোই দুষ্টু হয়ে যাচ্ছো দিন দিন।'

'গ্রেগর কী করেছে?' জিজ্ঞেস করলো আরিয়া।

'মহিলা আর বাচ্চাকাচ্চা সহ অনেক লোক মেরে ফেলেছে। সেই সাথে আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে একটা দুর্গ।'

'জেইমি ল্যানিস্টার জোরি, হাওয়ার্ড আর উইলকে মেরে ফেলেছে। হাউন্ড মেরেছে মাইকাকে। ওদের মাথা কেটে নেয়া উচিত।'

'ওগুলো সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনা,' সানসা বললো। 'হাউন্ড জফরির নিরাপত্তারক্ষী। তোমার ঐ কসাইয়ের ছেলে জফরিকে আক্রমণ করেছিলো।'

'মিথ্যুক,' আরিয়া বললো। এত জোরে হাতের লাল কমলাটাকে চেপে ধরেছে যে ওর হাতের আঙুল গলে লাল রঙের রস গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

'তোমার যা ইচ্ছা তা বলতে পারো আমাকে,' বেশ নিরুত্তাপভাবেই কথাটা বললো সানসা। 'যখন আমি জফরিকে বিয়ে করবো তখন আর এ সাহস হবে না তোমার। তখন

BanglaBook.org

আমার সামনে এলেই মাথা নত করতে হবে আর মহামান্য বলে সম্মানের সাথে সম্বোধন করতে হবে।' আরিয়া যখন হাতের কমলাটা ওর দিকে ছুঁড়ে মারলো তখন চিৎকার করে উঠলো সে। সানসার কপালের ঠিক মাঝখানে এসে লাগলো কমলাটা, এরপর তার কোলে গিয়ে পড়লো।

'আপনার কপালে কমলার রস লেগে আছে, মহামান্য,' কপট সম্মানের সাথে বললো আরিয়া।

সানসার নাক বেয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে, আর চোখে ঢুকে জ্বালাও করতে শুরু করে দিয়েছে। একটা কাপড় দিয়ে রস মুছে ফেললো সে। এরপর যখন কোলের দিকে তাকিয়ে দেখলো তার সুন্দর রেশমি জামাটায় রসের দাগ লেগে গেছে, তখন আবার চিৎকার দিলো সে। 'তুমি খুবই খারাপ! লেডির পরিবর্তে তোমাকেই মেরে ফেলা উচিত ছিলো ওদের।'

সেপ্টা মরডেইন দ্রুত পায়ে ওদের কাছে চলে এলেন। 'তোমাদের বাবা শুনে ফেলবে এসব। যে যার কক্ষে ফিরে যাও। এখুনি!'

'আমারও যেতে হবে?' সানসার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। 'এটা ঠিক না।'

'অত কিছু শুনতে চাই না আমি। যাও।'

সানসা আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ফিরে চললো তার কক্ষে। ও রাণী হতে চলেছে, আর একজন রাণীর এভাবে কাঁদতে নেই। অন্তত এমন কোথাও নয় যেখানে অন্যরা দেখে ফেলতে পারে। শয়নকক্ষে পৌঁছানোর পর দরজা বন্ধ করে গা থেকে পোশাক খুলে ফেললো সে। রেশমি কাপড়ের ওপর লাল রঙের দাগ লেগে আছে। 'আমি ওকে ঘৃণা করি,' চিৎকার করলো সানসা। পোশাকটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেললো গত রাতের আগুনে পোড়া কাঠের ছাইয়ের ওপর। এরপর যখন দেখলো তার অন্তর্বাসেও লাল দাগ লেগে আছে তখন একা একা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। শরীরের বাকি পোশাকও বুনো রাগের মাথায় টেনে ছিঁড়ে ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লো সে, এরপর কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেল।

দুপুরের সময় সেপ্টা মরডেইন তার দরজায় ধাক্কা দিলেন। 'সানসা। তোমার বাবা তোমাকে দেখতে চাইছেন।'

সানসা উঠে বসলো। 'লেডি,' ফিসফিসিয়ে বললো সে। ক্ষণিক সময়ের জন্য মনে হচ্ছিলো ডায়ারউলফটা কক্ষের ভেতরে বসে ওর অবস্থা বুঝতে পেরে দুঃখী মনে তাকিয়ে আছে সোনালি চোখজোড়া দিয়ে। ও বুঝতে পারলো, স্বপ্ন দেখছিলো এতক্ষণ। মনে হচ্ছিলো লেডি যেন তার সাথেই আছে। ওরা দুইজন একসাথে দৌড়াচ্ছিলো, আর...আর...মনে করার চেষ্টা করাকেই মনে হচ্ছে আঙুল দিয়ে বৃষ্টি ধরার মতো এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। স্বপ্ন ম্লান হয়ে এলো, আর সানসা বুঝতে পারলো লেডি আসলে আর বেঁচে নেই।

BanglaBook.org

'সানসা,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাকটা ভেসে এলো আবারো। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

'শুনতে পাচ্ছি, সেপ্টা,' গলা চড়ালো সে। 'পোশাক পরার জন্য আমার একটু সময়ের প্রয়োজন।' অতিরিক্ত কান্নার জন্য চোখ লাল হয়ে রয়েছে এখনো। নিজেকে স্বাভাবিক সুন্দর দেখানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করলো সে।

সেপ্টা মরডেইনের সাথে ও যখন টাওয়ারের সবচেয়ে উঁচু কক্ষে–সূর্যঘরে–পৌঁছালো তখন পুরু চামড়ায় বাঁধানো বিশাল একটা বইয়ের দিকে ঝুঁকে ছিলেন লর্ড এডার্ড। টেবিলের নিচে স্থির হয়ে আছে তার পটিতে মোড়ানো পা। 'সানসা, এদিকে এসো,' বাবা বেশ আন্তরিকভাবে বললেন। সেপ্টা মরডেইন আরিয়াকে ডেকে আনার জন্য বেরিয়ে গেলেন। 'আমার পাশে বসো।' বই বন্ধ করলেন তিনি।

ভয়ার্ত আরিয়াকে নিয়ে সেপ্টা মরডেইন ফিরে এলো একটু পরেই। হালকা সবুজ রঙের মনোরম পোশাক পরা সানসা বেশ অনুশোচনাবোধ নিয়ে বসে আছে এখন। কিন্তু আরিয়া এখনো সকালে নাস্তার সময় পরে থাকা খসখসে চামড়ার তৈরি বাজেভাবে কাটা পোশাকটাই পরে আছে। 'এই যে আরেকজন,' সেপ্টা বললেন।

'ধন্যবাদ, সেপ্টা মরডেইন। মেয়েদের সাথে আমি একটু একাকী কথা বলতে চাচ্ছি, যদি কিছু মনে না করেন।' সম্মানের সাথে মাথা নত করলেন সেপ্টা, এরপর বেরিয়ে গেলেন সূর্যঘর থেকে।

'আরিয়াই প্রথমে শুরু করেছিলো,' সানসা দ্রুত কথাটা বললো। ওর কণ্ঠস্বর বেশ বিচলিত শোনাচ্ছে। 'আমাকে মিথ্যুক বলেছে, আমার দিকে কমলা ছুঁড়ে মেরে পোশাক নষ্ট করে দিয়েছে। জফরির সাথে বাগদানের সময় রাণী সার্সি যে রেশমি পোশাকটা দিয়েছিলেন, সেটা। জফরিকে আমি বিয়ে করবো এটা ও মেনে নিতে পারছে না। ও সবকিছু বানচাল করে দিতে চায়, বাবা। ভালো, সুন্দর, জমকালো–কোনো কিছুই ও সহ্য করতে পারে না।'

'যথেষ্ট হয়েছে, সানসা,' লর্ড এডার্ডের কণ্ঠ বেশ তীক্ষ্ণ শোনালো।

'আমি দুঃখিত, বাবা।' আরিয়া চোখ তুলে বললো। 'আমার ভুল হয়ে গেছে। সানসার কাছে ক্ষমা চাইছি আমি।'

সানসা এতই অবাক হলো যে কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো। অবশেষে ভাষা খুঁজে পেল সে। 'আমার পোশাকের কী হবে?'

'আমি হয়তো ধুয়ে দিতে পারবো,' অনিশ্চিতভাবে বললো আরিয়া।

'ধুয়ে কোনো লাভ নেই,' সানসা বললো। 'সারা দিন সারা রাত ঘষলেও আর কিছু হবে না। রেশম নষ্ট হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।'

'তাহলে তোমাকে নতুন একটা বানিয়ে দেবো,' আরিয়া আবারো বললো।

BanglaBook.org

ওর দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো সানসা। 'তুমি? ময়লা পরিষ্কার করার কাপড়ও তো সেলাই করতে পারো না তুমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বাবা। 'পোশাকের বিষয়ে কথা বলার জন্য তোমাদের ডেকে আনিনি এখানে। আমি তোমাদের দুইজনকেই উইন্টারফেলে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

দ্বিতীয়বারের জন্য বলার মতো কোনো শব্দ খুঁজে না পেয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল সানসা। বুঝলো, কথাটা শোনার সাথে সাথে চোখ ভিজে গেছে তার।

'এটা তুমি করতে পারো না,' আরিয়া বললো।

'বাবা, দয়া করে এই কাজ কোরো না,' শেষ পর্যন্ত কথা বলতে পারলো সানসা।

এডার্ড স্টার্ক তার দুই মেয়ের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলেন। 'যাক, অন্তত একটা ব্যাপারে তো তোমাদের মতের মিল হলো।'

'আমি তো কোনো ভুল করিনি,' সানসার কণ্ঠস্বরে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা। 'আমি ফিরে যেতে চাই না।' ও কিংস ল্যান্ডিংকে ভালবেসে ফেলেছে। বিশাল শহর, মখমল ও রেশমি কাপড় আর দামি রত্ন পরিহিত সম্ভ্রান্ত পুরুষ-মহিলাদের দল, রাজসভার কার্যক্রম, সবকিছুই অসম্ভব ভালো লাগে ওর। দ্বন্দ্বযুদ্ধ সামনাসামনি দেখাটা ওর জীবনের সবচেয়ে জাদুময় একটা সময় ছিলো। এখনো অনেক কিছু দেখা বাকি রয়ে গেছে। এসব কিছু হারাতে হবে, এমন একটা চিন্তা ওকে প্রায় অবশ করে দিলো। 'আরিয়াকে পাঠিয়ে দাও, বাবা। আমি কথা দিচ্ছি, একদম ভালো হয়ে থাকবো। দেখে নিও। শুধু আমাকে থাকতে দাও। আমি শপথ করে বলছি, একজন রাণীর যেমন ভদ্র, শান্ত আর সম্ভ্রান্তভাবে থাকা উচিত তেমনই থাকবো।'

বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। 'সানসা, তোমাদের ঝগড়া-মারামারির জন্য ফেরত পাঠাতে চাচ্ছি না আমি, যদিও তোমাদের এমন আচরণে আমি খুব অসন্তুষ্ট। আমি তোমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই কাজটা করতে চাচ্ছি। আমার তিনজন লোককে রাস্তার কুকুরের মতো মেরে ফেলেছে ওরা। আমরা যেখানে এখন বসে আছি সেখান থেকে এক লীগ দূরেও না। অথচ রবার্ট কী করলো? ও শিকার করে বেড়াচ্ছে এখন!'

বিরক্তিকর ভঙ্গিতে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছে আরিয়া। 'সিরিওকে আমাদের সাথে নিতে পারি?'

'তোমার ঐ হতভাগা প্রশিক্ষকের কথা কেউ চিন্তা করছে না এখন,' সানসা রাগত কণ্ঠে বললো। 'বাবা, আমার এইমাত্র মনে পড়লো। আমি ফিরে যেতে পারবো না। রাজকুমার জফরিকে আমি বিয়ে করতে চলেছি।' বেশ সাহস নিয়ে হাসার চেষ্টা করলো সানসা। 'আমি ওকে ভালোবাসি, বাবা। সত্যি সত্যিই বাসি, যেভাবে রাণী ন্যারিস ড্রাগননাইট রাজকুমার এইমনকে ভালোবাসত, ঠিক যেভাবে জনকুইল স্যার ফ্লোরিয়ানকে

BanglaBook.org

ভালোবাসত। আমি জফরির রাণী হতে চাই। চাই তার বাচ্চাদের আমার পেটে ধরতে।'

'দেখো সোনা,' খুব শান্ত স্বরে বললেন বাবা, 'আমার কথা শোনো। যখন তুমি যথেষ্ট বড় হবে, তখন তোমার উপযুক্ত সাহসী, ভদ্র এবং শক্তিশালী উচ্চবংশীয় কোনো লর্ডের সাথে তোমাকে বিয়ে দেবো। কিন্তু জফরির সাথে বিয়ে হলে সেটা একটা মারাত্মক ভুল কাজ হবে। আমার কথা বিশ্বাস করো, এই ছেলেটা মোটেও রাজকুমার এইমনের মতো না।'

'ও তার মতোই,' সানসা তার বাবার কথার বিপরীতে বললো। 'আমি কোনো সাহসী আর ভদ্র কারো স্ত্রী হতে চাই না। আমি জফরিকে চাই। আমরা খুবই সুখী হবো। গানে গানে যাদের কথা বলা হয় তাদের মতোই সুখী, দেখে নিও। আমি ওকে এমন ছেলে উপহার দেবো যার চুল হবে উজ্জ্বল সোনালি, আর একদিন সেই ছেলে পুরো সাম্রাজ্যের রাজা হবে, সবচেয়ে ভালো রাজা। হবে নেকড়ের মতো সাহসী আর সিংহের মতো উদ্ধত।'

'মোটেও অমন হবে না, যদি জফরি তার বাবা হয়,' মুখ বাঁকালো আরিয়া। 'সে একটা মিথ্যুক আর কাপুরুষ। আর ভালো কথা, ও তো সিংহও না, বলগা হরিণ।'

চোখে পানির অস্তিত্ব টের পেল সানসা। 'না, ও বলগা হরিণ না! জফরি মোটেও ঐ বুড়ো মাতাল রাজার মতো না!' বোনের দিকে ফিরে চিৎকার করে উঠলো সে।

বাবা ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। 'গডস!' নিচু স্বরে বললেন তিনি। 'বাচ্চাদের মুখ দিয়ে এসব কী কথা বেরোচ্ছে...' সেপ্টা মরডেইনকে জোর গলায় ডাকলেন তিনি। মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি একটা দ্রুতগামী বাণিজ্য জাহাজ খুঁজছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিংসরোডের চেয়ে সমুদ্রই বরং বেশি নিরাপদ। ভালো একটা জাহাজ খুঁজে পেলেই তোমাদের যাত্রা শুরু হবে—সেপ্টা মরডেইন আর কিছু নিরাপত্তারক্ষী...এবং হ্যাঁ, তোমার ঐ সিরিও ফোরেল, ও যদি আমার হয়ে কাজ করতে রাজি থাকে, তবে সে সহ। কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। অন্য কেউ যেন আমাদের এই পরিকল্পনার কথা জানতে না পারে। কাল আবার কথা বলবো আমরা।'

সেপ্টা মরডেইন যখন ওদের নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন তখনো কাঁদছিলো সানসা। ওরা তার কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ, রাজসভা আর তার রাজকুমার, সবকিছু। ওরা আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উইন্টারফেলের ঐ বিবর্ণ, ধূসর দেয়ালের ভেতর। সারা জীবন আটকে রাখার জন্য হয়তো। মনে হচ্ছে যেন জীবন শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে গেছে ওর।

'নাকি কান্না থামাও, মেয়ে,' সেপ্টা মরডেইন দৃঢ়ভাবে নিষেধ করলেন তাকে। 'তোমাদের বাবা ভালো করেই জানেন কোন জিনিসটা তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে।'

BanglaBook.org

'যাত্রাটা খুব একটা খারাপ হবে না, সানসা,' আরিয়া বললো। 'আমরা জাহাজে চড়ে বাড়িতে ফিরবো। বেশ রোমাঞ্চকর একটা যাত্রা হবে কিন্তু। আমরা ব্র্যান আর রব, বুড়ি ন্যান, হোডোর আর বাকিদের সাথে আবার একত্র হতে পারবো।'

'হোডোর!' সানসা চিৎকার করে উঠলো। 'তোমার ওকেই বিয়ে করা উচিত, শয়তান মেয়ে! তুমি হোডোরের মতোই মূর্খ আর কুৎসিত।' ও তার বোনের হাত মুচড়ে দিয়ে দ্রুত বেগে শয়নকক্ষে ঢুকে পড়ে খিল এঁটে দিলো দরজায়।

এডার্ড

'ব্যথা হলো দেবতাদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য উপহারস্বরূপ, লর্ড এডার্ড,' গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল তাকে বললো। 'এর মানে হলো হাড় আবার জোড়া লাগা শুরু হয়েছে, মাংস নিজেকে আবার আগের মতো ঠিক করে নিচ্ছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।'

'কৃতজ্ঞতা তখনই প্রকাশ করবো যখন আমার পা আর ব্যথায় টনটন করবে না।'

নেডের বিছানার পাশে রাখা টেবিলের ওপর ছিপি আঁটা একটা বোতল রাখলো পাইসেল। 'পপির নির্যাস। যখন ব্যথা প্রচণ্ড বেড়ে যাবে তখন খাবেন।'

'আমি ইতোমধ্যেই অনেক বেশি ঘুমিয়ে ফেলেছি।'

'ঘুম সবচেয়ে ভালো উপশমকারী।'

'আমি তো আশা করেছিলাম আপনিই বোধহয় উপশমকারী।'

ম্লান হাসলো পাইসেল। 'আবার আপনার বুদ্ধিদীপ্ত কথা শুনতে পেয়ে বেশ ভালো লাগছে, মাই লর্ড।' ও নেডের দিকে ঝুঁকে গলা নামিয়ে বললো, 'সকালে এক চিঠিবাহী দাঁড়কাক এসেছিলো রাণীর কাছে, তার বাবার চিঠি নিয়ে। আমার মনে হলো ব্যাপারটা আপনার জানা থাকা উচিত।'

'*কালো ডানায় ভর করে আসে অশুভ বার্তা*,' রাগত স্বরে বললো নেড। 'কী খবর?'

'আপনি যে স্যার গ্রেগর ক্লিগেনকে মারার জন্য লোক পাঠিয়েছেন সেটা নিয়ে খুব রেগে আছেন লর্ড টাইউইন,' মেইস্টার বললো। 'আপনার মনে থাকার কথা, আমি কাউন্সিলের বৈঠকে সতর্ক করেছিলাম।'

BanglaBook.org

'ওকে রাগতে দিন,' নেড বললো। যতবারই ওর পা ব্যথায় টনটন করে ওঠে, ততবারই তার চোখে ভেসে ওঠে জেইমি ল্যানিস্টারের ক্রুর হাসি, আর তার নিজের হাতের ওপর জোরির মৃত শরীরের দৃশ্য। 'তার যত ইচ্ছা চিঠি লিখুক রাণীকে। লর্ড বেরিক রাজার নিশান উড়িয়েই সেখানে যাচ্ছে। যদি লর্ড টাইউইন রাজার ন্যায়বিচারের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে রবার্টের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। যেসব লর্ডরা বিরুদ্ধাচরণ করে, রবার্ট ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাকে শিকার করার থেকেও বেশি ভালোবাসে।'

পাইসেল সোজা হয়ে দাঁড়ালে তার গলার মেইস্টার শেকল ঝনঝন করে উঠলো। 'আপনার যা ইচ্ছা। আমি আগামীকাল আবার দেখতে আসবো আপনাকে।' বৃদ্ধ লোকটা তার জিনিসপত্র দ্রুত গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। নেডের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে লোকটা এখান থেকে সোজা রাজকীয় কামরায় গিয়ে রাণীকে সব খুলে বলবে। ও আশা করলো তার উত্তর শুনে সার্সি নিজের সুন্দর দাঁতগুলো প্রচণ্ড রাগে কিড়মিড় করবে। ও যেমনভাবে রবার্টের ব্যাপারে পাইসেলকে কথাগুলো বললো, সেটা নিয়ে নিজেও অতটা নিশ্চিত না। কিন্তু সার্সির তা জানার দরকার নেই।

পাইসেল চলে যাবার পর নেড এক পেয়ালা মধুমিশ্রিত ওয়াইন চাইলো। এই তরলটাও মনকে বেশ মোহাচ্ছন্ন করে দেয়, তবে অত বেশি না। এখন তার চিন্তা করার মতো সামর্থ্য দরকার। হাজারবার নেডের নিজেকে প্রশ্ন করা হয়ে গেছে যে জন অ্যারিন আসলে কী করেছিলেন। যা জানতে পেরেছিলেন তা নিয়ে বেশিদূর কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন কি না। নাকি সেটা নিয়ে কাজ করার কারণেই তাকে মরতে হয়েছে।

বেশ অবাক করা একটা বিষয় হলো, মাঝে মাঝে একটা ছোট বাচ্চার নিষ্পাপ মন এমন কিছু ব্যাপার বুঝতে পারে যা বয়স্ক আর জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ধরতে পারে না। সানসা যখন বড় হবে তখন ওকে নেড খুলে বলবে যে সে কীভাবে তার চোখ খুলে দিয়েছিলো। *জফরি মোটেও ঐ বুড়ো মাতাল রাজার মতো না*, রেগে গিয়ে কিছু না বুঝেই কথাটা বলেছিলো সে। কিন্তু এটা এমনই এক সত্য যা তাকে বেশ জোরেশোরেই আঘাত করেছিলো তখন। *এই তলোয়ারই জন অ্যারিনের জীবন নিয়েছে*, ভাবলো নেড। *আর এটাই রবার্টকে খুন করবে। হয়তো ধীরগতির মৃত্যু, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই হবে।*

গ্র্যান্ড মেইস্টার চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পর লিটলফিঙ্গার এসে ঢুকলো কক্ষে। ওর কাঁধ থেকে ঝুলছে সাদাকালো রঙের ডোরাকাটা আলখাল্লা, পরনে আছে বুকের ওপর কালো সুতো দিয়ে কারুকাজ করা মকিংবার্ডের প্রতীকওয়ালা একটা আঁটোসাঁটো জামা। 'আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না, মাই লর্ড,' বললো সে। 'লেডি টান্ডা দুপুরের খাবার টেবিলে আমাকে আশা করছেন, একসাথে খাবার খাওয়ার জন্য। কোনো সন্দেহ নেই যে

BanglaBook.org

আমার জন্য একটা মোটাতাজা বাছুর রান্না করা হয়েছে। তার মেয়ের মতোই মোটা হবে হয়তো সেটা! আপনার পায়ের অবস্থা এখন কেমন?'

'ব্যথায় টনটন করছে। পুরো পাগল হয়ে যাবার মতো ব্যথা!'

লিটলফিঙ্গার তার একটা ভ্রু উঁচু করলো। 'ভবিষ্যতে কোনো ঘোড়া যেন আবার ঐ জায়গায় আঘাত না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, এই কামনা আমি কিন্তু বেশ জোরেশোরেই করছি। পুরো সাম্রাজ্যই এখন টালমাটাল অবস্থায় রয়েছে। পশ্চিম থেকে বেশ খারাপ খবর ভ্যারিসের কানে এসে পৌছেছে ইতোমধ্যে। মুক্ত-আরোহী আর সেলসোর্ডরা দলে দলে চলছে কাস্টার্লি রকের দিকে। বোঝাই যাচ্ছে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তারা লর্ড টাইউইনের কাছে যাচ্ছে।'

'রাজার কোনো খবর পাওয়া গেল?' জানতে চাইলো নেড। 'আর কত সময় ধরে শিকার করার ইচ্ছা রবার্টের?'

'তিনি যেমন মানুষ, তাতে মনে হচ্ছে আপনি আর রাণী দুইজনেই বুড়ো হয়ে মরে যাওয়া পর্যন্ত উনি বনেই কাটাতে চাইছেন,' হাসিমুখে বললো লর্ড পিটার। 'আমার মনে হয় কিছু একটা হত্যা করতে পারলেই উনি ফিরে আসবেন। ঐ সাদা হরিণ তারা খুঁজে পেয়েছিলেন পরে। মানে হরিণটার যতটুকু অবশিষ্ট ছিলো আরকি! একদল নেকড়ে ওটাকে আগেই বাগে পেয়ে যায়। সেটা সাবাড় করে রাজার জন্য ফেলে রেখে গিয়েছিলো শুধু খুর আর শিং। রবার্ট ক্ষেপে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন তা দেখে। এরপর যখন তার কানে খবর পৌছে যে বনে একটা বিশাল বুনো শূকর দেখা গিয়েছে, তখন শান্ত হন তিনি। কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি শূকরটা শিকার করতে চাইছেন। আজ সকালে রাজকুমার জফরি, রয়েস ভাতৃদ্বয়, স্যার বেইলন সোয়ান সহ আরো বিশজন সৈন্য ফিরে এসেছে শিকার থেকে। বাকিরা রয়ে গেছে রাজার সাথে।'

'হাউন্ডের কী খবর?' ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো নেড। যখন থেকে জেইমি ল্যানিস্টার শহর ছেড়ে পালিয়েছে টাইউইন ল্যানিস্টারের সাথে যোগ দেয়ার জন্য, তখন থেকেই হাউন্ডকে নিয়ে চিন্তা বেড়ে গেছে ওর।

'ওহ, হাউন্ড জফরির সাথে ফিরে এসেছে। এসেই সোজা রাণীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলো।' লিটলফিঙ্গার হাসলো। 'যখন ও শুনবে তার ভাইকে হত্যা করার জন্য লর্ড বেরিককে পাঠানো হয়েছে, তখন তার অবস্থা কেমন হবে আমি তা-ই ভাবছি!'

'একজন বেকুবও বুঝতে পারবে যে হাউন্ড তার ভাইকে কতটা ঘৃণা করে!'

'নিশ্চয়ই, কিন্তু গ্রেগর শুধুমাত্র তার একান্ত ঘৃণার পাত্র, কোনোভাবেই আপনার হত্যা করার জন্য না। এটা ঠিক যে যখন ডনডারিয়নস মাউন্টেইনের শিখরটা ছেঁটে ফেলবে, তখন ক্লিগেনদের জমি আর আয়ের উত্তরাধিকারী স্যান্ডর হয়ে যাবে। তবে

BanglaBook.org

আমার মনে হয় না এতে সে খুব একটা খুশি হবে। এখন আমাকে ক্ষমা করবেন, মাই লর্ড। লেডি টান্ডা তার মোটা তাজা বাছুরগুলো নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন!'

দরজার দিকে যাবার সময় টেবিলের ওপর রাখা গ্র্যান্ড মেইস্টার ম্যালিয়নের লেখা বিশাল বইটা দেখতে পেল লিটলফিঙ্গার। থেমে ধীরে ধীরে খুললো বইটা। '*সপ্তরাজ্যের বিখ্যাত পরিবারগুলোর বংশতালিকা এবং ইতিহাস, অনেক সম্ভ্রান্ত লর্ড, লেডি এবং তাদের ছেলেমেয়েদের বর্ণনা সহ,*' পড়লো সে। 'বিরক্তিকর একটা বই, কোনো সন্দেহ নেই। ঘুমের দাওয়াই, মাই লর্ড?'

ক্ষণিক সময়ের জন্য নেডের মনে হলো ওকে সব খুলে বলবে, কিন্তু লিটলফিঙ্গারের ঠাট্টার মধ্যেই এমন কিছু ছিলো যা ওকে বিরত রাখলো কিছু বলা থেকে। লোকটা খুবই ধুরন্ধর, আর ঠোঁট থেকে ঠাট্টার হাসি কোনো সময় সরে না। 'জন অ্যারিন যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন এই বইটা পড়ছিলেন,' সতর্ক স্বরে কথাটা বললো নেড। দেখতে চাইছে পিটারের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়।

বরাবরের মতোই ঠাট্টামূলক প্রতিক্রিয়া দেখালো সে। 'সেক্ষেত্রে আমি বলবো, মৃত্যু তার জন্য আশির্বাদ হয়েই এসেছিলো।' মাথা নত করে বেরিয়ে গেল লর্ড পিটার বেইলিশ।

এডার্ড নিজেকেই অভিশাপ দিলো এবার। একমাত্র নিজের লোক ছাড়া আর একটা লোকও পুরো কিংস ল্যান্ডিং-এ নেই যাকে সে বিশ্বাস করতে পারে। এটা সত্য যে ক্যাটলিনকে আশ্রয় দিয়েছিলো লিটলফিঙ্গার, সেই সাথে নেডকে তার তদন্তের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলো, কিন্তু জেইমি আর তার সৈন্যরা ওকে যখন আক্রমণ করেছিলো, তখন পিটারের নিজের গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা এখনো নেডকে পীড়া দেয়। ভ্যারিস তো আরো এককাঠি সরেস। শুধু আনুগত্যের দোহাই দেয় ও, জানে অনেক বেশি কিন্তু কাজ করে অনেক কম। অন্যদিকে, যতই দিন যাচ্ছে গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল ততই আরো বেশি করে সার্সির বাধ্যগত দাসে পরিণত হচ্ছে। আর স্যার ব্যারিস্টান বেশ বয়স্ক একজন ব্যক্তি এবং খুব শক্ত মনের। তিনি এ ব্যাপারে কিছু না করে নেডকে তার দায়িত্ব পালন করার তাগাদাই দেবেন।

হাতে সময় খুবই কম। রাজা তার শিকার থেকে শীঘ্রই ফিরে আসবে, নেড তার কর্তব্যপরায়নতার জন্যই যা যা এখন পর্যন্ত জেনেছে সব খুলে বলবে ওর কাছে। ভেয়ন পুল তিন দিন পর সানসা আর আরিয়ার সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। ফসল কাটার আগেই তারা উইন্টারফেল পৌছে যাবে। নেড আর অপেক্ষা করতে পারছে না এভাবে।

রেইগারের বাচ্চাদের গতকাল স্বপ্নে দেখেছে নেড। লর্ড টাইউইন তার হাউজের সৈন্যদের লাল আলখাল্লায় আবৃত করে লৌহ সিংহাসনের নিচে মৃতদেহগুলো সাজিয়ে

BanglaBook.org

রেখেছিলো। খুবই চতুরতার সাথে কাজটা করেছিলো সে। কারণ লাল রঙের কারণে ওদের দেহের রক্ত দেখা যাচ্ছিলো না তেমন। ছোট রাজকুমারীর পা খালি ছিলো, পরনে ছিলো রাতের পোশাক। আর তার ভাই...তার ভাই...

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর হতে দেবে না নেড। এই সাম্রাজ্য আরেকজন ম্যাড কিং-কে আর সহ্য করতে পারবে না। পারবে না আবারো এক রক্তনদী আর প্রতিশোধের আগুন সহ্য করতে। সার্সির বাচ্চাদের বাঁচাতে তাকে অবশ্যই কোনো পথ খুঁজে বের করতে হবে।

রবার্ট বেশ ক্ষমাশীল। স্যার ব্যারিস্টানই একমাত্র লোক নয় যাকে রবার্ট ক্ষমা দেখিয়েছে। গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল, ভ্যারিস, লর্ড বেইলন গ্রেজয়–এরা প্রত্যেকেই একসময় ছিলো তার শত্রু, কিন্তু সে ঠিকই ওদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলো, সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছিলো প্রত্যেককে। বসিয়েছিলো রাজকীয় পদেও। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন লোক সাহসী আর সৎ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত রবার্ট তাকে বেশ সম্মানের চোখেই দেখে, এমনকি শত্রু হলেও।

কিন্তু সমস্যাটা হলো অন্য জায়গায়। কোনো ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা ও সহ্য করতে পারে না। জিনিসটা তার আত্মায় ছোরার আঘাত দেয় যেন। এই ব্যাপারে মোটেও ক্ষমা দেখায় না সে, ঠিক যেভাবে রেইগারকেও কোনোদিন ক্ষমা করেনি রবার্ট। সত্যটা জানতে পারলে ও সবাইকেই মেরে ফেলবে, নেড বুঝতে পারলো।

কিন্তু তারপরেও নেড জানে যে এই ব্যাপারে ও চুপ করে থাকতে পারবে না। রবার্টের প্রতি, সাম্রাজ্যের প্রতি, জন অ্যারিনের প্রতি তার একটা দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব আছে ব্র্যানের প্রতিও। ব্র্যান কোনোভাবে এই সত্যটা জেনে ফেলেছিলো নিশ্চয়ই। নাহলে ওকে হত্যা করতে চাইবে কেন ওরা?

সেদিন বিকালে সে টমার্ডকে ডেকে পাঠালো। আদা রঙের জুলফিবিশিষ্ট স্থূলকায় এক নিরাপত্তারক্ষী, যাকে তার মেয়েরা মোটা টম বলে ডাকে। জোরির মৃত্যু আর অ্যালিনের প্রস্থানের পর মোটা টমই নিরাপত্তারক্ষীদের প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালন করছে। চিন্তাটা তার মনে অনিশ্চিত এক অশান্তির আমদানি করলো। টম খুব নির্ভরযোগ্য একজন লোক; ভদ্র, বিশ্বস্ত, ক্লান্তিহীন, মোটামুটি সামর্থ্যবান। কিন্তু তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, এমনকি তার যৌবনকালেও সে খুব একটা শক্তিশালী ছিলো না। নিজের নিরাপত্তারক্ষীদের হুট করে পাঠিয়ে দেয়া হয়তো ঠিক হয়নি। ওর সেরা যোদ্ধারা ছিলো দলটার ভেতর।

'তোমার সাহায্য প্রয়োজন আমার,' টমার্ড আসলে ওকে বললো নেড, বরাবরের মতোই ওর সামনে উপস্থিত হলে যেমন সন্দিগ্ধ দেখায়, তেমনই দেখাচ্ছে তাকে। 'আমাকে গডসউডে নিয়ে চলো।'

BanglaBook.org

'ব্যাপারটা কি ঠিক হবে, লর্ড এডার্ড? আপনার পা আর শরীরের এমন অবস্থায়?'

'হয়তো না, কিন্তু ব্যাপারটা জরুরী।'

টমার্ড ভার্লিকে ডাকলো। দুইজনের কাঁধে ভর দিয়ে টাওয়ারের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে সক্ষম হলো নেড। দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগলো এরপর। 'পাহারা দ্বিগুণ করে ফেলো,' মোটা টমকে বললো সে। 'আমার অনুমতি ছাড়া কেউ মুখ্য উপদেষ্টার টাওয়ারে ঢুকতেও পারবে না, বেরুতেও পারবে না।'

চোখ পিটপিট করলো টম। 'মি লর্ড, অ্যালিন আর অন্যান্যরা চলে যাবার কারণে ইতোমধ্যেই আমাদের অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে–'

'অল্প সময়ের জন্য এটা করতে চাই। পাহারার সময় বাড়িয়ে দাও।'

'আপনি যা বলবেন, মি লর্ড,' টম উত্তর দিলো। 'কারণটা কি বলা যাবে–'

'না শোনাটাই ভালো,' নেড বললো।

গডসউডে কেউ নেই এখন। একটা হৃদবৃক্ষের পাশে ঘাসের ওপর নেডকে যখন দুইজনে বসিয়ে দিচ্ছিলো, তখন নেডের মনে হচ্ছিলো ব্যথায় সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। 'ধন্যবাদ,' বললো সে। এরপর তার জামার হাতার ভেতর থেকে স্টার্ক প্রতীকওয়ালা সিলগালা করা একটা কাগজ বের করে টমার্ডের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। 'এটা জায়গামত পৌছে দিয়ে এসো।'

কাগজের ওপর নেডের লেখা নামটা দেখলো টমার্ড। চিন্তিতভাবে ঠোঁটদুটো চাটলো সে।

'মি লর্ড...'

'যা বলেছি সেটা করো, টম,' নেড বললো।

কতক্ষণ ধরে গডসউডে অপেক্ষা করছিলো নেড তা বলতে পারবে না। জায়গাটা খুবই শান্তিপূর্ণ। পুরু দেয়াল দুর্গের যাবতীয় কোলাহল থেকে জায়গাটাকে আলাদা করে রেখেছে। পাখিদের কলতান, ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ, মৃদুমন্দ বাতাসে দুলতে থাকা পাতার মরমর ধ্বনি কানে ভেসে আসছে ওর। হৃদবৃক্ষটা একটা ওক গাছ; বাদামি রঙয়ের উদ্ভিদে মুখের আকৃতি খোদাই করা নেই। কিন্তু তারপরেও নেড ওর দেবতাদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে। ওর পাও যেন আর তেমন একটা ব্যথা দিচ্ছে না ওকে।

ও যখন এসে পৌছালো তখন সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে, দেয়াল আর দুর্গের উপরে ভেসে বেড়ানো মেঘের গায়ে লেগেছে লালের ছোঁয়া। ঠিক যেমন অনুরোধ করেছিলো, তা মেনেই সে একলা এসেছে। এই প্রথম বেশ সাধারণ পোশাক পরতে দেখা গেল তাকে–চামড়ার জুতো আর সবুজ রঙের পোশাক। যখন সে বাদামি

BanglaBook.org

আলখাল্লার মস্তকাবরণ নামিয়ে ফেললো, তখন নেড তার মুখের যেখানে রাজা আঘাত করেছিলো সেখানকার কালচে দাগটা দেখতে পেল। হাতের আঙুলের ছাপ ম্লান হয়ে হলুদ রঙ ধারণ করেছে, ফোলা ফোলা ভাবটাও আর নেই। কিন্তু দেখলে বুঝতে ভুল হয় না যে দাগ হবার কারণটা আসলে কী।

'ঠিক এখানেই কেন?' সার্সি ল্যানিস্টার তার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো।

'দেবতারা যেন সাক্ষী থাকতে পারেন, তাই।'

নেডের পাশে ঘাসের ওপর বসে পড়লো সার্সি। ওর প্রতিটা নড়াচড়া থেকেই আভিজাত্য ঠিকরে বেরোচ্ছে। ঢেউ খেলানো সোনালি চুলের বহর বাতাসে দোল খাচ্ছে অসাধারণ ভঙ্গিতে, চোখের সবুজ রঙ যেন গ্রীষ্মকালীন সবুজ পাতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সার্সির অসাধারণ রূপের কথা নেড প্রায় ভুলতে বসেছিলো, কিন্তু আজ তা আবার ওর চোখের সামনে ভাস্বর হয়ে উঠেছে আপন মহিমায়। 'যে সত্যটা জানার কারণে জন অ্যারিন মারা গিয়েছিলেন তা আমি জানি এখন,' নেড ওকে বললো।

'সত্যিই জানেন?' বিড়ালের মতো সতর্ক দৃষ্টিতে ওর মুখ পর্যবেক্ষণ করছে রাণী। 'এই কারণেই আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন আপনি, লর্ড স্টার্ক? আমাকে হেঁয়ালিতে ফেলার জন্য? নাকি আমাকে পাকড়াও করার একটা চাল এটা, ঠিক যেভাবে আপনার স্ত্রী আমার ভাইকে পাকড়াও করেছে?'

'আপনি যা বললেন তাই-ই যদি বিশ্বাস করতেন, তাহলে এখানে আসতেন না,' নেড বেশ ভদ্রতার সাথেই ওর গাল স্পর্শ করলো। 'রবার্ট কি আগেও আপনার সাথে এমন করেছে?'

'একবার, কি দুইবার,' নেডের হাত থেকে মুখ সরিয়ে নিলো সার্সি। 'মুখে আগে কোনোসময় মারেনি আমাকে। জেইমি দেখলে ওকে মেরেই ফেলতো, নিজের জীবনের ঝুঁকি থাকলেও।' ক্ষোভের সাথে নেডের দিকে তাকালো সে। 'আপনার বন্ধুর মতো একশজনের চেয়েও আমার ভাই বেশি যোগ্য মানুষ।'

'আপনার ভাই, নাকি আপনার প্রেমিক?' ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো নেড।

'দুটোই,' খুব সহজেই সত্যটা স্বীকার করলো সে। 'যখন আমরা বাচ্চা ছিলাম তখন থেকেই। কেন নয়? শত বছর ধরে টারগেরিয়ানরা নিজেদের রক্তধারা বিশুদ্ধ রাখার জন্য ভাই-বোনের মাঝে বিয়ের রেওয়াজ চালু রেখেছিলো। জেইমি আর আমি ভাই-বোনের চেয়ে বেশি কিছু। দুই শরীরে থাকলেও মানুষ আমরা একই। মায়ের জরায়ুও পরস্পরের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলাম আমরা। আমাদের বৃদ্ধ মেইস্টার বলেছিলেন, ও নাকি আমার পা ধরেই এই পৃথিবীর বুকে এসেছে। ও যখন আমার সাথে

BanglaBook.org

মিলিত হয়, তখন নিজেকে পরিপূর্ণ মনে হয় আমার।' সার্সির ঠোঁটে পরিতৃপ্তির হাসি খেলে গেল চকিতে।

'আমার ছেলে ব্র্যান...'

'ও আমাদের একসাথে দেখে ফেলেছিলো। আপনি তো আপনার বাচ্চাদের অনেক ভালোবাসেন, তাই না?'

রবার্টও তাকে ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছিলো। সার্সিকে একই উত্তর দিলো নেড। 'সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি।'

'আমিও আমার সন্তানদের আপনার থেকে কম ভালোবাসি না।'

যদি কোনো সময় এমন হয়, নেড ভাবতে লাগলো, *যে রব, সানসা, আরিয়া অথবা ব্র্যান কিংবা রিকনের জীবন অন্য কোনো অচেনা বাচ্চার জীবনের ওপর নির্ভর করছে, তখন আমি কী করতাম? এমনকি ক্যাটলিন কী করতো যদি তার নিজের সন্তানের জীবন জনের জীবনের ওপর নির্ভর করতো?* নেড জানে না। প্রার্থনা করলো যেন কোনোদিন জানতেও না হয়।

'তিনজনই তাহলে জেইমির সন্তান,' ও বললো। কোনো প্রশ্ন ছিলো না কথাটা।

'দেবতাদেরকে ধন্যবাদ।'

জন অ্যারিন তার মৃত্যুশয্যায় বলেছিলো, *বীজটা শক্তিশালী হয়েছে*। এর কারণ তাহলে এই? রাতের অন্ধকারের মতো কালো চুলওয়ালা সবকটা জারজ। গ্র্যান্ড মেইস্টার ম্যালিয়ন বলগা হরিণ আর সিংহের শেষ মিলনের কথা নথিভুক্ত করেছিলেন নব্বই বছর আগে, যখন টাইয়া ল্যানিস্টার আর গোয়েন ব্যারাথিয়নের বিয়ে হয়েছিলো। ম্যালিয়নের বইতে তাদের সন্তানের যে বর্ণনা ছিলো তা থেকে জানা যায়, ছেলেটার ছিলো বেশ বড়, বলিষ্ঠ শরীর আর মাথা ভর্তি কালো চুল। শিশু অবস্থাতেই মৃত্যু হয় তার। তারও ত্রিশ বছর আগে এক পুরুষ ল্যানিস্টার নিজের এক ব্যারাথিয়ন দাসীকে বিয়ে করেছিলো। সেই মেয়ের পেটে তার তিনটা মেয়ে আর একটা ছেলে হয়। প্রত্যেকেরই ছিলো মাথাভর্তি কালো চুল। নেড যতবারই ক্ষয়ে যাওয়া হলুদ পৃষ্ঠাগুলো উলটে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে, প্রতিবারই দেখতে পেয়েছে কয়লার রঙয়ের সামনে সর্বদা মাথা নত করেছে সোনার রঙ।

'বারোটা বছর,' নেড বললো। 'এটা কীভাবে সম্ভব যে রাজার কোনো সন্তান আপনি ধারণ করতে পারেননি?'

ক্ষোভের সাথে হাত উঁচু করলো সে। 'আপনার রবার্ট একবার আমাকে গর্ভবতী করে ফেলেছিলো,' সার্সি বললো, কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর। 'আমার ভাই এক মহিলাকে দিয়ে সেটা সরিয়ে ফেলেছিলো আমার ভেতর থেকে। কোনোদিন রবার্ট জানতেও পারেনি।

BanglaBook.org

সত্যি বলতে গেলে, আমি খুব কমই স্পর্শ করতে দেই ওকে। প্রায় বছর খানেক সময় ধরে আমি ওকে মিলিত হতে দিই না আমার সাথে। ওকে সন্তুষ্ট করার অন্য আরো পন্থা আছে। বেশ্যারা আছে। আমরা যা-ই করি না কেন, ও এতটাই মাতাল থাকে যে পরের দিন সকালের ভেতর সবকিছু ভুলে যায় সে।'

সবাই কীভাবে এত অন্ধ হয়ে থাকলো এই ব্যাপারে? সত্যিটা সবসময়ই ওদের চোখের একেবারেই সামনে ছিলো, বাচ্চাদের মুখের ওপরেই লেখা ছিলো বলতে গেলে। অসুস্থ বোধ করতে শুরু করলো নেড। 'রবার্ট যেদিন সিংহাসনে বসে, সেদিনের কথা আমার এখনো মনে আছে। ও তখন শতভাগ রাজা ছিলো,' আস্তে আস্তে কথাটা বললো নেড। 'হাজারখানেক মেয়ে মনে-প্রাণে ওকে পাওয়ার জন্য পাগলপারা ছিলো। ও কী করেছিলো যে তাকে এত ঘৃণা করেন আপনি?'

সার্সির সবুজ চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠলো রাগে, ঠিক যেন একটা সিংহী, যেটা তার পরিবারেরও প্রতীক। 'আমাদের বিয়ের রাতে ভোজসভার পরে যখন আমরা প্রথম বিছানায় যাই, ও আমাকে আপনার বোনের নাম ধরে ডেকেছিলো। আমার উপরে উঠেছিলো তখন, বিচরণ করছিলো আমার শরীরের ভেতর, মুখ থেকে ভেসে আসছিলো মদের গন্ধ। আর ঠিক ঐ সময়ে আমার কানে কানে সে ফিসফিস করে বলেছিলো, *লিয়ানা*।'

ফ্যাকাশে নীল রঙের গোলাপের কথা চিন্তা করতে লাগলো নেড। ক্ষণিক সময়ের জন্য ওর মনে হলো কেঁদে ফেলবে সে। 'আমি বুঝতে পারছি না আপনাদের দুইজনের মধ্যে কার প্রতি বেশি করুণা করবো।'

মনে হলো নেডের কথায় বেশ মজা পেয়েছে রাণী। 'করুণা নিজের জন্য তুলে রাখুন, লর্ড স্টার্ক। আমার কারো করুণার দরকার নেই।'

'আপনি ভালো করেই জানেন আমার এখন কোন কাজটা অবশ্যই করা উচিত।'

'*অবশ্যই?*' ও তার হাতটা দিয়ে নেডের ভালো পায়ের হাঁটুর কেবলই উপরে স্পর্শ করলো। 'একজন সত্যিকারের মানুষ সেটাই করে যা করা যুক্তিযুক্ত, যা অবশ্যই করা উচিত তা নয়।' ওর আঙ্গুলগুলো নেডের উরুর ওপর দিয়ে বোলাচ্ছে সে। 'সাম্রাজ্যের এখন দরকার একজন শক্তিশালী শাসক। জফের বয়স এখনো ক্ষমতা নেওয়ার মতো হয়নি। আরো অনেক সময় লাগবে ওর। এখন যদি কেউ যুদ্ধাবস্থা সবচেয়ে বেশি এড়াতে চায়, সেই মানুষটা হলাম আমি।' ও তার হাত নেডের মুখে আর চুলে বোলাতে লাগলো ধীরে ধীরে। 'বন্ধু যদি শত্রুতে পরিণত হতে পারে, তবে শত্রুও বন্ধু হয়ে যেতে পারে। আপনার স্ত্রী এখন আপনার থেকে হাজার লীগ দূরে, আর আমার ভাইটাও পালিয়ে গেছে। আমার প্রতি সদয় হোন, লর্ড এডার্ড। আমি কথা দিচ্ছি, এ নিয়ে কোনো অনুশোচনা হবে না আপনার।'

BanglaBook.org

'আপনি কি জন অ্যারিনকেও এই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন?'

কথাটা বলার সাথে সাথে নেডকে কষে একটা চড় মারলো সার্সি।

'সম্মানের প্রতীক হিসেবেই চড়টাকে গ্রহণ করলাম আমি,' রসকষহীনভাবে কথাটা বললো নেড।

'সম্মান,' খেঁকিয়ে উঠলো সে। 'আপনার কত বড় সাহস, আমার সামনে সম্ভ্রান্ত লর্ড জাতীয় আচরণ করছেন! ভেবেছেন কী আমাকে? আপনার একটা জারজ সন্তান আছে, আমি দেখেছি। ওর মা কে, আমি তা-ই চিন্তা করি। কোনো ডর্নিশ চাষার বউ, যাদের ঘর আপনারা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন? কোনো বেশ্যা? নাকি দুঃখভারাক্রান্ত এক বোন, লেডি আশারা? শুনেছি, সে নাকি সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো। কেন? আপনি তার ভাইকে হত্যা করেছিলেন এজন্য, নাকি তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সেজন্য? আমাকে বলুন, সম্মানিত লর্ড এডার্ড, রবার্ট আর আপনার ভেতর পার্থক্যটা কোথায়? কিংবা আমার সাথে বা জেইমির সাথেই বা পার্থক্যটা কোথায়?'

'প্রথম পার্থক্য হলো,' নেড বলতে শুরু করলো, 'আমি বাচ্চাদের হত্যা করি না। ভালো করে আমার কথা শুনুন, মাই লেডি। আমি মাত্র একবারই কথাগুলো বলবো আপনাকে। যখন রাজা শিকার থেকে ফিরে আসবে, তখন তাকে কথাগুলো বলবো আমি। ততদিনে আপনি এখান থেকে চলে যাবেন। নিজের তিন বাচ্চাসহ চলে যান আপনি। ভুলেও কাস্টার্লি রকের দিকে যাবেন না। আমি যদি আপনি হতাম, তবে জাহাজে করে মুক্ত-নগরীগুলোতে চলে যেতাম, বা তার থেকেও দূরে সামার আয়েলস বা ইব্বেন বন্দরে। যতদূর সামুদ্রিক বাতাস আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে ততদূরে।'

'নির্বাসন,' সার্সি বললো। 'খুবই তেতো একটা ব্যাপার।'

'আপনার বাবা রেইগারের সন্তানদের সাথে যা করেছিলো তার থেকে তো মিষ্টি আছে,' নেড বললো। 'আর আপনার যা প্রাপ্য সেদিক থেকে চিন্তা করলে এটা যথেষ্ট ভালো একটা সমাধান। আপনার বাবা আর ভাইদেরও উচিত হবে আপনার সাথে চলে যাওয়া। লর্ড টাইউইনের সোনার পাহাড় আপনাদের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করবে, আর নিরাপত্তার জন্য সৈন্যও ভাড়া করতে পারবেন আপনি। ওদের দরকার হবে আপনার। আমি ঠিকই জানি, যেখানেই আপনি যান না কেন, রবার্টের ক্রোধ ঠিকই আপনাদের তাড়া করে বেড়াবে।'

দাঁড়িয়ে পড়লো রাণী। 'আর আমার ক্রোধ? আমার ক্রোধের ব্যাপারে কী বলবেন, লর্ড স্টার্ক?' কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলো সে। ওর চোখ নেডের মুখমণ্ডল খুঁজে ফিরছে। 'আপনার উচিত ছিলো সাম্রাজ্যটা নিজের করে নেয়া। কারো নেবার প্রতীক্ষায় পুরো প্রস্তুত হয়ে বসে ছিলো সেটা। জেইমি আমাকে বলেছে কিংস ল্যান্ডিং দখল করার দিন

BanglaBook.org

ওকে কীভাবে সিংহাসনে বসা অবস্থায় পেয়েছিলেন আপনি, আর কীভাবে তাকে বাধ্য করেছিলেন আসন ছেড়ে দিতে। ওটাই ছিলো আপনার সময়। আপনার উচিত ছিলো সিঁড়ি বেয়ে সিংহাসনে উঠে বসে পড়া। না বসাটা খুবই মর্মান্তিক এক ভুল ছিলো।'

'আমি জীবনে এত ভুল করেছি যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না,' নেড বললো। 'কিন্তু এটা কোনোভাবেই ওগুলোর ভেতর পড়ে না।'

'ওহ, অবশ্যই পড়ে, মাই লর্ড,' দৃঢ়ভাবে বললো সার্সি। 'সিংহাসনের খেলায় যোগ দিলে হয় আপনি জিতবেন নাহয় মরবেন। এর মাঝামাঝি কিছু নেই।'

আলখাল্লার মস্তকাবরণ তুলে মুখের দাগ আড়াল করলো সার্সি, এরপর নেডকে একা রেখে গেল ওক গাছের নিচের অন্ধকারের ভেতর, কিংবা গডসউডের নৈশব্দের মাঝে, অথবা কালচে নীল আকাশের নিচে। আকাশের বুকে তখন একে একে ফুটে উঠতে শুরু করেছে অসংখ্য তারা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ড্যানেরিস

ঠান্ডা সান্ধ্য বাতাসের মধ্যে রক্তমাখা শরীরে খাল ড্রোগো যখন ড্যানির সামনে এসে বসলো, তখন তার হাতের হৃৎপিণ্ড থেকে ধোঁয়া উঠছিলো। কনুই পর্যন্ত লাল হয়ে আছে হাতদুটো। ড্রোগোর পিছে তার শোণিতারোহীরা বিশাল এক বুনো ঘোড়ার মৃতদেহের পাশে বালিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, তাদের হাতে শোভা পাচ্ছে পাথুরে ছোরা। গুহার ভেতর খড়িমাটির উঁচু দেয়ালে গাঁথা মশালের কমলা রঙের আলোয় ঘোড়ার রক্ত দেখতে কালো লাগছে।

ড্যানি নিজের ফোলা নরম পেটে হাত বোলালো। শরীরের চামড়ায় ঘামের বিন্দু জমা হয়েছে তার, ভ্রু থেকে গড়িয়ে পড়ছে নিচে। ও বুঝতে পারলো, কুঁচকানো চামড়ার প্রাচীন ক্রোনরা অগ্নিপাথরের ন্যায় চকমক করতে থাকা চোখ দিয়ে দেখছে ওকে। ওর ব্যর্থ হওয়া বা ভয় পাওয়া চলবে না মোটেও। *আমি ড্রাগন রক্তধারার বাহক*, ঘোড়াটার হৃৎপিণ্ড দুহাতে ধরে মুখের কাছে তুলতে তুলতে নিজেকে বললো সে। এরপর হৃৎপিণ্ডটার শক্ত, আঁশযুক্ত মাংসে দাঁত বসালো ড্যানি।

গরম রক্তে মুখ পরিপূর্ণ হবার পর মুখের দুই দিক থেকে বের হয়ে চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। স্বাদ এত বিচ্ছিরি যে মনে হলো দম বন্ধ হয়ে যাবে তার, কিন্তু সে প্রাণপণে চিবিয়ে গিলে ফেললো। ঘোড়ার হৃৎপিণ্ড তার ছেলেকে শক্তিশালী, দ্রুতগামী আর ভয়হীন করে তুলবে, অন্তত ডথ্রাকিরা তা বিশ্বাস করে; কিন্তু সেটা তখনই হবে যখন মা পুরো হৃৎপিণ্ড খেয়ে শেষ করতে পারবে। তবে রক্তের কারণে যদি তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় বা মাংস বমি করে বের করে দেয় তবে লক্ষণগুলো খুব একটা সন্তোষজনক হবে না; মরা বাচ্চার জন্ম হতে পারে তার ফলে বা বাচ্চাটা দুর্বল, কদাকার অথবা মেয়ে হয়ে জন্মাতে পারে।

BanglaBook.org

ওর দাসীরা এই অনুষ্ঠানটার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে সাহায্য করছিলো আগে থেকেই। গত দুই চন্দ্রমাস ধরে মা হবার সময়ের নরম পেট তাকে পীড়িত করে চললেও ড্যানি বাটির পর বাটি অর্ধজমা রক্ত খেয়েছে স্বাদটার সাথে অভ্যস্ত হবার জন্য। আর ইরি তাকে শুকনো ঘোড়ার মাংসের ফালি চিবুতে বারবার অনুপ্রাণিত করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার চোয়াল ব্যথা হয়ে যেত। অনুষ্ঠানটার একদিন এবং একরাত আগে থেকেই ড্যানি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো যাতে করে অন্তত ক্ষুধাটা যেন তাকে সাহায্য করে কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেতে।

বুনো ঘোড়ার হৃৎপিণ্ড পুরোটাই শক্ত পেশী দিয়ে গঠিত। ড্যানিকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে হচ্ছে, আর প্রতিবারই মুখভর্তি মাংস দীর্ঘসময় ধরে চিবুতে হচ্ছে ওকে। মাদার অব মাউন্টেইনের ছায়ার নিচে ভাঈস ডথ্রাকের পবিত্র সীমানার মধ্যে কোনো ধরনের ইস্পাত নিয়ে আসার অনুমতি নেই; তাই হৃৎপিণ্ডটাকে ড্যানির দাঁত আর আঙ্গুল ব্যবহার করেই ছিঁড়তে হবে। তার পাকস্থলী মোচড়াতে শুরু করলেও সে খাওয়া থামালো না, পুরো মুখ ঘোড়ার হৃৎপিণ্ডের রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে।

সে যখন খাচ্ছিলো তখন খাল ড্রোগো দাঁড়িয়েছিলো তার সামনে, ব্রোঞ্জের ঢালের মতো শক্ত হয়ে আছে ওর মুখ। লম্বা কালো চুলের বেণী তেলে চকচক করছে। দাড়িতে সোনার আঁকড়া পরে সে, চুলের বেণীতে আছে সোনার তৈরি ঘণ্টা আর তার কোমরে বাঁধা আছে খাঁটি সোনার তৈরি গোলাকার পদকের ভারী কোমরবন্ধ, কিন্তু তার গা একদম খালি। ড্যানির যখনই মনে হচ্ছে শক্তি কমে আসছে তখনই ড্রোগোর দিকে তাকাচ্ছে সে; ওর দিকে তাকিয়ে মাংস চিবুচ্ছে, এরপর গিলে ফেলছে, তারপর আবার চিবুচ্ছে আর গিলে ফেলছে, এরপর আবার। শেষদিকে এসে ড্রোগোর কালো, বাদাম আকৃতির চোখজোড়ায় ড্যানি যেন গর্বের একটা ছায়া চকিতের জন্য দেখতে পেল, তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না সে। খালের চেহারা সাধারণত তার ভেতরের চিন্তা বাইরে প্রকাশ করে না।

অবশেষে খাওয়া শেষ হয় তার। শেষ অংশ গিলে ফেলার পর দেখলো তার মুখ আর হাতের আঙ্গুল আঠালো হয়ে গেছে রক্তে। ডোশ খালীনের বৃদ্ধা মহিলাদের দিকে আবারো ফিরে তাকালো সে।

'খালাক্কা ডথ্রায়ে মারআনহা,' ডথ্রাকি ভাষায় নিজের সর্বোচ্চ দক্ষতা দিয়ে উচ্চ স্বরে ঘোষণা করলো সে। *একজন রাজপুত্র সওয়ার করছে আমার ভেতর।* আগেই ও তার দাসী ঝিকুইয়ের সাথে এই কথাটা বলার অনুশীলন করে নিয়েছিলো বহুবার।

বৃদ্ধাদের ভেতর সবচেয়ে বয়স্কা, কুঁজো আর কুঁচকানো চামড়ার একচোখা এক মহিলা হাত উঁচু করলো। 'খালাক্কা ডথ্রায়ে!' চিৎকার করলো সে। *রাজপুত্র সওয়ার করছে।*

BanglaBook.org

'সওয়ার করছে,' অন্যান্য মহিলারা সমস্বরে বলে উঠলো। 'রাখ! রাখ! রাখ হায!' ঘোষণা করলো সবাই। *ছেলে, ছেলে, একজন শক্তিশালী ছেলে।*

একটানা ঝনঝন শব্দে একটা ব্রোঞ্জের ঘণ্টা বেজে উঠলো। গম্ভীর শব্দের এক সমর-শিঙ্গা ধীরে ধীরে বাজতে লাগলো প্রলম্বিত স্বরে। বৃদ্ধা মহিলারা গান গাইতে শুরু করলো এবার। তাদের অলংকৃত চামড়ার পোশাকের নিচে কুঞ্চিত স্তনগুলো সামনে-পেছনে দুলছে, চকচক করছে ঘাম আর তেলে। যে খোজা লোকগুলো ওদের সাহায্য করে সবসময়, তারা ব্রোঞ্জের তৈরি বিশাল এক আগুন জ্বালানোর পাত্রে শুকনো ঘাসের আঁটি ছুঁড়ে দিতে লাগলো। সাথে সাথে চাঁদ আর তারার পানে উঠে যেতে শুরু করলো সুগন্ধি ধোঁয়ার এক মেঘ। ডথ্রাকিরা বিশ্বাস করে তারাগুলো হলো আগুনের তৈরি ঘোড়া, তাদের এক বিশাল পাল রাতের বেলা আকাশের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত দৌড়ে বেড়ায়।

ধোঁয়া উড়ে যাবার পরে গান থেমে গেল। সবচেয়ে প্রাচীন ক্রোন তার একমাত্র চোখটা বন্ধ করে ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। পুরো জায়গায় গেড়ে বসলো পিনপতন নীরবতা। ড্যানির কানে এলো রাতজাগা পাখিদের দূরাগত আওয়াজ, আগুনের হিসহিসানি, আর হ্রদ থেকে আসা পানির ছলাত ছলাত শব্দ। ডথ্রাকিরা ওর দিকে তাদের কালো চোখ মেলে অপেক্ষা করছে।

খাল ড্রোগো ড্যানির বাহুতে তার একটা হাত রাখলো। আঙুলের স্পর্শ থেকেই তার দুশ্চিন্তা অনুভব করতে পারলো সে। যখন ডোশ খালীন ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ধোঁয়ার ভেতরে তাকায়, তখন এমনকি ড্রোগোর মতো শক্তিশালী খালও ভয় পেয়ে যায়। পেছনে ওর দাসীরা নড়াচড়া করছে অস্থিরভাবে।

অবশেষে বৃদ্ধা মহিলা তার চোখ খুলে হাত উঁচু করলো। 'আমি ওর মুখ দেখতে পেয়েছি, শুনতে পেয়েছি তার খুরের উচ্চনাদ।'

'তার খুরের উচ্চনাদ,' অন্যরা সমস্বরে বললো।

'বাতাসের মতো দ্রুত গতিতে সওয়ার করছে সে, পেছনে পুরো পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছে তার খালাসারের অগণিত মানুষ। ঘাসের ফলকের মতো চকচক করছে ওদের হাতের আরাখ। ঝড়ের মতো ভয়ংকর হবে এই রাজপুত্র। শত্রুরা আর সামনে থরথর করে কাঁপবে, আর ওদের স্ত্রীরা রক্তাশ্রু বর্ষণ করবে তার সামনে, শোকে ফালাফালা করে ফেলবে নিজেদের শরীরের মাংস। তার চুলের ঘণ্টার শব্দ আগমনী গান শোনাবে।' প্রাচীন ক্রোন থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এমনভাবে ড্যানির দিকে তাকালো যেন সত্যিই সে ভীত হয়ে আছে। 'রাজকুমার সওয়ার করছে। ও হবে সেই তুরগ যে পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে।'

BanglaBook.org

'সেই তুরগ যে পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে,' সমস্বরে বলতে থাকলো সবাই, ওদের চারপাশের অন্ধকার ভরে উঠলো সেই গর্জনে।

একচোখা বৃদ্ধা ড্যানির দিকে তাকালো এবার। 'পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ানো তুরগকে কী নামে ডাকা হবে?'

উত্তর দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালো ড্যানি। 'ওর নাম হবে রেইগো,' সে বললো। ঝিকুই তাকে এই শব্দটা শিখিয়ে দিয়েছিলো। ডথ্রাকিদের ভেতর সমস্বরে চিৎকার ধ্বনি উঠলে সে তার বুকের নিচের ফুলে ওঠা পেটে প্রতিরক্ষামূলকভাবে দুই হাত রাখলো। 'রেইগো,' চিৎকার করে নামটা উচ্চারণ করলো তারা। 'রেইগো, রেইগো, রেইগো!'

খাল ড্রোগো যখন তাকে গুহাটা থেকে বের করে নিয়ে এলো তখনো ওর কানে বাজছে তার অনাগত বাচ্চার নাম ধরে ওদের তোলা গর্জন। ড্রোগোর শোণিতারোহীরা তাদের পিছে পড়ে গেল। দেবতাদের পথ ধরে ওদের পেছন পেছন একটা মিছিল এগিয়ে চললো রাস্তা ধরে। ভাঈস ডথ্রাকের একদম মাঝ দিয়ে অশ্বদ্বার থেকে মাদার অব মাউন্টেইন পর্যন্ত ঘাসে ছেয়ে থাকা চওড়া এক রাস্তা সেটা। খোজা ও দাসদের সাথে নিয়ে ডোশ খালীনের বৃদ্ধারা এলো প্রথমে। কেউ কেউ লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটছে, বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে তারা, আর অন্যরা যেকোনো হর্সলর্ডের মতোই গর্বিত ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে। প্রত্যেক বৃদ্ধা মহিলাই একসময় খালীসি ছিলো। যখন ওদের স্বামীরা মারা যায় আর নতুন খাল তার পাশে নতুন কোনো খালীসিকে নিয়ে দলের নেতৃত্ব নিয়ে নেয়, তখন ওদেরকে এখানে পাঠানো হয়, বিশাল ডথ্রাকি গোষ্ঠীর ওপর রাজত্ব করতে। এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী খালও ডোশ খালীনের জ্ঞান আর কর্তৃত্বের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য। ড্যানি অবশ্য এই ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছে যে সে চাক বা না চাক, একসময় তাকে এখানে পাঠানো হতে পারে এদের সাথেই যোগ দেয়ার জন্য।

জ্ঞানী বৃদ্ধাদের পেছন পেছন এলো বাকিরা সবাই; খাল ওগো আর তার ছেলেরা, খালাক্কা ফোগো, খাল জোম্মো আর তার স্ত্রীরা, ড্রোগোর খালাসারের প্রধানরা, ড্যানির দাসী, খালের ভৃত্য আর দাস এবং আরো অনেকে। দেবতাদের পথ ধরে যেতে যেতে এক মহিমান্বিত সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে বেজে চললো ঘণ্টা আর ঢাক। মিছিলের পাশাপাশি ঘাসের ওপর দিয়ে হাতে বাতি নিয়ে দাসেরা মৃদু গতিতে দৌড়ে চলেছে, তাদের বাতিগুলোর মিটমিটে আলো পথের পাশের বিশাল স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে যেন প্রায় জীবিত করে তুলেছে।

'রেইগো নামের মানে কী?' হাঁটতে হাঁটতে খাল ড্রোগো সপ্তরাজ্যের সাধারণ ভাষায় জিজ্ঞেস করলো। ড্যানি যখনই সুযোগ পায় তখনই তাকে একটু একটু করে ভাষাটা শেখানোর চেষ্টা করে। ভালো করে মন দিয়ে শুনলে দ্রুতই শিখতে পারে ড্রোগো, কিন্তু

BanglaBook.org

তার উচ্চারণভঙ্গি এতই স্থূল আর কর্কশ যে স্যার জোরাহ কিংবা ভিসেরিস কেউই সাধারণ ভাষায় বলা তার কোনো কথা বুঝতে পারে না।

'আমার ভাই রেইগার খুব শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলো, প্রিয় জ্যোতি ও ভাস্কর,' ড্যানি ওকে বললো। 'আমার জন্মের আগেই মারা যায় সে। স্যার জোরাহ বলেন যে ও-ই ছিলো শেষ ড্রাগন।'

খাল ড্রোগো তার দিকে তাকালো। ওর মুখ যেন তামার তৈরি মুখোশ, এরপরেও সোনার আঁকড়ার ভারে ঝুলে পড়া গোঁফের নিচে তার মুখে যেন হাসির আভাস দেখতে পেল ড্যানি। 'ভালো নাম, আমার চন্দ্র,' ড্রোগো বললো।

নলখাগড়া বেষ্টিত স্থির আর শান্ত পানির একটা হ্রদের তীরে এসে পৌঁছালো ওরা। জায়গাটাকে পৃথিবীর জরায়ু বলে ডাকে ডথ্রাকিরা। ঝিকুই তাকে বলেছিলো যে হাজার হাজার বছর আগে এর ভেতর থেকেই আদি মানবরা উঠে এসে সর্বপ্রথম ঘোড়ার পিঠে চেপে বসেছিলো।

ড্যানি তার ময়লা কাপড় খুলে মাটিতে ফেলতে থাকলে মিছিলটা হ্রদের ঘাসে ঢাকা পাড় ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো। নগ্ন হয়ে অতি সন্তর্পনে সে নেমে পড়লো পানিতে। ইরি বলেছিলো যে হ্রদটার কোনো তলা নেই, কিন্তু লম্বা নলখাগড়া সরিয়ে নামতে থাকলে নরম কাদায় ডেবে গেল ড্যানির পা। কালো পানির পৃষ্ঠে ওর তৈরি করা ঢেউয়ের দোলায় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে চাঁদের প্রতিবিম্ব। ঠান্ডার একটা অনুভূতি তার উরু বেয়ে উঠে এসে নিচের ঠোঁট স্পর্শ করতেই ড্যানির ফ্যাকাশে চামড়ার ওপরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল। ঘোড়াটার রক্ত তার হাত আর মুখে শক্ত হয়ে জমে আছে। দুই হাতের আঙ্গুল জড়ো করে আঁজলা ভরে পবিত্র পানি তুলে নিলো ড্যানি, এরপর মাথার উপর দিয়ে নিজেকে আর তার পেটের বাচ্চাকে পরিষ্কার করতে লাগলো। খাল আর বাকিরা পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ওকে। ডোশ খালীনের বৃদ্ধারা নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করে কী কী যেন বলছে, শুনে ড্যানি ভাবতে লাগলো ঠিক কী বলছে তারা।

ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে হ্রদ থেকে উঠে এলো সে, গা বেয়ে চিকন স্রোতধারায় ঝরে পড়ছে শীতল জল। দাসী ডোরিয়া একটা রেশমি কাপড়ের ঢোলা পোশাক নিয়ে দ্রুত এগুতে গেলে খাল ড্রোগো ইশারায় থামিয়ে দিলো। ড্যানির স্ফীত স্তন আর পেটের বাঁকের দিকে অনুমোদনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। ভারী সোনার পদক দিয়ে তৈরি কোমরবন্ধের নিচে ঘোড়ার চামড়ার তৈরি পাজামার ভেতরে ওর পুরুষাঙ্গের ফুলে ওঠা আকৃতি দেখতে পেল ড্যানি। ওর কাছে গিয়ে পাজামার ফিতে খুলতে সাহায্য করলো সে। খোলা শেষ হতেই বিশালদেহী খাল ওর পশ্চাদ্দেশ ধরে এমনভাবে ওকে উঁচু করে ফেললো যেন একটা বাচ্চাকে ধরেছে সে। খালের চুলের বেণীতে বাঁধা ঘণ্টা থেকে ভেসে আসছে মৃদু টুং টাং ধ্বনি।

BanglaBook.org

দুই হাত দিয়ে খালের কাঁধ জড়িয়ে ধরে ওর গলায় নিজের মুখ চেপে ধরলো ড্যানি। ড্রোগো প্রবেশ করলো তার ভেতরে। তিনটা খুব দ্রুত ধাক্কার সাথেই শেষ হয়ে গেল সঙ্গম। 'সেই তুরগ যে পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে,' কর্কশ স্বরে ফিসফিস করলো ড্রোগো। তার হাতে এখনো লেগে আছে ঘোড়ার রক্তের গন্ধ। যৌনতৃপ্তির সেই সময়টায় ড্যানির গলায় জোরে একটা কামড় বসিয়ে দিলো সে। এরপর যখন সে তাকে আবারো উঁচু করে সরিয়ে নিলো, তখন ড্যানি পরিপূর্ণ হয়ে আছে ওর বীজে; উরুর ভেতরের অংশ দিয়ে এর কিছুটা গড়িয়ে পড়ছে নিচের দিকে। ডোরিয়া তাকে সুগন্ধযুক্ত রেশমি পোশাক পরানোর অনুমতি পেল এবার, আর ইরি তার পায়ে পরিয়ে দিলো নরম জুতো।

খাল ড্রোগো আবার পাজামা পরে নিয়ে একটা আদেশ দিলে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসা হলো হ্রদের তীরে। কহলো খালীসিকে তার ঘোড়ায় তুলতে সাহায্য করার সম্মান পেল। ঘোড়া ছুটিয়ে চাঁদ আর তারার নিচে দেবতাদের পথ ধরে ছুটতে শুরু করলো ড্রোগো। নিজের ঘোড়ায় সওয়ারী হয়ে ড্যানিও সহজেই তার সাথে একই গতি বজায় রেখে ছুটে যাচ্ছে।

খাল ড্রোগোর ভোজনকক্ষের উপরের রেশমি কাপড়ের আবরণ সরিয়ে ফেলা হয়েছে আজ রাতে, চাঁদের আলো তাই ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে। পাথরের বেড় দেয়া তিনটা বিশাল অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুনের শিখা প্রায় দশ ফুট উঁচু হয়ে জ্বলছে। ঝলসানো মাংস আর ঘন ও গাঁজানো মাদি ঘোড়ার দুধের গন্ধে ভরে আছে ভেতরের বাতাস। কোলাহলমুখর, জনাকীর্ণ কক্ষটায় প্রবেশ করলো ওরা। গদিতে বসে আছে লোকগুলো, যাদের নাম ও পদবী গুহার অনুষ্ঠানটায় যোগ দেবার জন্য উপযুক্ত ছিলো না। ড্যানি ঘোড়ায় চড়ে খিলানদ্বার পার হয়ে কক্ষটার কেন্দ্রে পৌঁছুলে কক্ষে উপস্থিত প্রতিটা চোখ ওর দিকে ঘুরে গেল সাথে সাথে। ড্যানির ফোলা পেট আর স্তন নিয়ে চিৎকার করে কথা বলতে লাগলো ডথ্রাকিরা–ওর পেটের সন্তানকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। ওরা কী বলছে তার বেশিরভাগই বুঝতে পারলো না সে, কিন্তু একটা কথা তার পরিচিত। *'সেই তুরগ যে পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে।'* কান পেতে শুনছে সে, বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শত শত কণ্ঠে।

ঢাক আর শিঙ্গার শব্দে মুখরিত হয়ে আছে রাত। অর্ধ-পোশাক পুরিহিত মেয়েরা নিচু টেবিলের ওপর উদ্বাহু নাচ নাচছে। বরই, খেজুর আর ডালিম সহ মাংস এবং অন্যান্য খাবার স্তূপ করে রাখা হয়েছে চতুর্দিকে। ইতোমধ্যেই মাদি ঘোড়ার গাঁজানো দুধ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছে অনেকে, কিন্তু ড্যানি জানে আজ রাতে এখানে আরাখের সাথে আরাখের সংঘর্ষ হবে না। কারণ এই পবিত্র শহরে কোনো ধরনের ইস্পাত বহন আর রক্তপাত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

BanglaBook.org

খাল ড্রোগো ঘোড়া থেকে নেমে তার নিজের উঁচু আসনে গিয়ে বসলো। নিজেদের খালাসার নিয়ে ভাঈস ডথ্রাকে যাওয়া খাল জোম্মো আর খাল ওগো যখন এসে পৌছালো, তখন তাদেরকে দেওয়া হলো ড্রোগোর ডান আর বাম পাশের উচ্চাসনে বসার সম্মান। তিন খালের শোণিতারোহীরা আসন গ্রহণ করলো ওদের সামনের নিচু জায়গায়, আর তাদের আরো নিচে বসলো খাল জোম্মোর চার স্ত্রী।

ড্যানি তার ঘোড়া থেকে নেমে একজন দাসের হাতে লাগামটা তুলে দিলো। ডোরিয়া আর ইরি ওর বসার গদিটা ঠিকঠাক করতে থাকলে সে তার ভাইকে দেখার আশায় চারদিকে তাকালো। এমনকি এই জনাকীর্ণ কক্ষের ভেতর ভিসেরিসকে তার ফ্যাকাশে চামড়া, রূপালি চুল আর পোশাকের কারণে আলাদাভাবে চোখে পড়ার কথা, কিন্তু সে তাকে কোথাও দেখতে পেল না।

ওর চোখের দৃষ্টি দেয়ালের পাশের টেবিলগুলোর উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে নিজেদের পুরুষাঙ্গের চেয়ে ছোট বেণীওয়ালা লোকেরা নিচু টেবিলের চারপাশ জুড়ে বসে আছে চটের পাতলা গদির ওপর। কিন্তু যে মুখগুলো ওখানে দেখতে পেল তাদের সবাই কালো চোখওয়ালা তামাটে রঙের মানুষ। কক্ষের কেন্দ্রের কাছে থাকা অগ্নিকুণ্ডটার পাশে স্যার জোরাহকে দেখতে পেল ড্যানি। জায়গাটা অনেকে উচ্চ সম্মানের না হলেও যথেষ্ট সম্মানের; ডথ্রাকিরা তার বীরত্বকে সম্মান দেখানোর জন্য তলোয়ার উপহার দিয়েছে ওকে। ওকে নিজের টেবিলের কাছে নিয়ে আসার জন্য ঝিকুইকে পাঠালো ড্যানি। মরমন্ট বেশ দ্রুত ওর সামনে এসে এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন মাটিতে। ‘খালীসি,’ বললেন তিনি। ‘আদেশ করুন।’

নিজের পাশে ঘোড়ার চামড়ার তৈরি গদির ওপর মৃদু চাপড় দিলো ড্যানি। ‘এখানে বসে আমার সাথে কথা বলুন।’

‘আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন।’ গদির উপর আসন গেড়ে বসে পড়লেন নাইট। একজন দাস তার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে পাকা ডুমুর ভর্তি একটা থালা বাড়িয়ে ধরলো। স্যার জোরাহ একটা ডুমুর নিয়ে কামড়ে অর্ধেক করে ফেললেন।

‘আমার ভাই কোথায়?’ ড্যানি জিজ্ঞেস করলো। ‘ভোজে যোগ দেবার জন্য তার তো ইতোমধ্যেই এখানে চলে আসার কথা।’

‘আমি মহামান্যকে সকালে দেখেছিলাম,’ উনি তাকে বললেন। ‘আমাকে বললো সে পশ্চিমের বাজারে যাচ্ছে ওয়াইন খোঁজার জন্য।’

‘ওয়াইন?’ ড্যানি সন্দেহের সাথে বললো। ডথ্রাকিরা যে গাঁজানো মাদি ঘোড়ার দুধ খায় তার স্বাদ ভিসেরিসের সহ্য হয় না, কথাটা সে জানে। ভিসেরিস ইদানীং প্রায়ই বাজারে গিয়ে পূর্ব আর পশ্চিম দিক থেকে বিশাল ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে আসা

BanglaBook.org

ব্যবসায়ীদের সাথে বসে মদ্যপান করে। ওর সাথে সময় কাটানোর চেয়ে লোকগুলোর সঙ্গই বেশি উপভোগ করে ওর ভাই।

'ওয়াইন,' স্যার জোরাহ নিশ্চিত করলেন। 'তার মনে অবশ্য আরেকটা চিন্তাও আছে। ঘোড়ার গাড়িগুলোকে যে সেলসোর্ডরা পাহারা দেয়, তাদের ভেতর থেকে লোক বেছে নিয়ে নিজের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় সে।' একজন মেয়ে খাবার পরিবেশক ওদের সামনে পিঠা রেখে গেলে দুহাত দিয়ে ধরে খেতে শুরু করে দিলেন তিনি।

'এটা কি বুদ্ধির কাজ হলো?' ও জিজ্ঞেস করলো। 'সৈন্যদের পারিশ্রমিক দেবার মতো কোনো স্বর্ণ নেই তার কাছে। যদি ওর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়?' ঘোড়ার গাড়ির পাহারাদাররা নিজেদের সম্মান নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না, আর কিংস ল্যান্ডিং-এ বসে থাকা দখলদার তার ভাইয়ের মাথার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ খরচ করতে রাজি আছে। 'ওর সাথে যাওয়া উচিত ছিলো আপনার, নিরাপত্তা দেবার জন্য। আপনি কিন্তু তার একজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রক্ষী।'

'আমরা এখন ভাঈস ডথ্রাকে আছি,' স্যার জোরাহ তাকে মনে করিয়ে দিলেন। 'কেউই এখানে তলোয়ার বহন করতে পারে না, আর রক্তপাতও নিষিদ্ধ এখানে।'

'তারপরেও মানুষ ঠিকই মারা যায়,' ও বললো। 'ঝোগো আমাকে বলেছে। কিছু কিছু ব্যবসায়ীদের সাথে খোজা লোক থাকে, বিশালদেহী লোকগুলো রেশমি কাপড়ের ফালি দিয়ে চোরদের শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে। এজন্য কোনো রক্তপাত হয় না, আর দেবতারাও নাখোশ হন না।'

'তাহলে আমাদের আশা করা উচিত আপনার ভাই যেন কোনো কিছু চুরি না করার মতো জ্ঞানী হয়।' স্যার জোরাহ হাতের উলটো পাশ দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে টেবিলের দিকে ঝুঁকে এলেন। 'ভিসেরিস আপনার ড্রাগনের ডিমগুলো নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। ওগুলো ছুঁলে আমি তার হাত কেটে নেবো, এই ভয় দেখালে তারপর সে নিবৃত হয়।'

ড্যানি এতই অবাক হলো যে কিছুক্ষণের জন্য কথা বলতে পারলো না সে। 'আমার ডিম...কিন্তু ওগুলো তো আমার, ম্যাজিস্টার ইলিরিও আমাকে দিয়েছিলো, আমার বিয়ের উপহার হিসেবে। ভিসেরিস কেন ওগুলো চাইবে...ওগুলো তো শুধুমাত্র পাথর...'

'একই কথা কিন্তু পদ্মরাগমণি, হীরা আর আগুনে উপল সম্পর্কেও বলা হয়, রাজকুমারী...আর ড্রাগনের ডিম ঐ মূল্যবান পাথরগুলোর চেয়েও বিরল। যে ব্যবসায়ীদের সাথে বসে সে মদ্যপান করে, তাদের প্রত্যেকে নিজের পুরুষাঙ্গও দিয়ে দিতে রাজি হবে মাত্র একটা ডিম পাওয়ার জন্য। আর তিনটা ডিম দিয়ে ভিসেরিস তার যত প্রয়োজন তত সেলসোর্ড কিনতে পারবে।'

ড্যানির জানা ছিলো না, এমনকি কল্পনাতেও ছিলো না। 'তাহলে...সে চাইলেই ওগুলো নিতে পারে। তার তো চুরি করার দরকার নেই। আমার কাছে চাইলেই হতো। ভিসেরিস আমার ভাই...আমার সত্যিকারের রাজা।'

'সে আপনার ভাই,' স্যার জোরাহ বললেন।

'আপনি বুঝতে পারছেন না, স্যার,' ও বললো। 'আমার মা আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে, বাবা আর ভাই রেইগার মারা গেছে আরো আগে। আমি তাদের সম্পর্কে এতকিছু জানতে পারতাম না যদি ভিসেরিস আমাকে সবকিছু বলার জন্য না থাকতো। একমাত্র ও-ই বেঁচে আছে। একমাত্র ও-ই। ভিসেরিসই আমার সব।'

'একসময় ছিলো,' স্যার জোরাহ বললেন। 'এখন আর না, খালীসি। আপনি এখন ডথ্রাকিদের একজন। আপনার জরায়ুতে এখন সেই তুরগ বেড়ে উঠছে যা একদিন পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে।' তিনি তার হাতের পেয়ালা তুলে ধরলে একজন দাসী গাঁজানো মাদি ঘোড়ার দুধ দিয়ে সেটা পূর্ণ করে দিলো, টক টক গন্ধওয়ালা ঘন দুধ।

ড্যানি দাসীটাকে সরে যেতে ইশারা করলো। তরলটার গন্ধই ওকে অসুস্থ করে দেয়, আর পেটে চালান করা ঘোড়ার হৃৎপিণ্ড এখন উগরে দেবার কোনো ইচ্ছাই তার নেই। 'এর মানে কী?' ও বললো। 'এই তুরগের ব্যাপারটা আসলে কী? সবাই আমার দিকে চেয়ে এই একই কথা বলছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না।'

'এই তুরগ হবে খালদের খাল, যার কথা প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে। সমস্ত ডথ্রাকিদের মাত্র একটা খালাসারে একত্র করবে সে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যাবে, এমনই বলা আছে। পৃথিবীর সমস্ত লোক তার পদানত হবে।'

'ওহ,' নিচু স্বরে বললো ড্যানি। ফুলে ওঠা পেটে হাত বোলালো সে। 'আমি ওর নাম রেখেছি রেইগো।'

'নামটাই দখলদারের রক্ত ঠান্ডা করে দেবে।'

অকস্মাৎ ডোরিয়া তার কনুই ধরে টান দিলো। 'মাই লেডি,' দাসীটা ফিসফিস করে উঠলো। 'আপনার ভাই...'

দীর্ঘ, ছাদহীন ভোজনকক্ষ বরাবর নিচে তাকাতেই ওকে দেখতে পেলো ড্যানি, ওদের দিকে এগিয়ে আসছে সে। তার এলোমেলো পদক্ষেপ দেখেই ও বুঝে ফেললো ভিসেরিস বাজারে গিয়ে ঠিকই ওয়াইন খুঁজে পেয়েছে...যার কারণে তার সাহস বেড়ে গেছে এখন।

পরনে তার ভ্রমণের কারণে দাগ পড়া, ময়লা, টকটকে লাল রঙের রেশমি পোশাক। আলখাল্লা আর হাতের দস্তানা কালো মখমলের কাপড়ে তৈরি। পায়ের জুতা শুকনো আর ফাটা, রূপালি রঙের চুল জট পাকিয়ে আছে। একটা লম্বা তলোয়ার তার

BanglaBook.org

কোমরবন্ধ থেকে চামড়ার খাপে পোরা অবস্থায় ঝুলছে। ও এগিয়ে আসতে থাকলে ডথ্রাকিরা তাকিয়ে রইলো তলোয়ারের দিকে; ড্যানি তার চারপাশে ঢেউয়ের মতো জেগে ওঠা অভিশাপ, হুমকি আর রাগী বিড়বিড়ানি শুনতে পাচ্ছে। ঢাকের শব্দ কমে গেল নিমিষে, বিচলিত আওয়াজে ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো এরপর।

একটা ভয়ের অনুভূতি সহসা ড্যানির হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরলো। 'ওর কাছে যান,' স্যার জোরাহকে আদেশ করলো সে। 'থামান ওকে। আমার এখানে নিয়ে আসুন। তাকে বলুন সে যদি ড্রাগনের ডিমগুলো চায় তো সে ওগুলো নিয়ে যেতে পারে।' নাইট দ্রুত উঠে পড়লেন সেখান থেকে।

'আমার বোনটা কই?' ভিসেরিস চিৎকার করলো, মদ খাবার কারণে কণ্ঠ মোটা হয়ে আছে। 'আমি তার ভোজসভায় যোগ দিতে এসেছি। তোমাদের কত বড় সাহস আমাকে ছাড়া খেতে বসেছ? রাজার আগে কেউ খাওয়া শুরু করতে পারে না। কই সে? বেশ্যাটা ড্রাগনের কাছ থেকে আজ পালাতে পারবে না।'

তিনটা অগ্নিকুণ্ডের ভেতর সবচেয়ে বড়টার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, ডথ্রাকিদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো একে একে। প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ রয়েছে কক্ষটায়, কিন্তু তার ভেতর অল্প কিছু মানুষই সাধারণ ভাষা জানে। যদিও তার বলা কথাগুলো বোঝার মতো না, কিন্তু ওর দিকে তাকিয়েই যে কেউ বুঝতে পারবে সে মাতাল হয়ে আছে।

স্যার জোরাহ দ্রুত ওর কাছে পৌছে কানে কানে কী কী যেন ফিসফিস করে বললেন, এরপর তার হাত ধরে সরিয়ে নিতে চাইলে ভিসেরিস ঝটকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিলো। 'তোমার হাত সরাও! অনুমতি ছাড়া কেউ ড্রাগনকে ধরতে পারে না।'

উচ্চাসনটার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ড্যানি। খাল ড্রোগো তার পাশে বসা খালদের কী যেন বলছিলো। শুনে মুখ বাঁকিয়ে হাসলো খাল জোম্মো, আর খাল ওগো ফেটে পড়লো অট্টহাসিতে।

হাসির শব্দ শুনে ভিসেরিস উপরের দিকে চোখ তুললো। 'খাল ড্রোগো,' মোটা স্বরে বললো সে, কণ্ঠস্বর এবার বেশ নম্র। 'আমি এখানে ভোজসভায় যোগ দিতে এসেছি।' স্যার জোরাহর কাছ থেকে সরে গিয়ে উচ্চাসনে তিন খালের সাথে যোগ দেবার জন্য উদ্যত হলো সে।

খাল ড্রোগো দাঁড়িয়ে এত দ্রুত ডথ্রাকি ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো যে ড্যানি তার কিছুই বুঝলো না। ড্রোগো তার হাত দিয়ে একটা দিকে নির্দেশ করলো। 'খাল ড্রোগো বলছে আপনার স্থান ঐ উচ্চ আসনে না,' তার ভাইয়ের জন্য কথাগুলো ভাষান্তর করে দিলেন স্যার জোরাহ। 'খাল ড্রোগো বলছে আপনার স্থান ওখানে।'

BanglaBook.org

খাল যেদিকে নির্দেশ করছে সেদিকে তাকালো ভিসেরিস। বিশাল কক্ষটার একেবারে শেষ মাথায় দেয়ালের এক কোনে যেখানে অন্যান্যদের নজর ঠিকমত যায় না বা নজর দেবারও প্রয়োজন কেউ বোধ করে না, সেখানে বসে আছে একদম ছোট ছোট ছেলে, চোখে ছানি পড়া বৃদ্ধ, বোকা ধরনের লোক আর বিকলাঙ্গের দল। মাংস থেকে দূরে, আর সম্মান থেকে বহুদূরে। 'ওটা কোনো রাজার জায়গা হতে পারে না,' ওর ভাই ঘোষণা করলো।

'ওটাই জায়গা,' ড্যানির শেখানো সাধারণ ভাষায় উত্তর দিলো খাল ড্রোগো, '*পায়ে ঘাওয়ালা রাজার* জন্য।' দুই হাতে তালি বাজালো সে। 'বাহন! একটা বাহন নিয়ে আসো খাল রাগগাট-এর জন্য।'

পাঁচ হাজার ডথ্রাকি একযোগে উচ্চকিত হাসিতে ফেটে পড়লো। স্যার জোরাহ ভিসেরিসের পাশে দাঁড়িয়ে তার কানে চিৎকার করে কী যেন বললেন, কিন্তু কক্ষ জুড়ে তীব্র হাসির শব্দে ড্যানি শুনতে পেল না কী বলছেন তিনি। তার ভাই উলটো চিৎকার করে উঠলে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লো দুইজন। ভিসেরিসকে মাটিতে ফেলে দিলেন মরমন্ট।

ওর ভাই তলোয়ার টেনে বের করলো এবার।

অগ্নিকুণ্ড থেকে আসা আগুনের আলোয় উন্মুক্ত ইস্পাতের ফলাকে লাল দেখাচ্ছে। 'আমার কাছ থেকে সরে যাও!' হিসিয়ে উঠলো ভিসেরিস। স্যার জোরাহ এক পা পিছিয়ে এলেন, আর তার ভাই টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। মাথার উপরে তলোয়ার ঘোরাতে শুরু করলো সে। ম্যাজিস্টার ইলিরিওর কাছ থেকে ধার নেওয়া তলোয়ার, যা লোকটা ওকে দিয়েছিলো যাতে তাকে একটু রাজার মতো মনে হয়। ডথ্রাকিরা চতুর্দিক থেকে তার দিকে চিৎকার করে অভিশাপ দিচ্ছে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলো ড্যানি। ও ভালো করেই জানে এখানে তলোয়ার বের করলে তার ফলাফল কী হতে পারে, ওর ভাই জানে না হয়তো।

ড্যানির কণ্ঠ শুনে ওর ভাই ঘুরে তাকালো, আর তাকে এই প্রথম দেখতে পেল সে। 'এই তো আমার বোন।' হেসে উঠলো ভিসেরিস। এরপর ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো, এমনভাবে বাতাসে তলোয়ার চালাচ্ছে যেন অদৃশ্য শত্রুদের দেয়াল কেটে পথ করে এগুচ্ছে সে, যদিও তার পথ কেউ আটকায়নি এখনো।

'তলোয়ারটা...ওটা নামিয়ে রাখো,' ড্যানি অনুরোধ করলো। 'দয়া করো, ভিসেরিস। তলোয়ার বের করা নিষিদ্ধ এখানে। তোমার তলোয়ার নামিয়ে রেখে আমার পাশে এসে বসো। মদ, খাবার সব আছে এখানে। তুমি কি ড্রাগনের ডিমগুলো চাও? আমি তোমাকে ওগুলো দিয়ে দেবো, শুধু তলোয়ারটা ফেলে দাও।'

BanglaBook.org

'তোমাকে যা বলছে তা-ই করো, গাধা,' চিৎকার করে উঠলেন স্যার জোরাহ। 'ওরা আমাদের মেরে ফেলার আগে।'

ভিসেরিস হাসলো। 'ওরা আমাদের মারতে পারবে না। এই পবিত্র শহরে ওরা কোনো রক্ত ঝরাতে পারবে না...কিন্তু আমি পারবো।' ড্যানেরিসের বুকের ঠিক মাঝখানে তলোয়ারের অগ্রভাগ তাক করলো সে, এরপর ধীরে ধীরে তার ফোলা পেটের ওপর দিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে আনলো। 'আমি তা-ই চাই যা আমি এখানে পাবার জন্য এসেছিলাম,' ও তাকে বললো। 'আমি সেই মুকুট চাই যা আমাকে ও দেবে বলে কথা দিয়েছিলো। তোমাকে কিনে নিয়েছে সে, কিন্তু তার জন্য আমাকে কোনো কিছু পরিশোধ করেনি। ওকে বলো আমি তার সাথে যে চুক্তি করেছিলাম তা আমাকে দিতে, নাহলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তুমি আর ডিমগুলো সহ। ও তার *অশ্বশাবক* ইচ্ছা হলে রেখে দিতে পারে। তোমার ভেতর থেকে ওটা বের করে এনে তার জন্য রেখে যেতে পারি আমি।' তলোয়ারের মাথা ড্যানির রেশমি কাপড়ের ভেতর ডাবিয়ে দিলো সে। ভিসেরিস কাঁদছে, ড্যানি দেখলো; একই সাথে কাঁদছে আর হাসছে সে। একসময় এই মানুষটাই ওর ভাই ছিলো...

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁদছে ঝিকুই, বলছে সে কথাগুলো ভাষান্তর করতে পারবে না। মেয়েটাকে জাপটে ধরলো ড্যানি। 'ভয় পেয়ো না,' সে বললো। 'আমি ওকে বুঝিয়ে বলবো।'

ড্যানি বুঝতে পারলো না মেয়েটা তার ভাইয়ের কথা ঠিকঠাকমত ভাষান্তর করতে পেরেছে কি না, তারপরেও সে যখন কথা শেষ করলো খাল দ্রোগো অভব্য স্বরে ডথ্রাকিতে কয়েকটা বাক্য বললো। কথাগুলো বুঝতে পেরেছে দ্রোগো। 'ও কী বললো?' ওর ভাই জিজ্ঞেস করলো, চমকে গেছে একটু।

কক্ষটা এতই নীরব হয়ে আছে যে ড্যানি খাল দ্রোগোর প্রতি পদক্ষেপের সাথে ভেসে আসা ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তার শোণিতারোহীরা অনুসরণ করতে লাগলো তাকে, যেন তিনটা তামাটে ছায়া। ড্যানেরিস ভয়ে সিঁধিয়ে গেল একেবারে। 'ও বলছে যে তোমাকে সে এমন দুর্দান্ত এক সোনার মুকুট উপহার দেবে যা বহন করতে গেলে মানুষ কেঁপে ওঠে।'

ভিসেরিস হেসে উঠে তার তলোয়ার নামিয়ে ফেললো। 'ঠিক এটাই আমি চাই,' বললো সে। 'আমাকে এর প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিলো।'

যখন ওর জ্যোতি ও ভাস্কর তার কাছে চলে এলো, ড্যানি তার কোমর জড়িয়ে ধরলো। খাল একটা শব্দ উচ্চারণ করলে তার শোণিতারোহীরা এগিয়ে এলো সামনে। কোথো এগিয়ে এসে ওর ভাইয়ের হাত ধরে ফেললো। হ্যাগো তার বিশাল হাত দিয়ে ভিসেরিসের কবজি ধরে একটা মোচড় দিতেই ভেঙে উলটে গেল সেটা। আর কহলো

BanglaBook.org

তার অসাড় আঙ্গুল থেকে তলোয়ারটা ছুটিয়ে নিলো। 'না,' চিৎকার করলো সে। 'তোমরা আমাকে স্পর্শ করতে পারো না, আমি একজন ড্রাগন, আর আমি একসময় মুকুট পরে রাজা হবো।'

খাল ড্রোগো তার কোমরবন্ধ খুলে ফেললো এবার। পদকগুলো খাঁটি সোনার তৈরি, বিশাল আর অলংকৃত; প্রত্যেকটা একজন মানুষের হাতের সমান বড়। ও চিৎকার করে একটা আদেশ দিলে রাঁধুনি দাসেরা অগ্নিকুণ্ডের উপর থেকে মাংস রান্না করার বিশাল পাত্রটা নামিয়ে আনলো। তার ভেতর থেকে রান্না করা মাংস মাটির ওপর ঢেলে ফেলে আবার সেটা তুলে দিলো আগুনের উপর। নিজের কোমরবন্ধটা ওটার ভেতর ছুঁড়ে দিলো ড্রোগো। সোনার পদকগুলো আগুনের গরমে লাল হয়ে আকৃতি হারাতে শুরু করলেও তার মুখের অভিব্যক্তিতে সামান্যতম পরিবর্তন হলো না। ড্যানি দেখতে পেল তার চোখের মণিতে আগুনের শিখা খেলা করছে। একজন দাস তাকে ঘোড়ার লোম দিয়ে তৈরি একটা দস্তানা এনে দিলে সেটা পরে নিলো সে, কিন্তু লোকটার দিকে একবারও দৃষ্টি দিলো না।

মৃত্যুপথযাত্রী কাপুরুষের মতো জোরে চিৎকার করতে শুরু করলো ভিসেরিস। লাথি চালাতে চেষ্টা করলো সে, সর্বশক্তি দিয়ে মোচড়ামুচড়ি করছে, কুকুরের মতো গোঙাচ্ছে, বাচ্চার মতো কাঁদছে এখন, কিন্তু ডথ্রাকিরা ওকে তাদের মাঝখানে শক্ত করে ধরে রাখলো। স্যার জোরাহ চলে এলেন ড্যানির কাছে। তার কাঁধে নিজের একটা হাত রাখলেন তিনি। 'অন্য দিকে ঘুরে তাকান, রাজকুমারী, আপনাকে অনুরোধ করছি।'

'না,' প্রতিরক্ষামূলকভাবে নিজের ফুলে ওঠা পেটের ওপর দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

অবশেষে ভিসেরিস ওর দিকে ফিরে তাকালো। 'বোন আমার, দয়া করো...ড্যানি, ওদের বলো...বাধা দাও...প্রিয় বোন...'

সোনা অর্ধেকটা গলে গিয়ে ফুটতে শুরু করলে ড্রোগো আগুনের কাছে গিয়ে পাত্রটাকে নামিয়ে নিয়ে এলো। 'মুকুট,' চিৎকার করলো সে। 'এই যে, গাড়ির রাজার জন্য তার মুকুট!' যে লোকটা একসময় ওর ভাই ছিলো তার মাথার উপর পাত্রটা উপুড় করে দিলো সে।

গলিত স্বর্ণভর্তি লোহার পাত্রটা ওর মাথাকে পুরো ঢেকে দিতেই অমানুষিক চিৎকার করে উঠলো ভিসেরিস টারগেরিয়ান। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ধুলোভর্তি মেঝের ওপর তার পাদুটো দাপাদাপি করছে; ধীর হতে হতে একসময় থেমে গেল ওগুলো। গলিত সোনার পুরু ধারা গড়িয়ে পড়ছে ওর বুক বেয়ে, ধোঁয়া উড়ছে লাল টকটকে রেশমি পোশাক থেকে...কিন্তু ভিসেরিসের গা থেকে একবিন্দু রক্তও বেরোয়নি।

ও মোটেও কোনো ড্রাগন ছিলো না, ড্যানি ভাবলো। অদ্ভুতভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে। *আগুন কখনোই ড্রাগনকে হত্যা করতে পারে না।*

BanglaBook.org

এডার্ড

উইন্টারফেলের ভূগর্ভস্থ কক্ষ ধরে হাঁটছে সে, যেমনটা হাজারবার হেঁটেছে ও। শীতের রাজারা ওর দিকে তুষার শুভ্র চোখে তাকিয়ে আছে, তাদের পায়ের কাছে থাকা ডায়ারউলফগুলো বিরাট পাথুরে মাথা নাড়িয়ে ফেটে পড়ছে শব্দহীন গর্জনে। হাঁটতে হাঁটতে বাবা, লিয়ানা আর ব্র্যান্ডন যেখানে শুয়ে আছে সেখানে এলো সে। 'কথা দাও, নেড,' লিয়ানার মূর্তি ফিসফিস করে উঠলো। বিবর্ণ নীল গোলাপের মালা পরে আছে সে, চোখ দিয়ে ঝরছে রক্ত।

ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে বসলো এডার্ড স্টার্ক। ওর বুক ধড়ফড় করছে, পাশেই এলোমেলো হয়ে আছে বিছানা। কালির ন্যায় তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে ঘরটা, কেউ একজন ক্রমাগত দরজা পিটিয়ে যাচ্ছে। 'লর্ড এডার্ড,' উচ্চ শব্দে বললো কেউ।

'দাঁড়াও।' এলোমেলো অবস্থায় অন্ধকার ঘরের দরজার দিকে গেল সে। দরজা খোলার পর টমার্ডকে মুষ্টি তোলা অবস্থায় দেখলো, দরজায় কড়া নাড়ার জন্য প্রস্তুত। পাশেই মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে কেইন। ওদের দুইজনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে রাজার ব্যক্তিগত স্টুয়ার্ড।

লোকটার মুখ সম্ভবত পাথর কুঁদে বানানো হয়েছে। কারণ তাতে তেমন কিছু লেখা নেই। 'মাননীয় মুখ্য উপদেষ্টা,' ও বললো, 'মহামান্য রাজা আপনাকে ডেকেছেন। এখুনি।'

রবার্ট তাহলে শিকার থেকে ফিরে এসেছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়েছে ওর। 'পোশাক পরে নিতে একটু সময় লাগবে।' নেড ওদেরকে বাইরে অপেক্ষায় রেখে ভেতরে গেল। ওকে পোশাক পরতে সাহায্য করলো কেইন; সাদা পাট দিয়ে তৈরি টিউনিক আর

BanglaBook.org

ফ্যাকাশে আলখাল্লা। পায়াজামাটা ওর পায়ের প্লাস্টারের জায়গাটাতে খোলা। বুকে পরে নিলো ব্যাজ, আর সাথে নিলো রূপালি রঙের ভারী কোমরবন্ধ। ভ্যালিরিয়ান ড্যাগারটা ওখানে নিরাপদে রেখে দিলো সে।

রেড কিপের ভেতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেইন আর টমার্ড এই মুহূর্তে তাকে দুর্গের অন্তঃপ্রাঙ্গণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দেয়ালের উপর আকাশে ঝুলে থাকা চাঁদ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পূর্ণতার দিকে। দুর্গ-প্রাচীরের উপর সোনালি আলখাল্লা পরিহিত একজন রক্ষী চক্কর মারছে।

রাজকীয় কক্ষগুলো মেইগরের কেল্লার ভেতরে: রেড কিপের একদম মাঝখানে থাকা বারো ফুট মোটা দেয়ালবিশিষ্ট বিশাল এক দুর্গ, যার সামনে আছে লৌহকাঁটা দিয়ে বেষ্টিত শুকনো পরিখা–প্রাসাদের ভেতর প্রাসাদ। ব্রিজের শেষ প্রান্ত পাহারা দিচ্ছে স্যার বোরোস ব্লাউন্ট, সাদা ইস্পাতের তৈরি বর্ম চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। ভেতরে নেড কিংসগার্ডের আরো দুইজন সৈন্যকে অতিক্রম করে এলো; স্যার প্রেস্টন গ্রিনফিল্ড দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির একদম নিচে। স্যার ব্যারিস্টান সেলমি দাঁড়িয়ে আছেন রাজার নিজ কক্ষের সামনেই। *সাদা আলখাল্লা পরা তিনজন লোক*, ও ভাবলো। সাথে সাথে অদ্ভুত এক শিহরন বয়ে গেল ওর শরীর বেয়ে। স্যার ব্যারিস্টানের চেহারা তার বর্মের মতোই ফ্যাকাশে। তার দিকে এক নজর তাকিয়েই নেড বুঝে নিলো, খুব খারাপ কিছু একটা হয়েছে। রাজ-স্টুয়ার্ড দরজা খুলে দিলো। 'লর্ড এডার্ড স্টার্ক, রাজার মুখ্য উপদেষ্টা,' ঘোষণা করলো সে।

'ওকে এখানে নিয়ে এসো,' রবার্টের স্বর ভেসে এলো, অদ্ভুত রকম ভারী শোনাচ্ছে গলাটা।

রাজকক্ষের দুই প্রান্তে থাকা দুটো চুল্লি পুরো ঘর জুড়ে নিজেদের লাল রঙা বিষণ্ন দৃষ্টি ছড়িয়ে দিচ্ছে। উত্তাপটা খুবই বেশি। শামিয়ানা টাঙ্গানো খাটের ওপর শুয়ে আছে রবার্ট। পাশে আছে গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল। বন্ধ জানালার সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে লর্ড রেনলি। এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছে চাকররা, একটু পরপর আগুনে কাঠ ছুঁড়ে দিচ্ছে আর ওয়াইন গরম করছে। সার্সি ল্যানিস্টার স্বামীর বিছানার এক কোনায় বসে আছে। চুল এলোমেলো হয়ে আছে ওর, যেন মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে, কিন্তু চোখে ঘুম বলতে কিছুই নেই। নেড যখন টমার্ড আর কেইনের সহায়তায় কক্ষের অপর প্রান্তের দিকে যাচ্ছিলো, তখন ঐ চোখদুটো অনুসরণ করছিলো তাকে। ওর মন হচ্ছে সে খুব আস্তে চলাচল করছে, যেন এখনো স্বপ্নের মাঝেই আছে।

রাজা এখনো নিজের বুট পরে আছে। নেড দেখলো, চাদরের ফাঁক দিয়ে রবার্টের বেরিয়ে থাকা পায়ের সাথে লেগে আছে ঘাস আর শুকিয়ে যাওয়া কাদা। সবুজ রঙা

BanglaBook.org

৬াবলেট পড়ে আছে মেঝেতে, দেখে মনে হচ্ছে আঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, লালচে বাদামি দাগে ভরে আছে পুরো জামা। পুরো কক্ষে ছড়িয়ে আছে ধোঁয়া, রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধ।

'নেড,' ওকে দেখামাত্র ফিসফিস করে উঠলো রাজা। দুধের ন্যায় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে ওকে। 'কাছে...এসো...'

অন্যদের সহায়তায় কাছে এগিয়ে গেল সে। খাটের লম্বা পায়া ধরে নিজেকে পড়ে যাওয়া থেকে আটকালো। রবার্টের দিকে একবার তাকিয়েই সে বুঝে গেল অবস্থা কতটা গুরুতর। 'কী...' বলতে শুরু করলো সে, কিন্তু ঐটুকু বলতেই গলা ধরে এলো তার।

'বুনো শূকর,' লর্ড রেনলি বললো, সে এখনো তার শিকারের সবুজ পোশাক পরে আছে। পোশাকটা ভরে আছে রক্তে।

'সাক্ষাৎ শয়তান,' কর্কশ স্বরে বললো রাজা। 'আমার নিজের ভুল। অতিরিক্ত ওয়াইন, আমাকেই সোজা নরকে পাঠিয়ে দিলো। বর্শাটা ঢুকিয়ে দিতে পারিনি।'

'আর তোমরা কোথায় ছিলে?' লর্ড রেনলির দিকে তাকিয়ে বললো নেড। 'স্যার ব্যারিস্টান আর কিংসগার্ড কোথায় ছিলো তখন?'

রেনলি মুখ খুললো। 'আমার ভাই আগেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো যে সে একাই শূকরটাকে মারবে, আমরা যেন দূরে দাঁড়িয়ে থাকি।'

চাদরটা উঠিয়ে নিলো নেড।

ওদের পক্ষে যা যা সম্ভব তা-ই তা-ই করেছে, কিন্তু এরপরেও ক্ষতটা ঢাকা সম্ভব হয়নি। শূকরটা নির্ঘাত খুব ভয়ংকর ছিলো। থাবা দিয়ে অণ্ডকোষ থেকে একদম বুক পর্যন্ত চিরে ফেলেছে। যে ওয়াইন-সিক্ত ব্যান্ডেজগুলো দিয়ে গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল ক্ষতস্থানগুলো বেঁধেছেন, ওগুলো ইতোমধ্যেই রক্তে কালো হয়ে গেছে। ক্ষতস্থান থেকে খুবই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। নেডের পাকস্থলী উলটে এলো। চাদরটা ছেড়ে দিলো সে।

'দুর্গন্ধ,' রবার্ট বললো। 'মৃত্যুর দুর্গন্ধ। ভেবো না আমি গন্ধটা পাচ্ছি না। বেজন্মাটা আমাকে শেষ করে দিলো...তাই না? কিন্তু আমি...আমিও ওকে পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছি, নেড।' রাজার হাসির অবস্থা তার ক্ষতের মতোই বাজে, দাঁতগুলো রক্তে লাল হয়ে আছে। 'ওর চোখে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছি। ওদেরকে জিজ্ঞেস করেই দেখো। করো, করো।'

'সত্যিই,' রেনলি বিড়বিড় করলো। 'জানোয়ারটার দেহ আমরা নিয়ে এসেছি, আমার ভাইয়ের নির্দেশে।'

'ভোজের জন্য,' ফিসফিস করলো রবার্ট। 'এখন যাও। সবাই, একদম সবাই। নেডের সাথে কথা আছে আমার।'

BanglaBook.org

'রবার্ট, প্লিজ...' সার্সি বলতে শুরু করলো।

'আমি বলেছি, *যাও এখান থেকে,*' সেই পুরোনো ক্রোধের খানিকটা পাওয়া গেল রবার্টের গলায়। 'এই কথার কোন অংশটা তুমি বুঝতে পারছো না, মহিলা?'

স্কার্ট উঁচু করে ধরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সার্সি। লর্ড রেনলি আর অন্যরাও চলে গেল। শুধুমাত্র থেকে গেলেন গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল, রাজাকে সাদা রঙের তরল দেয়ার সময় হাত কাঁপছিলো তার। 'পপির নির্যাস, মহামান্য,' বললো সে। 'পান করুন। আপনার ব্যথার জন্য।'

হাতের উলটো অংশ দিয়ে কাপটা ফেলে দিলো রবার্ট। 'যাও এখান থেকে! এমনিতেই খানিক বাদে আমি ঘুমিয়ে পড়বো, বেকুব বুড়ো। বের হও!'

নেডের দিকে আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল।

'নিকুচি করি তোমার, রবার্ট,' সবাই চলে যেতেই নেড বললো। ওর পা এত বেশি ব্যথা করছে যে চোখে অন্ধকার দেখছে সে। অথবা দুঃখ ওর চোখে আঁধার নামিয়ে দিয়েছে। বিছানায় বসলো সে, বন্ধুর পাশে। 'সবসময় এত গোঁয়ার্তুমি করো কেন তুমি?'

'চুলোয় যাও, নেড,' কর্কশ স্বরে বললো রাজা। 'আমি ঐ হারামজাদাকে মেরে ফেলেছি, মারিনি বলো?' নেডের দিকে রাগান্বিত চোখে তাকাতেই ওর মুখের ওপর একগাছি চুল এসে পড়লো। 'তোমার ক্ষেত্রেও তা-ই করা উচিত। শান্তিতে শিকার করতে দাও না কখনো। স্যার রোবার আমাকে বলেছে। গ্রেগরের মুণ্ডু...ভাবতেই গা গুলিয়ে ওঠে। হাউন্ডকে এখনো বলাই হয়নি। সার্সিকেই ওকে বিস্ময় উপহার দিতে দাও।' ব্যথা ওকে আঘাত করতেই ওর হাসি সাথে সাথে গোঙ্গানিতে পরিণত হলো। 'দেবতারা আমাকে ক্ষমা করুক,' ও ফিসফিস করে উঠলো। দাঁত মুখ খিঁচে ব্যথা সহ্য করে যাচ্ছে। 'মেয়েটা। ড্যানেরিস। বাচ্চা মেয়ে। তুমি ঠিকই বলেছ...এই কারণেই মেয়েটা...দেবতারা শূকরটাকে পাঠিয়েছেন...আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য...' কাশির সাথে রক্ত বেরিয়ে এলো রাজার মুখ থেকে। 'ভুল হয়েছে। খুব বড় ভুল। আমি...বাচ্চা মেয়ে...ভ্যারিস, লিটলফিঙ্গার, এমনকি আমার ভাইও...সব অকর্মণ্য...তুমি ছাড়া আর কেউই বলেনি, নেড...শুধু তুমি...' ও তার হাত তুললো, তার ভঙ্গিতে মিশে আছে ব্যথা আর দুর্বলতা। 'কাগজ আর কালি। ঐ টেবিলের ওপর আছে। আমি যা বলি তা লেখো।'

কাগজটা নিয়ে হাঁটুর ওপরে রাখলো সে, এরপর দোয়াতটা তুলে নিলো। 'বলতে থাকুন, মহামান্য।'

'হাউজ ব্যারাথিয়নের রবার্টের উইল আর শেষ ইচ্ছা এটা, যে এই নামের প্রথম জন্য, এবং অ্যান্ডাল আর বাকি যা যা আছে–আহ, নেড, তুমি জানো কী লিখতে হবে।

BanglaBook.org

এরপর লিখো, আমি আদেশ দিয়ে যাচ্ছি যে হাউজ স্টার্কের এডার্ড, উইন্টারফেলের লর্ড এবং রাজার মুখ্য উপদেষ্টা, রাজপ্রতিনিধি এবং সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিয়োগ পাবে আমার...আমার মৃত্যুর পর...আমার স্থানে রাজ্য শাসন করবে, যতদিন না আমার ছেলে জফরি প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছে।'

'রবার্ট...' *জফরি তোমার ছেলে না*, ও বলতে চাইলো, কিন্তু কথাগুলো বের হলো না। রবার্টের চেহারায় ব্যথা স্পষ্টভাবে অঙ্কিত আছে, ওকে আরো আঘাত করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। আর তাই নেড মাথা নিচু করে আবারো লিখতে শুরু করলো, কিন্তু যে স্থানে ও বলেছে 'আমার ছেলে জফরি,' সে স্থানে ও লিখলো 'আমার উত্তরাধিকারী।' প্রতারণাটুকু করতে গিয়ে নিজেকে অনেক ছোট মনে হচ্ছে ওর। *ভালোবাসার জন্য আমরা যে মিথ্যাগুলো বলি*, ও ভাবলো। *দেবতারা আমাকে ক্ষমা করুক।* 'আর কী লিখতে চাও এখানে?'

'লেখো...আর যা যা লেখার দরকার। রক্ষা ও কবজ, পুরোনো আর নতুন দেবতা ইত্যাদি ইত্যাদি, তুমি জানো কী লিখতে হবে। লেখো। আমি স্বাক্ষর করে দিচ্ছি। আমার মৃত্যুর পর তুমি এটা কাউন্সিলকে দেবে।'

'রবার্ট,' দুঃখভারাক্রান্ত গলায় বললো নেড। 'তোমার এটা করা উচিত হচ্ছে না। আমাকে ছেড়ে যেও না। এই রাজ্যে তোমার প্রয়োজন আছে।'

রবার্ট ওর হাতগুলো নিজের হাতের ভেতর নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলো। 'তুমি আসলেই...খুব একটা ভালো মিথ্যা বলতে পারো না, নেড স্টার্ক,' ব্যথাতুর গলায় বললো সে। 'এই রাজ্য...এই রাজ্য জানে আমি কতটা ফালতু রাজা ছিলাম। এরিসের মতোই বাজে, দেবতারা ক্ষমা করুক।'

'না,' মৃত্যুশয্যায় থাকা বন্ধুকে বললো নেড, 'এরিসের মতো বাজে না। মোটেও ওর মতো বাজে না।'

অনেক কষ্ট করে দুর্বল হাসি উপহার দিলো রবার্ট। 'অন্তত, ওরা বলবে...আমার এই শেষ কাজটা...এই কাজটা আমি ঠিক করেছি। তুমি আমাকে নিরাশ করবে না, জানি আমি। তুমিই রাজ্য চালাবে এখন। কাজটা তোমার অনেক অপছন্দ হবে, আমার যতটুকু হয়েছিলো তার চেয়েও আরো বেশিই...কিন্তু তুমি আমার চেয়ে ভালো চালাবে। তোমার লেখা শেষ?'

'হ্যাঁ, মহামান্য।' রবার্টকে কাগজটা দিলো নেড। অন্ধের মতো স্বাক্ষর করলো রাজা, চিঠির ওপর পড়ে রইলো এক ফোঁটা রক্তবিন্দু। 'সিলটা সাক্ষীর সামনে মারতে হবে।'

BanglaBook.org

'আমার শেষকৃত্যের ভোজ যেন ঐ শূকরটার মাংস দিয়েই হয়,' রবার্ট খসখসে গলায় বললো। 'ওর মুখে আপেল গুঁজে দেবে। চামড়া যেন কড়কড়ে ভাজা হয়। জারজটাকে খেয়ে ফেলবে। মাংস গলায় আটকানোর ভয় পাবে না। কথা দাও, নেড।'

'কথা দিলাম।' *কথা দাও, নেড*, লিয়ানার কণ্ঠ চারপাশে প্রতিধ্বনিত হলো।

'ঐ মেয়েটা,' রাজা বললো। 'ড্যানেরিস। ওকে মেরো না। যদি তুমি পারো...যদি...খুব বেশি দেরি না হয়ে থাকে...ওদের সাথে কথা বলো...ভ্যারিস, লিটলফিঙ্গার...ওরা যেন মেয়েটাকে মারতে না পারে। আর আমার ছেলেকে সাহায্য কোরো, নেড। ওকে আমার চেয়েও...আরো ভালো বানিও।' মুখ কুঁচকে ফেললো সে। 'দেবতারা ক্ষমা করুক।'

'ওরা করবে, বন্ধু,' নেড বললো। 'ওরা করবে।'

রাজা তার চোখ বন্ধ করলো, দেখে মনে হচ্ছে আরাম করছে। 'সামান্য এক শূকরের হাতে খুন হয়েছি,' ও বিড়বিড় করলো। 'হাসা উচিত, কিন্তু ব্যথা খুব বেশি।'

নেড হাসলো না। 'ওদেরকে ডেকে আনি?'

দুর্বলভাবে মাথা নাড়লো রবার্ট। 'ডাকো। গডস, এখানে এত *ঠান্ডা* কেন?'

চাকররা খুব দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করে আগুনে কাঠ দিতে লাগলো। রাণী চলে গেছে, এতে একটু হলেও স্বস্তি পাচ্ছে সে। ওর যদি কোনো বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকে, দিনের আলো ফোটার আগেই ছেলেমেয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবে, নেড ভাবলো। সে ইতোমধ্যেই অনেক বেশিই দেরি করে ফেলেছে।

রাজা রবার্ট ওর অনুপস্থিতি অনুভব করছে বলে মনে হচ্ছে না। সে তার ভাই রেনলি আর গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেলকে সাক্ষী রেখে গলিত হলুদ মোমের ওপর সিলটা মেরে দিলো। মোমগুলো একটু আগেই নেড ঐ চিঠির ওপর রেখেছে। 'এবার আমাকে ব্যথার জন্য কিছু দাও যাতে করে আমি শান্তিতে মরতে পারি।'

গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল খুব দ্রুত আরেক কাপ পপি-নির্যাস প্রস্তুত করে ফেললো। এবার সেটা পান করলো রাজা। কাপটা পাশে সরিয়ে রাখার সময় ওর কালো দাড়িতে সাদা, ঘন তরল বিন্দু জমে ছিলো। 'আমি কি স্বপ্ন দেখবো?'

'অবশ্যই, মাই লর্ড,' জবাব দিলো নেড।

'ভালো,' হেসে বললো সে। 'লিয়ানাকে তোমার ভালোবাসা দেবো, নেড। আমার বাচ্চাদের খেয়াল রেখো।'

কথাগুলো ওর পেটে ছুরির ন্যায় মোচড় দিলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাষা হারিয়ে ফেললো সে। কিছুতেই মিথ্যা বলতে পারছে না ও। আর তারপর সেই জারজ সন্তানগুলোর কথা মাথায় এলো ওর; মায়ের বুকে গুটিশুটি মেরে থাকা ছোট্ট বারা,

BanglaBook.org

ভেইলের মায়া, কামারখানার গেন্ড্রি আর বাকিরা। 'আমি...আমি তোমার সন্তানদের নিজের সন্তানের মতো করেই দেখাশোনা করবো,' ধীরে-সুস্থে বললো সে।

মাথা নেড়ে চোখ বন্ধ করলো রবার্ট। নেড তার বন্ধুকে ধীরে ধীরে বালিশের ভেতর ডুবে যেতে দেখলো, পপি-নির্যাস ওর ব্যথা দূর করে দিচ্ছে। ঘুম ওকে কেড়ে নিলো খুব দ্রুত।

ভারী শেকলের শব্দে নেড ওর পাশেই গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেলের উপস্থিতি বুঝতে পারলো। 'আমি আমার ক্ষমতার সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করবো, মাই লর্ড। কিন্তু ক্ষতস্থানে পচন ধরেছে। ওনাকে ফিরিয়ে আনতেই লেগে গেছে দুই দিন। আমি যখন ওনাকে দেখি, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি মহামান্যের ব্যথা কমিয়ে দিতে পারি, কিন্তু এখন শুধুমাত্র দেবতারাই তাকে বাঁচাতে পারেন।'

'কতক্ষণ সময় আছে ওর হাতে?' নেড প্রশ্ন করলো।

'এতক্ষণে মরে যাওয়ার কথা ছিলো। এইরকম আঘাত নিয়ে আমি কোনো মানুষকে কখনোই এতক্ষণ টিকে থাকতে দেখিনি।'

'আমার ভাই সবসময়ই শক্তিশালী ছিলো,' লর্ড রেনলি বললো। 'হয়তো জ্ঞানী নয়, কিন্তু শক্তিশালী।' কক্ষের ভেতরের অসহ্য গরমে ওর ভ্রুয়ের উপর ঘামবিন্দু জমেছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে রবার্টের ভূত দাঁড়িয়ে আছে, কম বয়সী, কালো আর সুদর্শন। 'শূকরটাকে মেরে ফেলেছে সে। ওর অন্ত্রগুলো তার পেট থেকে বেরিয়ে গেছিলো, কিন্তু এরপরেও সে কীভাবে যেন শূকরটাকে মেরে ফেলে।' ওর কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময়।

'ও এমন মানুষ ছিলো যে একটাও শত্রু বেঁচে থাকা অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতো না,' নেড ওদেরকে বললো।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার ব্যারিস্টান সেলমি, টাওয়ারে ওঠার সিঁড়ি পাহারা দিচ্ছেন তিনি। 'মেইস্টার পাইসেল রবার্টকে পপি-নির্যাস দিয়েছেন,' নেড তাকে বললো। 'কেউ যেন আমার অনুমতি ছাড়া ওর ঘুম না ভাঙায়।'

'আপনার কথামতই হবে, মাই লর্ড।' স্যার ব্যারিস্টানকে দেখতে হঠাৎ করেই অনেক বেশি বুড়ো লাগছে। 'আমি আমার পবিত্র ওয়াদা রাখতে ব্যর্থ হয়েছি।'

'দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো নাইটও একজন রাজাকে তার নিজের কাছ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না,' নেড বললো। 'রবার্ট বুনো শূকর মারতে পছন্দ করতো। আমি ওকে হাজারটার উপর মারতে দেখেছি।' ও একচুলও না নড়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, পাদুটো জড়ো করে, বিশাল বর্শাটা আঁকড়ে ধরে শিকারের অপেক্ষায় থাকতো। শূকরটা ওর দিকে তেড়ে আসতেই গাল পাড়তো সে, এরপর একদম সর্বশেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতো–জানোয়ারটা একদম ওর গায়ের উপর আসার আগ পর্যন্ত–এরপর প্রচণ্ড হিংস্রতার সাথে ওর বুকের ভেতর ঢুকিয়ে দিতো বর্শাটা। 'কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব ছিলো না যে এই জানোয়ারই ওর মৃত্যুর কারণ হবে।'

BanglaBook.org

'আপনি অনেক উঁচু মনের মানুষ, লর্ড এডার্ড।'

'রাজা নিজেই কথাগুলো বলেছে। ও দোষ দিয়েছে ওয়াইনের।'

সাদা চুলের নাইট ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লেন। 'আমরা যখন শূকরটাকে তার গুহা থেকে বের করে আনছি, তখনো মহামান্য লাগাম ধরা অবস্থায় টলমল করছিলেন। কিন্তু এরপরেও তিনি আমাদের সবাইকে দূরে থাকতে আদেশ দেন।'

'স্যার ব্যারিস্টান,' প্রায় নিঃশব্দে বললো ভ্যারিস, 'আমি ভাবছি, রাজাকে এই ওয়াইন দিলো কে।'

খোজাটার পায়ের আওয়াজ পায়নি নেড, কিন্তু ঘুরতেই সে ওকে দেখলো। ওর কালো মখমলের আলখাল্লা ভূমি ছুঁয়েছে, মাত্র ঘষে পাউডার মেখেছে মুখে।

'এই ওয়াইন রাজার নিজের কাছেই ছিলো,' স্যার ব্যারিস্টান বললেন।

'শুধুমাত্র এক পাত্র? শিকার করার সময় কিন্তু অনেক পিপাসা লাগে।'

'আমি গুনে দেখিনি। তবে একটার বেশিই হবে। উনি চাওয়ামাত্রই তার স্কোয়ায়ের আরেকটা এনে দেয়ার কথা।'

'আহা, ছেলেটা কত দায়িত্বশীল,' ভ্যারিস বললো। 'মহামান্যের ভেতর সতেজতার যাতে কোনো কমতি না থাকে সেটা নিশ্চিত করে যাচ্ছে সবসময়।'

মুখে তিক্ত স্বাদ পেলো নেড। উরস্ত্রাণ-বর্ধক আনতে যে ছেলে দুটোকে পাঠিয়েছিলো রবার্ট, ওদের কথা মাথায় এলো তার। সেদিন ভোজের রাতে সবার সামনে কথাটা বলে খুব হাসছিলো সে। 'কোন স্কোয়ায়ের?'

'বড়জন,' স্যার ব্যারিস্টান বললেন। 'ল্যান্সেল।'

'আহ, ছেলেটাকে আমি ভালোভাবেই চিনি,' ভ্যারিস বললো। 'শক্তপোক্ত এক ছেলে, স্যার কেভিন ল্যানিস্টারের পুত্র, লর্ড টাইউইনের ভাতিজা আর রাণীর চাচাতো ভাই। ভাবছি, মিষ্টি ছেলেটা নিজেকে এর জন্য না আবার দোষারোপ করে বসে। অল্প বয়সের সরলতার কারণে বাচ্চাকাচ্চারা কতটা অরক্ষিত আর দুর্বল থাকে, সেটা আমি ভালো করেই জানি।'

ভ্যারিস অবশ্যই কোনো এককালে তরুণ ছিলো। তবে ও সরল ছিলো, এটা নিয়ে নেডের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 'বাচ্চাদের কথা বলায় মনে পড়লো, রবার্ট ড্যানেরিসের ব্যাপারে ওর মতামত পরিবর্তন করেছে। আপনারা যা-ই করে থাকেন, আমি চাচ্ছি সেটা যেন বাতিল করা হয়। এখুনি।'

'দুর্ভাগ্য,' ভ্যারিস বললো। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। পাখি অনেক আগেই উড়ে গেছে। কিন্তু আমার সামর্থ্যে যা আছে আমি চেষ্টা করবো, মাই লর্ড। আপনার অনুমতিসাপেক্ষে এখুনি যাচ্ছি।' মাথা নত করে সিঁড়ি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে, ওর নরম সোলের স্লিপারগুলো পাথুরে সিঁড়ির গায়ে ফিসফিস ধ্বনি তুলছে।

BanglaBook.org

কেইন আর টমার্ড নেডকে ব্রিজের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় মেইগরের কেল্লা থেকে বেরিয়ে এলো রেনলি। 'লর্ড এডার্ড,' ও নেডকে বললো। 'একটু সময় নেবো। যদি আপনার সমস্যা না থাকে।'

নেড থামলো। 'ঠিক আছে।'

ওর দিকে হাঁটতে থাকলো রেনলি। 'আপনার লোকদের একটু দূরে যেতে বলুন।' ব্রিজের মাঝখানে এসে থামলো দুজনেই। ওদের নিচেই গভীর পরিখা। ওখানে থাকা নিষ্ঠুর বর্শাগুলোর গায়ে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

নেড সংকেত দিলো। টমার্ড আর কেইন মাথা নত করে দূরে চলে গেল। লর্ড রেনলি ব্রিজের অপর পাশে থাকা স্যার বোরোস আর দরজার ওপাশে থাকা স্যার প্রেস্টনের দিকে সতর্কভাবে তাকালো। 'ঐ চিঠিটা।' এগিয়ে এলো সে। 'রাজপ্রতিনিধিত্ব নিয়ে? আমার ভাই কি আপনাকে সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা বানিয়েছে?' জবাবের অপেক্ষা করলো না সে। 'মাই লর্ড, আমার নিজের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে ত্রিশজন রক্ষী আছে, এর বাইরে আরো কিছু বন্ধু আছে আমার, ওরা প্রত্যেকে নাইট আর লর্ড। এক ঘণ্টা সময় দিন, আমি আপনার হাতে অন্তত একশ মানুষ তুলে দিতে পারবো।'

'আর একশ মানুষ দিয়ে আমি কী করবো, মাই লর্ড?'

'আক্রমণ করবেন! সবাই ঘুমে থাকা অবস্থায়।' স্যার বোরোসের দিকে তাকালো রেনলি, এরপর নিজের গলা নামিয়ে আনলো। 'জফরিকে ওর মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে আমাদের হাতে নিয়ে আসতে হবে। রক্ষক হোক আর যা-ই হোক, রাজাকে যে দখলে নেবে, রাজ্য তারই। মার্সেলা আর টমেনকেও আমাদের দখলে রাখা উচিত। ওর বাচ্চারা আমাদের হাতে আসলে সার্সি আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টাও করবে না। কাউন্সিল আপনাকে রাজ্যের রক্ষক হিসেবে ঘোষণা দেবে, আর জফরিকে বানাবে আপনার ওয়ার্ড।'

নেড শীতল দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। 'রবার্ট এখনো মরেনি। দেবতারা হয়তো ওকে সারিয়ে দেবেন। যদি না হয়, আমি কাউন্সিল আহ্বান করে তাদের সামনে রবার্টের উইল তুলে ধরবো, উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবো। কিন্তু আমি কিছুতেই ওর হলে রক্ত ঝরিয়ে, ছোট বাচ্চাদের ভয় দেখিয়ে ওর শেষ কয়েক ঘণ্টাকে অসম্মান করবো না।'

এক পা পিছিয়ে গেল লর্ড রেনলি, ধনুকের ছিলার ন্যায় টান টান হয়ে আছে তার পিঠ। 'আপনি যত সময় নষ্ট করবেন, সার্সিকে ততই সুযোগ করে দেবেন। রবার্ট মারা যেতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে...আমাদের উভয়ের জন্যই।'

'সেক্ষেত্রে, আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যাতে ও না মরে।'

BanglaBook.org

'ও বেঁচে ওঠার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে,' রেনলি বললো।

'মাঝেমধ্যে দেবতারা ক্ষমার নিদর্শন দেখান।'

'ল্যানিস্টাররা কখনো দেখায় না।' লর্ড রেনলি ঘুরে ওর ভাই যে টাওয়ারে আছে সেদিকে চলে গেল।

নেড ওর বিছানায় ফিরে আসার পর শারীরিক ও মানসিক দুদিকেই দুর্বল অনুভব করলো। কিন্তু ও জানে তার এখনি ঘুমিয়ে পড়া উচিত হবে না। *সিংহাসনের খেলায় যোগ দিলে হয় আপনি জিতবেন নাহয় মরবেন*, সার্সি ল্যানিস্টার ওকে গডসউডের সামনে বলেছিলো। ও ভাবছে, লর্ড রেনলিকে না করে দিয়ে ঠিক কাজটাই করলো কি না। এইসব ষড়যন্ত্রে ওর একদমই আগ্রহ নেই, আর বাচ্চাদেরকে শাসানোর ভেতরেও সম্মানের কিছু নেই, কিন্তু এরপরেও...সার্সি যদি পালিয়ে না গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়, রেনলির একশ মানুষ ওর বেশ কাজ দেবে, সেই সাথে আরো বেশি পেলে ভালো হবে।

'লিটলফিঙ্গারকে ডেকে আনো,' কেইনকে বললো সে। 'ও যদি তার নিজের ঘরে না থাকে, তবে ওকে খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত কিংস ল্যান্ডিং-এর সমস্ত সরাইখানা আর পতিতালয় খুঁজে দেখবে। ভোরের আলো ফোটার আগেই ওকে আমার সামনে হাজির করবে তুমি।' কেইন মাথা নত করে চলে গেল। টমার্ডের দিকে ঘুরলো নেড। '*উইন্ড উইচ* বিকালেই যাত্রা করবে। রক্ষীবাহিনী ঠিক করেছ?'

'দশজন লোক, কমান্ডে থাকবে পোর্দার।'

'বিশ, আর তুমিই কমান্ড দেবে,' নেড বললো। পোর্দার সাহসী লোক, কিন্তু খুবই গোঁয়ার। ওর মেয়েদের রক্ষা করার জন্য আরো শক্ত আর বুদ্ধিমান লোক দরকার।

'আপনি যা বলবেন, মি লর্ড,' টম বললো। 'এই জায়গা ছেড়ে যেতে পেরে খুব ভালো লাগছে। স্ত্রীর কথা খুব মনে পড়ছে আমার।'

'উত্তরে যাওয়ার সময় ড্রাগনস্টোনের পাশ ঘেঁষে যাবে। আমার হয়ে একটা চিঠি পৌছে দেবে তুমি।'

টমকে দেখে শঙ্কিত মনে হচ্ছে। 'ড্রাগনস্টোন, মাই লর্ড?' হাউজ টারগেরিয়ানের প্রাসাদের খুবই কুখ্যাতি আছে।

'ক্যাপ্টেন কসকে বলবে, সে যেন দ্বীপের আশেপাশে পৌছালে আমার হাউজের ব্যানার উড়িয়ে দেয়। ওরা অপরিচিত কাউকে দেখলে ঘাবড়ে যেতে পারে। ও যদি এটা করতে না চায়, ওকে দিয়ে এটা করানোর জন্য যা যা লাগে, তা-ই তা-ই করবে। লর্ড স্ট্যানিসের হাতে দেয়ার জন্য একটা চিঠি দিচ্ছি তোমাকে। শুধু ওকেই দেবে, আর কাউকে না। না ওর স্টুয়ার্ড, না ওর রক্ষীদের ক্যাপ্টেন, না ওর স্ত্রী, শুধুমাত্র ওকে।'

'আপনি য বলবেন, মি লর্ড।'

BanglaBook.org

টমার্ড চলে যাওয়ার পর টেবিলের ওপর জ্বলতে থাকা মোমবাতির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লর্ড এডার্ড স্টার্ক। এক মুহূর্তের জন্য ওর কষ্টগুলো গ্রাস করে ফেললো ওকে। ও এখন গডসউডে যেতে চাইছে, ওখানে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে চাইছে রবার্ট ব্যারাথিয়নের জীবনের জন্য। ও তার ভাইয়ের চেয়েও বেশি কিছু ছিলো। লোকজন পরে বলবে, এডার্ড স্টার্ক রাজার বন্ধুত্বের সাথে বেইমানি করেছে, ওর ছেলেদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ও শুধু এটুকুই আশা রাখতে পারে যে দেবতারা অন্তত জানবেন সত্য কোনটা, আর ওপাশের জগতে গিয়ে রবার্ট সবকিছু নিজেই জানতে পারবে।

রাজার চিঠিটা হাতে তুলে নিলো নেড। হলুদ মোম দিয়ে বন্ধ করা আছে পাকানো, সাদা পার্চমেন্টের মুখ, চিঠির গায়ে কয়েক ফোঁটা রক্তবিন্দু। জয় আর পরাজয়ের মাঝের স্থানটা কতই না সরু, ঠিক যেমনটা জীবন আর মৃত্যুর মাঝের স্থানটা সরু।

কাগজ নিয়ে সে তার দোয়াত কালিতে চুবালো। *হাউজ ব্যারাথিয়নের মহামান্য স্ট্যানিস*, লিখলো সে। *আপনি এই চিঠি যখন হাতে পাবেন, ততক্ষণে আপনার ভাই রবার্ট, মানে আমাদের রাজা, যে গত পনেরো বছর ধরে এই সাম্রাজ্য শাসন করেছে, আর জীবিত থাকবে না। কিংসউডে শিকার করার সময় এক বুনো শূকর ওকে চিরে ফেলেছে।*

কাগজের ওপরেই মোচড়াচ্ছে শব্দগুলো, পাক খাচ্ছে। ওর হাত কাগজের এক জায়গায় এসে থেমে গেল। লর্ড টাইউইন আর স্যার জেইমি অসম্মানকে স্বাভাবিকভাবে নেয়ার লোক নয়; ওরা পালিয়ে না গিয়ে যুদ্ধ করবে। জন অ্যারিনের মৃত্যুর পর লর্ড স্ট্যানিস যে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু এখন তার উচিত সমস্ত বাহিনী নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব কিংস ল্যান্ডিং-এ চলে আসা।

প্রতিটা শব্দ অনেক ভেবে-চিন্তে লিখছে সে। লেখা শেষ করার পর ও স্বাক্ষর করলো: এডার্ড স্টার্ক, উইন্টারফেলের লর্ড, রাজার মুখ্য উপদেষ্টা, সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা। এরপর শোষক কাগজ দিয়ে অতিরিক্ত কালি শুষে নিয়ে কাগজটা দুইবার ভাঁজ করলো, আর তারপর সিলের মোম গলাতে শুরু করে দিলো মোমবাতির আলোয়।

ওর ভারপ্রাপ্ত ক্ষমতার মেয়াদ খুবই সংক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে, মোমের গলে যাওয়া দেখতে দেখতে ভাবছে সে। নতুন রাজা তার নিজের জন্য আরেকজন মুখ্য উপদেষ্টা খুঁজে নেবে। আর তারপর বাড়িতে ফিরে যাবে নেড। উইন্টারফেলের কথা মাথায় আসতেই ওর মনে মলিন হাসি ফুটে উঠলো। ব্র্যানের হাসি আরেকটাবার শুনতে পাবে সে, রবের সাথে পাখি শিকারে যাবে আবারো, রিকনকে আরেকবার খেলতে দেখবে। নিজের বিছানায় ক্যাটলিনের পাশে শুয়ে দুঃস্বপ্নবিহীন একটি রাত কাটাতে চায় সে।

BanglaBook.org

নরম মোম দিয়ে সিলগালা করার সময় ফিরে এলো কেইন। ওর সাথে আছে ডেসমন্ড আর লিটলফিঙ্গার। ধন্যবাদ দিয়ে রক্ষীদেরকে ফেরত পাঠালো সে।

লর্ড পিটার বেইলিশ নীল মখমলের টিউনিক পরে আছে, হাতাগুলো ফুলানো, রূপালি স্কন্ধাবরণ মকিংবার্ড দিয়ে খচিত। 'আপনাকে অভিনন্দন জানানো উচিত আমার,' বসতে বসতে বললো সে।

নেড ভ্রু কুঁচকালো। 'রাজা খুবই আহত অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে, মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে সে।'

'জানি আমি,' লিটলফিঙ্গার বললো। 'আর এটাও জানি যে রবার্ট আপনাকে সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা বানিয়েছে।'

নেডের চোখ মুহূর্তের জন্য টেবিলে রাখা চিঠিটার দিকে গেল, সিলটা এখনো আগের মতোই আছে। 'আর এটা আপনি কীভাবে জানেন, মাই লর্ড?'

'ভ্যারিস এইটুকু আভাসা দিয়েছে,' লিটলফিঙ্গার বললো। 'আর আপনি এইমাত্র সেটা নিশ্চিত করলেন।'

রাগে ওর মুখ বেঁকে আসলো। 'ভ্যারিস আর ওর খুদে পাখিদের নিকুচি করি। ক্যাটলিন ঠিকই বলে, লোকটা কালো জাদু জানে। আমি ওকে বিশ্বাস করি না।'

'চমৎকার। আপনি শিখছেন তাহলে।' লিটলফিঙ্গার আরো কাছে ঝুঁকে এলো। 'আপনি নিশ্চয়ই খোজাটার ব্যাপারে কথা বলার জন্য এই মাঝরাতে আমাকে ডাকেননি?'

'না,' নেড স্বীকার করলো। 'কোন রহস্য আড়াল করার জন্য জন অ্যারিনকে খুন করা হয়েছে সেটা আমি জানি। রবার্ট তার মৃত্যুর পর কোনো সত্যিকারের উত্তরাধিকারী রেখে যেতে পারবে না। জফরি আর টমেন জেইমি ল্যানিস্টারের জারজ সন্তান, রাণীর সাথে অজাচারের ফসল।'

ভ্রু তুললো লিটলফিঙ্গার। 'ধাক্কা খাওয়ার মতো ব্যাপার,' সে এমন এক স্বরে বললো যেখানে ধাক্কার কোনো স্থানই নেই। 'মেয়েটাও ওরই তাহলে? অবশ্যই। অতএব, রাজা মরে যাওয়ার পর...'

'সিংহাসন নিজে থেকেই রবার্টের দুই ভাইয়ের বড়জন, লর্ড স্ট্যানিসের কাছে চলে যাবে।'

দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে লর্ড পিটার। 'এরকমই হওয়ার কথা। যদিনা...'

'*যদিনা*, মাই লর্ড? এখানে বিভ্রান্তির কোনো স্থানই নেই। লর্ড স্ট্যানিসই এখন প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কোনো কিছুই সেটা পরিবর্তন করতে পারবে না।'

'স্ট্যানিস আপনার সাহায্য ছাড়া সিংহাসন দখলে নিতে পারবে না। আপনি যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যেন জফরিই সিংহাসনে বসতে পারে।'

BanglaBook.org

ওকে পাথুরে দৃষ্টি উপহার দিলো নেড। 'আপনার ভেতর কি আত্মসম্মানের ছিঁটেফোটাও নেই?'

'ওহ, এক ফোঁটা আছে অবশ্যই,' কথাটাকে পাত্তা না দিয়ে বললো লিটলফিঙ্গার। 'আমার কথা ভালো করে শুনুন। স্ট্যানিস না আপনার বন্ধু, না আমার। এমনকি ওর ভাইয়েরাও তাকে সহ্য করতে পারে না। ও অবশ্যই নতুন উপদেষ্টা আর নতুন কাউন্সিল গঠন করবে। হ্যাঁ, মুকুট ওর হাতে তুলে দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেবে সে, কিন্তু এর জন্য ও আপনাকে মন থেকে ভালোবাসবে, এটা আশা করবেন না। আর ওর এখানে আগমনের মানে হচ্ছে, যুদ্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত সার্সি আর তার জারজরা বেঁচে আছে, স্ট্যানিস শান্তিতে শাসন করতে পারবে না। আপনার কী মনে হয়, কেউ তার মেয়ের মাথা কাটার চিন্তা করছে, এটা জানার পরেও লর্ড টাইউইন বসে বসে দেখবেন? কাস্টার্লি রক জেগে উঠবে, আর সাথে জাগবে আরো অনেকে। রাজা এরিসের হয়ে যেসব লোক আগে কাজ করেছে, তারা রবার্টের প্রতি আনুগত্যের ওয়াদা করার পর সে ওদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলো। কিন্তু স্ট্যানিস এত ক্ষমাশীল নয়। স্টর্মস এন্ডের সেই অবরোধের কথা ও ভুলে যায়নি, লর্ড টাইরেল আর রেডওয়াইনরাও না। ড্রাগন ব্যানারের নিচে অথবা বেইলন গ্রেজয়ের হয়ে যারা যুদ্ধ করেছে তাদের সবার ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে এখানে। স্ট্যানিসকে আয়রন থ্রোনে বসান, পুরো সাম্রাজ্যের রক্ত ঝরবে।

'মুদ্রার অপর পাশে দেখুন এবার। জফরি মাত্র বারো বছরের শিশু, আর রবার্ট আপনাকে পদাধিকার দিয়েই দিয়েছে। আপনি এখন একই সাথে রাজার মুখ্য উপদেষ্টা আর রাজ্যের রক্ষক। ক্ষমতা এখন আপনার, লর্ড স্টার্ক। ল্যানিস্টারদের সাথে আপনার ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন। ইম্পটাকে ছেড়ে দিন। সানসার সাথে বিয়ে দিন জফরির। আপনার ছোট মেয়েটাকে দিন টমেনের সাথে। আর আপনার উত্তরাধিকারীকে দিন মার্সেলার সাথে। জফরি প্রাপ্তবয়স্ক হতে আরো চার বছর আছে, ততদিনে সে আপনাকে বাবার চোখে দেখতে শুরু করে দেবে, আর যদি না দেখে...চার বছর কম সময় না, লর্ড স্টার্ক। স্ট্যানিসের ব্যবস্থা করার জন্য যথেষ্ট সময়। এরপর, যদি জফরি ঝামেলাবাজ ধরনের হয়, তবে আমরা ওর *ছোট্ট সত্যটা* সবার সামনে মেলে ধরবো, এরপর ক্ষমতায় বসিয়ে দেবো লর্ড রেনলিকে।'

'আমরা?' ভ্রু তুললো নেড।

কাঁধ উঁচু করলো লিটলফিঙ্গার। 'আপনার বোঝার অংশীদার হওয়ার জন্য কাউকে তো লাগবেই। আমি নিশ্চিত করছি, আমার মূল্য আপনার ধরাছোঁয়ার ভেতরেই থাকবে।'

'আপনার মূল্য,' নেডের স্বর বরফের ন্যায় শীতল হয়ে এলো। 'লর্ড বেইলিশ, আপনি যা বলছেন তার অপর নাম বিশ্বাসঘাতকতা।'

BanglaBook.org

'শুধু আমরা হেরে গেলেই।'

'আপনি ভুলে গেছেন,' নেড ওকে বললো। 'আপনি জন অ্যারিনের কথা ভুলে গেছেন। জোরি কাসেলের কথাও। আর আপনি এটাও ভুলে গেছেন।' ড্যাগারটা বের করে ওদের মাঝখানে টেবিলে রাখলো সে; ড্রাগনবোন আর ভ্যালিরিয়ান স্টিল দিয়ে তৈরি অস্ত্রটা সঠিক আর ভুলের মাঝের পার্থক্যের মতোই ধারালো, কিংবা সত্য আর মিথ্যার মাঝের পার্থক্যের মতো, অথবা জীবন আর মৃত্যুর মাঝের পার্থক্যের মতো। 'ওরা আমার ছেলের গলা কাটার জন্য মানুষ পাঠিয়েছিলো, লর্ড বেইলিশ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো লিটলফিঙ্গার। 'আমি ভুলে গেছি বলেই মনে হচ্ছে, মাই লর্ড। দয়া করে ক্ষমা করে দিন। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমি একজন স্টার্কের সাথে কথা বলছি।' ওর মুখের এক প্রান্ত মুদ্রাদোষের কারণে বেঁকে গেল। 'তাহলে স্ট্যানিস আর যুদ্ধই থাকলো?'

'এখানে *থাকার* কিছু নেই। স্ট্যানিসই প্রকৃত উত্তরাধিকারী।'

'সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তার সাথে তর্ক করার যোগ্যতা আমার নেই। আমি তাহলে আর কীভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে? আমার জ্ঞান দিয়ে নয় নিশ্চয়ই?'

'আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো আপনার...জ্ঞানকে ভুলে থাকার,' তিক্ততার সাথে বললো নেড। 'আমি আপনাকে এখানে ডেকেছি কারণ আপনি ক্যাটলিনকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন। সময়টা আমাদের সবার জন্যই খুব ভয়ংকর। রবার্ট আমাকেই রক্ষাকারী বানিয়েছে, সত্য, কিন্তু পুরো দুনিয়ার চোখে জফরিই ওর ছেলে আর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। রাণীর হাতে এক ডজন নাইট আর অন্তত একশজন সশস্ত্র সেনা আছে, যারা তার হয়ে যেকোনো কিছুই করবে। আমার নিজের হাউজের রক্ষীদের হারিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আর আমরা যে এখন কথা বলছি, আমি নিশ্চিত ঠিক এই সময়ে ওর ভাই জেইমি কিংস ল্যান্ডিং-এর দিকেই আসছে। সাথে আছে ল্যানিস্টারদের সেনাবাহিনী।'

'আর আপনি সেনাবিহীন।' টেবিলের উপর থাকা ড্যাগারটা নিয়ে খেলছে লিটলফিঙ্গার, খুব ধীরে ধীরে হাত দিয়ে ঘোরাচ্ছে। 'ল্যানিস্টার আর লর্ড রেনলির ভেতর কিছুটা বিদ্বেষ আছে। ব্রোঞ্জ ইয়ান রয়েস, স্যার বেইলন সোয়ান, স্যার লরেস, ল্যাডি টান্ডা, রেডওয়াইন যমজ...এদের প্রত্যেকের সাথে এই রাজসভায় নাইট আর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রক্ষী আছে।'

'রেনলির ব্যক্তিগত রক্ষী আছে মাত্র ত্রিশজন। বাকিদের তো আরো কম। মোটেও যথেষ্ট নয়, এমনকি আমি যদি নিশ্চিতও হই যে ওরা সবাই ওদের বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে। গোল্ড ক্লোকদের অবশ্যই আমার দখলে আনতে হবে। নগররক্ষীর সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এরা শহর, প্রাসাদ আর রাজার শান্তি রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

BanglaBook.org

'আহ, কিন্তু যখন রাণী একজন রাজার কথা বলবে আর মুখ্য উপদেষ্টা বলবে আরেকজনের কথা, তখন তারা কার শান্তি রক্ষা করবে?' লর্ড পিটার ড্যাগারটাকে টেবিলের ওপর রেখে ঘোরাচ্ছে। ছুরিটা ঘুরছে সজোরে, একের পর এক পাক খেয়েই যাচ্ছে। যখন ছুরিটা থামলো, নেড দেখলো ছুরির প্রান্তটা লিটলফিঙ্গারের দিকে তাক করা আছে। 'এইতো আপনার প্রশ্নের উত্তর,' হাসতে হাসতে বললো সে। 'ওরা তাকেই অনুসরণ করবে যে ওদেরকে পয়সা দেবে।' পেছন দিকে হেলান দিয়ে নেডের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে, ওর ফ্যাকাশে-সবুজ চোখে উপহাস ফুটে উঠেছে। 'আপনি নিজের আত্মসম্মানকে বর্ম হিসেবে পরতে পারেন, স্টার্ক। ভাবছেন এই বর্ম আপনাকে নিরাপদ রাখবে, কিন্তু এটা যা করে তা হচ্ছে, আপনাকে ভারী করে দেয়, চলাচলে সমস্যা তৈরি করে। নিজের দিকে তাকান। আপনি জানেন আপনি আমাকে এখানে কেন এনেছেন। আপনি জানেন আপনি আমাকে কী করতে বলবেন। আপনি জানেন এটাই করতে হবে...কিন্তু যেহেতু কাজটা *অসম্মানজনক*, তাই কথাগুলো আপনার গলাতেই আটকে আছে, বেরোচ্ছে না কিছুতেই।'

দুশ্চিন্তায় নেডের ঘাড় শক্ত হয়ে এলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর এতই রাগ হলো যে কথা বলতে পারছিলো না সে।

লিটলফিঙ্গার হাসলো। 'আপনার মুখ দিয়েই কথাটা বের করা উচিত আমার, কিন্তু কাজটা নিষ্ঠুরের মতো হবে...ভয় পাবেন না, সম্মানিত লর্ড। ক্যাটলিনের জন্য যে ভালোবাসা আমার হৃদয়ে আছে, তার জন্যই আমি এখুনি জ্যানোস স্লিন্টের কাছে যাবো, নিশ্চিত করবো যে নগররক্ষীরা কেবল আপনারই। ছয় হাজার স্বর্ণমুদ্রাতেই হবে। এক তৃতীয়াংশ কমান্ডারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ অফিসারদের জন্য, আর বাকি এক তৃতীয়াংশ রক্ষীদের জন্য। আমরা হয়তো এর অর্ধেক দিয়েও ওদেরকে কিনে ফেলতে পারি, কিন্তু আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছি না।' এক গাল হেসে ড্যাগারটা তুলে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে দিলো সে, হাতলটা এখন নেডের দিকে তাক করা আছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জন

আপেল-কেক আর ব্লাড সসেজ দিয়ে সকালের খাবার খাচ্ছে জন, এমন সময় বেঞ্চের ওপর ধপাস করে বসে পড়লো স্যামওয়েল টার্লি। 'আমাকে সেপ্টে ডেকেছে,' উত্তেজিত স্বরে বললো স্যাম। 'প্রশিক্ষণ থেকে রেহাই দিয়েছে আমাকে। আমাকে নাকি তোমাদের সাথেই ভাই হিসেবে গ্রহণ করা হবে। বিশ্বাস হয়?'

'না, সত্যি?'

'সত্যি! আমাকে নাকি মেইস্টার এইমনকে সাহায্য করতে হবে, লাইব্রেরি আর পাখিদের কাজে। উনার নাকি পড়ালেখা জানা কাউকে প্রয়োজন।'

'তুমি এই কাজ ভালোই পারবে,' জন বললো, হাসছে ও।

উদ্বিগ্নভাবে চারপাশে নজর বোলালো স্যাম। 'যাওয়ার সময় হয়েছে নাকি? আমি দেরি করতে চাইছি না, ওরা যদি মত পরিবর্তন করে ফেলে?' আগাছা ভর্তি চত্বর ধরে যাওয়ার সময় ও সত্যিকার অর্থেই যেন উড়ছিলো। দিনটা বেশ উষ্ণ আর সূর্যালোকে সিক্ত। দেয়ালের পাশ দিয়ে ছোটখাটো খাঁড়ি তৈরি করে গড়িয়ে পড়ছে জল, দেখে মনে হচ্ছে বরফের গায়ে স্ফুলিঙ্গ হচ্ছে আর জ্বলছে।

দক্ষিণের জানালা দিয়ে আগত প্রভাতের আলো সেপ্টের ভেতরে থাকা বিশাল স্ফটিকটার গায়ে এসে পড়ছে, বেদির গায়ের ওপর সৃষ্টি করেছে রংধনু। স্যামকে দেখামাত্র পিপের মুখ ঝট করে খুলে গেল, গ্রেনের পাঁজরে গুঁতো দিলো টোড, কিন্তু কেউই একটা শব্দও উচ্চারণ করলো না। সেপ্টন সেলাডর একটা অঙ্গারধানী ঘোরাচ্ছে, বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে ধূপের সুগন্ধ। এই সুগন্ধ জনকে মনে করিয়ে দিচ্ছে উইন্টারফেলে লেডি স্টার্কের সেই ছোট্ট সেপ্টের কথা। সেপ্টনকে দেখে বেশ প্রশান্ত মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

উপরের দিকের অফিসাররা একত্রে এলেন; মেইস্টার এইমন এলেন ক্লাইডাসের ঘাড়ে ভর করে, স্যার অ্যালিসার সবসময়ের মতোই বিষণ্ন, শীতল দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছেন, লর্ড কমান্ডার মরমন্ট কালো উলের তৈরি ঝকঝকে ডাবলেট পরে এসেছেন। ওদের পেছনে আছে তিন সংঘের প্রধানরা: লালমুখো লর্ড স্টুয়ার্ড বোওয়েন মার্শ, ফার্স্ট বিল্ডার ওথেল ইয়ারউইক আর স্যার জ্যারেমি রাইকার, যে বেনজেন স্টার্কের অবর্তমানে রেঞ্জারদের দায়িত্ব নিয়েছে।

বেদির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মরমন্ট, তার প্রশস্ত টাক মাথায় রংধনুর প্রতিচ্ছবি জ্বলজ্বল করছে। 'তোমরা আমাদের কাছে এসেছিলে নির্বাসিত মানুষ হিসেবে,' তিনি শুরু করলেন। 'ধর্ষক, ঋণগ্রস্ত, খুনি আর চোর হিসেবে। তোমরা এসেছিলে শিশু হিসেবে। একা এসেছিলে, শেকলে বাঁধা ছিলো তোমাদের হাত, তোমাদের না ছিলো কোনো বন্ধু না ছিলো কোনো সম্মান। তোমরা এসেছিলে ধনী হিসেবে, অথবা গরীব হিসেবে। তোমাদের কেউ কেউ বিখ্যাত হাউজগুলোর নাম বহন করে। অন্যরা হয় জারজ নাহয় উপাধিবিহীন। তাতে কিছুই যায় আসে না। সব এখন অতীত। এই দেয়ালে আমরা সবাই একই গৃহের বাসিন্দা।

'আজ সূর্য যখন ডুবে যাবে, রাত নেমে আসতে শুরু করবে এই দেয়ালে, সেই আঁধারের মাঝে শপথ নেবে তোমরা। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই তোমরা হয়ে যাবে নাইটস ওয়াচের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাই। তোমাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তোমাদের সমস্ত ঋণ ভুলে যাওয়া হবে। এই কারণে তোমাদেরকেও ভুলে যেতে হবে তোমাদের বিগত জীবনের সমস্ত আনুগত্য, সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত ভুল আর সমস্ত পুরোনো ভালোবাসা। আজ এখানেই হবে তোমাদের নতুন জীবনের সূচনা।

'নাইটস ওয়াচের একজন লোক এই জগতের জন্য বাঁচে। কোনো রাজার জন্য নয়, নয় কোনো লর্ডের জন্য। না কোনো হাউজের সম্মানের জন্য, না কোনো স্বর্ণের জন্য, অথবা কোনো মেয়ে মানুষের জন্য। শুধুমাত্র এই জগতের জন্য, এর ভেতরের সমস্ত মানুষের জন্য। নাইটস ওয়াচের একজন ব্যক্তি কখনো কোনো স্ত্রী গ্রহণ করবে না, কোনো সন্তানের পিতা হবে না। আমাদের স্ত্রী হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব। আমাদের প্রেমিকা হচ্ছে আমাদের সম্মান। আর তোমরাই হচ্ছো আমাদের সন্তান।

'শপথের শব্দগুলো শিখে নিয়েছ তোমরা। ওগুলো বলার আগে খুব ভালো করে আরেকবার ভেবে দেখো। কারণ একবার যখন এই দলে ঢুকে যাবে, আর কোনো ফিরে যাওয়া নেই। ছেড়ে যাওয়ার শাস্তি মৃত্যু।' আবার বলতে শুরু করার আগে কয়েক মুহূর্ত বিরতি নিলেন তিনি। 'তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে যে আমাদের ছেড়ে যেতে চাও? যদি চাও, তবে এখনই চলে যেতে পারো, কেউই তোমাদের সম্পর্কে খারাপ ভাববে না।'

BanglaBook.org

কেউই নড়লো না।

'চমৎকার,' বললেন মরমন্ট। 'আজ সন্ধ্যা নামতেই তোমরা শপথ নিতে পারো, সেপ্টন স্যালাডর আর তোমাদের সংঘের প্রধানের সামনে। তোমাদের মাঝে কেউ পুরোনো দেবতায় বিশ্বাস করো?'

জন উঠে দাঁড়ালো। 'আমি, মাই লর্ড।'

'তুমি নিশ্চয়ই তোমার আংকেলের মতোই হৃদবৃক্ষের সামনে শপথ নিতে চাও?' মরমন্ট বললেন।

'জ্বি, মাই লর্ড,' জন বললো। সেপ্টের দেবতাদের সাথে ওর কোনো সম্পর্কই নেই; ওর ধমনীতে বইছে আদি মানবদের রক্ত।

ওর পেছনে ফিসফিস করলো গ্রেন। 'এখানে কোনো গডসউড নেই। নাকি আছে? আমি এখানে কোনো গডসউড দেখিনি।'

'তোমার সামনে একদল ওরক্স আসলেও তুমি খেয়াল করবে না, যতক্ষণ না ওরা তোমাকে তুষারের ভেতর পিষে দিচ্ছে,' পিপ পেছন দিকে পালটা ফিসফিস করলো।

'অবশ্যই দেখবো,' গ্রেন জোর দিয়ে বললো। 'আমি ওদেরকে অনেক দূর থেকেই দেখবো।'

মরমন্ট নিজেই গ্রেনের দ্বিধাকে স্বীকার করলেন। 'ক্যাসল ব্ল্যাকের কোনো গডসউডের দরকার নেই। এই দেয়ালের ওপাশে ভূতুড়ে বনটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেভাবে শুরুতে ছিলো, অ্যান্ডালরা ন্যারো সী পার হয়ে সপ্ত দেবতাকে আনারও আগে। তুমি এখান থেকে আধা লীগ দূরে একটা উইয়ারউড বৃক্ষ পাবে। সেই সাথে হয়তো তোমার দেবতাদেরকেও।'

'মাই লর্ড।' কণ্ঠটা জনকে বিস্মিত করে দিলো, পেছনে তাকাতে বাধ্য হলো সে। স্যামওয়েল টার্লি নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ওর পোশাকের কোনা দিয়ে হাতের তালুর ঘাম মুছে নিচ্ছে সে। 'আমিও কি...আমিও কি যেতে পারি ওর সাথে? ঐ বৃক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নেয়ার জন্য?'

'হাউজ টার্লিও কি পুরোনো দেবতাদের মানে?' মরমন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

'না, মাই লর্ড,' নার্ভাসভাবে জবাব দিলো স্যাম। উঁচু অফিসারদের বেশ ভয় পায় সে, জন ভালো করেই জানে, বিশেষ করে বুড়ো ভালুককে। 'হর্ন হিলের উপরে থাকা সেপ্টে সপ্ত দেবতার আলোয় আমার নাম রাখা হয়েছিলো, ঠিক যেভাবে আমার বাবা, তার বাবা এবং সমস্ত টার্লির নাম রাখা হয়েছে হাজার বছর ধরে।'

'তুমি নিজের বাবা আর তার হাউজের দেবতাদের ত্যাগ করতে চাইছো কেন?' স্যার জ্যারেমি রাইকার অবাক হয়ে বললো।

BanglaBook.org

'নাইটস ওয়াচই এখন আমার হাউজ,' স্যাম বললো। 'সপ্ত দেবতারা কখনোই আমার প্রার্থনার জবাব দেননি। হয়তো পুরোনো দেবতারা দেবেন।'

'তোমার যা ইচ্ছা,' মরমন্ট বললেন। জনকে অনুসরণ করে স্যাম ওর আসনে বসলো। 'তোমাদের সবাইকেই আমরা কোনো না কোনো সংঘে ফেলেছি, তোমাদের নিজস্ব শক্তি, দক্ষতা আর আমাদের প্রয়োজন অনুসারে।' বোওয়েন মার্শ এগিয়ে এসে তার হাতে একটা কাগজ তুলে দিলো। কাগজটা খুলে পড়তে শুরু করে দিলেন লর্ড কমান্ডার। 'হাইডার যাবে বিল্ডারদের দলে,' শুরু করলেন তিনি। হাইডার শক্তভাবে মাথা নত করে নিজের সম্মতি জানিয়ে দিলো। 'গ্রেন যাবে রেঞ্জারদের দলে। আলবেট, বিল্ডার। পাইপার, রেঞ্জার।' জনের দিকে তাকিয়ে নিজের কানে মোচড় দিলো পিপ। 'স্যামওয়েল, স্টুয়ার্ড।' নিশ্চিন্ত মনে আসনে হেলান দিলো স্যাম, রেশমের রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে এখন। 'ম্যাথার, রেঞ্জার। ড্যারিয়ন, স্টুয়ার্ড। টোডার, রেঞ্জার। জন, স্টুয়ার্ড।'

স্টুয়ার্ড? কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর মনে হলো সে ঠিকঠাক শুনতে পায়নি। মরমন্ট হয়তো পড়তে ভুল করেছেন। ও দাঁড়িয়ে পড়লো, মাত্র মুখ খুলতে শুরু করেছে, বলতে চাইছে ওদের কোথাও কোনো একটা ভুল হয়েছে...আর তারপর ওর নজর পড়লো স্যার অ্যালিসারের দিকে। একদৃষ্টিতে ওকে দেখছেন তিনি, চোখগুলো জ্বলছে, যেন অবসিডিয়ান শিলা কুঁদে তৈরি। সাথে সাথে ও যা বোঝার বুঝে ফেললো।

বুড়ো ভালুক কাগজটা দলা পাকিয়ে ফেললেন। 'তোমাদের প্রধানরা তোমাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে। দেবতারা তোমাদের ভালো রাখুক।' ওদের উদ্দেশ্যে হালকা একটু ঝুঁকে চলে গেলেন তিনি। স্যার অ্যালিসারও গেলেন তার সাথে, মুখে লেপটে আছে পাতলা হাসি। ক্যাসল ব্ল্যাকের অস্ত্রাধ্যক্ষকে এর আগে এতটা খুশি হতে কখনো দেখেনি জন।

'রেঞ্জাররা আমার সাথে এসো,' ওরা চলে যাওয়ার সাথে সাথে ডাক দিলো স্যার জ্যারেমি রাইকার। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো পিপ, একদৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কানগুলো লাল হয়ে আছে ওর। চওড়া হাসি দিচ্ছে গ্রেন, এখনো বুঝতে পারেনি যে কিছু একটা ঠিকঠাক নেই এখানে। ওদের পাশেই উদিত হয়েছে ম্যাট আর টোড, সবাই মিলে স্যার জ্যারেমিকে অনুসরণ করে সেপ্টের বাইরে চলে যাচ্ছে।

'বিল্ডারদের দল,' হাঁক ছাড়লো লম্বা চোয়ালের ওথেল ইয়ারউইক। হাইডার আর আলবেট ওর পেছনে পেছনে চলে গেল।

অবিশ্বাসের সাথে চারপাশে তাকাচ্ছে জন, অদ্ভুত এক ধরনের অনুভূতি হচ্ছে। মেইস্টার এইমনের চোখ অন্য একদিকে নিবদ্ধ হয়ে আছে। বেদির ওপরে স্ফটিক

BanglaBook.org

সাজাচ্ছে সেপ্টন। বেঞ্চে এখন শুধুমাত্র বসে আছে স্যাম আর ড্যারিয়ন; একজন মোটা ছেলে, একজন গায়ক...আর ও নিজে।

লর্ড স্টুয়ার্ড বোওয়েন মার্শ নিজের মোটাসোটা হাত ঘষলো। 'স্যামওয়েল, দাঁড়কাকশালা আর লাইব্রেরিতে মেইস্টার এইমনকে সাহায্য করবে তুমি। চেট যাবে কুকুরশালায়, কুকুরদের দেখাশোনা করার জন্য। স্যাম, ওর ঘরেই থাকবে তুমি, যাতে করে দিন-রাত মেইস্টারের খুব কাছাকাছি থাকতে পারো। আমি আশা করি তুমি তার খুব ভালো যত্ন নেবে। ওনার অনেক বয়স হয়েছে, আর উনি আমাদের কাছে অনেক দামি।'

'ড্যারিয়ন, আমি শুনেছি তুমি অনেক উঁচু লর্ডের টেবিলে বসে গান করেছ, ওদের সাথে একসাথে খাবার খেয়েছ। আমরা তোমাকে ইস্টওয়াচে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাণিজ্য জাহাজগুলো যখন আসবে, তখন হয়তো তোমার অভিজ্ঞতা কোটার পাইকের কাজে আসবে। লবণ মাখানো গরুর মাংস আর জারিত মাছের জন্য অনেক বেশিই খরচ করতে হচ্ছে আমাদের, আর সেই সাথে অলিভ অয়েলের মান খুবই কমে গেছে। ওখানে যাওয়ার পর বোরকাসের সামনে উপস্থিত হবে, ও তোমাকে তোমার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে।'

জনের দিকে তাকিয়ে হাসলো মার্শ। 'লর্ড কমান্ডার মরমন্ট নিজে তোমাকে তার স্টুয়ার্ড করার জন্য অনুরোধ করেছেন, জন। লর্ড কমান্ডারের টাওয়ারে ওনার কক্ষগুলোর মাঝখানের একটা কামরায় থাকবে তুমি।'

'আর আমার কাজ কী হবে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলো জন। 'আমাকে লর্ড কমান্ডারের খাবার তৈরি করতে হবে? ওনাকে কাপড় পরতে সাহায্য করতে হবে? তার জন্য পানি গরম করে দিতে হবে?'

'অবশ্যই।' জনের গলার স্বর শুনে ভ্রু কুঁচকে তাকালো মার্শ। 'এর বাইরে তুমি তার হয়ে চিঠিপত্রও আদান-প্রদান করবে, ওনার কক্ষে সবসময় যেন চুল্লি জ্বলতে থাকে সে ব্যবস্থা করবে, তার বিছানার চাদর পরিবর্তন করবে, এবং এর বাইরে উনি তোমাকে আর যা যা করতে বলবেন, সব করবে।'

'তুমি আমাকে চাকর ভেবেছ?'

'না,' সেপ্টের পেছন হতে মেইস্টার এইমন বললেন। ক্লাইডাসের কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। 'আমরা তোমাকে নাইটস ওয়াচের একজন বলে ভেবেছি। কিন্তু হয়তো...হয়তো তা ভাবা আমাদের ভুল হয়েছে।'

নিজেকে এখানে দাঁড় করিয়ে রাখতে অনেক কষ্ট হচ্ছে ওর। বাকি জীবনটা কি তাহলে মাখন বানিয়ে আর মেয়েদের মতো ডাবলেট সেলাই করে কাটাতে হবে? 'আমি যেতে পারি?' দৃঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করলো সে।

BanglaBook.org

'তোমার যা ইচ্ছা,' বোওয়েন মার্শ জবাব দিলো।

ড্যারিয়ন আর স্যাম ওর সাথে এলো। প্রাঙ্গণ ধরে নিঃশব্দে নেমে আসছে ওরা। বাইরে দেয়ালের দিকে তাকালো সে। সূর্যের আলোয় চকচক করছে দেয়ালটা, গলিত বরফ অজস্র অভিক্ষেপ সৃষ্টি করে দানবীয় শরীর বেয়ে নেমে আসছে নিচের দিকে। জনের এতই রাগ উঠলো যে ওর ইচ্ছা করছে এক ঘুসি মেরে দেয়ালটা ভেঙে ফেলতে। দুনিয়া রসাতলে যাক।

'জন,' উত্তেজিতভাবে বললো স্যাম। 'দাঁড়াও। তুমি দেখতে পাচ্ছো না ওরা আসলে কী করছে?'

ক্রোধের সাথে ঘুরে দাঁড়ালো জন। 'আমি শুধু স্যার অ্যালিসারের নোংরা হাতই দেখতে পাচ্ছি, শুধু তার হাত। সে আমাকে লজ্জা দিতে চেয়েছে। ভালোই সফল হয়েছে সে।'

ড্যারিয়ন চোখ পাকিয়ে তাকালো। 'স্টুয়ার্ডের কাজ আমার আর তোমার মতো লোকের জন্য ঠিকই আছে, স্যাম, কিন্তু লর্ড স্নোর জন্য ঠিক নেই।'

'আমি তোমাদের যেকারো চেয়ে ভালো তলোয়ার চালাতে পারি, আর আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভালো ঘোড়সওয়ার,' জন পালটা জবাব দিলো, ক্ষেপে আছে ও। 'কাজটা মোটেও ঠিক হয়নি!'

'ঠিক হয়নি?' বিদ্রূপ করলো ড্যারিয়ন। 'সেদিন মেয়েটা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো, জন্মদিনের মতোই একদম নগ্ন ছিলো সে। জানালা দিয়ে আমাকে টেনে নিয়েছিলো মেয়েটা। আর আমাকেই কিনা ঠিক আর বেঠিক শেখাচ্ছো তুমি?' গদগদ করে হেঁটে চলে গেল সে।

'স্টুয়ার্ড হওয়ার ভেতর খারাপের কিছু নেই,' স্যাম জবাব দিলো।

'তোমার কি মনে হয় আমি বাকি জীবনটা ঐ বুড়ো লোকের অন্তর্বাস ধুয়ে নষ্ট করবো?'

'ঐ বুড়ো লোকটা নাইটস ওয়াচের লর্ড কমান্ডার,' স্যাম ওকে মনে করিয়ে দিলো। 'তুমি স্যারা দিন ওনার সাথেই থাকবে। হ্যাঁ, তোমাকে তার জন্য মদ ঢেলে দিতে হবে, বিছানার চাদর ধুয়ে দিতে হবে, কিন্তু তুমি তার চিঠিপত্রও আদান-প্রদান করবে। ওনার সাথে মিটিং-এ অংশ নেবে, যুদ্ধে তার স্কোয়ায়ের হবে। ছায়ার মতোই সবসময় তার সাথে থাকার সুযোগ হবে তোমার। তুমি সবই জানবে...সবকিছুর অংশ হবে...আর লর্ড স্টুয়ার্ড এইমাত্র বললেন যে মরমন্ট নিজে তোমাকে চেয়েছেন।'

'আমি যখন ছোট ছিলাম, বাবা আমাকে তার সাথে সভায় যেতে বাধ্য করতেন। যখন উনি হাই গার্ডেনে গিয়ে লর্ড টাইরেলের কাছে হাঁটু গেড়ে আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, তখনো আমাকে সাথে নিয়ে গেছিলেন। এরপর অবশ্য তিনি ডিকনকে নিয়ে

BanglaBook.org

যেতেন, আর আমাকে ফেলে যেতেন বাসায়। উনার তখন খেয়ালও থাকতো না যে আমি সভায় ছিলাম নাকি ছিলাম না। কারণ ডিকন সেখানে ছিলো। উনি তার *উত্তরাধিকারীকে* নিজের পাশে রাখতে চেয়েছিলেন, ব্যাপারটা ধরতে পারছো? উনি কী বলেন, কী করেন, সেসব দেখে শেখার জন্য। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ঠিক এই কারণেই লর্ড মরমন্ট তোমাকে পাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন, জন। এছাড়া আর কী হতে পারে? উনি নিজের হাতে তোমাকে *কমান্ডার* হিসেবে গড়ে তুলতে চান!'

কথাটা শুনে হতবাক হয়ে গেল জন, এভাবে ভেবে দেখেনি সে। কথাটা সত্য, লর্ড স্টার্ক প্রায়ই উইন্টারফেলের বিভিন্ন কাউন্সিলে রবকে নিজের পাশে রাখতেন। তাহলে কি স্যামের কথাই ঠিক? সবাই বলে, এমনকি জারজরাও নাকি এই নাইটস ওয়াচে অনেক বড় স্থানে যেতে পারে। 'আমি মোটেও কমান্ডার হতে চাইনি,' একগুঁয়ের মতো বললো সে।

'আমরা তো এখানে *আসতেই* চাইনি,' স্যাম ওকে মনে করিয়ে দিলো।

হঠাৎ করেই লজ্জা পেয়ে গেল জন স্নো। ভিতু হোক আর যা-ই হোক, স্যামওয়েল টার্লি অন্তত পুরুষের মতোই নিজের ভাগ্যকে মেনে নিতে শিখেছে। *এই দেয়ালে মানুষ তা-ই পায় যা সে অর্জন করে*, বেনজেন স্টার্কের সাথে শেষ যে রাতে কথা হয়েছিলো সে রাতে কথাগুলো ওকে বলেছিলেন তিনি। *তুমি কোনো রেঞ্জার নও, জন। তুমি ছোট্ট একটা ছেলে, যার শরীর থেকে এখনো গ্রীষ্মের গন্ধই যায়নি।* ও শুনেছে জারজরা নাকি অন্য বাচ্চাদের চেয়ে দ্রুত বড় হয়; আর দেয়ালে হয় কেউ বেড়ে উঠবে নাহয় মরবে।

গভীরভাবে শ্বাস ফেললো সে। 'তুমি ঠিকই বলেছ। আমিই বাচ্চাদের মতো কথা বলছিলাম এতক্ষণ।'

'তাহলে তুমি আমার সাথে শপথ নেবে, বলো?'

'আদি দেবতারা আমাদের অপেক্ষায় আছেন,' এক গাল হেসে বললো সে।

সেই বিকেলে ওরা দেরি করে বের হলো। ফটক বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছু দেয়ালের গায়ে নেই; ক্যাসল ব্ল্যাকে যেমন নেই, এর তিনশ মাইল ব্যাপী শরীরেও নেই। বরফ কেটে বানানো সরু সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা, ঠান্ডা, অন্ধকারাচ্ছন্ন দেয়াল ওদেরকে চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে। খানিক পরপরেই একের পর এক বাঁক নিতে হচ্ছে। তিনবার ওদের রাস্তা লোহার গরাদ দিয়ে বন্ধ পেয়েছে। প্রতিবারই বোওয়েন মার্শ চাবি দিয়ে গরাদ খুলে দেয়ার পর এগোতে পেরেছে ওরা। লর্ড স্টুয়ার্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জন, অনুভব করছে দেয়ালটা কীভাবে তার সমস্ত ভর ওদের ওপর দিয়ে দিতে চাইছে। সমাধির চেয়েও এখানকার তাপমাত্রা বেশি শীতল, বেশী স্থির। দেয়ালের উত্তর দিকের গর্ত দিয়ে যখন ওরা বেরিয়ে আলোর মুখ দেখলো, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

BanglaBook.org

হঠাৎ করে আলোর দেখা পেয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লো স্যাম, ভয়ে ভয়ে আশেপাশে তাকাচ্ছে সে। 'ওয়াইল্ডলিং...ওরা কি...ওরা নিশ্চয়ই দেয়ালের এতটা কাছে আসবে না, তাই না?'

'কখনোই আসেনি।' নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসলো জন। বোওয়েন মার্শ আর তার রেঞ্জার সহচর ঘোড়ায় চড়ে বসার পর জন তার মুখের ভেতর দুই আঙ্গুল রেখে শিস বাজালো। সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো গোস্ট।

লর্ড স্টুয়ার্ডের ঘোড়া নার্ভাস ভঙ্গিতে ডেকে উঠলো, কয়েক পা পিছিয়ে এসেছে ওটা। 'জানোয়ারটাকে সাথে নেবে নাকি?'

'হ্যাঁ, মাই লর্ড,' জন বললো। মাথা তুললো গোস্ট। বাতাসে গন্ধ নিচ্ছে সে। চোখের পলকে হারিয়ে গেল সে, আগাছাপূর্ণ প্রশস্ত মাঠের ভেতর দিয়ে দৌড়ে গাছের ভেতর উধাও হয়ে গেল।

বনের ভেতর প্রবেশ করার পর মনে হলো যেন ভিন্ন এক জগতে প্রবেশ করেছে ওরা। জন প্রায়ই ওর বাবা, জোরি আর রবের সাথে শিকার করতো। উইন্টারফেলের চারপাশে থাকা উলফসউড সে খুব ভালোভাবেই চেনে। ভূতুড়ে বনটাও অনেকটা তেমনই, এরপরেও কেমন যেন আলাদা।

সম্ভবত এমনই অনুভূত হওয়ার কথা। ওরা তাদের দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পেরিয়ে এসেছে এইমাত্র; আর এই ব্যাপারটাই সবকিছু পরিবর্তন করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানকার প্রত্যেকটা ছায়াই যেন আরো বেশি তমসাচ্ছন্ন, আরো বেশি অলুক্ষুণে। গাছগুলো আরো বেশি করে চেপে ধরেছে চারপাশ থেকে, সূর্যের আলো খুব কমই প্রবেশ করতে দিচ্ছে ভেতরে। ওদের ঘোড়ার খুরের নিচে চাপা পড়ে কড়কড় শব্দে ফেটে যাচ্ছে বরফের চাঁই, যেন কারো হাড় ভেঙে যাচ্ছে। বাতাস ভর করা পাতাগুলো ফিসফিস করছে, জনের মনে হচ্ছে যেন তার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা হাত ধেয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে। ওদের পেছনে আছে দেয়ালটা, আর শুধুমাত্র দেবতারাই জানেন সামনে কী আছে।

ওরা যখন লক্ষ্যে পৌছলো, ততক্ষণে সূর্যটা গাছের সারির আড়ালে ডুব মেরেছে। ওদের সামনেই একটা ছোট্ট মাঠে নয়টা উইয়ারউড দাঁড়িয়ে আছে বৃত্তাকারে। বাতাস টেনে বুক ভরিয়ে নিলো জন, খেয়াল করলো যে স্যাম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এমনকি উলফসউডেও দুই তিনটার বেশি সাদা গাছকে একত্রে দেখা যায় না; একসাথে নয়টা উইয়ারউড তরুদলের কথা কখনো শোনেনি কেউ। ভূমিটা পাতা দিয়ে ঢাকা, যেগুলোর উপরের দিকের অংশ রক্তাভ, নিচের দিক কালচে। প্রশস্ত গুঁড়িগুলো হাড়ের মতো ফ্যাকাশে, ওগুলোর গায়ের ওপর আঁকা নয়টা মুখ তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। চোখগুলো থেকে গড়িয়ে পড়া আঠা শুকিয়ে গেছে অনেক আগেই—লাল আঠাগুলো

BanglaBook.org

পদ্মরাগমণির মতো শক্ত। বোওয়েন মার্শ ওদেরকে আদেশ দিলো যেন ঘোড়াগুলোকে বৃত্তের বাইরেই রেখে যায়। 'এটা পবিত্র স্থান। আমরা কোনোভাবেই একে অপবিত্র করবো না।'

তরুবীথির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো ওরা। স্যামওয়েল টার্লি একে একে প্রত্যেকটা গাছের মুখের দিকেই একবার করে দেখে নিচ্ছে। প্রত্যেকটা মুখই একটা আরেকটার চেয়ে আলাদা। 'ওনারা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন,' ফিসফিস করে উঠলো সে। 'আদি দেবতারা।'

'হ্যাঁ।' জন হাঁটু গেড়ে বসলো, তার দেখাদেখি স্যামও বসে পড়লো।

একত্রে শব্দগুলো উচ্চারণ করলো তারা। পশ্চিম আকাশে নিভে যাচ্ছে সর্বশেষ আলো, ফ্যাকাশে দিন ক্রমশ পরিণত হচ্ছে রাতে।

'আমার কথাগুলো শুনুন, সাক্ষী হোন আমার শপথের,' একত্রে বলতে থাকলো তারা, আলো-আঁধারি পরিবেশের নিস্তব্ধতার মাঝে ওদের কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 'রাত নেমে আসছে, সেই সাথে শুরু হচ্ছে আমার পাহারা। এই পাহারা চলবে আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। আমার কোনো স্ত্রী থাকবে না, থাকবে না কোনো জমি, থাকবে না কোনো সন্তান। কোনো মুকুট পরবো না আমি, হবো না কোনো ঐশ্বর্যের অংশীদার। দায়িত্বের মাঝেই বাঁচবো আমি, দায়িত্বের মাঝেই মরবো। আমি সেই তলোয়ার যে লড়াই করে আঁধারের বিরুদ্ধে। আমিই এই দেয়ালের অতন্দ্র প্রহরী। আমি সেই শিখা যা জ্বলে ওঠে তীব্র ঠান্ডার মাঝেও, সেই আলো যা ডেকে আনে উষা, সেই শিঙ্গা যা নিদ্রিতকেও জাগিয়ে তোলে, সেই ঢাল যা মানুষের জগতকে রক্ষা করে। আমি নিজের জীবন আর সম্মান নাইটস ওয়াচকে দান করছি, এই রাত, আর এগিয়ে আসা সমস্ত রাতের জন্য।'

বনভূমি নীরব হয় গেল। 'তোমরা শপথ নিয়েছিলে বাচ্চা ছেলে হিসেবে,' বোওয়েন মার্শ গুরুগম্ভীর গলায় বললো। 'কিন্তু দাঁড়াবে নাইটস ওয়াচের একজন যোগ্য লোক হিসেবে।'

স্যামকে হাতে ধরে টেনে তুললো জন। রেঞ্জাররা ওদের চারপাশে জড়ো হয়েছে, হাসছে, অভিনন্দন জানাচ্ছে ওদেরকে। শুধুমাত্র বুড়ো বনকর্মী ডাইওয়েন বাদে। 'আমাদের বাড়ির পথ ধরা উচিত, মি লর্ড,' বোওয়েন মার্শকে বললো সে। 'আঁধার নেমে এসেছে, আর এই রাতের বাতাসে এমন কিছু একটার গন্ধ পাচ্ছি যা আমার একদমই পছন্দ হচ্ছে না।'

হঠাৎ করেই ফিরে এলো গোস্ট। জোড়বদ্ধ দুটো উইয়ারউডের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে সে। *শ্বেত পশম আর লাল চোখ*, জন বুঝতে পারলো, চুপ হয়ে গেছে সে। *ঠিক গাছগুলোর মতোই...*

BanglaBook.org

নেকড়েটার মুখে কিছু একটা আছে। কালো কিছু। 'ও কী নিয়ে এলো?' বোওয়েন মার্শ জিজ্ঞেস করলো, ভ্রু কুঁচকে আছে সে।

'এদিকে এসো, গোস্ট।' হাঁটু গেড়ে বসলো জন। 'জিনিসটা এদিকে নিয়ে এসো।'

ডায়ারউলফটা দুলতে দুলতে ওর কাছে চলে এলো। স্যামওয়েল টার্লির দ্রুত শ্বাস নেনার শব্দ শুনতে পাচ্ছে জন।

'দেবতারা রক্ষা করুক,' ডাইওয়েন বিড়বিড় করলো। 'এ তো কারো কাটা হাত!'

এডার্ড

ভোরের ফ্যাকাশে আলো জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে, এমন সময় খুরের শব্দে দীর্ঘ, ক্লান্তিকর ঘুম ভেঙে গেল এডার্ড স্টার্কের। টেবিল থেকে মুখটা তুলে নিচের উঠানের দিকে তাকালো সে। নিচে বর্ম, চামড়া আর গাঢ় লাল রঙা আলখাল্লা পরা বেশ কিছু লোক তলোয়ার নাড়াচ্ছে, খড় দিয়ে তৈরি পুতুল যোদ্ধাদের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে তারা। স্যান্ডর ক্লিগেন শক্ত ভূমির ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে একটা পুতুলের মাথার ভেতর বর্শা ঢুকিয়ে দিলো। ক্যানভাস ছিঁড়ে গেল, বিস্ফোরিত হলো খড়। রসিকতা করছে ল্যানিস্টার রক্ষীরা, কেউ কেউ গালিগালাজও করছে।

এই সাহসী শো কি আমাকে উদ্দেশ্য করেই করা হচ্ছে? ও ভাবলো। তা-ই যদি হয়, তাহলে সার্সিকে ও যা ভেবেছে, তার চেয়েও বেশি বোকা সে। *চুলোয় যাক সে*, ও ভাবলো, *মহিলাটা এখনো পালায়নি কেন? আমি ওকে একের পর এক সুযোগ দিয়েই যাচ্ছি...*

আজকের সকাল খুবই বিষণ্ণ, মেঘাচ্ছন্ন। নেড তার মেয়ে আর সেপ্টা মরডেইনের সাথে সকালের নাস্তা সারলো। এখনো শোকাগ্রস্ত হয়ে আছে সানসা, মুখ ভার করে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। কিছুই খেতে রাজি হচ্ছে না সে, অন্যদিকে আরিয়া সামনে যা-ই পাচ্ছে, সাবাড় করে যাচ্ছে। 'সিরিও বলেছে বিকালে জাহাজে ওঠার আগে শেষ আরেকটা অনুশীলন করা যাবে,' ও বললো। 'করি, বাবা? আমার সবকিছু গোছানোই আছে।'

'ছোট্ট অনুশীলন, এমন সময় শেষ করবে যেন গোসল আর কাপড় পরিবর্তন করার সময় তোমার হাতে থাকে। দুপুরের দিকেই যেন তোমাদেরকে আমি প্রস্তুত অবস্থায় পাই, বুঝলে?'

BanglaBook.org

'দুপুরের ভেতর,' আরিয়া বললো।

খাবারের থেকে মুখ তুললো সানসা। 'ও যদি অনুশীলন করার সুযোগ পায়, তাহলে তুমি কেন জফরিকে বিদায় জানাতে দিচ্ছো না আমাকে?'

'আমি ওর সাথে যাবো, লর্ড এডার্ড,' সেপ্টা মরডেইন বললেন। 'ওর জাহাজের সময় নিয়ে ভুল করার কোনো সুযোগই থাকবে না।'

'এই মুহূর্তে জফরির কাছে যাওয়া তোমার জন্য ঠিক হবে না, সানসা। আমি দুঃখিত।'

সানসার চোখে পানি চলে এলো। 'কিন্তু কেন?'

'সানসা, তোমার বাবা যা বলছেন ভালোর জন্যেই বলছেন,' সেপ্টা মরডেইন বললেন। 'তার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা ঠিক হচ্ছে না।'

'কাজটা একদমই ঠিক হচ্ছে না!' টেবিল থেকে নেমে এলো সানসা, এক ধাক্কায় চেয়ার সরিয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কক্ষ ত্যাগ করলো।

সেপ্টা মরডেইন উঠলেন, কিন্তু নেড তাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলো। 'ওকে যেতে দাও, সেপ্টা। আমরা সবাই নিরাপদে উইন্টারফেলে ফিরে যাওয়ার পর আমি ওকে সব বুঝিয়ে বলবো।' মাথা নাড়লেন সেপ্টা, এরপর নিজের নাস্তার দিকে মনোযোগ দিলেন।

এক ঘণ্টা পর গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল নেডের কক্ষে এলো। ওর কাঁধগুলো নেমে গেছে, যেন ঘাড়ের ওপর থাকা গ্র্যান্ড মেইস্টারের শেকলগুলো হঠাৎ করেই খুব ভারী হয়ে গেছে। 'মাই লর্ড,' ও বললো। 'রাজা রবার্ট আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। দেবতারা ওনাকে বিশ্রাম দিক।'

'না,' নেড উত্তর দিলো। 'বিশ্রাম ওর খুবই অপছন্দের ছিলো। দেবতারা ওকে ভালোবাসা আর হাসি উপহার দিক, সেই সাথে দিক যুদ্ধ জয়ের আনন্দ।' এই মুহূর্তে ও কতটা খালি অনুভব করছে, সেটা ভাবতে গেলেই অবাক লাগছে। ও জানে এটাই হবে, কিন্তু এরপরেও, এই কথাগুলো ওর ভেতরটাকে অদ্ভুতভাবে শূন্য করে দিয়েছে, মনে হচ্ছে যেন ওর ভেতরের কিছু মরে গেছে। শুধুমাত্র একটু কান্না করার অধিকার পাওয়ার জন্য সে তার সমস্ত উপাধি বিলিয়ে দিতে রাজি...কিন্তু না, ও রবার্টের মুখ্য উপদেষ্টা, আর এখন, যে সময়ের ভয় সে পাচ্ছিলো, তা এসে পড়েছে। 'কাউন্সিল মেম্বারদেরকে এখুনি আমার কক্ষে ডেকে আনুন,' পাইসেলকে বললো সে। মুখ্য উপদেষ্টার টাওয়ারকে সর্বোচ্চ যতটা নিরাপদ করা সম্ভব ততটাই নিরাপদ করেছে ও আর টমার্ড। কিন্তু কাউন্সিল মেম্বারদের কক্ষের বেলায় সেটা বলা যাচ্ছে না।

'মাই লর্ড?' পাইসেল চোখ পিটপিট করলো। 'গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আগামীকাল করা যেতে পারে, যখন আমাদের শোক একটু কমে আসবে।'

BanglaBook.org

নেডের গলা শক্ত হয়ে এলো। 'আমি এই মুহূর্তেই মিটিং আহ্বান করছি।'

মাথা নত করলো পাইসেল। 'মুখ্য উপদেষ্টা যা বলবেন।' ও তার চাকরদের ডেকে নির্দিষ্ট কিছু আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলো বিভিন্ন দিকে। আর তারপর চেয়ারে বসে মিষ্টি বিয়ারে চুমুক দিতে থাকলো।

স্যার ব্যারিস্টান সেলমি সবার প্রথমে এসে উপস্থিত হলেন, সাদা আলখাল্লা আর সোনালি বর্মে তাকে নিষ্পাপ দেখাচ্ছে।

'মাই লর্ড,' তিনি বললেন। 'আমার এখন তরুণ রাজার পাশে থাকা উচিত। দয়া করে আমাকে যেতে দিন।'

'আপনার এই মুহূর্তে এখানে থাকাটাই বেশি জরুরী, স্যার ব্যারিস্টান,' নেড বললো।

এরপরেই এলো লিটলফিঙ্গার, এখনো গত রাতের সেই নীল মখমলের পোশাক আর মকিংবার্ডের স্কন্ধাবরণ পরে আছে, সওয়ার করার কারণে বুটে ধুলো জমে আছে ওর। 'মাই লর্ডস,' ও বললো, নির্দিষ্ট কারো দিকে না তাকিয়েই হাসলো সে, এরপর তাকালো নেডের দিকে। 'আপনি আমাকে যে ছোট্ট কাজটি দিয়েছিলেন, সেটা শেষ করেছি, লর্ড এডার্ড।'

ফ্যাকাশে বেগুনি আর গোলাপি রঙের পোশাক পরে হাজির হলো ভ্যারিস, ওর গোলগাল মুখ সদ্য ঘষে পরিষ্কার করে পাউডার দেয়া হয়েছে। নরম স্লিপার জোড়া থেকে কোনো শব্দ হচ্ছে না। 'খুদে বিহঙ্গরা আজ শোক-সঙ্গীত গাইছে,' বসতে বসতে বললো সে। 'পুরো রাজ্য কাঁদছে। আমরা তাহলে শুরু করি?'

'লর্ড রেনলি আসার পর,' নেড বললো।

ভ্যারিস ওর দিকে ব্যথাতুর চোখে তাকালো। 'লর্ড রেনলি শহর ছেড়ে চলে গিয়েছেন।'

'চলে গিয়েছে?' রেনলির সাহায্যের উপর ভরসা করেছিলো নেড।

'কোনো এক গুপ্তদ্বার দিয়ে চলে গেছেন উনি, ভোরের আলো ফোটার এক ঘণ্টা আগে, সাথে ছিলেন স্যার লরেস টাইরেল আর পঞ্চাশজন লোক,' ভ্যারিস ওকে বললো। 'শেষবার যখন ওদের দেখা গিয়েছিলো, তারা তখন দক্ষিণের দিকে খুব দ্রুত যাচ্ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে যে স্টর্মস এন্ড অথবা হাই গার্ডেনের দিকেই যাচ্ছেন তারা।'

রেনলি আর তার একশ লোক চুলোয় যাক। ব্যাপারটা ওর একদমই পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু এ ব্যাপারে তার আর কিছুই করার নেই। রবার্টের শেষ চিঠি বের করলো সে। 'গত রাতে রাজা আমাকে ডেকেছিলেন, আদেশ দিয়েছিলেন তার শেষ কথাগুলো লিখে রাখতে। সিলগালা করার সময় সাক্ষী ছিলেন গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল আর লর্ড রেনলি।

BanglaBook.org

রাজার আদেশ অনুযায়ী, এই চিঠি তার মৃত্যুর পর কাউন্সিল মেম্বারদের সভায় খোলার কথা ছিলো। স্যার ব্যারিস্টান, দয়া করে সিলটা খুলে পড়বেন?'

কিংসগার্ডের লর্ড কমান্ডার কাগজটা পরীক্ষা করলেন। 'রাজা রবার্টের সিল, অক্ষত অবস্থায় আছে।' চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করে দিলেন তিনি। 'লর্ড এডার্ড স্টার্ককে সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা বানানো হয়েছে, উত্তরাধিকারী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত রাজপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।'

সত্যিটা হচ্ছে, সে এখনই প্রাপ্তবয়স্ক, নেড ভাবলো। কিন্তু মুখে কিছুই বললো না। পাইসেল আর ভ্যারিস কাউকেই সে বিশ্বাস করে না, আর স্যার ব্যারিস্টান নতুন রাজাকে রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই বয়স্ক নাইট সহজে জফরিকে ছেড়ে যাবেন না। প্রতারণার ইচ্ছা ওর মুখে তেতো হয়ে ধরা দিলো, কিন্তু ও জানে ওকে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে এখন, ওর কাউন্সিল চালু রাখতে হবে, সেই সাথে চালিয়ে যেতে হবে এই খেলা, যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজপ্রতিনিধি হিসেবে ওর স্থানটা পোক্ত হচ্ছে। আরিয়া আর সানসা নিরাপদে উইন্টারফেলে পৌঁছে যাওয়ার পর উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা করা যাবে–লর্ড স্ট্যানিস তার সমস্ত শক্তি নিয়ে কিংস ল্যান্ডিং-এ চলে আসার পর।

'কাউন্সিলের কাছে আমি দাবি জানাচ্ছি, রবার্টের শেষ ইচ্ছা হিসেবে আমাকে যেন সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়,' নেড বললো, ওদের মুখ দেখছে সে। পাইসেলের অর্ধনির্মিলিত চোখ, লিটলফিঙ্গারের অলস হাসি আর ভ্যারিসের আঙ্গুলের নার্ভাসভাবে নড়াচড়ার পেছনের ভাবনা বোঝার চেষ্টা করছে সে।

দরজা খুলে গেল। কক্ষে প্রবেশ করলো মোটা টম। 'ক্ষমা করবেন, মাই লর্ডস, রাজা সিংহাসন কক্ষে সবাইকে ডেকেছেন। এই মুহূর্তে।'

সার্সি দ্রুত আঘাত হানবে, নেড এটা আগে থেকেই জানতো; আর তাই এই আদেশ ওর কাছে বিস্ময় হয়ে ধরা দিলো না। 'রাজা মারা গেছেন,' ও বললো। 'কিন্তু আমরা এরপরেও তোমার সাথে যাবো। রক্ষীবাহিনীর ব্যবস্থা করো, টম।'

নেডকে উঠে দাঁড়ানোর জন্য হাত এগিয়ে দিলো লিটলফিঙ্গার। ভ্যারিস, পাইসেল, আর স্যার ব্যারিস্টান ওকে অনুসরণ করলো। চেইনমেইল আর ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ পরিহিত আটজন সশস্ত্র সেনা ওর টাওয়ারের বাইরে অপেক্ষায় আছে। ওরা যখন তাদেরকে এগিয়ে দিচ্ছিলো, তখন তাদের ফ্যাকাশে আলখাল্লাগুলো ধাক্কা মারছিলো বাতাসের গায়ে। ল্যানিস্টারদের গাঢ় লাল বর্ণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কেল্লা আর ফটকের আশেপাশে থাকা গোল্ড ক্লোকদের সংখ্যা দেখে নিশ্চিন্ত হলো সে।

সিংহাসন কক্ষের ফটকের সামনে জ্যানোস স্লিন্ট-এর সাথে ওদের দেখা হলো, অলংকারসমৃদ্ধ কালো আর সোনালি প্লেট দিয়ে তৈরি তার বর্ম। বাহুর নিচে শোভা পাচ্ছে

BanglaBook.org

শিরস্ত্রাণ। কমান্ডার শক্তভাবে মাথা নত করলো। ব্রোঞ্জের বন্ধনীতে মোড়ানো বিশ ফুট উঁচু বিশাল ওক কাঠের দরজাটা খুলে ফেললো তার লোকেরা।

রাজ-স্টুয়ার্ড ওদেরকে ভেতরে নিয়ে গেল। 'সকল প্রশংসা হাউজ ব্যারাথিয়ন আর হাউজ ল্যানিস্টারের মহামান্য জফরির জন্য, যে এই নামের প্রথম জন, এবং অ্যান্ডাল, রয়নার ও আদি মানবদের অধিপতি, সেই সাথে সপ্তরাজ্যের রাজা এবং এই সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা,' এক নিঃশ্বাসে বলে গেল স্টুয়ার্ড।

হলের ওপাশের যাত্রাটা অনেক দীর্ঘ মনে হচ্ছে, ওখানে আয়রন থ্রোনের উপর বসে আছে জফরি। লিটলফিঙ্গারের সাহায্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেই ছেলের দিকেই এগোচ্ছে সে, যে নিজেকে রাজা বলে দাবি করছে। অন্যরা তাকে অনুসরণ করলো। প্রথমবার যখন সে এখানে এসেছিলো, ঘোড়ার পিঠে ছিলো সে, এক হাতে তলোয়ার। ও যখন জেইমি ল্যানিস্টারকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিচ্ছিলো, তখন দেয়াল থেকে তাকিয়ে ছিলো টারগেরিয়ান ড্রাগনদের কংকাল। ও ভাবছে, জফরি এত সহজে সিংহাসন ছেড়ে দেবে কি না।

স্যার ব্যারিস্টান আর স্যার জেইমি বাদে সিংহাসনের চারপাশে কিংসগার্ডের পাঁচজন নাইট অর্ধ চন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে। পরিপূর্ণ বর্মে আছে তারা, শিরস্ত্রাণ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত কলাই করা ইস্পাত। ওদের পেছনে ঝুলছে ফ্যাকাশে আলখাল্লা, বাম হাতে বাঁধা আছে সাদা রঙের জ্বলজ্বলে ঢাল। সার্সি ল্যানিস্টারের দুই সন্তান স্যার বোরোস আর স্যার ম্যারিনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সামুদ্রিক সবুজ রঙের রেশম দিয়ে তৈরি গাউন পরে আছে রাণী, ফোমের মতো বিবর্ণ মিয়েরিশ ফিতা দিয়ে কোনাগুলো সজ্জিত আছে। তার আঙ্গুলে পায়রার ডিমের আকৃতির সোনালি আংটি দেখা যাচ্ছে, মাথায় আছে মানানসই তাজ।

ওদের উপরে, কাঁটা আর বর্শা দিয়ে তৈরি সিংহাসনে বসে আছে রাজকুমার জফরি, গায়ে দিয়েছে সোনালি ডাবলেট আর লাল স্কন্ধাবরণ। ধুলোময় প্লেট দিয়ে তৈরি বর্ম আর গর্জনরত কুকুরের মাথাবিশিষ্ট শিরস্ত্রাণ পরে সিংহাসনের খাড়া, সরু সিঁড়ির একদম নিচে দাঁড়িয়ে আছে স্যান্ডর ক্লিগেন।

সিংহাসনের পেছনে অপেক্ষায় আছে বিশজন ল্যানিস্টার রক্ষী, ওদের কোমরে ঝুলছে লম্বা তলোয়ার। টকটকে লাল আলখাল্লা জড়িয়ে আছে ওদের কাঁধে, শিরস্ত্রাণের চূড়ায় অঙ্কিত আছে সিংহ।

তবে লিটলফিঙ্গার তার কথা রেখেছে; দেয়ালে ঝুলতে থাকা রবার্টের শিকার আর যুদ্ধের চিত্রিত কাপড়ের নিচে পুরো দেয়াল জুড়ে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে আছে নগররক্ষী গোল্ড ক্লোক, প্রত্যেকটা সৈন্যের হাত কালো লোহার তৈরি চূড়াবিশিষ্ট আট ফুট দীর্ঘ বর্শার হাতল আঁকড়ে ধরে আছে। ল্যানিস্টারদেরকে পাঁচজন বনাম একজনে হারিয়ে দিচ্ছে ওরা।

BanglaBook.org

যখন থামলো, তখন নেডের পা ব্যথায় টনটন করছে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য লিটলফিঙ্গারের কাঁধে এক হাত তুলে দিলো সে।

জফরি দাঁড়ালো। ওর লাল রঙা রেশমী স্কন্ধাবরণ লাল সুতো দিয়ে অলংকরণ করা; গর্জনরত পঞ্চাশটা সিংহ একপাশে আর পেছনের পা তুলে বল্গিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা পঞ্চাশটা হরিণ অন্যপাশে। 'আমার অভিষেকের সমস্ত আয়োজন করার জন্য কাউন্সিল মেম্বারদের আদেশ দিচ্ছি,' ছেলেটা ঘোষণা করলো। 'দুই সপ্তাহের ভেতরেই মুকুট পরতে চাচ্ছি আমি। আজ আমি বিশ্বস্ত কাউন্সিলরদের কাছ থেকে তাদের আনুগত্যের শপথ নেবো।'

রবার্টের চিঠি হাতে নিলো নেড। 'লর্ড ভ্যারিস, দয়া করে লেডি ল্যানিস্টারকে এই চিঠিটা দিন।'

খোজাটা চিঠি নিয়ে সার্সির কাছে গেল। এক নজর চোখ বোলালো সে। 'সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা,' ও বললো। 'এই-ই আপনার ঢাল, মাই লর্ড? সামান্য কাগজ?' চিঠিটা ছিঁড়ে দুইভাগ করে ফেললো সে, এরপর প্রত্যেকটা ভাগকে আবারো দুইভাগ করলো, তারপর সেগুলোকে ফেলে দিলো মেঝেতে।

'ওগুলো রাজার আদেশ ছিলো,' স্যার ব্যারিস্টান বললেন, বিস্মিত হয়েছেন তিনি।

'আমাদের এখন নতুন রাজা আছে,' সার্সি ল্যানিস্টার বললো। 'লর্ড এডার্ড, শেষ যে বার কথা হয়েছিলো, আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। এবার আপনার অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেয়ার সুযোগ দিন। হাঁটু গেড়ে বসুন, মাই লর্ড। হাঁটু গেড়ে বসে আমার ছেলের কাছে আনুগত্যের শপথ নিন, তাহলে আমরা আপনাকে মুখ্য উপদেষ্টার বোঝা থেকে মুক্তি দেবো, আপনাকে উত্তরের সেই জঞ্জালপূর্ণ জায়গায় যেতে দেবো, যাকে আপনি বাড়ি বলে ডাকেন।'

'সেটা যদি সম্ভব হতো,' বিমর্ষ গলায় বললো নেড। ও তাকে এতই চাপ দিচ্ছে যে এই মুহূর্তেই ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয়া ছাড়া ওর হাতে আর কোনো উপায়ই রাখেনি সে। 'আপনার ছেলের এই সিংহাসনের ওপর কোনো অধিকার নেই। লর্ড স্ট্যানিসই প্রকৃত উত্তরাধিকারী।'

'মিথ্যুক!' জফরি চেঁচিয়ে উঠলো, লাল হয়ে গেছে ওর মুখ।

'মা, ও কী বলছে?' রাজকুমারি মার্সেলা রাণীকে জিজ্ঞেস করলো। 'জফ কি এখন রাজা নয়?'

'আপনি নিজের মুখেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করলেন,' সার্সি ল্যানিস্টার বললো। 'স্যার ব্যারিস্টান, এই বেইমানটাকে ধরুন।'

BanglaBook.org

কিংসগার্ডের লর্ড কমান্ডার ইতস্তত বোধ করছেন। চোখের পলকে তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলো স্টার্কের রক্ষীরা, বর্ম পরিহিত হাতে ইস্পাতের তলোয়ার চকচক করছে।

'আর এখন বেইমানি কথা থেকে কাজে পরিণত হয়েছে,' সার্সি বললো। 'আপনার ধারণা স্যার ব্যারিস্টান এখানে একা দাঁড়িয়ে আছেন, মাই লর্ড?' ধাতুর সাথে ধাতুর সংঘর্ষের শব্দের সাথে তলোয়ার বের করলো হাউন্ড। কিংসগার্ডের বাকি চারজন নাইট আর ল্যানিস্টারদের বিশজন রক্ষী এগিয়ে এলো ওকে সাহায্য করতে।

'ওকে মেরে ফেলো!' আয়রন থ্রোনের উপর থেকে চিৎকার করে উঠলো বালক রাজা। 'ওদের সবাইকে মেরে ফেলো, আমি আদেশ দিচ্ছি!'

'আপনি আমার হাতে আর উপায় রাখলেন না,' সার্সি ল্যানিস্টারকে বললো নেড। জ্যানোস স্লিন্টের উদ্দেশ্যে আদেশ দিলো সে। 'কমান্ডার, রাণী আর তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে যান। ওদের কোনো ক্ষতি করবেন না, স্রেফ ওদেরকে যার যার কক্ষে দিয়ে আসুন। ওরা সেখানেই থাকবে, বাইরে থাকবে রক্ষী।'

'নগররক্ষীর দল!' জ্যানোস স্লিন্ট চিৎকার করে উঠলো, শিরস্ত্রাণের আবরণ লাগিয়ে দিলো সে। একশ গোল্ড ক্লোক তাদের বর্শা এগিয়ে দিলো, এরপর এগিয়ে আসতে থাকলো সামনের দিকে।

'আমি কোনো রক্তপাত চাচ্ছি না,' নেড রাণীকে বললো। 'আপনার লোকদেরকে বলুন অস্ত্র ফেলে দিতে, কারো–'

এক ধাক্কায় নিকটবর্তী গোল্ড ক্লোক তার বর্শাটা ঢুকিয়ে দিলো টমার্ডের পেছনে। মোটা টমের বর্ম দিয়ে ঢুকে বুকের খাঁচা ফুটো করে বেরিয়ে এলো রক্তাভ তরলে সিক্ত তীক্ষ্ণ এক প্রান্ত, তলোয়ারটা ওর অনুভূতিহীন আঙ্গুল থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে ততক্ষণে। অসিটা মেঝেতে পড়ার আগেই মরে গেল সে।

নেডের চিৎকার অনেক পরে এলো। ততক্ষণে জ্যানোস স্লিন্ট নিজেই ভার্লির গলা কেটে দিয়েছে। কেইন ঘুরলো, ওর ইস্পাতের তলোয়ার ঝলসে উঠেছে, কাছে থাকা বর্শাধারীকে একের পর এক আঘাত করে সরিয়ে দিচ্ছে সে; এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, ও এখান থেকে বেরোতে পারবে। আর তারপর দৃশ্যপটে এলো হাউন্ড। স্যান্ডর ক্লিগেনের প্রথম আঘাত কেইনের তলোয়ার ধরা হাতের কবজি থেকে কেটে নিলো; ওর পরের আঘাত হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করলো কেইনকে, চিরে ফেললো কাঁধ থেকে বক্ষপিঞ্জর পর্যন্ত।

চারপাশে যখন ওর লোকেরা জীবন দিচ্ছিলো, তখন ব্লেডের ড্যাগারটা খাপ থেকে বের করে ওরই গলায় ধরলো লিটলফিঙ্গার। দুঃখজ্ঞাপক হাসি দিচ্ছে সে। 'আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম আমাকে বিশ্বাস না করতে, মনে আছে?'

BanglaBook.org

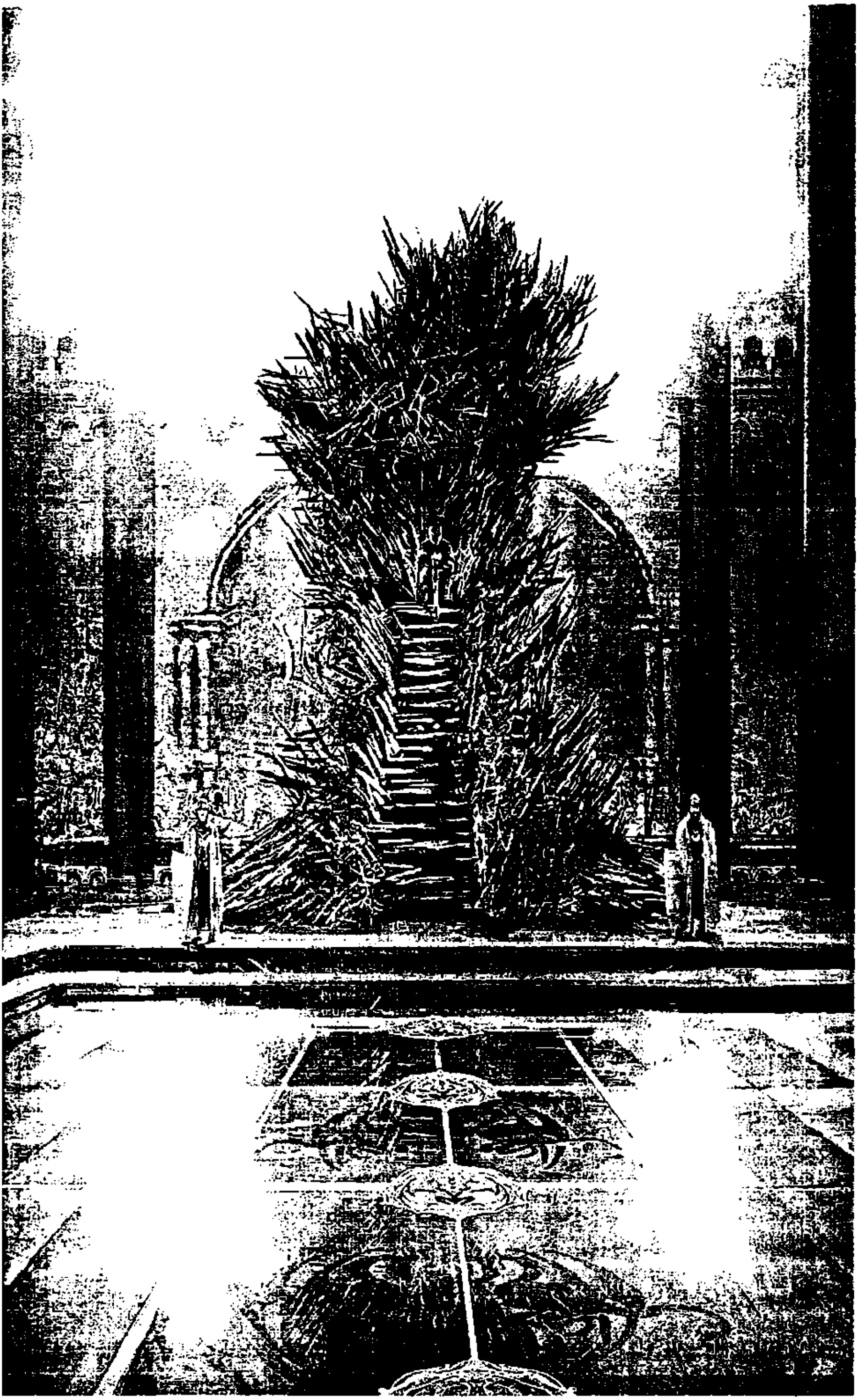

আরিয়া

উপরে,' সিরিও ফোরেল বললো, ওর মাথা লক্ষ্য করে আক্রমণ চালালো সে। আরিয়া আটকে দিতেই কাঠের তরবারি দুটো ঠক করে ধাক্কা খেল।

'বামে,' সিরিও চিৎকার করে উঠলো, শিস দিয়ে এগিয়ে এলো ওর তলোয়ার। আরিয়ারটাও এগিয়ে গেল একই সময়ে। আঘাতটা তাকে দাঁতে দাঁত পিষতে বাধ্য করলো।

'ডানে,' ও বললো, 'নিচে, বামে, আবার বামে।'

আরিয়ার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। প্রত্যেকটা আঘাত ফিরিয়ে দিতে দিতে পিছিয়ে যাচ্ছে আরিয়া।

'লাফ দাও,' ও সতর্ক করলো। খোঁচাটা দেয়ার সাথে সাথে আরিয়া সরে গেল একপাশে, একই সময়ে ওর তলোয়ারকে অন্যদিকে সরিয়ে দিয়ে কাঁধ লক্ষ্য করে আঘাত করলো। ও তাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিলো, *প্রায়*, এতটাই কাছ দিয়ে গেছে যে মুখে হাসি ফুটে উঠলো তার। ওর চোখের ওপর একগোছা চুল এসে পড়েছে, ঘামে ভিজে আছে চুল। হাতের পেছন দিক দিয়ে চুলগুলোকে সরিয়ে দিলো সে।

'বামে,' সিরিও বলে উঠলো। 'নিচে।' তার তলোয়ার ঝাপসা হয়ে এসেছে, ছোট হলটায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কাঠের খটখট শব্দ। 'বামে। বামে। উপরে। বামে। ডানে। বামে। নিচে। বামে।'

কাঠের তরবারিটা ওর বুকে আঘাত হানলো, ছুটে করে আসা আঘাতটার ব্যথা অন্যগুলোর চেয়ে বেশিই। কারণ এটা ভুল দিক থেকে এসেছে। 'ওউ,' ও চিৎকার

BanglaBook.org

পরলো। ঘুমুতে যাওয়ার সময় ঐ জায়গায় নির্ঘাত কাটা দাগ থাকবে। *প্রত্যেকটা কাটা দাগই একেকটা শিক্ষা*, নিজেকে বললো সে, *আর প্রত্যেকটা শিক্ষাই আমাদেরকে আরো উন্নত করে তোলে।*

পিছিয়ে এলো সিরিও। 'তুমি এইমাত্র মরে গেলে।'

ভেংচি কাটলো আরিয়া। 'তুমি প্রতারণা করেছ,' রাগী স্বরে বললো সে। 'তুমি বলেছ বামে, কিন্তু গিয়েছ ডানে।'

'ঠিক তাই। আর তাই তুমি এখন মরে গেছ।'

'কিন্তু তুমি মিথ্যা বলেছ!'

'আমার শব্দগুলো মিথ্যা বলেছে। কিন্তু আমার চোখ আর হাত চিৎকার করে সত্যটা বলছিলো, কিন্তু তুমি দেখছিলে না।'

'মোটেও না,' আরিয়া বললো। 'আমি তোমাকে প্রত্যেকটা মুহূর্তই দেখছিলাম।'

'দেখা মানেই খেয়াল করা নয়, মৃত বালিকা। জলনর্তকরা শুধু দেখে না, তারা খেয়াল করে। এসো, তলোয়ার রেখে দাও, এখন শোনার সময়।'

ওকে অনুসরণ করতে করতে দেয়ালের দিকে চলে গেল সে, যেখানে একটা বেঞ্চে বসে পড়লো লোকটা। 'সিরিও ফোরেল হচ্ছে ব্রাভোসের সী লর্ডের মুখ্য করপাল। তুমি কি জানো এই দায়িত্ব কীভাবে আমার হাতে এলো?'

'তুমি পুরো শহরের সবচেয়ে ভালো তলোয়ারবাজ।'

'ঠিক, কিন্তু কেন? অন্যরা আমার চেয়ে শক্তিশালী, আরো দ্রুত, বয়সেও কম, এরপরেও কেন সিরিও ফোরেলই সবার চেয়ে ভালো? আমি এখন তোমাকে সে কথা বলবো।' কড়ে আঙ্গুল দিয়ে চোখের পাতায় মৃদুভাবে স্পর্শ করলো সে। 'দৃষ্টি, সত্যিকারের দৃষ্টি, এটাই প্রধান কারণ।

'শোনো। বাতাস যতদূর পর্যন্ত নিতে পারে, ব্রাভোসের জাহাজগুলোও ততদূর যায়। অনেক অদ্ভুত আর চমৎকার ভূখণ্ড থেকে ঘুরে আসে আমাদের জাহাজগুলো, আর ফিরে আসার সময় তাদের ক্যাপ্টেন সী লর্ডের জন্য নিয়ে আসে অদ্ভুত কিছু জন্তু। এইরকম জন্তু তুমি এর আগে দেখোনি। ডোরাকাটা ঘোড়া, ছোপ ছোপ দাগযুক্ত বিশাল প্রাণী, যাদের ঘাড় রণপার মতো লম্বা, ইঁদুরের মতো দেখতে চুলওয়ালা শূকর, যেগুলো একেকটা গরুর আকারের, কাঁটাওয়ালা ম্যান্টিকোর, নিজের সন্তানকে পেটের সাথে লাগানো থলেতে বহন করা বাঘ, ভয়ংকর সরীসৃপ, যাদের দাঁত দেখতে কাস্তের মতো ধারালো এবং বাঁকা। সিরিও ফোরেল এই সব জন্তু দেখেছে।

'আমাদের মুখ্য করপাল তখন মাত্র মারা গিয়েছে, এরই মাঝে একদিন সী লর্ড আমাকে ডেকে পাঠালেন। অনেক ব্রাভোসিই তার কাছে গিয়েছিলো এই পদের জন্য,

BanglaBook.org

কিন্তু ওরা সবাই ফেরত আসে, কেউই জানে না কেন। আমি যখন তার সামনে গেলাম, দেখলাম তিনি বসে আছেন। কোলের ওপর একটা মোটা, হলুদ বিড়াল। তিনি বললেন যে তার ক্যাপ্টেনদের ভেতর একজন এই জন্তুটাকে নিয়ে এসেছে, সূর্যোদয়ের দেশ থেকে। "এর মতো কাউকে দেখেছ এর আগে?" আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'তাকে আমি বললাম, "প্রতিরাতে ব্রাভোসের অলিগলিতে ওর মতো হাজারটাকে দেখি আমি।" হেসে ফেললেন সী লর্ড। আর সেদিনই আমাকে তিনি তার মুখ্য করপাল হিসেবে নিয়োগ দেন।'

আরিয়া মুখ কুঁচকালো। 'বুঝতে পারিনি।'

দাঁতে দাঁত পিষলো সিরিও। 'বিড়ালটা খুবই সাধারণ ছিলো আসলে। অন্যরা অনেক চমৎকার এক জন্তু আশা করছিলো, আর তাই ওরা সেটাই দেখেছে। কত বড় *বিড়াল*, ওরা বলেছিলো। স্বাভাবিক বিড়াল থেকে সে মোটেও বড় ছিলো না, শুধু খানিকটা মোটা ছিলো তার অলসতার জন্য। কারণ সী লর্ড তাকে নিজের টেবিল থেকে খাওয়াতেন। *কী সুন্দর ছোট্ট কান*, ওরা বলেছিলো। আসলে ওর কানগুলো লড়াইয়ের সময় অন্য কোনো বিড়াল খেয়ে ফেলেছে। বিড়ালটা ছিলো ছেলে বিড়াল, কিন্তু এরপরেও সী লর্ড তাকে বারবার মেয়ে হিসেবে সম্বোধন করে যাচ্ছিলেন, এই কারণেই অন্যরাও তা-ই দেখেছে। তুমি কি আমার কথা শুনছো?'

আরিয়া ভাবছে। 'তুমি খেয়াল করেছ ওখানে আসলে কী আছে।'

'ঠিক তা-ই। নিজের চোখ খোলা রাখাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের হৃদয় মিথ্যা বলে, মাথা আমাদের সাথে ধোঁকা দেয়, কিন্তু চোখ সবসময়ই সত্য বলে। চোখ দিয়ে দেখবে। কান দিয়ে শুনবে। জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নেবে। নাক দিয়ে গন্ধ নেবে। ত্বক দিয়ে অনুভব করবে। *এরপরেই* আসে চিন্তা, সবকিছুর পর, আর এইভাবেই আমরা সত্যটা বুঝতে পারি।'

'একদম,' আরিয়া আগ্রহীভাবে বললো। 'জনকে দেখানো পর্যন্ত–'

ওর পেছনে ছোট হলের ভারী কাঠের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। পেছনে ঘুরলো আরিয়া।

কিংসগার্ডের একজন নাইট বাঁকানো খিলানের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, পাঁচজন ল্যানিস্টার রক্ষী ছড়িয়ে আছে ওর চারপাশে। সম্পূর্ণ বর্ম পরে আছে সে, শুধু শিরস্ত্রাণের মুখাবরণ খোলা। ওর প্রায় বন্ধ চোখ আর মরিচা রঙের খোঁচা খোঁচা দাড়ি সর্বপ্রথম দেখেছিলো যখন এই লোক তার রাজার সাথে উইন্টারফেলে আসে। স্যার ম্যারিন ট্রান্ট। রেড ক্লোকরা চামড়ার ওপর মেইল শার্ট আর মাথায় সিংহ চিহ্নিত ইস্পাতের মস্তকাবরণ পরে আছে। 'আরিয়া স্টার্ক,' নাইট বললো। 'আমাদের সাথে এসো।'

BanglaBook.org

অনিশ্চিতভাবে নিজের ঠোঁট কামড়াতে থাকলো সে। 'কী চাও তুমি?'

'তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

এক পা এগোলো আরিয়া, কিন্তু সিরিও ফোরেল হাত দিয়ে ওকে আটকে দিলো। 'লর্ড এডার্ড ঠিক কী কারণে নিজের লোকদের জায়গায় ল্যানিস্টারদের লোক পাঠাচ্ছে? সত্যিই বেশ অবাক হচ্ছি আমি।'

'তোমার স্থান বুঝে কথা বলো, *ড্যান্সিং মাস্টার*,' স্যার ম্যারিন বললো। 'এসব তোমার জেনে কাজ নেই।'

'বাবা কখনোই তোমাদের পাঠাবে না,' আরিয়া বললো। নিজের কাঠের তলোয়ার হাতে তুলে নিলো সে। হেসে উঠলো ল্যানিস্টাররা।

'লাঠিটা ফেলে দাও, মেয়ে,' স্যার ম্যারিন ওকে বললো। 'আমি কিংসগার্ডের একজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাই, একজন শ্বেত করপাল।'

'পুরোনো রাজাকে খুন করার সময় কিংস্লেয়ারও তা-ই ছিলো,' আরিয়া জবাব দিলো। 'আমি তোমাদের সাথে যেতে বাধ্য না।'

স্যার ম্যারিন ট্রান্টের ধৈর্য ভেঙে গেল। 'নিয়ে যাও ওকে,' লোকদেরকে বললো সে, শিরস্ত্রাণের মুখাবরণ নামিয়ে দিয়েছে ।

তিনজন গোল্ড ক্লোক এগিয়ে এলো ওর দিকে, ওদের চেইনমেইল প্রতি পদক্ষেপের সাথে নরম সুরে ক্লিংক ক্লিংক শব্দ করছে। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল আরিয়া। *ভয় তলোয়ারের চেয়েও গভীরে কাটে*, নিজের হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক করার জন্য মনে মনে বললো সে।

সিরিও ফোরেল মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল, বুটের সাথে আলতো করে কাঠের তলোয়ার দিয়ে আঘাত করছে। 'ওখানেই দাঁড়াও। তোমরা কি মানুষ না কুকুর, একটা বাচ্চা মেয়েকে হুমকি দিচ্ছো?'

'রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও, বুড়ো,' রেড ক্লোকদের ভেতর একজন বললো।

সিরিওর লাঠিটা শিস বাজিয়ে উপরের দিকে ধেয়ে গেল, আঘাত হানলো ওর শিরস্ত্রাণে। 'আমি সিরিও ফোরেল। আর এখন থেকে তোমরা আমাকে আরো সম্মান দিয়ে কথা বলবে।'

'টেকো জারজ।' লোকটা এবার তার দীর্ঘ অসি বের করে আনলো। আবারো নড়ে উঠলো লাঠিটা, চোখের পলকে। বিকট শব্দ করে তলোয়ারটা উড়ে গেল ওর হাত থেকে, আছড়ে পড়লো পাথুরে মেঝেতে। 'আমার হাত,' চেঁচিয়ে উঠলো রক্ষীটা, ভাঙা হাত নাড়াচ্ছে সে।

'ড্যান্সিং মাস্টার হিসেবে তুমি অনেক গতিশীল,' স্যার ম্যারিন বললেন।

BanglaBook.org

'নাইট হিসাবে তুমি অনেক মন্থর,' সিরিও জবাব দিলো।

'ব্রাভোসিটাকে মেরে মেয়েটাকে আমার হাতে এনে দাও,' আদেশ করলো সাদা বর্ম পরা নাইট।

তলোয়ার উঁচিয়ে ধরলো চারজন ল্যানিস্টার রক্ষী। পঞ্চমজন, যার হাত একটু আগেই ভেঙে গেছে, মাটিতে থুথু ফেলে বাম হাতে তুলে নিলো একটা ছোট্ট ছুরি।

দাঁতে দাঁত পিষলো সিরিও ফোরেল, জলনৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ও, শরীরের শুধুমাত্র একপাশকেই শত্রুর দিকে দিয়ে রেখেছে। 'আরিয়া,' ও ডাক দিলো, একবারের জন্যও তাকায়নি, ল্যানিস্টারদের উপর থেকে চোখ সরায়নি। 'আজকের মতো জলনৃত্য এখানেই শেষ। এবার যাও, এখুনি। এক দৌড়ে বাবার কাছে যাবে।'

আরিয়া চলে যেতে চাইছে না, কিন্তু ও তাকে মান্য করতে শিখিয়েছে। '*হরিণের ন্যায় ক্ষিপ্র*,' ফিসফিস করে বললো সে।

'একদম,' সিরিও ফোরেল বললো। ল্যানিস্টাররা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে।

পিছিয়ে গেল আরিয়া, ওর নিজের লাঠি শক্ত করে হাতে ধরা আছে। সিরিওকে এখন দেখে বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে আসলে ওর সাথে শুধু খেলেছে সে। রেড ক্লোকরা তিন দিক থেকে ওকে ঘিরে ধরেছে, ওদের হাতে খেলা করছে ইস্পাতের তরবারি। ওদের বুক আর হাতে চেইনমেইল বর্ম, ইস্পাতের কোডপিস তাদের প্যান্টের সাথে সেলাই করা আছে। পায়ে আছে শুধু চামড়া। তাদের হাতে কোনো বর্ম নেই, যে টুপিটা মাথায় দিয়েছে তাতে নোজগার্ড থাকলেও চোখ আর মুখ রক্ষা করার জন্য মুখাবরণ নেই।

সিরিও ওদের আসার জন্য অপেক্ষা করলো না, বাম দিকে ঘুরে গেল সে। আরিয়া কখনো কোনো মানুষকে এত দ্রুত চলাচল করতে দেখেনি। তেড়ে আসা একটা তলোয়ারকে লাঠি দিয়ে আটকে দিলো সে, পর মুহূর্তেই আলোর গতিতে সরে গেল দ্বিতীয়জনের কাছ থেকে। লোকটা ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল প্রথমজনের ওপর। সিরিও ওর পিঠে বুট দিয়ে লাথি মারতেই রেড ক্লোক দুইজন গড়িয়ে পড়ে গেল। লাফ দিলো তৃতীয় রক্ষী, জলনৃত্যকের মাথা লক্ষ্য করে আঘাত হানলো। ওর তলোয়ারের নিচ দিয়ে চলে গেল সিরিও, লাঠিটাকে উপরের দিকে ঢুকিয়ে দিলো। চিৎকার করতে করতে পড়ে গেল রক্ষী, ওর বাম চোখের স্থানে এখন চটচটে লাল রঙের গর্ত দেখা যাচ্ছে।

মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকগুলো দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিলো। এদের একজনের মুখে আঘাত করলো সিরিও, আরেকজনের মাথা থেকে কেড়ে নিলো ইস্পাতের মস্তকাবরণ। ছোরা হাতে লোকটা আক্রমণ করলো ওকে। শিরস্ত্রাণ দিয়ে আঘাতটা আটকে দিলো

BanglaBook.org

সিরিও, এরপর লাঠির এক আঘাতে ভেঙে দিলো ওর হাঁটু। সর্বশেষ রেড ক্লোকটা চিৎকার করে তেড়ে এলো, দুই হাতে আবদ্ধ তলোয়ার দিয়ে ওকে আঘাত করতে উদ্যত হলো সে। ডান দিকে গড়িয়ে পড়ে গেল সিরিও, আর কসাইটার আঘাত শিরস্ত্রাণবিহীন লোকটার ঘাড় আর কাঁধে আঘাত হানলো–মাত্র নিজ পায়ে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো সে। দীর্ঘ তলোয়ারটা মেইল, চামড়া আর মাংস ভেদ করে ঢুকে গেছে। আর্তনাদ করে উঠলো লোকটা। ওর খুনি তলোয়ারটাকে উঠিয়ে নেয়ার আগেই সিরিও ওর গলার হাড়ে খোঁচা দিলো। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে গেল লোকটা, গলা চেপে ধরে আছে, মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

রান্নাঘরের পেছন দিয়ে যে দরজা বের হয় সেখানে আরিয়া পৌঁছতে না পৌঁছতে পাঁচজন লোক শেষ–মরে গেছে, অথবা মরতে চলেছে। স্যার ম্যারিন ট্রান্টকে গালি দিতে শুনলো সে। 'নির্বোধ কোথাকার!' গালি দিয়ে দীর্ঘ অসিটাকে খাপ থেকে বের করে আনলো সে।

সিরিও ফোরেল তার পুরোনো ভঙ্গিতে ফিরে গেল, দাঁতের সাথে দাঁত পিষছে এখন। 'আরিয়া,' হাঁক ছাড়লো সে, ওর দিকে একবারের জন্যেও না তাকিয়েই, 'চলে যাও, এখুনি।'

চোখ দিয়ে দেখো, ও বলেছিলো। ও দেখলোঃ ধূসর বর্ম পরিহিত নাইটের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুরক্ষিত; পা, গলা আর হাত ধাতু দিয়ে মোড়ানো আছে। শিরস্ত্রাণের আড়ালে লুকিয়ে আছে চোখদুটো। হাতে আছে নিষ্ঠুর তলোয়ার। এর বিরুদ্ধে আছেঃ চামড়ার হাতকাটা জামা পরা সিরিও, যার এক হাতে কাঠের তলোয়ার। 'সিরিও, পালাও!' চিৎকার করে উঠলো সে।

'ব্রাভোসের মুখ্য করপাল কখনো পালায় না,' স্যার ম্যারিন ওর দিকে তলোয়ারটা নাড়াতেই বললো সে। আঘাতের দিক থেকে সরে গেল সে, লাঠিটা আবারো ঝাপসা হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নাইটের কপালের দুই পাশ, কনুই আর গলায় ওর লাঠিটা আঘাত করে ফিরে এলো, কাঠের দণ্ডটা শিরস্ত্রাণ, দস্তানা আর গ্রীবাস্ত্রাণের সাথে লেগে শব্দ করছে। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো আরিয়া। এগিয়ে এলো স্যার ম্যারিন; তাল মিলিয়ে পিছিয়ে গেল সিরিও। পরবর্তী আঘাতটা আটকে দিলো সে, দ্বিতীয়টা থেকে সরে গেল, তৃতীয়টা ফিরিয়ে দিলো।

চতুর্থ আঘাতে দুই ভাগ হয়ে গেল তার লাঠি, চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো ভাঙা কাঠের টুকরো।

ফুঁপিয়ে উঠলো আরিয়া, এরপর ঘুরে দৌড় দিলো।

রান্নাঘর দিয়ে ছুটছে সে, মাখন বানানোর কক্ষ দিয়ে দৌড়াচ্ছে এখন, একের পর এক রাঁধুনি আর পটবয়দের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, তীব্র আতংকে অন্ধ হয়ে গেছে ও।

BanglaBook.org

একজন বেকারের সহযোগী ওর সামনে এসে পড়লো, কাঠের ট্রে ধরে আছে লোকটা। ধাক্কা দিয়ে ওকে ফেলে দিলো সে, সদ্য-সেঁকা পাউরুটির সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। মোটাসোটা একজন কসাইয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে চিৎকারের ধ্বনি শুনতে পেল সে, কাটারি হাতে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে লোকটা। ওর হাত কনুই পর্যন্ত লাল হয়ে আছে।

সিরিও ফোরেল ওকে যা যা শিখিয়েছে তার সবই মাথায় এলো তার। *হরিণের ন্যায় ক্ষিপ্র। ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দ। ভয় তলোয়ারের চেয়ে গভীরে কাটে। সাপের ন্যায় দ্রুত। স্থির জলের ন্যায় শান্ত। ভয় তলোয়ারের চেয়ে গভীরে কাটে। ভালুকের ন্যায় শক্তিশালী। নেকড়ের ন্যায় হিংস্র। ভয় তলোয়ারের চেয়ে গভীরে কাটে। যে লোক হারার ভয় পায় সে ইতোমধ্যেই হেরে গেছে। ভয় তলোয়ারের চেয়ে গভীরে কাটে। ভয় তলোয়ারের চেয়ে গভীরে কাটে। ভয় তলোয়ারের চেয়ে গভীরে কাটে।*

কাঠের তলোয়ারে ওর মুষ্টি ঘামে পিচ্ছিল হয়ে গেছে, গম্বুজের চূড়ার সিঁড়িতে পৌছনোর পর প্রচণ্ড হাঁফাতে লাগলো সে। এক মুহূর্তের জন্য জমে গেল আরিয়া। উপরে নাকি নিচে? উপরের সিঁড়ি ওকে ব্রিজের দিকে নিয়ে যাবে, যেটা মুখ্য উপদেষ্টার টাওয়ার পর্যন্ত চলে গেছে। কিন্তু ওরা তাকে এদিকেই আশা করবে। *ওরা যা আশা করবে তা কখনোই করবে না*, সিরিও একবার বলেছিলো। নিচে চলে গেল আরিয়া, ঘুরছে আর ঘুরছে। সংকীর্ণ পাথুরে ধাপগুলো পার হচ্ছে লাফ দিয়ে দিয়ে, এক লাফে দুই-তিনটা করে অতিক্রম করছে। ভূগর্ভস্থ একটা ভাণ্ডারে গিয়ে থেমেছে সিঁড়িটা। আশেপাশে বিশ ফুট উঁচু তাকগুলোতে অসংখ্য মদ রাখা। একমাত্র আলো আসছে অনেক উপরে থাকা ছোট জানালাগুলো দিয়ে।

ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডারটা স্রেফ কানাগলি। ও যে পথে এসেছে সেটা বাদে আর কোনো পথ নেই এখানে। ঐ পথে আবারো ফিরে যেতে চায় না সে, কিন্তু এখানেও থাকা সম্ভব না ওর পক্ষে। বাবাকে খুঁজে বের করতে হবে ওর, বলতে হবে কী হয়েছে। বাবা তাকে রক্ষা করবেন।

কাঠের তলোয়ারটাকে কোমরে গুঁজে উঠতে শুরু করে দিলো সে। এক পিপে থেকে আরেক পিপেতে লাফ দিয়ে জানালার কাছে পৌছে গেল। পাথরটাকে দুই হাতে ধরে নিজেকে তুলে আনলো আরিয়া। দেয়ালটা তিন ফুটের মতো মোটা, জানালাটা ঢালু সুড়ঙ্গের মতো উপরের দিকে বেরিয়ে গেছে। ঐ সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আলোর দিকে যেতে থাকলো আরিয়া। জানালার শেষ প্রান্তে পৌছে মুখ্য উপদেষ্টার টাওয়ারের দিকে তাকালো সে।

মোটা কাঠের দরজাটা কয়েক টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছে কুঠারের কাজ। সিঁড়িতে পড়ে আছে মৃত এক লোক, ওর আলখাল্লা তার চারপাশে জট

BanglaBook.org

পাকিয়ে আছে। মেইল শার্টের পেছনের অংশ ভরে আছে রক্তে। আরিয়া আতংকের সাথে দেখলো, লাশটার আলখাল্লা ধূসর উলের তৈরি, আর ভেতরের অংশ রেশমের। ও কে সেটা বলতে পারছে না সে।

'না,' ফিসফিস করলো সে। কী হচ্ছে এখানে? ওর বাবা কোথায়? রেড ক্লোকরা ওকে নিয়ে যেতে এসেছিলো কেন? যেদিন দানবগুলোকে খুঁজে পায় সে, সেদিন হলুদ দাড়ির লোকটা কী বলেছে সেটা মাথায় আসলো তার। *একজন মুখ্য উপদেষ্টা মারা যেতে পারলে আরেকজনও পারে।* আরিয়ার চোখে জল এলো। দম আটকে শুনছে সে। মারামারির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ওখানে, চিৎকার-চেঁচামেচি আর ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষ ধেয়ে আসছে মুখ্য উপদেষ্টার টাওয়ার থেকে।

ওর ফিরে যাওয়া একদম ঠিক হবে না। ওর বাবা...

আরিয়া চোখ বন্ধ করলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য নড়তে সমস্যা হচ্ছিলো ওর। জোরি, উইল আর হিউয়ার্ডকে খুন করেছে ওরা, সিঁড়ির ঐ রক্ষীকেও, সে যে-ই হোক না কেন। ওরা তার বাবাকেও খুন করে ফেলতে পারে, এমনকি বাগে পেলে তাকেও। 'ভয় তলোয়ারের চেয়েও গভীরে কাটে,' জোরে জোরে বললো সে। কিন্তু সত্যিটা হচ্ছে, জলনর্তক হওয়ার ভান করে কোনো লাভ নেই। সিরিও নিজেই একজন জলনর্তক ছিলো, সাদা নাইট তাকে সম্ভবত খুন করেছে। আর সেখানে ও হচ্ছে লাঠি হাতে ছোট্ট এক মেয়ে, যে এই মুহূর্তে ভীষণ একাকী, ভীষণ ভীত।

লাফ দিয়ে প্রাঙ্গণে বেরিয়ে এলো সে, সতর্কভাবে নজর বোলাচ্ছে চারপাশে। প্রাসাদটাকে খালি মনে হচ্ছে। রেড কিপ *কখনোই* খালি থাকে না। সবাই সম্ভবত ভেতরে ঢুকে বসে আছে, দরজা বন্ধ করে। ব্যাকুলভাবে নিজের শয়নকক্ষের দিকে তাকালো আরিয়া, এরপর মুখ্য উপদেষ্টার টাওয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এলো। এক ছায়া থেকে আরেক ছায়ায় যাচ্ছে সে, দেয়ালের একদম পাশ ঘেঁষে। ভান করছে যেন বিড়াল ধরার চেষ্টা করছে...পার্থক্যটা হচ্ছে, ও নিজেই এখন বিড়ালে পরিণত হয়েছে, আর ওরা যদি তাকে ধরতে পারে, তাহলে মেরে ফেলবে।

ভবন আর দেয়ালের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে সে, দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে, যাতে করে পেছন থেকে চট করে কেউ ধরে ফেলতে না পারে। আস্তাবল পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই পৌঁছে গেল আরিয়া। ও যখন দুর্গ ভবনের প্রাচীরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন ওর পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল বারো জন গোল্ড ক্লোক। ও যেহেতু জানে না ওরা কার দলে আছে, তাই ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে ওদেরকে যেতে দিলো সে।

উইন্টারফেলের অশ্বরক্ষক হালেন আস্তাবলের দরজার সামনের মাটিতে কাত হয়ে আছে। ওকে এতবার ছুরিকাঘাত করা হয়েছে যে দেখে মনে হচ্ছে ওর টিউনিক

BanglaBook.org

সাজানো আছে লাল রঙা ফুল দিয়ে। আরিয়া নিশ্চিত সে মরে গেছে, কিন্তু ও যখন হামাগুড়ি দিয়ে কাছে গেল, হালেনের চোখদুটো খুলে গেল। 'আরিয়া,' ফিসফিস করে উঠলো সে। 'তোমার...তোমার বাবাকে সাবধান করে দাও...সাবধান...' ওর মুখ থেকে লাল রঙের ফেনা ওঠা তরল গড়িয়ে পড়লো। আবারো চোখ বন্ধ করলো অশ্বরক্ষক, এরপর একদম স্থির হয় গেল।

ভেতরে আরো অনেকগুলো মৃতদেহ দেখা যাচ্ছে; একজন অশ্বপাল, যার সাথে সে খেলেছে আর তার বাবার তিনজন রক্ষী। আস্তাবলের দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে বাক্স আর সিন্দুকে ভর্তি একটা ওয়াগন। মৃত লোকগুলো সম্ভবত ওদেরকে জাহাজঘাটায় নিয়ে যাওয়ার জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, ঠিক ঐ সময়েই আক্রমণের শিকার হয় তারা। আরো কাছে গেল আরিয়া। এদের একজন হচ্ছে ডেসমন্ড, ও তাকে নিজের দীর্ঘ অসিটা দেখিয়েছিলো একবার, ওয়াদা করেছিলো যে তার বাবাকে সবসময় রক্ষা করবে। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সে, চোখের উপর ঘুরছে অগণিত মাছি। ওর কাছেই পড়ে আছে লাল আলখাল্লা এবং সিংহ চিহ্নিত শিরস্ত্রাণ পরা ল্যানিস্টার রক্ষী। মাত্র একজন। *প্রত্যেক উত্তরের সৈন্য এদের মতো দশজনের সমকক্ষ*, ডেসমন্ড বলেছিলো ওকে। 'মিথ্যুক!' বললো সে, রাগের মাথায় ওর দেহে লাথি মেরে বসলো।

আস্তাবলের ভেতর প্রাণীগুলো অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে, রক্তের গন্ধ পেয়ে চিৎকার করছে ওরা। আরিয়ার একমাত্র বুদ্ধি হচ্ছ ঘোড়ায় চড়ে এই প্রাসাদ আর শহর ছেড়ে পালানো। শুধু কিংসরোড বরাবর থাকলেই হবে, এক সময় না এক সময় সোজা উইন্টারফেল পৌঁছে যাবে সে। দেয়াল থেকে একটা লাগাম আর জিন খুলে নিলো আরিয়া।

ওয়াগনের পেছনের দিকে আসার পর একটা সিন্দুক নজরে এলো-সিন্দুকটা ওর নিজের। যুদ্ধের সময়ই হয়তোবা পড়ে গেছে, অথবা ভরার সময়। কাঠ ফেটে গেছে, ঢাকনাটা খোলা, ভেতরের জিনিসপত্র বেরিয়ে আছে বাইরে। রেশম, সাটিন আর মখমলের কিছু কাপড় পড়ে থাকতে দেখলো সে-এই কাপড়গুলো সে কখনো পরেনি। কিংসরোডে উষ্ণ কাপড়ের দরকার আছে ওর, তাছাড়া...

ছড়িয়ে থাকা কাপড়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো আরিয়া। ওর নজরে এলো উলের তৈরি ভারী কাপড়, মখমলের স্কার্ট, রেশমের টিউনিক, কিছু ছোট কাপড়। এরপর আছে ওর মায়ের নিজ হাতে সূচিকর্ম করা পোশাক আর একটা বাচ্চাদের কাঁকন-এটা বিক্রি করতে পারবে সে। ভাঙা সিন্দুকের ঢাকনাটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে হাতড়াতে থাকলো সে, নিডল খুঁজছে। তলোয়ারটা সবকিছুর একদম নিচে লুকিয়ে রেখেছিলো আরিয়া। কিন্তু সিন্দুকটা খুলে যাওয়ার সাথে সাথে ওর জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

BanglaBook.org

পড়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভয় পেয়ে গেল আরিয়া, ভাবলো কেউ হয়তোবা তলোয়ারটা চুরি করে নিয়ে গেছে। আর তারপর সে একটা সাটিন গাউনের নিচে ধাতব কিছু অনুভব করলো।

'পেয়েছি তোমাকে,' ওর পেছনে খুব কাছ থেকে হিসহিস করে উঠলো একটা গলা।

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো আরিয়া। একটা ছেলে–আস্তাবলের রক্ষক–মুখে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ওর ভেতরের ছোট জামা কর্দমাক্ত ফতুয়ার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। ওর বুটগুলো সার দিয়ে ভরা, একহাতে ধরে আছে ত্রিশূল। 'কে তুমি?' আরিয়া জিজ্ঞেস করলো।

'ও আমাকে চেনে না,' সে বললো, 'কিন্তু আমি ওকে চিনি। হ্যাঁ, ভালো করেই চিনি। সেই নেকড়ে মেয়েটা।'

'ঘোড়ায় লাগাম পরাতে সাহায্য করো আমাকে,' আরিয়া আকুতি করলো, সিন্দুকের কাছে গিয়ে নিডলের জন্য হাতড়াচ্ছে। 'আমার বাবা রাজার মুখ্য উপদেষ্টা। তিনি তোমাকে পুরস্কার দেবেন।'

'তোমার বাবা শেষ,' ছেলেটা বললো। ওর দিকে এগিয়ে আসছে সে। 'রাণীই আমাকে পুরস্কার দেবেন। এদিকে এসো, মেয়ে।'

'দূরে থাকো!' নিডলের হাতলে আবদ্ধ হয়ে এলো ওর হাত।

'আমি বললাম, এসো।' শক্ত করে ওর এক হাত ধরলো সে।

সিরিও ফোরেল এতদিন যা শিখিয়েছে, তার সব এক নিমিষেই হাওয়া হয়ে গেল। ভয়ের সেই তীব্র স্রোতের সামনে আরিয়া শুধুমাত্র একটা শিক্ষাই মনে করতে পারলো–ওর প্রথম শিক্ষা, যেটা জন স্নো ওকে দিয়েছিলো।

তীক্ষ্ণ প্রান্ত দিয়ে আঘাত করলো সে, তলোয়ারটাকে উপরের দিকে বুনো শক্তিতে ঢুকিয়ে দিলো।

ছেলেটার চামড়ার ফতুয়া দিয়ে ঢুকে পেটের সাদা মাংস ভেদ করে কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো নিডল। ত্রিশূলটা হাত থেকে ফেলে দিলো ছেলেটা, এরপর হাঁফানো আর দীর্ঘশ্বাসের মাঝামাঝি একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো। তলোয়ারটার ওপর ওর হাত আবদ্ধ হয়ে এলো। 'ওহ গডস,' গুঙিয়ে উঠলো সে, ভেতরের জামা লাল হতে শুরু করেছে। 'বের করো এটা।'

তলোয়ারটা বের করে আনতেই মারা গেল সে।

ঘোড়াগুলো চিৎকার করছে। মৃতদেহটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরিয়া, মৃত্যুর বিভীষিকা স্বচক্ষে দেখে ভীত, স্তব্ধ হয়ে আছে। ছেলেটা মাটিতে পড়তেই ওর মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো, পেটের ফুটো দিয়ে ঝরনার ন্যায় রক্ত বেরিয়ে তৈরি করলো

BanglaBook.org

ছোটখাটো ডোবা। তলোয়ারটা ধরার কারণে ওর তালু কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে সেখান থেকেও। রক্তাক্ত নিডল হাতে পিছিয়ে এলো আরিয়া। ওকে এখন পালাতে হবে, এখান থেকে অনেক দূরে, এমন এক স্থানে যেখানে এই ছেলের চোখ ওকে তাড়া করে ফিরবে না।

জিন আর লাগাম হাতে নিয়ে নিজের ঘোড়ার দিকে দৌড় লাগালো সে, কিন্তু ঘোড়াটার পিঠে জিনটা তোলার সময় ভয়ানক আশঙ্কার সাথে একটা কথা মাথায় এলো ওর–এই মুহূর্তে প্রাসাদের সিংহদ্বার বন্ধ থাকবে। এমনকি শহর থেকে বের হওয়ার ফটকেও ভালোভাবে নজর রাখবে ওরা। হয়তো রক্ষীরা ওকে চিনতে পারবে না। ওরা যদি ভাবে যে সে ছেলে, তাহলে হয়তো ওকে বেরোতে দেবে...না, ওদেরকে নিশ্চয়ই এতক্ষণে আদেশ দিয়েছে যাতে *কাউকেই* বেরোতে না দেয়। ওরা তাকে চিনলো কী চিনলো না, তাতে কিছুই যায় আসে না এখন।

কিন্তু প্রাসাদ থেকে বেরোনোর আরেকটা রাস্তা আছে...

জিনটা আরিয়ার হাত থেকে পড়ে গেল, মৃদু শব্দ তুলে বালু আর ময়লার স্তুপের ভেতর হারিয়ে গেল ওটা। দানবগুলোর সেই হল কি ও আবারো খুঁজে পাবে? নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না, তবে ওকে চেষ্টা করতেই হবে।

একটু আগেই জড়ো করা কাপড়গুলো নিজের আলখাল্লার আড়ালে লুকিয়ে নিলো সে, নিডলকে ততক্ষণে খাপে পুরে ফেলেছে। বাকি জিনিসগুলো পাকিয়ে বেঁধে নিলো। হাতের নিচে পোঁটলাটা নিয়ে আস্তাবলের পেছনের দিকে চলে গেল আরিয়া। পেছনের দরজাটা খুলে উদ্বিগ্নভাবে তাকালো একবার। অনেক দূরে তলোয়ারের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, দুর্গপ্রাচীরের আশেপাশ থেকে কোনো মানুষের আর্তনাদ শুনতে পেল সে। ওকে সেই ঘোরানো সিঁড়িতে আবারো যেতে হবে, সেখান থেকে ছোট্ট রসুইঘর পেরিয়ে যেতে হবে শূকরের প্রাঙ্গণে; গতবার এভাবেই গিয়েছিলো সে, বিড়াল তাড়া করতে করতে। একমাত্র সমস্যাটা হচ্ছে, গোল্ড ক্লোকদের ব্যারাকের ঠিক পাশ দিয়েই যেতে হবে তাহলে। কিন্তু ওদিকে যাওয়া যাবে না। আরিয়াকে অন্য পথ খুঁজে নিতে হবে। ও যদি কোনোভাবে প্রাসাদের অন্য প্রান্তে যেতে পারে, তাহলে নদীর দেয়াল বরাবর গিয়ে গডসউডে চলে যেতে পারবে...কিন্তু প্রথমে ওকে এই প্রাঙ্গণ পার হতে হবে, যেখানে দেয়ালের উপর থেকে রক্ষীরা সব পরিষ্কার দেখতে পায়।

এর আগে কখনো দেয়ালের উপর একসাথে এত লোক দেখেনি ও। এদের বেশিরভাগই গোল্ড ক্লোক, হাতে লম্বা বর্শা। এদের কেউ কেউ তাকে দেখামাত্রই চিনে ফেলবে। ওরা তাকে প্রাঙ্গণ ধরে দৌড়াতে দেখলে কী করবে? এত উপর থেকে ওকে দেখতে খুব ছোট্ট দেখাবে, ওরা কি তাকে চিনতে পারবে? ওরা কি আদৌ চেনার চেষ্টা করবে?

BanglaBook.org

ওর যেতে হবে, *এখুনি*, নিজেকে মনে করিয়ে দিলো সে, কিন্তু নড়াচড়া করতে ভীষণ ভয় হচ্ছে ওর।

স্থির জলের ন্যায় শান্ত, ওর কানে কানে কেউ ফিসফিস করে উঠলো। আরিয়া এতই চমকে উঠলো যে আরেকটু হলে নিজের পোঁটলাটা ফেলেই দিচ্ছিলো। উন্মত্তভাবে চারদিকে তাকালো সে, আস্তাবলের ভেতর ও ছাড়া আর কেউ নেই এখন-ঘোড়া আর মৃত মানুষ বাদে।

ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দ, ও শুনতে পেল। কণ্ঠটা কি ওর নিজের, নাকি সিরিওর? বুঝতে পারছে না সে, কিন্তু এরপরেও শব্দগুলো ওর ভেতরটাকে প্রশান্ত করে দিচ্ছে।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এলো সে।

ওর জীবনের সবচেয়ে ভীতিকর কাজটাই এই মুহূর্তে করছে সে। দৌড় দিয়ে লুকিয়ে পড়তে চাইছে, কিন্তু নিজেকে জোর করে প্রাঙ্গণ ধরে হাঁটতে বাধ্য করছে সে। খুবই আস্তে আস্তে এগোচ্ছে আরিয়া, এক পায়ের সামনে এক পা দিচ্ছে অনেক সময় নিয়ে, যেন পুরো দুনিয়ার সময় পড়ে আছে ওর হাতে। যেন পৃথিবীর কাউকেই ওর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ওদের দৃষ্টি নিজের ওপর অনুভব করছে সে, যেন অনেকগুলো পোকা তার পোশাকের নিচে কিলবিল করে হাঁটছে। আরিয়া উপরের দিকে তাকাচ্ছেই না। ও যদি দেখে যে ওরা তার দিকেই তাকিয়ে আছে, তাহলে ওর সমস্ত সাহস ওকে ছেড়ে চলে যাবে, জানে ও। তখন কাপড়ের পোঁটলাটা ফেলে দৌড় দেবে ও, কান্না করবে বাচ্চাদের মতো। আর তারপর ওরা তাকে ধরে ফেলবে। নিজের নজর মাটির দিকে রেখেছে সে। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তের রাজকীয় সেপ্টের ছায়ায় আসতে না আসতেই ঘেমে গেল আরিয়া, কিন্তু কেউই চিৎকার করে উঠেনি।

সেপ্ট খোলা, ভেতরটা জনশূন্য। ভেতরে প্রায় অর্ধশত মোমবাতি শব্দহীন পরিবেশে সুগন্ধ ছড়িয়ে জ্বলছে। মাত্র দুইটা মোমবাতি নিলে দেবতারা নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না? মোমবাতি দুটোকে নিজের আস্তিনের ভেতর গুটিয়ে নিলো সে, এরপর পেছনের জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এক কানওয়ালা সেই হুলো বিড়ালকে যেখানে পেয়েছিলো, সেই সরু গলিতে যাওয়াটা সহজই ছিলো, কিন্তু এরপর হারিয়ে গেল সে। বেশ কিছু জানালার ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো সে, দেয়াল টপকালো ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দে, আপনমনে অন্ধকার ভাণ্ডারের অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করছে। কোথা থেকে যেন এক মহিলার কান্নার শব্দ ভেসে এলো একবার। নিচু, সরু জানালাটা খুঁজে পেতে এক ঘণ্টার মতো খুঁজতে হলো ওকে। এই ঢালু জানালাটাই দানবগুলোর কাছে নিয়ে যাবে ওকে।

BanglaBook.org

নিজের পোঁটলাটাকে জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে দিলো সে, এরপর মোমবাতি জ্বালানোর জন্য ফিরে গেল। ব্যাপারটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ; যে আগুন একটু আগেই দেখেছিলো সে, ওটা এতক্ষণে কয়লায় পরিণত হয়েছে। কয়লায় ফুঁ দেয়ার সময় পেছনে আওয়াজ শুনতে পেল আরিয়া। মোমবাতিটা ভালো করে ধরে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে; কারণ তারা দরজা দিয়ে আসছে। ও দেখতেও পেল না যে এরা কারা ছিলো।

এবার দানবগুলোকে দেখে আর ভয় পেল না সে। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু তারা। মাথার উপরে মোমবাতি ধরলো আরিয়া। ওর প্রতি পদক্ষেপের সাথে দানবদের ছায়াগুলো দেয়াল বরাবর চলছে, যেন ওরা অনুসরণ করছে তাকে। 'ড্রাগন,' ফিসফিস করলো সে। আলখাল্লার ভেতর থেকে নিডল বের করে আনলো আরিয়া। চিকন ব্লেডটা খুবই ছোট কিন্তু ড্রাগনরা আকারে অনেক বড়। এরপরেও ইস্পাত হাতে থাকায় ওর আগের চেয়ে অনেক ভালো লাগছে।

দরজার পেছনের সেই দীর্ঘ, জানালাবিহীন হল এখনো আগের মতোই আঁধারে পরিপূর্ণ। বাম হাতে নিডল ধরে আছে সে–ওর তলোয়ার ধরার হাত ওটাই–আর ডান হাতে ধরে আছে মোম। গরম মোম ওর আঙ্গুল বেয়ে পড়ছে। দরজাটা হলের বাম দিকে, তাই আরিয়া গেল ডান দিকে। ওর মনের এক অংশ চাইছে পালিয়ে যেতে, কিন্তু ওর ভয় হচ্ছে মোমবাতি না আবার নিভে যায়। ইঁদুরের কিচকিচ শব্দ শুনতে পেল সে, কক্ষের বিভিন্ন কোনায় জ্বলজ্বলে হলুদ চোখ দেখছে ও। কিন্তু ইঁদুরে ভয় পায় না ও। অন্য কিছুতে পায়। এখানে লুকিয়ে থাকা খুবই সহজ হবে, ঠিক যেভাবে সেই জাদুকর আর কাঁটার ন্যায় দাড়িওয়ালা লোকটার কাছ থেকে লুকিয়েছিলো সে। ও মনের পর্দায় আস্তাবলের রক্ষক সেই ছেলেটিকে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে; হাতগুলোকে শিকারী প্রাণীর থাবার মতো করে রেখেছে সে, নিডল ওর তালুর যে অংশে কেটে দিয়েছিলো, সেখান থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। কক্ষের অপর প্রান্তে যাওয়ার সময় ওকে ধরবে সে। অনেক দূর থেকেই ওর মোমবাতির আলো দেখতে পাবে ছেলেটা। হয়তো আলো না থাকলেই ভালো হতো ওর জন্যে...

ভয় তলোয়ারের চেয়েও গভীরে কাটে, অস্ফুট স্বরটা ওর কানে কানে ফিসফিস করে উঠলো। হঠাৎ করেই উইন্টারফেলের ভূগর্ভস্থ সমাধিগুলোর কথা মনে পড়ে গেল ওর। জায়গাটা এটার চেয়েও অনেক বেশিই ভয়ের, নিজেকে মনে করিয়ে দিলো সে। প্রথমবার যখন জায়গাটা দেখে সে, তখন বেশ ছোট ছিলো; ওর ভাই রব ওকে নিয়ে গেছিলো, সাথে ছিলো সানসা আর ছোট্ট ব্র্যান, যে রিকনের বয়সীই ছিলো তখন। ওদের সাথে ছিলো মাত্র একটাই মোমবাতি। শীতের রাজাদের দেখতে দেখতে ব্র্যানের

BanglaBook.org

চোখগুলো বিশাল হয়ে যাচ্ছিলো। রাজাদের কোমরে গোঁজা ছিলো নিজেদের তলোয়ার, পায়ের কাছে ছিলো নেকড়ে।

রব ওদেরকে নিয়ে একদম শেষ পর্যন্ত যায়–ওদের দাদা, ব্র্যান্ডন আর লিয়ানাকে অতিক্রম করে–ওদেরকে নিজেদের সমাধি দেখানোর জন্য। মোটা মোমবাতিটার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলো সানসা, ভয় পাচ্ছিলো যে ওটা যদি নিভে যায়। বুড়ি ন্যান ওদেরকে বলেছে যে ওখানে মাকড়সা আছে, আর আছে কুকুরের মতো বিশাল বিশাল ইঁদুর। সানসা যখন কথাগুলো বলছিলো, তখন হাসছিলো রব। 'মাকড়সা আর ইঁদুরের থেকেও ভয়াবহ কিছু আছে এখানে,' ও ফিসফিস করে বললো। 'মৃতরা হাঁটাচলা করে এই জায়গায়।' ঠিক ঐ সময়ই শব্দটা শোনে তারা, নিচু স্বরের, গভীর আর গায়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়া এক আওয়াজ। শিশু ব্র্যান আরিয়ার হাত চেপে ধরেছিলো ভয়ে।

খোলা সমাধির ভেতর থেকে আত্মাটা বেরিয়ে এলো; ফ্যাকাশে সাদা, গুঙিয়ে গুঙিয়ে রক্ত পান করার কথা বলছিলো বারবার। গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে এক দৌড়ে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিলো সানসা। অন্যদিকে ব্র্যান কাঁদতে কাঁদতে রবের পা জড়িয়ে ধরলো। আরিয়া একচুলও নড়েনি, উলটো আত্মাটাকে খোঁচা দিয়েছিলো। সাথে সাথে ও বুঝতে পারলো, আত্মাটা আর কেউ নয়, জন। পুরো শরীরে আটা মেখেছে সে। 'গাধা কোথাকার,' আরিয়া বললো, 'বাচ্চাটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ তুমি।' ততক্ষণে জন আর রব হা হা করে হাসতে শুরু করে দিয়েছে। ওদের দেখাদেখি আরিয়া আর ব্র্যানও খুব শীঘ্রই যোগ দিলো হাসিতে।

স্মৃতিটা আরিয়ার মুখে হাসি এনে দিলো। হুট করে অন্ধকারকে আর ভয়ের বলে মনে হচ্ছে না। আস্তাবলের ছেলেটা মরে গেছে। নিজ হাতে ওকে খুন করেছে সে। আর ছেলেটা যদি দেয়াল থেকে লাফ দেয় ওর ওপর, তাহলে ও তাকে আবারো খুন করবে। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ও। বাড়িতে যাওয়ার পর সবকিছু আবার আগের মতো হয়ে যাবে, অন্তত আগের চেয়ে ভালো হবে। আর সেও উইন্টারফেলের ধূসর গ্রানাইটের দেয়ালের ওপাশে নিরাপদ থাকবে।

তমসার গভীরে ডুব দিলো আরিয়া, ওর পদধ্বনি তাকে অতিক্রম করে অনেক সামনে আঁধারের গহীনে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

সানসা

তিন দিনের মাথায় সানসার কাছে এলো ওরা।

সানসা ধূসর পশমের একটা সাধারণ পোশাক বেছে নিলো পরার জন্য; দেখতে বেশ সাধারণ, তবে গলা আর হাতে সুতোর কারুকাজ করা। কাজের লোকের সাহায্য ছাড়া জামার রূপালি রঙের ফিতা বাঁধার চেষ্টা করার সময় আঙ্গুলগুলোকে অসাড় আর মোটা লাগলো তার কাছে। জেইন পুলকে ওর সাথে রাখা হয়েছে, কিন্তু সে কোনো কাজের না। কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে মেয়েটা, আর বাবার কথা বলে বলে ফুঁপিয়ে উঠছে শুধু।

'আমি নিশ্চিত তোমার বাবা ভালো আছে,' পোশাকের বোতাম ঠিকমত লাগানোর পর জেইনকে কথাটা বললো সানসা। 'আমি রাণীকে অনুরোধ করবো যাতে তাকে দেখার অনুমতি দেয় তোমাকে।' সে ভাবলো তার এই দয়ালু কথায় জেইন একটু শক্তি ফিরে পাবে, কিন্তু মেয়েটা তার দিকে ফুলে ওঠা রক্তবর্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে আগের থেকে আরো জোরে কেঁদে উঠলো। খুব বেশি বাচ্চাদের মতো আচরণ করছে ও।

প্রথম দিন সানসা নিজেও কেঁদেছিলো। খুনোখুনি শুরু হওয়ার পূর্বে মেইগরের দুর্গের শক্ত, মোটা দেয়ালের ভেতরে দরজা বন্ধ আর খিল আঁটা অবস্থায় থাকার পরও প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো সে। উঠোন থেকে আসা ইস্পাতের শব্দ শুনতে শুনতেই বেড়ে উঠেছে ও। তার জীবনে এমন কোনো দিন যায়নি যেদিন তলোয়ারের সাথে তলোয়ারের সংঘর্ষের শব্দটা শোনেনি সে; কিন্তু সে ভালোমতই বুঝতে পেরেছিলো এখানকার শব্দের পার্থক্যটা। এই শব্দ সত্যিকারের যুদ্ধের। শুনে মনে হচ্ছিলো এই শব্দ আগে কখনো শোনেনি সে, আর তার সাথে সাথে অন্যান্য শব্দও ভেসে আসছিলো।

BanglaBook.org

ব্যথার আর্তনাদ, ক্রোধে উন্মত্ত গালাগাল, সাহায্য চেয়ে চিৎকার, আহত ও মৃত্যুপথযাত্রীদের গোঙানি। গানের কথায় নাইটরা কখনোই চিৎকার করতো না বা দয়া ভিক্ষা চাইতো না।

ও কাঁদতে কাঁদতে দরজার ওপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করেছিলো যে বাইরে কী ঘটছে। চিৎকার করছিলো বাবার নাম ধরে, সেই সাথে সেপ্টা মরডেইন, রাজা আর তার সাহসী রাজকুমারের নাম ধরে ডাকছিলো। ওকে যে লোকেরা নিরাপত্তা দিচ্ছিলো তারা ওর চিৎকার শুনতে পেলেও কোনো উত্তর দেয়নি। গভীর রাতে অবশেষে খুলে যায় দরজা, আর জেইন পুলকে ঠেলে দেয়া হয় ভেতরে। আঘাতপ্রাপ্ত মেয়েটা কাঁপছিলো ভয়ানকভাবে। 'ওরা সবাইকে মেরে ফেলেছে,' স্টুয়ার্ডের মেয়ে চিৎকার করে বলছিলো। ও কথা বলতেই থাকলো এরপর। একটা রণ-হাতুড়ি দিয়ে ওর দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেছে হাউন্ড। রাজার মুখ্য উপদেষ্টার টাওয়ারের সিঁড়ির ওপরে অনেক মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছে সে, রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে পুরো সিঁড়ি। বান্ধবীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে নিজের চোখের পানি শুকিয়ে যায় তার। সেই রাতে একে অন্যের হাত ধরে বোনের মতো একই বিছানায় ঘুমায় তারা।

দ্বিতীয় দিন ছিলো আরো ভয়াবহ। মেইগরের দুর্গের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ারটার একেবারে উপরের কক্ষে সানসাকে আটকে রাখা হয়েছিলো। এর জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পায়, সদর দরজার ভারী লোহার শিকের দরজাটা আটকে রাখা হয়েছে। সেই সাথে তুলে রাখা হয়েছে চারপাশের বড় দুর্গটা থেকে মেইগরের দুর্গকে পৃথক রাখা শুকনো পরিখার উপরের টানাসেতুটা। ল্যানিস্টার সৈন্যরা হাতে বর্শা আর ধনুক নিয়ে দেয়ালের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে পাহারা দেয়ার জন্য। যুদ্ধটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর থেকে সমাধির নীরবতা জেঁকে বসেছে রেড কিপের ওপর। একমাত্র শব্দ হিসেবে জেইন পুলের বিরামহীন কান্না আর ফোঁপানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে শুধু।

সকালের নাস্তা হিসেবে শক্ত পনির আর সদ্য বানানো রুটি এবং দুধ, দুপুরের খাবার হিসেবে ঝলসানো মুরগির মাংস আর সবজি এবং রাতে খাবার জন্য গরুর মাংস আর যব দেওয়া হয়েছিলো ওদের; কিন্তু যে ভৃত্যরা খাবারগুলো বয়ে এনেছিলো তারা সানসার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। সেদিন সন্ধ্যায় কিছু মহিলা রাজার মুখ্য উপদেষ্টার টাওয়ার থেকে তার জন্য কিছু পোশাক নিয়ে এসেছিলো, সাথে জেইন পুলের জন্যেও। ওদের দেখতে জেইনের মতোই ভীত লাগছিলো সেসময়। জেইন ওদের সাথে কথা বলতে গেলে ওরা তার কাছ থেকে এমনভাবে সরে গিয়েছিলো যেন ওর ধূসর প্লেগ হয়েছে। দরজার বাইরের পাহারাদাররা ওদেরকে বাইরে যাবার অনুমতি দিচ্ছিলো না তখনো।

BanglaBook.org

'আমাকে রাণীর সাথে কথা বলতে হবে একবার,' ঐদিন যাদের সাথেই দেখা হয়েছে তাদেরকেই কথাটা বলছিলো সানসা, সাথে পাহারাদারদেরকেও। 'উনিও আমার সাথে কথা বলতে চাইবেন, আমি জানি চাইবেন। দয়া করে ওনাকে গিয়ে বলুন আমি তার সাথে দেখা করতে চাইছি। রাণীকে না হলেও অন্তত রাজকুমার জফরিকে আমার কথা বলুন, যদি আপনাদের দয়া হয়। আরেকটু বড় হলে আমাদের দুইজনের বিয়ে করার কথা।'

দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের সময় বিশাল ঘণ্টাটা বাজতে শুরু করলো। শব্দটা খুব গম্ভীর আর উচ্চনাদী, এর প্রলম্বিত ধীর আওয়াজ ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে সানসার মনে। ঘণ্টাটা বেজেই চললো, আর তার কিছুক্ষণ পরে শব্দটার প্রত্যুত্তরে আরেকটা ঘণ্টার শব্দ ভেসে এলো ভিসেনিয়ার পাহাড়ে অবস্থিত বিশাল সেপ্ট অব বেইলর থেকে। পুরো শহরকে বজ্রপাতের মতো চিরে দিলো শব্দটা, যেন আসন্ন ঝড়ের আগাম সতর্কতা সংকেত।

'কী হয়েছে?' হাত দিয়ে নিজের কান চেপে জানতে চাইলো জেইন। 'ওরা ঘণ্টা বাজাচ্ছে কেন?'

'রাজা মারা গেছে।' সানসা বলতে পারবে না কীভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো সে, তবে বুঝতে পেরেছে। ধীর আর শেষ না হতে চাওয়া ঘণ্টার শব্দটা ওদের কক্ষের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছে শোকাহত সঙ্গীতের মতো। কোনো শত্রু কি দুর্গ আক্রমণ করে রাজা রবার্টকে মেরে ফেলেছে? যে মারামারির শব্দ তারা শুনেছে তা কি ঐ আক্রমণের শব্দ ছিলো?

ভাবতে ভাবতে ভীত অবস্থায় ঘুমাতে যায় সে। এখন কি তাহলে ওর স্বপ্নের রাজকুমার জফরি রাজা হয়েছে? নাকি তাকেও হত্যা করেছে ওরা? বাবাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছে ও, নিজেকে নিয়েও। যদি ওরা তাকে একবার বলতো যে আসলে কী ঘটেছে...

সেই রাতে স্বপ্নে সানসা জফরিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পায়। ও নিজে সোনার সুতো দিয়ে তৈরি একটা পোশাক পরে তার পাশে বসেছিলো তখন। জফরির মাথায় ছিলো মুকুট, আর এই পর্যন্ত সানসা যাদের চেনে তাদের প্রত্যেকে জড়ো হয়েছিলো ওর সামনে হাঁটু গেড়ে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য।

পরদিন সকালে, অর্থাৎ তৃতীয় দিন সকালে কিংসগার্ড স্যার বোরোস ব্লাউন্ট ওকে রাণীর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হলো।

বিশাল বুকের ছাতি আর ছোট পাওয়ালা স্যার বোরোস দেখতে বেশ কুৎসিত। থ্যাবড়া নাক, ফোলা গাল আর ধূসর রঙের উশকোখুশকো চুল। সাদা মখমলের পোশাক পরে আছে সে, সিংহ আকৃতির আংটা দিয়ে কাঁধের সাথে আটকানো আছে ওর আলখাল্লা। 'আপনাকে দেখতে বেশ সুদর্শন আর জমকালো লাগছে, স্যার বোরোস,'

BanglaBook.org

সানসা ওকে বললো। একজন অভিজাত মেয়ের সর্বদা সম্মানের সাথে কথা বলা উচিত। যা-ই হয়ে থাক না কেন, তাকে সবসময় অভিজাতদের মতোই আচরণ করতে হবে।

'আপনাকেও, মাই লেডি,' নিরাসক্তভাবে বললো স্যার বোরোস। 'রাণী আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার সাথে আসুন।'

দরজার বাইরের পাহারাদাররা পরে আছে লাল রঙের আলখাল্লা আর সিংহের প্রতিকৃতি খোদাই করা শিরস্ত্রাণ—ল্যানিস্টার সৈন্য। ওদের দিকে চেয়ে হাসলো সানসা, সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় শুভ সকাল জানালো সবাইকে। দুই দিন আগে স্যার এরিস ওকহার্ট ওকে এনে এই কক্ষে ঢোকানোর পর এই প্রথম বাইরে বেরুবার অনুমতি পেল সে। 'তোমাকে নিরাপদে রাখার জন্যই, মিষ্টি মেয়ে,' রাণী ওকে বলেছিলেন। 'তার প্রিয়তমার কিছু হয়ে গেলে জফরি আমাকে কোনোদিনই ক্ষমা করবে না।'

সানসা ভেবেছিলো স্যার বোরোস তাকে রাজকীয় কোনো কামরায় নিয়ে যাবে, কিন্তু তার পরিবর্তে ও তাকে মেইগরের দুর্গ থেকে বের করে আনলো। সেতুটা আবার নামিয়ে আনা হয়েছে। কয়েকজন কাজের লোক একটা মৃতদেহকে দড়িতে বেঁধে নামাচ্ছে শুকনো পরিখার নিচে। সানসা নিচে তাকালে একটা দেহকে বিশাল এক বর্শায় গাঁথা অবস্থায় দেখতে পেল। দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিলো সে, কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছে, এমনকি বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতেও ভয় হচ্ছে তার। যদি এমন হয় যে মৃত লোকটা তার পরিচিত কেউ...

রাণী সার্সিকে কাউন্সিল কক্ষে পেল তারা; কাগজ, মোমবাতি আর সিলগালা করার মোমের ফলকে পরিপূর্ণ লম্বা একটা টেবিলের মাথার আসনে বসে আছেন। সানসার দেখা অন্যান্য কক্ষের তুলনায় এই কক্ষটা অনেক বেশি জমকালো। খোদাই করা কাঠের ঝাঁঝরি আর দরজার দুই পাশে রাখা একইরকম দুটো স্ফিংক্সের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো সে।

আরেকজন কিংসগার্ড স্যার ম্যান্ডন ওদের দুইজনকে কক্ষের ভেতর প্রবেশ করতে দিতেই স্যার বোরোস বলে উঠলো, 'মহামান্য, আমি মেয়েটাকে নিয়ে এসেছি।'

সানসা ভেবেছিলো রাণীর সাথে জফরিও থাকবে এখানে। রাজপুত্র নেই, কিন্তু রাজার তিন কাউন্সিলর উপস্থিত আছে। লর্ড পিটার বেইলিশ বসে আছে রাণীর বাম দিকে, গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল টেবিলের শেষ মাথায় আর তাদের মাঝের এক জায়গায় বসে আছে লর্ড ভ্যারিস। ভয়ের সাথে দেখতে পেল যে প্রত্যেকেই কালো কাপড় পরা অবস্থায় আছে। শোকের পোশাক...

রাণীর পরনে আপাদমস্তক উঁচু গলাবন্ধওয়ালা কালো রেশমি কাপড়ের পোশাক, উপরের অংশে সেলাই করা আছে প্রায় শখানেক গাঢ় লাল রঙের পদ্মরাগমণি। ওগুলোর

BanglaBook.org

আকৃতি অশ্রুবিন্দুর মতো, যেন রাণীর চোখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে অশ্রু হিসেবে। সানসাকে দেখে হাসলেন রাণী, একইসাথে সবচেয়ে মিষ্টি আর দুঃখী এক হাসি, যা এর আগে কারো মুখে দেখেনি সে। 'সানসা, আমার মিষ্টি মেয়ে,' উনি বললেন, 'আমি জানি তুমি আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলে। দুঃখিত যে তোমার সাথে আরো আগেই কথা বলতে পারিনি। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এতই ঝামেলায় ছিলাম যে সময় করে উঠতে পারিনি। আশা করি আমার লোকেরা তোমাকে ঠিকঠাকমত দেখে রেখেছে।'

'সবাই আমার সাথে অনেক ভালো ব্যবহার করেছে, মহামান্য,' সানসা বিনয়ের সাথে বললো। 'শুধু আমাদের সাথে কেউ কথা বলেনি, কেউ ব্যাখ্যাও করেনি যে কী ঘটেছে...'

'আমাদের?' সার্সিকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

'আমরা ওর সাথে স্টুয়ার্ডের মেয়েটাকে রেখেছিলাম,' স্যার বোরোস বললো। 'মেয়েটাকে নিয়ে কী করবো বুঝতে পারছিলাম না।'

রাণী ভ্রু কুঁচকে ফেললেন। 'এর পরেরবার আমার কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে,' কড়া গলায় বললেন তিনি। 'দেবতারাই জানে মেয়েটা সানসাকে কীসব গল্প শুনিয়েছে এই কয়দিনে।'

'জেইন খুব ভয় পেয়েছে,' সানসা বললো। 'কান্নাই থামায়নি। আমি ওকে কথা দিয়েছি, বলেছি ওর বাবার সাথে তার দেখা করার অনুমতি এনে দেবো।'

বৃদ্ধ গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল তার চোখ নামিয়ে ফেললো।

'ওর বাবা ভালো আছে, তাই না?' উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করলো সানসা। ও জানে যে এখানে মারামারি হয়েছে, কিন্তু একজন স্টুয়ার্ডের কেউ কোনো ক্ষতি করবে না। ভেয়ন পুলের কাছে তো কোনো তলোয়ারও নেই।

একে একে প্রত্যেক কাউন্সিলরের দিকে তাকালেন রাণী। 'সানসা অযথা অধৈর্য হোক আমি তা চাই না। ওর ঐ ছোট্ট বান্ধবীটাকে নিয়ে আমরা এখন কী করবো, মাই লর্ডস?'

লর্ড পিটার সামনে ঝুঁকে এলো। 'আমি ওর জন্য একটা জায়গা খুঁজে বের করবো।'

'শহরের মধ্যে কোথাও না,' রাণী বললেন।

'আপনি কি আমাকে বোকা ভেবেছেন?'

রাণী কথাটাকে কানে তুললেন না। 'স্যার বোরোস, মেয়েটাকে লর্ড পিটারের কক্ষে নিয়ে যাও, আর তার লোকদের বলো লর্ড পিটার সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত মেয়েটাকে যেন দেখে রাখে। মেয়েটাকে বলবে যে লিটলফিঙ্গার ওকে তার বাবার কাছে

BanglaBook.org

নিয়ে যাবে, এতে সে শান্ত হবে একটু। আমি চাই সানসা তার কক্ষে ফিরে যাবার আগেই মেয়েটাকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হোক।'

'আপনি যা বলবেন, মহামান্য,' স্যার বোরোস বললো। মাথা নত করে সম্মান জানিয়ে পায়ের গোড়ালির ওপর ঘুরে গেল সে, এরপর বেরিয়ে গেল কক্ষ ছেড়ে। হাঁটার সাথে সাথে পরনের দীর্ঘ সাদা আলখাল্লা তার পিছে নড়তে লাগলো বাতাসে।

খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে আছে সানসা। 'আমি বুঝতে পারলাম না,' বললো সে। 'জেইনের বাবা কোথায়? লর্ড পিটারের কক্ষের বদলে স্যার বোরোস কেন ওকে নিয়ে যাচ্ছে না তার বাবার কাছে?' ও নিজেকে বলেছিলো একজন পরিপূর্ণ অভিজাত মহিলার মতো আচরণ করবে সে, রাণীর মতো ভদ্র আর তার মা লেডি ক্যাটলিনের মতো শক্ত; কিন্তু হঠাৎ করেই সে বুঝতে পারলো, বাচ্চার মতো ভীত হয়ে পড়েছে ও। ক্ষণিকের জন্য মনে হলো কেঁদেই ফেলবে সে। 'আপনারা তাকে কোথায় পাঠাচ্ছেন? ও তো কোনো দোষ করেনি, মেয়েটা খুব ভালো।'

'ও তোমাকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে,' রাণী বেশ ভদ্রভাবে বললেন। 'আমরা সেটা মানতে পারবো না। এখন এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়। তোমাকে কথা দিচ্ছি, জেইনের যেন কোনো সমস্যা না হয় সেটা লর্ড বেইলিশ দেখবে।' পাশের একটা আসনের ওপর হাত দিয়ে মৃদু চাপড় দিলেন তিনি। 'এখানে বসো, সানসা। তোমার সাথে আমি কিছু কথা বলতে চাই।'

সানসা রাণীর পাশে গিয়ে বসে পড়লো। রাণী আবার হাসলেন, কিন্তু তাতে সানসার উদ্বিগ্নতা মোটেও কমলো না। ভ্যারিস তার নরম দুই হাত কচলাচ্ছে, আর গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল তার তন্দ্রাতুর দুই চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে সামনের কাগজের দিকে, কিন্তু সানসা তার নিজের ওপর লিটলফিঙ্গারের দৃষ্টি অনুভব করতে পারছে। ছোটখাটো লোকটা ওর দিকে সবসময় এমনভাবে তাকায় যে সানসার মনে হয় তার গায়ে যেন কোনো কাপড়ই নেই। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায় ওর।

'মিষ্টি সানসা,' ওর কবজির ওপর একটা নরম হাত রেখে বললেন রাণী। 'কী সুন্দর একটা মেয়ে তুমি! তুমি হয়তো জানো যে জফরি আর আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি!'

'আপনারা ভালোবাসেন?' রুদ্ধশ্বাসে বললো সানসা। লিটলফিঙ্গারের কথা মাথা থেকে মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। ওর রাজপুত্র তাকে ভালোবাসে। এই মুহূর্তে আর কোনো কিছুই ওর কাছে মনোযোগ পাবার যোগ্য না।

রাণী হাসলেন। 'আমি তোমাকে আমার নিজের মেয়ে বলেই মনে করি। আর আমি এও জানি তুমি জফরিকে কতটা ভালোবাসো।' ক্লান্তভাবে মাথা দোলালেন তিনি।

BanglaBook.org

'তোমার বাবা সম্পর্কে আমাদের কাছে একটা খারাপ খবর আছে। তোমাকে এখন একটু শক্ত হতে হবে, মেয়ে!'

তার শান্ত কথাও সানসার মনে আতঙ্কের ঢেউ তুলে দিলো। 'ক...কী হয়েছে?'

'তোমার বাবা একজন রাজদ্রোহী,' লর্ড ভ্যারিস বললো।

গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল তার মাথা তুললো এবার। 'আমি আমার নিজের কানে শুনেছিলাম আমাদের প্রিয় রাজা রবার্টের কাছে লর্ড এডার্ড স্টার্ক শপথ করে বলছিলেন যে নিজের ছেলেদের মতো করে রাজপুত্রদের রক্ষা করবেন তিনি। আর ঠিক যেই মুহূর্তে রাজা মারা গেলেন, উনি স্মল কাউন্সিলকে ডেকে রাজপুত্র জফরির ন্যায্য সিংহাসনের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চাইলেন।'

'না,' সানসা দ্রুত বললো। 'উনি এটা করতে পারেন না। পারেন না।'

রাণী একটা চিঠি তুলে নিলেন হাতে। কাগজটা ছেঁড়া, শুকনো রক্তের কারণে শক্ত হয়ে আছে; ডায়ারউলফ প্রতীকখচিত ভাঙা সিলগালাটা দেখতে পেল সানসা। 'তোমার বাবার নিজের দলের এক লোকের কাছে এই চিঠিটা পেয়েছি আমরা, সানসা। আমার মৃত স্বামীর ভাই স্ট্যানিসের কাছে লেখা হয়েছিলো চিঠিটা, তাকে এসে রাজার মুকুট পরার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো।'

'মহামান্য, এখানে নিশ্চয়ই কোনো একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে,' অকস্মাৎ ধেয়ে আসা আতংক ওকে বিহ্বল আর নিস্তেজ করে দিচ্ছে। 'দয়া করে আমার বাবাকে ডাকুন, উনি আপনাদের বলবেন, এই চিঠি তিনি লিখতেই পারেন না। রাজা রবার্ট তার বন্ধু ছিলেন।'

'রবার্টও তা-ই মনে করতো,' রাণী বললেন। 'এই বিশ্বাসঘাতকতা নির্ঘাত মন ভেঙে দিতো ওর। এটা দেখার আগেই যে তার মৃত্যু হয়েছে, এটা ওর জন্য দেবতাদের তরফ থেকে দয়া।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। 'সানসা, মিষ্টি মেয়ে, তুমি দেখতেই পাচ্ছো কেমন অস্বস্তিকর অবস্থায় আমাদের ফেলে দিয়েছেন উনি। কোনো ধরনের ভুল করোনি তুমি, আমরা সবাই তা জানি, কিন্তু এরপরেও তুমি এখন একজন রাজদ্রোহীর মেয়ে। আমি কীভাবে আমার ছেলেকে তোমাকে বিয়ে করার অনুমতি দেবো?'

'কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসি,' শঙ্কায় দিশেহারা হয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো সে। ওরা এখন তার সাথে কী করতে চাইছে আসলে? ওরা তার বাবার সাথেই বা কী করেছে? এভাবে তো সবকিছু হওয়ার কথা ছিলো না! ওর জফরিকে বিয়ে করার কথা ছিলো, দুইপক্ষই কথা দিয়েছে। সেও এটা নিয়ে কত কী স্বপ্ন দেখে ফেলেছে! এখন বাবা কী করেছে তার ওপর ভিত্তি করে জফরিকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া মোটেও ঠিক হচ্ছে না।

BanglaBook.org

'আমি তা ভালো করেই জানি, মেয়ে,' সার্সির কণ্ঠ খুবই দয়ালু আর মিষ্টি শোনাচ্ছে। 'যদি ভালো না-ই বাসতে, তাহলে আমার কাছে ছুটে এসে তোমাকে উইন্টারফেলে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে তোমার বাবার পরিকল্পনার কথা কি আর বলতে?'

'আমি ভালোবাসার জন্যই ঐ কাজ করেছিলাম,' সানসা তাড়াতাড়ি বললো। 'বাবা এমনকি আমাকে বিদায় নেবার অনুমতিও দিতো না।' ও ভালো মেয়ে, আদেশ নিষেধ মেনে চলা এক মেয়ে; কিন্তু সেদিন সকালে বাবার আদেশ অমান্য করে সেপ্টা মরডেইনের অলক্ষ্যে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলো রাজার মুখ্য উপদেষ্টার টাওয়ার থেকে, তখন নিজেকে আরিয়ার মতোই নচ্ছার লাগছিলো। সে এর আগে এতটা স্বেচ্ছাচারী হয়ে কোনো কাজ করেনি; আর ও যদি জফরিকে এত বেশি ভালো না বাসত, তবে কখনোই এমন কাজ করতে পারতো না। 'বাবা আমাকে উইন্টারফেলে ফেরত পাঠাতে চাচ্ছেন। আমি জফরিকে মনেপ্রাণে চাওয়া সত্ত্বেও আমাকে বিয়ে দিতে চাইছেন কোনো হেজ নাইটের সাথে।' রাজাই ছিলো ওর শেষ ভরসা। একমাত্র রাজাই পারতেন বাবাকে কিংস ল্যান্ডিং-এ থেকে যাওয়ার আদেশ দিতে, জফরির সাথে ওকে বিয়ে দিতে। ও জানে রাজা অবশ্যই পারতেন, কিন্তু রাজাকে দেখলেই ভয় লাগে তার। লোকটা সবসময় হেঁড়ে গলায় কথা বলে, মদ খেয়ে মাতাল থাকে, তাই ওনার সাথে দেখা করার অনুমতি পেলেও হয়তো তিনি আবারো ওকে বাবার কাছেই ফেরত পাঠাতেন।

তাই সে রাজার কাছে না গিয়ে সোজা রাণীর কাছে এসে অন্তরের সব কথা খুলে বলে। রাণী শান্ত হয়ে সব কথা শুনে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন... এরপরেই স্যার এরিস ওকে মেইগরের দুর্গের উঁচু কক্ষটায় রেখে বাইরে পাহারাদার নিযুক্ত করে। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই বাইরে শুরু হয় মারামারি। 'দয়া করুন,' বলতে লাগলো সানসা। 'জফরিকে বিয়ে করতে দিন আমাকে, আপনি দেখবেন যে আমি কত ভালো একজন স্ত্রী হয়ে থাকবো ওর। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার মতোই একজন রাণী হবো আমি।'

রাণী সার্সি অন্যদের দিকে তাকালেন। 'কাউন্সিলের লর্ডরা, মেয়েটার আবেদন সম্পর্কে আপনাদের কী মতামত?'

'বেচারি,' ভ্যারিস বিড়বিড় করলো। 'কতটা সত্য আর নিষ্পাপ তার এই ভালোবাসা, মহামান্য, ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করলে খুব নিষ্ঠুর একটা কাজ করা হবে...কিন্তু এরপরেও, আমরা কী করতে পারি? ওর বাবা এখন কারাগারে বন্দি হয়ে আছে।' ও তার নরম হাতদুটো কচলাচ্ছে বেদনার সাথে।

BanglaBook.org

'একজন রাজদ্রোহীর সন্তানের ভেতর বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা প্রাকৃতিকভাবেই চলে আসবে,' গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল বললো। 'এখন ও নিষ্পাপ, কিন্তু দশ বছর পর, কে বলতে পারে যে কোন ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে সে?'

'না।' আতঙ্কিত হয়ে পড়লো সানসা। 'আমি করবো না, আমি কখনোই...আমি জফরির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না, আমি ওকে ভালোবাসি, আমি সত্যিই ওকে অনেক ভালোবাসি।'

'ওহ, কী মর্মভেদী,' ভ্যারিস বললো। 'কিন্তু তারপরেও কথায় বলে, শপথের তুলনায় রক্তের শক্তি বরং অনেক বেশি।'

'ওকে দেখলে ওর বাবার তুলনায় বরং তার মায়ের কথাই আমার বেশি মনে পড়ে,' লর্ড পিটার বেইলিশ শান্তভাবে বললো। 'তাকান ওর দিকে। চুল, চোখ সবকিছুই ক্যাটের মতো। ওর বয়সে ক্যাটকে যেমন লাগতো, সানসা যেন তারই প্রতিবিম্ব এখন।'

ওর দিকে তাকালেন রাণী, বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে, কিন্তু এরপরেও তার সবুজ চোখে দয়া দেখতে পাচ্ছে সানসা। 'দেখো মেয়ে,' রাণী বলতে শুরু করলেন, 'আমি সত্যিই মনে করি তুমি তোমার বাবার মতো নও, তাই তোমাকে আমার জফরির সাথে বিয়ে দিতে পারলে আমারও খুব ভালো লাগবে। আমি জানি জফরিও তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।' উনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন একটা। 'কিন্তু তারপরেও, আমার মনে হয় লর্ড ভ্যারিস আর গ্র্যান্ড মেইস্টার যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন। রক্ত কথা বলবে ভবিষ্যতে। আমার এখনো মনে আছে কীভাবে তোমার বোন আমার ছেলের ওপর তার নেকড়ে লেলিয়ে দিয়েছিলো।'

'আমি আরিয়ার মতো না,' সানসা দ্রুত বললো। 'বিশ্বাসঘাতকের রক্ত ওর ভেতর থাকতে পারে, আমার ভেতর নেই। আমি ভালো, আপনি সেপ্টা মরডেইনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, উনি আপনাকে ঠিকই বলতে পারবে। আমি শুধু জফরির অনুগত প্রিয়তম স্ত্রী হতে চাই।'

সার্সি ওর মুখ নিরীক্ষণ করতে থাকলে নিজের ওপর সেই দৃষ্টির ওজন উপলব্ধি করতে পারলো সে। 'আমার বিশ্বাস তুমি সত্য কথাই বলছো, মেয়ে।' অন্যদের দিকে তাকালেন রাণী। 'মাই লর্ডস, আমার মনে হচ্ছে ওর পরিবারের অন্য সদস্যরা যদি এই ভয়ানক সময়টাতে আমাদের প্রতি অনুগত থাকে, তাহলে আমাদের ভীতিটাকে আমরা তুলে রাখতে পারি।'

গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল তার দীর্ঘ দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলো, তার চওড়া ভ্রূদুটো চিন্তায় কুঁচকে আছে। 'লর্ড এডার্ডের তিনজন ছেলে আছে।'

'একেবারেই বাচ্চা ওরা,' লর্ড পিটার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো। 'আমি বরং লেডি ক্যাটলিন আর টালিদের নিয়ে বেশি চিন্তিত।'

BanglaBook.org

দুই হাতের মাঝে সানসার একটা হাত তুলে নিলেন রাণী। 'মেয়ে, তুমি চিঠি লিখতে পারো?'

সানসা ঘাবড়ে গিয়ে মাথা দোলালো। ও তার যেকোনো ভাইয়ের চেয়ে ভালোভাবে পড়তে আর লিখতে পারে, কিন্তু অংকে সে খুবই কাঁচা।

'শুনে খুব ভালো লাগলো। হয়তো এখনো তোমার আর জফরির বিয়ের একটা সুযোগ রয়ে গেছে...'

'আমাকে আপনি কী করতে বলছেন?'

'তুমি তোমার মা আর ভাইকে চিঠি লিখবে, সবচেয়ে বড় জন...কী যেন নাম তার?'

'রব,' সানসা বললো।

'তোমার বাবার বিশ্বাসঘাতকতার কথা ওদের কানে খুব দ্রুতই পৌছে যাবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় খবরটা তোমার মাধ্যমে পৌছালে। তুমি ওদের বলবে যে কীভাবে লর্ড এডার্ড তার রাজার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

সানসা পাগলের মতো কামনা করে জফরিকে, কিন্তু এইমাত্র রাণী তাকে যা করতে বললেন তা করার মতো সাহস ওর নেই বলেই মনে হচ্ছে। 'কিন্তু বাবা কখনোই...আমি পারবো না...মহামান্য, আমি বুঝতে পারছি না কী বলবো...'

মৃদুভাবে তার হাত চাপড়ে দিলেন রাণী। 'আমরা তোমাকে বলে দেবো কী লিখতে হবে, মেয়ে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা লেডি ক্যাটলিন আর তোমার ভাইকে জানাবে তা হচ্ছে, রাজার শান্তি যেন বজায় রাখে তারা।'

'তা না করলে কিন্তু ওদের জন্য পরবর্তী ঘটনাগুলো খুব ভালো ফল বয়ে আনবে না,' গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল বললো। 'ওদের যতটুকু ভালোবাসো তুমি তার সমস্তটুকু দিয়ে অনুরোধ করবে যেন তারা বিচক্ষণতার পথেই হাঁটে।'

'তোমার মা যে তোমাকে নিয়ে খুব ভয় আর চিন্তায় পড়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' রাণী বললেন। 'তুমি তাকে অবশ্যই জানাবে যে তুমি আমাদের তত্ত্বাবধানে খুব ভালো আছো, আমরা তোমার সাথে খুব ভদ্র ব্যবহার করছি, তোমার প্রতিটা চাহিদা পূরণ করছি। ওদেরকে বলবে কিংস ল্যান্ডিং-এ আসতে, আর জফরি যখন সিংহাসনে বসবে তখন ওর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে। ওরা যদি সেই মতো কাজ করে...তাহলে আমরা বুঝবো যে তোমার রক্তে বিশ্বাসঘাতকতার কোনো বীজ নেই। আর এরপর তুমি যখন পরিপূর্ণ মেয়ে হয়ে উঠবে, তখন বেইলরের সেপ্টে দেবতা আর মানুষের চোখের সামনে তোমাকে বিয়ে দেবো রাজার সাথে।'

BanglaBook.org

রাজার সাথে বিয়ে দেবো...কথাগুলো ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিকে নিমেষে দ্রুত করে দিলো, তারপরেও সানসা এখনো দ্বিধান্বিত হয়ে আছে। 'হতে পারে...আমি যদি বাবাকে একবার দেখতে পারি, তার কাছে জানতে চাইবো...'

'বিশ্বাসঘাতকতার কথা?' লর্ড ভ্যারিস বললো।

'তুমি আমাকে আশাহত করলে, সানসা,' রাণী বললেন, তার চোখ পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে এখন। 'আমরা তোমাকে তোমার বাবার অপরাধের কথা খুলে বলেছি। আমাদের যেমনটা বলেছ, তুমি যদি সত্যিই তেমন অনুগত হও, তাহলে তোমার বাবাকে দেখতে চাইছো কেন?'

'আমি...আমি শুধুমাত্র বোঝাতে চেয়েছি...' সানসা বুঝতে পারলো ওর চোখ ভিজে গেছে। 'ওনাকে কখনো...দয়া করে, তাকে কোনো আঘাত, কিংবা...কিংবা...'

'লর্ড এডার্ডের কোনো ক্ষতি করা হয়নি,' রাণী বললেন।

'কিন্তু...ওনার ব্যাপারে ভবিষ্যতে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে?'

'সেটা রাজার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে,' গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল কড়া গলায় উত্তর দিলো।

রাজা! সানসার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়লো। জফরি এখন রাজা, ভাবলো সে। ওর সাহসী রাজকুমার নিশ্চয়ই তার বাবার কোনো ক্ষতি করবে না, তিনি যা-ই করে থাকুক না কেন। ও যদি তার কাছে গিয়ে বাবার কাজের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চায়, তাহলে ওকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবে না সে। ও তার কথা ঠিকই শুনবে। জফরি তাকে ভালোবাসে, এমনকি রাণীও নিজের মুখেই বলেছেন সে কথা। ওর বাবাকে জফরির শাস্তি দিতেই হবে, লর্ডেরা সেরকমই আশা করছে, কিন্তু ওনাকে হয়তো উইন্টারফেলে ফেরত পাঠাতে পারে সে, কিংবা ন্যারো সী-এর অপর পাড়ের কোনো এক মুক্ত-নগরীগুলোতে নির্বাসনে পাঠাতে পারে। কিন্তু তা মাত্র কয়েক বছরের জন্য। এর মধ্যে জফরির সাথে ওর বিয়ে হয়ে যাবে। একবার রাণী হয়ে গেলে সে অবশ্যই রাজাকে বুঝিয়ে রাজি করাতে পারবে বাবাকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য, তাকে ক্ষমা করে দেবার জন্য।

তবে...মা অথবা রব যদি আবার বিদ্রোহমূলক কিছু করে বসে, অনুগত সৈন্যদের ডেকে পাঠায় বা রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করে কিংবা যেকোনো কিছু করে বসে, তাহলে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে। জফরি বেশ ভালো আর দয়ালু ও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এ কথা, কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি রাজাকে শক্ত হতেই হয়। ওদেরকে বোঝাতে হবে তাকে, বোঝাতেই হবে।

'আমি...আমি চিঠি লিখবো,' সানসা ওদের বললো।

BanglaBook.org

সূর্যোদয়ের মতোই উষ্ণ হাসি হেসে রাণী ঝুঁকে এলেন তার দিকে, এরপর সানসার গালে বসিয়ে দিলেন একটা চুমু। 'আমি জানতাম তুমি রাজি হবে। তুমি আজ এখানে যে সাহস আর সততা দেখালে, তার কথা যখন জফরিকে বলবো তখন সে নিশ্চিত তোমাকে নিয়ে খুব গর্বিত হবে।'

শেষ পর্যন্ত চারটা চিঠি লিখলো সে। ওর মা লেডি ক্যাটলিন স্টার্ক, উইন্টারফেলে থাকা ওর ভাই রব স্টার্ক, ঈরিতে অবস্থান করা তার খালা লেডি লাইসা অ্যারিন এবং রিভাররানে তার নানা লর্ড হোস্টার টালির উদ্দেশ্যে। যখন চিঠি লেখা শেষ হলো, তখন দেখলো ওর আঙ্গুলগুলো শক্ত হয়ে আছে, সেই সাথে মাখামাখি হয়ে আছে কালিতে। ভ্যারিসের কাছে বাবার সিল আছে। সানসা মোমবাতির উপরে ফ্যাকাশে সাদা মোম গরম করে সাবধানে চিঠিগুলোর ওপর ঢাললো, এরপর দেখলো যে খোজা লোকটা প্রতিটা চিঠির ওপরে হাউজ স্টার্কের ডায়ারউলফ প্রতীক সিলগালা করে দিচ্ছে। মেইগরের দুর্গের উপরের দিকের কক্ষটায় স্যার ম্যান্ডন মোর যখন সানসাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো, ততক্ষণে জেইন পুল আর তার জিনিসপত্র সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আর কোনো কান্না শুনতে হবে না, কৃতজ্ঞতার সাথে ভাবলো সে। এরপরেও কক্ষটা জেইন পুলকে ছাড়া কেমন যেন শীতল লাগছে, এমনকি আগুন জ্বালানোর পরেও। একটা আসনকে আগুনের পাশে টেনে নিজের প্রিয় বই হাতে নিয়ে বসে পড়লো সে। খানিকক্ষণের মধ্যেই সে ডুবে গেল ফ্লোরিয়ান আর জনকুইল, লেডি শেলা এবং রংধনু নাইট, সাহসী রাজপুত্র এইমন এবং তার ভাইয়ের রাণীর প্রতি তার নিষিদ্ধ ভালোবাসার গল্পের ভেতর। অবশেষে অনেক রাতে যখন সে ঘুমোতে গেল, কেবল তখনই সানসা উপলব্ধি করলো যে সে নিজের বোনের সম্পর্কে ওদেরকে কোনো প্রশ্ন করতেই ভুলে গেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জন

'অথর,' স্যার জ্যারেমি রাইকার বললো। 'কোনো সন্দেহ নেই। আর এ হলো জাফের ফ্লাওয়ারস।' পা দিয়ে মৃতদেহটা উলটে দিলো সে। ফ্যাকাশে সাদা মুখের মৃতদেহটা উপরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পানে নীল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। 'দুইজনই বেন স্টার্কের দলে ছিলো।'

আমার চাচার দলে, অসাড় হয়ে ভাবতে লাগলো জন। তার মনে পড়লো, দলটার সাথে যাবার জন্য কত অনুরোধ করেছিলো সে চাচার কাছে। গডস, আমি কতটা অনভিজ্ঞ বাচ্চার মতো আচরণ করেছিলাম তখন! যদি ওদের সাথে যেতাম, তাহলে এখন এখানে শুয়ে থাকতে হতো এদের সাথে।

জাফের-এর ডান হাতের কবজি গোস্টের কামড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে। বিচ্ছিন্ন হাতটা এখন মেইস্টার এইমনের ঘরে, একটা পাত্রে রাখা সিরকার ভেতর ভাসছে। অন্য হাতটা এখনো তার বাহুর শেষ প্রান্তে শোভা পাচ্ছে ঠিকই, তবে সেটার রঙ বদলে তার পরনে থাকা আলখাল্লার ন্যায় কালো হয়ে আছে।

'দেবতারা সহায় হোক,' বুড়ো ভালুক বিড়বিড় করলেন। ঘোড়া থেকে নেমে এসে লাগামটা জনের হাতে দিয়ে দিয়েছেন তিনি। আজকের সকালটা অস্বাভাবিক রকমের গরম, তরমুজের গায়ে জমা শিশিরের মতো ঘামের বিন্দু লর্ড কমান্ডারের চওড়া কপালের উপর জড়ো হয়েছে। ঘোড়াটা বিচলিত হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে চোখ বড় করে আর যতদূর সম্ভব লাশগুলো থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছে। যদি ঘোড়াটাকে আরো দূরে সরে যাবার সুযোগ দিলো জন, ছুটে যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য বেশ সতর্ক হয়ে আছে ও। এই জায়গাটার পরিবেশ ঘোড়াটার যে মোটেও ভালো লাগছে না তা বোঝা যাচ্ছে। জনের নিজেরও ভালো লাগছে না একদম।

BanglaBook.org

সবচেয়ে বেশি অশান্ত হয়ে আছে কুকুরগুলো। নতুন দলটাকে এখানে নিয়ে এসেছে গোস্ট, হাউন্ডের দলটা কোনো সাহায্যই করছে না। কুকুরশালার প্রধান বাস চেষ্টা করেছিলো বিচ্ছিন্ন হাতের গন্ধ ওদের শুঁকিয়ে সেই গন্ধ অনুসরণ করার জন্য। কিন্তু তারা পুরো বুনো আচরণ শুরু করে দেয় এরপর, ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে ছুটে পালাবার জন্য জোরাজুরি করতে থাকে। এমনকি এখনো তারা একের পর এক ভয়ার্ত স্বরে ডাকাডাকি করছে।

এটা একটা বন ছাড়া আর কিছুই না, নিজেকে বলতে লাগলো জন, আর *এগুলো শুধুমাত্র মানুষের মৃতদেহই।* আগেও সে মৃত মানুষ দেখেছে...

গত রাতে সে আবার ঐ উইন্টারফেলের স্বপ্নটা দেখেছে। জনশূন্য প্রাসাদের ভেতর খুঁজে বেড়াচ্ছে তার বাবাকে। এরপর ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষে নেমে আসে সে। কিন্তু এবার স্বপ্নটা আর ওখানেই থেমে থাকেনি, বরং সে আরো কিছু দেখে এরপর। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তার কানে ভেসে আসে পাথরের ওপর কোনো কিছু ঘষটানোর শব্দ। এরপর যখন সে ঘুরে তাকায়, তখন দেখতে পায় একের পর এক সমাধির ঢাকনা খুলে যাচ্ছে। মৃত রাজারা তাদের ঠান্ডা, কালো সমাধির ভেতর থেকে হুমড়ি খেয়ে বেরিয়ে আসতেই জনের ঘুম ভেঙে যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার কক্ষটার ভেতর। ওর হৃৎপিণ্ড বুকের খাঁচায় হাতুড়ি পেটাচ্ছে যেন। এমনকি যখন গোস্ট বিছানায় উঠে এসে ওর মুখে নাক ঘষতে থাকে তখনও ভয় তার পিছু ছাড়ছিলো না। নতুন করে ঘুমানোর সাহস পায়নি আবার। এর পরিবর্তে সে দেয়ালের উপরে উঠে অশান্ত মনে হাঁটতে থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত পূর্বের আকাশ লাল হয়ে দিগন্তে সূর্য উঁকি দেয়। এটা শুধু একটা স্বপ্নই, বারবার নিজেকে এটাই বুঝ দেয়ার চেষ্টা করছিলো সে। ও আর সেই ভয়কাতুরে বালক নেই, ও এখন নাইটস ওয়াচের একজন সদস্য।

স্যামওয়েল টার্লি গাছের নিচে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘোড়াগুলোর আড়ালে নিজেকে অর্ধেকটা লুকিয়ে রেখেছে ও। তার গোলগাল মুখটা ভয়ে দুধের মতো সাদা হয়ে আছে। 'আমি দেখতে চাই না,' ফিসফিসিয়ে ভয়ার্তমুখে বললো সে।

'কিন্তু তোমার তো দেখতে হবেই,' নিচু কণ্ঠে ওকে বললো জন, যাতে অন্যরা শুনতে না পায়। 'মেইস্টার এইমন তোমাকে নিজের চোখ হিসেবে এখানে পাঠিয়েছে। কী, পাঠিয়েছে তো? এখন চোখই যদি বন্ধ করে রাখো তাহলে দেখবে কীভাবে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...আমি খুব ভীতু, জন।'

জন ওর একটা হাত স্যামের কাঁধে রাখলো। 'আমাদের সাথে বারোজন রেঞ্জার, কুকুর, এমনকি গোস্টও আছে। তোমাকে কেউ আঘাত করতে পারবে না, স্যাম। সামনে গিয়ে লাশগুলো দেখো। প্রথম দর্শনের সময়টাই যা একটু কঠিন।'

BanglaBook.org

কম্পিতভাবে মাথা ঝাঁকালো স্যাম, দেখেই বোঝা যাচ্ছে সাহস সঞ্চয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ও। ধীরে ধীরে নিজের মাথা তুললো সে, এরপর চোখ মেলে তাকালো। জন ওর হাত ধরে রাখলো যাতে সে আবার ফিরে যেতে না পারে।

'স্যার জ্যারেমি,' বুড়ো ভালুক কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠলেন। 'দেয়াল থেকে রওয়ানা দেবার সময় বেন স্টার্কের দলে আরো ছয়জন লোক ছিলো। বাকিরা কোথায়?'

স্যার জ্যারেমি মাথা দোলালো। 'আমি কীভাবে বলবো!'

জ্যারেমির উত্তরে মরমন্ট যে খুশি হননি তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। 'আমাদের দুই ভাইকে বলতে গেলে দেয়ালের দৃষ্টিসীমার ভেতরেই হত্যা করা হলো, এরপরও তোমার রেঞ্জাররা কিছু শুনতেও পায়নি, দেখতেও পায়নি। নাইটস ওয়াচের বর্তমান অবস্থা তাহলে এ-ই দাঁড়িয়েছে? এখন কি আমরা বনের ভেতর ওদের খুঁজে দেখতেও পারবো না?'

'পারবো, মাই লর্ড, কিন্তু...'

'আমরা কি এখনো প্রহরীর দায়িত্ব পালন করছি না?'

'করছি, কিন্তু...'

'এই লোকটার কাছে একটা শিঙ্গা দেখতে পাচ্ছি,' মরমন্ট অথরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন। 'আমি কি তাহলে ধরে নেবো যে বাজানোর সুযোগ পাওয়ার আগেই ওকে মেরে ফেলা হয়েছে? নাকি তোমার সব রেঞ্জার যেমন অন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক তেমনি বধিরও হয়ে গেছে?'

স্যার জ্যারেমির মুখ শক্ত হয়ে গেল রাগে। 'কোনো শিঙ্গাই বাজানো হয়নি, মাই লর্ড। বাজলে আমার রেঞ্জাররা তা শুনতে পেত। আমার হাতে যথেষ্ট পরিমাণ লোক নেই টহল দেবার জন্য...আর বেনজেন নিরুদ্দেশ হবার পরে আমরা দেয়াল থেকে বেশি দূরে যাইনি।'

বুড়ো ভালুক আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন। 'হ্যাঁ। ভালো করেছ,' কথাটা বললেও ওনার শরীরের ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে তার। 'আমাকে বলো কীভাবে মারা গেছে এরা।'

জাফের ফ্লাওয়ারস নামের মৃত লোকটার পাশে উবু হয়ে বসে স্যার জ্যারেমি তার মাথাটা নিজের হাতে নিলো। খড়ের মতো খসখসে চুলগুলো তার হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে। মনে মনে কাউকে অভিশাপ দিলো নাইট, এরপর মৃত লোকটার মুখে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো সামনে দিকে। লোকটার গলায় শুকনো রক্তে মোড়া গভীর একটা ক্ষত মুখের মতো হাঁ হয়ে গেল সাথে সাথে। ধড়ের সাথে মাথাটা মাত্র কয়েক ফালি মাংস দিয়ে সংযুক্ত হয়ে আছে। 'কুঠার দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, মাই লর্ড।'

BanglaBook.org

হয়, বিড়াবিড় করলো ভাইগুরেন। অথরের হাতে যে কুঠারটা আছে, সেরকম কোনো কুঠার দিয়ে।'

জনের মনে হলো সকালের খাবার তার পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠছে, কিন্তু ও শক্তভাবে ঠোঁটদুটো চেপে রইলো। দ্বিতীয় মৃতদেহের দিকে ফিরে তাকালো আবার। বিশালদেহী এক কুৎসিত লোক ছিলো অথর। মৃত্যু তাকে পরিণত করেছে বিশালদেহী এক কুৎসিত লাশে। ওর কথা মনে করার চেষ্টা করলো জন। রেঞ্জারদের যাত্রা শুরুর সময় হেঁড়ে গলায় অশ্লীল গান গাইছিলো সে। আর কখনো গান গাওয়া হবে না তার। শুধুমাত্র হাত বাদে অথরের বাকি শরীরের মাংস দুধসাদা হয়ে আছে, হাতটা কালো হয়ে আছে জাফেরের হাতের মতোই। বুক, কুঁচকি আর গলায় থাকা মারাত্মক আঘাতের ক্ষত থেকে বেরোনো রক্ত শুকিয়ে গেছে, শক্ত হয়ে ফুসকুড়ির মতো হয়ে আছে এখন। চোখদুটো রয়েছে একদম খোলা অবস্থায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অথর, নীলকান্তমণির মতো নীল রঙের চোখজোড়া মেলে।

স্যার জ্যারেমি উঠে দাঁড়ালো। 'ওয়াইল্ডলিংদের কাছেও কুঠার আছে।'

ওর দিকে তাকালেন মরমন্ট। 'তাহলে তোমার বিশ্বাস এটা ম্যান্স রেইডারের কাজ? দেয়ালের এত কাছে?'

'আর কে-ই বা করবে, মাই লর্ড?'

জন উত্তরটা দিতে পারতো। সে ভালো করেই জানে এখানকার প্রত্যেকটা লোক কী ভাবছে। কিন্তু কেউ কথাটা বলবে না। আদারদের কথা শুধুমাত্র গল্পেই আছে, আর এই গল্প বলা হয় বাচ্চাদের ভয় পাওয়ানোর জন্যে। ওদের অস্তিত্ব যদি সত্যিও হয়, এরপরেও প্রায় আট হাজার বছর ধরে ওদের কোনো পাত্তা নেই। এমনকি ওদের কথা চিন্তা করেই নিজেকে বোকা বোকা লাগছে এখন। ও আর সেই ছোট্ট বালক নেই, নাইটস ওয়াচে যোগ দিয়ে ফেলেছে এখন। বুড়ি ন্যানের পায়ের কাছে ব্র্যান, রব আর আরিয়ার সাথে বসে গল্প শোনা এখন কেবলই পুরোনো স্মৃতি।

এরপরও লর্ড কমান্ডার মরমন্ট ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন। 'ক্যাসল ব্ল্যাক থেকে মাত্র অর্ধদিবস দূরত্বে বেন স্টার্ক ওয়াইল্ডলিংদের আক্রমণের শিকার হলে ও ঠিকই ফিরে এসে আরো লোক নিয়ে যেত, এরপর খুনিদের ধাওয়া করে মেরে আমার কাছে নিয়ে আসতো ওদের কাটা মাথা।'

'যদি না সে নিজেই মারা গিয়ে থাকে,' স্যার জ্যারেমি বললো।

দুটো লাশ সামনে থাকার পরেও কথাটা জনকে আঘাত করলো বেশ ভালোভাবেই। ইতোমধ্যেই এত সময় পার হয়ে গেছে যে বেন স্টার্ক এখনো বেঁচে আছেন এমন আশা করা বোকামি। কিন্তু জন স্নো জন্ম থেকেই বেশ জেদি প্রকৃতির। হোক তা চিন্তায়, কিংবা কাজে।

BanglaBook.org

'বেনজেন নিরুদ্দেশ হয়েছে প্রায় ছয় মাস আগে, মাই লর্ড,' স্যার জ্যারেমি বলতে লাগলো। 'বনটা বিশাল। ওয়াইল্ডলিংরা যেকোনো জায়গাতেই ওকে আক্রমণ করে থাকতে পারে এর ভেতর। আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওর দলের ভেতর এই দুইজনই শেষ জীবিত ছিলো, আমাদের কাছে ফিরে আসার চেষ্টা করছিলো ওরা...কিন্তু দেয়ালের নিরাপত্তার কাছে পৌঁছানোর আগেই ওদের নাগাল পেয়ে যায় শত্রুরা। লাশগুলো এখনো টাটকা, দেখে মনে হচ্ছে না এক দিনের বেশি আগে মারা গেছে...'

'না,' স্যামওয়েল টার্লি বেশ জোরেশোরেই বললো কথাটা।

চমকে উঠলো জন স্নো। আর যা-ই হোক, স্যামের কাছ থেকে এমন তেজস্বী, উচ্চ স্বরের আওয়াজ আসবে তা প্রত্যাশা করেনি ও। মোটা ছেলেটা কর্মকর্তাদের বেশ ভয় পায়, আর স্যার জ্যারেমি বেশ অধৈর্য লোক, এই কথা সর্বজনবিদিত।

'আমি তোমার মতামত শুনতে চাইনি, ছেলে,' রাইকার তার গম্ভীর, শীতল স্বরে বললো।

'ওকে বলতে দিন, স্যার,' জন বলে বসলো।

মরমন্টের দৃষ্টি একবার স্যাম, আরেকবার জনের ওপর পড়ে আবার স্যামের ওপর এসে স্থির হলো। 'এই ছেলের যদি কিছু বলার থাকে আমি তা শুনতে চাই। এই ছেলে, কাছে এসো। তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না ঘোড়াগুলোর জন্য।'

দরদর করে ঘামতে ঘামতে জন আর ঘোড়াটাকে পার হয়ে সামনে এগিয়ে গেল স্যাম। 'মাই লর্ড, এরা...এরা এক দিন আগে মারা যায়নি...দেখুন...রক্ত...'

'আচ্ছা?' মরমন্ট অধৈর্যের সাথে বললেন। 'হ্যাঁ, রক্ত। কী দেখার আছে এতে?'

'রক্ত দেখেই ও কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছে আরকি!' চেট জোর গলায় বললো। বাকি রেঞ্জাররা হাসিতে ফেটে পড়লো ওর কথা শুনে।

স্যাম ওর ভ্রু থেকে ঘাম মুছলো। 'আপনি...আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে গোস্ট...জনের ডায়ারউলফ...লোকটার হাত যেখান থেকে কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে সেখান থেকে কোনো রক্তপাত হয়নি, দেখুন...' হাত নাচালো সে। 'আমার বাবা...ল-লর্ড রেন্ডিল, আমাকে...আমাকে মাঝে মাঝে পশুর মাংস ছাড়ানোর দৃশ্য দেখতে বাধ্য করতেন, যখন...পরে...' স্যাম ওর মাথা নাড়াতে লাগলো দুই পাশে, চিবুক কাঁপছে ওর। লাশগুলো দেখার পর আর চোখ সরাতে পারছে না ওগুলো থেকে। 'সদ্য খুন করা হলে...এখনো রক্তপাত হতো, মাই লর্ডস। পরে...পরে জমে যেত, থকথকে হয়ে...আর...আর...' ওকে দেখে মনে হচ্ছে এখনই অসুস্থ হয়ে পড়বে। 'এই লোকটার...হাতের দিকে তাকান, পুরোটাই শক্ত...শুকনো...এসে...'

জন এবার বুঝতে পারলো স্যাম কী বলতে চাচ্ছে। লাশটার কবজির কাছে ছিন্নভিন্ন শিরা দেখতে পেল সে। রক্ত কালো ধুলোর মতো দেখাচ্ছে। স্যার জ্যারেমি

BanglaBook.org

রাইকার স্যামের কথায় তেমন একটা প্রভাবিত হলো না। 'যদি এক দিনের বেশি আগে এরা মারা গিয়ে থাকে, এতক্ষণে পচন শুরু হবার কথা। এদের থেকে তো কোনো গন্ধই আসছে না।'

ডাইওয়েন, যে কিনা গর্ব করে বলে বেড়ায় যে সে তুষারের গন্ধও পায়, লাশগুলোর কাছে গিয়ে নাক টানলো। 'এরা যদিও ফুল-টুল না, কিন্তু...মি লর্ড, সত্যটা হচ্ছে, এদের গায়ে লাশের কোনো গন্ধ নেই।'

'এরা...এরা পচছে না।' লাশগুলোর দিকে নির্দেশ করলো স্যাম। ওর মোটা আঙ্গুলগুলো কাঁপছে অল্প অল্প। 'দেখুন, এদের...এদের গায়ে কোনো পোকা বা কিছুই নেই...লাশগুলো জঙ্গলে পড়েছিলো, কিন্তু কোনো প্রাণীই ওদের ছুঁয়ে বা কামড়িয়ে দেখেনি...শুধুমাত্র গোস্ট বাদে...নাহলে ওরা...ওরা...'

'স্পর্শহীন,' জন আস্তে করে বললো। 'আর গোস্টের কথা আলাদা। কোনো কুকুর বা ঘোড়া লাশের ধারেকাছেও ঘেঁষতে চাইছে না।'

রেঞ্জাররা দৃষ্টি বিনিময় করলো; ওদের প্রত্যেকেই বুঝতে পারছে কথাগুলো সত্য। ভ্রু কুঁচকে লাশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে কুকুরগুলোর দিকে তাকালেন মরমন্ট। 'চেট, হাউন্ডগুলোকে এদিকে নিয়ে এসো তো!'

চেট চেষ্টা করলো ওগুলোকে কাছে আনার, না পেরে গালাগাল করলো, গলার দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো। কিন্তু কুকুরগুলো ভয়ার্ত শব্দ করতে করতে যে যার জায়গায় স্থির থাকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। শেষে ও মাত্র একটা কুকুরকে সামনে আনার চেষ্টা করলো। কিন্তু প্রবলভাবে বাধা দিচ্ছে মাদি কুকুরটা, গরগর শব্দ করে গলার বাঁধন ছোটানোর জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। অবশেষে জন্তুটা আকস্মিকভাবে ঝাঁপ দিলো সামনের দিকে। কুকুরটার গলার দড়ি ছেড়ে দিতেই তাল সামলাতে না পেরে পেছনের দিকে পড়ে গেল চেট। আর এই সুযোগে ওর উপর দিয়ে লাফিয়ে বনের গাছগাছালির ভেতর হারিয়ে গেল কুকুরটা।

'পুরো...পুরো ব্যাপারটাই কেমন রহস্যজনক মনে হচ্ছে,' স্যামওয়েল টার্লি বললো। 'রক্ত...কাপড়ে রক্তের দাগ, আর...আর ওদের শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া মাংস, কিন্তু...মাটিতে কোনো দাগ নেই কিছুর, আশেপাশের কোনো জায়গাতেই নেই। আর ঐ...ঐ...' ঢোক গিললো স্যাম, তারপর লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বললো, 'ঐ ক্ষত...গভীর ক্ষতের কারণে পুরো জায়গাতেই রক্তের বন্যা বয়ে যাওয়ার কথা। ঠিক কি না?'

ডাইওয়েন নিজের কাঠের দাঁত চাটতে শুরু করলো। 'হয়তো ওরা এখানে মারা যায়নি। হয়তো কেউ ওদের এখানে এনে আমাদের জন্য ফেলে গেছে। সতর্ক করে দিয়েছে আমাদের।' বৃদ্ধ লোকটা হঠাৎ সন্দেহের দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকালো, ভ্রু কুঁচকে এসেছে ওর। 'আমার ভুলও হতে পারে, কিন্তু মনে হয় না অথরের চোখের রঙ নীল ছিলো।'

BanglaBook.org

স্যার জ্যারেমিকেও সন্দেহগ্রস্ত দেখাচ্ছে। 'ফ্লাওয়ারেরও ছিলো না,' লাশগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়েই বললো সে।

বনের ভেতর দলটার মাঝে নীরবতা নেমে এলো এবার। কিছু সময়ের জন্য স্যামের ভারী নিঃশ্বাস আর ডাইওয়েনের কাঠের দাঁত চোষার ভেজা ভেজা শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। গোস্টের পাশে চুপচাপ বসে রয়েছে জন।

'পুড়িয়ে ফেলো,' কেউ একজন ফিসফিসিয়ে বললো। রেঞ্জারদের একজন হলেও জন বুঝতে পারলো না কোনজন। 'হ্যাঁ, পুড়িয়ে দেয়া হোক,' দ্বিতীয় একটা স্বর যোগ দিলো এবার।

বুড়ো ভালুক জেদি ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন। 'এখনই না। আমি চাই মেইস্টার এইমন আগে ওদের পরীক্ষা করে দেখুক। আমরা এদেরকে দেয়ালে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।'

কিছু আদেশ মানার চেয়ে দেয়া বরং অনেক বেশি সহজ। ওরা লাশগুলোকে আলখাল্লা দিয়ে পেঁচিয়ে নিলো ভালো করে, কিন্তু এরপর হেক আর ডাইওয়েন যখন ওগুলোকে ঘোড়ার পিঠের সাথে বাঁধার চেষ্টা করলো, তখন প্রাণীটা ভয়ে পাগল হয়ে গেল যেন। চিৎকার করে ছুটোছুটি করতে লাগলো, দাপাতে লাগলো খুরের ওপর। এমনকি কেটার যখন ওদেরকে সাহায্য করার জন্য এগুলো তখন ওর হাত কামড়ে দিলো ঘোড়াটা। অন্য ঘোড়াটাকে নিয়েও গলদঘর্ম হতে লাগলো রেঞ্জারদের। শেষে ওরা গাছের ডাল দিয়ে কোনরকমে একটা আকৃতি দাঁড় করিয়ে তার ওপর লাশগুলো তুলে পায়ে হেঁটে ফিরতে বাধ্য হলো। ওরা যখন ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করলো, তখন দুপুর পেরিয়ে আরো অনেক বেলা হয়ে গেছে।

'আমি চাই পুরো বনটা খুঁজে দেখা হোক ভালো করে,' রওয়ানা দেবার আগে মরমন্ট স্যার জ্যারেমিকে আদেশ দিলেন। 'দশ লীগের ভেতর প্রতিটা গাছ, পাথর, ঝোপ, মাটির প্রতিটা ফুট খুঁজে দেখবে। তোমার অধীনে যত লোক আছে সবাইকে কাজে লাগাবে, আর যথেষ্ট লোক না থাকলে শিকারি আর বনকর্মীদের ধার নেবে স্টুয়ার্ডদের কাছ থেকে। যদি বেন এবং অন্যরা এখনো ওখানে থেকে থাকে, জীবিত বা মৃত যা-ই হোক না কেন, আমি চাই ওদের খুঁজে পাওয়া হোক। আর যদি অন্য কারো উপস্থিতি বনে দেখা যায়, আমি ওদের সম্পর্কেও জানতে চাই। ওদেরকে অনুসরণ করে খুঁজে বের করবে, আর আমার কাছে জীবিত ধরে আনার চেষ্টা করবে। বোঝা গেছে ব্যাপারটা?'

'জ্বি, মাই লর্ড,' স্যার জ্যারেমি বললো। 'আমি দেখছি ব্যাপারটা।'

এরপর মরমন্ট নীরবে নিজের ঘোড়ায় উঠে বসলেন। লর্ড কমান্ডারের স্টুয়ার্ড হিসেবে জন তার পিছে পিছে অনুসরণ করতে শুরু করলো। দিনটা খুবই স্যাঁতস্যাঁতে,

BanglaBook.org

মেঘাচ্ছন্ন আর ধূসর রঙের; এমন একটা দিন যেদিন সবাই বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে। বনের ভেতর একটু বাতাসও নেই, পরিবেশ বেশ গুমোট আর ভারী হয়ে আছে। শরীরের চামড়ার সাথে লেপটে আছে জনের পোশাক। খুব গরম একটা দিন আজ। খুবই গরম।

বৃদ্ধ লোকেরা এই ধরনের আবহাওয়াকে বলে প্রাণবন্ত গ্রীষ্ম, আর বলে যে এর মানে হলো ঋতুটা শেষ হয়ে যাওয়ার আগে তার অন্তিম শক্তি দেখিয়ে দিচ্ছে। *এরপরে আসবে তীব্র শীত*, সতর্ক করে দিয়ে বলছে সেই শক্তি। দীর্ঘ গ্রীষ্মকালের পর সবসময় দীর্ঘ শীতকাল আসে। এই গ্রীষ্ম দশ বছর স্থায়ী হয়েছে। যখন গ্রীষ্মকাল শুরু হয় তখন জন কেবলই ছোট এক বাচ্চা।

কিছু সময় পর্যন্ত ওদের সাথে থাকলো গোস্ট, এরপর গাছপালার মাঝে উধাও হয়ে গেল আবারো। ডায়ারউলফটাকে ছাড়া নিজেকে কেমন যেন অনিরাপদ লাগে জনের। প্রতিটা ছায়ার দিকেই অস্বস্তি নিয়ে তাকাচ্ছে সে। অনাহূতভাবে ওর মনে পড়ে যায় উইন্টারফেলে থাকা অবস্থায় বুড়ি ন্যানের বলা গল্পগুলোর কথা। ওর মনে হতে থাকে সে পরিষ্কারভাবে ন্যানের গলার স্বর আর তার সুইয়ের খুট-খুট-খুট-খুট শব্দ শুনতে পাচ্ছে আবার। *রাতের আঁধারে বেরিয়ে আসতো ওরা*, ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসা স্বরে বলতো বুড়িটা। *প্রচণ্ড শীতল, মৃত প্রাণী ওরা, ঘৃণা করতো লোহা, আগুন আর সূর্যরশ্মিকে, শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত বয়ে চলা প্রত্যেকটা জীবিত প্রাণীকে। যখন ওরা তাদের ফ্যাকাশে মৃত ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়, তখন দুর্গের পর দুর্গ, শহরের পর শহর আর রাজ্যের পর রাজ্য তাদের সামনে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। ওরা তাদের মৃত চাকরদেরকে খাবার হিসেবে দিতো মানুষের বাচ্চার মাংস।*

যখন একটা প্রাচীন ওক গাছের উপর দিয়ে দেয়ালের কিছু অংশ দৃশ্যমান হলো তার সামনে, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো জন। মরমন্ট হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, এরপর জিনের ওপর বসা অবস্থায় ঘুরে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, 'টার্লি, এদিকে এসো।'

স্যাম যখন তার মাদি ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে আসলো, তখন ওর চেহারায় ভয়ের ছায়া দেখতে পেল জন; নিঃসন্দেহে স্যাম মনে করছে কোনো ঝামেলায় পড়ে গেছে সে। 'তুমি বেশ মোটাসোটা হলেও একেবারে বোকা নও, ছেলে,' কর্কশ কণ্ঠে বললেন বুড়ো ভালুক। 'বনের ভেতর ভালোই কাজ দেখিয়েছ তুমি। আর স্নো, তুমিও।'

স্যামের মুখে লজ্জার লাল রঙ গাঢ় হলো। ভদ্রতাবশত কিছু বলতে গিয়ে কথাবার্তা জড়িয়ে গেল তার। জন প্রশংসার উত্তরে হাসলো শুধু।

গাছের নিচ দিয়ে ওরা যখন বেরিয়ে এলো তখন মরমন্ট তার ঘোড়াটাকে জোরে ছোটার জন্য হাঁক ছাড়লেন। বন থেকে ত্বরিত গতিতে বেরিয়ে এলো গোস্ট, ওদের

BanglaBook.org

দলের সাথে মিলিত হবার জন্য। চোয়াল চাটছে ডায়ারউলফটা, কোনো এক শিকারের রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে মুখ। অনেক উপর থেকে দেয়ালের নিরাপত্তারক্ষীরা ওদের দলটাকে খেয়াল করলো এবার। বহুদূর থেকে ভেসে আসা দেয়ালের পাহারাদারদের বিশাল শিঙ্গার ভারী আওয়াজ কানে এলো জনের। উচ্চকিত ভারী আওয়াজটা গাছপালাগুলোকে প্রকম্পিত করে বরফের উপর দিয়ে প্রতিধ্বনি তৈরি করতে লাগলো।

উউউউউউউওওওওওওওওওওওওওওওওওওওওওওওওওওওও

ধীরে ধীরে শব্দটা ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল একেবারে। একবার বাজানো মানে রেঞ্জাররা ফিরে এসেছে। জন ভাবলো, *যাক, অন্তত একটা দিনের জন্য হলেও তো রেঞ্জার হতে পারলাম!* যা-ই হোক না কেন সামনে, ওর কাছ থেকে এই অনুভূতিটা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না!

যখন ওরা বরফের সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসছিলো, তখন বোওয়েন মার্শ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো প্রথম দরজায়। লালচে হয়ে আছে লর্ড স্টুয়ার্ডের মুখ, দেখতে বেশ বিচলিত লাগছে। 'মাই লর্ড,' দরজার লোহার খিল খুলতে খুলতে লর্ড কমান্ডার মরমন্টকে বললো সে, 'একটা দাঁড়কাক এসেছিলো, আপনি এখনই আমার সাথে আসুন।'

'কী হয়েছে?' মরমন্ট কর্কশভাবে বললেন।

উত্তর দেবার আগে জনের দিকে তাকালো মার্শ। 'চিঠিটা মেইস্টার এইমনের কাছে আছে। উনি আপনার কক্ষে অপেক্ষা করছেন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। জন, আমার ঘোড়াটাকে দেখে রাখো, আর স্যার জ্যারেমিকে বলো লাশগুলোকে ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে রাখতে। মেইস্টার এইমন শীঘ্রই ওগুলোকে পরীক্ষা করে দেখবেন।' গজরাতে গজরাতে চলে গেলেন মরমন্ট।

আস্তাবলে ঘোড়া রেখে ফিরে আসার সময় অস্বস্তি নিয়ে জন খেয়াল করলো যে লোকজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। উঠানে স্যার অ্যালিসার থর্ন ছেলেদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। জনকে দেখতে পেয়ে প্রশিক্ষণ থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ঠোঁটের কোনায় শোভা পাচ্ছে এক চিলতে বাঁকা হাসি। অস্ত্রাগারের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একহাতওয়ালা ডোনাল নোয়ে। 'দেবতারা তোমার সহায় হোক, স্নো,' বললো সে।

কোনো সমস্যা আছে, জন ভাবলো। *বড়সড় ধরনের সমস্যা।*

লাশগুলোকে দেয়ালের গোড়ার দিকের একটা ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো; শক্ত বরফ খোদাই করে তৈরি করা অন্ধকার, শীতল কক্ষ যেখানে মাংস আর খাদ্যশস্য জমা করে রাখা হয়। মাঝে মাঝে রাখা হয় মদও। নিজের ঘোড়ার প্রতি খেয়াল করার আগে জন নিশ্চিত হয়ে নিলো যে মরমন্টের ঘোড়াকে পানি আর খাবার খাওয়ানো হয়েছে

BanglaBook.org

ভালোমত। এরপর ও তার বন্ধুদের খুঁজতে লাগলো। পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে গ্রেন আর টোড। পিপকে সাধারণ বড় কামরাটায় খুঁজে পাওয়া গেল।

'রাজা মারা গেছে,' পিপ চুপিচুপি বললো।

খবরটা শুনে শক্ত হয়ে গেল জন। উইন্টারফেলে যখন রবার্ট ব্যারাথিয়নকে দেখেছিলো সে, তখন তাকে বেশ বুড়ো আর মোটা দেখাচ্ছিলো বটে, কিন্তু চলাফেরা বা চেহারায় কোনো অসুস্থতার চিহ্নও ছিলো না। 'তুমি কীভাবে জানলে?' পিপকে প্রশ্ন করলো সে।

'ক্লাইডাস যখন মেইস্টার এইমনকে চিঠিটা পড়ে শোনাচ্ছিলো তখন একজন নিরাপত্তারক্ষী শুনে ফেলেছে।' পিপ জনের আরো কাছে চেপে এলো। 'জন, আমি দুঃখিত। উনি তোমার বাবার বন্ধু ছিলো, তাই না?'

'শুধু বন্ধুই না, একসময় ভাইয়ের মতো ছিলো দুজন।' জন ভাবতে লাগলো জফরি তার বাবাকে রাজার মুখ্য উপদেষ্টা পদে রাখবে কি না। মনে হচ্ছে না রাখবে। তার মানে লর্ড এডার্ড আবার ওর বোনদের সাথে নিয়ে উইন্টারফেলে ফিরে আসবেন। লর্ড মরমন্টের অনুমতি নিয়ে সে হয়তো ওদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেতে পারে। আরিয়াকে আবার দেখতে পেলে আর বাবার সাথে কথা বলতে পারলে ওর খুব ভালো লাগবে। *এবার দেখা হলে মায়ের পরিচয় জিজ্ঞেস করবো তাকে*, জন ভাবলো। *আমি এখন আর ছোট বাচ্চা নই। মা যদি বেশ্যাও হয়, তাতেও আমার কিছু আসে যায় না, আমি শুধু জানতে চাই।*

'শুনলাম হেক বলছিলো যে লাশগুলো নাকি তোমার চাচার দলের,' পিপ বললো।

'হ্যাঁ,' উত্তর দিলো জন। 'যে ছয়জনকে উনি সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে এই দুইজন ছিলো। ওরা মারা গিয়েছে অনেক আগে, কিন্তু লাশ পাওয়া গেল এখন। লাশগুলো বেশ অদ্ভুত!'

'অদ্ভুত?' আগ্রহী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো পিপ। 'কেমন অদ্ভুত?'

'স্যামের কাছ থেকে শুনে নিও,' জন ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাইলো না। 'আমার গিয়ে দেখা উচিত বুড়ো ভালুক আমাকে খুঁজছে কি না।'

লর্ড কমান্ডারের বাসস্থানের দিকে একা একা হেঁটে চললো জন, কেমন যেন উদ্বেগ লাগছে ওর মনে। গন্তব্যে পৌছালে সেখানে পাহারারত দুই নাইটস ওয়াচ সদস্য ওর দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলো। 'বুড়ো ভালুক নিজের উঁচু ঘরটায় আছেন,' ওদের ভেতর একজন বললো। 'তোমাকে খুঁজছিলেন।'

জন মৃদুভাবে মাথা নাড়লো। আস্তাবল থেকে সরাসরি এখানে চলে আসা উচিত ছিলো তার। লর্ড কমান্ডারের টাওয়ারের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো সে। কমান্ডার হয়তো ওয়াইন চাইবেন, বা কক্ষে আগুন জ্বালিয়ে দিতে বলবেন, নিজেকে বললো সে।

BanglaBook.org

যখন সে কক্ষে প্রবেশ করলো, তখন মরমন্টের দাঁড়কাক চিৎকার করছিলো তার উদ্দেশ্যে। 'ভুট্টা,' চেঁচাচ্ছে পাখিটা। 'ভুট্টা! ভুট্টা! ভুট্টা!'

'বিশ্বাস হয় যে একে মাত্রই খাবার খাইয়েছি আমি,' বুড়ো ভালুক গজরাতে লাগলেন। জানালার পাশে বসে একটা চিঠি পড়ছিলেন লর্ড কমান্ডার। 'আমার জন্য এক পেয়ালা ওয়াইন আনো। তোমার জন্যও এনো আরেক পেয়ালা।'

'আমার জন্য, মাই লর্ড?'

মরমন্ট চিঠি থেকে মুখ তুলে জনের দিকে তাকালেন। তার চোখের তারায় করুণার চিহ্ন দেখতে পেল জন। 'ঠিকই শুনেছ।'

জন খুব সাবধানতার সাথে ওয়াইন ঢালতে লাগলো। পেয়ালা পূর্ণ হয়ে গেলেই ওকে চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করা হবে, কোনো সন্দেহ নেই। খুব দ্রুতই অবশ্য পূর্ণ হয়ে গেল পেয়ালা দুটো। 'বসে পড়ো, ছেলে,' মরমন্ট আদেশ দিলেন ওকে। 'পান করো।'

জন দাঁড়িয়েই রইলো। 'আমার বাবার কিছু হয়েছে, তাই না?'

বুড়ো ভালুক হাতের আঙ্গুল দিয়ে চিঠিটাতে টোকা দিলেন। 'তোমার বাবা আর রাজা,' বললেন তিনি। 'তোমার কাছে মিথ্যা বলবো না, খবরটা খুব খারাপ। আমি কখনো ভাবতেও পারিনি আমার চেয়ে অর্ধেক বয়সী আর ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী রবার্ট সিংহাসনে থাকতে জীবদ্দশায় অন্য কোনো রাজাকে দেখতে হবে।' এক ঢোক ওয়াইন পেটে চালান করে দিলেন লর্ড কমান্ডার। 'ওরা বলতো রাজা শিকার করতে খুব ভালোবাসেন। আমরা যা ভালোবাসি, তা-ই আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ছেলে। মনে রাখবে কথাটা। আমার ছেলেটা নিজের অল্পবয়সী রূপসী স্ত্রীকে ভালোবাসত অনেক। বাজে মেয়েলোক। ও না থাকলে কখনই আমার ছেলে চোরাকারবারিদের সাথে জড়াবার কথা চিন্তা করতো না।'

জন তার কথাগুলোর প্রতি খুব একটা মনোযোগ দিতে পারছে না। 'মাই লর্ড, আমি বুঝতে পারছি না। বাবার কী হয়েছে?'

'আমি তোমাকে বসতে বলেছি,' মরমন্ট বললেন। 'বসো,' দাঁড়কাকটা চিৎকার করলো। কমান্ডার বলতে লাগলেন, 'ওয়াইন নাও। এটা আমার আদেশ, স্নো।'

জন বসে পড়ে পেয়ালায় চুমুক দিলো।

'লর্ড এডার্ডকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। বলা হচ্ছে যে রবার্টের ভাইদের সাথে ষড়যন্ত্র করে ও রাজকুমার জফরির কাছ থেকে সিংহাসনের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলো।'

BanglaBook.org

'না,' জন বললো। 'এ হতে পারে না! আমার বাবা কখনই রাজার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না!'

'তোমার কথা হয়তো ঠিক,' মরমন্ট বললেন। 'কিন্তু আমি তা বলার অধিকার রাখি না। তুমিও না।'

'কিন্তু অভিযোগটা তো মিথ্যা,' জন আবার বললো। কীভাবে ওরা ভাবতে পারলো যে তার বাবা রাজদ্রোহের সাথে যুক্ত, সবাই কি পাগল হয়ে গেল নাকি? লর্ড এডার্ড স্টার্ক কখনই নিজের সম্মানকে বিসর্জন দেবেন না...তাই না?

উনি একজন জারজ সন্তানের পিতা, একটা কণ্ঠস্বর তার কানের গোড়ায় ফিসফিসিয়ে বলে গেল। *এর ভেতর সম্মানের কিছু আছে? আর তোমার মা, তার ব্যাপারে কী বলবে? উনি তো কোনো সময়ই তার নামটাও বলতে চাইতেন না তোমার কাছে।*

'মাই লর্ড, ওনার ব্যাপারে কী করবে ওরা? মেরে ফেলবে?'

'এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না, ছেলে। আমি ভাবছি একটা চিঠি পাঠাবো। রাজার কাউন্সিলের কয়েকজনের সাথে যৌবনে পরিচয় ছিলো আমার। বৃদ্ধ পাইসেল, লর্ড স্ট্যানিস, স্যার ব্যারিস্টান...তোমার বাবা যা-ই করে থাকুক না কেন, বা না-ই করে থাকুক, উনি একজন সম্মানিত লর্ড। তাকে অবশ্যই নাইটস ওয়াচে যোগ দেবার অনুমতি দেয়া হবে। দেবতারাই জানেন, লর্ড এডার্ডের মতো লোকের কত দরকার আমাদের এখানে।'

জন অনেককেই চেনে যারা রাজদ্রোহের মতো অপরাধ করেও সম্মানের সাথেই নাইটস ওয়াচে যোগ দিয়েছে। লর্ড এডার্ড কেন নয়? *বাবা এখানে আসবে!* ভাবনাটা খুবই অদ্ভুত, এমনকি অস্বস্তিকরও বটে। ওনাকে উইন্টারফেল থেকে উৎখাত করে দেয়ালে পাঠানোটা খুবই অবিচার হবে, কিন্তু এতে যদি তার প্রাণ বেঁচে যায়...

আচ্ছা, জফরি কি এই প্রস্তাব মেনে নেবে? সে যেভাবে উইন্টারফেলের উঠানে রব আর স্যার রড্রিককে নিয়ে হাসি-তামাশা করছিলো তা জনের এখনো মনে আছে। জনের দিকে সে ফিরেও দেখেনি, এমনকি হেনস্তা করার জন্যও জারজদের সে গোণেও না। 'মাই লর্ড, রাজা কি আপনার কথা শুনবে?'

বুড়ো ভালুক কাঁধ ঝাঁকালেন। 'একজন বালক রাজা...আমার মনে হয় ও তার মায়ের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেবে। এই মুহূর্তে টিরিয়ন ল্যানিস্টার কিংস ল্যান্ডিং-এ না থাকায় খুবই খারাপ হলো। ছেলেটার চাচা হয় সে, আর আমাদের এখানকার অবস্থা সম্পর্কেও সম্যক অবগত আছে বামনটা। ওকে তোমার মায়ের আটক করাটা বেশ দুঃখজনক ঘটনা–'

BanglaBook.org

'লেডি স্টার্ক আমার মা নয়,' চড়া সুরে তাকে মনে করিয়ে দিলো জন। টিরিয়ন ল্যানিস্টার তার বন্ধুর মতো হয়ে গেছে। যদি লর্ড এডার্ডের মৃত্যু হয়, তবে রাণীর সাথে সাথে লেডি স্টার্কও সমানভাবে দায়ী থাকবেন। 'মাই লর্ড, আমার বোনদের কী খবর? আরিয়া আর সানসা, ওরা দুইজনই বাবার সাথে ছিলো, আপনি কী জানেন–'

'পাইসেল ওদের কারো কথাই চিঠিতে উল্লেখ করেনি, কিন্তু ওদের যে সম্মানের সাথেই রাখা হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমি চিঠিতে ওদের ব্যাপারে জানতে চাইবো,' মরমন্ট মাথা দোলালেন। 'ঘটনাটা ঘটলো খুব খারাপ সময়ে। এই মুহূর্তে পূর্ববর্তী যেকোনো সময়ের চেয়ে একজন শক্তিশালী রাজা এই সাম্রাজ্যের অনেক বেশিই দরকার...অন্ধকার দিন আর শীতল রাত আসছে সামনে, আমি বুঝতে পারছি ঠিকই...' জনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেশ কিছুটা সময় তাকিয়ে রইলেন লর্ড কমান্ডার। 'আশা করি নির্বোধের মতো কিছু করার চিন্তা তোমার মাথায় নেই, ছেলে।'

আমরা এখানে আমার বাবাকে নিয়ে কথা বলছি, কথাটা বলতে চাইলো জন; কিন্তু বুঝলো এই মুহূর্তে কথাটা ওর কাছ থেকে শুনতে চাইছেন না মরমন্ট। গলা শুকিয়ে আছে দেখে আরেক চুমুক ওয়াইন খেলো সে।

'তোমার দায়িত্ব এখন এখানে,' লর্ড কমান্ডার ওকে কথাটা মনে করিয়ে দিলেন। 'তোমার বিগত জীবনের ইতি তখনই ঘটেছে, যখন থেকে নাইটস ওয়াচে যোগ দিয়েছ।' তার পাখিটা কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠলো আবার। 'এখন কিংস ল্যান্ডিং-এ যা-ই ঘটুক না কেন, তা আর তোমার মাথাব্যথা না।' জন উত্তর দিচ্ছে না দেখে বৃদ্ধ লোকটা তার ওয়াইন শেষ করে বললেন, 'এখন তুমি যাও। আজ আর তোমাকে আমার প্রয়োজন হবে না। আগামীকাল চিঠিটা লিখতে আমাকে তুমি সাহায্য করবে।'

লর্ড কমান্ডারের কক্ষে সে কি দাঁড়িয়েছিলো, নাকি বেরিয়ে এসেছিলো দ্রুত, তা জন মনে করতে পারলো না। কেবল এটা মনে আছে যে সে টাওয়ারের সিঁড়ি বেয়ে চিন্তা করতে করতে নিচে নেমে আসছিলো। *বাবা আর বোনদের কথা চিন্তা করতে পারবো না! কেন?*

বাইরে বেরুলে পাহারাদারদের একজন ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'শক্ত হও, ছেলে। দেবতারা খুবই নিষ্ঠুর।'

জন বুঝলো ওরা পুরো ঘটনাটা জানে। 'আমার বাবা রাজদ্রোহী না,' কর্কশভাবে কথাটা বললো সে। এমনকি কথাগুলোও তার গলায় বেঁধে গেল। বাতাসের বেগ বেড়ে গেছে। যখন উঠানের ওপর দিয়ে লর্ড কমান্ডারের কক্ষে গিয়েছিলো তখনকার তুলনায় এখন আরো বেশি ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। প্রাণবন্ত গ্রীষ্ম তাহলে অবশেষে নিজের তেজ হারিয়ে ফেলেছে!

BanglaBook.org

পুরো বিকালটা কেমন যেন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল জনের। ও বলতে পারবে না কোথায় কোথায় সে গিয়েছে, ঠিক কী করেছে বা কার কার সাথে কথা বলেছে। গোস্ট যে পুরোটা সময় ওর পাশে ছিলো এটা বলতে পারবে অবশ্য। ডায়ারউলফটার নীরব উপস্থিতি ওকে বেশ প্রশান্তি দেয়। *আমার বোনরা ঐটুকু প্রশান্তিও পাচ্ছে না*, ভাবলো সে। নেকড়েগুলো হয়তো ওদের খানিকটা নিরাপদ রাখতে পারতো, কিন্তু লেডিকে হত্যা করা হয়েছে, আর পালিয়ে গেছে নাইমেরিয়া। ওরা এখন সম্পূর্ণ একাকী।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে উত্তর থেকে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করলো। সাধারণ বড় কক্ষটায় রাতের খাবার খেতে খেতে দেয়াল আর দুর্গের গায়ে তার আছড়ে পড়ার বিক্ষুব্ধ ধ্বনি শুনতে পেল সবাই। যব, পেঁয়াজ আর গাজর সহকারে হরিণের মাংস ঘন করে রান্না করেছে হব। যখন বাড়তি এক চামচ মাংস আর রুটির টুকরো ওর থালায় তুলে দিলো সে, তখন জন এর পেছনের কারণটা বুঝতে পারলো। লোকটা পুরো ব্যাপারটা জানে। কক্ষটার যেদিকেই তাকালো সেদিকেই দেখলো লোকজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে নীরবে। চাওয়ামাত্রই মাথা ঘুরিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সবাই। সবাই জানে ব্যাপারটা।

বন্ধুরা সবাই ওর কাছে চলে এলো এরপর। 'আমরা সেপ্টনকে বলেছি তোমার বাবার জন্য মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করতে,' ম্যাথার ওকে বললো। 'এসব মিথ্যে কথা, আমরা সবাই জানি এসব মিথ্যা, এমনকি গ্রেনও জানে,' গলা মেলালো পিপ। কথাটায় সম্মতি দিতে মাথা দোলালো গ্রেন, আর স্যাম জনের একটা হাত ধরলো। 'তুমি এখন আমার ভাই, তারমানে লর্ড এডার্ডও আমার বাবা,' মোটা ছেলেটা জনকে বললো। 'যদি উইয়ারউড বনে যেয়ে পুরোনো দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে চাও, আমি তোমার সাথে যাবো।'

উইয়ারউড বন দেয়ালের অপর পাশে, কিন্তু জন জানে স্যাম কথার কথা বলেনি। *ওরা আমার ভাই*, জন ভাবলো। *রব, ব্র্যান কিংবা রিকনের মতো এখন এরাও আমার ভাই।*

এমন সময় উচ্চ নিনাদের নিষ্ঠুর হাসির শব্দ শুনতে পেল সে। স্যার অ্যালিসার থর্নের গলা। 'যেনতেন বেজন্মা না, একদম রাজদ্রোহীর বেজন্মা,' তার আশেপাশে জড়ো হওয়া লোকদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলছিলেন তিনি।

চোখের পলকে টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো জন, হাতে ছোরা বেরিয়ে এসেছে তার। পিপ ওকে আটকানোর চেষ্টা করলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো সে, এরপর এক দৌড়ে স্যার অ্যালিসার থর্নের টেবিলের কাছে পৌছে লাথি কষালো তার হাতের বাটিতে। রান্না করা মাংস চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অন্যান্যদের গায়ে গিয়ে লাগলো। কুঁকড়ে গেলেন স্যার অ্যালিসার থর্ন। চিৎকার করছে লোকজন, কিন্তু জন স্নো কারো কথাই শুনলো না। হাতে ছোরা নিয়ে স্যার অ্যালিসারের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। তার ঠান্ডা, নির্লিপ্ত চোখের ভেতর সেঁধিয়ে দেবার চেষ্টা করলো ধারালো অস্ত্রটা।

BanglaBook.org

কিন্তু ও কিছু করার আগেই তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হলো স্যাম, পিপ তার পেছনে বানরের মতো ঝুলে আছে, আর গ্রেন স্নোর হাত ধরে ওকে ফেরানোর চেষ্টা করার সময় টোড সেই হাত মুচড়ে ছোরাটা সরিয়ে নিলো।

ঘটনাটার অনেক সময় পরে যখন স্নোকে তার শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন মরমন্ট কাঁধে দাঁড়কাকটা নিয়ে দেখতে আসলেন ওকে। 'আমি তোমাকে নির্বোধের মতো কোনো কাজ করতে না করেছিলাম, ছেলে,' বুড়ো ভালুক বললেন। 'ছেলে,' পাখিটা সুর মেলালো মালিকের সাথে। মরমন্ট আক্ষেপে মাথা নাড়াতে লাগলেন। 'অথচ তোমাকে নিয়ে কত উচ্চাশা ছিলো আমার।'

ওরা তার ছোরা আর তলোয়ার কেড়ে নিয়েছে আগেই, বলেছে ওর ব্যাপারে কর্মকর্তারা কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে নিজের কক্ষ থেকে যেন বের না হয় সে। এরপর ওর কক্ষের সামনে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে। ওর বন্ধুদেরও দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না, কিন্তু বুড়ো ভালুক গোস্টকে তার কাছে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। তাই নিজের কক্ষে সম্পূর্ণ একাও ছিলো না জন।

'আমার বাবা কোনো রাজদ্রোহী না,' সবাই চলে যাবার পর নিজের ডায়ারউলফকে বললো জন। গোস্ট চুপচাপ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। জন দেয়ালের দিকে পেছন ফিরে হাঁটুতে দুই হাতে ভর দিয়ে দাঁড়ালো, বিছানার পাশে রাখা টেবিলের ওপরে জ্বলতে থাকা মোমবাতির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো এরপর। অগ্নিশিখা মিটমিট করে জ্বলতে জ্বলতে দুলে উঠছে মাঝে মাঝে, ছায়ারা নেচে বেড়াচ্ছে দেয়ালে। কক্ষটাকে ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন আর শীতল মনে হতে থাকে তার। আজ রাতে আর ঘুম হবে না, ভাবতে থাকে জন।

এরপরেও জনের ঝিমুনি এসে গিয়েছিলো। যখন জেগে উঠলো, তখন দেখলো ঠান্ডায় ওর পা জমে শক্ত হয়ে আছে। মোমবাতি পুড়ে শেষ হয়ে গেছে বহু আগেই। গোস্ট তার পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আঁচড় কাটছে দরজায়। ওকে দেখতে এত লম্বা লাগছে যে জন নিজেও অবাক হয়ে গেল। 'গোস্ট, কী হয়েছে?' নরম সুরে বললো সে। মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকালো ডায়ারউলফটা, নিঃশব্দে দাঁত খিঁচিয়ে শ্বদন্ত দেখালো এরপর। পাগল হয়ে গেল নাকি নেকড়েটা? 'আমাকে চিনতে পারছিস না, গোস্ট?' জন বিড়বিড় করলো, কণ্ঠে ভয়ের সুর ফুটতে দিলো না। সারা শরীরে বেশ কাঁপুনি উঠলো তার। এত ঠান্ডা পড়লো কখন?

দরজার কাছ থেকে ফিরে এলো গোস্ট। দরজাটার যেখানে আঁচড় কাটছিলো, ওখানে বেশ গভীর ক্ষত হয়ে গেছে। ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাওয়া উদ্বেগ নিয়ে তাকে দেখতে লাগলো জন। 'বাইরে কেউ আছে, তাই না?' ও ফিসফিস করে বললো। পায়ে ভর দিয়ে একটু নিচু হয়ে পিছিয়ে গেল ডায়ারউলফটা, ঘাড়ের কাছের সাদা পশমগুলো শজারুর কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে গেছে। *পাহারাদার*, ভাবলো জন। *ওরা আমার কক্ষের সামনে*

BanglaBook.org

একজন পাহারাদার নিযুক্ত করেছিলো, দরজার ভেতর দিয়ে তার শরীরের গন্ধ পাচ্ছে গোস্ট। এছাড়া আর কী হবে!

ধীরে ধীরে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো জন। অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁপছে সে। হাতে নিজের তলোয়ারের অনুপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করতে পারছে। তিনটা দ্রুত পদক্ষেপে দরজার কাছে পৌঁছে হাতল ধরে ভেতরের দিকে টানলো জন। দরজার কব্জার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলো এরপর।

ওর কক্ষের বাইরের পাহারাদারটা সরু সিঁড়ির ওপর শুয়ে দুচোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। যদিও দেহটা উপুড় হয়ে আছে, কিন্তু মাথাটা ওর দিকেই ঘোরানো রয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে কেউ ওর ঘাড় ভেঙে উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে একদম।

এ হতে পারে না, জন নিজেকে বললো। *লর্ড কমান্ডারের নিজের টাওয়ার এটা, রাত-দিন এখানে পাহারা দেয়া হয়, এটা মোটেই হতে পারে না। নির্ঘাত কোনো স্বপ্ন। আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি এখন!*

ওর পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল গোস্ট। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে বারবার থেমে জনের দিকে তাকাচ্ছে নেকড়েটা। এমন সময় পাথরের ওপর ভারী জুতার শব্দ আর দরজার হুড়কো খোলার শব্দ শুনতে পেল জন। উপর থেকে আসছে শব্দটা। লর্ড কমান্ডারের শোবার ঘর থেকে।

দুঃস্বপ্নই বটে, কিন্তু কোনো স্বপ্ন নয়, বরং ভয়াবহ রকমের বাস্তব।

পাহারাদারের তলোয়ার এখনো খাপে পোরা অবস্থায় রয়েছে। জন হাঁটু গেড়ে বসে অস্ত্রটাকে খাপমুক্ত করলো। হাতের মুঠোর ভেতর ইস্পাতের উপস্থিতি ওর ভেতর সাহস সঞ্চার করতে লাগলো দ্রুত। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো সে। গোস্ট ওর কেবলই সামনে নীরবে উপরের দিকে উঠছে। সিঁড়ির প্রতিটা বাঁকে ওত পেতে আছে ছায়ারা। কোনো রহস্যময় ছায়া দেখলেই আঁতকে উঠে তলোয়ারের ডগা দিয়ে খোঁচা দিতে লাগলো জন।

আচমকা লর্ড মরমন্টের দাঁড়কাকের চিৎকার শুনতে পেল সে। 'ভুট্টা,' পাখিটা কর্কশভাবে চেঁচাচ্ছে। 'ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা।' দ্রুত সামনে বাড়লো গোস্ট, আর তার পেছন পেছন ছুটলো জন। মরমন্টের কক্ষের দরজা হাট করে খোলা। ডায়ারউলফ দ্রুত ঢুকে পড়লো ভেতরে। হাতে তলোয়ার নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে পড়লো জন, অন্ধকারে চোখ সয়ে নেবার চেষ্টা করছে। জানালায় টানা রয়েছে ভারী পর্দা, তাই কক্ষের ভেতর বিরাজ করছে কালিগোলা অন্ধকার। 'কে ওখানে?' চিৎকার করলো সে।

এবার জন কিছু একটা দেখতে পেল। অন্ধকারের ভেতর আরেকটা অন্ধকার ছায়া, ভেতরের একটা দরজা দিয়ে লর্ড মরমন্টের শোবার ঘরের দিকে যাচ্ছে। মস্তকাবরণ তোলা আলখাল্লা পরিহিত মনুষ্যাকৃতি...কিন্তু মস্তকাবরণের নিচে তার চোখদুটো ঠান্ডা নীলচে আভা ছড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

ছায়াটাকে আক্রমণ করে বসলো গোস্ট। মানুষ আর নেকড়ে দুজনেই কোনো ধরনের চিৎকার ছাড়াই মেঝেতে গিয়ে পড়লো। দুইজনেই গড়াচ্ছে প্রাণপণে। একটা চেয়ার ভেঙে খানখান হয়ে গেল এরপর, টেবিল উলটে গিয়ে তার ওপর থাকা কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো চতুর্দিকে। মরমন্টের দাঁড়কাকটা মাথার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে চিৎকার করছে, 'ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা।' নিজেকে মেইস্টার এইমনের মতো অন্ধ মনে হচ্ছে জনের। কক্ষের দেয়ালকে পেছনে রেখে ও জানালার দিকে এগুতে লাগলো আস্তে আস্তে, তারপর পর্দাটাকে ছিঁড়ে ফেললো একটানে। চাঁদের আলোয় ভেসে গেল ঘর। দেখলো, গোস্টের সাদা পশমের ভেতর ডেবে আছে একটা কুচকুচে কালো হাত, মোটা কালো আঙ্গুল চেপে বসেছে নেকড়েটার গলায়। শরীর মোচড়াচ্ছে গোস্ট, চেষ্টা করছে কামড়াতে, পা ছুঁড়ছে বাতাসে, কিন্তু ছুটতে পারছে না।

আর ভয় পাওয়ার সময় নেই জনের। লাফিয়ে সামনে বাড়লো সে, এরপর চিৎকার করে নিজের সর্বশক্তি আর গায়ের ওজন দিয়ে হাতের দীর্ঘ অসি নিচের দিকে নামিয়ে আনলো। জামার হাতা, চামড়া আর হাড় ভেদ করে ঢুকে গেল শীতল ইস্পাত, কিন্তু শব্দটা বেশ অদ্ভুত শোনালো। আর যে উৎকট গন্ধ বের হলো তাতে দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো জনের। একটা বিচ্ছিন্ন হাত দেখতে পেল মেঝের ওপর, কালো হাতের আঙ্গুলগুলো চাঁদের আলোর মাঝে দ্রুত মুঠো বন্ধ করছে আর খুলছে। গোস্ট বাকি হাতটা থেকে নিজেকে মুচড়ে বের করে এনে পিছিয়ে গেল। ওর লাল জিহ্বা থেকে লালা গড়িয়ে পড়ছে।

অবগুণ্ঠনওয়ালা লোকটা তার ফ্যাকাশে মুখ তুলে উপরে তাকাতেই কোনোরকম দ্বিধা ছাড়া তলোয়ার চালালো জন। আক্রমণকারী লোকটার মুখের হাড় পর্যন্ত ঢুকে গেল তলোয়ারটা, নাকের অর্ধেক ভেতরে ডুবে গেল আঘাতের তীব্রতায়। নীল হয়ে জ্বলতে থাকা চোখের নিচে মুখের একপাশ থেকে অন্যপাশ পর্যন্ত কেটে ফাঁক হয়ে গেল। জন চিনতে পারলো মুখের মালিককে। *অথর*, ভাবলো সে। ঘুরে পেছন দিকে সরে এলো। *গডস, ও তো মারা গেছে! আমি ওকে মৃত অবস্থায় দেখেছি!*

গোড়ালির কাছে কিছু একটা আঁচড় কাটছে, হঠাৎ অনুভব করতে পারলো জন। তাকিয়ে দেখলো কালো আঙ্গুলগুলো ওর পা আঁচড়াচ্ছে। হাতটা পা বেয়ে উঠে আসছে, চেষ্টা করছে মাংস আর জামা চিরে ফেলার। অবিশ্বাসে চিৎকার করে উঠে হাতের তলোয়ারের মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে আঙ্গুলগুলো ছোটানোর চেষ্টা করলো পা থেকে, এরপর ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিলো। দূরে ছিটকে পড়ে আঙ্গুলগুলো দ্রুত বেগে মুঠো পাকাতে আর খুলতে লাগলো।

লাশটা সামনে বাড়লো এবার। রক্তের কোনো চিহ্নই নেই শরীরে। এক হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, মুখ হয়ে আছে প্রায় দুইভাগ, তারপরেও এমনভাবে এগিয়ে আসছে যেন কিছুই হয়নি। 'কাছে আসবে না,' চিৎকার করে আদেশ দিলো জন, ওর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে ভয়ে। 'ভুট্টা,' দাঁড়কাকটা চিৎকার করেই যাচ্ছে, 'ভুট্টা, ভুট্টা।' বিচ্ছিন্ন

BanglaBook.org

হাতটা এবার জামার হাতা থেকে বেরিয়ে এলো, পাঁচটা কালো আঙ্গুলযুক্ত ফ্যাকাশে সাপের মতো। জিনিসটাকে দুই চোয়ালের ফাঁকে কামড়ে ধরলো গোস্ট। আঙ্গুলের হাড় ভাঙার মটমট শব্দ ভেসে এলো। লাশটার ঘাড়ে আঘাত করলো জন, তলোয়ারটার অনেক গভীরে ডুবে যাওয়া অনুভব করলো।

মৃত অথর জনের দিকে ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো তাকে।

উলটে থাকা টেবিলের গায়ে আঘাত লাগার সাথে সাথে বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল জনের। তলোয়ার...তলোয়ারটা গেল কোথায়? তলোয়ারটা হাতছাড়া করে ফেলেছে ও! জন চিৎকার করার জন্য মুখ খুলতে গেলে ওয়াইট তার হাতের কালো আঙ্গুলগুলো ওর মুখের ভেতর পুরে দিলো। ওগুলোকে বের করে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো জন, কিন্তু লোকটা খুব ভারী বিধায় বের করতে পারছে না। গলার আরো ভেতরে ঢুকে গেল বরফের মতো ঠান্ডা হাতটা, নিঃশ্বাস আটকে দিচ্ছে। লাশটার মুখ ওর মুখের এত কাছে রয়েছে যে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না জন। নখ দিয়ে লাশটার ঠান্ডা মাংসে আঁচড় কাটার চেষ্টা করলো সে, লাথি মারতে লাগলো জিনিসটার পায়ে। চেষ্টা করলো প্রাণপণে কামড়ে দেবার, ঘুসি দেবার, সর্বোপরি নিঃশ্বাস নেবার.

এরপর অকস্মাৎ তার ওপর থেকে লাশের ভারটা সরে গেল, গলা থেকে সরে গেল আঙ্গুলগুলোও। ওখান থেকে কোনোমতে গড়িয়ে সরে যেতে পারলো জন, ভয়াবহভাবে কাঁপছে সে।

গোস্ট আবারও রক্ষা করেছে তাকে। ডায়ারউলফটা ওয়াইটের পেটের ভেতর দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। মাংস ছিঁড়ে গেল কামড়ের কারণে। অর্ধচেতন অবস্থায় জন দেখছে দৃশ্যটা। অবশেষে বেশ খানিকক্ষণ পরে তলোয়ারটা খুঁজে দেখার কথা মনে হলো ওর...

...কিন্তু সামনে তাকিয়ে লর্ড মরমন্টকে দেখতে পেল সে। নগ্ন আর টালমাটাল অবস্থায় রয়েছেন সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসার কারণে। তেলের একটা বাতি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। গোস্টের চিবানোর কারণে আঙুলহীন হয়ে যাওয়া বিচ্ছিন্ন হাতটা তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে মেঝে ঘষটে ঘষটে।

চিৎকার করে তাকে সতর্ক করার চেষ্টা করলো জন, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো স্বর বের হচ্ছে না। টলতে টলতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে হাতটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিলো সে। এরপর বুড়ো ভালুকের হাত থেকে ছোঁ মেরে তেলের বাতিটা নিয়ে নিলো। প্রায় নিভু নিভু অবস্থায় মিটমিট করে জ্বলছে ওটা। 'পোড়াও,' দাঁড়কাকটা চিৎকার করে উঠলো। 'পোড়াও, পোড়াও, পোড়াও।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে জনের চোখ পড়লো নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলা জানালার পর্দার দিকে। মেঝেতে পড়ে থাকা পর্দার ওপর দুই হাত দিয়ে ছুঁড়ে মারলো বাতিটা। ধাতব শব্দের সাথে কাচ ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, তেল গড়িয়ে পড়ে দপ করে জ্বলে উঠলো কাপড়টা। ছুটে আসা তাপ জনের মুখ স্পর্শ করামাত্রই মনে হলো, এর চেয়ে সেরা চুম্বনের অনুভূতি এর আগে কখনোই পায়নি সে। 'গোস্ট,' চিৎকার করে উঠলো জন।

BanglaBook.org

লাশটাকে ফেলে জনের কাছে ফিরে এলো ডায়ারউলফটা। ওটা তখন উঠে বসার চেষ্টা করছে। পেটের কাছে গভীর ক্ষত দেখা যাচ্ছে কামড়ের। জন এবার দেরি না করে জ্বলতে থাকা পর্দার কাপড় ছুঁড়ে মারলো লাশটার দিকে। *পুড়িয়ে দাও*, জ্বলন্ত কাপড় লাশটাকে ঢেকে ফেলামাত্র মনে মনে প্রার্থনা করতে শুরু করে দিলো জন। *গডস, দয়া করে পুড়িয়ে দাও ওটাকে।*

ব্র্যান

এক ঠান্ডা সকালে কারহোল্ডের দুর্গ থেকে তিন হাজার অশ্বারোহী আর দুই হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে এসে পৌছুলো কারস্টার্করা। সৈন্যদের হাতে থাকা বর্শার ইস্পাতের ফলাগুলো ক্ষীণ সূর্যরশ্মিতে চকচক করছে। দলের সামনে এক লোকের হাতে থাকা বিশাল ঢাক থেকে ভেসে আসছে ধীর এবং গম্ভীর শব্দের কুচকাওয়াজের ধ্বনি। বুম, বুম, বুম।

উইন্টারফেলের বহিঃপ্রাচীরের উপরে অবস্থিত নিরাপত্তা চৌকি থেকে হোডোরের ঘাড়ে চড়ে মেইস্টার লুউইনের ব্রোঞ্জের দূরবীন দিয়ে কারস্টার্ক সৈন্যদের এগিয়ে আসা দেখছে ব্র্যান। লর্ড রিকার্ড নিজেই তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার ছেলে হ্যারিয়ন, এডার্ড আর টরেন তার পাশেই ঘোড়ায় উপবিষ্ট। ওদের মাথার উপর উড়ছে কারস্টার্ক প্রতীক সাদা সূর্য খচিত কুচকুচে কালো নিশান। বুড়ি ন্যান বলতো, কারস্টার্কদের শরীরে স্টার্কদের রক্ত বয়ে চলেছে হাজার বছর ধরেই, কিন্তু ওদেরকে স্টার্কদের মতো লাগছে না ব্র্যানের কাছে। বিশালদেহী শক্ত চেহারার লোক কারস্টার্করা। মুখভর্তি পুরু দাড়ি আর ঘাড়ের নিচ পর্যন্ত নেমে আসা চুলে ওদেরকে দেখতে বেশ হিংস্র লাগে। ওদের কালো আলখাল্লাগুলো ভালুক, সিলমাছ আর নেকড়ের চামড়া দিয়ে তৈরি।

একমাত্র ওদের আসাই বাকি ছিলো, ব্র্যান জানতো। বাকি লর্ডরা ইতোমধ্যেই নিজেদের সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছেন। ব্র্যানের ইচ্ছা ছিলো বের হয়ে ওদের কাছ থেকে দেখতে; বাজারের ভিড়, চাকা আর খুরের আঘাতে ক্ষয় হয়ে যাওয়া রাস্তা দেখতে। কিন্তু দুর্গ থেকে বের হবার অনুমতি তাকে দেয়নি রব। 'তোমাকে নিরাপত্তা দেবার মতো যথেষ্ট লোক আমার হাতে নেই,' ওর ভাই ব্যাখ্যা করে বলেছিলো।

BanglaBook.org

'সামার আমার সাথে থাকবে,' শেষ চেষ্টা করলো ব্র্যান।

'বাচ্চা ছেলের মতো কথা বোলো না, ব্র্যান। তুমি সবকিছু ভালোমতই জানো। মাত্র দুই দিন আগেও লর্ড বোল্টনের এক সৈন্য লর্ড কারউইনের এক সৈন্যকে ছুরি মেরেছে। তোমাকে বাইরে এমন ঝুঁকির মধ্যে বেরুতে দিলে মা আমার চামড়া ছাড়িয়ে নেবে।' কথাটা বলার সময় রবের গলার স্বরে লর্ডসুলভ দৃঢ়তা খেয়াল করলো ব্র্যান, যা সে ইদানীং বেশি ব্যবহার করছে; ও বুঝতে পারলো যে তার শত আবদারেও আর কাজ হবে না।

ও জানে রবের এই সিদ্ধান্তের পিছে উলফসউডের ঐ ঘটনাটাই দায়ী। স্মৃতিটা এখনো তাকে তাড়া করে ফেরে দুঃস্বপ্নে। স্রেফ বাচ্চার মতো অসহায় হয়ে পড়েছিলো সে। এমনকি রিকন নিজে যতটা প্রতিরোধ করতে পারতো সেটুকুও সে করতে পারেনি। রিকন অন্তত লাথি তো মারতে পারতো, কিন্তু তার তো সে সামর্থ্যও নেই এখন। ব্যাপারটা লজ্জা দেয় খুব। রবের থেকে মাত্র কয়েক বছরের ছোট সে। রব যদি এখনই একজন পরিপূর্ণ পুরুষে পরিণত হয় তো সেও হয়েছে। তার অন্তত নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ্য থাকা উচিত।

মাত্র এক বছর আগে হলে রবের নিষেধ অমান্য করে হলেও দেয়াল টপকে সে ঠিকই শহরে চলে যেত। ঐ সময়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে চলতে পারতো সে, নিজের ঘোড়ায় ওঠা-নামা করতে পারতো একাই। আর কাঠের তলোয়ার চালনায় যে দক্ষতা এসে গিয়েছিলো তা নিয়ে রাজকুমার টমেনকে সহজেই হারিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু এখন মেইস্টার লুউইনের দূরবীন দিয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না সে। মেইস্টার তাকে স্টার্কদের অনুগত সব পরিবারের প্রতীক চিনিয়েছে; গ্লোভারদের লালের ওপর রূপালি রঙের বর্ম পরিহিত মুষ্টিবদ্ধ হাত, লেডি মরমন্টদের কালো ভালুক, ড্রেডফোর্টের রুজ বোল্টনদের চামড়া ছেলা মানুষের ভয়ানক প্রতীক, হর্নউডদের হরিণ, কারউইনদের রণ-কুঠার, টলহার্টদের তিনটা গাছ আর আম্বারদের ভয় ধরানো প্রতীকটা–ছিন্ন শেকল হাতে গর্জনরত এক দানব।

খুব শীঘ্রই ওদেরকে চিনে নিয়েছে সে, যখন ভোজসভায় যোগ দেবার জন্য লর্ডরা তাদের সন্তান আর নাইটদের নিয়ে উইন্টারফেলে এসেছিলেন, তখন। এমনকি দুর্গের সবচেয়ে বড় সভাকক্ষও এত লোককে জায়গা দেবার মতো যথেষ্ট বড় নয়, তাই রব পর্যায়ক্রমে স্টার্কদের অনুগত লর্ডদের আমন্ত্রণ জানায় দুর্গে। ব্র্যানকে সবসময়ই তার ভাইয়ের ডান পাশে বসানো হতো সম্মানের সাথে। কোনো কোনো লর্ড ওর দিকে কটাক্ষ করে তাকাতো, হয়তো ভাবতো, কোন অধিকারে এইটুকু একটা ছেলে ওদের থেকে বেশি সম্মান পাচ্ছে! খোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও!

BanglaBook.org

'এখন পর্যন্ত সর্বমোট কত সৈন্য জড়ো হলো?' লর্ড কারস্টার্ক তার ছেলে আর সৈন্যদের নিয়ে যখন বহিঃপ্রাচীরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছিলেন তখন মেইস্টার লুউইনকে জিজ্ঞেস করলো ব্র্যান।

'বারো হাজার বা তার কাছাকাছি।'

'এর ভেতর কতজন নাইট আছে?'

'অত বেশি না,' মেইস্টারের গলার স্বরে ক্ষীণ ধৈর্যহীনতার ছোঁয়া। 'নাইট হতে হলে একজনকে তার শপথ পবিত্র করার জন্য সেপ্টে গিয়ে একরাত নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাতে হবে আর প্রার্থনা করতে হবে সপ্ততৈল গায়ে মেখে। উত্তরে খুব কম পরিবারই সপ্ত দেবতার প্রার্থনা করে। বেশিরভাগ হাউজই পুরোনো দেবতাদের মানে, আর তারা কেউই নাইট উপাধি দেয় না...কিন্তু তাই বলে ঐ লর্ড আর তাদের সন্তান এবং যোদ্ধারা কোনো অংশেই কম হিংস্র বা অনুগত নয়, সম্মানের দিক দিয়েও ওরা কম পিছিয়ে নেই। নামের আগে স্যার থাকলেই কারো যোগ্যতা প্রমাণিত হয় না। তোমাকে আমি আগেও অনেকবার বলেছি এই কথা।'

'তারপরেও আমি জানতে চাই কতজন নাইট জড়ো হয়েছে এখানে,' ব্র্যান বললো।

মেইস্টার লুউইন দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'তিনশ বা চারশ।'

'লর্ড কারস্টার্কই সর্বশেষ,' ব্র্যান চিন্তিতভাবে বললো। 'রব আজ রাতেই ওনার উদ্দেশ্যে ভোজসভার আয়োজন করবে।'

'কোনো সন্দেহ নেই।'

'যাত্রা শুরু হতে আর...আর কত দিন বাকি?'

'হয় ওদের খুব দ্রুতই যাত্রা শুরু করা উচিত, অথবা যাত্রা করার দরকারই হবে না আর,' মেইস্টার লুউইন বললেন। 'উইন্টারটাউন ভরে উপচে পড়ছে লোকজনে, এই সৈন্যরা আর কিছুদিন এখানে থাকলে আশেপাশের সবকিছু খেয়ে একেবারে সাবাড় করে ফেলবে। অন্যরা কিংসরোডের আশেপাশে অবস্থান নিয়েছে রবের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য; বারো নাইটস, ক্র্যানোগম্যান, লর্ড ম্যান্ডারলি আর ফ্লিন্ট। রিভারল্যান্ডে ইতোমধ্যেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তোমার ভাইকে এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।'

'আমি জানি,' ব্র্যানের কণ্ঠে এবং চিন্তায় হতাশার আভাস। দূরবীনটা মেইস্টার লুউইনের হাতে ফিরিয়ে দিলো সে। খেয়াল করলো তার মাথার চুল উপরের দিকে কত পাতলা হয়ে এসেছে। মাথার তালু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ভেতর দিয়ে। মেইস্টারের দিকে উপর থেকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে বেশ অদ্ভুত লাগছে কারণ সারা জীবন ওনাকে

BanglaBook.org

নিচের থেকে দেখেছে ও। কিন্তু হোডোরের ঘাড়ে চড়লে সবার দিকে এভাবে উপর থেকেই তাকাতে হবে। 'আমি আর দেখতে চাই না। হোডোর, আমাকে দুর্গে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

'হোডোর,' হোডোর বললো।

মেইস্টার লুউইন তার দূরবীনটা জামার হাতার ভেতর পুরে ফেললেন। 'ব্র্যান, তোমার ভাইয়ের হাতে এখন মোটেও সময় নেই। সে এখন লর্ড কারস্টার্ক আর তার ছেলেদের সাথে দেখা করে অভ্যর্থনা জানাবে।'

'আমি রবকে বিরক্ত করবো না। গডসউডে যাবো এখন।' ব্র্যান তার হাত দিয়ে হোডোরের কাঁধ ধরলো। 'হোডোর।'

টাওয়ারের ভেতরের দিকের দেয়ালে ছেনি দিয়ে কেটে পাথরের ওপর মইয়ের মতো আকৃতি তৈরি করা হয়েছে। হোডোর বেসুরোভাবে গুনগুন করতে করতে নামতে লাগলো নিচে, আর তার পিঠে মেইস্টার লুউইনের তৈরি করা চটের ঝুড়ির মতো আসনের ওপর দুলতে লাগলো ব্র্যান। মহিলারা বন থেকে জ্বালানি কাঠ আনার জন্য যেমন ঝুড়ি ব্যবহার করে সেটা দেখেই ব্র্যানের জন্য এমন একটা আসন তৈরির ধারণা পান তিনি। এরপর সেটায় পা বের হয়ে থাকার জন্য দুটো ফুটো করে কয়েকটা সরু ফালি জুড়ে দেন তিনি, যাতে ব্র্যানের ওজনটা হোডোরের পেছনে বেশ সমভাবে ছড়িয়ে থাকে। এতে ভালো হয়েছে অনেক। আগে হোডোর যখন তাকে ছোট বাচ্চার মতো কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো তখন যেমন লজ্জা লাগতো, এখন আর তেমন লাগে না। হোডোরও ব্যবস্থাটা বেশ পছন্দ করেছে; অবশ্য হোডোরের ব্যাপারে কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। মাত্র একটাই সমস্যা হলো দরজা পার হওয়া। দরজা দিয়ে ঢোকার সময় হোডোর মাঝে মাঝে ভুলে যায় যে ওর পিঠে ব্র্যান বসে আছে, আর এই ভুলে যাবার কারণে ব্যাপারটা বেশ সমস্যাপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় ব্র্যানের জন্য।

প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ এত পরিমাণ লোক আসা-যাওয়া করছে দুর্গে যে রব আদেশ দিয়েছে যেন দুইটা লোহার দরজাই খোলা থাকে সবসময় আর তাদের টানাসেতুটা যেন সবসময় নামানো থাকে, এমনকি রাতের বেলায়ও। ব্র্যান যখন টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এলো তখন বর্মাবৃত বর্শাধারী কারস্টার্ক সৈন্যদের একটা দীর্ঘ সারি দুই দেয়ালের মাঝের জায়গা অতিক্রম করে তাদের লর্ডদের পিছু পিছু দুর্গে ঢুকছিলো। অর্ধেক মুখ ঢাকা লোহার তৈরি কালো শিরস্ত্রাণ আর সাদা রঙের সূর্যখচিত কালো আলখাল্লা পরনে তাদের। হোডোর তাদের পাশ দিয়ে আনমনে হাসতে হাসতে এগিয়ে যাচ্ছে। টানাসেতুর কাঠের ওপরে ওর পায়ের জুতার ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। আরোহীরা ওদের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। কারো অট্টহাসির শব্দ শুনতে পেল ব্র্যান। কিন্তু ওকে

BanglaBook.org

বিরক্ত করার সুযোগ দিলো না সে মানুষগুলোকে। হোডোরের বুকের সাথে ঝুড়ির মতো আসনটার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে মেইস্টার লুউইন বলেছিলেন, 'মানুষ তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখবে। ওরা দেখবে, তোমাকে নিয়ে পিছে কথা বলবে, কেউ কেউ হয়তো ঠাট্টা-বিদ্রূপও করবে।' করুক তারা বিদ্রূপ, ব্র্যান ভাবলো। কেউই ওর শোবার ঘরে গিয়ে ঠাট্টা করবে না, তবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবন কাটানোর কোনো ইচ্ছা নেই তার।

লৌহনির্মিত সিংহদরজার নিচ দিয়ে যখন ভেতরে ঢুকছিলো ওরা, তখন মুখে দুই আঙ্গুল পুরে শিষ বাজালো ব্র্যান। সাথে সাথে উঠানের ওপর দিয়ে দৌড়ে এলো সামার। কারস্টার্কদের ঘোড়াগুলো ভয়ে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করা শুরু করে দিলে ওগুলোকে আয়ত্তে আনতে বেশ বেগ পেতে হলো। একটা বড়সড় ঘোড়া পিছের দুই পায়ে ভর দিয়ে এমন চিৎকার করছিলো যে তার আরোহী কোনোমতে ঝুলে রইলো পিঠের ওপর, গালাগাল বেরিয়ে আসছে তার মুখ দিয়ে। ডায়ারউলফদের গায়ের গন্ধ ঘোড়াদের পরিচিত না বিধায় খুব ভড়কে গেছে ওরা, তবে সামার চলে গেলে ওরা আবার শান্ত হয়ে আসবে দ্রুত। 'গডসউড,' হোডোরকে আবার মনে করিয়ে দিলো ব্র্যান।

এমনকি উইন্টারফেল দুর্গও লোকে-লোকারণ্য হয়ে আছে। উঠানভর্তি তলোয়ার আর কুঠারের ঝনঝনানি, মালটানা গাড়ির গুড়গুড় শব্দ আর কুকুরের ডাকে এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে চারপাশে। অস্ত্রাগারের খোলা দরজা দিয়ে কামারশালার ভেতরে মিকেনকে একঝলক দেখতে পাওয়া গেল। হাতুড়ি পেটার সাথে সাথে তার খালি বুক থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে। সারাজীবনে এত অপরিচিত মানুষ একসাথে কখনো দেখেনি ব্র্যান। এমনকি রাজা রবার্ট বাবার সাথে দেখা করার জন্য যখন তাদের এখানে ঘুরতে এসেছিলেন তখনো না।

হোডোর যখন একটা নিচু দরজা দিয়ে ঢুকতে লাগলো তখন ভয় না পাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করলো সে। লম্বা, স্বল্প আলোকিত হল ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। পাশেই সাবলীলভাবে হেঁটে চলেছে সামার। নেকড়েটা মাঝে মাঝেই ওকে দেখছে তার তরল সোনার মতো সোনালি চোখ মেলে। সামারকে আদর করতে ইচ্ছা হলো ব্র্যানের, কিন্তু এই মুহূর্তে ওর হাতের সীমানার অনেক বেশি বাইরে হেঁটে যাচ্ছে ডায়ারউলফটা।

উইন্টারফেলের বর্তমান বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সমুদ্রের ভেতর গডসউডকে বলা যায় একটা শান্তির দ্বীপ। হোডোর ওক, আয়রনউড আর সেন্টিনেল গাছের ঘন বনের ভেতর দিয়ে পথ করে হৃদবৃক্ষের পাশের শান্ত জলাধারটার দিকে এগিয়ে চললো। উইয়ারউড গাছের নিচে এসে তার গিটবহুল গুঁড়ির পাশে থামলো হোডোর, গুঞ্জন করছে। ওর মাথা ধরে নিজেকে ঝুড়িটা থেকে বের করে আনলো ব্র্যান, অচল পাদুটো ঝুড়ির ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এসে ঝুলতে লাগলো মরা সাপের মতো। কিছুক্ষণের জন্য ঐ অবস্থায় রইলো

BanglaBook.org

সে। মুখে গাছের গাঢ় লাল রঙের পাতার ঝাপটা লাগছে। ওকে হাতে তুলে নিয়ে পানির কাছাকাছি একটা পাথরের ওপর নামিয়ে রাখলো হোডোর। 'আমি কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই,' ব্র্যান বললো। 'তুমি গোসল করে এসো। পুকুরে যাও।'

'হোডোর,' হোডোর পেছনে ঘুরে গাছপালার ভেতর হারিয়ে গেল। গডসউডের ভেতর অতিথিশালার জানালার নিচে একটা ভূগর্ভস্থ গরম পানির ঝরনা আছে, যার পানি দিয়ে তিনটা পুকুর ভরে থাকে। সেই পানি থেকে বাষ্প উঠতে থাকে দিন-রাত। পুকুরের উপরে দেয়ালের গা ঢাকা পড়েছে পুরু শৈবালের আস্তরণে। হোডোর ঠান্ডা পানি খুবই অপছন্দ করে, আর সাবানের কথা বললে বুনো বিড়ালের মতো মারামারি শুরু করে দেয়, কিন্তু গরম পানির ঝরনার ভেতর গা ডুবিয়ে থেকে দিব্যি ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারে।

সামার জলাধারের কিনারায় ব্র্যানের পাশে এসে বসে পড়লো। চোয়ালের নিচে চুলকে আদর করে দিলো ওকে। ক্ষণিক সময়ের জন্য ব্র্যান আর তার ডায়ারউলফ, দুইজনেই মানসিক শান্তি অনুভব করতে পারলো। ব্র্যান আগে থেকেই গডসউড পছন্দ করতো, কিন্তু এখন আগের থেকে আরো বেশি পছন্দ করে ফেলেছে জায়গাটাকে। এমনকি হৃদবৃক্ষটাও আগের মতো ওর মনে আর ভয়ের উদ্রেক করতে পারে না। গাছের ফ্যাকাশে কাণ্ডের ওপর গভীরভাবে খোদাই করা লাল চোখটা এখনো ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তবে সেই দৃষ্টি এখন প্রশান্তি এনে দেয় ওর মনে। *দেবতারা আমাকে দেখছেন*, নিজেকে বলে সে; স্টার্ক, আদি মানব আর অরণ্যের সন্তানদের সেই সব আদি দেবতারা। ওর বাবার দেবতারা। ওদের দৃষ্টির সামনে নিজেকে অনেক নিরাপদ মনে হয়, আর এই বনের গাছগুলোর নিচে জমে থাকা নীরবতা ওকে চিন্তা করতে সাহায্য করে। পড়ে যাবার পর থেকে অনেক কিছু চিন্তা করেছে সে; চিন্তা আর স্বপ্নের মাধ্যমে দেবতাদের সাথে কথা বলে সে, কিংবা বলার চেষ্টা করে।

'দয়া করে এমন কিছু করুন যাতে রব এখান থেকে চলে না যায়,' ও প্রার্থনা করতে শুরু করলো শান্তভাবে। ঠান্ডা পানিতে হাত দিয়ে মৃদু আলোড়ন তৈরি করলো ব্র্যান, ঢেউগুলো ছড়িয়ে পড়লো জলাধার জুড়ে। 'দয়া করে ওকে এখানেই রেখে দিন। অথবা ওর যদি যেতেই হয় তবে যেন আমার মা, বাবা আর বোনদের নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করুন। আর যা কিছু ঘটছে তার সবকিছু বোঝার ক্ষমতা দিন রিকনকে।'

রব যুদ্ধে যাবে শোনার পর থেকে তার ছোট ভাইটা শীতকালীন ঝড়ের মতো বুনো আচরণ শুরু করে দিয়েছে। রেগেমেগে, কেঁদেকেটে একেবারে একাকার অবস্থা! কোনো খাবার মুখে তোলেনি, কেঁদে আর চিৎকার করে সারা রাত পার করেছে। বুড়ি ন্যান

BanglaBook.org

তাকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতে গেলে তাকেও আঘাত করেছে রিকন। পরের দিন সে হুট করে গায়েব হয়ে যায়। রব দুর্গের প্রায় অর্ধেক লোককে পাঠায় ওকে খুঁজতে। অবশেষে ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষে ওকে পাওয়া গেলে এক মৃত রাজার মরিচাপড়া তলোয়ার নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকজনের ওপর। একই সাথে সবুজ চোখা এক দানবের মতো অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে লোকজনকে আক্রমণ করে বসে শ্যাগিডগ। ডায়ারউলফটাও রিকনের মতোই বুনো প্রকৃতির হয়ে উঠছে। গেজের হাত কামড়ে রক্তাক্ত করার পর আর মিকেনের উরু থেকে এক খাবলা মাংস তুলে নেয় নেকড়েটা। স্বয়ং রব আর গ্রে উইন্ডের প্রয়োজন হয় শ্যাগিডগকে শান্ত করার জন্য। এরপর তাকে খাঁচায় আটকে রাখে ফার্লেন। আর ওদিকে নেকড়েটাকে না পেয়ে রিকনের কান্নাকাটি আগের থেকে আরো বেড়ে গেছে।

মেইস্টার লুউইন রবকে উইন্টারফেল না ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সাথে সাথে ব্র্যানও নিজের কথা, সর্বোপরি রিকনের কথা চিন্তা করে একই অনুরোধ করেছিলো। কিন্তু তার জেদি ভাইটা প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলেছিলো, 'আমি যেতে চাই না। কিন্তু আমার যেতেই হবে।'

এটা আসলে মিথ্যা, পুরো না হলেও অর্ধেক তো বটেই। ব্র্যান বুঝতে পারছিলো যে ল্যানিস্টারদের বিরুদ্ধে টালিদের সাহায্য করার জন্য আর নেকের ওপর আধিপত্য বজায় রাখার জন্য কাউকে না কাউকে অবশ্যই যেতে হবে, কিন্তু সেটা যে রবকেই হতে হবে এমন না। ওর ভাই ইচ্ছা করলেই হাল মোলেন বা থিয়ন গ্রেজয় কিংবা তার অনুগত যেকোনো লর্ডকেই পাঠাতে পারে এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে। মেইস্টার লুউইনও তাকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু রব কানে তোলেনি কথাটা। 'আমার বাবা তার অনুগতদের যুদ্ধের ময়দানে মরতে পাঠিয়ে নিজে কাপুরুষের মতো উইন্টারফেলের দেয়ালের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার মতো লোক ছিলেন না,' একজন লর্ডের মতো দৃঢ় গলায় কথাটা বলেছিলো রব।

রবকে এখন কেমন অপরিচিত লাগে ব্র্যানের কাছে, অনেক বদলে গেছে তার ভাইটা, বলতে গেলে একজন লর্ড হয়ে গেছে সে; অথচ এখনো ষোল বছর পূর্ণ হয়নি তার। এমনকি বাবার অনুগত ব্যানারবাহীরাও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। ওদের অনেকেই যে যার মতো করে পরীক্ষা করে দেখেছে রবকে। রুজ বোল্টন আর রবেট গ্লোভার দুইজনেই দাবি করেছিলেন ওদের হাতে যুদ্ধের আদেশ আর ক্ষমতা দেবার জন্য; প্রথমজন বেশ রূঢ়ভাবে আর দ্বিতীয়জন বেশ হাসিমুখে, সাথে ছিলো হালকা একটু পরিহাস। পুরুষদের মতো বর্ম পরা শক্তপোক্ত, ধূসর চুলের মেগ মরমন্ট স্পষ্টভাবেই রবকে বলে দেন যে তার নাতি হবার মতো বয়সও এখনো রবের হয়নি, সুতরাং তার

BanglaBook.org

আদেশ শোনার প্রশ্নই আসে না...কিন্তু যেহেতু এখন আদেশ দেবে ও, তাই নিজের নাতনীকে রবের সাথে বিয়ে দিতে ইচ্ছুক তিনি। চুপচাপ স্বভাবের লর্ড কারউইন নিজের সাথে করে তার মেয়েকেই নিয়ে এসেছেন। ত্রিশ বছর বয়সী মেয়েটা তার বাবার বাম পাশেই বসেছিলো, নিজের থালা থেকে চোখই তুলছিলো না সে। আমুদে স্বভাবের লর্ড হর্নউডের কোনো মেয়ে নেই বটে, তবে উপহার নিয়ে এসেছিলেন তিনি। প্রথমে একটা ঘোড়া, তার এক সপ্তাহ পর হরিণের মাংসের বিশাল এক টুকরো, তার পরের দিন রূপা দিয়ে মোড়ানো একটা শিকার-শিঙ্গা। এর বিনিময়ে তেমন কিছুই চাননি...চেয়েছিলেন তার দাদার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া দুর্গকে আবার তার কাছে ফিরিয়ে দেবার এবং একটা নির্দিষ্ট শৈলশিরার উত্তরে শিকারের আর হোয়াইট নাইফ নদীতে বাঁধ দেবার অনুমতি; যদি লর্ড রব রাজি থাকে।

প্রত্যেকের সাথেই বাবার মতো যথাযথ সম্মানের সাথে আচরণ করেছে রব, আর কীভাবে কীভাবে যেন সবাইকে নিজের ইচ্ছাধীন করে ফেলেছে।

আর যখন প্রায় হোডোরের মতো লম্বা আর তার দ্বিগুণ চওড়া লর্ড আম্বার, যাকে সবাই গ্রেটজন বলে ডাকে, হুমকি দেন যে তাকে যদি হর্নউডস বা কারউইনদের পেছনে মার্চ করতে হয় তবে তিনি তার পুরো বাহিনী নিয়ে চলে যাবেন। রব খুব শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছিলো যে তা করার অধিকার লর্ড আম্বারের আছে। এরপর গ্রে উইন্ডের কানের পিছে হাত বোলাতে বোলাতে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, 'আর যখন ল্যানিস্টারদের সাথে আমাদের ঝামেলা শেষ হবে, তখন আবার উত্তরে ফিরে আসবো আমরা। তারপর আপনার দুর্গে গিয়ে আপনাকে উৎখাত করবো, শপথভঙ্গকারীর শাস্তি হিসেবে ফাঁসিতে লটকে দেবো আপনাকে।' গালাগাল করতে করতে গ্রেটজন হাতের বিশাল মদভর্তি পাত্রটা আগুনে ছুঁড়ে মেরে রবকে অনভিজ্ঞ বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন। হালিস মোলেন আটকাতে গেলে এক লাথি মেরে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেন টেবিলের ওপর, এরপর বিশাল এক কুৎসিত তলোয়ার টেনে বের করে আনেন খাপ থেকে। এত বড় তলোয়ার আগে কখনো দেখেনি ব্র্যান। বেঞ্চে বসে থাকা তার প্রত্যেক ছেলে, ভাই আর সৈন্যরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়; যার যার তলোয়ার বের করে ফেলেছে সাথে সাথে।

রব নিঃশব্দে কিছু একটা বলার সাথে সাথে দেখা গেল চোখের পলকে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন লর্ড আম্বার, হাতের তলোয়ার তার থেকে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছে, গ্রে উইন্ডের কামড়ে দুটো আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কারণে অঝোর ধারায় রক্ত বেরিয়ে আসছে তার হাত থেকে। 'বাবা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে কোনো শাসকের সামনে তলোয়ার বের করার অর্থ নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করা,' শীতল কণ্ঠে বললো রব। 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আপনি আমার জন্য সামান্য মাংস কেটে দিতে

BanglaBook.org

চেয়েছিলেন শুধু।' গ্রেটজনকে নিজের রক্তে রঞ্জিত আঙ্গুল চুষতে চুষতে উঠে দাঁড়াতে দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলো ব্র্যান...আর তখনই, সবাইকে অবাক করে দিয়ে হেসে ওঠে লোকটা। 'তোমার মাংস,' গর্জন করে বললেন তিনি, 'তোমার মাংস দেখছি খুবই শক্ত!'

আর এরপর কীভাবে যেন রবের ডানহাত হয়ে যান গ্রেটজন, পরিণত হন একজন রক্ষকে। সবাইকে উচ্চ স্বরে বলতে থাকলেন যে রব আসলেই একজন যোগ্য স্টার্ক আর সবার উচিত ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসা–যদি তারা ডায়ারউলফের কাছে হাঁটু হারাতে না চায়।

সেদিন রাতে বিশাল খাবার কক্ষটার আগুন নিভু নিভু হয়ে এলে ব্র্যানের শোবার কক্ষে আসে তার ভাই, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে, হালকা কাঁপছে সে। 'আমি ভেবেছিলাম আমাকে মেরে ফেলবে ও,' স্বীকার করলো রব। 'দেখেছ কীভাবে হালকে অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলেছে লর্ড আম্বার। এমনভাবে যেন সে রিকনের মতো কোনো বাচ্চা! গডস! আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। সবার ভেতর গ্রেটজন শুধু সবচেয়ে ভয়ানকই না, সবচেয়ে অমার্জিত বলা যায়। লর্ড রুজ কখনই তেমন কথা বলে না, শুধু তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। ওর দিকে তাকালে আমার শুধু ড্রেডফোর্ট দুর্গের একটা কক্ষের কথাই মনে পড়ে যেখানে বোল্টনরা তাদের শত্রুদের ছিলে নেওয়া চামড়া ঝুলিয়ে রাখে।'

'এটা বুড়ি ন্যানের বলা স্রেফ আরেকটা গল্প!' ব্র্যান বললো, এরপরেই অনিশ্চয়তা ফুটে উঠলো তার কণ্ঠস্বরে। 'তাই না?'

'আমি জানি না,' চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বললো রব। 'লর্ড কারউইন তার মেয়েকে আমাদের সাথে দক্ষিণে নিয়ে যাচ্ছে। তার রান্নাবান্না করার জন্য মেয়েটাকে সাথে নিচ্ছে, আমাকে তা-ই বলেছে। থিয়ন নিশ্চিত যে এক রাতে মেয়েটাকে আমি নিজের কক্ষে দেখতে পাবো। ইশ! বাবা যদি এখন এখানে থাকতো...'

মাত্র এই একটা ব্যাপারেই ব্র্যান, রিকন আর লর্ড রব একমত; ওরা সবাই আফসোস করে যে বাবা যদি এখন উইন্টারফেলে থাকতেন! কিন্তু লর্ড এডার্ড তাদের থেকে হাজার লীগ দূরে আছেন। বন্দি হয়ে আছেন অন্ধকার এক কারাপ্রকোষ্ঠে, মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা মাথায় নিয়ে হয়তো দিন কাটছে তার। অথবা ইতোমধ্যেই হয়তো তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। কেউই আসলে জানে না ওখানে কী ঘটেছে। প্রত্যেক ভ্রমণকারীই ভিন্ন ভিন্ন গল্প বলে, আর প্রতিটা গল্প আগেরটার চেয়ে ভয়ংকর। বাবার নিরাপত্তারক্ষীদের মাথা রেডকিপের দেয়ালের উপরে বর্শার ডগায় পচছে। রাজা রবার্ট বাবার হাতে মারা গেছেন। ব্যারাথিয়নরা কিংস ল্যান্ডিং অবরোধ করে রেখেছে। রাজার অদ্ভুত স্বভাবের ভাই রেনলির সাথে দক্ষিণে পালিয়ে গেছেন লর্ড এডার্ড। আরিয়া আর

BanglaBook.org

সানসাকে হাউন্ড মেরে ফেলেছে। ওদের মা টিরিয়নকে হত্যা করে রিভাররানের দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছেন দেহটা। লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টার ঈরির দিকে কুচকাওয়াজ করে যেতে যেতে পথে যা পাচ্ছে তা-ই জ্বালিয়ে দিচ্ছে, হত্যা করছে যাকে পাচ্ছে তাকেই। এমনকি এক মাতাল লোক এই দাবি করেছে যে রেইগার টারগেরিয়ান তার বাবার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে আবার জীবিত হয়ে ড্রাগনস্টোনে ফিরে এসেছে, সাথে আছে বিশাল এক প্রাচীন যোদ্ধাদের দল।

এরপর যখন বাবার নিজের সিলসহ সানসার হাতে লেখা চিঠিটা নিয়ে এলো ঐ দাঁড়কাক, তখনও আসল সত্যটা বিশ্বাস হতে চায়নি ওদের। সানসার চিঠি পড়ার সময় রবের মুখের অবস্থা কেমন হয়েছিলো ব্র্যান তা কোনোদিনও ভুলতে পারবে না। 'ও লিখেছে যে বাবা নাকি রাজার ভাইদের সাথে মিলে সিংহাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে,' রব ওকে বললো। 'রাজা রবার্ট মারা গেছে। মা আর আমাকে রেডকিপে তলব করা হয়েছে জফরির কাছে আনুগত্যের শপথ নেবার জন্য। ও বলেছে আমরা যেন পূর্ণ আনুগত্য দেখাই, আর সে যখন জফরিকে বিয়ে করবে তখন তাকে সে অনুরোধ করবে বাবার জীবন ভিক্ষা দেবার জন্য।' রাগে মুঠো পাকিয়ে সানসার চিঠিটা দুমড়ে-মুচড়ে ফেললো রব। 'আরিয়ার ব্যাপারে একটা কথাও লেখেনি ও, কিছুই না। একটা শব্দও না! আমাদের এই বোনটার সমস্যা কী?'

ব্র্যান খুব হাহাকার বোধ করলো মনে মনে। 'সে ওর নেকড়েটাকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছে,' আস্তে করে বললো সে। ওর মনে আছে সেদিনের কথা যেদিন বাবার চারজন নিরাপত্তারক্ষী লেডির হাড়গুলো নিয়ে দক্ষিণ থেকে ফিরে আসে। লোকগুলো টানাসেতু পেরিয়ে দুর্গে ঢোকার আগেই সামার, গ্রে উইন্ড আর শ্যাগিডগ তিনজনই ব্যাকুল গলায় প্রলম্বিত চিৎকার করতে থাকে। ফার্স্ট কিপের ছায়ার নিচে একটা সমাধিস্থান আছে, ওখানকার সমাধিফলকগুলোর গায়ে শৈবাল জমে আছে এখন। ওখানেই অতীতের রাজারা তাদের বিশ্বস্ত ভৃত্যদের সমাধিস্থ করতেন। সেখানেই স্থান হয় লেডির। ওর ভাইয়েরা সমাধির চারপাশ দিয়ে ব্যাকুলভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে সেই সময়। দক্ষিণে গিয়েছিলো ডায়ারউলফটা, ফিরে এসেছে লাশ হয়ে।

ওর দাদা রিকার্ড স্টার্কও তার ছেলে ব্র্যান্ডন আর সেরা দুইশ যোদ্ধা নিয়ে দক্ষিণে গিয়েছিলেন। ফিরে আসেনি একজনও। আবার বাবাও আরিয়া, সানসা, জোরি, হালেন, মোটা টমসহ আরো অনেককে নিয়ে সেই দক্ষিণেই গেছেন; পরে মাও স্যার রড্রিককে নিয়ে চলে গেছেন ওদিকেই, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই ফিরে আসেনি। এখন আবার রবও যেতে চাইছে। কিংস ল্যান্ডিং-এ আনুগত্য প্রদর্শন করার জন্য নয়, হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে যাচ্ছে রিভাররানে। যদি বাবাকে সত্যিই বন্দি করে রাখা হয়ে থাকে, তবে

BanglaBook.org

নিশ্চিতভাবেই ওনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। অন্য যেকোনো চিন্তার চেয়ে এই চিন্তাটাই ওকে অনেক বেশি ভোগাচ্ছে।

'রবের যদি যেতেই হয়, তবে ওর ওপর নজর রাখবেন,' আদি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলো ব্র্যান। হৃদবৃক্ষের লাল চোখ দিয়ে ওরা তাকে দেখছে এখন। 'হাল এবং কোয়েন্ট সহ তার অন্যান্য সৈন্যদের ওপরেও নজর রাখবেন। লর্ড আম্বার, লেডি মরমন্ট আর অন্যান্য লর্ডদের ওপরেও। আমার মনে হয়, থিয়নের ওপরেও খেয়াল রাখা উচিত। খেয়াল রাখবেন, নিরাপদ রাখবেন ওদেরকে। ওরা যেন ল্যানিস্টারদের পরাজিত করে বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে পারে।'

গডসউডের ভেতর দিয়ে মৃদুমন্দ হাওয়া বয়ে গিয়ে গাছের লাল পাতাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল, হাওয়ার স্পর্শে যেন ফিসফিসিয়ে উঠলো তারা। সামারের দাঁত বের হয়ে এসেছে।

'তাদের কথা কি শুনতে পেয়েছ, ছেলে?'

ব্র্যান মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলো, জলাধারটার অপর পাড়ে এক প্রাচীন ওক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে ওশা, গাছের পাতার ছায়ার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। এমনকি শেকলবদ্ধ অবস্থায়ও বিড়ালের মতো নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে ওয়াইল্ডলিংটা। সামার জলাধারটার পাড় ধরে ঘুরে গিয়ে শুঁকতে লাগলো তাকে। শিউরে উঠলো লম্বা মেয়েটা।

'সামার, এক্ষুনি আমার কাছে চলে আয়,' ব্র্যান ডাকলো তাকে। ডায়ারউলফটা শেষবারের মতো ওশাকে শুঁকে আবারো ঘুরে ব্র্যানের কাছে ফিরে আসলো। সামারকে জড়িয়ে ধরলো সে তার হাত দিয়ে। 'তুমি এখানে কী করছো?' উলফসউড থেকে ওকে ধরে আনার পর আর কখনো দেখেনি ব্র্যান, যদিও জানে রান্নাঘরের কাজে ওকে নিয়োজিত করা হয়েছে।

'ওরা তো আমারও দেবতা,' ওশা বললো। 'দেয়ালের ঐপাশে তারাই একমাত্র প্রভু।' ওর ধূসর রঙের চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে এখন। বর্ম আর চামড়ার পোশাক খুলে নিয়ে বাদামি রঙের সাধারণ পোশাক পরতে দেয়ায় এখন তাকে দেখতে আরো বেশি মহিলাদের মতো লাগছে। 'আমার যখন প্রয়োজন হয় তখন আমাকে মাঝে মাঝে প্রার্থনা করতে দেয় গেজ, আর তার যখন প্রয়োজন হয় তখন আমার জামার নিচে সে যা করতে চায় তা-ই করতে দিই। আমার জন্য এটা কোনো ব্যাপারই না। ওর হাতের ময়দার গন্ধ আমার ভালো লাগে, স্টিভের চেয়ে গেজ বেশি ভদ্র।' ওশা বেশ অদ্ভুতভাবে মাথা নত করলো। 'তুমি থাকো এখানে। আমার কাজ আছে।'

BanglaBook.org

'না, তুমি এখানে থাকবে,' ব্র্যান আদেশ দিলো তাকে। 'আমাকে বলো দেবতাদের আমি শুনেছি কি না এ কথা দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছ।'

ওকে ভালো করে খেয়াল করতে লাগলো ওশা। 'তুমি তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করেছ, তারা উত্তরও দিয়েছেন। কান খুলে শোনার চেষ্টা করো, ঠিকই শুনতে পাবে।'

কান পাতলো ব্র্যান। 'শুধু বাতাসের শব্দ পাচ্ছি,' কিছুক্ষণ পর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বললো সে। 'পাতার মর্মর শব্দ।'

'বাতাস যদি দেবতারা না পাঠিয়ে থাকেন তবে কে পাঠায়?' ব্র্যানের বিপরীত দিকে জলাধারের পাড়ে বসে পড়লো সে। নড়াচড়ার কারণে শেকল থেকে মৃদু শব্দ ভেসে আসছে। মিকেন ওর পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। দুই পায়ের মাঝে রয়েছে ভারী শেকল। ছোট পদক্ষেপে হাঁটতে পারবে ও। কিন্তু দৌড়ানো বা দেয়াল বেয়ে ওঠা কিংবা ঘোড়ায় চড়া সম্ভব হবে না ওর জন্য। 'তারা তোমাকে দেখছেন, ছেলে। তোমার প্রার্থনা শুনছেন। পাতার মর্মর ধ্বনির কথা বললে না? ওটা হলো তাদের উত্তরের শব্দ।'

'কী বলছেন তারা?'

'তারা খুবই কষ্টে আছেন। যেখানে তোমার ভাই যাচ্ছে সেখানে কোনো সাহায্য করতে পারবেন না দেবতারা। দক্ষিণে পুরোনো দেবতাদের কোনো ক্ষমতা নেই। হাজার বছর আগেই দক্ষিণের সব উইয়ারউড গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। দেবতাদের যদি কোনো চোখই না থাকে, তবে তোমার ভাইকে কীভাবে দেখবে তারা?'

ব্র্যান এই কথা আগে চিন্তা করেনি। ব্যাপারটা ওকে আরো ভীত করে তুললো। যদি দেবতারাই ওর ভাইকে সাহায্য করতে না পারেন তাহলে কে করবে? হয়তো ওশা তাদের কথা ঠিকমত বুঝতে পারেনি। মাথা উঁচু করে আবার শোনার চেষ্টা করলো সে।

মর্মর ধ্বনি আরো বেড়ে গেল। একটা ক্ষীণ পদশব্দ আর অস্পষ্ট গুনগুন শুনতে পাচ্ছে ব্র্যান। গাছপালার আড়াল থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এলো নগ্ন হোডোর। 'হোডোর।'

'আমাদের গলার স্বর শুনতে পেয়েছে সে,' ব্র্যান বললো। 'হোডোর, তুমি তোমার জামাকাপড় পরতে ভুলে গেছ।'

'হোডোর,' হোডোর একমত হলো। গলা থেকে শরীরের বাকি অংশ ভেজা তার। সারা শরীর বাদামি রঙের পশমে ভর্তি। দুই পায়ের ফাঁকে লম্বা, ভারী পুরুষাঙ্গটা দুলছে।

একটা কুটিল হাসি হেসে ওর দিকে তাকালো ওশা। 'আহ! সেই বিশালদেহী লোকটা,' বললো সে। 'ওর শরীরে নির্ঘাত দানবদের রক্ত আছে, আর যদি কথাটা মিথ্যা হয় তাহলে আমার শরীরে আছে রাণীর রক্ত!'

BanglaBook.org

'মেইস্টার লুউইন বলেছেন আর কোনো দানব বেঁচে নেই। উনি বলেছেন অরণ্যের সন্তানদের মতো ওরাও সবাই মারা গেছে। ওদের শরীরের হাড়গুলোই শুধু অবশিষ্ট আছে মাটির নিচে, যা মাঝে মাঝে জমিতে লাঙ্গলের ফলায় বেঁধে উঠে আসে।'

'মেইস্টার লুউইনকে বোলো দেয়ালের অপর পাশে গিয়ে ঘুরে আসতে,' ওশা বললো। 'উনি নিজেই দানবদের দেখা পাবেন, আর দানবরাও ওনাকে দেখতে পাবে। আমার ভাই একটাকে হত্যা করেছিলো। দশ ফুট লম্বা ছিলো মেয়েটা। ওরা বারো-থেকে তেরো ফুট লম্বা হয় বলে জানা যায়। চুল আর দাঁত আছে, স্বভাবে বেশ হিংস্র। মেয়ে দানবদেরও পুরুষদের মতো দাড়ি থাকে, তাই ওদের আলাদা করে চেনা যায় না। মেয়ে দানবরা সাধারণ মানুষদের প্রেমিক হিসেবে নেয় মাঝে মাঝে, আর এ কারণেই অর্ধদানবদের জন্ম হয়। ওরা যে মেয়েকে একবার ধরে তার অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে যায়। ওরা এতই বড় যে স্ত্রীর সাথে কোনো বাচ্চা নেয়ার আগেই ওদের মেরে ফেলতে পারে।' ওশা ব্র্যানের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হাসলো। 'আমি যা বললাম তা ঠিক বুঝতে পারোনি, তাই না, ছেলে?'

'বুঝেছি,' ব্র্যান বললো। ব্র্যান যৌনমিলন কী তা বোঝে। আঙিনায় কুকুরদের মিলিত হতে দেখেছে সে। মাদি ঘোড়ার উপর পুরুষ ঘোড়াকে উঠেও মিলিত হতে দেখেছে। কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছে। হোডোরের দিকে তাকালো সে। 'হোডোর, ফিরে গিয়ে জামাকাপড় নিয়ে এসো,' ব্র্যান বললো। 'কাপড় পরে এসো, যাও।'

'হোডোর,' যে পথে এসেছিলো সেই পথেই ফিরে গেল সে।

ও অনেক বেশিই বড়, তার ফিরে যাওয়া দেখতে দেখতে ভাবলো ব্র্যান। 'সত্যিই কি দেয়ালের ঐপাশে দানবরা আছে?' অনিশ্চিতভাবে ওশাকে প্রশ্ন করলো সে।

'দানবরা আছে, আর দানবদের চেয়ে খারাপ কিছুও আছে, ছোট্ট লর্ড। আমি তোমার ভাইকে বলার চেষ্টা করেছিলাম যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলো সে; তোমার ভাই, মেইস্টার আর ঐ হাস্যোজ্জ্বল ছেলে গ্রেজয় ছিলো তখন। শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। যারাই ঘরের আশ্রয় ছেড়ে বেরোচ্ছে, তারা কেউ আর ফিরে আসছে না। আসলেও মানুষ হয়ে ফিরে আসছে না, বরং ফিরে আসছে গভীর নীল চোখ আর কুচকুচে কালো, বরফশীতল হাত নিয়ে–ওয়াইট। তোমার কী মনে হয়, আমি কেন স্টিভ আর হালির সাথে দক্ষিণে পালিয়ে এসেছি? ম্যান্স মনে করছে সে ওদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে। সাহসী, জেদি লোকটা ভাবছে হোয়াইট ওয়াকাররা নাইটস ওয়াচের রেঞ্জারদের চেয়ে কী আর এমন শক্তিশালী হবে। কিন্তু ও নিজেই কি তাদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানে? ও নিজেকে যত খুশি দেয়ালের ওপাশের রাজা বলে ভাবতে পারে,

BanglaBook.org

কিন্তু সে আসলে শ্যাডো টাওয়ার থেকে পালিয়ে যাওয়া নাইটস ওয়াচের একজন সদস্য ছাড়া আর কিছুই না। শীত আসলে কেমন তার কিছুই জানে না ম্যান্স।

'আমার জন্মই ওখানে হয়েছে, যেমন ওখানেই জন্ম হয়েছিলো আমার মায়ের, তার মায়ের, তারও মায়ের। স্বাধীন মানুষ হিসেবেই জন্ম নিয়েছিলাম। আমরা জানি শীত কাকে বলে।' ওশা উঠে দাঁড়ালে শেকল থেকে আবার শব্দ ভেসে এলো। 'আমি তোমার ভাইকে বলার চেষ্টা করেছিলাম। মাত্র গতকালই যখন তাকে আঙিনায় দেখি, তখন বলতে গিয়েছিলাম। 'মি লর্ড স্টার্ক বলে সম্মানের সাথে তাকে সম্বোধন করেছিলাম, কিন্তু সে আমাকে পাত্তাই দেয়নি। গ্রেটজন আম্বার এরপর আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় তার সামনে থেকে। ঠিক আছে। আমি শেকল পরেই থাকবো, বন্ধ রাখবো নিজের মুখ। যে মানুষ শুনতে চায় না, সে শোনার অধিকারও রাখে না।'

'আমাকে বলো। রব আমার কথা শুনবে, আমি জানি শুনবে।'

'এখন কি আর তোমার কথা শুনবে? দেখা যাক। তুমি তাকে এই কথাগুলো বলবে, মি লর্ড। বলবে যে সে আসলে সৈন্য নিয়ে উলটো দিকে যাচ্ছে। তলোয়ার নিয়ে তার বরং উত্তর দিকে যাওয়া উচিত। উত্তর, দক্ষিণে নয়। আমার কথা শুনেছ?'

ব্র্যান মাথা দোলালো। 'আমি রবকে বলবো।'

কিন্তু সেই রাতে যখন তারা বড় কক্ষটার ভোজসভায় মিলিত হলো, রব ওদের সাথে ছিলো না। নিজের কক্ষে লর্ড রিকার্ড, গ্রেটজন আর অন্যান্য অনুগত ব্যানারবাহী লর্ডদের সাথে রাতের খাবার খেয়েছে সে। সামনে যে দীর্ঘ যাত্রা তারা শুরু করতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে শেষ মুহূর্তের পরিকল্পনা চলছে সেখানে। এজন্য খাবার ঘরে রবের স্থান পূরণ করার দায়িত্ব ব্র্যানের ওপর এসে পড়েছে। লর্ড কারস্টার্কের ছেলেরা আর সম্মানিত বন্ধুদের নিমন্ত্রণকর্তার দায়িত্ব পালন করা এখন পড়েছে তার ঘাড়ে। হোডোরের পিঠে চড়ে ব্র্যান যখন বিশাল কক্ষটায় উপস্থিত হলো, তখন অন্যরা ইতোমধ্যেই বসেছিলো যার যার আসনে। টেবিলের বড় আসনটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো হোডোর। দুইজন সৈন্য এসে ঝুড়ি থেকে বের করলো ব্র্যানকে। নিজের ওপর কক্ষের প্রতিটা লোকের দৃষ্টি অনুভব করতে পারছে সে। পুরো নীরব হয়ে আছে ঘরটা। 'মাই লর্ডস,' হালিস মোলেন উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলো, 'উইন্টারফেলের ব্র্যান্ডন স্টার্ক!'

'আমি আমাদের দুর্গে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি,' বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বললো ব্র্যান। 'আর আমাদের মধ্যকার বন্ধুত্বের সম্মানস্বরূপ মাংস ও মদ দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছি।'

লর্ড রিকার্ড কারস্টার্কের বড় ছেলে হ্যারিয়ন কারস্টার্ক উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন করলো। একে একে অনুসরণ করলো তার অন্যান্য ভাইয়েরা।

BanglaBook.org

এরপর ওরা যখন নিজেদের আসনে ফিরে গেল তখন মদের পেয়ালার ঠোকাঠুকির শব্দ ছাপিয়ে কারস্টার্কদের ছোট দুই ভাইয়ের কিছু কথা কানে এলো তার। '...এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে দ্রুত মরে যাওয়া ভালো,' একজন বিড়বিড় করলো। ওর বাবার নামে যার নাম সেই এডার্ড কারস্টার্ক আর তার ছোট ভাই টরেন বললো যে ছেলেটা ভেতরে-বাইরে দুদিকেই ভেঙে পড়েছে, আর নিজের প্রাণ নিজে নেবার মতো সাহসীও না সে।

ভগ্নমানুষ! তিক্ততায় ভরে উঠলো ব্র্যান, হাতের চাকুটাকে জোরে মুঠো করে ধরলো। এখন তাহলে এতে পরিণত হয়েছে সে? ভগ্নমানুষ ব্র্যান? 'আমি ভগ্নমানুষ হতে চাই না,' ডান পাশে বসা মেইস্টার লুউইনকে রাগত স্বরে ফিসফিস করে বললো সে। 'আমি নাইট হতে চাই।'

'কেউ কেউ আমাদেরকে মনের দিক দিয়ে নাইট বলে বিশ্বাস করে,' লুউইন উত্তর দিলেন। 'তুমি চালাক ছেলে, ব্র্যান। কখনো কি চিন্তা করেছ যে তুমি একদিন মেইস্টারদের শেকল পরতে পারো? শেখার কোনো সীমা পরিসীমা নেই।'

'আমি জাদু শিখতে চাই,' ব্র্যান তাকে বললো। 'কাকটা আমাকে কথা দিয়েছিলো যে আমি উড়তে পারবো।'

মেইস্টার লুউইন দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'আমি তোমাকে ইতিহাস, চিকিৎসা প্রণালী, লতাগুল্মের গুণাগুণ সম্পর্কে শেখাতে পারবো। দাঁড়কাকদের ভাষা, কীভাবে দুর্গ বানাতে হয়, নাবিকরা কীভাবে তারা দেখে জাহাজ চালায়, এসব শেখাতে পারবো। দিন-রাত্রির হিসাব, ঋতু আসা-যাওয়ার সময় নির্ণয় শেখাতে পারবো চাইলে। ওল্ডটাউনের দুর্গের মেইস্টাররা তোমাকে আরো হাজারো জিনিস শেখাতে পারবে। কিন্তু ব্র্যান, কেউই তোমাকে জাদু শেখাতে পারবে না।'

'অরণ্যের সন্তানরা পারবে,' ব্র্যান বললো। কথাটা তাকে গডসউডে ওশার কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলো। আর তাই সে মেয়েটা ওকে যা যা বলেছে সবই খুলে বললো লুউইনকে।

খুব শান্তভাবে সবকিছু শুনলেন মেইস্টার। ব্র্যানের কথা শেষ হতেই বললেন, 'ওয়াইল্ডলিং মহিলাটা দেখছি বুড়ি ন্যানকেও গল্প কীভাবে বলতে হয় তার শিক্ষা দিতে পারবে। তুমি যদি চাও তবে আমি তার সাথে আবার কথা বলবো, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হবে এই কথা তুমি তোমার ভাইকে এখন না বললে। দানব আর জঙ্গলের মৃত মানুষদের নিয়ে চিন্তা করার চেয়ে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে তার কাছে। ল্যানিস্টাররা তোমার বাবাকে বন্দি করে রেখেছে, ব্র্যান, অরণ্যের সন্তানরা নয়।' ব্র্যানের হাতে নম্রভাবে নিজের একটা হাত রাখলেন তিনি। 'আমি যা বললাম তা ভেবে দেখো।'

BanglaBook.org

দুই দিন পর নীল আকাশের নিচে যখন লাল সূর্যটা নিজের সাথে করে ভোরকে নিয়ে আসছিলো, তখন ভাইকে বিদায় দেয়ার জন্য হোডোরের পিঠে চড়ে সিংহদ্বারের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলো ব্র্যান।

'তুমিই এখন উইন্টারফেলের লর্ড,' রব তাকে বললো। ধূসর রঙের এক তুরগের ওপর বসে আছে রব। ঘোড়ার একপাশে ঝুলছে লোহার বেড় দেয়া সাদা, ধূসর কাঠের ঢাল, তার ওপরে খচিত আছে স্টার্কদের গর্জনরত ডায়ারউলফ প্রতীক। চামড়ার তৈরি জামার ওপর লোহার শেকলের তৈরি বর্ম পরেছে সে, কোমরে গাঁথা আছে তলোয়ার আর ছোরা, কাঁধের ওপর পশমি আলখাল্লা। 'আমি যেভাবে বাবার জায়গায় বসেছিলাম, তুমিও তেমনি আমার জায়গায় বসবে, যতদিন পর্যন্ত আমরা ফিরে না আসি।'

'আমি জানি,' মনমরাভাবে উত্তর দিলো ব্র্যান। আগে কখনো আজকের মতো এত ছোট, একাকী আর ভীতু লাগেনি নিজেকে। ব্র্যান জানে না ঠিক কীভাবে একজন লর্ড হয়ে উঠতে হয়।

'মেইস্টার লুউইনের পরামর্শ মেনে চলবে আর রিকনকে দেখে রাখবে। ওকে বোলো যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্রই ফিরে আসবো আমি।'

রবকে বিদায় দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে উপরেই রয়ে গেছে রিকন। ব্র্যান যখন তাকে এখানে আসতে বলেছিলো তখন সে বারবার চিৎকার করছিলো 'না, না' বলে। বলছিলো, 'কোনো বিদায় চাই না।'

'আমি ওকে বলেছিলাম,' ব্র্যান বললো। 'ও আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে সবাই শুধু যায়, কিন্তু ফিরে আসে না কেউই।'

'সারাজীবন নাবালক থাকতে পারবে না ও। রিকন একজন স্টার্ক আর বয়স প্রায় চার বছর।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো রব। 'মা তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরে আসবে। আর আমি বাবাকে সাথে নিয়েই ফিরবো, কথা দিলাম।'

ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে চলতে শুরু করলো সে। তেজি সমর-তুরঙ্গের পাশে পাশে দ্রুত দৌড়াচ্ছে গ্রে উইন্ড। হালিস মোলেন ওদের আগে আগে চললো পতপত করে উড়তে থাকা স্টার্কদের প্রতীক খচিত সাদা নিশান নিয়ে। থিয়ন গ্রেজয় আর গ্রেটজন চললো রবের দুই পাশে, আর ওদের যোদ্ধারা সূর্যের আলোয় ঝলসাতে থাকা ইস্পাতের ফলাওয়ালা বর্শা নিয়ে দুই সারি ধরে ওদের পিছে পিছে যাচ্ছে।

অস্বস্তি নিয়ে ওশার বলা কথাগুলো মনে করতে লাগলো ব্র্যান। *যোদ্ধাদের নিয়ে ভুল পথে যাচ্ছে রব*, ভাবলো সে। ক্ষণিক সময়ের জন্য মনে হলো সে রবের পেছন পেছন ছুটে গিয়ে চিৎকার করে ওকে সতর্ক করে দেবে এ ব্যাপারে। কিন্তু যখন লোহার শিক দিয়ে তৈরি দরজা পার হয়ে চলে গেল রব, ততক্ষণে অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

দুর্গের দেয়ালের বাইরে হঠাৎ করে উচ্চ কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পাওয়া গেল। পদাতিক সৈন্য আর শহরবাসীরা রবকে অভিনন্দন জানাচ্ছে তাদের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করে যাবার সময়, ব্র্যান জানে। তেজস্বী ঘোড়ায় উপবিষ্ট উইন্টারফেলের লর্ড স্টার্ককে অভিনন্দন জানাচ্ছে তারা, যার পাশেই তাল রেখে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রে উইন্ড। একটা চাপা আক্ষেপের সাথে ভাবলো, ওকে কেউ কোনোদিন এমন করে অভিনন্দন জানাবে না। বাবা আর ভাইয়ের অনুপস্থিতির জন্য এই মুহূর্তে সে উইন্টারফেলের লর্ড হতে পারে বটে, কিন্তু সে ঠিকই এখনো ঐ ভগ্নমানুষ ব্র্যানই রয়ে গেছে। কোনোদিন সে আর ঘোড়াতেই উঠতে পারবে না।

যখন চিৎকার মিলিয়ে গিয়ে নীরবতা নেমে এলো, শূন্য হয়ে গেল আঙিনা, তখন উইন্টারফেলকে জনশূন্য আর মৃত মনে হতে লাগলো। যারা রয়ে গেছে তাদের দিকে তাকালো ব্র্যান। মহিলা, বাচ্চা আর বৃদ্ধ...আর হোডোর। বিশালদেহী আস্তাবলে কাজ করা ছেলেটা কেমন যেন ফাঁকা, ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'হোডোর,' দুঃখী গলায় বললো সে।

'হোডোর,' একমত হলো ব্র্যান। মনে মনে ভাবছে সে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ড্যানেরিস

সঙ্গম শেষ হয়ে যাবার পর খাল ড্রোগো তাদের ঘুমানোর গদি থেকে উঠে দাঁড়ালো ড্যানির সামনে। ঘরের ভেতর জ্বলন্ত আগুন থেকে আসা রক্তাভ আভায় তার শরীরটা চকচক করছে তামার মতো। চওড়া বুকের ওপর দেখা যাচ্ছে পুরোনো আঘাতের দাগ। খুলে দেওয়া কৃষ্ণ কালো চুল তার কাঁধ ছাড়িয়ে নেমে এসেছে কোমর পর্যন্ত। পুরুষাঙ্গ আর্দ্র হয়ে জ্বলজ্বল করছে আগুনের আলোয়। খালের ঝুলে পড়া লম্বা গোঁফের নিচে মুখ খানিকটা বেঁকে আছে এখন। 'যে তুরগটা পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে তার ঐ লৌহ আসনের কোনো দরকার নেই।'

কনুইতে ভর দিয়ে সামান্য উঁচু হয়ে দীর্ঘদেহী বিশাল মানুষটার দিকে তাকালো ড্যানি। খালের চুল তার খুব পছন্দ। যেহেতু সে কখনো পরাজিত হয়নি, তাই ওগুলো কাটা হয়নি একবারও। 'ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে তুরগটা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে আসবে,' ও বললো।

'ঐ কালো লবণ সমুদ্রের তীরেই শেষ হয়ে গেছে পৃথিবী,' সাথে সাথে উত্তর দিলো ড্রোগো। গরম পানির পাত্রে একটা কাপড় ভেজাতে লাগলো সে নিজের শরীরের ঘাম আর তেল মোছার জন্য। 'কোনো ঘোড়াই ঐ বিষাক্ত পানি পার হতে পারবে না।'

'মুক্ত-নগরীগুলোতে হাজার হাজার জাহাজ আছে,' ড্যানি তাকে বললো, আগেও বলেছে এই কথা। 'শত পাওয়ালা কাঠের ঘোড়া, যেগুলো বাতাসে ডানা মেলে সাগর পাড়ি দিতে পারে।'

খাল ড্রোগো ওগুলো আর শুনতে চায় না। 'ঐ লৌহ আসন আর কাঠের ঘোড়া নিয়ে আর কোনো কথা নয়।' ভেজা কাপড়টা ফেলে পোশাক পরতে শুরু করলো সে।

BanglaBook.org

'আজকে ঘাসের ভেতর শিকার করতে যাবো আমরা,' অলংকৃত হাতকাটা পোশাক পরতে পরতে বললো সে। কোমরে জড়িয়ে নিলো রূপা, সোনা আর ব্রোঞ্জের ভারী পদক দিয়ে তৈরি একটা কোমরবন্ধ।

'ঠিক আছে, আমার জ্যোতি ও ভাস্কর,' ড্যানি বললো। ড্রোগো তার শোণিতারোহীদের নিয়ে হারাক্কার নামে সমতলের এক বিশাল সিংহের খোঁজে বেরুবে। যদি তারা জয়ী হয়ে ফিরতে পারে তবে তার স্বামীর উল্লাস হবে বাঁধভাঙা, আর সেসময় হয়তো আবার তার কথা শুনতে রাজি হবে সে।

হিংস্র পশু কিংবা মানুষকে ভয় পায় না খাল ড্রোগো, কিন্তু সমুদ্রের কথা আলাদা। ডথ্রাকিদের বিশ্বাস অনুযায়ী, যে পানি ঘোড়া পান করতে পারে না তা অপবিত্র। মহাসাগরের স্ফীত ধূসর বক্ষ তাই ওদের কাছে কুসংস্কারে পূর্ণ এক ঘৃণার বস্তু। ড্রোগো অন্যান্য হর্সলর্ডদের তুলনায় অন্তত পঞ্চাশটা দিক দিয়ে বেশি সাহসী, ড্যানি দেখেছে; কিন্তু সমুদ্রের ব্যাপারে ও আর সবার মতোই। একবার যদি তাকে কোনোভাবে জাহাজে ওঠাতে পারে...

খাল আর তার শোণিতারোহীরা হাতে ধনুক নিয়ে বেরিয়ে যেতেই দাসীদের ডেকে পাঠালো ড্যানি। ওর শরীর এখন এত মোটা আর ভারী হয়ে গেছে যে সে তাদের শক্তিশালী বাহু আর কৌশলী হাতের সাহায্য নিতে কোনো দ্বিধা করে না; আগে করতো যখন ওরা তার শরীরের অবস্থা নিয়ে অতিরিক্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তো। ওরা তাকে গোসল করিয়ে পরিষ্কার করে ঢোলা রেশমি পোশাক পরিয়ে দিলো। ডোরিয়া যখন তার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলো তখন সে ঝিকুইকে পাঠালো স্যার জোরাহকে নিয়ে আসতে।

দ্রুতই চলে এলেন নাইট। 'রাজকুমারী, কীভাবে আপনার সাহায্য করতে পারি?'

'আপনি আমার স্বামীর সাথে অবশ্যই কথা বলবেন,' ড্যানি বললো। 'ড্রোগো বলেছে, যে তুরগটা পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে সে পুরো পৃথিবীর ভূমিই নিজের করে নেবে, কিন্তু ঐ বিষাক্ত পানি পার হবার কোনো দরকার নেই। ও বলেছে রেইগো জন্মাবার পর সে তার খালাসার নিয়ে পূর্ব দিকে গিয়ে জেড সাগরের আশেপাশের এলাকায় লুঠতরাজ চালাতে যাবে।'

নাইটকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'খাল কখনো সপ্তরাজ্য দেখেনি,' স্যার জোরাহ বললেন। 'তার কাছে ঐ ভূমি কিছুই না। ও যদি সপ্তরাজ্য নিয়ে চিন্তা করেও থাকে, তবে ভেবেছে সেগুলো হয়তো কিছু দ্বীপের মতো যেখানে লোরাথ বা লিসের মতো কিছু ছোট ছোট শহর আছে। আর সেগুলো উত্তাল সাগর দিয়ে বেষ্টিত। পূর্ব দিকের সম্পদ বরং তার কাছে বেশি চিত্তাকর্ষক মনে হচ্ছে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু আমাদের অবশ্যই পশ্চিমে যেতে হবে,' হতাশার সাথে বললো ড্যানি। 'খালকে বোঝাতে আমাকে সাহায্য করুন, প্লিজ।' ড্রোগোর মতো সে নিজেও কখনো সপ্তরাজ্য দেখেনি, কিন্তু তার ভাইয়ের বলা গল্পগুলো শোনার পর থেকে তার মনে হয় ওগুলো কতই না পরিচিত। ভিসেরিস তাকে প্রায় হাজারবার বলেছে যে ড্যানিকে সে আবার ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু সে এখন মৃত। তার স্বপ্ন আর প্রতিশ্রুতিরাও তার মতোই মরে গেছে।

'ডথ্রাকিরা নিজেরা যখন কোনো কাজ করার উপযুক্ত সময় মনে করে তখন ছাড়া এবং নিজেদের প্রয়োজন ছাড়া কোনো কাজ করে না,' নাইট উত্তর দিলেন। 'ধৈর্য ধরুন, রাজকুমারী। ভাইয়ের মতো একই ভুল করবেন না। আমরা আবার বাড়ি ফিরে যাবো, কথা দিচ্ছি।'

বাড়ি? শব্দটা শুনে দুঃখ লাগলো তার। স্যার জোরাহর বিয়ার আইল্যান্ড আছে, কিন্তু তার বাড়ি কোনটা? ভাঈস ডথ্রাকই কি তার বাড়ি হতে চলেছে অবশেষে? ডোশ খালীনের বৃদ্ধাদের দিকে যখন তাকায়, তাদের মাঝেই কি নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পায় সে?

ওর মুখে ফুটে ওঠা বিষাদের ছায়া স্যার জোরাহর চোখ এড়ায়নি। 'রাতে একটা বিশাল কাফেলা এসে পৌঁছেছে, খালীসি। পেন্টোস থেকে নরভোস আর কোহোর হয়ে পাঁচশ ঘোড়ার এক বিশাল দল এসেছে ব্যবসায়ী বাইয়ান ভোটাইরিস-এর অধীনে। ইলিরিও হয়তো আমার জন্য চিঠি পাঠিয়েছে। আপনি পশ্চিমের বাজার দেখতে যেতে চান?'

ড্যানি নড়েচড়ে বসলো। 'হ্যাঁ,' বললো সে। 'গেলে খুব ভালো লাগবে আমার।' কোনো একটা কাফেলা এসে পৌঁছুলে বাজার যেন আবার জীবিত হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ীরা কোন সময় কোন ধরনের দ্রব্যাদি নিয়ে আসে তা বলা যায় না, কিন্তু মানুষদের ভ্যালিরিয়ান ভাষায় কথা বলতে দেখলে ভালো লাগে ওর। মুক্ত-নগরীগুলোতে ভ্যালিরিয়ান ভাষায় কথা বলে সবাই। 'ইরি, আমার যাত্রার ব্যবস্থা করতে বলো।'

'আমি আপনার খাসদের বলছি,' বলে স্যার জোরাহ বেরিয়ে গেলেন।

খাল ড্রোগো থাকলে ড্যানি তার ঘোড়ায় চেপে বসতো। ডথ্রাকিদের ভেতর গর্ভবতী মায়েরা সন্তান জন্ম দেবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়তে পারে, আর এমনিতেও সে তার খালের চোখে নিজেকে দুর্বল প্রমাণ করতে চাইতো না। কিন্তু খাল যেহেতু শিকারে গেছে, তাই ভাঈস ডথ্রাকের ভেতর দিয়ে লাল রেশমি চাদরের পর্দার আড়ালে নরম গদিতে শুয়ে ভ্রমণ করতেই বেশি আরাম পাবে সে। স্যার জোরাহ ওর পাশে পাশে ঘোড়ায় চেপে চলছেন। ওর খাসের চারজন যুবক ছেলে আর তার দাসীরাও চললো দলের সাথে।

BanglaBook.org

দিনটা বেশ গরম আর মেঘহীন আকাশটা গাঢ় নীল রঙে ছেয়ে আছে। বয়ে যাওয়া বাতাসের সাথে ভেসে আসা ঘাস আর মাটির কড়া গন্ধ পেল সে। যখন তার বিছানা বাহকেরা লুট করে আনা মূর্তিগুলোর নিচ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন একবার সূর্যালোক, আবার ছায়া, আবার সূর্যালোক এসে পড়ছিলো ওর মুখে। দুলকি চালে চলতে চলতে ড্যানি মৃত নায়ক আর ভুলে যাওয়া রাজাদের পাথুরে মুখগুলো দেখতে লাগলো ভালো করে। ও ভাবতে লাগলো এখনো পুড়ে যাওয়া শহরগুলোর দেবতারা ওদের কাছে করা প্রার্থনার উত্তর দেয় কি না।

আমি যদি ড্রাগন রক্তধারার বাহক না হতাম, ভাবছে ও, *তাহলে এটাই আমার বাড়ি হতে পারতো।* ও একজন খালীসি, স্বামী হিসেবে আছে একজন পরাক্রমশালী মানুষ। আছে ঘোড়া, সেবা করার জন্য সদা প্রস্তুত একদল দাসী, নিরাপত্তা দেবার জন্য সর্বদা নিয়োজিত সৈন্য। ও যখন বুড়ি হয়ে যাবে তখন ডোশ খালীনে তার জন্য সম্মানের স্থান রাখা আছে...আর ওর পেটে যে বাচ্চা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে, সে একদিন দখল করে নেবে গোটা পৃথিবী। একজন মেয়ের এর থেকে বেশি চাওয়ার আর কী থাকতে পারে...কিন্তু একজন ড্রাগনের থাকতে পারে। ভিসেরিসের মৃত্যুর পরে ড্যানেরিসই শেষ টারগেরিয়ান। একদম শেষ মানুষ। রাজা আর বিজয়ীদের রক্ত বয়ে চলেছে ওর ধমনীতে, আর এখন তার পেটের বাচ্চার শরীরেও বইছে একই রক্ত। এটা ভুলে গেলে চলবে না।

পশ্চিমের বাজারটা মাটির ইটের তৈরি বস্তি, পশুশালা আর সাদা রঙের পানশালা পরিবেষ্টিত বিশাল এক চৌকা জায়গাজুড়ে অবস্থিত। মাটি থেকে ছোট ছোট টিলা এমনভাবে মাটির উপর জেগে রয়েছে যেন ওগুলো বিশাল কোনো ভূগর্ভস্থ জানোয়ারের জেগে ওঠা পিঠ। চৌকা জায়গাটার মাঝে রয়েছে বোনা ঘাসের ছাউনি দেয়া অজস্র দোকান এবং কুঁজো গলির এক গোলকধাঁধা।

শত শত সওদাগর ও ব্যবসায়ী বিশাল চৌকা জায়গাটায় পৌঁছামাত্রই নিজেদের মালপত্র খালাস করে দোকান সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে; এরপরেও ড্যানির দেখা পেন্টোস ও অন্যান্য মুক্ত-নগরীর গমগমে বাজারগুলোর তুলনায় খালি খালি লাগছে এই বিশাল বাজারটাকে। স্যার জোরাহ তাকে ব্যাখ্যা করে বললেন যে এই বিশাল কাফেলাগুলো পূর্ব ও পশ্চিম থেকে ভাঈস ডথ্রাকের মধ্য দিয়ে এখানে আসে ডথ্রাকিদের কাছে মালপত্র বিক্রির জন্য নয়, বরং নিজেদের মধ্যে ব্যবসা করার জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা পবিত্র শহরটার শান্তি বজায় রাখে, মাদার অব মাউন্টেইন-পৃথিবীর জরায়ু নামক হ্রদ-অপবিত্র না করে আর ডোশ খালীনের বৃদ্ধাদেরকে ঐতিহ্যবাহী উপহার লবণ, রূপা আর বীজ দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ডথ্রাকিরা ওদেরকে এখানে নিরাপদে আসার অনুমতি দেয়। ডথ্রাকিরা কোনো ধরনের বেচাকেনার সাথে জড়িত থাকে না সাধারণত।

BanglaBook.org

পূর্ব দিকের বাজারের উৎকট দৃশ্য, শব্দ আর গন্ধসহ পুরো রহস্যময় ব্যাপারটা পছন্দ হতো ড্যানির। ভোরবেলার সময়টা ওখানেই কাটাতো সে; গাছের ডিম, পিঠা আর সবুজ নুডলস খেতো। শুনতো স্পেলসিঙ্গারদের উচ্চ গলার গান আর অবাক হয়ে দেখতো রূপালি খাঁচায় আবদ্ধ ম্যান্টিকোরদের। বিশালদেহী ধূসর হাতি আর জোগোস নাহাইদের সাদাকালো ডোরাকাটা ঘোড়া দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যেত। চেয়ে চেয়ে মানুষজন দেখতেও ভালো লাগতো ওর: কালো রঙের গুরুগম্ভীর আশাই'ই, লম্বা ফ্যাকাশে কারথিন, বানরের লেজের টুপি পরিহিত ই টি-এর উজ্জ্বল চোখের মানুষ, বায়াসাভাদ, শামিরিয়ানা আর কায়াকায়ানায়া থেকে আগত যোদ্ধা মহিলার দল–ওদের স্তনবৃন্তে লাগানো থাকে লোহার বলয়, গালে থাকে পদ্মরাগমণি। এমনকি হাত ও পায়ে উল্কি আঁকা এবং মুখোশে মুখ ঢাকা একগুঁয়ে, ভয়ানক শ্যাডো ম্যানরাও আসতো ঐ বাজারে। পূর্ব দিকের বাজার ড্যানির কাছে ছিলো বিস্ময় আর জাদুতে পূর্ণ এক জায়গা।

কিন্তু পশ্চিমের বাজারে নিজের বাড়ির গন্ধ পায় সে।

ইরি আর ঝিকুই ওকে তার বিছানা থেকে নামাতে থাকলে জোরে একটা শ্বাস টানলো ড্যানি। সাথে সাথে ওর নাকে এলো রসুন আর মরিচের কড়া গন্ধ; গন্ধটা ওকে অনেক আগে ফেলে আসা টিরোশ ও মিয়েরের গলিতে ঘুরে বেড়ানো দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিতেই মুখে ফুটে উঠলো পরিতৃপ্তির এক হাসি। ঐ গন্ধটার নিচে লিস থেকে আগত সুগন্ধির কড়া মিষ্টি ঘ্রাণও পাচ্ছে সে। কিছু দাসকে মিয়েরের কাপড়ের তৈরি ফিতা আর মসৃণ উলের তৈরি রংবেরঙের পোশাক নিয়ে যেতে দেখলো। কাফেলার পাহারাদাররা তামার শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় গলির ভেতর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা দোকানের পেছনে একজন অস্ত্রনির্মাতা সোনা আর রূপার কারুকাজ করা ইস্পাতের তৈরি বর্ম সাজিয়ে রেখেছে; আরো আছে বিভিন্ন পশুর আকৃতিতে তৈরি করা নানা ধরনের শিরস্ত্রাণ। তার পাশেই এক অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে পসরা সাজিয়েছে ল্যানিসপোর্ট থেকে আগত সোনার দ্রব্যাদি নিয়ে; ওর সংগ্রহে আছে আংটি আর ব্রোচ, টর্ক আর অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তৈরি ও কোমরবন্ধে পরার উপযোগী পদক। দোকানের পাশে বিশালদেহী এক লোমহীন খোজা লোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে পাহারায়। গলিটার অপরপাশে ই টি থেকে আগত এক কাপড় বিক্রেতা এক পেন্টোসির সাথে দরকষাকষি করছে কিছু সবুজ কাপড়ের রঙ নিয়ে।

'ছোট থাকতে বাজারে গিয়ে খেলাধুলা করতে ভালোবাসতাম,' দোকানের মাঝের গলি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে স্যার জোরাহকে বললো ড্যানি। 'নিজেকে খুব সুখী মনে হতো তখন। চারদিক থেকে লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি আর হাসির শব্দ ভেসে আসতো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার জন্য দারুণ সব জিনিসপত্রও ছিলো...যদিও সেগুলো কেনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থকড়ি ছিলো না আমাদের...তবে মাঝে মাঝে সসেজ কিনতে পারতাম, বা হানিফিংগার। আচ্ছা, সপ্তরাজ্যে কি হানিফিংগার বানায়, টিরোশে যে ধরনের পাওয়া যায় ওরকম?'

BanglaBook.org

'ওগুলো কি কেক? আমি বলতে পারবো না, রাজকুমারী,' নাইট মাথা নত করলেন। 'আপনি আমাকে কিছুক্ষণের জন্য যাবার অনুমতি দিলে আমি ক্যাপ্টেনকে খুঁজতে যেতাম, দেখতাম যে ওর কাছে আমাদের জন্য কোনো চিঠি আছে কি না।'

'ঠিক আছে, আমিও আপনার সাথে আসবো।'

'অত কষ্ট করার দরকার নেই আপনার,' স্যার জোরাহ অধৈর্য হয়ে বললেন। 'বাজার ঘুরে দেখুন। আমার কাজ শেষ হওয়ামাত্রই চলে আসবো।'

জনতার মাঝ দিয়ে তার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে কৌতূহলী হয়ে ভাবতে শুরু করে দিলো ড্যানি। বুঝতে পারলো না ওর সাথে গেলে কী সমস্যা হতো। হয়তো স্যার জোরাহ তার কাজ শেষ হবার পর কোনো মেয়ের কাছে যাবে। ও জানে কাফেলার সাথে বেশ্যারাও আসে, আর কিছু মানুষ তাদের যৌনচাহিদার ব্যাপারটা সবার সামনে প্রকাশ করতে চায় না। কাঁধ ঝাকালো সে, অন্যদের বললো, 'এসো।'

ড্যানি বাজারের ভেতর ঘোরার সময় দাসীরা পেছন পেছন থাকলো। 'ওহ, তাকাও,' ডোরিয়াকে উত্তেজিত স্বরে বললো সে, 'ঐ ধরনের সসেজের কথাই বলেছিলাম আমি।' যে দোকানে একজন ছোট রোগা মহিলা একটা অগ্নিকুণ্ডের উপরে মাংস আর পেঁয়াজ ঝলসাচ্ছিলো সেদিকে নির্দেশ করলো সে। 'প্রচুর রসুন আর মরিচ দিয়ে ওগুলো বানায় ওরা।' নিজের আবিষ্কারে পুলকিত হয়ে অন্যদেরকে তার সাথে যোগ দিতে বললো সসেজ খাওয়ার জন্য। দাসীরা হাসতে লাগলো তার কথা শুনে। ওর খাসের ছেলেরা সন্দেহের সাথে ঝলসানো মাংসের গন্ধ শুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। কয়েকটা কামড় দিয়ে ড্যানি বললো, 'আগে যেমন লাগতো তার চেয়ে এখন একটু অন্যরকম লাগছে।'

'পেন্টোসে আমি সসেজ বানাতাম শূকরের মাংস দিয়ে,' বৃদ্ধা মহিলা বললো। 'কিন্তু ভথ্রাকি সাগরের মাঝ দিয়ে আসার সময় আমার সব শূকর মারা গেছে। এগুলো ঘোড়ার মাংস দিয়ে বানানো, খালীসি, কিন্তু মসলা একই দিয়েছি।'

'ওহ,' ড্যানি নিরাশ হয়ে পড়লো, কিন্তু কোয়েরো তার খাওয়া সসেজটা এতই পছন্দ করলো যে আরেকটা নিলো। আর রাখারো খেলো তার চেয়ে বেশি–প্রথমটার পর আরো তিনটা নিলো সে। খেয়ে ঢেকুর তুললো বড়সড়। মুখ চেপে হাসতে লাগলো ড্যানি।

'দ্রোগো আপনার ভাই খাল রাগগাটকে মুকুট পরানোর পর থেকে আপনাকে হাসতে দেখিনি,' ইরি বললো। 'আবার আপনার মুখে হাসি দেখে ভালো লাগছে, খালীসি।'

ড্যানি এবার লজ্জার সাথে হাসলো। হাসতে আসলেই ভালো লাগছে ওর।

সকালের প্রায় অর্ধেকটা সময় জুড়ে ঘুরে বেড়ালো সে। সামার আয়েলস থেকে আসা একটা সুন্দর পালকের আলখাল্লা দেখে ওটাকে উপহার হিসেবে গ্রহণ করলো সে, আর বিনিময়ে নিজের কোমরবন্ধ থেকে সওদাগরকে খুলে দিলো একটা রূপার পদক।

BanglaBook.org

ডথ্রাকিদের ভেতরে এভাবেই দ্রব্য বিনিময় করার প্রথা রয়েছে। একজন পাখি বিক্রেতা একটা সবুজ ও লাল রঙের তোতাপাখিকে ওর নাম বলা শিখিয়েছে, শুনে ড্যানি খিলখিল করে হাসলো ঠিকই কিন্তু নিতে অস্বীকার করলো। সবুজ-লাল রঙের তোতাপাখি নিয়ে খালাসারে সে করবেটা কী? অনেকগুলো সুগন্ধি তেলের বোতল নিলো সে, তার শৈশবের সুগন্ধি; চোখ বুজে সেই গন্ধ নেয়ার সাথে সাথে ওর চোখের সামনে লাল দরজাওয়ালা এক বিশাল বাড়ি ভেসে উঠলো আরেকবার। জাদুকরের দোকানে একটা উর্বরতার কবচের দিকে ডোরিয়াকে আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে ড্যানি সেটা নিয়ে দাসীটাকে উপহার দিলো। ওর মনে হচ্ছে ইরি আর ঝিকুইকেও কিছু দেয়া উচিত।

বাজারের এক কোনায় একজন ওয়াইন বিক্রেতার দোকানের সামনে চলে এলো ওরা; লোকটা ওর সামনে দিয়ে যে-ই যাচ্ছিলো তাকে অনেক ছোট একটা পেয়ালায় করে মদ নিয়ে সাধছিলো চেখে দেখার জন্য। 'মিষ্টি লাল মদ,' লোকটা বললো, ডথ্রাকি ভাষায় দক্ষতা বেশ ভালো তার। 'আমার কাছে লিস আর ভলান্টিস থেকে আনা লাল মদ আছে। লিসের সাদা মদ, টিরোশের নাশপাতির ব্র্যান্ডি, ফায়ারওয়াইন, পিপারওয়াইন, মিয়েরের ফ্যাকাশে সবুজ গাছের রসও আছে। আরো আছে স্মোকবেরি ব্রাউন আর আন্দালিস টক মদ। আসুন, আসুন।' লোকটা ছোট হলেও বেশ হালকা-পাতলা আর সুদর্শন; শণের মতো চুলগুলো কোঁকড়া, আর লিসের প্রথা অনুযায়ী সুগন্ধি মেখেছে গায়ে। ড্যানি যখন তার দোকানের সামনে পৌছালো তখন সম্মানে মাথা নত করলো সে। 'খালীসির উপযুক্ত স্বাদের মদ? আমার কাছে ডর্ন থেকে আনা লাল ওয়াইন আছে, মাই লেডি, বরই-চেরি আর ওকের গন্ধওয়ালা মদ। এক পিপা, এক পেয়ালা বা এক ঢোক খেয়ে দেখবেন? একবার খান, খেলে নিশ্চিত নিজের সন্তানের নাম আমার নামে রাখবেন!'

ড্যানি মৃদু হাসলো। 'আমার সন্তানের নাম ঠিক করা আছে, কিন্তু আমি তোমার সামারওয়াইন একটু চেখে দেখতে চাই,' ভ্যালিরিয়ান ভাষায় বললো সে, মুক্ত-নগরীগুলোয় ভ্যালিরিয়ান ভাষা ব্যবহার করা হয়। এতদিন পরে ভাষাটা বলতে গিয়ে নিজের কাছেই অদ্ভুত লাগলো তার। 'মাত্র এক ঢোক, যদি তুমি যাও।'

ড্যানির পোশাক আর তেল চকচকে চুল ও রোদে পোড়া চামড়া দেখে দোকানদার তাকে একজন ডথ্রাকি বলে ভেবেছিলো হয়তো। কিন্তু ওর ভাষা শুনে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল লোকটা। 'মাই লেডি, আপনি একজন...টিরোশি? কিন্তু কীভাবে সম্ভব?'

'আমার ভাষা টিরোশি হতে পারে, আর পোশাক হতে পারে ডথ্রাকি, কিন্তু আমার বাড়ি ওয়েস্টেরোসে,' ড্যানি ওকে বললো।

এবার ডোরিয়া তার পাশে চলে এলো। 'তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হাউজ টারগেরিয়ানের ড্যানেরিস, ড্যানেরিস স্টর্মবর্ন, ডথ্রাকি অশ্বারোহীদের খালীসি এবং সপ্তরাজ্যের রাজকুমারী।'

BanglaBook.org

ওয়াইনের দোকানদার সাথে সাথে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। 'রাজকুমারী,' শব্দটা বলে মাথা নত করলো সে।

'উঠে দাঁড়াও,' ওকে আদেশ দিলো ড্যানি। 'তুমি যে সামারওয়াইনের কথা বলেছিলে সেটা চেখে দেখতে চাই আমি।'

লোকটা উঠে দাঁড়ালো। 'ঐটা? ডর্নিশ মদ। একজন রাজকুমারীর জন্য মোটেও উপযুক্ত না। আমার কাছে আর্বার থেকে আনা দামি মদ আছে। খুবই সুস্বাদু পানীয়। দয়া করে আপনার জন্য এক পিপা আনতে দিন।'

মুক্ত-নগরীগুলোতে খাল ড্রোগোর ঘুরতে যাবার কারণে সে অনেক ভালো মদের স্বাদ নিতে পেরেছে, আর ড্যানি জানে এমন অভিজাত মদের স্বাদ ওকে খুব পুলকিত করবে। 'আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন, স্যার।' খুব মিষ্টি করে হাসলো সে।

'সম্মানটা আমারই, রাজকুমারী।' দোকানের পেছন থেকে ওক কাঠের একটা ছোট পিপা নিয়ে এলো লোকটা। কাঠের ওপর দেয়া আছে এক থোকা আঙ্গুরের প্রতীকের ছাপ। 'এর থেকে ভালো পানীয় আর হয় না!'

'খাল ড্রোগো আর আমি একসাথে বসে খাবো। এগো, এই পিপাটা আমার বিছানার কাছে নিয়ে যাও।' ডথ্রাকিটা পিপাটা ধরে উঁচু করলে মদের দোকানির চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগলো খুশিতে।

'না।' শব্দটা শোনার আগ পর্যন্ত ড্যানি বুঝতেই পারেনি স্যার জোরাহ ফিরে এসেছেন। ওর কণ্ঠস্বর বেশ কর্কশ আর অদ্ভুত শোনাচ্ছে। 'এগো, পিপাটা নামিয়ে রাখো।'

ড্যানির দিকে তাকালো এগো। দ্বিধার সাথে মাথা দোলালো সে। 'স্যার জোরাহ, কোনো সমস্যা?'

'আমার পিপাসা পেয়েছে। খোলো এটা।'

দোকানি ভ্রু কুঁচকাচ্ছে। 'এই ওয়াইন শুধু খালীসির জন্য, আপনার মতো কোনো মানুষের জন্য নয়, স্যার!'

স্যার জোরাহ দোকানের আরো কাছে চলে এলেন। 'যদি এটা না খোলো তবে তোমার মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে পিপাটা ভাঙবো আমি।' এই পবিত্র শহরে কোনো অস্ত্র বহন করছে না সে, শুধু দুই খালি হাত। কিন্তু ওর সেই বড়, শক্ত, বিপজ্জনক আর শক্ত লোমে ঢাকা আঙ্গুলের গাঁটওয়ালা হাতদুটোই যথেষ্ট। ওয়াইনের মালিক কিছুক্ষণ দ্বিধায় ভুগলো, এরপর হাতে একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে পিপাটার মুখে বাড়ি লাগালো।

'ঢালো,' আদেশ দিলেন স্যার জোরাহ। ড্যানির খাসের চারজন কমবয়সী যোদ্ধা ভ্রু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে ওর পেছনেই। ওদের বাদাম আকৃতির কালো চোখগুলোয় খেলা করছে সন্দেহ।

BanglaBook.org

'এত দামি মদকে কিছুক্ষণ বাতাসে খুলে না রাখলে অন্যায় হয়ে যাবে।' ওয়াইনের দোকানি এখনো হাত থেকে হাতুড়ি নামায়নি।

ঝোগো তার কোমরবন্ধে বাঁধা চাবুকটা ধরার জন্য হাত বাড়ালে ড্যানি ওর হাতে আলতোভাবে স্পর্শ করে থামিয়ে দিলো। 'স্যার জোরাহ যা বলছেন তা করো,' বললো সে। কী হচ্ছে তা দেখার জন্য আশেপাশের লোকজন থেমে গেছে।

লোকটা ওর দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করলো। 'রাজকুমারী যা বলবেন।' হাতুড়িটা পাশে সরিয়ে রেখে পিপাটা উঁচু করলো সে। দুইটা ছোট পেয়ালাতে এমনভাবে মদটা ঢাললো যে এক ফোঁটা মদও বাইরে পড়লো না।

স্যার জোরাহ একটা পেয়ালা নাকের সামনে নিয়ে শুঁকে ভ্রু কুঁচকে ফেললেন।

'মিষ্টি, তাই না?' মদের দোকানি হাসলো। 'ফলের গন্ধ পাচ্ছেন, স্যার? আর্বারের সুগন্ধি। খেয়ে দেখুন, মাই লর্ড, বলুন যে এমন সুস্বাদু আর দামি মদ কখনো আপনার জিহ্বা স্পর্শ করেনি।'

স্যার জোরাহ তার হাতের পেয়ালাটা দোকানির দিকে বাড়িয়ে ধরলো। 'তুমি আগে খাবে।'

'আমি?' লোকটা হাসলো। 'আমি এই দামি মদ পান করার উপযুক্ত লোক নই, মাই লর্ড! একজন সাধারণ মদ বিক্রেতা আমি।' ওর হাসিটা খুব অমায়িক, কিন্তু ড্যানি লোকটার ভ্রুতে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখতে পাচ্ছে।

'অবশ্যই খাবে তুমি,' শীতল গলায় বললো ড্যানি। 'পেয়ালাটা খালি করো, এখুনি, নইলে আমি সৈন্যদের দিয়ে তোমাকে শক্ত করে ধরে স্যার জোরাহকে দিয়ে পুরো পিপা খাইয়ে ছাড়বো।'

মদের দোকানিটা কাঁধ নাচিয়ে পেয়ালাটা ধরার জন্য হাত বাড়ালো...কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সে পেয়ালার বদলে পিপাটা ধরে দুই হাতে ছুঁড়ে মারলো ড্যানির দিকে। স্যার জোরাহ ড্যানি আর লোকটার মাঝে চলে এলেন দ্রুত। পিপাটা তার কাঁধে আঘাত করে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। হোঁচট খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো ড্যানি। 'না,' বলে এক চিৎকার দিয়ে বাতাসে হাত চালালো নিজেকে পতন থেকে রক্ষা করার আশায়। মুহূর্তের মধ্যে ডোরিয়া ওর হাত ধরে ঘুরিয়ে দিলো উলটো দিকে। মাটিতে পেট দিয়ে পড়া থেকে বেঁচে গেল ড্যানি। পায়ের ওপর বসে পড়লো সাথে সাথে।

দোকানিটা তার দোকান থেকে লাফ দিয়ে বের হয়ে এগো আরি রাখারোর মাঝ দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে গেল। সোনালি চুলো লোকটা কোয়েরোকে ধাক্কা দিয়ে পাশে সরিয়ে দিলে সে অভ্যাসবশত তার আরাখ ধরার জন্য হাত বাড়াতেই দেখলো আরাখ তার কাছে নেই। গলির মাঝ দিয়ে ছুটতে লাগলো মদের দোকানি। ড্যানির কানে সহসা ভেসে এলো ঝোগোর চাবুকের বাতাস কাটার শব্দ, দেখলো চামড়ার চাবুকটা ছুটে গিয়ে

BanglaBook.org

মদের দোকানিটার গোড়ালি পেঁচিয়ে ধরেছে। সাথে সাথে ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লো লোকটা।

কাফেলার পাহারাদাররা দৌড়ে আসছে ঘটনাস্থলে। ওদের সাথে এলো কাফেলার মালিক নিজেই, সওদাগর বাইয়ান ভোটাইরিস; কান পর্যন্ত উঠে যাওয়া পুরু নীলচে গোঁফ আর খসখসে চামড়াওয়ালা ছোটখাটো এক নরভোসি। ওকে দেখে মনে হলো সে পরিস্থিতি দেখেই বুঝে ফেলেছে এখানে কী হয়েছে। 'লোকটাকে নিয়ে যাও খালের জন্য,' মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলো সে। দুইজন পাহারাদার ধরে পায়ের ওপর দাঁড় করালো মদের দোকানিকে। 'ওর সব মালামাল আপনাকে উপহার দিলাম, রাজকুমারী,' সওদাগর লোকটা বললো।

ডোরিয়া আর ঝিকুই ড্যানিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো। ভাঙা পিপা থেকে বিষাক্ত মদ গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। 'আপনি কীভাবে বুঝতে পেরেছিলেন?' কাঁপতে কাঁপতে স্যার জোরাহকে প্রশ্ন করলো সে। 'কীভাবে?'

'লোকটা মদ পান করতে অস্বীকার করার আগ পর্যন্ত আমি নিজেও জানতাম না, খালীসি। কিন্তু ম্যাজিস্টার ইলিরিওর চিঠি পড়ার পর থেকে আমি ভয়ে ছিলাম।' বাজারের অপরিচিত মুখগুলো নিরীক্ষণ করতে লাগলো তার কালো চোখজোড়া। 'আসুন। এখানে এইসব নিয়ে কথা না বলাটাই সবচেয়ে ভালো হবে।'

ফিরে আসার সময় ড্যানির প্রায় কান্না চলে আসার জোগাড় হলো। এখন যে অনুভূতি ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা ওর খুবই পরিচিত–ভয়। বছরের পর বছর ধরে ড্রাগন জেগে উঠবে কি না এই চিন্তা করে ভিসেরিসকে সে ভয় পেয়ে এসেছে। এটা তার চেয়েও ভয়াবহ। এখন ভয়টা শুধু তার নিজের জন্য নয়, পেটের বাচ্চার জন্যেও। বাচ্চাটা বোধ হয় তার ভয়টা অনুভব করতে পারছে। কারণ পেটের ভেতর অনবরত নড়াচড়া করছে ও। ফুলে ওঠা পেটের ওপর হাত বোলালো ড্যানি; ভাবলো, যদি সে এখন তাকে ছুঁতে পারতো, শান্ত করতে পারতো আদর করে, তবে কতই না ভালো হতো। 'তোমার শরীরে ড্রাগনের রক্ত বইছে,' পর্দাবেষ্টিত অবস্থায় তার বিছানাটা হেলেদুলে চলতে থাকলে ফিসফিস করে বললো সে। 'তুমি ড্রাগন রক্তধারার বাহক, আর ড্রাগনরা কিছুই ভয় পায় না।'

ভাঈস ডথ্রাকে তার নিজের ঘরে পৌছুলে সে স্যার জোরাহ বাদে সবাইকে বেরিয়ে যেতে বললো। 'আমাকে বলুন,' নিজের বিছানায় শুতে শুতে ওকে আদেশ করলো সে। 'এই কাজ কি দখলদারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন নাইট। ভিসেরিসের কাছে পাঠানো ম্যাজিস্টার ইলিরিওর চিঠি। রবার্ট ব্যারাথিয়ন তাকে অনেক জমি আর জমিদারি দিতে চেয়েছে আপনার অথবা ভিসেরিসের মৃত্যুর বিনিময়ে।

BanglaBook.org

'আমার ভাই?' তার ফোঁপানিটাকে খানিকটা হাসির মতো শোনালো। 'ও এখনো জানে না, তাই না? ড্রোগো এখন তাহলে দখলদারের কাছে জমি আর জমিদারি পায়।' এবার তার হাসিটাকে বরং ফোঁপানি বলে মনে হলো। নিজেকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো সে। 'আর আমার কথাও বললেন আপনি? শুধু আমি?'

'আপনি আর বাচ্চা দুইজনই,' মুখ অন্ধকার করে বললেন স্যার জোরাহ।

'না। ওরা আমার বাচ্চার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' কাঁদছে না সে, বরং যেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অন্য সব সময়ের মতো এবার আর ভয়ে কেঁপেও উঠলো না সে। *দখলদার এখন ড্রাগনকে জাগিয়ে তুলেছে*, ও নিজেকে বললো...আর তার চোখ চলে গেল কালো রঙের মখমলের ওপর রাখা ড্রাগনের ডিমের দিকে।

ভয় থেকে উৎপন্ন কোনো পাগলামি তাকে পেয়ে বসেছিলো কি না, বা তার রক্তে কোনো অদ্ভুত জ্ঞান সুপ্তাবস্থায় ছিলো কি না তা বলতে পারবে না ড্যানি। সে নিজেকে বলতে শুনলো, 'স্যার জোরাহ, কয়লা রাখার পাত্রটায় আগুন জ্বালিয়ে দিন।'

'খালীসি?' অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকালেন নাইট। 'এখন তো বেশ গরম। আপনি কি নিশ্চিত?'

এর আগে এতটা নিশ্চিত সে কখনোই ছিলো না। 'হ্যাঁ। আমার...আমার এখন শীত লাগছে। আপনি আগুন জ্বালান।'

মাথা নত করলেন তিনি। 'আপনি যা আদেশ করবেন।'

কয়লায় আগুন দেয়া হয়ে গেলে সে স্যার জোরাহকেও পাঠিয়ে দিলো বাইরে। সে যা করতে চাচ্ছে তা করতে হলে একা থাকতে হবে। *একদমই পাগলামি করছি*, মখমলের ভেতর থেকে লাল আর কালো রঙের একটা ডিম তুলতে তুলতে নিজেকে বললো সে। *শুধু ফেটে গিয়ে পুড়ে যাবে এটা। আর...কী সুন্দর এই ডিমগুলো। এগুলোর কোনো ক্ষতি হলে স্যার জোরাহ আমাকে বোকা বলবেন, কিন্তু তারপরেও...তারপরেও...*

দুই হাতে ডিমটাকে ধরে আগুনের কাছ নিয়ে সে ঠেলে দিলো জ্বলন্ত কয়লার ভেতর। উত্তাপ পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ডিমের কালো খোসা। পাথরের গায়ে আগুন তার লেলিহান জিহ্বা বুলিয়ে যাচ্ছে। কালো ডিমটার পাশে জ্বলন্ত কয়লার ভেতর অন্য দুইটা ডিমও এনে রাখলো ড্যানি। আগুনের কাছ থেকে পিছিয়ে এসে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইলো।

কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো ড্যানি। আগুনের ফুলকি উড়ে যাচ্ছে পাত্রটা থেকে। ড্রাগনের ডিমের চতুর্দিকে বয়ে চলেছে গরমের একটা হলকা। ব্যস, এইটুকুই।

আপনার ভাই রেইগারই ছিলেন শেষ ড্রাগন, স্যার জোরাহ ওকে বলেছিলেন। দুঃখীভাবে ডিমগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো ড্যানি। আসলে সে কী আশা করছিলো? হাজার বছর আগে জীবিত ছিলো এরা, কিন্তু এখন এগুলো শুধুই পাথর। তারা আর কোনো ড্রাগন ফোটাতে পারবে না। ড্রাগনরা জীবিত প্রাণী, কোনো মরা পাথর না।

BanglaBook.org

যখন খাল দ্রোগো ফিরে এলো ততক্ষণে আগুনের পাত্রটা আবার ঠান্ডা হয়ে গেছে। কহলো ওর পিছে একটা ঘোড়া নিয়ে এলো, যেটার পিঠে বাঁধা রয়েছে একটা বিশাল সাদা সিংহের মৃতদেহ। আকাশে একে একে ফুটে উঠছে তারার দল। খাল নিজের ঘোড়া থেকে নামার সময় হাসছিলো। খারাক্কার তার পাজামার যেখানে থাবা বসিয়েছিলো সেখানটা দেখালো সে ড্যানিকে। 'এটার চামড়া দিয়ে তোমার জন্য একটা আলখাল্লা বানিয়ে দেবো, আমার চন্দ্র,' ও কথা দিলো।

ড্যানি যখন আজকে বাজারে কী ঘটেছে তা খুলে বললো তখন নিমেষে সমস্ত হাসি নিভে গেল ওর। একদম চুপ হয়ে গেল খাল দ্রোগো।

'আমাদের কাছে ঐ বন্দি লোকটাই প্রথম,' স্যার জোরাহ মরমন্ট তাকে সতর্ক করলেন। 'কিন্তু ও-ই শেষ না। আরো লোক আসবে ঠিকই। জমিদারি পাবার জন্য অনেক লোকই এরকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত আছে।'

দ্রোগো কিছু সময় নীরব থেকে অবশেষে বললো, 'বিষাক্ত মদ বিক্রি করা লোকটা আমার চন্দ্রের কাছ থেকে পালাতে চেয়েছিলো। এখন সে তার পিছে পিছে দৌড়াবে। ঝোগো, অ্যান্ডাল জোরাহ, তোমরা দুইজনই আমার পাল থেকে যেমন খুশি ঘোড়া বেছে নাও নিজেদের জন্য। আমার নিজের রেড আর আমার চন্দ্রকে তার বিয়ে উপলক্ষ্যে যে রূপালি ঘোড়া উপহার দেয়া হয়েছিলো সেটা বাদে। তোমরা যা করেছ তার জন্য এটা আমার পক্ষ থেকে উপহার।

'আর দ্রোগোর ছেলে রেইগো, যে কিনা একসময় পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে, তাকেও একটা উপহার দেবো আমি। ওর মায়ের বাবা যে লোহার আসনে বসতো, সেটা তাকে উপহার দেবো আমি। শুধু তা-ই নয়, সপ্তরাজ্যের পুরোটাই দেবো ওকে। আমি, খাল দ্রোগো, এই কাজ করবো নিজেই।' তার কণ্ঠস্বর উঁচু থেকে আরো উঁচু হয়ে উঠলো। আকাশের পানে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। 'যেখানে পৃথিবী শেষ হয়েছে সেখানে নিজের খালাসার নিয়ে যাবো আমি, আর তাদের নিয়ে কাঠের ঘোড়ায় চড়ে কালো, লবণাক্ত পানি পাড়ি দেবো, যা এর আগে কোনো খাল করেনি। লোহার বর্মে মোড়া মানুষদের হত্যা করবো, ধ্বংস করে দেবো তাদের পাথরের বাড়িঘর। ওদের স্ত্রীদের ধর্ষণ করবো, সন্তানদের বানাবো দাসদাসী আর ওদের দেবতাদের ভাঙা মূর্তি এনে ভাঈস ডথ্রাকে সাজিয়ে রাখবো মাদার অব মাউন্টেইনের নিচে। আমি, ভার্বোর ছেলে দ্রোগো, এই শপথ নিচ্ছি। তারাদের সাক্ষী রেখে মাদার অব মাউন্টেইনের সামনে বসে এই শপথ নিচ্ছি আমি।'

দুই দিন পর ভাঈস ডথ্রাক ত্যাগ করলো খালাসার, সমতলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলতে লাগলো তারা। খাল দ্রোগো নিজের বিশাল লাল ঘোড়াটায় চড়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ড্যানেরিস ওর পাশে পাশে যাচ্ছে নিজের রূপালি ঘোড়াটায় চড়ে। আর

BanglaBook.org

গলায় ও কবজিতে শেকল বাঁধা অবস্থায় ওদের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে সম্পূর্ণ নগ্ন মদের দোকানি। ড্যানির ঘোড়ার সাথে বাঁধা রয়েছে ওর শেকলের অপর প্রান্ত। ড্যানি ছুটে চললে ওকেও খালি পায়ে হোঁচট খেতে খেতে দৌড়াতে হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের গতি ধরে রাখতে পারবে...ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ক্ষতি হবে না তার।

ক্যাটলিন

এত দূর থেকে ব্যানার বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ভেসে আসা কুয়াশায় সে দেখতে পাচ্ছে ব্যানারগুলো সাদা, কেন্দ্রে কালো কিছু একটা আছে, যেটা স্টার্কদের ডায়ারউলফই হবে, যেন তুষারাবৃত মাঠের ওপর একফোঁটা ফ্যাকাশে বিন্দু। নিজের চোখে দেখার পর ক্যাটলিন তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে ধন্যবাদ জানানোর ভঙ্গিতে মাথা নত করলো। দেবতারা ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। এখনো সময় আছে।

'ওরা আমাদের আগমনের অপেক্ষায় আছে, মাই লেডি,' স্যার উইলিস ম্যান্ডারলি বললো। 'আমার লর্ড পিতা যা বলেছিলেন তা-ই হলো।'

'ওদেরকে আর অপেক্ষায় রাখা উচিত হবে না, স্যার।' স্যার ব্র্যান্ডেন টালি তার ঘোড়াকে সবেগে ছুটিয়ে দিলেন, ওকে অনুসরণ করলো ক্যাটলিন।

স্যার উইলিস আর তার ভাই ওয়েন্ডেল অনুসরণ করলো, সাথে আছে প্রায় পনেরশর মতো সৈন্য। বিশজনের মতো আছে নাইট আর সম সংখ্যক স্কোয়ায়ের, দুইশ বর্শাধারী আরোহী, তলোয়ারবাজ আর মুক্ত-আরোহী, বাকিরা সব পদাতিক বাহিনী, হাতে আছে বর্শা, বল্লম আর ত্রিশূল। লর্ড ওয়াইম্যান পেছনে রয়ে গেছে হোয়াইট হার্বারের প্রতিরক্ষার জন্য। লোকটার বয়স প্রায় ষাট বছর, ঘোড়ায় চড়তে পারে না অতিরিক্ত স্বাস্থ্যের কারণে। 'আমি যদি জানতাম যে এই জীবনে আমাকে আবারো যুদ্ধে যেতে হবে, তাহলে আরেকটু কম করে ঈল খেতাম,' জাহাজে দেখা হওয়ার পর ক্যাটলিনকে বলেছিলো সে, দুই হাতে চাপড় মারছিলো পেটের ওপর। একেকটা আঙ্গুল সসেজের মতো মোটা। 'আমার ছেলেরা আপনাকে নিরাপদে আপনার ছেলের কাছে দিয়ে আসবে, ভয় পাবেন না।'

BanglaBook.org

ওর ছেলেরা দুইজনেই ক্যাটলিনের চেয়ে বয়সে বড়, দেখে আফসোস হচ্ছে যে ছেলেগুলো কেন তাদের বাবার পথে হাঁটতে গেল। স্যার উইলিস আর দুয়েকটা ঈল খেয়ে নিলে হয়তোবা আর ঘোড়ায় চড়তেই পারতো না। বেচারা প্রাণীটার জন্য ওর মায়া হচ্ছে। দুজনের ভেতর ছোটজন, স্যার ওয়েন্ডেল, সহজেই ওর দেখা সবচেয়ে মোটা ব্যক্তি হতে পারতো, যদিনা এই একটু আগেই ওর বাবা আর ভাইকে দেখতো সে। উইলিস যথেষ্ট চুপচাপ স্বভাবের, প্রথা মেনে চলা এক লোক, অন্যদিকে ওয়েন্ডেল যথেষ্ট স্ফূর্তিবাজ। উভয়েরই সিন্ধুঘোটকের ন্যায় জাঁকালো গোঁফ আছে, বাচ্চাদের মতোই মাথা পুরো ন্যাড়া। দুই ভাইয়ের কারোই সম্ভবত এমন একটাও জামা নেই যেটার গায়ে খাবারের দাগ লাগেনি। এরপরেও ওর তাদেরকে বেশ পছন্দ হলো; ওরা ওদের বাবার ওয়াদামতই ক্যাটলিনকে রবের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, এর বাইরে আর কিছুরই দরকার নেই ওর।

ও দেখে খুশি হলো যে ওর ছেলে সবদিকেই লোক পাঠিয়েছে চোখ রাখার জন্য, এমনকি পূর্বেও। ল্যানিস্টাররা দক্ষিণ থেকে আসবে, এরপরেও রবের সতর্কতা দেখে ওর ভালো লাগলো। *আমার ছেলে যুদ্ধে পুরো একদল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে*, ভাবলো সে, এরপরেও কথাটার কেবল অর্ধেকটা বিশ্বাস হচ্ছে ওর। ওকে নিয়ে তার মনে অনেক ভয় কাজ করছে, সেই সাথে উইন্টারফেলের জন্যেও, এরপরেও একটা অন্যরকম গর্ববোধ হচ্ছে ভেতরে। এক বছর আগেও সে শুধুই এক বাচ্চা ছেলে ছিলো। আর আজ? অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো সে।

অশ্বারোহী অনুচররা ম্যান্ডারলিদের ব্যানার দেখতে পেয়েছে—সাদা মারম্যানের হাতে একটা ত্রিশূল, নীলাভ-সবুজ সমুদ্রের বুক থেকে উঠে আসছে সে। ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালো ওরা। ওদেরকে একটা উচ্চ ভূমিতে ক্যাম্প করার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। স্যার উইলিস ওখানে থামতে বললো সবাইকে, নিজের লোকদের সাথে পেছনে থেকে গিয়ে আগুন জ্বালানো আর ঘোড়াগুলো দেখাশোনার ব্যাপারে তদারকি করতে থাকলো। ওর ভাই ওয়েন্ডেল তাদের লর্ডের প্রতি নিজেদের পিতার সম্মান প্রদর্শনের জন্য ক্যাটলিন আর তার আংকেলের সাথে সওয়ার করছে।

ওদের ঘোড়ার পায়ের নিচের মাটি বেশ নরম আর ভেজা। ভূমিটা এরপরেই ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। কয়লার আগুন, ঘোড়ার সারি, শক্ত পাউরুটি আর লবণ মাখানো গরুর মাংসে ভরা ওয়াগন অতিক্রম করতে করতে ছুটছে ওরা।

কুয়াশা ভেদ করে মোট কেইলিনের দেয়াল আর টাওয়ারগুলো দেখা যাচ্ছে...অথবা সেগুলোর যা বাকি আছে তা দেখা যাচ্ছে। কালো আগ্নেয়শিলার বড় বড় চাঁই একেকটা কুটিরের সমান বড়, এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে যেন বাচ্চাদের খেলার

BanglaBook.org

বিশালাকারের ব্লক নরম কাদামাটিতে অর্ধেক ডুবে আছে। চারপাশের দেয়ালটা একসময় উইন্টারফেলের মতোই বিশাল ছিলো, এখন এর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কাঠের দুর্গগুলো একেবারেই হারিয়ে গেছে, পচে গেছে কয়েক হাজার বছর আগেই, এখন এদের বিন্দুমাত্র নিশানাও পাওয়া যাবে না কোথাও। আদি মানবদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে শুধু রয়ে গেছে তিনটা টাওয়ার...মাত্র তিনটা, অথচ একসময় এখানে বিশটা ছিলো, যদি গল্পকথকদের কথায় বিশ্বাস করা যায়।

গেটহাউজের টাওয়ার দেখতে বেশ শক্ত দেখাচ্ছে, চারপাশে কয়েক ফুট উঁচু দেয়ালও আছে। জলার যেখানে দক্ষিণ আর পশ্চিমের দেয়াল একসময় মিলেছিলো, সেখানে ড্রাংকার্ডের টাওয়ার এমনভাবে বেঁকিয়ে আছে যেন পেট ভর্তি মদ পান করা কোনো ব্যক্তি বমি করার জন্য নর্দমা খুঁজছে। আরো আছে অরণ্যের সন্তানদের লম্বা, সরু টাওয়ার, মাথার অর্ধেক অংশই গায়েব হয়ে গেছে তার। কিংবদন্তি অনুযায়ী, এখানেই একদা অরণ্যের সন্তানরা তাদের নামহীন দেবতাদের ডেকে জলবর্ষণের আহ্বান জানিয়েছিলো। দেখে মনে হচ্ছে কোনো বিশালদেহী দানব টাওয়ারের মাথার উপর থাকা ছিদ্র-প্রাচীর কামড়ে খেয়ে জলার ওপর পাথরগুলো ফেলে রেখেছে। তিনটা টাওয়ারই পিচ্ছিল মসে ভর্তি। গেটহাউজ টাওয়ারের উত্তরে পাথরের ফাঁকে বড় হচ্ছে একটা গাছ, এর গ্রন্থিল প্রত্যঙ্গের ওপর যেন ভূতের সাদা চামড়া দিয়ে তৈরি কম্বলের মালা পরানো আছে।

'দেবতারা ক্ষমা করুক।' স্যার ব্র্যান্ডেন অবাক হলেন, তাদের সামনে আসলে কী আছে সেটা মাত্র খেয়াল করলেন তিনি। 'এটা মোট কেইলিন? এ তো শুধুই–'

'মৃত্যু উপত্যকা,' ক্যাটলিন শেষ করলো। 'আমি জানি এর চেহারা কেমন, আংকেল। প্রথমবার যখন দেখি, তখন আমিও এটাই ভেবেছিলাম, কিন্তু নেড আমাকে বলেছে এই ধ্বংসাবশেষ আসলে চোখে দেখে যা মনে হয় তার চেয়েও অনেক দুর্দান্ত। টিকে থাকা তিনটা টাওয়ার সব দিক থেকে বাঁধগুলোকে রক্ষা করে, যেকোনো শত্রুকে এগুলোর ভেতর দিয়েই যেতে হবে। এখানকার জলা অভেদ্য, চোরাবালি আর সাপে ভরপুর। এই দুটো টাওয়ারের যেকোনো একটায় আক্রমণ করতে হলে কোনো সেনাবাহিনীকে কোমর পর্যন্ত গভীর কাদার ভেতর দিয়ে যেতে হবে, অতিক্রম করতে হবে লিজার্ড-লায়ন ভর্তি পরিখা, উঠতে হবে মস গজানো পিচ্ছিল দেয়াল বেয়ে। কিন্তু এই পুরো সময়জুড়ে নিজেদেরকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে অন্য টাওয়ার দুটোর তীরন্দাজদের সামনে।' চাচার দিকে বিষণ্ন হাসি উপহার দিলো সে। 'রাত যখন আসে, তখন এখানে ভূত আসে বলে কথিত আছে। এরা হচ্ছে উত্তরের শীতল, প্রতিশোধপরায়ণ আত্মা, যারা দক্ষিণের রক্তের জন্য পিপাসার্ত হয়ে থাকে।'

BanglaBook.org

হেসে ফেললেন স্যার ব্র্যান্ডেন। 'এখানে বেশিক্ষণ না থাকার কথাটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও কিন্তু। আমি নিজেও দক্ষিণের লোক কিনা।'

প্রতিটা টাওয়ারের উপরেই ব্যানার ওড়ানো হচ্ছে। ড্রাংকার্ডের টাওয়ারের চূড়ায় ডায়ারউলফের নিচে ওড়ানো হচ্ছে কারস্টার্কদের গনগনে সাদা সূর্য; অরণ্যের সন্তানদের টাওয়ারে উড়ছে শেকলে আবদ্ধ গ্রেটজনের দানব। গেটহাউজের টাওয়ারে স্টার্ক ব্যানার উড়ছে একাই। ওখানেই আছে রব। ক্যাটলিন যাচ্ছে ওদিকেই, পেছনে আছে স্যার ব্র্যান্ডেন আর স্যার ওয়েন্ডেল। ওদের ঘোড়াগুলো এই কর্দমাক্ত কালচে-সবুজ মাঠে কাঠের তক্তা আর গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি রাস্তার ওপর আস্তে-ধীরে পা ফেলছে।

নিজের ছেলেকে তার বাবার ব্যানারবাহী লর্ডদের সাথে দেখতে পেল ক্যাটলিন। ও যে হলে বসে আছে সেখানে প্রচুর বাতাস, কালচে চুল্লিতে জ্বলছে একগুচ্ছ শুকনো ডাল। বিশাল এক পাথুরে টেবিলে বসে আছে সে, সামনে স্তূপ হয়ে আছে ম্যাপ আর কাগজ, রুজ বোল্টন আর গ্রেটজনের সাথে কথায় ডুবে আছে। প্রথমে ও তাকে খেয়ালই করেনি...কিন্তু ওর নেকড়ে করেছে। বিশাল, ধূসর দানবটা আগুনের পাশেই শুয়ে ছিলো, ক্যাটলিন ঢুকতেই মাথা উঁচালো সে, ওর সোনালি চোখ পড়লো তার ওপর। একে একে চুপ হয়ে গেল লর্ডরা, আর রব এই হঠাৎ নিশ্চুপ হওয়ার কারণে মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল ওকে। 'মা?' ও বললো, গলা আবেগে ভারী হয়ে এসেছে।

ক্যাটলিন ওর দিকে দৌড়ে যেতে চাইলো, চুমু দিতে চাইলো ওর চমৎকার ভ্রুতে, ওকে নিজের বাহুতে আবদ্ধ করে এতটাই শক্ত করে ধরতে চাইলো যেন কেউ ওর কোনো ক্ষতি করতে না পারে...কিন্তু এই লর্ডদের সামনে সাহস করলো না। ও এখন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ভূমিকায় আছে, ওর কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিতে চায় না সে। আর তাই নিজেকে আগ্নেয়শিলা দিয়ে তৈরি টেবিলের অপর প্রান্তে ধরে রাখলো ক্যাটলিন। ডায়ারউলফটা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে-ধীরে কক্ষের অপর প্রান্তে চলে এসেছে। স্বাভাবিক নেকড়ে যত বড় হয় তার চেয়েও আকারে বড় সে। 'তোমার গোঁফ উঠেছে,' রবকে বললো সে, গ্রে উইন্ড ওর হাত শুঁকছে।

নিজের শক্ত চোয়ালে হাত বোলালো রব, হঠাৎ করেই বিব্রত বোধ করছে। 'হ্যাঁ।' ওর চিবুকের চুলগুলো মাথার চুলের চেয়ে বেশিই লাল।

'আমার পছন্দ হয়েছে।' নেকড়েটার মাথায় আস্তে-ধীরে টোকা দিচ্ছে ক্যাটলিন। 'তোমাকে দেখতে এখন আমার ভাই এডমিউরের মতো দেখাচ্ছে।' খানিকক্ষণ ওর আঙুলে নাক ঘষলো গ্রে উইন্ড, এরপর হাঁটতে হাঁটতে আগুনের দিকে চলে গেল।

ডায়ারউলফটার চলে যাওয়ার পর স্যার হেলম্যান টলহার্ট এলো সম্মান জানানোর জন্য, ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের ভ্রু ওর হাতের সাথে চেপে ধরলো। 'লেডি

BanglaBook.org

ক্যাটলিন,' বললো সে, 'আপনি আগের মতোই সুন্দরী আছেন। এই ধরনের বাজে সময়ে আপনার উপস্থিতি সবাইকে উদ্দিপ্ত করবে।' গ্লোভাররা এগিয়ে এলো এরপর, গ্যালবার্ট আর রবেট, সাথে এলো গ্রেটজন আম্বার, তারপর একে একে বাকিরা সবাই। থিয়ন গ্রেজয় এলো সবার শেষে। 'আপনাকে এখানে দেখতে পাবো ভাবিনি, মাই লেডি,' হাঁটু গেড়ে বসতে বসতে বললো সে।

'আমি নিজেও তো ভাবিনি,' ক্যাটলিন জবাব দিলো। 'হোয়াইট হার্বারের তটে আসার পর লর্ড ওয়াইমেন বললেন যে রব তার ব্যানারবাহীদের ডেকেছে। তুমি তো তার ছেলে ওয়েন্ডেলকে চেনো, তাই না?' ওয়েন্ডেল ম্যান্ডারলি এগিয়ে এসে ওর পক্ষে যতটুকু ঝোঁকা সম্ভব ঝুঁকলো। 'আর আমার চাচা, ব্র্যান্ডেন টালি। উনি আমার জন্য আমার বোনের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।'

'ব্ল্যাকফিশ,' রব বললো। 'আমাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, স্যার। আপনার মতো সাহসী লোকের দরকার আছে এখানে। আর আপনারও প্রয়োজন আছে, স্যার ওয়েন্ডেল, আপনাকে পেয়েও আমি অনেক খুশি। তোমার সাথে কি স্যার রড্রিক আছেন, মা? ওনার কথা মনে পড়ছে অনেক।'

'স্যার রড্রিক হোয়াইট হার্বার থেকেই উত্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। আমি তাকে দুর্গের রক্ষক বানিয়ে দিয়েছি, বলেছি আমরা ফিরে আসার আগ পর্যন্ত যেন উইন্টারফেলের দায়িত্ব নেয়। মেইস্টার লুউইন একজন জ্ঞানী উপদেষ্টা, কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নন তিনি।'

'ওদিক নিয়ে আমার মনে ভয় নেই, লেডি স্টার্ক,' গ্রেটজন তার গুরুগম্ভীর স্বরে বললো। 'উইন্টারফেল নিরাপদেই থাকবে। খুব দ্রুতই আমরা ল্যানিস্টারদের ফুটোয় তলোয়ার ঢুকিয়ে দেবো...দুঃখিত...এরপর নেডকে মুক্ত করতে সোজা চলে যাবো রেড কিপে।'

'মাই লেডি, একটা প্রশ্ন আছে আমার, যদি আপনার শুনতে আপত্তি না থাকে,' ড্রেডফোর্টের লর্ড রুজ বোল্টন বললো। ওর স্বর যদিও ছোট, কিন্তু ও যখন কথা বলে তখন তার চেয়ে বড় মানুষেরাও চুপ করে শুনে থাকে। ওর চোখগুলো যথেষ্ট ফ্যাকাশে, রং নেই বললেই চলে, চেহারায় ধকলের ছাপ সুস্পষ্ট। 'আমরা শুনেছি আপনি নাকি লর্ড টাইউইনের বামন ছেলেটাকে বন্দি করেছেন। ওকে কি এখানে নিয়ে এসেছেন? শপথ করলাম, এই ধরনের বন্দির খুব ভালো ব্যবহারই করতে পারবো আমরা।'

'টিরিয়ন আমার হাতেই ছিলো, কিন্তু এখন আর নেই,' ক্যাটলিন স্বীকার করলো। ওর কথাটায় হতাশার ঝড় বয়ে গেল সবার ওপর দিয়ে। 'আপনাদের মতো আমিও হতাশ, মাই লর্ডস। দেবতাদের দয়া ওকে মুক্ত করে দিয়েছে, আর...সাথে আমার

BanglaBook.org

বোনেরও নির্বুদ্ধিতাও।' ব্যক্তিগত হতাশার কারণে এতটা সরাসরি বলাও ঠিক হয়নি, ও জানে, কিন্তু ঈরি থেকে ওর বিদায়টাও সুখকর হয়নি। লর্ড রবার্টকে নিজের সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছিলো সে, বলেছিলো তাকে উইন্টারফেলে বড় করবে। অন্য ছেলেদের সাথে চললে ওর জন্যেই ভালো হবে, অনেক সাহস করে এমনটাই বুঝিয়েছিলো সে। শুনে লাইসা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। 'বোন হও আর যা-ই হও,' ও জবাব দিয়েছিলো, 'আমার ছেলেকে যদি চুরি করতে চাও, তোমাকে চন্দ্রদ্বার দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবো।' ঐ কথার পর আর কিছু বলার ছিলো না।

লর্ডরা ওকে আরো প্রশ্ন করতে চাইছিলো, কিন্তু ক্যাটলিন হাত তুলে থামিয়ে দিলো। 'এসবের জন্য ভবিষ্যতে অনেক সময় পাবো আমরা। এই দীর্ঘ যাত্রা আমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। নিজের ছেলের সাথে একা কথা বলতে হবে আমার। আমাকে আপাতত ক্ষমা করুন, মাই লর্ডস।' সে ওদের হাতে আর কোনো উপায় রাখলো না। সবসময়ের বাধ্যগত লর্ড হর্নউড মাথা নত করে বিদায় নিলো সবার আগে। ওকে অনুসরণ করে বিদায় নিলো বাকিরাও। 'আর তুমি, থিয়ন,' গ্রেজয় এখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে যোগ করলো সে। হাসি দিয়ে চলে গেল থিয়ন।

টেবিলে মদ আর পনির রাখা আছে। বসলো ক্যাটলিন, এরপর এক চুমুক মদ পান করে ওর ছেলেকে দেখতে থাকলো। বাড়ি ত্যাগ করার সময় মনে হয় আরো একটু খাটো ছিলো সে, মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখে ওকে আরো বয়স্ক লাগছে। 'এডমিউরের ষোল বছর বয়সেই দাড়ি গজিয়েছিলো।'

'আমার বয়স খুব শীঘ্রই ষোল হবে,' রব বললো।

'তোমার এখন পনেরো। মাত্র পনেরোতেই তুমি পুরো এক দল সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছো। আমি কেন ভয় পাচ্ছি তা বুঝতে পারছো, রব?'

ওর চেহারায় আরো জেদ ভর করলো। 'আর কেউ ছিলো না আমি ছাড়া।'

'কেউই না?' ও বললো। 'এই এক মুহূর্ত আগেও যারা এখানে ছিলো ওরা কারা? রুজ বোল্টন, রিকার্ড কারস্টার্ক, গ্যালবার্ট আর রবেট গ্লোভার, গ্রেটজন, হেলম্যান টলহার্ট...ওদের যে কাউকে তুমি আদেশ দিতে পারো। তুমি চাইলে থিয়নকেও পাঠাতে পারতে, যদিও আমি নিজে ওকে পাঠাতাম না।'

'এরা কেউই স্টার্ক না,' ও বললো।

'ওরা *মানুষ*, রব, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী মানুষ। এই এক বছর আগেও তুমি কাঠের তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে।'

ওর চোখে ভয় খেলা করতে দেখলো সে, কিন্তু সেটা যত দ্রুত এসেছে, ঠিক ততই দ্রুত চলে গেল, হুট করেই আবারো বাচ্চা ছেলের মতো দেখাচ্ছে ওকে। 'আমি

BanglaBook.org

জানি,' বললো সে, অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। 'তুমি কি...তুমি কি আমাকে উইন্টারফেলে ফেরত পাঠাতে চাইছো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ক্যাটলিন। 'পাঠানো উচিত। তোমার তো উইন্টারফেল ছেড়ে আসাই উচিত হয়নি। তবে এখন...এখন আমি সেটা করবো না। কারণ তুমি ইতোমধ্যেই অনেক দূর চলে এসেছ। এই লর্ডরাই কোনো একদিন তোমাকে তাদের প্রভু হিসেবে মেনে নেবে। আমি যদি তোমাকে বাচ্চা ছেলের মতো ফেরত পাঠাই, ওরা কথাটা মনে রাখবে, মদ খেতে খেতে এটা নিয়ে হাসাহাসি করবে তারা। সেই দিন আসবে, যেদিন তুমি চাইবে ওরা তোমাকে শ্রদ্ধা করুক, খানিকটা ভয়ও পাক। হাসি-ঠাট্টা ভয়ের জন্য বিষস্বরূপ। আমি তোমার এই ক্ষতি করবো না, শুধুমাত্র তোমাকে নিরাপদে রাখতে চাইবো।'

'ধন্যবাদ, মা,' ও বললো, ওর লৌকিকতার নিচে তার স্বস্তি স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে।

টেবিলের অপর প্রান্তের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো ক্যাটলিন, ওর চুল স্পর্শ করলো। 'তুমি আমার প্রথম সন্তান, রব। তোমার মুখের দিকে তাকালেই তোমার জন্ম মুহূর্তের কথা মনে পড়ে আমার। লাল হয়ে ছিলো পুরো মুখ, কাঁদছিলে ভীষণ।'

উঠে দাঁড়ালো সে, এরপর অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল–ওর স্পর্শে স্পষ্টতই বিব্রত। গ্রে উইন্ড ওর পায়ের কাছে মাথা ঘষছে। 'তুমি কি...বাবার কথা শুনেছ?'

'হ্যাঁ।' রবার্টের আকস্মিক মৃত্যু আর নেডের পতন ওকে অনেক বেশিই ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু ও তার সন্তানকে নিজের ভয় সম্পর্কে জানতে দিতে চায় না। 'হোয়াইট হার্বারে নামার পরপরেই আমাকে লর্ড ম্যান্ডারলি খবরটা দিয়েছে। তোমার বোনদের কোনো খবর পেয়েছ?'

'একটা চিঠি এসেছে,' রব বললো, কথা বলতে বলতে ডায়ারউলফের চোয়ালের নিচের দিকে চুলকে দিচ্ছে। 'আমারটার সাথে উইন্টারফেলে তোমার জন্যেও এসেছে একটা।' টেবিলে গেল সে, ম্যাপ আর কাগজের মাঝে হাতড়াচ্ছে, খানিক বাদেই ভাঁজ করা একটা পার্চমেন্ট নিয়ে ফিরে এলো সে। 'আমারটা পাঠাতে বলেছিলাম ওদেরকে। এখন মনে হচ্ছে, তোমারটা সহ পাঠাতে বললে ভালো হতো।'

রবের কথার সুরেই কিছু একটা আছে যা ওকে ভাবাচ্ছে। কাগজটা হাতে নিয়ে সোজা করে পড়তে শুরু করলো সে। ওর দুশ্চিন্তার স্থান দখল করলো অবিশ্বাস, আর তারপর রাগ, সবশেষে ভয়। 'এটা সার্সির চিঠি, তোমার বোনের না,' পড়া শেষ করে বললো সে। 'সানসা যা বলেনি এখানে, সেটার ভেতরেই আসল কথাগুলো লুকিয়ে আছে। সে যে ল্যানিস্টারদের দয়া আর ভদ্রতার কথা লিখেছে এখানে...আমি হুমকি চিনি, ফিসফিস করে বললেও। সানসাকে বন্দি করে রেখেছে ওরা। এত সহজে ফেরত দেবে না।'

BanglaBook.org

'আরিয়ার কথা কিছু বলা নেই এখানে,' রব মনে করিয়ে দিলো, গলায় দুর্দশার ছাপ।

'না।' ক্যাটলিন এর অর্থ জানতে চায় না, এখন না, এখানে না।

'আমি ভেবেছিলাম তোমার হাতে এখনো ইম্পটা বন্দি থাকবে, আর আমরা বন্দি বিনিময় করবো...' সানসার চিঠিটা হাতে নিয়ে সে ভাঁজ করে ফেলে দিলো। 'লাইসা আন্টির কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছি আমি। লর্ড অ্যারিনের ব্যানার ডেকেছে উনি? জানো? ভেইলের নাইটরা কি আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আসবে?'

'শুধুমাত্র একজন,' ও বললো। 'ওদের ভেতর সবচেয়ে দক্ষ যে, সে–আমার আংকেল...কিন্তু ব্র্যান্ডেন ব্ল্যাকফিশ সবার আগে একজন টালি। আমার বোন ওর ব্লাডি গেড থেকে একচুলও নড়বে না।'

রবের কাছে এই বার্তা ধাক্কা হয়ে গেল। 'মা, আমরা এখন কী করবো? আমি এই বিশাল সেনাবাহিনীকে একত্র করেছি, আঠারো হাজার লোক আছে এখানে, কিন্তু আমি জানি না এরপর কী করবো...' ওর দিকে তাকালো সে, চোখগুলো জ্বলছে। এক নিমিষেই উবে গেল গর্বিত তরুণ লর্ড, মুহূর্তের মাঝেই আবারো বাচ্চায় পরিণত হলো সে, পনেরো বছরের এক বাচ্চা, যে নিজের মায়ের কাছে জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ওকে আশা হারাতে দেবে না সে।

'তুমি কী নিয়ে ভয় পাচ্ছো, রব?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করলো সে।

'আমি...' মুখ সরিয়ে নিলো সে, কান্না লুকানোর চেষ্টা করছে। 'আমরা যদি মার্চ করি...যদি জিতিও...ল্যানিস্টারদের হাতে আছে সানসা আর বাবা। ওদেরকে তারা মেরে ফেলবে, তাই না?'

'ওরা চায় আমরা তা-ই ভাবি।'

'তুমি বলতে চাইছো ওরা মিথ্যা বলেছে?'

'আমি জানি না, রব। আমি যা জানি তা হচ্ছে, তোমার হাতে কোনো উপায়ই নেই। তুমি যদি কিংস ল্যান্ডিং-এ গিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেও আসো, ওরা ওখান থেকে জীবনেও বের হতে দেবে না তোমাকে। তুমি যদি উইন্টারফেলে ফিরে যাও, তোমার লর্ডরা তোমার ওপর থেকে সমস্ত সম্মান হারিয়ে ফেলবে। কেউ কেউ হয়তো আনুগত্য প্রকাশ করে ফেলবে ল্যানিস্টারদের প্রতি। এরপর রাণী, যার ভয়ের কারণ তখন আরো অনেক কমে যাবে, তার বন্দিদের সাথে যা মন চায় করতে পারবে। আমাদের সবচেয়ে বড় আশা, আমাদের *একমাত্র* আশা হচ্ছে শত্রুদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে হারিয়ে দেয়া। তবে তুমি যদি তখন লর্ড টাইউইন কিংবা জেইমিকে বন্দি করতে পারো, তাহলে বিনিময়টা আরো ভালো আগাবে, তবে এটাও আসল ব্যাপার না। যতদিন পর্যন্ত উত্তরের লর্ডদের ওপর তোমার কর্তৃত্ব তুমি ধরে রাখতে পারবে, ওরা তোমাকে ভয়

BanglaBook.org

পাবে, ততদিন পর্যন্ত নেড আর তোমার বোনরা নিরাপদে থাকবে। সার্সি ভালো করেই জানে যে যুদ্ধটা যদি ওর বিরুদ্ধে চলে যায়, তবে শান্তি রক্ষা করার স্বার্থে নেড আর সানসাকে সে বিনিময় করতে পারবে।'

'যদি ওর বিরুদ্ধে না যায়?' রব জিজ্ঞেস করলো। 'যদি আমাদেরই বিরুদ্ধে যায়?'

ক্যাটলিন ওর হাত ধরলো। 'রব, তোমার জন্য সত্যটা আমি আরো নরম সুরে বলবো না। যদি হারো, আমাদের আর কোনো আশাই থাকবে না। সবাই বলে যে কাস্টার্লি রকের অন্তরে নাকি পাথর বাদে আর কিছুই নেই। রেইগারের সন্তানদের পরিণতির কথা মনে করে দেখো।'

ওর তরুণ চোখদুটোতে ভয়ের রেখা দেখতে পেল সে, কিন্তু সেখানে শক্তিও আছে। 'আমি কিছুতেই হারবো না,' মাথা নোয়ালো সে।

'রিভারল্যান্ডের যুদ্ধ সম্পর্কে কী জানো, বলো আমাকে,' ও বললো। ওকে দেখতে হবে যে সে আসলেই প্রস্তুত কি না।

'দুই সপ্তাহেরও কম সময় আগে গোল্ডেন টুথের পাহাড়গুলোর উপর ওরা লড়েছে,' রব বললো। 'লর্ড ভ্যান্স আর লর্ড পাইপারকে গিরিপথ দখলে রাখার জন্য পাঠিয়েছিলেন আংকেল এডমিউর। কিন্তু কিংস্লেয়ার ওদেরকে আক্রমণ করে। লর্ড ভ্যান্স মৃত। সর্বশেষ খবর হচ্ছে, লর্ড পাইপার তোমার ভাই আর ওর অন্য ব্যানারবাহীদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য পিছিয়ে গেছে। ওদেরকে তাড়া করেছে জেইমি ল্যানিস্টার। কিন্তু এখানেই শেষ না। পুরো সময়টাতেই ওরা গিরিপথে যখন যুদ্ধ করছিলো, লর্ড টাইউইন দক্ষিণ থেকে আরেকটা বাহিনী নিয়ে আসছিলেন। আর ঐ বাহিনী জেইমির চেয়েও বড় বলে শুনেছি।

'বাবা সম্ভবত জানতেন এটা। কারণ তিনি আগেই ওদেরকে বাধা দেয়ার জন্য কিছু লোক পাঠিয়েছিলেন, রাজার ব্যানারের অধীনে। কোনো এক দক্ষিণের লর্ডকে পাঠিয়েছিলেন তিনি, লর্ড এরিক বা ডেরিক কিছু একটা হবে। কিন্তু ওর সাথে স্যার রেইমান ড্যারিও গেছে, আর চিঠিতে লেখা আছে যে সেখানে অন্য লর্ডরাও নাকি ছিলো। সাথে ছিলো বাবার রক্ষীরা। তবে পুরোটাই ছিলো ফাঁদ। লর্ড ডেরিক রেড ফোর্ক অতিক্রম করতে না করতেই ল্যানিস্টাররা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, রাজার ব্যানারের নিকুচি করি। আর ওরা যখন পিছিয়ে মামারস ফোর্ডের দিকে এগোচ্ছিলো, তখন সেখানে ওদেরকে বাধা দেয় গ্রেগর ক্লিগেন নিজে। এই লর্ড ডেরিক আর অল্প কয়েকজন বেঁচে ফিরেছে, কেউই নিশ্চিত না যদিও, তবে স্যার রেইমান খুন হয়েছে, আমাদের উইন্টারফেলের বেশিরভাগ লোক সহ। আমি শুনেছি কিংসরোড বন্ধ করে রেখেছে লর্ড টাইউইন, আর এখন সে উত্তরে হ্যারেনহলের দিকে যাচ্ছে। আর যেতে যেতে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে সবকিছু।'

BanglaBook.org

বিষণ্ণ থেকে আরো বিষণ্ণ হচ্ছে সব, ক্যাটলিন ভাবলো। ও যা কল্পনা করেছিলো, অবস্থা তারচেয়েও অনেক খারাপ। 'তুমি ওর সাথে এখানেই যুদ্ধ করবে বলে ভাবছো?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'ও যদি এত দূরে আসে আরকি, তবে কেউই ভাবছে না সে আসবে,' রব বললো। 'হাওল্যান্ড রীডের কাছে খবর পাঠিয়েছি আমি, গ্রেওয়াটার ওয়াচের লর্ড বাবার পুরোনো বন্ধু। ল্যানিস্টাররা যদি নেক ধরে আসে, ক্র্যানোগম্যানরা ওদের প্রতি পদক্ষেপে রক্ত ঝরাবে। তবে গ্যালবার্ট গ্লোভার বলেছে যে লর্ড টাইউইন এটা করবে না কখনো, রুজ বোল্টনও একমত। ওদের মতে সে ট্রাইডেন্টের আশেপাশেই থাকবে, রিভার লর্ডদের প্রাসাদ একে একে ছিনিয়ে নেবে। ধীরে ধীরে রিভাররানকে বন্ধুহীন করে দেবে সে। আমাদেরকে ওর সাথে যুদ্ধ করার জন্য দক্ষিণেই যেতে হবে।'

দক্ষিণে যাওয়ার কথা ভাবতেই ক্যাটলিনের হাড় পর্যন্ত শীতল হয়ে গেল। টাইউইন আর জেইমির মতো দক্ষ কমান্ডারের সামনে রবের মতো পনেরো বছরের ছেলে কীভাবে পাত্তা পাবে? 'কাজটা কি ভালো হবে? এখানেই তোমার অবস্থান সবচেয়ে ভালো। সবাই বলে যে উত্তরের পুরোনো রাজারা মোট কেইলিনে দাঁড়িয়ে ওদের চেয়েও দশগুণ বড় সেনাবাহিনীকে হারিয়ে দিতে পারতেন।'

'সত্য, কিন্তু আমাদের খাবার আর যোগান শেষ হয়ে আসছে, মা। আর এইসব জায়গায় মোটেও শান্তিতে বাস করা সম্ভব না। আমরা লর্ড ম্যান্ডারলির জন্য অপেক্ষা করছিলাম, এখন যেহেতু ওর ছেলেরা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে, আমরা মার্চ করতে পারি।'

ওর বুঝতে পারলো যে আসলে লর্ডদের ব্যানারবাহীরাই ওর সন্তানের মুখ দিয়ে কথা বলছে। ওদের অনেককেই সে উইন্টারফেলে জায়গা দিয়েছিলো, নেডকেও ওরা তাদের বাড়িতে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো অনেকবার। ও জানে এরা কেমন মানুষ, প্রত্যেককেই ভালো করে চেনে সে। রব ওদেরকে কতটা চেনে, সন্দেহ আছে ওর।

কিন্তু এরপরেও, ওর কথাগুলোতে যুক্তি আছে। ওর ছেলে যে বিশাল সেনাবাহিনীকে একত্র করেছে সেটা নগররক্ষীর দল না যে দিন-রাত দাঁড়িয়ে থাকবে। এদেরকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কেউ পয়সা দেয় না। এদের বেশিরভাগই সাধারণ মানুষঃ কেউ গোলাবাড়ির মালিক, কেউ জমিতে কাজ করে, কেউ মৎসজীবি, মেষপালক, সরাইখানার লোক, ব্যবসায়ী, চর্মকার। আর এই পুরো বাহিনীকে দূষিত করার জন্য আছে সেলসোর্ড আর মুক্ত-আরোহীর দল, যারা সুযোগ পেলেই লুটপাট শুরু করবে। ওদের লর্ডরা ডাকাতেই ওরা এসেছে...তারমানে এই না যে সারাজীবন থাকবে এরা। 'মার্চ করার বুদ্ধিটা ভালো,' ছেলেকে বললো সে। 'কিন্তু কোথায় যাবে? আর কী উদ্দেশ্যে যাবে? তুমি কী করতে চাও?'

BanglaBook.org

ইতস্তত করছে রব। 'গ্রেটজনের মতে, যুদ্ধটা টাইউইনের কাছে নিয়ে গিয়ে ওকে বিস্মিত করা উচিত আমাদের,' জবাব দিলো সে। 'কিন্তু গ্লোভার আর কারস্টার্করা মনে করে, ওর দিকে না গিয়ে আমাদের উচিত আংকেল এডমিউরের কাছে গিয়ে জেইমির বিরুদ্ধে লড়াই করা।' ও তার তামাটে চুলের উপর দিয়ে আঙ্গুল চালিয়ে দিলো, অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে। 'যদিও রিভাররানে পৌছতে পৌছতে...আমি ঠিক নিশ্চিত না...'

'নিশ্চিত হও আগে,' ক্যাটলিন তার ছেলেকে বললো। 'আর নাহলে ঘরে ফিরে গিয়ে ঐ কাঠের তলোয়ার হাতে তুলে নাও আবার। রুজ বোল্টন আর রিকার্ড কারস্টার্কের মতো লোকের সামনে নিজের সিদ্ধান্তহীনতা প্রকাশ করা উচিত নয় তোমার। মনে রেখো, রব, এরা স্রেফ তোমার ব্যানারবাহী, তোমার বন্ধু না। তুমি নিজেকে যুদ্ধের কমান্ডার হিসেবে ঘোষণা করেছ। এবার *আদেশ* দাও।'

ওর ছেলে তার দিকে তাকালো, চমকে উঠেছে সে, যেন সে যা শুনেছে তা বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তুমি যা বলবে, মা।'

'আমি আবারো জিগ্যেস করছি তোমাকে, তুমি কী করতে চাও?'

টেবিলের ওপর একটা ম্যাপ ছড়িয়ে দিলো রব, পুরোনো ছেঁড়া কাগজটা ক্ষয়ে গেছে, রঙ উঠে গেছে কয়েক জায়গায়। সবসময় পাকিয়ে রাখার কারণে একপাশ গোল হয়ে আছে। ও নিজের ড্যাগার দিয়ে ঐ জায়গাটা চাপ দিয়ে রাখলো। 'দুটো প্ল্যানেরই স্বপক্ষে ভালো যুক্তি আছে। কিন্তু দেখো...আমরা যদি লর্ড টাইউইনের সেনাবাহিনীর পাশ দিয়ে ঘুরে যাই, তাহলে ওর আর কিংস্লেয়ারের মাঝখানে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে। আর আমরা যদি ওকে আক্রমণ করি...সমস্ত খবর অনুযায়ী, ওর কাছে আমাদের চেয়েও বেশি লোক আছে, বর্ম পরা ঘোড়ার সংখ্যার দিক দিয়েও ওরা এগিয়ে। গ্রেটজন বলছে যে আমরা যদি শুরুতেই ওর কামানগুলোকে অকেজো করে দিতে পারি, তাহলে আর কোনো সমস্যাই হবে না। কিন্তু আমার মনে হয় না যে টাইউইনের মতো এত অভিজ্ঞ একজন লোক এত সহজে চমকে যাবে।'

'সাবাস,' ও বললো। সামনের ঐ চেয়ারে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাপ দেখছে রব। ওকে দেখতে দেখতে একটা কথাই ভাবছে ক্যাটলিন; নিজের ছেলের কণ্ঠে এখন নেডের স্বর শুনতে পাচ্ছে সে। মনে হচ্ছে যেন নেড নিজে ওখানে বসে যুদ্ধ পরিকল্পনা সাজাচ্ছে। 'বলতে থাকো।'

'মোট কেইলিন দখলে রাখার জন্য ছোট একটা দলকে এখানেই রেখে যাবো আমি, বেশিরভাগই তীরন্দাজ। বাকিদেরকে জলার রাস্তা ধরে নিয়ে যাবো আমার সাথে,' বললো সে। 'কিন্তু আমরা যখন নেকে পৌছে যাবো, আমি আমার সৈন্যদলকে দুই ভাগে ভাগ করে দেবো। পদাতিক সৈন্যরা কিংসরোড ধরে হাঁটতে থাকবে, আর

BanglaBook.org

বাকিরা টুইনসে গ্রিন ফোর্ক অতিক্রম করবে আমার সাথে।' ম্যাপের উপর একটা জায়গা দেখালো সে। 'লর্ড টাইউইন যখন জানতে পারবে যে আমরা দক্ষিণে এসেছি, ও আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উত্তরে রওয়ানা হবে। ঠিক ঐ সময় তার অলক্ষ্যে আমাদের আরোহীরা পশ্চিম তীর ধরে রিভাররানের দিকে চলে যাবে।' রব বসে পড়লো, হাসছে না যদিও, তবে ওকে দেখে মনে হচ্ছে নিজের কৌশলে বেশ সন্তুষ্ট, আর মায়ের কাছ থেকে প্রশংসা শোনার অপেক্ষায় আছে।

ম্যাপের দিকে তাকালো ক্যাটলিন। 'তুমি নিজের সৈন্যদের মাঝখানে পুরো এক নদীর দূরত্ব রাখবে, তাই তো?'

'সেই সাথে জেইমি আর টাইউইনের মাঝেও,' আগ্রহীভাবে বললো সে। অবশেষে হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে। 'রুবি ফোর্ড বাদে গ্রিন ফোর্কে আর কোনো ব্রিজ নেই। ওখানেই রবার্ট তার মুকুট জয় করেছিলো। টুইনসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ব্রিজ ঐ একটাই, আর ঐ ব্রিজটা লর্ড ফ্রেইয়ের নিয়ন্ত্রণে আছে। ও তোমার বাবার ব্যানারবাহী, তাই না?'

মৃত লর্ড ফ্রেই, ক্যাটলিন ভাবলো। 'হ্যাঁ,' স্বীকার করলো সে। 'কিন্তু বাবা ওকে কখনোই বিশ্বাস করতেন না। তোমারও করা উচিত হবে না।'

'আমি করবোও না,' রব ওয়াদা করলো। 'তুমি ভেবেছিলে আমি করবো?'

মুগ্ধ হলো সে। *ওকে দেখতে এখন একজন টালির মতোই লাগছে*, ভাবছে সে। *এরপরেও সে তার বাবারই সন্তান, আর নেড ওকে ভালো করেই দীক্ষা দিয়েছে।* 'কোন বাহিনীর কমান্ড দেবে তুমি?'

'অশ্বারোহী দলের,' সাথে সাথে জবাব দিলো সে। আবারো তার বাবার মতোই; নেড সবসময় নিজেই সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজের দায়িত্ব নিতো।

'আর অন্যটা?'

'গ্রেটজন সবসময়ই বলে যে লর্ড টাইউইনকে ধ্বংস করে দেয়া উচিত আমাদের। ভাবছি, ওকে আমি সুযোগটা দেবো।'

আর এটাই ওর প্রথম ভুল, কিন্তু ওর সদ্যলব্ধ আত্মবিশ্বাসের ক্ষতি না করে ঠিক কীভাবে ভুলটা ধরিয়ে দেবে, সেটাই ভাবছে ক্যাটলিন। 'তোমার বাবা আমাকে একবার বলেছিলো যে গ্রেটজন ওর দেখা সবচেয়ে ভয়ডরহীন ব্যক্তি।'

দাঁত বের করে হাসলো রব। 'গ্রে উইন্ড ওর দুটো আঙুল খেয়ে ফেলেছে, আর সে কী করেছে জানো? হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। তাহলে তুমি একমত?'

'তোমার বাবা ভয়হীন না,' ক্যাটলিন ওকে ধরিয়ে দিলো। 'ও সাহসী, কিন্তু দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্তের জন্য ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো ওর ছেলে। 'পূর্বের ঐ সৈন্যরাই লর্ড টাইউইন আর উইন্টারফেলের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে,' চিন্তা করে বললো সে। 'ওরা, আর এখানে যেসব তীরন্দাজ রেখে যাবো তারা। আমার আসলে ভয়ডরহীন কাউকে সেখানে প্রয়োজন নেই, আছে?'

'না। সেখানে তোমার যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, ঠান্ডা মাথা আর বুদ্ধি, সাহস না।'

'রুজ বোল্টন,' রব সাথে সাথে বললো। 'ঐ লোকটাকে আমার ভয় লাগে।'

'আমরা আশা করবো টাউউইন ল্যানিস্টারের ভেতরেও সেই একই ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারবে সে।'

মাথা নাড়লো রব, ম্যাপটা গুটিয়ে নিচ্ছে। 'আমি তোমাকে উইন্টারফেলে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য রক্ষীর ব্যবস্থা করছি তাহলে।'

ক্যাটলিন এতদিন ধরে নেডের জন্যই নিজেকে শক্ত রেখেছে, সেই সাথে তাদের এই জেদি, একগুঁয়ে ছেলেটার জন্যেও। হতাশা আর ভয়কে একপাশে সরিয়ে রেখেছে সে, যেন ওগুলো এমন কাপড় যা সে পরবে না বলে ঠিক করেছে...কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওগুলো সে পরে ফেলেছে আবারো।

'আমি উইন্টারফেলে যাচ্ছি না,' নিজেকে বলতে শুনলো সে। চোখ থেকে হুট করে গড়িয়ে পড়া পানি ওর দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিচ্ছে। 'আমার বাবা রিভাররানের চার দেয়ালের ভেতর মরতে যাচ্ছেন খুব শীঘ্রই। এদিকে শত্রুরা চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে আমার ভাইকে। আমাকে ওদের কাছে যেতেই হবে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

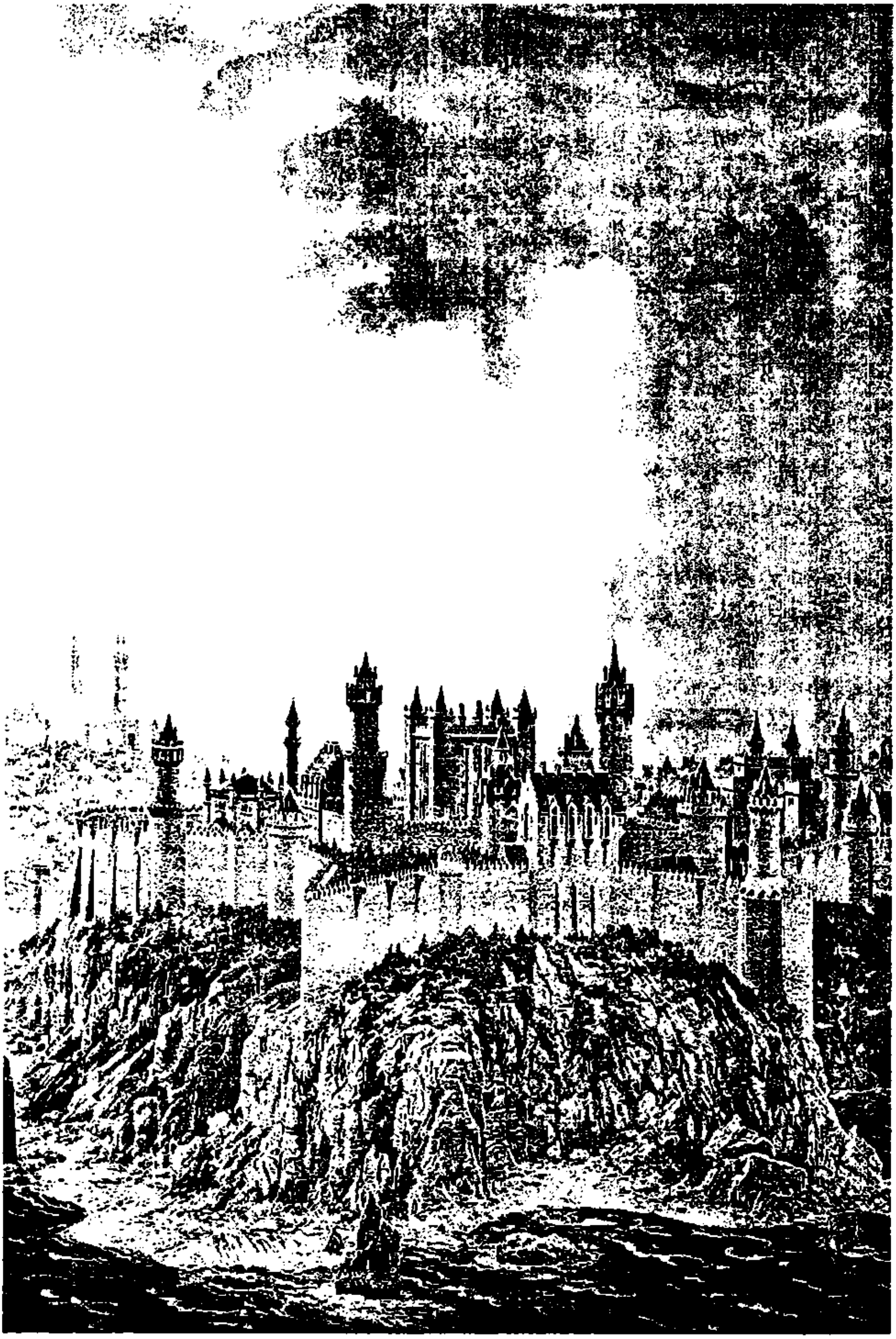

টিরিয়ন

কৃষ্ণকর্ণ চেকের মেয়ে চেলা স্কাউটিং করার জন্য সামনে এগিয়ে গিয়েছিলো। ও-ই সর্বপ্রথম তাদেরকে রাস্তার মোড়ে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কথা জানায়। 'অন্তত বিশ হাজার হবে,' ও বললো। 'লাল ব্যানার, তাতে সোনালি সিংহ আঁকা।'

'তোমার বাবা?' ব্রন জিজ্ঞেস করলো।

'অথবা আমার ভাই জেইমি,' টিরিয়ন বললো। 'খুব শীঘ্রই জানতে পারবো।'

নিজের ক্লান্ত ডাকাত দলের দিকে তাকালো সে; প্রায় তিনশ অশ্ম পরভৃৎ, চন্দ্র সহোদর, কৃষ্ণকর্ণ আর দগ্ধমানব। ও যে সেনাবাহিনী তৈরি করতে চেয়েছে, এরা স্রেফ তার বীজ। গার্নের ছেলে গান্থর এখনো পর্যন্ত অন্য গোত্রের লোকদের দলে ভিড়িয়ে যাচ্ছে। ও অবশ্য ভাবছে, বাবা যখন এদেরকে চামড়ার পোশাক আর চুরি করা অস্ত্র হাতে দেখবে, তখন কী করবে। সত্যি বলতে, ও নিজেও জানে না এদের সম্পর্কে ঠিক কী ভাবা যায়। ও কি তাদের কমান্ডার নাকি বন্দি? বেশিরভাগ সময় মনে হয়, দুটোই সত্য।

'আমি একা গেলেই ভালো হবে,' টিরিয়ন বললো।

'টাইউইনের ছেলে টিরিয়ন একা গেলেই ভালো হবে,' চন্দ্র সহোদরদের তরফ থেকে আলফ সায় দিলো।

শাগা ভ্রু কুঁচকাচ্ছে, গা শিউরে ওঠার মতো দৃশ্য। 'ব্যাপারটা ডলফের ছেলে শাগার একদমই পছন্দ হচ্ছে না। শাগা এই খুদে মানবের সাথে যাবে। যদি দেখে যে এ আমাদের সাথে মিথ্যা বলেছে, তাহলে শাগা ওর পুরুষত্ব কেটে নিয়ে–'

BanglaBook.org

'–ছাগল দিয়ে খাইয়ে দেবে। হ্যাঁ, মনে আছে আমার,' ক্লান্ত গলায় বললো টিরিয়ন। 'শাগা, একজন ল্যানিস্টার হিসেবে কথা দিচ্ছি, আমি ফিরে আসবোই।'

'তোমার কথা কেন বিশ্বাস করবো?' চেলা বললো। ছোটখাটো হলেও বোকা নয় সে। 'নিম্নভূমির লর্ডরা আমাদের সাথে আগেও প্রতারণা করেছে।'

'তোমার কথায় আহত হয়েছি, চেলা,' টিরিয়ন বললো। 'এইমাত্র ভাবছিলাম যে আমরা কত ভালো বন্ধু হয়ে গেছি! যা-ই হোক, তুমি যা চাইছো তা-ই হবে। তুমি আমার সাথেই যাবে, সেই সাথে অশ্ম পরভৃৎদের পক্ষ থেকে শাগা আর কনও যাবে। চন্দ্র সহোদরদের তরফ থেকে যাবে উলফ, আর দগ্ধমানবদের তরফ থেকে যাবে টিমেট।' উপজাতিরা পরস্পরের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। 'বাকিদেরকে ডাকার আগ পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করবে। আমার অনুপস্থিতির সময় দয়া করে কেউ কাউকে মেরে ফেলো না।'

ঘোড়ার দুই পাশে পা দিয়ে আঘাত করার সাথে সাথে হাঁটতে শুরু করে দিলো অশ্বটা। বাকিদের ওকে অনুসরণ কিংবা অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকলো না। ওদের সাথে একসাথে বসে গোটা দিন-রাত বকবক করার চেয়ে অন্য যেকোনো কাজ করতে সে রাজি। উপজাতিদের সমস্যা এটাই; ওরা খুবই অদ্ভুত এক ধারণা নিয়ে বাস করে–কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় একদম সবার কথাই শুনতে হবে। আর ঠিক এই কারণেই ওরা সবসময়ই তর্ক করে। গত একশ বছরে যে ভেইলে মাঝেমধ্যে হানা দেয়া ছাড়া ওরা আর তেমন কিছু করতে পারেনি, এর কারণও এটাই।

ব্রন ওর সাথেই যাচ্ছে। পেছনে খানিকক্ষণ নিজেদের ভেতর গজর গজর করে টাট্টু ঘোড়াগুলো নিয়ে রওয়ানা দিয়েছে পাঁচ উপজাতি।

অশ্ম পরভৃৎরা একত্রে চলেছে। আর যেহেতু চন্দ্র সহোদর আর কৃষ্ণকর্ণদের ভেতর শক্তিশালী বন্ধুত্ব আছে, তাই চেলা আর আলফ চেষ্টা করছে যথাসম্ভব একত্রে থাকার। অন্যদিকে টিমেট একাই এগিয়ে যাচ্ছে। চন্দ্র-পাহাড়ের সমস্ত মানুষ দগ্ধমানবদের ভয়ে তটস্থ থাকে। এরা নিজেদের শরীর আগুনে পুড়িয়ে সাহসের পরিচয় দেয়, ভোজ উৎসবে বাচ্চাদের পুড়িয়ে মারে। তবে শুধু তারাই নয়, অন্য দগ্ধমানবরাও টিমেটকে ভয় পায়। ও যৌবনে পৌঁছানোর সাথে সাথে উত্তপ্ত ছুরি ঢুকিয়ে নিজের বাম চোখ গলিয়ে ফেলেছে। টিরিয়ন যতদূর বুঝতে পেরেছে, দগ্ধমানবদের জন্য বয়সকালে পৌঁছানোর পর নিজেদের স্তনবৃন্ত, আঙুল অথবা কান পুড়িয়ে ফেলাটা রেওয়াজ। টিমেটের গোত্রের সবাই ওর এই বীভৎস সিদ্ধান্তে এত বেশি অভিভূত হয়েছে যে ওরা সাথে সাথে তাকে নিজেদের লোহিত-পাণি, মানে সমর-প্রধান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

'ভাবছি, ওদের রাজা কী পুড়িয়েছে,' গল্পটা শোনার পর ব্রনকে বলেছিলো সে। দাঁত বের করে হেসে নিজের লিঙ্গে হাত রাখলো সেলসোর্ড, কিন্তু মুখে কিছুই বললো

না। এমনকি ব্রনও টিমেটকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। যে লোক নিজের চোখ পুড়িয়ে দেয়, সে অবশ্যই শত্রুর সাথে ভদ্রতা দেখাবে না।

পর্বত শ্রেণীর মাঝে অবস্থিত ছোট পাহাড়ের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় অনেক দূরের টাওয়ার থেকে প্রহরীরা ওদেরকে দেখতে লাগলো। একবার একটা দাঁড়কাককে উড়ে যেতে দেখলো টিরিয়ন। বড় রাস্তাটা যখন দুটো পাথুরে পথে ভাগ হয়ে গেল, তখন ওরা প্রথমবারের মতো বাধার সামনে পড়লো। মাটির তৈরি চার ফুট দেয়াল রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে, তার ওপাশে অপেক্ষায় আছে এক ডজন তীরন্দাজ। দেয়ালটা থেকে বেশ দূরে থাকা অবস্থাতেই টিরিয়ন হাত তুলে তার সঙ্গীদেরকে থামতে বলে একাই যেতে শুরু করে দিলো। 'এখানে দলপতি কে?' ও হাঁক ছাড়লো।

ক্যাপ্টেন খুব শীঘ্রই এসে উপস্থিত হলো। টিরিয়নকে দেখামাত্রই তড়িঘড়ি করে ওদেরকে ভেতরে নিয়ে গেল সে। দগ্ধ মাঠ আর পুড়ে যাওয়া কবলার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। সেখান থেকে ওরা রিভারল্যান্ড হয়ে ট্রাইডেন্টের গ্রিন ফোর্ক নদী পর্যন্ত এলো। কোনো মৃতদেহ দেখছে না টিরিয়ন, তবে আকাশে অনেক কাক উড়ছে; এখানে কোনো একটা যুদ্ধ হয়েছে, আর সেটা খুব বেশি আগে না।

তিন রাস্তার মোড় থেকে অর্ধ লীগ দূরে তীক্ষ্ণ কাঠ দিয়ে তৈরি ব্যারিকেড দেখা যাচ্ছে। পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে একদল বর্শাধারী আর তীরন্দাজ। ওদের পেছনে ক্যাম্পটা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কয়েকশ চুলা থেকে ধোঁয়া উড়ছে, বর্ম পরিহিত সৈন্যরা গাছের নিচে বসে নিজেদের অস্ত্রে ধার দিচ্ছে, মাটিতে গেঁথে থাকা বিভিন্ন বস্তু থেকে উড়ছে পরিচিত ব্যানার।

ব্যারিকেডের দিকে এগোতেই একদল আরোহী ধেয়ে এলো ওদের দিকে। যে নাইট ওদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে সে পরে আছে নীলচে-বেগুনি দাগাঙ্কিত রূপালি বর্ম আর রূপালি-বেগুনি দাগাঙ্কিত আলখাল্লা। ওর ঢালের গায়ে খোদাই করা আছে ইউনিকর্ন। ওর হেলমেট দেখতে ঘোড়ার মাথার মতো, ভ্রু এর স্থান থেকে দুই ফুট লম্বা দুটো বাঁকানো শিং বেরিয়ে আছে। টিরিয়ন ওকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নিজের ঘোড়ার লাগামে টান দিলো। 'স্যার ফ্লেমেন্ট।'

স্যার ফ্লেমেন্ট ব্রাক্স তার শিরস্ত্রাণের মুখাবরণ উঠিয়ে দিলো। 'টিরিয়ন!' বিস্ময়ের সাথে বললো সে। 'মাই লর্ড, আমরা সবাই ভেবেছি আপনি মরে গেছেন, অথবা...' উপজাতিগুলোর দিকে বিভ্রান্তভাবে তাকালো সে। 'এরা...আপনার সঙ্গী?'

'ঘনিষ্ট বন্ধু, সেই সাথে রাজ-উদ্ধারকারী,' টিরিয়ন বললো। 'আমার লর্ড পিতা কোথায়?'

'রাস্তার মোড়ের সরাইখানাকে আপাতত ঠিকানা বানিয়েছেন তিনি।'

BanglaBook.org

টিরিয়ন উচ্চ স্বরে হাসলো। রাস্তার মোড়ের সরাইখানা! দেবতারা হয়তো দিনশেষে ন্যায় বিচারকই। 'আমি এখুনি তার সাথে দেখা করবো।'

'আপনি যা বলবেন।' স্যার ফ্লেমেন্ট তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চিৎকার করে আদেশ দিলেন। তিন সারি ব্যারিকেড সরিয়ে যাওয়ার মতো রাস্তা করে দেয়া হলো। তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো টিরিয়ন আর তার সঙ্গীরা।

লর্ড টাইউইনের ক্যাম্প অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। চেলা যে বিশ হাজারের কথা বলেছে, তা খুব একটা ভুল মনে হচ্ছে না। সাধারণ মানুষেরা খোলা আকাশের নিচে ক্যাম্প করেছে, আর নাইটরা আছে তাঁবুর ভেতর। কিছু হাই লর্ড বাড়ির আকারের প্যাভিলিয়ন তৈরি করেছে।

প্রেস্টার্সদের লাল ষাঁড়, লর্ড ক্র্যাকহলের ডোরাকাটা শূকর, মারব্র্যান্ডের দগ্ধ-তরু, লাইডেনের ব্যাজার। ওগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাইটরা ওর নাম ধরে ডাকছিলো, আর অস্ত্রাধ্যক্ষরা হাঁ করে তাকিয়ে ছিলো উপজাতিদের দিকে।

শাগাও পালটা হাঁ করে তাকিয়ে ছিলো; বেচারা জীবনেও এতগুলো মানুষ, ঘোড়া আর অস্ত্র একসাথে দেখেনি। বাকি পাহাড়ি ডাকাতরা নিজেদের মুখভঙ্গি ভালোই আড়াল করেছে, কিন্তু টিরিয়ন জানে যে ভেতরে ভেতরে ওরাও অভিভূত হয়েছে। ভালো, খুব ভালো। ওরা ল্যানিস্টারদের ক্ষমতায় যত বেশি মুগ্ধ হবে, ততই ওদেরকে আদেশ দেয়া সহজ হবে।

সরাইখানা আর আস্তাবলগুলো আগের মতোই আছে, তবে ফাঁকফোকর দিয়ে এখানকার পুরোনো অধিবাসীদের বাসস্থানের স্মৃতিচিহ্নও উঁকি দিচ্ছে। উঠানে দেখা যাচ্ছে একটা ফাঁসিকাষ্ঠ, ওখানে পড়ে থাকা শরীরকে ঘিরে আছে দাঁড়কাকের দল। টিরিয়নের পদশব্দ শুনে চিৎকার করতে করতে আকাশে উড়ে গেল ওরা। ঘোড়া থেকে নামলো সে, দেহটার অবশিষ্ট অংশের দিকে এক নজর তাকালো। পাখিরা মেয়েটার ঠোঁট, চোখ আর চিবুকের বেশিরভাগ অংশই খেয়ে ফেলেছে, ময়লা দাঁতগুলোর বেরিয়ে এসে ফেটে পড়েছে বীভৎস এক হাসিতে। *'ঘর, খাবার, আর ওয়াইন, শুধু এইটুকুই চেয়েছিলাম আমি।'* দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেল সে।

আস্তাবলের রক্ষকরা ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছুটে এলো। শাগা অত সহজে লাগাম ছেড়ে দিতে চাইছে না। 'ছেলেটা তোমার ঘোড়া চুরি করবে না।' ওকে নিশ্চিত করলো টিরিয়ন। 'ও ঘোড়াটাকে স্রেফ যব আর পানি খাওয়াবে। ওকে গোসল করিয়ে পরিষ্কার করে দেবে।' এই পর্যায়ে টিরিয়নের মনে হলো, শাগার গায়ের কোটও খুব ভালো করে ধোয়া দরকার, কিন্তু এটা মনে করিয়ে দেয়াটা ঠিক হবে না ভেবে চুপ করে থাকলো। 'আমি কথা দিচ্ছি, তোমার ঘোড়ার কোনো ক্ষতি হবে না।'

BanglaBook.org

ওর দিকে চোখ পাকিয়ে লাগাম ছেড়ে দিলো শাগা। 'ডলফের ছেলে শাগার ঘোড়া এটা, বুঝলে?' আস্তাবল রক্ষক ছেলেটার উদ্দেশ্যে হুংকার ছাড়লো সে।

'ও যদি তোমার ঘোড়া ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে ওর পুরুষত্ব কেটে ছাগল দিয়ে খাইয়ে দিও,' টিরিয়ন বললো। 'যদি আশেপাশে কোনো ছাগল পাও আরকি।'

সিংহ চিহ্নিত শিরস্ত্রাণ আর টকটকে লাল আলখাল্লা পরিহিত দুইজন হাউজ গার্ড সরাইখানার সাইনবোর্ডের নিচে থাকা দরজার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ক্যাপ্টেনকে চিনতে পারলো টিরিয়ন। 'বাবা কোথায়?'

'কমন রুমে, মাই লর্ড।'

'আমার লোকেরা মাংস আর মদ পান করতে পছন্দ করে,' টিরিয়ন ওদেরকে বললো। 'ওরা যেন সেটা পায়।' ভেতরে ঢুকতেই বাবার দেখা পেল সে।

কাস্টার্লি রকের লর্ড, পশ্চিমের রক্ষক, টাইউইন ল্যানিস্টার মধ্য পঞ্চাশের একজন ব্যক্তি, কিন্তু উদ্যমের দিক দিয়ে বিশের কাছাকাছি। বসা অবস্থাতেও তাকে বেশ লম্বা দেখাচ্ছে। বড় বড় পা, প্রশস্ত কাঁধ আর সমতল পেট। পাতলা মাংসল বাহু। তার মাথায় কোনো চুল নেই, কখনো একটাও যদি বাড়ে, নাপিতকে দিয়ে সাথে সাথে কামিয়ে নেন। তিনি নিজের গোঁফ আর দাড়িও ছাটেন নিয়মিতভাবে। তবে চিবুকের দুই পাশের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো রেখে দেন সবসময়। মুখের দুই পাশেই কান থেকে চোয়াল পর্যন্ত সোনালি রঙা চুল দিয়ে ঢাকা। ফ্যাকাশে সবুজ চোখে সোনালি আভা। একবার এক ভাঁড় সবার সামনে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলো, টাইউইনের মলেও নাকি সোনালি আভা পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলে, লোকটা নাকি এখনো বেঁচে আছে, কাস্টার্লি রকের গভীরে অন্ধকার কোনো এক স্থানে।

ওর বাবার বেঁচে থাকা একমাত্র ভাই, স্যার কেভিন ল্যানিস্টার তার সাথে বসে মদ পান করছেন। ওর চাচা গোলগাল চেহারার টেকো লোক, চোয়ালের দুই পাশে সোনালি রঙের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। স্যার কেভিনই ওকে প্রথম দেখলেন।

'টিরিয়ন!' বিস্ময়ের সাথে বললেন তিনি।

'আংকেল।' মাথা নত করলো টিরিয়ন। 'আর...বাবা। তোমাকে দেখে খুবই ভালো লাগছে।'

লর্ড টাইউইন চেয়ার থেকে একচুলও নড়েননি। একদৃষ্টিতে টিরিয়নকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন তিনি। 'তোমার মরে যাওয়া নিয়ে যে গুজব ছড়িয়েছে, তা দেখছি একবিন্দুও সত্য নয়।'

'তোমাকে হতাশ করার জন্য দুঃখিত, বাবা,' টিরিয়ন বললো। 'উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরার কোনো দরকার নেই, এই বয়সে অত ধকল সইবে না তোমার।' পা টেনে

BanglaBook.org

টেনে কক্ষের অপর প্রান্তের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে, প্রতি পদক্ষেপে আহত পায়ের ওপর কেমন চাপ পড়ছে সেটা ভালোই অনুভব করছে ও। যতবারই বাবার চোখ ওর ওপর পড়ছে, অস্বস্তি দলা পাকিয়ে উঠছে ওর ভেতর, নিজের সমস্ত অক্ষমতা মাথার ভেতর ভিড় জমাচ্ছে। 'আমার জন্য এত কষ্ট করে যুদ্ধে গেছ, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।' মদের জগ থেকে এক কাপ নিলো সে।

'যুদ্ধটা তুমিই শুরু করেছ,' লর্ড টাইউইন জবাব দিলেন। 'তোমার ভাই কখনোই বিনা যুদ্ধে ঐ মহিলার হাতে ধরা দিতো না।'

'এই একটা ক্ষেত্রে আমার আর জেইমির পার্থক্য আছে। তবে সে আমার চেয়ে খানিকটা লম্বাও, খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই।'

ওর কৌতুক পাত্তা দিলেন না টাইউইন। 'আমার পরিবারের সম্মান এর সাথে জড়িত ছিলো। যুদ্ধে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই ছিলো না আমার। কেউ ল্যানিস্টারদের রক্ত ঝরাবে আর শাস্তি পাবে না, সেটা মেনে নেয়া সম্ভব নয়।'

'কান পেতে শোনো আমার গর্জন,' টিরিয়ন বললো, দাঁত বের করে হাসছে সে। ল্যানিস্টারদের উক্তি। 'সত্যি বলতে, আমার একফোঁটা রক্তও ঝরেনি, যদিও দুয়েকবার খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলো। মোরেক আর জাইক মরে গেছে।'

'এখন নিশ্চয়ই নতুন কাউকে চাইবে?'

'কষ্ট করতে হবে না, বাবা। আমি নিজেই নিজের জন্য একদল লোক ধরে এনেছি।' এক চুমুক মদ পান করলো সে। পানীয়টা ঈস্ট জমে বাদামি হয়ে গেছে, এতই ঘন হয়ে গেছে যে চাইলে চিবোনোও যায়। এক কথায়, খুবই সুস্বাদু। আফসোস, সরাইখানার মালিককে ওর বাবা ঝুলিয়ে দিয়েছে। 'তোমার যুদ্ধের কী অবস্থা?'

'আপাতত ভালো,' আংকেল জবাব দিলেন। 'স্যার এডমিউর তার সীমান্তের আশেপাশে ছোট ছোট সৈন্যদল রেখেছেন যাতে করে আমরা হামলা করতে না পারি। ওরা একত্র হওয়ার আগেই তোমার বাবা আর আমি এদের বেশিরভাগকেই টুকরো টুকরো করে দিয়েছি।'

'তোমার ভাইও বেশ বীরত্বের সাথে লড়েছে,' ওর বাবা বললেন। 'গোল্ডেন টুথে লর্ড ভ্যান্স আর পাইপারকে ধ্বংস করে দিয়েছে ও। এরপর রিভাররানে ঢুকে যুদ্ধ করেছে টালিদের সাথে। ট্রাইডেন্টের লর্ডদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। লর্ড এডমিউরকে গ্রেফতার করেছি আমরা, ওর নাইট আর ব্যানারবাহীদের সহ। লর্ড ব্ল্যাকউড জীবিত কয়েকজনকে রিভাররানে নিয়ে গেছেন। ওখানে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে জেইমি। বাকিরা ফিরে গেছে যার যার প্রাসাদে।'

BanglaBook.org

'তোমার বাবা আর আমি পালাক্রমে মার্চ করে যাচ্ছি,' স্যার কেভিন বললেন। 'লর্ড ব্ল্যাকউড যেহেতু নেই, র‍্যাভেন্ট্রি খুব সহজেই হার মেনে নেয়, সেই সাথে লেডি ওয়েন্ট লোকবলের অভাবে হ্যারেনহল সমর্পণ করে দিয়েছেন। পাইপার আর ব্র্যাকেনদের পুড়িয়ে মেরেছে স্যার গ্রেগর...'

'তাহলে তোমরা প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুদ্ধ জিতে নিয়েছ?' টিরিয়ন বললো।

'ঠিক তা না,' স্যার কেভিন বললেন। 'ম্যালিস্টাররা এখনো সীগার্ড আর ওয়াল্ডার ফ্রেই টুইনসে তাদের মানুষ জড়ো করছে।'

'কিছু যায় আসে না,' লর্ড টাইউইন বললেন। 'জয়ের গন্ধ পেলেই ফ্রেই মাঠে নামে। আর এই মুহূর্তে সমস্ত গন্ধ হাওয়ায় মিশে গেছে। অন্যদিকে জ্যাসন ম্যালিস্টারের একা যুদ্ধ করার মতো শক্তি নেই। জেইমি রিভাররান দখলে নেয়ামাত্রই ওরা আত্মসমর্পণ করবে। স্টার্ক আর অ্যারিনরা যদি আক্রমণ না করে, তাহলে এই যুদ্ধ আমরা ইতোমধ্যেই জিতে গেছি।'

'আমি তোমার জায়গায় হলে অ্যারিনদের নিয়ে অত চিন্তা করতাম না,' টিরিয়ন বললো। 'স্টার্কদের ব্যাপার আলাদা। লর্ড এডার্ড–'

'–আমাদের বন্দি,' ওর বাবা বললেন। 'রেড কিপের ভূগর্ভে আছে সে, অতএব, কোনো আর্মির নেতৃত্ব দেয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।'

'সেটা ঠিক,' স্যার কেভিন একমত হলেন। 'তবে ওর ছেলে তাদের সমস্ত ব্যানারবাহীদের ডেকেছে। মোট কেইলিনে বসে আছে সে, পাশে আছে শক্তিশালী এক বাহিনী।'

'মাঠে নেমে যুদ্ধ করার আগ পর্যন্ত কোনো তলোয়ারই যথেষ্ট শক্তিশালী হয় না,' লর্ড টাইউইন জবাব দিলেন। 'স্টার্ক ছেলেটা এখনো বাচ্চা। ওর কাছে হয়তো সমর-শিঙ্গা শুনতে আর নিজের ব্যানার বাতাসে উড়তে দেখে খুব ভালো লাগছে, কিন্তু দিনশেষে এটা কসাইদের কাজ। আমার মনে হয় না তার ঐ সাহস আছে।'

ওর অনুপস্থিতির সুযোগে সবকিছু কত কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে পড়েছে, টিরিয়ন ভাবলো। 'আর এই কসাইদের কাজের মাঝখানে আমাদের নির্ভীক রাজা কী করছেন জানতে পারি? আমার সুন্দরী, প্ররোচনাকারী বোন কীভাবে রবার্টকে তার সবচেয়ে ভালো বন্ধুকে বন্দি করতে রাজি করিয়েছে, এটা জানতে বেশ আগ্রহ বোধ করছি।'

'রবার্ট ব্যারাথিয়ন মরে গেছে,' ওর বাবা বললেন। 'তোমার বোনের ছেলেই এখন কিংস ল্যান্ডিং-এ রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে।'

এই তথ্যটাই যথেষ্ট টিরিয়নকে হতবাক করে দেয়ার জন্য। 'মানে আমার বোন রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে।' আরেক চুমুক মদ পান করলো সে। রবার্টের স্থানে সার্সি রাজত্ব করার অর্থ, পুরো জগত পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া।

BanglaBook.org

'তোমার যদি নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করার ইচ্ছা থাকে, তবে আমি তোমাকে একটা আদেশ দিচ্ছি,' ওর বাবা বললেন। 'মার্ক পাইপার আর ক্যারিল ভ্যান্স আমাদের পেছনে লেগে আছে, রেড ফোর্কে আমাদের জায়গাগুলোতে হানা দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।'

চুকচুক জাতীয় শব্দ করলো টিরিয়ন। 'ওদের ধৃষ্টতা দেখো, এত মার খেয়েও পালটা মারতে আসছে। অন্য সময় হলে আমি এই ধরনের অসভ্যদের শাস্তি দিতে চাইতাম, বাবা, কিন্তু সত্যটা হচ্ছে, আমার এই মুহূর্তে অন্য কাজ আছে।'

'তাই?' লর্ড টাইউইনকে দেখে অবাক হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। 'আমি যাদেরকে লুণ্ঠন করতে পাঠিয়েছিলাম, নেড স্টার্কের নির্দেশে ওদের ওপর হানা দিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে কিছু লোক। এই উপদ্রবকারী হচ্ছে বেরিক ডন্ডারিয়ন, বীরত্বের স্বপ্ন দেখা কোনো তরুণ লর্ডলিং। ওর সাথে আছে মোটাসোটা এক যাজক। সে আবার নিজের তলোয়ারে আগুন ধরিয়ে দিতে খুব পছন্দ করে। তুমি নিজের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ছুটোছুটি করার সময় কি ওদের ব্যবস্থা করতে পারবে? কোনো বাজে পরিস্থিতি তৈরি না করে?'

হাতের পেছনের পিঠ দিয়ে মুখ মুছে নিলো টিরিয়ন। 'বাবা, ভাবতেই হৃদয় উষ্ণতায় ভরে যাচ্ছে যে তুমি আমাকে বিশ্বাস করে–কয়জন, বিশজন? পঞ্চাশজন?–মানুষ সাথে দিচ্ছো। তুমি নিশ্চিত যে এতগুলো লোক দিতে পারবে? থাক, চিন্তা কোরো না। থোরোস আর লর্ড বেরিকের সাথে দেখা হলে আমি কষে ওদের পাছায় জুতা মেরে দেবো।' চেয়ার থেকে নেমে একটু দূরে রাখা লম্বা লম্বা পনিরের টুকরো তুলে মুখে দিলো সে। 'প্রথমে আমার নিজের কিছু প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে। তিন হাজার শিরস্ত্রাণ আর সমপরিমাণ বর্ম, তলোয়ার, বর্শা, গদা, রণ-কুঠার, দস্তানা, গ্রীবাত্রাণ, উরস্ত্রাণ, গুলস্ত্রাণ আর এইসব বহন করার জন্য ওয়াগন লাগবে আমার–'

ওর পেছনের দরজা ভয়ংকর শব্দ করে খুলে গেল, শব্দটা এতই ভয়াবহ ছিলো যে টিরিয়ন প্রায় তার পনির ফেলেই দিচ্ছিলো। রক্ষীদের ক্যাপ্টেনকে উড়ে এসে চুল্লির পাশে পড়তে দেখে স্যার কেভিন গাল দিয়ে উঠলেন। শীতল ছাইয়ের ওপর গড়াচ্ছে সে, ওর সিংহ চিহ্নিত শিরস্ত্রাণ বেঁকে গেছে। শাগাকে দেখা গেল গাছের গুঁড়ির সমান হাঁটুর উপরে তলোয়ার রেখে দুইভাগ করে ফেলতে। ও দর্শন দেয়ার পরপরেই ধেয়ে এলো ওর গায়ের গন্ধ, পনিরের গন্ধকেও হারিয়ে কক্ষের মাঝে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে।

'খুদে লাল ক্যাপ,' গর্জে উঠলো শাগা। 'পরেরবার যদি আমার দিকে তলোয়ার তুলেছ, তবে তোমার পুরুষত্ব কেটে আগুনে পুড়িয়ে দেবো।'

'কেন, ছাগলের কী সমস্যা?' টিরিয়ন বললো, এক টুকরো পনির মুখে দিয়েছে সে।

BanglaBook.org

সাথে সাথে অন্য উপজাতিরা কক্ষে ঢুকে গেল, পেছনে পেছনে এলো ব্রন, অনুতাপের ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচু করলো সে।

'তুমি কে?' তুষারের ন্যায় শীতল স্বরে বললেন লর্ড টাইউইন।

'এরা আমার পিছে পিছে চলে এসেছে, বাবা,' টিরিয়ন ব্যাখ্যা করলো। 'আমি ওদেরকে রেখে দেই? ওরা অত বেশি খায় না।'

ওর রসিকতা শুনে কেউই হাসলো না। 'কোন অধিকারে তোমাদের মতো হিংস্র লোক আমাদের কাউন্সিলে প্রবেশ করলো?' স্যার কেভিন জানতে চাইলেন।

'হিংস্র, নিম্নভূমির লোক?' কনকে একটু ধুয়ে মুছে নিলে দেখতে বেশ সুদর্শন দেখাতো। 'আমরা স্বাধীন মানুষ, আর স্বাধীন মানুষরা যেকোনো সমর-পরিষদে প্রবেশ করার অধিকার রাখে।'

'এখানের কোনজন লায়ন লর্ড?' চেলা জিজ্ঞেস করলো।

'এরা দুইজনেই বুড়ো,' এখনো বিশে পা না দেয়া টিমেট ঘোষণা দিলো।

স্যার কেভিনের হাত তার তলোয়ারের হাতলে যেতেই তার ভাই দুই আঙ্গুল দিয়ে ওর কবজি ধরে ফেললেন। লর্ড টাইউইনকে একদমই চিন্তিত মনে হচ্ছে না। 'টিরিয়ন, তোমার কি ভদ্রতাজ্ঞান লোপ পেয়েছে? দয়া করে আমাদেরকে...সম্মানিত অতিথিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দাও।'

হাত চেটে নিলো টিরিয়ন। 'অবশ্যই। এই সুন্দরী কুমারী হচ্ছে চেকের মেয়ে চেলা, ও এসেছে কৃষ্ণকর্ণ গোত্র হতে।'

'আমি মোটেও কুমারী না,' প্রতিবাদ করলো চেলা। 'কৃষ্ণকর্ণের ভেতর পঞ্চাশটা কান আমার ছেলেদের।'

'আরো পঞ্চাশটা হবে বলে আশা রাখছি।' ওর কাছ থেকে সরে গেল টিরিয়ন। 'এ হচ্ছে কোরাটের ছেলে কন। এই দলের মাঝে একমাত্র যার চুল দেখে কাস্টার্লি রকের লোক বলে মনে হয়, সে হচ্ছে ডলফের ছেলে শাগা। ও একজন অশ্ম পরভৃৎ। উমারের ছেলে উলফ, ও একজন চন্দ্র সহোদর। আর এ হচ্ছে টিমেটের ছেলে টিমেট। দগ্ধমানবদের লোহিত-পাণি। আর এ হচ্ছে ব্রন, একজন সেলসোর্ড। ওর কোনো নির্দিষ্ট প্রভু নেই। এই অল্প পরিচয়েই সে দুই দুইবার পক্ষ পরিবর্তন করেছে। তোমার সাথে ওর ভালোই জমবে, বাবা।' এরপর ব্রন আর উপজাতিদের উদ্দেশ্যে বললো সে, 'আমি কি তোমাদেরকে আমার লর্ড বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি? হাউজ ল্যানিস্টারের টাইটসের ছেলে টাইউইন, কাস্টার্লি রকের লর্ড, পশ্চিমের রক্ষক, ল্যানিসপোর্টের ঢাল, আর সাবেক এবং ভবিষ্যৎ মুখ্য উপদেষ্টা।'

লর্ড টাইউইন উঠে দাঁড়ালেন। 'এই পশ্চিমের আমরাও চন্দ্র-পাহাড়ের গোত্রগুলোর শৌর্য সম্পর্কে জানি। আপনাদের বাড়ি ছেড়ে এখানে আসার কারণ কী, মাই লর্ডস?'

BanglaBook.org

'ঘোড়া,' শাগা জবাব দিলো।

'রেশম আর ইস্পাতের ওয়াদা,' টিমেট বললো।

টিরিয়ন মাত্রই ওর বাবাকে বলতে যাচ্ছিলো যে কীভাবে সে অ্যারিনের উপত্যকাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার ওয়াদা করেছে, কিন্তু সে ঐ সুযোগ পেলো না। দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে গেল। উপজাতিদের দিকে খুব দ্রুত সন্দেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লর্ড টাইউইনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো বার্তাবাহক। 'মাই লর্ড,' ও বললো। 'স্যার অ্যাডাম আপনাকে জানাতে বলেছেন যে স্টার্ক বাহিনী বাঁধ ধরে এগোচ্ছে।'

লর্ড টাইউইন হাসেননি। তিনি কখনোই হাসেন না, কিন্তু টিরিয়ন তার বাবার চেহারা দেখেই ভেতরের সন্তুষ্টি বুঝে নিতে শিখেছে অনেক আগেই। আর সেই সন্তুষ্টি এই মুহূর্তে তার মুখেই আঁকা আছে। 'তাহলে নেকড়ে-শাবক নিজের গুহা ছেড়ে সিংহদের সাথে খেলতে বেরিয়েছে,' তিনি বললেন। 'চমৎকার! স্যার অ্যাডামের কাছে ফিরে গিয়ে বলো পিছিয়ে আসতে। আমরা পৌঁছনোর আগ পর্যন্ত যেন উত্তরের ওদের সাথে যুদ্ধে না যায়। তবে ওকে বলে দিও, সে যেন ওদের দুই পাশের সৈন্যদলকে আরো দক্ষিণের দিকে নিয়ে যায়।'

'আপনি যা বলবেন।' আরোহী চলে গেল।

'আমরা এখানে খুব ভালো অবস্থানে আছি,' স্যার কেভিন ধরিয়ে দিলেন। 'ফোর্ডের খুব কাছেই আছি, আমাদের চারপাশে গর্ত আর বর্শা দিয়ে ঘেরা। ওরা যদি দক্ষিণে আসে...ওদেরকে আসতে দিন। আমাদের কাছে এসে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনুক।'

'ছেলেটা আমাদের সৈন্য সংখ্যা দেখেই হয়তো সাহস হারিয়ে ফেলবে,' লর্ড টাইউইন জবাব দিলেন। 'স্টার্কদের সাথে কাজ শেষ করে আমি স্ট্যানিসের দিকে নজর দেবো। ড্রামারদের বলো সমাবেশের আহ্বান করতে। জেইমির কাছে খবর পাঠাও যে আমি রব স্টার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছি।'

'আপনি যা বলবেন,' স্যার কেভিন বললেন।

বিষণ্ণতায় ভরা সন্তুষ্টি নিয়ে টিরিয়ন তার বাবার মুখভঙ্গি দেখতে লাগলো। তিনি এখন উপজাতিদের দিকে ঘুরেছেন। 'সবাই বলে, পাহাড়ের পুরুষরা নাকি ভয়ডরহীন।'

'ঠিকই বলে,' অশ্ম পরভৃৎ কন বললো।

'মহিলারাও,' যোগ করলো চেলা।

'আমার সাথে যোগ দাও, অংশ নাও আমার যুদ্ধে, তাহলে আমার ছেলে যা যা ওয়াদা করছে সেসব তো পাবেই, সাথে পাবে আরো অনেক কিছুই,' লর্ড টাইউইন ওদেরকে বললেন।

BanglaBook.org

'আপনি কি আমাদের কড়ি দিয়ে আমাদেরকেই বুঝ দিতে চাইছেন?' উমারের ছেলে আলফ বললো। 'বাবার ওয়াদার কী দরকার আমাদের, যেখানে ছেলের ওয়াদা আছে আমাদের কাছে।'

'আমি অবশ্য তেমন দরকারী কিছু বলিনি,' লর্ড টাইউইন বললেন। 'আমার কথাগুলো স্রেফ ভদ্রতা। তোমাদের আমার সাথে যোগ দেয়ার কোনো দরকার নেই। উইন্টারল্যান্ডের লোকেরা বরফ আর লোহা দিয়ে তৈরি। আমার সবচেয়ে সাহসী নাইটরাও ওদের মুখোমুখি হতে ভয় পায়।'

ওহ, খুবই দক্ষতার সাথে বলেছ, টিরিয়ন ভাবলো, ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছে সে।

'দগ্ধমানবরা কিছুই ভয় পায় না। টিমেটের পুত্র টিমেট সিংহদের সাথে যাবে।'

'দগ্ধমানবরা যেখানেই যায়, অশ্ম পরভৃৎরাও তাদের সাথে যায়,' কোন রাগান্বিতভাবে ঘোষণা দিলো। 'আমরাও যাবো।'

'ডলফের পুত্র শাগা ওদের পুরুষত্ব কেটে নিয়ে কাক দিয়ে খাইয়ে দেবে।'

'আমরাও আপনাদের সাথে যাবো, লায়ন লর্ড,' চেলা একমত হলো। 'এক শর্তে। আপনার এই খুদে সন্তানকেও আমাদের সাথে যেতে হবে। ওয়াদার বিনিময়ে নিজের জীবন কিনে নিয়েছে সে। আমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রাখার আগ পর্যন্ত ওর জীবন আমাদের।'

লর্ড টাইউইন তার সোনালি দাগাংকিত চোখ ঘুরিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন।

'উৎসবের প্রস্তুতি নিতে থাকো,' হার মেনে নেয়ার হাসি দিয়ে বললো টিরিয়ন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সানসা

সিংহাসন কক্ষের দেয়ালের সমস্ত কিছু খুলে ফেলা হয়েছে, রাজা রবার্টের চিত্রিত কাপড়গুলো সরিয়ে স্তূপ করে রাখা আছে এক কোনায়।

স্যার ম্যান্ডন মোর সিংহাসনের নিচে তার সতীর্থ দুই কিংসগার্ডের পাশে স্থান নিতে চলে গেল। ও চলে যেতেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সানসা। ভালো আচরণের জন্য রাণী ওকে প্রাসাদে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা দিয়েছেন, এরপরেও ও যেখানেই যায় পাশে রক্ষী থাকেই। 'আমার ছেলের হবু স্ত্রীর জন্য অনার গার্ড,' রাণী এটাই বলেন সবসময়, যদিও ওদেরকে দেখে সানসা মোটেও সম্মানিত বোধ করে না।

'প্রাসাদে ঘোরার স্বাধীনতা' মানে হচ্ছে রেড কিপের যেকোনো স্থানে যেতে পারবে সে, যদি ও কিপের বাইরে কোথাও না যাওয়ার ওয়াদা ঠিক রাখে। এ এমন এক শপথ যা সানসা এমনিতেও মেনে চলতে রাজি আছে। এই দেয়ালের বাইরে যাওয়ার আসলে উপায়ই নেই ওর। ফটকে সবসময় জ্যানোস স্লিন্ট আর তার গোল্ড ক্লোকদের পাহারা থাকে, দেয়ালের উপর চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরে বেড়ায় ল্যানিস্টার রক্ষীরা। তাছাড়া, প্রাসাদের বাইরে যেতে পারলেও সে কোথায়ই বা যাবে? ও যে প্রাঙ্গণে ঘুরতে পারে, মির্সেলার বাগানের ফুল তুলতে পারে, সেপ্টে গিয়ে বাবার জন্য প্রার্থনা করতে পারে, এটাই তো যথেষ্ট। মাঝেমধ্যে গডসউডে গিয়েও প্রার্থনা করে সে, যেহেতু পুরোনো দেবতাদের ওপর বিশ্বাস রাখে স্টার্করা।

জফরির রাজত্বের প্রথম রাজসভা এটাই, আর তাই সানসা চারপাশে নার্ভাসভাবে তাকাচ্ছে। পশ্চিমের জানালার নিচে একসারি ল্যানিস্টার রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে, পূর্ব জানালার নিচে আছে একসারি নগররক্ষী, গোল্ড ক্লোক। সাধারণ মানুষের কোনো নিশানা

BanglaBook.org

দেখতে পাচ্ছে না সে, কিন্তু গ্যালারিতে একদল উঁচু-নিচু লর্ড বসে আছে। বিশজনের বেশি হবে না তারা, যেখানে রাজা রবার্টের জন্য একশর উপরে অপেক্ষায় থাকতো।

ওদের ভেতর মিশে গেল সানসা, সামনের সারিতে যেতে যেতে বিভিন্ন জনের সাথে কুশল বিনিময় করছে। ওখানে সে দেখতে পেল তামাটে চামড়ার জালাবার শ, বিষণ্ন স্যার অ্যারন স্যান্টাগার, রেডওয়াইন যমজ হরর আর স্লোবার...যদিও ওদেরকে দেখে মনে হচ্ছে না তাকে চিনতে পারছে। অথবা তারা চিনতে পারলেও না চেনার ভান করে দূরে থাকছে, যেন ওর প্লেগ হয়েছে। অসুস্থ লর্ড গাইলস ওকে দেখেই মুখ ঢেকে ফেললো, কাশির ভান করছে সে। এরপর যখন মজার মানুষ মদ্যপ স্যার ডন্টোস ওকে সম্ভাষণ জানাতে যাচ্ছিলেন, তখন স্যার বেইলন সোয়ান ওর কানে কানে কী কী যেন বললেন। সাথে সাথে ঘুরে গেলেন স্যার ডন্টোস।

আরো অনেকেই নেই এখানে। বাকিরা কোথায় গেছে? ভাবলো সানসা। ক্ষীণ আশা নিয়ে আশেপাশে তাকাচ্ছে সানসা, পরিচিত মুখ খুঁজছে। কেউই ওর চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। যেন সে ভূতে পরিণত হয়েছে, মরে গেছে সময়ের আগেই।

কাউন্সিল টেবিলে গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল একাই বসে আছে, দেখে মনে হচ্ছে ঘুমোচ্ছে, দাড়ির উপর দুই হাত আবদ্ধ। লর্ড ভ্যারিস দ্রুত পায়ে হলে প্রবেশ করলো এইমাত্র, ওর পায়ের কোনো শব্দ হচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত পরেই লর্ড বেইলিশ দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো, হাসছে সে। স্যার বেইলন আর স্যার ডন্টোসের সাথে বন্ধুর মতো খানিকক্ষণ কথা বলে সামনের সারিতে চলে এলো। সানসার পেটে প্রজাপতি দৌড়াদৌড়ি করছে। *আমার ভয় পাওয়া উচিত না*, নিজেকে বললো সে। *আমার ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে, জফ আমাকে ভালোবাসে, রাণীও বাসেন, নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন তিনি।*

ঘোষণাকারীর গলা ভেসে এলো। 'সবাই স্বাগতম জানান হাউজ ব্যারাথিয়ন আর হাউজ ল্যানিস্টারের মহামান্য জফরিকে, যে এই নামের প্রথম জন এবং অ্যান্ডাল, রয়নার ও আদি মানবদের অধিপতি, একই সাথে সপ্তরাজ্যের রক্ষাকর্তা। সবাই স্বাগতম জানান তার মা হাউজ ল্যানিস্টারের সার্সিকে, যিনি একাধারে রাজপ্রতিনিধি, পশ্চিমের প্রভা এবং এই সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা।'

স্যার ব্যারিস্টাম সেলমিকে তার সাদা বর্মে বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ওদের দুইজনকেই অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। স্যার এরিস ওকহার্ট রাণীকে নিয়ে আসছেন, আর স্যার বোরোস ব্লাউন্ট হাঁটছেন জফরির পাশে। কিংসগার্ডের ছয়জনই বর্তমানে হলের ভেতর আছে, ছয় শ্বেত করপাল, শুধুমাত্র জেইমি ল্যানিস্টার বাদে। ওর রাজকুমার, না, ওর *রাজা* আয়রন থ্রোনের ধাপগুলো বেয়ে উঠছে, তার মা বসে আছেন

BanglaBook.org

কাউন্সিলের সদস্যদের সাথে। জফের কালো মখমলের তৈরি জামায় রক্তাভ আঁচড় আছে, উজ্জ্বল সোনালি পোশাকের সাথে স্কন্ধাবরণ আর উঁচু কলার লাগানো, মাথার সোনালি মুকুট কালো হীরা আর রক্তরাগ খচিত।

হলের চারদিকে তাকানোর সময় জফরির সাথে ওর চোখাচোখি হলো। হেসে আয়রন থ্রোনে বসলো সে, এরপর কথা বলে উঠলো, 'অবাধ্যক শাস্তি দেয়া আর অনুগতদেরকে পুরস্কার দেয়া একজন রাজার দায়িত্ব। গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল, আমি আপনাকে আমার আদেশগুলো পড়ে শোনানোর হুকুম দিচ্ছি।'

উঠে দাঁড়ালো পাইসেল। মোটা লাল মখমলের কাপড় দিয়ে তৈরি চমৎকার আলখাল্লা পরে আছে সে, নকুলের চামড়ার কলার আর জ্বলজ্বলে সোনালি বন্ধনী দেখা যাচ্ছে ওখানে। ঝুলে থাকা আস্তিনের ভেতর একগাদা স্বর্ণখচিত পাকানো কাগজ আছে, সেখান থেকে একটা পার্চমেন্ট বের করে খুললো সে, এরপর লম্বা নামের লিস্ট পড়তে শুরু করে দিলো। প্রত্যেককেই রাজা আর তার কাউন্সিলের নামে আদেশ দিচ্ছে সামনে এসে রাজা জফরির প্রতি নিজেদের আনুগত্যের শপথ নিতে। তা না করলে ওদেরকে বেইমান হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে, সেই সাথে বাজেয়াপ্ত করা হবে তাদের সমস্ত জমি আর উপাধি।

নামগুলো শুনে দম আটকে এলো সানসার। লর্ড স্ট্যানিস ব্যারাথিয়ন, ওর লেডি স্ত্রী, ওর মেয়ে। লর্ড রেনলি ব্যারাথিয়ন। দুই লর্ড রয়েস আর তাদের ছেলেমেয়ে। স্যার লরেস টাইরেল। লর্ড মেইস টাইরেল, তার সব ভাই, আংকেল এবং ছেলে। লোহিত যাজিক, মিয়েরের থোরোস। লর্ড বেরিক ডন্ডারিয়ন। লেডি লাইসা অ্যারিন আর তার ছেলে, ছোট্ট লর্ড রবার্ট। লর্ড হোস্টার টালি, ওর ভাই ব্র্যান্ডেন এবং ছেলে স্যার এডমিউর। লর্ড জ্যাসন ম্যালিস্টার। লর্ড ব্রাইস ক্যারন। লর্ড টাইটস ব্ল্যাকউড। লর্ড ওয়াল্ডার ফ্রেই আর তার উত্তরাধিকারী স্যার স্টেভরন। লর্ড ক্যারিল ভ্যান্স। লর্ড জনোস ব্র্যাকেন। লেডি শেলা ওয়েন্ট। ডর্নের রাজকুমার ডোরান মার্টেল আর তার সন্তানরা। *অনেক বেশি*, ও ভাবলো, পাইসেল এখনো পড়ে যাচ্ছে, *পুরো এক দল কাক লাগবে এই খবরগুলো সবার কাছে পাঠাতে।*

আর সবার শেষে সেই নামগুলো এলো, যেগুলোর ভয় পাচ্ছিলো সানসা। লেডি ক্যাটলিন স্টার্ক। রব স্টার্ক। ব্র্যান্ডন স্টার্ক, রিকন স্টার্ক, আরিয়া স্টার্ক। অনেক কষ্টে চিৎকার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলো সানসা। *আরিয়া!* ওরা চায় আরিয়া ওদের সামনে এসে আনুগত্যের শপথ নিক...এর একটাই অর্থ। আরিয়া জাহাজে চেপে পালিয়ে গেছে, হয়তো এতক্ষণে নিরাপদে উইন্টারফেলেও পৌঁছে গেছে সে।

BanglaBook.org

তালিকাটা গুটিয়ে নিলো গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল, বাম আস্তিনের নিচে গুছিয়ে রাখলো, এরপর ডান পাশ থেকে তুলে নিলো আরেকটা পার্চমেন্ট। গলা খাঁকারি দিয়ে আবারো পড়তে শুরু করলো সে। 'আমাদের মহামান্যের নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বেইমান এডার্ড স্টার্কের স্থানে কাস্টার্লি রকের লর্ড এবং পশ্চিমের রক্ষক টাইউইন ল্যানিস্টারকে রাজার মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হলো। এখন থেকে তিনিই রাজার হয়ে কথা বলবেন, তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন আর তার রাজকীয় সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করবেন। এটাই রাজার আদেশ। কাউন্সিলও এর সাথে একমত।

'বেইমান স্ট্যানিস ব্যারাথিয়নের স্থানে রাজার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তার লেডি মাতা, আমাদের রক্ষাকর্তা সার্সি ল্যানিস্টার, যিনি আমাদের রাজার সার্বক্ষণিক সহযোগী এবং সমর্থক, কাউন্সিলে বসবেন, রাজাকে বুদ্ধিমত্তা আর ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করতে সর্বাত্মক সাহায্য করবেন। এটাই রাজার আদেশ। কাউন্সিলও এর সাথে একমত।'

আশেপাশের লর্ডদের ফিসফাস ধ্বনি ওর কানে আসছে, কিন্তু খুব দ্রুতই আওয়াজ থেমে গেল। আবার শুরু করলো পাইসেল।

'মহামান্যের ইচ্ছা অনুযায়ী তার বিশ্বস্ত দাস জ্যানোস স্লিন্ট, কিংস ল্যান্ডিং-এর নগররক্ষীদের প্রধান, এই মুহূর্তেই লর্ড পদে উন্নীত হবেন এবং তার হাতে হ্যারেনহল আর তার অন্তর্গত সমস্ত জমি আর আয় তুলে দেয়া হবে। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে আর ছেলের ছেলেরা হ্যারেনহলের দায়িত্ব পাবে। এটাও রাজার আদেশ যে লর্ড স্লিন্টকে এই মুহূর্ত থেকেই কাউন্সিলে বসতে দেয়া হবে, যাতে করে তিনি রাজ্যের পরিচালনা কাজে সাহায্য করতে পারেন। এটাই রাজার আদেশ। কাউন্সিলও এর সাথে একমত।'

চোখের কোনা দিয়ে ও জ্যানোস স্লিন্টকে ঢুকতে দেখলো। এবার ফিসফিসানির পরিমাণ আরো বেড়ে গেছে, রাগান্বিত মনে হচ্ছে সবাইকে। যেসব সম্মানিত লর্ডদের হাজার বছরের ইতিহাস আছে তারা অনিচ্ছায় ব্যাঙের মতো দেখতে টাক মাথার লোকটাকে জায়গা করে দিলো। ওর ডাবলেটের কালো মখমলের ওপর সোনালি দাঁড়িপাল্লা আটকানো আছে, প্রতি পদক্ষেপের সাথে পাল্লার সাথে পাল্লা ধাক্কা খেয়ে ধাতব শব্দ তুলছে। ওর দাগাঙ্কিত আলখাল্লা কালো আর সোনালি সাটিন দিয়ে তৈরি। দুইজন ছেলে, সম্ভবত ওর নিজের, সামনে সামনে যাচ্ছে, হাতে থাকা ভারী ধাতব ঢাল নিয়ে ওদের হাঁটতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। নিজের প্রতীক হিসেবে সে বেছে নিয়েছে রক্তাক্ত বর্শা, যেন রাতের ন্যায় কালো ভূমি থেকে বেরিয়ে আসা সোনা। জিনিসটা দেখেই সানসার হাতের রোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল।

BanglaBook.org

লর্ড স্লিন্ট যখন নিজের আসনে বসলো তখন গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল আবার শুরু করলো। 'সবশেষে, এই রাজদ্রোহ এবং বিশৃঙ্খলার ভেতর, যেখানে আমাদের প্রিয় রবার্ট কিছুদিন আগেই গত হয়েছেন, কাউন্সিলের উপদেষ্টাদের এটাই মন্তব্য যে রাজা জফরির জীবন এবং নিরাপত্তা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত...' রাণীর দিকে তাকালো সে।

উঠে দাঁড়ালেন রাণী। 'স্যার ব্যারিস্টার সেলমি, এগিয়ে আসুন।'

স্যার ব্যারিস্টান আয়রন থ্রোনের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন পাথর কুঁদে বানানো মূর্তি। তিনি ঘুরে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে মাথা নত করলেন। 'মহামান্য, আমি আপনার আদেশের দাস।'

'উঠুন, স্যার ব্যারিস্টান,' রাণী বললেন। 'আপনি নিজের শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলতে পারেন।'

'মাই লেডি?' দাঁড়িয়ে পড়লেন বৃদ্ধ নাইট, নিজের সাদা শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললেন, যদিও তাকে দেখে মনে হচ্ছে কারণটা বুঝতে পারছেন না।

'এই সাম্রাজ্যকে অনেকদিন ধরে বিশ্বস্ততার সাথে সেবা করেছেন আপনি, প্রিয় স্যার, সপ্তরাজ্যের প্রত্যেক পুরুষ আর মহিলা আপনার কাছে সেজন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু এরপরেও, আমার মনে হয় আপনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। রাজার ইচ্ছা এবং কাউন্সিলের সদস্যদেরও ইচ্ছা যে আপনি আপনার বোঝা থেকে মুক্তি পান।'

'আমার...বোঝা? আমার মনে হয় না...আমি কখনোই বলিনি...'

সদ্য লর্ড পদবী পাওয়া জ্যানোস স্লিন্ট উঠে দাঁড়ালো, এরপর ভারী গলায় বলতে শুরু করলো, 'আমাদের মহামান্য বলছেন যে আপনাকে কিংসগার্ডের লর্ড কমান্ডার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে।'

লম্বা, শ্বেত চুলের নাইটকে দেখে মনে হচ্ছে কুঁকড়ে যাচ্ছেন, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে তার। 'মহামান্য,' অবশেষে বলতে পারলেন তিনি। 'কিংসগার্ড হচ্ছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভ্রাতৃসংঘ। আমাদের শপথ নেয়া হয় পুরো জীবনের জন্য। শুধুমাত্র মৃত্যুই একজন লর্ড কমান্ডারকে তার পবিত্র শপথ থেকে মুক্তি দিতে পারে।'

'কার মৃত্যু, স্যার ব্যারিস্টান?' রাণীর গলা রেশমের ন্যায় নরম, কিন্তু তার শব্দগুলো পুরো হলজুড়েই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 'আপনার, নাকি আপনার রাজার?'

'আপনি বাবাকে মরতে দিয়েছেন,' আয়রন থ্রোনের উপর থেকে জফরি বললো, ওর গলায় অভিযোগের ছাপ। 'কাউকে রক্ষা করার মতো বয়স আপনার আর নেই।'

বৃদ্ধ নাইট তার নতুন রাজার দিকে দৃষ্টি দিলো। তাকে এর আগে কখনোই অত বুড়ো মনে হয়নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে। 'মহামান্য,' তিনি বললেন। 'আমার বয়স যখন

BanglaBook.org

তেইশ ছিলো, তখনই আমাকে বাছাই করা হয়েছিলো শ্বেত করপাল হিসেবে। তলোয়ার হাতে তুলে নেয়ার পর থেকেই আমি এই স্বপ্ন দেখে এসেছি। শুধু এর জন্য আমি আমার পূর্বপুরুষদের ওপর থেকে সমস্ত দাবি ত্যাগ করেছি। এমনকি আমার যে মেয়েটাকে বিয়ে করার কথা ছিলো তাকে বিয়ে করেছে আমার এক ভাই। আমার কোনো জমি, কোনো সন্তানের দরকার ছিলো না। ঠিক করেছিলাম যে এই সাম্রাজ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেবো আমি। স্যার জেরল্ড হাইটাওয়ার নিজে আমার শপথ শুনেছেন...আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে রাজাকে রক্ষা করার ওয়াদা...তার প্রয়োজনে আমার রক্ত বিলিয়ে দেয়ার ওয়াদা...আমি শ্বেত ষাঁড় আর ডর্নের রাজকুমার লুইনের সাথে একত্রে যুদ্ধ করেছি...লড়েছি উষার তরবারি খ্যাত স্যার আর্থার ডেইনের পাশে। আপনার বাবার আগে আমি রাজা এরিসকে রক্ষা করেছি, তার আগে তার বাবা জেহ্যারিসকে...তিনজন রাজাকে রক্ষা করেছি আমি...'

'আর তারা সবাই আজ মৃত,' লিটলফিঙ্গার ধরিয়ে দিলো।

'আপনার সময় শেষ,' ঘোষণা করলেন সার্সি ল্যানিস্টার। 'জফরির আশেপাশে তরুণ আর শক্তিশালী লোক দরকার। কাউন্সিল ঠিক করেছে যে স্যার জেইমি ল্যানিস্টার আপনার স্থান দখল করবে। আপনার স্থানে সে-ই হবে শ্বেত করপালদের লর্ড কমান্ডার।'

'কিংস্লেয়ার,' স্যার ব্যারিস্টান বললেন, তার গলায় ঘৃণার ছাপ। 'সেই মেকি নাইট যে তার নিজের রাজার রক্তে তলোয়ার রঞ্জিত করেছে, অথচ সে নাকি ঐ রাজাকেই রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেছিলো।'

'বুঝে-শুনে কথা বলুন, স্যার,' রাণী সতর্ক করলেন। 'আপনি আমার ভাইয়ের সম্পর্কে কথা বলছেন। আপনার নিজের রাজার রক্তের সম্পর্কে বাজে কথা বলছেন।'

লর্ড ভ্যারিস কথা বলে উঠলো, তার কণ্ঠ অন্যদের চেয়ে নরম। 'আমরা আপনার সেবা সম্পর্কে ভুলে যাইনি, প্রিয় স্যার। লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টার উদার হস্তে আপনাকে ল্যানিসপোর্টের উত্তরে কিছু জমি দিতে সম্মত হয়েছেন। জায়গাগুলো সমুদ্রের পাশেই। আপনাকে সাথে দেয়া হবে যথেষ্ট স্বর্ণ আর লোকবল, যাতে করে আপনি নিজের জন্য বিশাল একটা দুর্গ বানিয়ে নিতে পারেন, আপনার জন্য চাকরবাকরেরও ব্যবস্থা করেছেন তিনি।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন স্যার ব্যারিস্টান। 'আমার মরার জন্য একটা হল, আর আমার শেষকৃত্য করার জন্য কিছু মানুষ। আপনাদেরকে ধন্যবাদ, লর্ডস। কিন্তু আমি আপনাদের দয়ার ওপর থুথু মারি।' হাত উঁচিয়ে নিজের আলখাল্লার বাঁধন খুলে ফেললেন তিনি, ভারী সাদা কাপড়টা তার কাঁধ বেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। ধাতব শব্দ তুলে পড়ে

BanglaBook.org

গেল তার শিরস্ত্রাণ। 'আমি একজন নাইট,' তিনি ওদেরকে বললেন। উরস্ত্রাণের রূপালি বাঁধন খুলে ফেলেছেন এইমাত্র, সাথে সাথে ওটাও অন্যগুলোর পাশে আশ্রয় নিলো। 'আমি নাইট হয়েই মরবো।'

'একজন উলঙ্গ নাইট,' চাবুক চালালো লিটলফিঙ্গার।

ওরা সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো; জফরি আর তার লর্ডরা, জ্যানোস স্লিন্ট, রাণী সার্সি আর স্যান্ডর ক্লিগেন, এমনকি কিংসগার্ডের অন্য সদস্যরা পর্যন্ত, যে পাঁচজন এই এক মুহূর্ত আগেও তার *ভাই* ছিলো। *এটাই সম্ভবত তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে*, সানসা ভাবলো। সাহসী এই বৃদ্ধের জন্য কেঁদে উঠলো ওর হৃদয়। লোকটার চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে গেছে, প্রচণ্ড রাগে কথাও বলতে পারছেন না। আর তারপর তিনি নিজের তলোয়ার বের করলেন।

কেউ একজন জোরে শ্বাস টানলো। স্যার বোরোস আর স্যার ম্যারিন তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য এগিয়ে গেল, কিন্তু ওদেরকে থামিয়ে দেয়ার জন্য স্যার ব্যারিস্টানের ঘৃণাভর্তি দৃষ্টিই যথেষ্ট ছিলো। 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তোমাদের রাজা নিরাপদেই আছে...যদিও তাতে তোমাদের কোনো অবদান নেই। এই এখনো আমি চাইলে তোমাদের পাঁচজনকে খুব সহজে কেটে ফেলতে পারি, যেভাবে ছুরি পনির কাটে, সেভাবে। তোমরা যেহেতু কিংস্লেয়ারের অধীনে কাজ করতে রাজি হয়েছ, তারমানে তোমরা কেউই শ্বেতবস্ত্র পরার যোগ্য নও।' আয়রন থ্রোনের পায়ের কাছে তলোয়ারটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি। 'এই নাও, ছেলে। চাইলে এটাকে গলিয়ে অন্যকিছুর সাথে দিয়ে দিতে পারো। তোমার আশেপাশে যে পাঁচজন আছে তাদের তলোয়ারের চেয়ে এটা তোমাকে আরো বেশি সাহায্য করতে পারবে। অথবা কে জানে, তোমার সিংহাসন দখল করার পর হয়তোবা লর্ড স্ট্যানিস এই তলোয়ার ব্যবহার করবেন।'

ঘুরে দীর্ঘ হলের ভেতর দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি, তার পদধ্বনি পাথুরে দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে বারবার। লর্ড আর লেডিরা সরে তাকে জায়গা করে দিচ্ছে। তিনি বেরিয়ে যেতেই বিশাল ওক আর ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, আর তারপরেই সানসা নরম সুরের ফিসফিস শুনতে পেল, সেই সাথে দেখছে অস্বস্তির নড়াচড়া, কাউন্সিল টেবিল থেকে কাগজ সরিয়ে ফেলার শব্দ। 'ও আমাকে ছেলে বলে ডেকেছে,' মেজাজের সাথে বললো জফরি, বয়সের তুলনায় আরো ছোট শোনাচ্ছে তার গলা। 'আমার আংকেল স্ট্যানিসকে নিয়েও কথা বলে গেছে।'

'বাজে কথা,' খোজা ভ্যারিস বললো। 'একেবারেই অর্থহীন কথাবার্তা এগুলো...'

'আমার আংকেলের সাথে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে সে। আমি চাই তাকে গ্রেফতার করে প্রশ্ন করা হোক।' কেউই নড়লো না। জফরি এবার তার গলা আরো উঁচিয়ে দিলো। 'আমি বললাম, *আমি ওকে গ্রেফতার করতে চাই!*'

BanglaBook.org

স্যার জ্যানোস কাউন্সিল টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'আমার গোল্ড ক্লোকরা ব্যাপারটা দেখবে, মহামান্য।'

'ভালো,' রাজা জফরি বললো। লর্ড জ্যানোস হল ছেড়ে বেরিয়ে গেল, ওর কুৎসিত ছেলে দুটো বিশাল ঢাল নিয়ে বাবার সাথে পাল্লা দিয়ে কোনোমতে এগোচ্ছে।

'মহামান্য,' লিটলফিঙ্গার বললো। 'শুরু করার আগে বলি, সাতজন এখন ছয়জন হয়েছে। আমাদের আপনার কিংসগার্ডের জন্য নতুন কাউকে প্রয়োজন।'

স্মিত হাসলো জফরি। 'ওদেরকে বলে দাও, মা।'

'রাজা আর তার কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই সপ্তরাজ্যে আমাদের মহামান্যকে রক্ষা করার জন্য একজন ব্যক্তিই এই মুহূর্তে সবার উপরে আছেন, স্যান্ডর ক্লিগেন।'

'কী, কুকুর? কেমন লাগলো?' রাজা জফরি জিজ্ঞেস করলো।

হাউন্ডের দাগযুক্ত মুখ পড়া যাচ্ছে না। লোকটা অনেক সময় নিলো কথা বলার আগে। 'কেন নয়? আমার তো এমনিতেই কোনো জমি নেই, নেই কোনো স্ত্রী, তাই কাউকে ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আর গেলেও তাতে কার কী যায় আসতো?' ওর মুখের পোড়া অংশটা বাঁকিয়ে গেল। 'কিন্তু আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, আমি কোনো নাইটের শপথ নেবো না।'

'কিংসগার্ডের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাইয়েরা সবসময়ই নাইট ছিলো,' স্যার বোরোস দৃঢ় কণ্ঠে বললো।

'আজকের আগ পর্যন্ত,' গভীর, কর্কশ স্বরে জবাব দিলো হাউন্ড। সাথে সাথে চুপ হয়ে গেল স্যার বোরোস।

রাজার ঘোষক সামনে এগিয়ে এলো, সানসা বুঝতে পারলো যে সময় হয়ে এসেছে। ও তার স্কার্টের কাপড়ের ওপর নার্ভাসভাবে হাত বোলালো। শোকের পোশাক পরেছে সে, মৃত রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, কিন্তু এর ভেতরেও নিজেকে যাতে সুন্দর দেখায় সেদিকে খেয়াল রেখেছে। আইভোরি সিল্ক দিয়ে তৈরি গাউনটা রাণী ওকে নিজে দিয়েছেন, কিন্তু আরিয়া নষ্ট করে ফেলেছিলো, ও মানুষ দিয়ে এটা কালো রং করিয়ে নিয়েছে, এখন আর কোনো দাগই দেখা যাচ্ছে না। গহনা নিয়ে কয়েক ঘন্টা ব্যস্ত ছিলো সে, শেষে সাধারণ রূপালি চেইনের পক্ষেই রায় দিয়েছে।

ঘোষকের গলা ভেসে এলো। 'যদি কারো মহামান্যের সাথে কোনো কাজ থাকে, সে যেন এখুনি সামনে এসে কথা বলে, নাহলে নীরবতা বজায় রাখে।'

সানসা নার্ভাস বোধ করছে। *এখুনি*, নিজেকে মনে করিয়ে দিলো সে, *আমার বলতেই হবে। দেবতারা আমাকে শক্তি দিক।* এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

লর্ড আর নাইটরা সরে ওকে জায়গা করে দিলো, ওদের সবার চোখের ওজন অনুভব করছে ও। *আমাকে আমার লেডি মাতার মতোই শক্ত হতে হবে।* 'মহামান্য,' নরম স্বরে বললো সে, ওর গলা কাঁপছে।

আয়রন থ্রোনের উচ্চতার কারণে জফরি হলের চারপাশটা অন্য যেকারো চেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছে। ও-ই তাকে প্রথম দেখলো। 'আমার লেডি, এদিকে এসো,' ও তাকে ডাকলো, হাসছে সে।

ওর হাসি তাকে সাহস দিলো, ওকে আরো সুন্দরী আর শক্ত করে তুললো। *ও আসলেই আমাকে ভালোবাসে, সত্যি-সত্যিই।* সানসা মাথা তুলে ওর দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলো, খুব জোরেও না আবার খুব ধীরেও না। ও কতটা নার্ভাস বোধ করছে তা ওদেরকে বুঝতে দিতে চায় না সে।

'হাউজ স্টার্কের লেডি সানসা,' ঘোষকের স্বর ভেসে এলো।

থ্রোনের নিচে এসে থামলো সে, যেখানে স্যার ব্যারিস্টানের আলখাল্লা তার শিরস্ত্রাণ আর বর্মের পাশে আশ্রয় নিয়েছে। 'তোমার কি রাজা আর তার কাউন্সিলকে কিছু বলার আছে, সানসা?' কাউন্সিল টেবিল থেকে বললেন রাণী।

'জ্বি, আছে।' হালকা ঝুঁকে মাথা নত করলো সে, খেয়াল রাখছে যাতে পোশাক নষ্ট না হয়, এরপর মাথা উঁচিয়ে নিজের রাজকুমারকে সিংহাসনে বসে থাকতে দেখলো। 'মহামান্য, আমি আমার বাবা, রাজার মুখ্য উপদেষ্টা লর্ড এডার্ডের জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি।' কথাগুলো একশবারের মতো অনুশীলন করেছে সে।

রাণী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'সানসা, আমি হতাশ হয়েছি। আমি তোমাকে বেইমানির ব্যাপারে কী বলেছিলাম, মনে আছে?'

'আপনার পিতা অনেক খারাপ আর জঘন্য অপরাধ করেছেন, মাই লেডি,' গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল বললো।

'আহ, বেচারি।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভ্যারিস। 'ও একদমই বাচ্চা, মাই লর্ডস। ও জানে না সে কী চেয়ে বসেছে।'

সানসা জফরির দিকে তাকিয়ে আছে। *ওর আমার কথা শুনতেই হবে, ওকে শুনতেই হবে*, ভাবলো সে। নিজের আসনে নড়েচড়ে উঠলো রাজা। 'ওকে বলতে দিন,' সে আদেশ দিলো। 'ও কী বলতে চায় আমি শুনবো।'

'ধন্যবাদ, মহামান্য।' সানসা হাসলো, সলজ্জ হাসি, শুধু ওর জন্যে। ও তার কথা শুনছে। ও জানতো সে শুনবে।

'বেইমানি খুবই ক্ষতিকর পরগাছা,' গুরুগম্ভীরভাবে বললো পাইসেল। 'আগাছাকে একদম গোড়া থেকে ছিঁড়ে ফেলতে হয়, একদম বীজ সহ, যাতে করে রাস্তার ধারে নতুন আগাছা না জন্মায়।'

BanglaBook.org

'তুমি কি তোমার বাবার অপরাধ অস্বীকার করছো?' লর্ড বেইলিশ জিজ্ঞেস করলো।

'না, মাই লর্ড।' সানসা জানে অস্বীকার করলে হীতে বিপরীত হবে। 'আমি জানি তার অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত। আমি শুধু অনুরোধ করছি তাকে যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি জানি আমার লর্ড পিতা তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করছেন। তিনি রাজা রবার্টের বন্ধু ছিলেন, তাকে ভালোবাসতেন, আপনারা সবাই জানেন যে তিনি তাকে অনেক ভালোবাসতেন। তিনি কখনোই মুখ্য উপদেষ্টা হতে চাননি, কিন্তু রাজার আদেশে বাধ্য হয়েছেন। কেউ নিশ্চয়ই তাকে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। লর্ড রেনলি বা লর্ড স্ট্যানিস অথবা...অথবা অন্য কেউ। ওরা নির্ঘাত মিথ্যা বলেছে তার সাথে, নাহলে তিনি কখনোই...'

রাজা জফরি সামনে ঝুঁকে এলো, হাতগুলো আসনের হাতল আঁকড়ে ধরে আছে। ওর আঙ্গুলের মাঝখান দিয়ে ভাঙা তলোয়ারের তীক্ষ্ণ প্রান্তগুলো উঁকি দিচ্ছে। 'সে বলেছে আমি নাকি রাজাই না। সে এটা কেন বললো?'

'ওনার পা ভেঙে গিয়েছিলো কয়েক দিন আগে,' সানসা আগ্রহীভাবে বললো। 'এতই ব্যথা করছিলো যে মেইস্টার পাইসেল ওনাকে পপির নির্যাস দিয়েছিলেন, আর সবাই বলে যে পপি-নির্যাস মাথাকে এলোমেলো করে দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে তিনি কখনোই এ কথা বলতেন না।'

'আহ, একজন সন্তানের বিশ্বাস...' ভ্যারিস বললো। 'মেয়েটা অনেক মিষ্টি...অনেক সরল...তবে এরপরেও, সবাই বলে যে প্রায়ই বাচ্চাদের মুখ থেকেই জ্ঞানের সন্ধান মেলে।'

'বেইমানি শুধুই বেইমানি,' পাইসেল সাথে সাথে জবাব দিলো।

সিংহাসনে বসে অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে জফরি। 'মা?'

সার্সি ল্যানিস্টার সানসার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। 'যদি লর্ড এডার্ড তার দোষ স্বীকার করে নেয়,' অবশেষে বললেন তিনি, 'তাহলে আমরা ধরে নেবো যে তিনি নিজের বোকামির জন্য আসলেই অনুশোচনা করছেন।'

জফরি নিজেকে *ঠেলে* দাঁড় করিয়ে দিলো। *প্লিজ*, সানসা ভাবলো, *প্লিজ, প্লিজ, আমি তোমাকে যে রাজা হিসেবে কল্পনা করি, সেই রাজার মতো আচরণ করো, ভালো, উদার আর মহৎ হৃদয়ের, প্লিজ।* 'তোমার কি আর কিছু বলার আছে?' ও তাকে জিজ্ঞেস করলো।

'শুধুমাত্র...শুধুমাত্র এটাই যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন দেখেই আমার প্রতি আজ দয়া দেখিয়েছেন, প্রিয় রাজকুমার,' সানসা বললো।

রাজা জফরি ওকে উপরে নিচে দেখে নিলো। 'তোমার মিষ্টি কথাবার্তা আমার মন নাড়িয়ে দিয়েছে,' উদার ভঙ্গিতে বললো সে, ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে, যেন

BanglaBook.org

বলতে চাইছে সবই ঠিক হয়ে যাবে, শীঘ্রই। 'তুমি যা বলেছ আমি তা-ই করবো...কিন্তু প্রথমে তোমার বাবাকে স্বীকার করতে হবে। ওকে মেনে নিতে হবে যে আমিই প্রকৃত রাজা, আর নাহলে তার জন্য কোনো ক্ষমা দেখানো হবে না।'

'উনি বলবেন,' সানসা বললো, মনে জোর পাচ্ছে এখন। 'আমি জানি তিনি বলবেন।'

এডার্ড

মূত্রের গন্ধে ভরে আছে মেঝের খড়। এখানে কোনো জানালা নেই, নেই কোনো বিছানা, এমনকি নেই কোনো পানিভর্তি বালতি।

ফ্যাকাশে লাল পাথরগুলোর গায়ে এখানে-ওখানে জমে আছে নাইট্রেট লবণ, আর বের হওয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা কাঠ দিয়ে তৈরি চার ইঞ্চি মোটা, লোহার পেরেক দিয়ে ঠাসা ফ্যাকাশে দরজা। ওরা তাকে এখানে ঢোকানোর আগে দৃশ্যগুলো এক নজর দেখেছিলো সে। একবার দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে সে আর কিছুই দেখেনি। এখানে অন্ধকার অতিরিক্ত গাঢ়। ওর মনে হচ্ছে সে অন্ধ হয়ে গেছে।

অথবা মরে গেছে। ওর রাজার সাথেই সমাধিস্থ করা হয়েছে ওকে। 'ওহ, রবার্ট,' ও বিড়বিড় করলো। হাতড়াতে হাতড়াতে শীতল পাথুরে দেয়াল স্পর্শ করলো ওর হাত, পা-টা প্রতি পদক্ষেপে ধকধক করছে। উইন্টারফেলের ভূগর্ভস্থ কবরে দাঁড়িয়ে রাজা তার সাথে যে রসিকতাটা করেছিলো, সেটা মনে পড়লো তার। *রাজা খায়*, রবার্ট বলেছিলো, *আর উপদেষ্টা তার হয়ে ছাড়ে।* কথাটা বলেই পাগলের মতো হাসছিলো সে। তবে ও ভুল করেছে। *রাজা মরে যায়*, নেড স্টার্ক মনে মনে শুধরে দিলো, *আর তার উপদেষ্টাকে সমাধিস্থ করা হয়।*

ভূগর্ভস্থ কারাগারটা রেড কিপের নিচে, ওর কল্পনার চেয়েও গভীরে। নিষ্ঠুর মেইগরের কাহিনী মনে পড়ছে ওর। এই প্রাসাদ তৈরিতে যেসব ম্যাসন কাজ করেছে সবাইকে মেরে ফেলেছিলো সে, যাতে করে কেউই তার প্রাসাদের রহস্য ফাঁস করতে না পারে।

BanglaBook.org

ওদের সবাইকে অভিশাপ দিলো সেঃ লিটলফিঙ্গার, জ্যানোস স্লিন্ট আর তার গোল্ড ক্লোক, রাণী, কিংস্লেয়ার, পাইসেল, ভ্যারিস, লর্ড ব্যারিস্টান, এমনকি রবার্টের নিজের রক্ত রেনলিকেও। ওর প্রয়োজনের সময় পালিয়েছে সে। এরপরেও, সবার শেষে নিজেকেই দায়ী করছে নেড। 'বেকুব!' অন্ধকারের উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো সে। 'অন্ধ বেকুব লোক!'

সার্সি ল্যানিস্টারের মুখ অন্ধকারের ভেতরেও ওর সামনে পরিষ্কার ভাসছে। সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে ওর চুল, হাসিতে খেলা করছে বিদ্রূপ। 'সিংহাসনের খেলায় যোগ দিলে হয় আপনি জিতবেন নাহয় মরবেন,' ফিসফিস করে বললো সে। নেড এই খেলায় যোগ দিয়ে হেরেছে, ওর লোকেরা তার ভুলের মাশুল দিয়েছে নিজেদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে।

মেয়েদের কথা মাথায় আসতেই কাঁদতে ইচ্ছা হলো ওর। কিন্তু এক ফোঁটা জলও বের হলো না। এখনো সে উইন্টারফেলের একজন স্টার্ক, দুঃখ আর ক্রোধ যার ভেতরে জমে ভেতরটাকে শক্ত করে দিয়েছে।

নড়াচড়া না করলে ওর পা খুব একটা ব্যথা করছে না, তাই সে যথাসম্ভব নড়াচড়া না করার সিদ্ধান্ত নিলো। কতক্ষণ পর্যন্ত, ও জানে না। এখানকার আকাশে কখনো চাঁদ বা সূর্য ওঠে না। দেয়ালে দাগ দিতে চাইছে সে, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখছে না। চোখ বন্ধ করে আবার খুললো নেড, কিন্তু তাতে কোনো পার্থক্য ধরা পড়লো না। ও বেশ খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে গেল, আর তারপর আবারো ঘুমিয়ে পড়লো। কোনটা বেশি যন্ত্রণাদায়ক সে বুঝতে পারছে না; হাঁটা নাকি ঘুম? ঘুম আসার পর স্বপ্ন দেখলো সে; রক্ত আর ভেঙে ফেলা ওয়াদা নিয়ে খারাপ স্বপ্ন। জেগে ওঠার পর চিন্তা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না ওর, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় ওর চিন্তাগুলো দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়াবহ লাগছে। ক্যাটের কথা ভাবা আর কাঁটাযুক্ত বিছানায় শুয়ে থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য পাচ্ছে না সে। ও ভাবছে সে এখন কোথায় আছে, কী করছে। ভাবছে, ও আর কখনো তার দেখা পাবে কি না।

প্রত্যেক ঘণ্টাকে মনে হচ্ছে যেন একেকটা দিন। ভাঙা পায়ে ভোঁতা অনুভূতি হচ্ছে ওর, প্লাস্টারের নিচে চুলকাচ্ছে। পায়ে হাত দেয়ার সাথে সাথে মাংসগুলো যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এখানে নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। খানিকক্ষণ পর ও নিজেই নিজের সাথে কথা বলা শুরু করলো, শুধু কারো গলার স্বর শোনার জন্য। নিজের মাথা ঠিক রাখতে প্ল্যান সাজাচ্ছে সে, অন্ধকারের মাঝেও আশার প্রাসাদ বানিয়ে যাচ্ছে। রবার্টের ভাইয়েরা ঘটনা জানে, ড্রাগনস্টোন আর স্টর্মস এন্ডে বসে আর্মি গঠন করছে ওরা। স্যার গ্রেগরের ব্যবস্থা করার পর অ্যালিন আর হারউইন ওর হাউজের বাকি

BanglaBook.org

রক্ষীদের নিয়ে কিংস ল্যান্ডিং-এ আসবে। খবরটা পাওয়ার পর পুরো উত্তরকে জাগিয়ে তুলবে ক্যাট, নদী আর পর্বতের লর্ডরা যোগ দেবে ওর সাথে।

ঘুরেফিরে বারবার রবার্টের কথাই মাথায় আসছে। মনের পর্দায় ভাসছে ওর একদম বালক বয়সের চেহারাটা; লম্বা, আকর্ষণীয়, মাথায় শোভা পাচ্ছে হরিণের শিং বসানো শিরস্ত্রাণ। রণ-কুঠার হাতে নিয়ে শিংওয়ালা দেবতার মতো বসে আছে ওর ঘোড়ার উপর। অন্ধকারের ভেতর থেকে ওর অট্টহাসির ধ্বনি ভেসে এলো, পাহাড়ি লেকের ন্যায় নীল চোখগুলো আঁধারের ভেতর জ্বলজ্বল করছে। 'আমাদেরকে দেখো, নেড,' রবার্ট বললো। 'আমরা এই অবস্থায় কীভাবে পড়লাম? তুমি এখানে পচে মরছো, আর আমি তো শূকরের হাতেই মরে গেছি। অথচ এই আমরাই সিংহাসন জয় করেছিলাম...'

তোমাকে দেয়া কথা রাখতে পারিনি আমি, নেড ভাবলো। কথাগুলো মুখ দিয়ে বের করতে পারছে না সে। *তোমার সাথে মিথ্যা বলেছি। সত্য লুকিয়েছি। ওদেরকে তোমাকে খুন করার সুযোগ দিয়েছি।*

এরপরেও ওর কথাগুলো শুনে ফেললো রাজা। 'ঘাড়মোটা বেকুব,' ও বললো। 'সম্মান ধুয়ে পানি খাবে তুমি, স্টার্ক? সম্মান কি এখন তোমার বাচ্চাদের ঢাল হয়ে দাঁড়াবে?' ওর মুখে চিড় ধরলো, চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে এলো মাংস। হাত দিয়ে উপরের মুখোশটা খুলে ফেললো সে। লোকটা রবার্ট না, লিটলফিঙ্গার। দাঁত বের করে হাসছে সে, ওকে বিদ্রূপ করছে। ও যখন মুখ খুললো, ওর মিথ্যাগুলো ছাই রঙা বিবর্ণ মথে পরিণত হয়ে উড়ে চলে গেল।

হল ধরে যখন পায়ের আওয়াজ ধেয়ে এলো, নেড তখন আধো ঘুমের ভেতর ছিলো। প্রথমে সে ভেবেছিলো হয়তো ওদেরকে স্বপ্নে দেখছে; অনেক অনেক যুগ ধরে নিজের কণ্ঠ ছাড়া অন্য কারো স্বর শোনেনি সে। ততক্ষণে জ্বরজ্বর ভাব এসেছে ওর ভেতর, পাগুলো ভোঁতা অনুভূতিতে জড়িয়ে আছে, ফেটে শুকিয়ে গেছে ঠোঁট। ভারী কাঠের দরজাটা সরে যাওয়ার পর আলোর প্রথম ধাক্কায় চোখে ব্যথা করতে লাগলো ওর। জেলার একটা জগ ছুঁড়ে দিলো ওর দিকে। মাটির পাত্রটা ঠান্ডা, স্যাঁতস্যাঁতে শ্যাওলায় ঢাকা। জিনিসটা দুই হাতে ধরে ঢকঢক করে পান করলো সে। মুখের পাশ দিয়ে পানি পড়ে দাড়ি ভিজিয়ে দিলো। যতক্ষণ পারলো প্রাণ ভরে পান করলো নেড। 'কতদিন হলো?' আর যখন পান করতে পারছিলো না তখন দুর্বলভাবে জিজ্ঞেস করলো সে। ইঁদুরের মতো দেখতে লোকটার দাড়ি জীর্ণ, দেখতে বেশ ভয়াবহ। বর্ম পরে আছে সে, গলায় আছে চামড়ার তৈরি অর্ধ-স্কন্ধাবরণ। 'কোনো কথা না।' নেডের হাত থেকে জগটা কেড়ে নিলো সে।

BanglaBook.org

'প্লিজ,' নেড বললো। 'আমার মেয়েরা...' দরজাটা ওর মুখের উপর বন্ধ হয়ে গেল। আলো হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে চোখ পিটপিট করলো সে, নিজের বুকের দিকে মাথা নিচু করে খড়ের ওপর গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লো। এখানে এখন আর মলমূত্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে, কোনো গন্ধই আর পাওয়া যাচ্ছে না।

ওর পক্ষে এখন আর হাঁটা বা ঘুমানোর ভেতর পার্থক্য করা সম্ভব নয়। স্মৃতিগুলো ধেয়ে আসছে ওর ভেতর, স্বপ্নের মতোই প্রাণবন্ত ওগুলো। মেকি বসন্তের সময়কার স্মৃতি।

আবারো আঠারো বছর বয়সী হয়ে গেছে সে, ঈরি থেকে হ্যারেনহলে অশ্বারোহীদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আসছে। ঘন সবুজ ঘাস দেখতে পাচ্ছে নেড, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে রেণুর সুগন্ধ। উষ্ণ দিন, শীতল রাত আর ওয়াইনের মিষ্টি গন্ধ। ব্র্যান্ডনের হাসি শুনতে পাচ্ছে ও, মনে পড়ছে সেদিন দ্বন্দ্বযুদ্ধে রবার্টের উন্মত্ত সাহসের কথা, একের পর এক প্রতিযোগীকে ঘোড়ার উপর থেকে ফেলতে ফেলতে উচ্চ স্বরে হাসছে সে। জেইমি ল্যানিস্টারকেও দেখতে পেল নেড, কলাই করা বর্ম পরিহিত তরুণ এক যোদ্ধা, রাজার প্যাভিলিয়নের সামনে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে রাজা এরিসকে সুরক্ষা দেয়ার ওয়াদা করছে। শপথ শেষে স্যার অসওয়েল ওয়েন্ট জেইমিকে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। শ্বেত ষাঁড় খ্যাত লর্ড কমান্ডার স্যার জেরল্ড হাইটাওয়ার কিংসগার্ডের তুষারশুভ্র আলখাল্লা পরিয়ে দিলেন ওর কাঁধে। সাদা তলোয়ার হাতে ছয়জন শ্বেত করপাল আছেন ওখানে, নিজেদের নতুন ভাইকে স্বাগতম জানাচ্ছেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দিনটা রেইগার টারগেরিয়ানেরই হলো। রাজকুমার রেইগার সেই বর্মটা পরে আছে যে বর্মে মারা পড়বে ও: জ্বলজ্বলে কালো প্লেটের তৈরি বর্ম, বুকের মাঝখানে থাকা পদ্মরাগমণির ওপর বসানো আছে তার হাউজের প্রতীক ড্রাগন। রক্তাভ রঙের রেশম দিয়ে তৈরি আলখাল্লা ওকে অনুসরণ করছে, কোনো বর্শাই স্পর্শ করতে পারছে না তাকে। ব্র্যান্ডন হেরে গেল ওর কাছে, এরপর হারলো ব্রোঞ্জ ইয়ান রয়েস, এমনকি উষার তরবারি খ্যাত স্যার আর্থার ডেইন পর্যন্ত।

তরুণ যুবরাজ যখন স্যার ব্যারিস্টানকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়ে মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিয়ে গর্ব করছে, তখন জন আর বৃদ্ধ লর্ড হান্টারের সাথে হাসাহাসি করছে রবার্ট। সকল হাসি শুকিয়ে যাওয়ার সেই মুহূর্তটার কথা ভালোই মনে আছে নেডের। রাজকুমার রেইগার টারগেরিয়ান সবার সামনে তার ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল নিজ স্ত্রীর দিকে–ডর্নিশ রাজকন্যা এলিয়া মার্টেল। এক ধাক্কায় রাজকন্যার মাথার লরেল মুকুট কেড়ে নিয়ে লিয়ানার কোলের ওপর ফেললো সে। এখনো জিনিসটা চোখের সামনে ভাসে ওর: শীতের গোলাপ দিয়ে তৈরি মুকুট, তুষারের ন্যায় নীল।

BanglaBook.org

নেড স্টার্ক ওর হাত বাড়িয়ে দিলো ফুলেল মুকুটটা ধরার জন্য, কিন্তু ধূসর নীল পাপড়ির নিচে লুকিয়ে ছিলো কাঁটা। তীক্ষ্ণ, নিষ্ঠুর কাঁটাগুলো ওর চামড়া আঁকড়ে ধরেছে, আঙ্গুল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। কাঁপুনি দিয়ে জেগে উঠলো সে।

কথা দাও, নেড, রক্তে ভরপুর বিছানায় শুয়ে ওর বোন ফিসফিস করে বলেছিলো। শীতের গোলাপের সুগন্ধ খুবই পছন্দ ছিলো ওর।

'দেবতারা আমাকে রক্ষা করুক,' ফুঁপিয়ে উঠলো নেড। 'আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

উত্তর দেয়ার অনুগ্রহ দেখালেন না দেবতারা।

যতবারই জেলার লোকটা ওকে পানি দিয়ে যেত, ততবারই ও একদিন করে হিসেব করতো। প্রথম প্রথম মেয়েদের আর বাইরের দুনিয়ার খবর জানার জন্য লোকটার কাছে অনুরোধ করতো সে। কর্কশ স্বর আর লাথিই ছিলো ওর একমাত্র উত্তর। পরে পাকস্থলী ব্যথা শুরু হলে সে এর পরিবর্তে খাবার দেয়ার জন্য অনুরোধ করতো। তাতেও কিছু হয়নি; খাবার দেয়া হতো না ওকে। সম্ভবত ল্যানিস্টাররা ওকে না খাইয়ে ধীরে ধীরে মারতে চাইছে। 'না,' ও নিজেকে বললো। সার্সি যদি ওকে মারতে চাইতো, সেদিন সিংহাসন কক্ষেই ওর সঙ্গীদের মতো ওরও গলা কেটে ফেলতো সে। ও তাকে দুর্বল করতে চাইছে। দুর্বল, অসহায়, মুক্তির জন্য ব্যাকুল, কিন্তু জীবিত। ক্যাটলিন ওর ভাইকে ধরে রেখেছে; ও যদি তাকে মেরে ফেলে তবে ইম্পটার জীবনে তার প্রভাব পড়বে।

লোহার শেকলের শব্দ হলো বাইরে। দরজাটা খুলে যাওয়ার সাথে সাথে শ্যাওলা ধরা দেয়ালে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে নিজেকে আলোর দিকে নিয়ে গেল নেড। মশালের আলোয় চোখ খোলা রাখতে কষ্ট হচ্ছে। 'খাবার,' ও ভাঙা গলায় বললো।

'ওয়াইন,' কেউ উত্তর দিলো। ইঁদুরমুখো লোকটা নয়, এই কারাপরিদর্শক আরো শক্তপোক্ত, আরো বেঁটে, যদিও সে একইরকম চামড়ার তৈরি অর্ধ-স্কন্ধাবরণ পরেছে, মাথায় দিয়েছে ইস্পাতের তৈরি কাঁটাযুক্ত মস্তকাবরণ। 'পান করুন, লর্ড এডার্ড।' নেডের হাতে একটা ওয়াইনস্কিন ধরিয়ে দিলো সে।

কণ্ঠটা অদ্ভুতভাবে পরিচিত, এরপরেও কয়েক মুহূর্ত লাগলো চিনতে। 'ভ্যারিস?' মাতালের মতো বললো সে। ধীরে-সুস্থে লোকটার মুখ স্পর্শ করলো। 'আমি...আমি স্বপ্ন দেখছি না। তুমি সত্যিই এসেছ!' খোজা লোকটার সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। ভ্যারিস নিজেকে পাকা চুলের কারাপরিদর্শকে রূপান্তরিত করেছে। শরীর থেকে ধেয়ে আসছে মিষ্টি আর ওয়াইনের সুগন্ধ। 'তুমি কীভাবে...কী ধরনের জাদুকর তুমি?'

'একজন তৃষ্ণার্ত জাদুকর,' ভ্যারিস বললো। 'পান করুন, মাই লর্ড।'

BanglaBook.org

নেডের হাত ওয়াইনস্কিনের গায়ে হাতড়ে বেড়াতে লাগলো। 'এই বিষটাই কি রবার্টকে দিয়েছিলো ওরা?'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন,' দুঃখের সাথে বললো ভ্যারিস। 'সত্যি বলতে, কেউই খোজাদেরকে পছন্দ করে না। স্কিনটা আমাকে দিন।' পান করলো সে, ওর ফোলা মুখের প্রান্ত বেয়ে খানিকটা গড়িয়ে পড়লো। 'দ্বন্দ্বযুদ্ধের রাতে যে অসাধারণ মদ পান করতে দিয়েছিলেন আমাকে, তার মতো নয় অবশ্য। কিন্তু অন্য যেকোনো মদের চেয়ে বেশি বিষাক্ত নয়,' ও কথা শেষ করলো, মুখ মুছলো সে। 'নিন।'

এক চুমুক পান করার চেষ্টা করলো নেড। 'জঘন্য।' মনে হচ্ছে ওয়াইনগুলো ওর পেট থেকে বেরিয়ে আসবে।

'সব মানুষেরই মিষ্টির সাথে তেতো স্বাদ হজম করা উচিত। উচ্চ লর্ড আর খোজা সবার জন্যই কথাটা সত্য। আপনার সময় হয়ে এসেছে, মাই লর্ড।'

'আমার মেয়েরা...'

'ছোটজন স্যার ম্যারিনের হাত থেকে পালিয়েছে,' ভ্যারিস ওকে বললো। 'আমি ওকে খুঁজে পাইনি। ল্যানিস্টাররাও পায়নি। ছোট্ট একটু দয়া দেখিয়েছে তারা। আমাদের নতুন রাজা ওকে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। কিন্তু আপনার বড় মেয়ে...সে এখনো জফরির বাগদত্তা হয়ে আছে। সার্সি ওকে কাছাকাছিই রাখে। মেয়েটা কিছুদিন আগে রাজসভায় এসে সবার সামনে আপনাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। ওখানে থাকলে আপনার অনেক খারাপ লাগতো।' ওর দিকে ঝুঁকে এলো সে। 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আপনি শেষ, লর্ড এডার্ড?'

'রাণী আমাকে মারবে না,' নেড বললো। ওর মাথা ঘুরছে; ওয়াইনটা খুবই শক্তিশালী। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ও খাবার খেয়েছে অনেক আগে। 'ক্যাট...ক্যাটের হাতে ওর ভাই আছে...'

'ভুল ভাই।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভ্যারিস। 'কিন্তু তাতেও কাজ হতো না। কারণ সে আপনার স্ত্রীর হাত গলে বেরিয়ে গেছে। হয়তো ইতোমধ্যেই চন্দ্র-পাহাড়ের আশেপাশে কোথাও মরে পড়ে আছে সে।'

'এটা যদি সত্যিই হয়, তবে আমার গলা ফাঁক করে দিয়ে কাজ শেষ করুন, এখুনি।' ওয়াইনটার কারণে মাথা ঘোরাচ্ছে, অনেক দুর্বল লাগছে, বুকে চিনচিনে ব্যথাও শুরু হয়েছে।

'আপনার রক্ত আমি চাই না।'

ভ্রু কুঁচকালো নেড। 'ওরা যখন আমার রক্ষীদেরকে হত্যা করছিলো, আপনি তখন রাণীর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, একটা কথাও বলেননি।'

BanglaBook.org

'একই পরিস্থিতিতে পড়লে আবারো তা-ই করবো। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি তখন অস্ত্রহীন, বর্মহীন ছিলাম, আমার চারপাশে ছিলো ল্যানিস্টারদের তলোয়ার।' উদ্বিগ্ন চোখে তাকালো খোজাটা, মাথাটা ওর দিকে কাত হয়ে আছে। 'আমি যখন তরুণ ছিলাম, আমাকে খোজা করার আগের কথা বলছি, তখন আমি একদল মূকাভিনেতার সাথে ঘুরতাম। এক শহর থেকে আরেক শহরে যেতাম আমরা। ওরাই আমাকে শিখিয়েছে যে প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা ভূমিকা থাকে, মূকাভিনয়ে যেমন থাকে, জীবনেও ঠিক তেমনই থাকে। রাজসভায়ও থাকে। রাজার ন্যায়বিচার ভয়ংকর হতে হয়, মুদ্রাধ্যক্ষের হতে হয় মিতব্যয়ী, কিংসগার্ডের লর্ড কমান্ডারকে হতে হয় সাহসী, আর গুপ্তচর প্রধানকে হতে হয় চতুর, চাটুকার ধরনের, তার ভেতর কোনোরকম সংকোচ থাকতে নেই। একজন সাহসী গুপ্তচর একজন ভীতু নাইটের মতোই অকেজো।' ওয়াইনস্কিন হাতে নিয়ে পান করলো সে।

মেকি দাড়ি আর মূকাভিনেতাদের দেয়া ক্ষতের পেছনে লুকিয়ে থাকা আসল চেহারার মাঝে সত্যটা খুঁজছে নেড। আরো ওয়াইন পান করলো সে। এবার সহজেই গলার ভেতর গেল। 'এই কূপ থেকে আমাকে মুক্ত করতে পারবেন?'

'হয়তো...কিন্তু করবো কি? না। প্রশ্ন উঠবে তাহলে, আর প্রশ্নগুলো আমার দিকেই ইঙ্গিত করবে।'

নেড অবশ্য এর বেশি কিছু আশা করেনি। 'আপনি খুবই ঠোঁটকাটা।'

'খোজাদের কোনো আত্মসম্মান নেই। মাকড়সাদের সংকোচের সুযোগ নেই, মাই লর্ড।'

'আপনি কি অন্তত আমার হয়ে একটা বার্তা বহন করতে পারবেন?'

'সেটা খবরের উপরেই নির্ভর করবে। আমি আপনাকে কাগজ আর কালি এনে দিতে পারি, যদি আপনি চান। আপনার লেখা শেষ হলে আমি চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়বো, এরপর ভেবে দেখবো যে এটা পৌঁছে দিলে আমার নিজের দিক ঠিক থাকবে কি না।'

'আপনার দিক। আপনার দিক আসলে কোনদিকে, লর্ড ভ্যারিস?'

'শান্তির দিকে,' সাথে সাথে জবাব দিলো ভ্যারিস। 'যদি পুরো কিংস ল্যান্ডিং-এ একজন লোকও থেকে থাকে যে আসলেই রাজা রবার্টকে বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলো, সে হচ্ছি আমি।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। 'পনেরো বছর ধরে তাকে তার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছি আমি, কিন্তু ওনাকে তার বন্ধুদের কাছ থেকে রক্ষা করতে পারিনি। ঠিক কোন পাগলামির বশে রাণীকে আপনি বলতে গেলেন যে জফরির জন্ম সম্পর্কে সত্যটা আপনি জানতে পেরেছেন?'

BanglaBook.org

'এই পাগলামি দয়ার,' নেড স্বীকার করলো।

'আহ,' ভ্যারিস বললো। 'অবশ্যই। আপনি একজন সৎ এবং সম্মানিত লোক, লর্ড এডার্ড। মাঝেমধ্যে আমি ভুলে যাই এটা। আমি এরকম লোক খুবই কম দেখেছি।' হাজতের চারদিকে নজর দিলো সে। 'যখন দেখলাম সম্মান আর সততা আপনাকে কী এনে দিয়েছে, তখন বুঝলাম যে কেন।'

স্যাঁতস্যাঁতে দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখদুটো বন্ধ করলো নেড স্টার্ক। ওর পা এখনো ধকধক করে জ্বলছে। 'রাজার মদ...ল্যান্সেলকে প্রশ্ন করেছেন?'

'অবশ্যই। সার্সিই ওকে সেই ওয়ানস্কিন দিয়েছে, ওকে বলেছে এই মদ রবার্টের সবচেয়ে প্রিয়।' খোজা লোকটা কাঁধ উঁচু করলো। 'একজন শিকারী খুবই ভয়ংকর জীবন যাপন করে। শূকরের হাতে যদি না মরতেন তিনি, তবে ঘোড়া থেকে পড়ে মরতেন, নাহয় সাপের কামড়ে মরতেন, অথবা ভুল পথে যাওয়া তীর...বন হচ্ছে দেবতাদের কসাইখানা। ওয়াইন তাকে হত্যা করেনি, মাই লর্ড, করেছে আপনার *দয়া*।'

এটারই ভয় পাচ্ছিলো নেড। 'দেবতারা আমাকে ক্ষমা করুক।'

'দেবতা বলে যদি কিছু থাকে,' ভ্যারিস বললো, 'তো আশা করি করবে। অবশ্য, এমনিতেও রাণী একদিন না একদিন এটা করতোই। রাজা দিন দিন আরো বুনো হয়ে যাচ্ছিলেন। রাণীর খুব দ্রুতই তাকে সরিয়ে দিয়ে তার ভাইদের দিকে নজর দিতে হতো। ওরা আসলেই চমৎকার এক জুড়ি, স্ট্যানিস আর রেনলি। একজন লৌহ দস্তানা হলে অপরজন রেশমের দস্তানা।' হাতের পেছনের পিঠ দিয়ে মুখ মুছে নিলো সে। 'আপনি বোকামি করেছেন, মাই লর্ড। লিটলফিঙ্গার যখন আপনাকে বলেছিলো জফরিকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নিতে, আপনার উচিত ছিলো ওর কথা শোনা।'

'কীভাবে...কীভাবে জানেন এই কথা?'

ভ্যারিস হাসলো। 'আমি জানি, শুধু এটুকু জানলেই আপনার চলবে। আমি এটাও জানি, আগামীকাল রাণী আপনার সাথে দেখা করবে।'

খুব ধীরে ধীরে চোখ তুললো নেড। 'কেন?'

'সার্সি আপনাকে ভয় পায়, মাই লর্ড...কিন্তু ওর আরো কিছু শত্রু আছে যাদেরকে সে আপনার চেয়েও বেশি ভয় পায়। ওর প্রাণপ্রিয় জেইমি এখনো রিভার লর্ডদের সাথে যুদ্ধ করছে। ওদিকে লাইসা অ্যারিন এখনো বসে আছে ঈরির আসনে, ওর চারপাশে আছে পাথর আর ইস্পাত। ও আর রাণী একজন আরেকজনকে খুবই অপছন্দ করে। ডর্নে এখনো লোকেরা রাজকুমারি এলিয়া আর তার বাচ্চাদের হত্যা নিয়ে ক্ষোভ পুষে রেখেছে। আর এখন আপনার ছেলে নেক ধরে এগোচ্ছে, সাথে আছে উত্তরের বিশাল এক বাহিনী।'

BanglaBook.org

'রব এখনো বাচ্চা,' বিস্মিত ভঙ্গিতে বললো নেড।

'একজন বাচ্চা, যার পেছনে বিশাল এক সেনাবাহিনী আছে,' ভ্যারিস বললো। 'এরপরেও বাচ্চা ছেলে, আপনি যেমন বললেন। মূলত রাজার ভাইয়েরা সার্সিকে নির্ঘুম রাত উপহার দিচ্ছে...বিশেষ করে স্ট্যানিস। সিংহাসনের প্রতি তার দাবি সত্যিকারের, যুদ্ধে ওর নেতৃত্ব সম্পর্কে সবাই জানে, আর ওর ভেতর যে বিন্দুমাত্রও দয়ামায়া নেই, এটাও সবাই জানে। এই পৃথিবীতে একজন সত্যিকার বিচারকের মতো ভয়ংকর কোনো প্রাণী নেই। কেউই জানে না স্ট্যানিস ড্রাগনস্টোনে বসে বসে কী করছে, তবে আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি, ও সামুদ্রিক শেল যতটা জোগাড় করেছে, তা চেয়েও বেশি করেছে বাহিনী। আর এইখানেই সার্সির ভয়: ওর ভাই আর বাবা যখন স্টার্ক আর টালিদের সাথে যুদ্ধ করছে, লর্ড স্ট্যানিস তখন এখানে এসে নিজেকে রাজা হিসেবে দাবি করবে, ওর কোঁকড়া চুলওয়ালা ছেলের মাথা কেটে নেবে...সেই সাথে ওরটাও। যদিও আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে সে নিজের চেয়েও ছেলের জীবনকে বেশি মূল্য দেয়।'

'স্ট্যানিস ব্যারাথিয়নই রবার্টের প্রকৃত উত্তরাধিকারী,' নেড বললো। 'আইনত সিংহাসন এখন ওরই। আমি ওর আগমনে পূর্ণ সমর্থন দেবো।'

মুখ দিয়ে চুক চুক শব্দ করলো ভ্যারিস। 'সার্সি এই কথা শুনলে মোটেও খুশি হবে না, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। স্ট্যানিস হয়তো সিংহাসন জিতে নেবে, কিন্তু তখন উৎসব করার জন্য শুধু আপনার পচা মাথাটাই থাকবে, যদিনা আপনি আপনার মুখটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সানসা অনেক সুন্দর করে প্রার্থনা করেছে, আপনি যদি সব ছুঁড়ে ফেলে দেন, তবে ব্যাপারটা খুবই লজ্জার হবে। আপনাকে আপনার জীবন ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে, যদি আপনি সেটা নিতে চান। সার্সি বোকা নয়। সে জানে, একজন বশীভূত নেকড়ে মৃত নেকড়ের চেয়ে বেশি কাজের হয়।'

'আপনি চাইছেন, যে মহিলাটা আমার রাজাকে খুন করেছে, আমার লোকদের জবাই করেছে, আমার ছেলেকে খোঁড়া করে দিয়েছে, আমি তার হয়ে কাজ করবো?' অবিশ্বাসী গলায় বললো নেড।

'আমি আপনাকে এই রাজ্যের হয়ে কাজ করতে বলছি,' ভ্যারিস বললো। 'রাণীকে বলুন যে আপনি নিজের ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করবেন, আপনার ছেলেকে তলোয়ার ত্যাগ করতে বলবেন। জফরিকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নিন। স্ট্যানিস আর রেনলিকে অবৈধ দখলদার হিসেবে ঘোষণা দেয়ার ওয়াদা করুন। আমাদের সবুজ চোখের সিংহী জানে যে আপনি একজন সম্মানিত মানুষ। ও যে শান্তিটা চায়, সেটা যদি

BanglaBook.org

আপনি তাকে দেন, সেই সাথে ওকে স্ট্যানিসের সাথে মোকাবেলা করার সময়টা দেন, তার রহস্যটা আপনার কবরে নিয়ে যাওয়ার ওয়াদা করেন, আমার বিশ্বাস সে আপনাকে নাইটস ওয়াচে যোগ দিতে দেবে, বাকি জীবন আপনাকে কাটাতে দেবে আপনার ভাই আর ঐ জারজ সন্তানের সাথে।'

জনের কথা মাথায় আসতেই লজ্জায় কুঁকড়ে গেল সে। গভীর এক বেদনার ভেতর ডুবে গেল যেটাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ও যদি আবারো ছেলেটাকে দেখতে পেতো, ওর পাশে বসে ওর সাথে কথা বলতে পারতো...ওর পায়ে থাকা প্লাস্টারের ভেতর দিয়ে ব্যথার ঝাপটা বয়ে গেল। কুঁচকে গেল সে, অসহায়ভাবে ওর আঙ্গুল একবার খুলছে আরেকবার বন্ধ হচ্ছে। 'এসব কি আপনার একার বুদ্ধি,' হাঁফাতে হাঁফাতে বললো সে, 'নাকি আপনিও লিটলফিঙ্গারের সাথে যোগ দিয়েছেন?'

কথাটা খোজা লোকটাকে বিমোহিত করেছে মনে হলো। 'আমি খুব শীঘ্রই কোহোরের কালো ছাগলকে বিয়ে করে নেবো। এই সপ্তরাজ্যে যত শঠ প্রকৃতির লোক আছে, লিটলফিঙ্গার তাদের মাঝে দ্বিতীয়। হ্যাঁ, আমি ওকে বেছে বেছে কিছু তথ্য গেলাই, নির্দিষ্ট পরিমাণ তথ্য, যাতে সে ভাবে আমি তার...ঠিক যেভাবে সার্সিকে গেলাই, যাতে করে সে ভাবে আমি তার।'

'এইমাত্র ঠিক যেভাবে আমাকে গেলালেন, যাতে করে আমি ভাবি আপনি আমার। আমাকে একটা কথা বলুন, লর্ড ভ্যারিস, আপনি আসলে কার?'

ভ্যারিসের ঠোঁটে পাতলা হাসি খেলে গেল। 'কেন, মাই লর্ড, আমি এই সাম্রাজ্যের, এ নিয়ে আপনার সন্দেহ হয় কীভাবে? আমি নিজের হারানো পুরুষত্বের নামে ওয়াদা করে বলছি। আমি এই সাম্রাজ্যের হয়ে কাজ করি। আর এই সাম্রাজ্যের শান্তি প্রয়োজন।' ওয়াইনের সর্বশেষ ফোঁটা মুখে দিয়ে ওয়াইনস্কিনটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে। 'তাহলে আপনার উত্তর কী, লর্ড এডার্ড? আমাকে কথা দিন যে রাণী এখানে এসে যা চাইবে, আপনি তাকে তা-ই দেবেন।'

'যদি কথা দেই, তবে আমার কথাগুলো শূন্য বর্মের মতোই খালি শোনাবে। আমার নিজের জীবন আমার কাছে অত প্রিয় না যে এর জন্য সম্মান বিসর্জন দেবো।'

'দুঃখজনক।' খোজাটা উঠে দাঁড়ালো। 'আর আপনার মেয়েদের জীবন, মাই লর্ড? সেগুলো কতটা প্রিয় আপনার কাছে?'

নেডের হৃৎপিণ্ড বরাবর শীতল এক স্রোত বয়ে গেল। 'আমার মেয়েরা...'

'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না যে আমি আপনার আদুরে বাচ্চাদের কথা ভুলে গেছি, মাই লর্ড? রাণীও কিন্তু ভুলে যায়নি।'

BanglaBook.org

'না।' মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলো নেড, ওর গলা ভেঙে গেছে। 'ভ্যারিস, দেবতারা ক্ষমা করুক, আমার সাথে যা মন চায় করুন, কিন্তু আমার মেয়েদেরকে আপনার ষড়যন্ত্রের বাইরে রাখুন। সানসা স্রেফ এক বাচ্চা ছাড়া আর কিছুই না।'

'রেইনিসও বাচ্চাই ছিলো। রাজকুমার রেইগারের মেয়ে। খুবই মূল্যবান ছোট্ট এক মানুষ, আপনার মেয়ের চেয়েও ছোট ছিলো সে। ওর একটা ছোট্ট বিড়াল ছিলো, যাকে সে আদর করে ডাকতো ব্যালেরিয়ন, জানেন আপনি? আমি এখনো ভাবি ওর সাথে কী হয়েছে। রেইনিস ভাবতে পছন্দ করতো যে এটাই সত্যিকারের ব্যালেরিয়ন। সেই ঐতিহাসিক কৃষ্ণ আতংক ব্যালেরিয়ন, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ল্যানিস্টাররা ওকে বিড়াল আর ড্রাগনের মাঝে পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছে। যে দিন ওরা তার দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিলো, সেদিনই।' খুব দীর্ঘ, ক্লান্ত এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভ্যারিসের নাক দিয়ে। যে মানুষটা পুরো পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট একটা বিশাল থলেতে ভরে নিজের কাঁধে বহন করে, তার দীর্ঘশ্বাস। 'হাই সেপ্টন আমাকে একবার বলেছিলেন, *আমরা যেমন পাপ করি, তেমনই শাস্তি পাই*। কথাটা যদি সত্যি হয়, লর্ড এডার্ড, তাহলে আমাকে বলুন...আপনারা উচ্চ লর্ডরা যখন সিংহাসনের খেলায় মত্ত থাকেন, তখন কেন নিরপরাধরাই সবচেয়ে বেশি শাস্তি পায়? রাণীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে কথাটা নিয়ে ভাবুন। সেই সাথে এটা নিয়েও ভাবুনঃ পরবর্তীবার যে আপনাকে দেখতে আসবে, সে সাথে করে পাউরুটি, পনির, আর আপনার ব্যথার জন্য পপির নির্যাস নিয়ে আসতে পারে...অথবা সে আপনার জন্য নিয়ে আসতে পারে সানসার কাটা মাথা।

'প্রিয় মুখ্য উপদেষ্টা, সামনে কী হবে, তার সবই এখন নির্ভর করছে আপনার ইচ্ছার ওপর।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

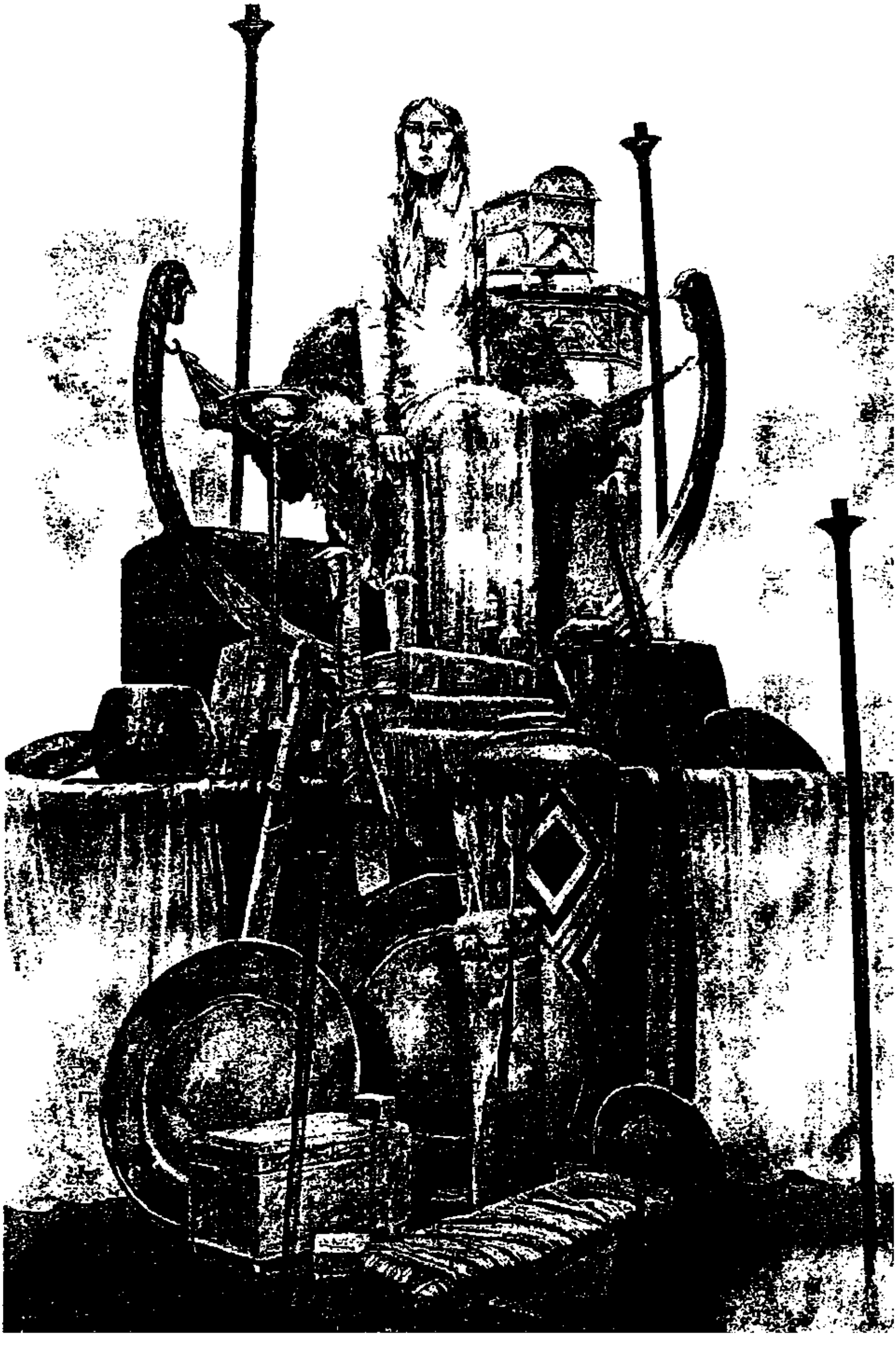

ক্যাটলিন

সৈন্যদের বিশাল দলটা নেকের কালো জলাভূমির ভেতরের রাস্তা পেরিয়ে যখন রিভারল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়লো, ক্যাটলিনের উদ্বেগ বেড়ে গেল তখন। মুখটাকে শান্ত আর দৃঢ় করে রেখে ভয়টা লুকোতে চাইলো কিন্তু প্রতি লীগ এগুনোর সাথে সাথে ভয়টা বেড়েই চলেছে ওর। চিন্তায় ভরে রইলো তার দিন, নাইটরা ছুটে চললো বিরামহীন আর মাথার উপর দিয়ে যাওয়া প্রতিটা দাঁড়কাক দেখে দাঁতে দাঁত চাপলো সে।

বাবার কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে দুশ্চিন্তা করতে লাগলো তার জন্য। এডমিউরের জন্যেও চিন্তা হচ্ছে তার। দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলো যে কিংস্লেয়ারের সাথে যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেই হয় তবে যেন এডমিউরকে দেখে রাখে তারা। নেড আর মেয়েরা এবং উইন্টারফেলে রেখে আসা আদরের বাচ্চাদের জন্যও দুশ্চিন্তার শেষ নেই তার। কিন্তু এই মুহূর্তে ওদের কারো জন্য কিছু করার সুযোগ নেই ক্যাটলিনের, তাই ওদের চিন্তা পাশে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলো। *রবের জন্য তোমার সব শক্তি সঞ্চয় করে রাখো*, নিজেকে বোঝালো সে। একমাত্র তাকেই এখন সাহায্য করতে পারে সে। *উত্তরের মানুষদের মতোই তোমাকে শক্ত আর হিংস্র হতে হবে, ক্যাটলিন টালি। তোমার সন্তানের মতোই পুরোদস্তুর একজন স্টার্ক হতে হবে এখন।*

সৈন্যদের সারির একেবারে সামনে চলছে রব, উড়তে থাকা উইন্টারফেলের নিশানের নিচে। প্রতিদিন তার সাথে চলার সম্মান দিচ্ছে কোনো না কোনো লর্ডকে যাতে চলতে চলতেই সলাপরামর্শ করতে পারে; পর্যায়ক্রমে প্রতি লর্ডকেই এই সম্মান দিচ্ছে সে, কোনো ভেদাভেদ করছে না। নেড যেভাবে প্রত্যেকের কথা শুনে এরপর বিচার

BanglaBook.org

করে দেখতো, ঠিক সেভাবেই চলছে রব। ওকে দেখতে দেখতে ক্যাটলিনের মনে হচ্ছে ছেলেটা বাবার কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছে। কিন্তু যা শিখেছে তা কি যথেষ্ট?

ব্ল্যাকফিশ একশজন বাছাই করা সেনা আর একশটা দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে চলে গেছে ওদের এই গতিবিধিকে আড়াল করতে, সেই সাথে সামনের পথ সম্পর্কে জানতে। আর ব্র্যান্ডেনের অশ্বারোহীরা যে খবর নিয়ে এসেছে তা ক্যাটলিনের দুশ্চিন্তাকে খুব একটা দূর করতে পারেনি। লর্ড টাইউইনের সৈন্যরা এখনো অনেক দক্ষিণে অবস্থান করছে...কিন্তু ক্রসিং-এর লর্ড ওয়াল্ডার ফ্রেই গ্রিন ফোর্কের উপর তার দুর্গে প্রায় চার হাজার সৈন্য জড়ো করে রেখেছে।

'আবারও দেরি করছে,' খবরটা শোনার পর বিড়বিড় করে বললো সে। লোকটা শুধু ট্রাইডেন্টের ওপর আধিপত্যের চিন্তাতেই বিভোর! ওর ভাই এডমিউর যখন তার অনুগত লর্ডদের ডেকে পাঠিয়েছিলো, তখনই ফ্রেইয়ের উচিত ছিলো রিভাররানে গিয়ে টালি সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া। কিন্তু এখনো সে এখানে বসে আছে।

'চার হাজার সৈন্য,' রাগের তুলনায় বরং বিহ্বলতাই বেশি প্রকাশ পেল রবের কণ্ঠে। 'লর্ড ফ্রেই নিশ্চয়ই আশা করছে না যে ল্যানিস্টারদের সাথে একাই লড়বে সে। নিশ্চয়ই আমাদের সাথে যোগ দেবার চিন্তা করছে।'

'আসলেই কি তাই?' ক্যাটলিন জিজ্ঞেস করলো। রব আর তার সেদিনের সঙ্গী রবেট গ্লোভারের সাথে যোগ দেবার জন্য আগে বাড়লো সে। ওদের পেছনে সৈন্যরা ছড়িয়ে আছে, ধীরে ধীরে চলতে থাকা বর্শা, বল্লম আর নিশানের এক জঙ্গল যেন। 'আমার তা মনে হয় না। ওয়াল্ডার ফ্রেইয়ের কাছে কোনো চাহিদা রেখো না, একমাত্র তাহলেই আশাভঙ্গ হবে না।'

'সে তো তোমার বাবার অনুগত একজন ব্যানারবাহী।'

'যেসব লোক নিজেদের শপথ দুইজনের কাছে করে, তারা যেকোনো একজনের শপথকে বেশি গুরুত্ব দেবেই, রব। আর লর্ড ওয়াল্ডার কাস্টার্লি রকের প্রতি একটু বেশিই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে। অন্তত যেটুকু আমার বাবা সহ্য করতে পারে তার থেকে বেশি। তার এক ছেলে টাইউইন ল্যানিস্টারের এক বোনকে বিয়ে করেছে। যদিও এটা মনে হয় না তার কাছে খুব গুরুত্ব বহন করে। লর্ড ওয়াল্ডার অনেক সন্তানের পিতা, অতএব তাদেরকে কারো না কারো সাথে তো বিয়ে দিতে হবে। তারপরেও...'

'তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ল্যানিস্টারদের সাথে যোগ দেবে সে, মাই লেডি?' রবেট গ্লোভার বেশ গুরুত্বসহকারে প্রশ্নটা করলো।

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ক্যাটলিন। 'সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয় এমনকি লর্ড ফ্রেই নিজেও জানে না সে আসলে কী করবে। একজন বৃদ্ধের সতর্কতা আর একজন যুবকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দুটোই আছে ওর ভেতর। আর লোকটা খুবই ধূর্ত।'

'টুইনসকে আমাদের লাগবেই, মা,' রব বেশ ক্রুদ্ধ স্বরে বললো। 'নদী পার হবার জন্য আর কোনো পথ নেই। তুমি তা ভালো করেই জানো।'

'হুম, জানি। আর নিশ্চিত থাকো যে লর্ড ফ্রেইও কথাটা বেশ ভালোভাবেই জানে।'

সেই রাতে ওরা শিবির গাড়লো জলাভূমির দক্ষিণ কিনারে, জায়গাটা কিংসরোড আর নদীর মাঝে অবস্থিত। থিয়ন গ্রেজয় এখানেই ক্যাটলিনের চাচার কাছ থেকে নতুন খবর নিয়ে আসলো। 'স্যার ব্র্যান্ডেন আপনাকে জানাতে বলেছেন যে ল্যানিস্টারদের সাথে আজ যুদ্ধ হয়েছে তার। আর কখনই লর্ড টাইউইনের বারোজন অগ্রবর্তী সৈন্য তার কাছে ফিরতে পারবে না খবর নিয়ে।' সে মুখ টিপে হাসলো। 'স্যার অ্যাডাম মারব্র্যান্ড ঐ সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো; সে পিছিয়ে গিয়ে দক্ষিণে চলে গেছে আবারো, পথিমধ্যে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে সবকিছু। লোকটা জানে আমরা এখন কোথায় আছি, কিন্তু ব্ল্যাকফিশ শপথ করে বলেছেন, স্যার মারব্র্যান্ড জানে না যে আমরা ঠিক কখন আমাদের সেনাদলকে ভাগ করে ফেলবো।'

'যদি না লর্ড ফ্রেই তাকে জানিয়ে দেয়,' ক্যাটলিন সরাসরি বললো। 'থিয়ন, তুমি যখন আমার চাচার কাছে ফিরে যাবে, তখন তাকে বলবে সে যেন তার সবচেয়ে দক্ষ তীরন্দাজদের দিন-রাত টুইনসের কাছে পাহারায় বসায়। আর দুর্গ থেকে কোনো দাঁড়কাক বেরুতে দেখলেই যেন সাথে সাথে মেরে ফেলে। আমি চাই না আমার ছেলের সৈন্যদের গতিবিধির কোনো খবর লর্ড টাইউইনের কাছে পৌঁছাক।'

'স্যার ব্র্যান্ডেন ইতোমধ্যেই সে ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছেন, মাই লেডি,' থিয়ন চতুর হাসি হেসে উত্তর দিলো। 'আর অল্প কিছু পাখি মারতে পারলেই ওদের মাংস দিয়ে পিঠা তৈরি করা যাবে। আপনার টুপি তৈরি করার জন্য ওদের পালকগুলো জমা করে রাখবো বলে ভাবছি।'

ব্র্যান্ডেন ব্ল্যাকফিশ যে চিন্তা-ভাবনায় তার চেয়ে আরো এগিয়ে তা মনে রাখার দরকার ছিলো তার, ক্যাটলিন ভাবলো। 'ল্যানিস্টাররা ফ্রেইদের জমি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সমানে চালাচ্ছে লুঠতরাজ, কিন্তু ওরা এখন বসে বসে কীসের জন্য অপেক্ষা করছে?'

'স্যার অ্যাডামের সৈন্য আর লর্ড ওয়াল্ডারের সৈন্যদের মধ্যে কিছু খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে,' উত্তর দিলো থিয়ন। 'এখান থেকে এক দিনেরও কম দূরত্বে আমরা দুইজন ল্যানিস্টার সেনার লাশ দেখতে পেয়েছি, যাদের ফ্রেইরা মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে কাকের খাবার হিসেবে। যদিও লর্ড ওয়াল্ডারের বেশিরভাগ সৈন্য টুইনসেই অবস্থান করছে।'

BanglaBook.org

এটাই ফ্রেইয়ের চিরাচরিত কাজ, তিক্ততার সাথে ভাবলো ক্যাটলিন; পিছে থাকো, অপেক্ষা করো, দেখতে থাকো, বাধ্য হবার আগে কোনো ঝুঁকি নিও না।

'যদি সে ল্যানিস্টারদের সাথে যুদ্ধ করে থাকে, তারমানে সে এখনো নিজের শপথ ভাঙ্গেনি,' রব বললো।

ক্যাটলিনকে অতটা আশাবাদী মনে হলো না। 'নিজের অধীন রাজ্য রক্ষা করা এক ব্যাপার আর লর্ড টাইউইনের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

রব থিয়নের দিকে ঘুরলো আবার। 'ব্ল্যাকফিশ কি গ্রিন ফোর্ক পার হবার অন্য কোনো রাস্তা খুঁজে পেয়েছে?'

থিয়ন মাথা নাড়লো। 'নদীতে প্রচণ্ড স্রোত বয়ে চলেছে আর অনেক গভীরও। পায়ে হেঁটে পার হওয়া যাবে না এখন, নদীটার এত উত্তর অংশে না।'

'আমাদের দ্রুতই নদী পার হতে হবে,' রব বললো, রাগে গজরাচ্ছে সে। 'আমাদের ঘোড়াগুলো সাঁতরে নদী পার হতে পারবে, কিন্তু পিঠে বর্মাবৃত সৈন্য নিয়ে পারবে না। ভেলা বানিয়ে আমাদের ধাতব যুদ্ধাস্ত্রগুলো পার করা যেতে পারে, কিন্তু তা বানানোর জন্য গাছ বা সময়, দুটোর কোনোটাই হাতে নেই আমাদের। ওদিকে লর্ড টাইউইন উত্তরের দিকে এগিয়ে আসছে...' রাগে মুঠো পাকালো সে।

'আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাইলে ভুল করবে লর্ড ফ্রেই,' থিয়ন গ্রেজয় তার গতানুগতিক আস্থার সাথে বললো। 'তার তুলনায় পাঁচগুণ সৈন্য বেশি আছে আমাদের। রব, তুমি চাইলে আমরা টুইনস দখল করে নিতে পারবো।'

'এত সহজ হবে না দখল করাটা,' ওদেরকে সতর্ক করলো ক্যাটলিন। 'আর সময়মতও দখল করা যাবে না। অবরোধ আরোপ করলে টাইউইন ল্যানিস্টার তার সৈন্য নিয়ে এসে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারবে তোমাদের।'

রব ওর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে থিয়নের দিকে তাকালো কোনো উত্তরের আশায়, কিন্তু কোনো উত্তর এলো না তার পক্ষ থেকে। বর্ম আর তলোয়ারে সজ্জিত থাকলেও কিছু সময়ের জন্য রবকে তার পনেরো বছরের তুলনায় আরো ছোট দেখাতে লাগলো। 'আমার জায়গায় বাবা হলে এখন কী করতেন?' মাকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'যেভাবেই হোক নদী পার হবার একটা পথ খুঁজে বের করতো,' ওকে বললো ক্যাটলিন।

পরদিন সকালে স্বয়ং স্যার ব্র্যান্ডেন টালি নিজেই ফিরে এলেন ওদের কাছে। নাইটের ভারী বর্ম আর শিরস্ত্রাণ খুলে রেখে সাধারণ অশ্বারোহী অনুচরদের পোশাক পরে এসেছেন তিনি, যদিও তার আলখাল্লাতে অবসিডিয়ানে পাথরের তৈরি মাছটা ঠিকই শোভা পাচ্ছে।

BanglaBook.org

ঘোড়া থেকে নামার সময় তার চাচার পাথরের মতো শক্ত হয়ে থাকা মুখটা দেখতে পেল ক্যাটলিন। 'রিভাররানের দেয়ালের নিচে একটা যুদ্ধ হয়েছে,' বললো তিনি, মুখ রাগে কাঁপছে। 'এক বন্দি ল্যানিস্টার অশ্বারোহী অনুচরের কাছ থেকে খবরটা পেলাম। কিংস্লেয়ার এডমিউরের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে ট্রাইডেন্টের লর্ডদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।'

ক্যাটলিনের মনে হলো কেউ তার হৃৎপিণ্ডটা ঠান্ডা হাত দিয়ে চেপে ধরেছে। 'আর আমার ভাই?'

'আহত অবস্থায় বন্দি হয়েছে, স্যার ব্র্যান্ডেন বললেন। 'লর্ড ব্ল্যাকউড আর জীবিত অন্যান্যরা রিভাররানের ভেতরে অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে এখন। জেইমি ল্যানিস্টার সেনারা ঘিরে রেখেছে ওদের।'

রবকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে। 'যদি আমরা সময়মত ওদের মুক্ত করতে চাই তাহলে এই অভিশপ্ত নদীটা পার হতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু এত সহজে সেটা পার হওয়া যাবে না,' ক্যাটলিনের চাচা সতর্ক করলেন। 'লর্ড ফ্রেই তার সমস্ত শক্তি দুর্গের ভেতর সঞ্চয় করে রেখেছে। দরজা আটকে খিল এঁটে বসে আছে সে।'

'লোকটা একটা ইতর,' রব বললো। 'যদি বুড়ো ভামটা আমাদের প্রতি নমনীয় না হয়, আমাদের পার না হতে দেয়, তবে ওদের দুর্গ আক্রমণ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ থাকবে না। আমি ওর চোখের সামনে টুইনস দুর্গ দুটো ধ্বংস করে দেবো, দেখি সেটা কতটুকু পছন্দ হয় তার।'

'তোমার কথাগুলো গোমড়া-মুখো বাচ্চাদের মতো শোনাচ্ছে, রব,' ক্যাটলিন বললো। 'বাচ্চাদের সামনে কোনো বাধা এলে ওরা প্রথমে চেষ্টা করে তা এড়িয়ে যাওয়ার, অথবা মরিয়া হয়ে ওঠে ধ্বংস করার জন্য। একজন লর্ডের জানা উচিত মাঝে মাঝে তলোয়ারের মাধ্যমেও যা জয় করা যায় না, তা আলোচনার মাধ্যমে জয় করা যায়।'

তিরস্কারটা শুনে রবের গাল লাল হয়ে উঠলো। 'কী বোঝাতে চাচ্ছো, মা?' নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলো সে।

'ফ্রেইরা প্রায় ছয়শ বছর ধরে ক্রসিং ধরে রেখেছে ওদের হাতের মুঠোয়, আর এই ছয়শ বছরে কখনোই এর থেকে শুল্ক আদায় করতে বিফল হয়নি ওরা।'

'কোন শুল্ক? সে কী চায়?'

ক্যাটলিন হাসলো। 'কী চায় সেটাই আমাদের বুঝতে হবে আগে।'

'আর আমি যদি তার শুল্ক মেটাতে না চাই তবে কী হবে?'

BanglaBook.org

'তাইলে তোমার উচিত হবে মোট কেইলিনে ফিরে গিয়ে লর্ড টাইউইনের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাদের প্রস্তুত করা...নইলে পাখা গজানো। এছাড়া আমি আর কোনো পথ দেখছি না।' ক্যাটলিন তার ঘোড়ার গায়ে মৃদু আঘাত করে চলতে শুরু করলো, ছেলেকে কথাগুলো অনুধাবন করার সুযোগ দিচ্ছে সে। ওর নিজের জায়গাটা তার মা দখল করে নিলে ব্যাপারটা তেমন পছন্দ করবে না সে। *তুমি কি বীরত্বের পাশাপাশি ওকে জ্ঞানী হবার শিক্ষা দাওনি, নেড?* ভাবতে লাগলো সে। *কীভাবে হাঁটুমুড়ে বসতে হয় তার শিক্ষা দাওনি?* সপ্তরাজ্যের বিভিন্ন সমাধিক্ষেত্রে এমন অনেক সাহসী লোক শুয়ে আছে যারা এই ব্যাপারটা কোনোদিন শিখতে পারেনি।

সৈন্যদলের অগ্রবর্তী অংশের সামনে যখন টুইনসের অবয়ব দৃশ্যমান হয়ে উঠলো তখন প্রায় দুপুর হয়ে এসেছে। এই দুর্গেই ক্রসিং-এর লর্ডরা তাদের আসন পেতেছে।

গ্রিন ফোর্ক এখানে বেশ গভীর হয়ে ছুটে চলছে জোরে, কিন্তু ফ্রেইরা অনেক শতাব্দী আগেই নদীটার উপর সেতু নির্মান করে সেটা পারাপার হবার জন্য মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে ধনী হয়ে উঠেছে। মসৃণ ধূসর পাথরে তৈরি বিশাল ধনুকের মতো বাঁকা সেতুটা দুইটা মালটানা গাড়ি পাশাপাশি চলার মতো চাওড়া; সেতুর মাঝে ওয়াটার টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে একগুঁয়ে কোনো পাহারাদারের মতো, নদী আর পথ দুটোকেই পাহারা দিচ্ছে নিজের দেহে থাকা অগণিত শরছিদ্র, ঘাতকূপ আর লোহার শিকের তৈরি বিশাল দরজা দিয়ে। সেতুটা তৈরি করতে ফ্রেইদের তিন পুরুষ সময় লেগেছে। তৈরি শেষ হবার পরে নদীর দুপাড়ে ওদের বিশাল বিশাল কাঠের তৈরি দুর্গ ভেঙে ফেলেছে তারা। ফ্রেইদের অনুমতি ছাড়া আর কেউ নদী পার হতে পারে না এখন।

মাঝের সেতুটার দুই পাশে হোঁৎকা, কুৎসিত চেহারার এবং সবদিক থেকে একই রকম দেখতে টুইনস নামক দুটো ভয়ালদর্শন দুর্গ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রসিং পাহারা দিচ্ছে। বিশাল দেয়াল ঘেরা, গভীর পরিখা দিয়ে পরিবেষ্টিত আর ভারী দরজার নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্য থেকে সেতুটার শুরু হয়েছে। দুই দিকের তীরেই দুইটা তোরণ আর বিশাল লোহার শিকের তৈরি দরজা রয়েছে সেতুতে চড়ার জন্য, আর সেতুর নিরাপত্তার জন্য ওয়াটার টাওয়ার তো আছেই।

এই দুর্গ আক্রমণ করে যে কোনো লাভ নেই তা এটার দিকে একবার চোখ বুলিয়েই বুঝলো ক্যাটলিন। দুইটা দুর্গ ঘিরেই রয়েছে অসংখ্য বর্শা, তলোয়ার আর স্করপিয়নের বহর, প্রতিটা শরছিদ্রের পিছেই রয়েছে তীরন্দাজ বাহিনী, টানাসেতু রয়েছে তোলা অবস্থায়, লোহার শিকের তৈরি ভারী দরজা ফেলা রয়েছে, দরজাগুলো সব খিল এঁটে বন্ধ করা এখন। এক কথায় অজেয় একটা দুর্গ এই টুইনস।

BanglaBook.org

তাদের জন্য সামনে কী অপেক্ষা করছে তা দেখতে পেয়েই গ্রেটজন হতাশায় গালাগাল করে উঠলো। একদম চুপ মেরে গেল লর্ড রিকার্ড কারস্টার্ক। 'এটাকে আক্রমণ করা সম্ভবই না, মাই লর্ডস,' ঘোষণা করলো রুজ বোল্টন।

'আর অপর পাশের দুর্গটাকে অবরোধ করার জন্য সৈন্য পাঠানো না গেলে এই টুইনসকে অবরোধ করেও কোনো লাভ হবে না,' হতাশভাবে বললো হেলম্যান টলহার্ট। বিক্ষুব্ধভাবে বয়ে চলা সবুজ পানির অপর পাশে পশ্চিমের টুইনটা তার পূর্ব দিকের ভাইয়ের প্রতিবিম্ব হয়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে। 'আমাদের হাতে যদি সময় থাকে তারপরেও কোনো লাভ হবে না। কিন্তু সময়ও আমাদের হাতে একেবারেই নেই।'

উত্তরের লর্ডরা যখন দুর্গটাকে ভালো করে দেখছিলো তখন দুর্গপ্রাচীরের একটা ছোট দরজা খুলে গেল। পরিখার উপর দিয়ে একটা প্রশস্ত তক্তার সেতু বসিয়ে দেয়া হলে সেটা পার হয়ে লর্ড ওয়াল্ডারের অনেকগুলো ছেলের ভেতর চারজন ছেলে বারোজন নাইটসহ বেরিয়ে এলো ওদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। রূপালি ধূসর রঙের উপর গাঢ় নীল রঙের টুইনস দুর্গের প্রতীক খচিত নিশান বহন করে আনছে তারা। লর্ড ওয়াল্ডার ফ্রেইয়ের উত্তরাধিকারী স্যার স্টেভরন ফ্রেই ওদের সাথে কথা বললো। ফ্রেইদের দেখলে বেজিদের কথাই মাথায় আসে; আর ষাটের বেশি বছর বয়সী স্যার স্টেভরনকে দেখতে বৃদ্ধ আর ক্লান্ত বেজির মতো লাগছে, যদিও তাকে কথাবার্তায় যথেষ্ট বিনয়ী মনে হচ্ছে। 'আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন, জানতে চেয়েছেন এই বিশাল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে কে।'

'আমি দিচ্ছি,' ঘোড়া নিয়ে সামনে এগিয়ে এলো রব, বর্ম পরিহিত অবস্থায় রয়েছে সে। উইন্টারফেলের স্টার্কদের ডায়ারউলফ প্রতীক খচিত একটা ঢাল শোভা পাচ্ছে ঘোড়ার জিনের পাশে ঝোলানো অবস্থায়। গ্রে উইন্ডও এগিয়ে এলো তার সাথে।

ক্যাটলিন দেখলো বৃদ্ধ নাইট তার ছেলের দিকে ছলছলে ধূসর চোখ মেলে বেশ কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। স্যার স্টেভরনের ঘোড়াটা উৎকণ্ঠিতভাবে ডেকে উঠেই পাশের দিকে সরে গেল–ডায়ারউলফটাকে দেখতে পেয়েছে প্রাণীটা। 'আমার শ্রদ্ধেয় পিতা খুবই সম্মানিত বোধ করবেন যদি আপনি আমার সাথে আমাদের দুর্গে গিয়ে ভোজে অংশ নেন, সেই সাথে এখানে আসার কারণ ব্যাখ্যা করেন তার কাছে।'

লর্ড স্টেভরনের কথাগুলো পাথর নিক্ষেপক থেকে ছোঁড়া পাথরের গোলার মতো আঘাত করলো উত্তরের লর্ডদের। কেউই কথাটার সাথে একমত হলো না। ওরা একে অন্যের সাথে তর্ক করতে লাগলো, অভিশাপ দিতে লাগলো ফ্রেইদের।

'আপনি ওনার কথামত কিছু করবেন না, মাই লর্ড,' গ্যালবার্ট গ্লোভার রবকে অনুরোধ করলো। 'লর্ড ওয়াল্ডারকে বিশ্বাস করা যায় না।'

BanglaBook.org

রুজ বোল্টন মাথা নাড়াতে লাগলো। 'ভেতরে যাওয়া মানে তার হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া। সে আপনাকে ল্যানিস্টারদের কাছে ধরিয়ে দিতে পারে, নিক্ষেপ করতে পারে কারাগারে, বা গলা চিরে ফেলতে পারে। যা ইচ্ছা তা করতে পারে ও।'

'যদি আমাদের সাথে কথা বলতে হয় তবে তাকে নিজের দরজা খুলে দিতে বলুন, তাহলে আমরা তাদের সাথে বসে মাংস আর মদ ভাগ করে খাবো,' ঘোষণা করলো স্যার ওয়েন্ডেল ম্যান্ডারলি।

'অথবা তাকে বাইরে বেরিয়ে এসে তার এবং আমাদের সৈন্যদের চোখের সামনে লর্ড রবের সাথে কথা বলতে বলুন,' স্যার ওয়েন্ডেল ম্যান্ডারলির ভাই স্যার উইলিস দাবি জানালো।

ক্যাটলিন স্টার্কও সবার উদ্বেগ ভাগ করে নিলো, কিন্তু ও শুধু স্যার স্টেভরনের দিকে চেয়ে আছে; বাকি সবার উত্তর শুনে বেশ অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে তাকে। আর কয়েকটা কথা বললেই সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাকেই এখন কিছু একটা করতে হবে, খুব দ্রুত। 'আমি যাবো,' জোর গলায় বললো সে।

'আপনি, মাই লেডি?' গ্রেটজনের ভ্রুতে কুঞ্চন দেখা দিয়েছে।

'মা, তুমি নিশ্চিত?' বোঝা যাচ্ছে রব নিজেই নিশ্চিত না।

'এর থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় না,' ক্যাটলিন বেশ দৃঢ়তার সাথেই মিথ্যাটা বললো। 'লর্ড ওয়াল্ডার আমার বাবার অনুগত লর্ড। আমি তাকে ছোটবেলা থেকেই চিনি। ও কখনই আমার ক্ষতি করবে না।' *যদি না ও এর ভেতর কোনো লাভ দেখতে পায়*, বাকি কথাটা মনে মনে বললো ক্যাটলিন। কিছু কিছু সত্য কখনই মুখ ফুটে বলতে নেই। আর...মাঝে মাঝে কিছু মিথ্যা বলা খুবই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

'আমি নিশ্চিত আমার বাবা লেডি ক্যাটলিনের সাথে কথা বলতে পারলে বেশ খুশি হবেন,' স্যার স্টেভরন বললো। 'আমাদের ভালো অভিপ্রায়ের নিদর্শনস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত লেডি ক্যাটলিন ফিরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্যার পারউইন এখানে থাকবে।'

'আমাদের একজন সম্মানিত মেহমান হিসেবেই তিনি এখানে থাকবেন,' রব বললো। দলের সাথে আসা ফ্রেইদের চার ভাইয়ের ভেতর সবচেয়ে ছোট স্যার পারউইন ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা তার এক ভাইয়ের হাতে তুলে দিলো। 'আমি চাই আমার মা সন্ধ্যার ভেতর ফিরে আসুক, স্যার স্টেভরন,' বলতে লাগলো রব। 'এখানে বেশিক্ষণ থাকার কোনো ইচ্ছা নেই আমার।'

স্যার স্টেভরন ফ্রেই ভদ্রতাসূচক মাথা নাড়লো। 'আপনি যা বলবেন, মাই লর্ড।' ক্যাটলিন তার ঘোড়াকে সামনে বাড়ার আদেশ দিলো। একবারের জন্যও ফিরে তাকালো না সে। লর্ড ফ্রেইয়ের ছেলে আর দূতরা তার চারপাশে ছুটে চললো।

BanglaBook.org

ক্যাটলিনের বাবা তাকে একবার বলেছিলেন, পুরো সপ্তরাজ্যের ভেতরে ফ্রেই-ই একমাত্র লর্ড যে তার পাজামার ভেতর থেকে আস্ত একটা সেনাবাহিনী বের করতে পারে। যখন ওকে ক্রসিং-এর লর্ড পূর্ব প্রান্তের দুর্গের বিশাল কক্ষে স্বাগত জানালো তার বিশজন ছেলে (স্যার পারউইন থাকলে সংখ্যাটা একুশে দাঁড়াতো), ছত্রিশজন দৌহিত্র, উনিশজন দৌহিত্রপুত্র এবং অসংখ্য মেয়ে, দৌহিত্রী, জারজ এবং জারজপুত্র নিয়ে, তখন বাবার বলা কথাটার আসল অর্থ বুঝতে পারলো সে।

লর্ড ওয়াল্ডারের বয়স নব্বই বছর, দেখতে দাগে ভরা টাকমাথাওয়ালা গোলাপি রঙের রোগা বেজির মতো। এতই গেঁটেবাতগ্রস্ত যে অন্য কারো সাহায্য ছাড়া উঠে দাঁড়াতে পারে না। তাকে যখন বয়ে আনা হলো তখন ফ্রেইয়ের সাথে তার ষোল বছর বয়সী ফ্যাকাশে চেহারার রোগাটে বউটাও এলো। মেয়েটা অষ্টম লেডি ফ্রেই।

'অনেক বছর পর আপনাকে দেখতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে, মাই লর্ড,' ক্যাটলিন বললো।

বৃদ্ধ লোকটা সন্দেহের সাথে ওর দিকে তাকালো, দৃষ্টি স্পষ্ট কটাক্ষ। 'তাই বুঝি? আপনার মিষ্টি কথা পাশে সরিয়ে রাখুন, লেডি ক্যাটলিন, আমি অনেক বুড়িয়ে গেছি এখন। আপনি এখানে কেন এসেছেন? আপনার ছেলের কি এতই অহংকার যে আমার সামনে আসতে পারলো না? আমি আপনার সাথে কথা বলে কী করবো?'

ক্যাটলিন যখন এর আগেরবার টুইনসে এসেছিলো তখন অনেক ছোট ছিলো; তখনও লর্ড ওয়াল্ডার ছিলো ভীষণ একরোখা, তেতো কথার লোক আর আচার-ব্যবহারে অনেক কাঠখোট্টা। বয়স তাকে আগের চেয়ে আরো খারাপ করে ফেলেছে দেখা যাচ্ছে। ঠান্ডা মাথায় হিসেব করে কথা বলতে হবে ওর সাথে, আর সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে তার কথা নিজের গায়ে না লাগানোর জন্য, ভাবলো ক্যাটলিন।

'বাবা,' স্যার স্টেভরন অনুযোগ করলো। 'আপনি হয়তো ভুলে গেছেন। লেডি স্টার্ক আপনার আমন্ত্রণেই এখানে এসেছেন।'

'আমি কি তোমার সাথে কথা বলছি? তুমি এখনো লর্ড ফ্রেই হয়ে যাওনি, আমার মরার আগে হতেও পারবে না। আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমি মরে গেছি? তোমার কাছ থেকে কোনো কথা শুনতে চাচ্ছি না।'

'আমাদের মেহমানের সামনে এভাবে কথা বলা মানায় না, বাবা,' তার এক ছোট ছেলে বললো।

'আচ্ছা, এখন আমার এক জারজ সন্তান আমাকে ভদ্রতা শেখাচ্ছে দেখছি,' অসন্তোষ প্রকাশ করলো লর্ড ওয়াল্ডার। 'আমার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কথা বলবো। আমি আমার জীবদ্দশায় তিনজন রাজা আর রাণীকে আপ্যায়ন করেছি, তোমার কি মনে হচ্ছে তোমার কাছে থেকে আমার কিছু শেখার আছে, রাইগার? তোমার মাকে যখন

BanglaBook.org

প্রথম আমার বীর্য দেই, তখন সে ছাগলের দুধ দোহন করতো।' হাত দিয়ে লালমুখো ছেলেটাকে পাত্তা না দেয়ার একটা ভঙ্গি করলো ফ্রেই, তারপর তার দুই ছেলের দিকে তাকালো। 'ড্যানওয়েল, ওয়ালেন, আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দাও।'

ওরা লর্ড ওয়াল্ডারকে তার বিছানার মতো বাহনটা থেকে তুলে নিয়ে কালো ওক কাঠের তৈরি ফ্রেইদের বিশাল আসনটাতে বসিয়ে দিলো। ওটায় সেতু দিয়ে সংযুক্ত টুইনস দুর্গের প্রতিকৃতি খোদাই করা আছে। ওর কমবয়সী স্ত্রী ভীরুভাবে এগিয়ে এসে ফ্রেইয়ের পাদুটো ঢেকে দিলো কম্বল দিয়ে। ভালো করে বসার পর বৃদ্ধ লোকটা ক্যাটলিনকে সামনে এগুতে ইশারা করলো, আর তারপর তার হাতে বসিয়ে দিলো একটা শুষ্ক চুমু। 'ঠিক আছে,' বললো সে। 'যেহেতু আমি এখন ভদ্রতা দেখালাম, মাই লেডি, আশা করা যায় আমার ছেলেরা তাদের মুখগুলো বন্ধ রেখে আমাকে একটু সম্মান দেখাবে। এখন বলুন, আপনি এখানে কীসের জন্য এসেছেন।'

'আপনাকে আপনার দুর্গের দরজাগুলো খুলতে বলার জন্য এসেছি, মাই লর্ড,' ক্যাটলিন খুব নম্রভাবে উত্তর দিলো। 'আমার ছেলে আর তার অনুগত লর্ডরা নদী পার হবার জন্য খুব উতলা হয়ে আছে।'

'রিভাররানে যাওয়ার জন্য?' চাপাহাসি হাসলো সে। 'ওহ, আমাকে বলার দরকার নেই, কোনো দরকার নেই। এখনো অন্ধ হয়ে যাইনি। বৃদ্ধ হলেও এখনো ঠিকই মানচিত্র বুঝতে পারি।'

'হ্যাঁ, রিভাররানে যাওয়ার জন্য,' ক্যাটলিন উত্তর দিলো। অস্বীকার করার কোনো কারণ দেখতে পেল না সে। 'আপনাকে এই মুহূর্তে ওখানেই দেখতে চেয়েছিলাম আসলে। আপনি এখনো আমার বাবার একজন ব্যানারবাহী, ঠিক কি না?'

'হাহ,' লর্ড ওয়াল্ডার বললো, শব্দটা শোনালো হাসি আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দের মাঝামাঝি কোনো শব্দের মতো। 'আমি আমার সৈন্যদের ডেকে পাঠিয়েছি, হ্যাঁ, ডেকে পাঠিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন তাদের এখানে, দুর্গের দেয়ালের উপরও দেখেছেন। সর্বোচ্চ শক্তি জোগাড় করামাত্রই এখান থেকে রওয়ানা দেবার ইচ্ছা ছিলো আমার। মানে, আমার ছেলেদের আরকি! আমি আর এখন যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারি না, লেডি ক্যাটলিন।' নিজের কথাটার অনুমোদনের আশায় চারদিকে তাকালো সে, এরপর পঞ্চাশ বছর বয়সী এক লম্বা লোকের দিকে নির্দেশ করলো। 'ওনাকে বলো, জ্যারেড। বলো যে এটাই আমার ইচ্ছা ছিলো।'

'এটাই ইচ্ছা ছিলো তার, মাই লেডি,' স্যার জ্যারেড ফ্রেই বললো, তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান সে। 'আমার সম্মানের দিব্যি।'

'আপনার বোকা ভাইটা আমরা রওয়ানা হবার আগেই একটা যুদ্ধে হেরে বসে থাকলে সেটা কি আমার দোষ?' আসনের গদিতে হেলান দিয়ে বললো সে। 'আমাকে

BanglaBook.org

বলা হয়েছে যে কিংস্লেয়ার তার সৈন্যদের ভেতর দিয়ে এমনভাবে আক্রমণ করেছে যেভাবে পনিরের ভেতর দিয়ে কুঠার চলে যায়। আমার ছেলেদের কেন মরতে পাঠাবো দক্ষিণে? যারা দক্ষিণে গিয়েছিলো, ওরা নিজেরাই তো আবার উত্তরে ফিরে এসেছে।'

ক্যাটলিন ঐ ঝগড়াটে বুড়ো লোকটাকে সানন্দে থুতু ছিটাতে পারলে আর আগুনে পোড়াতে পারলে খুশি হতো, কিন্তু ওর হাতে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত সুযোগ আছে তাকে রাজি করানোর জন্য। তাই ও শান্তভাবে বললো, 'আমাদের খুব দ্রুতই রিভাররানে যেতে হবে। কোথায় গেলে আমরা একটু কথা বলতে পারবো, মাই লর্ড?'

'আমরা তো ইতোমধ্যেই কথা বলছি,' অনুযোগ করলো লর্ড ফ্রেই। ও তার দাগযুক্ত গোলাপি মাথাটা ঘুরিয়ে চতুর্দিকে তাকালো। 'এদিকে কীসের জন্য তাকিয়ে আছো তোমরা?' নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো সে। 'যাও, বেরিয়ে যাও সবাই। লেডি স্টার্ক আমার সাথে একাকী কথা বলতে চাচ্ছে। হতে পারে আমার বিশ্বস্ততা নিয়ে তার কোনো পরিকল্পনা আছে, হেহ! সবাই বেরিয়ে যাও, গিয়ে কিছু কাজের কাজ করোগে, যাও! হ্যাঁ, তুমি, তুমিও বেরিয়ে যাও। বেরোও, বেরোও, বেরোও।' তার সব ছেলে, দৌহিত্র, মেয়ে, জারজ, ভাগ্নে-ভাগ্নী সবাই বড় কক্ষটা থেকে বেরিয়ে গেল। এরপর ক্যাটলিনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে ফ্রেই বললো, 'এরা সবাই আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। স্টেভরন অপেক্ষা করছে গত চল্লিশ বছর ধরে, কিন্তু দিনের পর দিন আমি তার আশাভঙ্গ করেই যাচ্ছি। হেহ! ও যাতে লর্ড হতে পারে সেজন্য আমি কেন মারা যাবো? আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। আমি মারা যেতে পারবো না।'

'আমার আশা আছে আপনি পাক্কা একশ বছর বাঁচবেন।'

'তা বাঁচলে এরা নির্ঘাত দুঃখেই মরে যাবে। ওহ, নিশ্চিতভাবেই! এখন বলুন আপনি কী বলতে চান।'

'আমরা নদীটা পার হতে চাই,' ক্যাটলিন তাকে বললো।

'আচ্ছা, তাই? বেশ সোজাভাবেই বললেন দেখছি। আমি কেন পার হতে দেবো?'

কিছু সময়ের জন্য প্রচণ্ড রাগ উঠলো ক্যাটলিনের। 'আপনার যদি নিজের দুর্গের উপরে ওঠার শক্তি থাকে, লর্ড ফ্রেই, তবে উঠে দেখুন যে আপনার দেয়ালের বাইরে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য জড়ো হয়েছে।'

'লর্ড টাইউইন এখানে এসে পৌঁছালে ওদের বিশ হাজার লাশ হয়ে যেতে সময় লাগবে না,' সমান তেজে জবাব দিলো ফ্রেই। 'আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবেন না, মাই লেডি। আপনার স্বামী এখন রেড কিপের নিচের কোনো কারাকক্ষে রাজদ্রোহের অভিযোগে বন্দি হয়ে আছে, আপনার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে মৃত্যুশয্যায়, আর জেইমি ল্যানিস্টার বন্দি করে রেখেছে আপনার ভাইকে। আপনার আর কী আছে যা আমি ভয় পাবো? আপনার ঐ পুঁচকে ছেলেকে? আপনার ছেলেদের সাথে যদি আমার

BanglaBook.org

ছেলেদের সংখ্যার তুলনা করি, তবে আপনার সবগুলো মরে যাওয়ার পরেও আমার হাতে আরো আঠারোটা ছেলে থাকবে।'

'আপনি আমার বাবার কাছে শপথ করেছিলেন,' ক্যাটলিন ওকে মনে করিয়ে দিলো।

হাসতে হাসতে মাথা নাড়ালো সে। 'ও হ্যাঁ, আমি কিছু শব্দ বলেছিলাম বটে, কিন্তু আমি তো রাজার প্রতিও শপথ করেছিলাম, যদ্দুর মনে পড়ে। জফরি এখন রাজা; তারমানে আপনি, আপনার ছেলে আর ঐ উত্তরের বোকা লর্ডরা এখন বিদ্রোহীর চেয়ে বেশি কিছু না।'

'আপনি কেন সাহায্য করবেন না?' ও প্রশ্ন করলো।

তাচ্ছিল্যভরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো লর্ড ওয়াল্ডার। 'লর্ড টাইউইন বেশ গৌরবমণ্ডিত আর অহংকারী, দক্ষিণের রক্ষক, রাজার মুখ্য উপদেষ্টা, ওহ, কত সম্মানিত লোক! সারাক্ষণ ওর মুখে শোনা যায় তার এখানকার সোনা, ওখানকার সোনা, এখানকার সিংহ, ওখানকার সিংহ ইত্যাদি হাবিজাবি কাহিনী! কী নিয়ে যে সে এত বেশি গর্ব করে কে জানে! মাত্র দুইটা ছেলে তার, সেগুলোর মধ্যে একটা আবার শয়তান বামন। তার ছেলেদের সাথে যদি আমার ছেলেদের সংখ্যার তুলনা করি, তবে তার সবগুলো মরে যাওয়ার পরেও আমার হাতে আরো উনিশ এবং একটা অর্ধেক ছেলে থাকবে।' কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো সে। 'লর্ড টাইউইন যদি আমার সাহায্য পেতে চায়, তবে আমাকে তার অনুরোধ করতে হবে।'

ঠিক এমন একটা কথা শোনার অপেক্ষাতেই ছিলো ক্যাটলিন। 'আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি, মাই লর্ড,' খুবই ভদ্রভাবে বললো সে। 'আমার বাবা, ভাই, স্বামী আর ছেলে আমার স্বরেই আপনার কাছে সাহায্য চাচ্ছে।'

লর্ড ওয়াল্ডার তার রোগাটে আঙ্গুল দিয়ে ক্যাটলিনের গালে একটা মৃদু ধাক্কা দিলো। 'এসব মিষ্টি কথা আমাকে শোনাবেন না, মাই লেডি। আমার স্ত্রীর কাছ থেকে মিষ্টি কথা শুনতে হয় আমাকে। তাকে কি দেখেছেন আপনি? ছোট্ট ফুলের মতো ষোল বছরের এক মেয়ে, আর তার মধু সম্পূর্ণ আমার জন্যই বরাদ্দ। বাজি ধরে বলতে পারি সে আগামী বছর আমাকে এক ছেলে সন্তান উপহার দেবে। সম্ভবত আমি তাকে আমার পরবর্তী উত্তরাধিকারী বানাবো। এতে কি অন্য ছেলেরা রেগে যাবে খুব?'

'আমি নিশ্চিত সে আপনাকে অনেক ছেলেসন্তান উপহার দেবে।'

ফ্রেই তার মাথা উপরে-নিচে দোলালো। 'আপনার বাবা আমাদের বিয়েতে আসেননি। এটা আমাকে অপমান করার শামিল। আমার আগের বিয়েতেও তিনি আসেননি। আমাকে মৃত লর্ড ফ্রেই বলে ডাকেন তিনি। তার কি মনে হয় আমি মারা গেছি? আমি মারা যাইনি, আর আমি আপনাকে বলছি, আমি তার চেয়ে বেশিদিন

BanglaBook.org

বাঁচবো, যেমন তার বাবার চেয়ে বেশিদিন বেঁচেছি আমি। আপনার পরিবার কোনো সময়ই আমাদের নিয়ে সন্তুষ্ট না, অস্বীকার করবেন না, মিথ্যা বলবেন না, আপনি ভালো করেই জানেন ব্যাপারটা কতটা সত্য! অনেক বছর আগে আমি আপনার বাবার কাছে গিয়েছিলাম, তাকে অনুরোধ করেছিলাম তার ছেলের সাথে আমার এক মেয়ের বিয়ে দিতে। কেন নয়? আমার মনে এক মেয়ের চিন্তা ছিলো, মিষ্টি একটা মেয়ে, এডমিউরের চেয়ে মাত্র অল্প কয়েক বছরের বড়। কিন্তু আপনার ভাইয়ের যদি ওকে পছন্দ না হতো তবে আরো মেয়ে ছিলো আমার কাছে; কমবয়সী, বেশি বয়সী, বিধবা, মোটকথা যেমন তার পছন্দ হতো। কিন্তু আপনার বাবা আমার কথা কানেই তোলেননি। মিষ্টি কথাই আমাকে শুনিয়েছিলেন তিনি, অযুহাত দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আমি শুধু চেয়েছিলাম আমার একটা মেয়েকে বিয়ে দিতে।

'আর আপনার বোন, ঐ দুষ্টু বোনটার কথা বলছি। এই তো, এক বছর আগেই ঘটেছিলো ঘটনাটা। তখন জন অ্যারিন ছিলো রাজার মুখ্য উপদেষ্টা, আর আমি রাজধানীতে গিয়েছিলাম অশ্বারোহীদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশ নেয়া আমার ছেলেদের খেলা দেখতে। স্টেভরন আর জ্যারেড খেলার জন্য উপযুক্ত বয়সের ছিলো না আর, তবে ড্যানওয়েল আর হস্টিন সওয়ারী হয়েছিলো, পারউইনও হয়েছিলো। আর আমার কয়েকজন জারজ অংশ নিয়েছিলো অন্যান্য লড়াইতে। আমি যদি জানতাম যে তারা আমাকে কত লজ্জায় ফেলবে, তাহলে এত ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করে ভ্রমণটা করতাম না। কেন আমি অতদূর কষ্ট করে গিয়ে টাইরেলদের ঐ শিশুর আঘাতে হস্টিনকে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে দেখবো? আপনাকে বলছি, ছেলেটা হস্টিনের চেয়ে অর্ধেক বয়সী, আর স্যার ডেইজি না কী যেন নামে ডাকা হয় তাকে! আর ড্যানওয়েলও এক হেজনাইটের কাছে পরাজিত হয়। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় যে এই দুইজন আদৌ আমার ছেলে কি না। আমার তৃতীয় স্ত্রী ছিলো একজন ক্র্যাকহল, আর সব ক্র্যাকহল মহিলা হলো বেশ্যা। চিন্তা করবেন না এই ব্যাপারে, আপনি জন্ম নেবার আগেই সে মারা গেছে। আপনার চিন্তা কীসের?"

'আমি আপনার বোনের কথা বলছিলাম। লর্ড এবং লেডি অ্যারিনকে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমার দুই দৌহিত্রকে তাদের পোষ্য হিসেবে রাজদরবারে ঠাঁই দেবার জন্য আর তাদের নিজেদের সন্তানকে আমার তত্ত্বাবধানে এই টুইনসে রাখার জন্য নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। আমার দৌহিত্রেরা কি রাজদরবারে থাকার উপযুক্ত নয়? ওরা বেশ মিষ্টি প্রকৃতির ছেলে, যেমন শান্তশিষ্ট তেমন ভদ্র। মেরেটের ছেলে ছিলো ওয়াল্ডার, আমার নামে নাম। আর অন্যজন...হেহ, আমি মনে করতে পারছি না, সম্ভবত আরেক ওয়াল্ডার। ওরা সবসময়ই সন্তানদের নাম ওয়াল্ডার রাখে যাতে করে আমার আনুকূল্য ওরা বেশি পায়, কিন্তু ছেলেটার বাবা...কে যে তার বাবা ছিলো?' তার মুখ কুঁচকে গেল।

BanglaBook.org

'যাক গে, তার বাবা যেই হোক না কেন, লর্ড অ্যারিন তাকে নিতে রাজি হয়নি, অন্যজনকেও না। এর পিছে আপনার বোনের হাত ছিলো আমি জানি। সে ভয়ে জমে গিয়েছিলো আমার প্রস্তাব শুনে, তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিলো আমি তার ছেলেকে মূকাভিনয়ের দলে বিক্রি করে দিতে বলেছি, নাহলে বলেছি তাকে খোজা করে দিতে। কিন্তু যখন লর্ড অ্যারিন বললো ওদের ছেলেকে ড্রাগনস্টোনে পাঠানো হচ্ছে স্ট্যানিস ব্যারাথিয়নের পোষ্য হিসেবে তখন আপনার বোনের মুখ দিয়ে কোনো দুঃখের কথা বের হলো না! আর রাজার উপদেষ্টা আমাকে কী শোনালো? আমার কাছে ক্ষমা চাইলো। ক্ষমা করে আমি কী করবো? আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আমি।'

উদ্বেগে ভ্রু কুঁচকালো ক্যাটলিন। 'আমি জানতাম লাইসার ছেলেকে কাস্টার্লি রকে পাঠানো হচ্ছে টাইউইনের পোষ্য হিসেবে।'

'না, ওকে স্ট্যানিসের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলো,' ওয়াল্ডার ফ্রেই বিরক্তির সাথে বললো। 'আপনার কি মনে হয় আমি লর্ড টাইউইন আর লর্ড স্ট্যানিসের মধ্যে পার্থক্য জানি না? আপনার কি মনে হয় আমি বুড়ো বলে ঘটনাটা মনে করতে পারবো না ঠিকঠাক মতো? আমার বয়স নব্বই বছর হলেও ভালো করেই মনে আছে। মেয়েদের সাথে কী করতে হয় তাও আমার জানা আছে। আমার নতুন স্ত্রীটা আগামী বছর এই সময়ের আগেই আমাকে একটা বাচ্চাছেলে উপহার দেবে, বাজি ধরে বলতে পারি। অথবা একটা মেয়ে। জন্মের ওপর আসলে কারো হাত নেই। ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, সেটা হবে রক্তে মোড়া, চামড়ায় ভাঁজ পড়া আর তারস্বরে চিৎকার করতে থাকা একটা বাচ্চা। আমার স্ত্রী নির্ঘাত ওর নাম রাখবে ওয়াল্ডার অথবা ওয়াল্ডা।'

লেডি ফ্রেই তার বাচ্চার নাম কী রাখবে তা নিয়ে লেডি ক্যাটলিন চিন্তা করছে না। 'জন অ্যারিন তার ছেলেকে লর্ড স্ট্যানিসের পোষ্য হিসেবে পাঠাতে চেয়েছিলো, আপনি কি পুরো নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বৃদ্ধ লোকটা বললো। 'ও তো মারাই যাবে, সুতরাং সমস্যা কী? আপনি বলছেন যে এই নদী পার হতে চান?'

'হ্যাঁ, আমরা পার হতে চাই।'

'আপনারা পারবেন না,' শুকনো স্বরে বললো লর্ড ওয়াল্ডার। 'যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি অনুমতি দেবো। কিন্তু কথা হলো, আমি অনুমতি দেবো কেন? টালি আর স্টার্করা কখনোই আমার বন্ধুপ্রতিম ছিলো না।' ও আবার বড় আসনটায় হেলান দিয়ে বুকের উপর হাত আড়াআড়ি ভাঁজ করে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

এখন শুধু দর কষাকষিটা বাকি।

দুর্গের দরজাটা যখন খুলে গেল তখন বিশাল লাল সূর্যটা ডুবে যাবার আগে ঝুলছিলো পশ্চিমের পাহাড় সারির মাথায়। কড়কড় শব্দে টানাসেতুটা নিচে নেমে

BanglaBook.org

আসতেই লোহার শিকের তৈরি বিশাল দরজাটা উপরের দিকে উঠে গেল। লেডি ক্যাটলিন স্টার্ক দুর্গ থেকে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেরিয়ে এলো তার ছেলে আর ছেলের অনুগত ব্যানারবাহীদের সাথে মিলিত হবার জন্য। তার পিছে পিছে এলো স্যার জ্যারেড ফ্রেই, স্যার হস্টিন ফ্রেই, স্যার ড্যানওয়েল ফ্রেই আর লর্ড ওয়াল্ডারের জারজ ছেলে রোনেল রিভারস; নীল রঙের বর্ম আর রূপালি ধূসর আলখাল্লা পরিহিত আর ছোট ছোট পদক্ষেপে কুচকাওয়াজ করে আসা সারির পর সারি বল্লমধারী সৈনিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা।

ওর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ঘোড়া নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলো রব। গ্রে উইন্ড দৌড়ে চললো তার ঘোড়ার পাশে পাশে। 'লর্ড ওয়াল্ডার তোমাকে নদী পার হবার অনুমতি দিয়েছে। দুর্গ পাহারা দেবার জন্য চারশ সৈন্য বাদে তার বাকি সৈন্যরা এখন তোমার অধীন। তোমার সৈন্যদল থেকে তীরন্দাজ আর তলোয়ার যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত চারশ সেনার একটা দলকে এখানে রেখে গেলে সবচেয়ে ভালো হয়। তার দুর্গে বাড়তি আরো চারশ সেনা নিয়োগ করার প্রস্তাবে মনে হয় না সে অমত করবে...কিন্তু খেয়াল রেখো যে যার হাতে তাদের নেতৃত্ব তুলে দেবে, সে যেন তোমার খুব বিশ্বস্ত লোক হয়।'

'তুমি যা বললে তা-ই করবো, মা,' বল্লমধারী সৈন্যদের দিকে দৃষ্টি রেখে রব উত্তর দিলো। 'আচ্ছা...স্যার হেলম্যান টলহার্টকে নেতৃত্ব দিলে কেমন হয়?'

'দারুণ লোককে বেছে নিয়েছ।'

'আমাদের কাছ থেকে ফ্রেই কী চায় আসলে?'

'তোমার দল থেকে কিছু দক্ষ যোদ্ধা আমাকে দিলে আমি লর্ড ফ্রেইয়ের দুই দৌহিত্রকে উইন্টারফেল পাঠাতে চাই তাদের পাহারায়,' ও তাকে বললো। 'আমি ওদেরকে আমাদের তত্ত্বাবধানে নিতে রাজি হয়েছি। একজনের বয়স আট বছর, আরেকজনের সাত। দেখলাম, তাদের দুইজনের নামই ওয়াল্ডার। আমার মনে হয় ব্র্যান তার প্রায় সমবয়সী দুইজন ছেলের সঙ্গ বেশ উপভোগ করবে।'

'এইটুকুই? দুইজন পোষ্য? অনেক কম দাবি মনে হচ্ছে...'

'লর্ড ফ্রেইয়ের ছেলে অলিভার আমাদের সাথে আসবে,' ক্যাটলিন বলতে লাগলো। 'তোমার ব্যক্তিগত স্কোয়ায়ের হিসেবে দায়িত্বপালন করবে সে। সময়মত তাকে নাইট উপাধি দিলে ব্যাপারটা বেশ পছন্দ করবে তার বাবা।'

'স্কোয়ায়ের।' কাঁধ ঝাঁকালো রব। 'ঠিক আছে, আমি নেবো তাকে। সে যদি–'

'আর তোমার বোন আরিয়া যদি নিরাপদে আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারে, আমি কথা দিয়েছি যে তাকে লর্ড ফ্রেইয়ের ছোট ছেলে এলমারের সাথে বিয়ে দেবো, যখন ওদের বয়স বিয়ের উপযুক্ত হবে।'

রব এবার খুব একটা খুশি হলো বলে মনে হচ্ছে না। 'আরিয়া ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ করবে না।'

BanglaBook.org

'আর যুদ্ধ শেষ হবার পর তোমাকে তার একটা মেয়েকে বিয়ে করতে হবে,' ক্যাটলিন কথা শেষ করলো। 'লর্ড ফ্রেই তার যেকোনো মেয়েকে বেছে নেবার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে তোমাকে। তার...অনেক মেয়ে আছে।'

কথাটা শুনে যে রব আঁতকে উঠলো না তার জন্য সে কৃতিত্বের দাবিদার। 'আচ্ছা, আচ্ছা!'

'তোমার কি সম্মতি আছে?'

'আমার কি অস্বীকার করার উপায় আছে?'

'যদি নদী পার হতে চাও তবে নেই!'

'আমি সম্মতি দিলাম,' রব শান্তভাবে বললো। কথাটা বলার সময় ক্ষণিকের জন্য ওকে দেখতে একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মতোই লাগলো ক্যাটলিনের। ছেলেরা চাইলেই যুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু বিয়ের চুক্তিতে সম্মতি দেয়ার মানে আসলে কী তা বুঝতে হলে একজন লর্ড হতে হয়।

সন্ধ্যার সময় আকাশে কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ উঠলে ওরা সেতু পার হতে শুরু করলো। পূর্ব দিকের টুইনসের দরজা পেরিয়ে দুই সারিতে এগুতে লাগলো সৈন্যদের দলটা, যেন বিশাল এক ইস্পাতের সাপ। প্রাঙ্গণ পার হয়ে দুর্গে ঢুকলো ওরা, এরপর সেতুর ওপর দিয়ে পশ্চিম পাড়ের দুর্গ দিয়ে বেরিয়ে অন্য পাড়ে জড়ো হতে লাগলো।

সর্পরূপী দলটার মাথায় আছে ক্যাটলিন নিজে, সাথে আছে তার ছেলে, চাচা স্যার ব্র্যান্ডেন এবং স্যার স্টেভরন ফ্রেই। ওদের পেছন পেছন চলছে ঘোড়ার দল; নাইট, বল্লমধারী সেনা, মুক্ত-আরোহী আর অশ্বারোহী তীরন্দাজদের দল। পুরো সেনাদলটার পার হতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো। টানাসেতুর ওপর অসংখ্য খুরের শব্দ, বিছানায় শুয়ে লর্ড ফ্রেইয়ের তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের নদী পার হতে দেখা, ওয়াটার টাওয়ারের নিচ দিয়ে পার হবার সময় তার ছাদে থাকা ঘাতকূপগুলোর সরু ছিদ্রপথে অসংখ্য চোখের চকচকে দৃষ্টি–সবকিছু অনেক দিন মনে থাকবে ওর।

রুজ বোল্টনের নেতৃত্বে বর্শাধারী, তীরন্দাজ আর অসংখ্য পদাতিক সৈন্য নিয়ে গঠিত উত্তরের সেনাবাহিনীর বড় অংশটা নদীর পূর্ব পাড়েই রয়ে গেল। রব ওকে দক্ষিণ দিকে নিজেদের কুচকাওয়াজ বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। লর্ড টাইউইন যে বিশাল ল্যানিস্টার সেনাবাহিনী নিয়ে উত্তরের দিকে এগিয়ে আসছে তাদের মোকাবেলা করবে ওরা।

ভালো বা মন্দ যা-ই হোক না কেন, পাশার চালটা চেলে ফেলেছে ওর ছেলে।

BanglaBook.org

জন

‘এখন কেমন লাগছে, স্নো?’ মুখ গোমড়া করে জিজ্ঞেস করলেন লর্ড মরমন্ট।

‘ভালো,’ দাঁড়কাকটা চিৎকার করলো। ‘ভালো।’

‘আমি ভালো আছি, মাই লর্ড,’ বেশ জোরের সাথেই মিথ্যাটা বললো, যেন এভাবে বললে সেটাকে সত্যের মতো শোনাবে। ‘আপনি কেমন আছেন?’

মরমন্ট ভ্রু কুঁচকালেন। ‘একটা লাশ আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। আমার কেমন থাকা উচিত?’ থুতনি চুলকালেন লর্ড কমান্ডার। ‘তোমাকে দেখতে খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না। হাতের অবস্থা কেমন?’

‘সারছে ধীরে ধীরে,’ পটি বাঁধা আঙ্গুল দেখালো জন। আগুন জ্বলা পর্দা ছুঁড়ে মারার কারণে জন যতটা ভেবেছিলো তার থেকে বেশি পুড়ে গেছে হাতটা। প্রথম প্রথম কিছু বুঝতে পারেনি, ব্যথাটা আসে তারপর। ফেটে যাওয়া চামড়া থেকে এখন পুঁজ বেরোচ্ছে, আরশোলার মতো ভয়ংকর কয়েকটা লাল ফোসকা পড়ে গেছে আঙ্গুলে। ‘মেইস্টার বলেছেন আমার হাতে স্থায়ী দাগ হয়ে যাবে, কিন্তু হাত আবার আগের মতোই কর্মক্ষম হয়ে উঠবে।’

‘দাগ হলে আর কী হবে! দেয়ালে সবসময়ই দস্তানা পরে থাকতে হবে তোমাকে।’

‘ঠিক বলেছেন, মাই লর্ড।’ হাতের দাগ জনকে চিন্তিত করছে না, করছে বাকি ব্যাপারগুলো। মেইস্টার এইমন তাকে আফিমের দুধ দিয়েছেন, কিন্তু তারপরেও ব্যথাটা অবর্ণনীয়। প্রথম প্রথম মনে হতো তার হাত এখনো আগুনের মধ্যে রয়েছে, রাত-দিন জ্বলতে থাকতো। হাতটা বরফ আর তুষারের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেই একটু ভালো লাগে। জন দেবতাদেরকে ধন্যবাদ দিলো যে একমাত্র গোস্ট ছাড়া আর কেউ তাকে বিছানায়

BanglaBook.org

শুয়ে ব্যথায় মোচড়াতে দেখেনি। শেষ পর্যন্ত যখন ঘুমাতে পারে তখন একটা স্বপ্ন দেখে সে, আগেরগুলোর চেয়েও ভয়াবহ এক স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নে ও যে লাশটার সাথে মারামারি করেছিলো সেটার ছিলো নীল চোখ, কালো হাত আর বাবার মতো মুখ, কিন্তু লর্ড মরমন্টকে জন সেটা না বলার সিদ্ধান্ত নেয়।

'ডাইওয়েন আর হেক গত রাতে ফিরে এসেছে,' বুড়ো ভালুক বললেন। 'অন্যদের মতো ওরাও তোমার চাচার কোনো নামনিশানা খুঁজে পায়নি।'

'আমি জানি,' জন যখন দুর্গের সাধারণ কক্ষে বন্ধুদের সাথে একটু মদ পান করতে গিয়েছিলো, তখন সেখানের সবাই রেঞ্জারদের তল্লাশির ব্যর্থতা নিয়েই আলাপ করছিলো।

'তুমি জানো,' বিড়বিড় করলেন মরমন্ট। 'এখানকার সবাই কীভাবে সবকিছু সম্পর্কে জেনে যায়?' তার ভঙ্গি দেখে মনে হলো না জনের কাছ থেকে প্রশ্নটার কোনো উত্তর আশা করছে। 'দেখা যাচ্ছে যে ঐ দুইজনই ছিলো জীবিত লাশ, বা যা বলেই ওদের ডাকি না কেন। দেবতাদের ধন্যবাদ। সংখ্যাটা যদি বেশি হতো তবে...গডস, আমি আর ভাবতে পারছি না। কিন্তু ওদের সংখ্যা বাড়বে ভবিষ্যতে। আমি ঠিকই সেটা অনুভব করতে পারছি। মেইস্টার এইমনও একমত হয়েছেন। ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। অবশেষে শেষ হচ্ছে গ্রীষ্মকাল। আর এমন শীত এগিয়ে আসছে যা আগে কেউ কখনো দেখেনি।'

শীত এগিয়ে আসছে। স্টার্ক হাউজের এই কথাগুলোকে জনের কাছে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি ভয়ংকর আর অশুভ শোনালো। 'মাই লর্ড,' দ্বিধার সাথে বললো সে। 'শুনলাম কাল রাতে একটা দাঁড়কাক এসেছিলো–'

'এসেছিলো। তাতে কী হয়েছে?'

'ভাবছিলাম আমার বাবার কোনো খবর এলো কি না।'

'বাবা,' লর্ড কমান্ডারের ঘাড়ে এপাশ থেকে ওপাশে হাঁটতে হাঁটতে উপহাসের স্বরে চিৎকার করলো দাঁড়কাকটা। 'বাবা।'

লর্ড কমান্ডার পাখিটার ঠোঁট চেপে ধরতে গেলে সে ঘাড় থেকে লাফ দিয়ে মাথায় উঠলো, এরপর পাখা ঝাপটে উড়াল দিয়ে গিয়ে বসলো জানালার ওপর। 'হারামজাদা দাঁড়কাকরা শুধু চিৎকারই করতে পারে,' মরমন্ট ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন। 'যদি লর্ড এডার্ডের কোনো খবর বিরক্তিকর পাখিটা নিয়ে আসতো, তবে তোমার কি মনে হয় না আমি তোমাকে জানাতাম? জারজ হও আর যা-ই হও, লর্ড এডার্ডের রক্তই তোমার শরীরে বয়ে চলেছে। ব্যারিস্টান সেলমির কথা ছিলো চিঠিটায়। তাকে কিংসগার্ড থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তার জায়গায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে ক্লিগেনকে, আর সেলমিকে

BanglaBook.org

রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করে সমন জারি করা হয়েছে। গর্দভের দল তাকে পাকড়াও করার জন্য দুইজনকে পাঠিয়েছিলো; সেলমি ওদের হত্যা করে পালিয়েছে।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করলেন মরমন্ট। 'এদিকে আমাদের এখানকার বনে উদ্ভব হয়েছে শ্বেতছায়াদের, আমাদের দুর্গে মৃতরা চেষ্টা করছে জীবিতদের হত্যা করতে; আর এমন সময়ে কিনা সিংহাসনে আসন গেড়েছে এক বাচ্চা ছেলে,' প্রচণ্ড বিরক্তির সাথে কথাগুলো বললেন লর্ড কমান্ডার।

দাঁড়কাকটা কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো। 'বাচ্চা, বাচ্চা, বাচ্চা, বাচ্চা।'

স্যার ব্যারিস্টান ছিলো বুড়ো ভালুকের সবচেয়ে বড় ভরসার মানুষ, জন মনে করতে পারলো; তারই যদি এই অবস্থা হয় তবে মরমন্টের চিঠির কি কোনো গতি হবে? ওর হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। সাথে সাথে আঙ্গুলগুলোতে ছড়িয়ে পড়লো তীব্র ব্যথা। 'আমার বোনদের খবর কী?'

'চিঠিতে লর্ড এডার্ড বা মেয়েদের কোনো কথাই উল্লেখ ছিলো না,' বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকালেন লর্ড মরমন্ট। 'হয়তো ওরা আমার চিঠি হাতেই পায়নি। মেইস্টার এইমন তার সেরা দুটি পাখি ব্যবহার করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কে বলতে পারে তারা ঠিকমত পৌঁছেছে কি না! হয়তো পাইসেল আমাদের ফিরতি চিঠি দেবার অনুগ্রহ করেনি। এই ঘটনা এটাই প্রথমবার নয়, আর শেষবারও হবে না। কিংস ল্যান্ডিং থেকে আমাদের আর কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম মনে হচ্ছে। আমাদের ঠিক যেটুকু জানাতে চায় সেটুকুই জানিয়েছে ওরা; আর তার পরিমাণ বেশ সামান্যই।'

আর আমাকে আপনি যতটুকু জানাতে চান, ঠিক ততটুকুই জানাচ্ছেন। আর তার পরিমাণও বেশ সামান্যই, বেশ বিরক্তি নিয়ে ভাবলো জন। রব তার অনুগত লর্ডদের নিয়ে দক্ষিণে রওয়ানা হয়েছে যুদ্ধের জন্য, অথচ স্যাম বাদে এই খবরটা তাকে কেউ জানায়নি। মেইস্টার এইমনকে চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছিলো সে, সেই রাতেই জনকে ও চিঠির বিষয়বস্তু খুলে বলে। অবশ্য, বলার পুরোটা সময় জুড়ে ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না বলে বিড়বিড় করছিলো স্যাম। কোনো সন্দেহ নেই তারা এই চিন্তা করেছে যে রবের যুদ্ধ এখন আর জনের মাথাব্যথা না। ব্যাপারটা খুব ভোগাচ্ছে জনকে। রব যুদ্ধের ময়দানে, আর সে এখানে। যতবারই যে নিজেকে এই বলে বুঝ দিচ্ছে যে তার স্থান এখন এই দেয়ালে, অন্যান্য নতুন ভাইদের সাথে, ততবারই নিজেকে কাপুরুষ মনে হচ্ছে ওর।

'ভুট্টা,' চিৎকার করলো দাঁড়কাকটা। 'ভুট্টা, ভুট্টা।'

'ওহ! চুপ কর তো!' বুড়ো ভালুক বললেন। 'স্নো, কবে নাগাদ তোমার হাত আবার কাজের উপযোগী হতে পারে, মেইস্টার এইমন কিছু বলেছে?'

BanglaBook.org

'শীঘ্রই,' জন উত্তর দিলো।

'ভালো।' ওদের দুইজনের মাঝের টেবিলে লর্ড মরমন্ট রূপার আস্তর দেয়া কালো ধাতব খাপে পোরা এক বিশাল তলোয়ার রাখলেন এবার।

দাঁড়কাকটা উড়ে নেমে এসে টেবিলে বসে পড়লো, এরপর লাফাতে লাফাতে তলোয়ারটার কাছে এসে উৎসুকভাবে দেখতে লাগলো সেটাকে। জন পুরো দ্বিধাগ্রস্ত। কী হচ্ছে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। 'মাই লর্ড?'

'তলোয়ারের হাতলের মাথার রূপাকে আগুন একদম গলিয়ে ফেলেছে, হাত মুঠ করে ধরার অংশ এবং ফলা আর হাতলের মাঝের অংশ পুড়ে গেছে খানিকটা। বেশ, এখন ধরার জন্য রয়েছে শুকনো চামড়া আর পুরোনো কাঠের হাতল, এর থেকে বেশি আর কী আশা করতে পারো? আর তলোয়ারের ফলাটা...এর যদি কোনো ক্ষতি করতে হয় তবে একশগুণ বেশি শক্তিশালী আগুনের প্রয়োজন হবে।' মরমন্ট অমসৃণ ওক কাঠের টেবিলের ওপর দিয়ে জনের দিকে ঠেলে দিলেন তলোয়ারটা। 'নাও এটা।'

'নাও,' দাঁড়কাকটা বললো, 'নাও, নাও।'

অপ্রস্তুতভাবে তলোয়ারটা হাতে তুলে নিলো জন, বাঁ হাতে ধরলো; পটি বাঁধা ডান হাতের ক্ষতটা এখনো বেশ কাঁচা আর দুর্বল। সাবধানে খাপ থেকে তলোয়ারটা বের করে এনে চোখের সামনে তুলে ধরলো সে।

হাতলের মাথার অংশে সাদাটে পাথরের একটা খণ্ড রয়েছে, তলোয়ারের লম্বা ফলার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। পাথরটাকে খোদাই করে গর্জনরত নেকড়ের মাথার মতো আকৃতি দেয়া হয়েছে, গাঢ় লাল রঙের তামড়ির দুটো টুকরো বসিয়ে দেয়া হয়েছে নেকড়েটার দুই চোখে। নরম আর কালো রঙের নতুন চামড়া দিয়ে মোড়ানো হয়েছে হাতলটা। ঘাম বা রক্তের কোনো দাগ নেই সেটায়। জন যে ধরনের তলোয়ার চালিয়ে অভ্যস্ত তার থেকে অন্তত আধা ফুট লম্বা হবে তলোয়ারটা। শত্রুর ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া বা চিরে ফেলার মতো ক্রমশ চ্যাপ্টা আকৃতিবিশিষ্ট। আর ইস্পাতের ভেতর খোদাই করা রয়েছে তিনটা লম্বা খাঁজ। আইস ছিলো সত্যিকারের একটা দ্বিহাতি দুর্দান্ত তলোয়ার, আর এটাকে দেড়হাতি তলোয়ার বলা যেতে পারে। এরপরেও এই নেকড়ে তলোয়ারটাকে তার আগের ব্যবহার করা তলোয়ারগুলোর চেয়ে হালকা মনে হচ্ছে। জন যখন তলোয়ারটাকে একটু পাশের দিকে ঘোরালো তখন নিষ্প্রভ ইস্পাতের ওপর ঢেউ আকৃতির অনেকগুলো দাগ দেখতে পেল। 'ভ্যালিরিয়ান ইস্পাত, মাই লর্ড,' অবাক হয়ে বললো সে। ওর বাবা মাঝে মাঝে আইসকে তার হাতে দিতো; সে ভালো করেই চেনে ইস্পাতটাকে।

BanglaBook.org

'হুম,' বুড়ো ভালুক বললেন। 'এটা ছিলো আমার বাবার তলোয়ার, তার আগে এটার মালিক ছিলো আমার দাদা। মরমন্টরা পাঁচ শতাব্দী ধরে এই তলোয়ারকে আগলে রেখেছে। আমার জীবনকালে এটা ব্যবহার করেছি আমি, আর তারপর যখন আমি দেয়ালে চলে আসি, তখন আমার ছেলের হাতে তলোয়ারটা দিয়ে আসি।'

উনি আমাকে তার ছেলের তলোয়ার দিয়ে দিচ্ছেন! জন বিশ্বাসই করতে পারছে না। ফলাটা খুবই ভারসাম্যওয়ালা। আলো পড়ার সাথে সাথে ফলার কিনার থেকে মৃদুভাবে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। 'আপনার ছেলে...'

'আমার ছেলে হাউজ মরমন্টের জন্য অসম্মান বয়ে এনেছিলো, কিন্তু যখন সে পালিয়ে যায় তখন অন্তত তলোয়ারটা রেখে যাবার মতো সৌষ্ঠব দেখিয়েছে সে। পরে আমার বোন এটাকে আমার কাছে রাখার জন্য পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু তলোয়ারটার দিকে তাকালে শুধু ছেলের কৃতকর্মের কথা মনে পড়তো বিধায় এটাকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। আর না ভাবতে ভাবতে এটার কথা ভুলতেই বসেছিলাম। পরে আমার শোবার ঘরের আগুন জ্বালানোর জায়গার ছাইয়ের ভেতর অস্ত্রট.কে পাই। তলোয়ারের হাতলের মাথাটার আসল আকৃতি ছিলো একটা ভালুকের মাথার মতো, রূপালি রঙের। কিন্তু এত বেশি ব্যবহার হয়েছে যে আকৃতিটা আর চেনার উপায় ছিলো না। ভাবলাম তোমার জন্য সাদা নেকড়েই বেশি উপযুক্ত হবে। আমাদের এখানকার একজন বিল্ডার বেশ দক্ষ ভাস্কর।'

জনের বয়স যখন ব্র্যানের মতো ছিলো তখন সে বাচ্চাদের মতোই স্বপ্ন দেখতো একদিন মহৎ কিছু করার। প্রতিটা স্বপ্নই একটার থেকে আরেকটা আলাদা হতো সাধারণত, তবে একটা ঘটনার চিন্তা ও প্রায় সবসময়ই করতো, আর তা হলো বাবার জীবন বাঁচানো। বাঁচানোর পর লর্ড এডার্ড ঘোষণা দিতেন যে জন একজন সত্যিকারের স্টার্ক হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করেছে, এরপর তার হাতে তুলে দিতেন আইসকে। এমনকি সেই সময়ও জন জানতো যে এটা স্রেফ এক বাচ্চার কল্পনা; কোনো জারজই নিজের বাবার তলোয়ারের উত্তরাধিকারী হওয়ার আশা করে না। এমনকি এই স্মৃতিটাও ওকে লজ্জা দেয় এখন। কোন ধরনের মানুষ আপন ভাইয়ের জন্মাধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়? *আমার কোনো অধিকার নেই এটা করার*, চিন্তা করলো সে, *আইসের মতো এটাও তার না।* 'মাই লর্ড, আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন, কিন্তু...'

'তোমার এই কিন্তু কিন্তু এখন দূরে সরিয়ে রাখো, ছেলে,' লর্ড মরমন্ট বাধা দিলেন। 'তুমি আর তোমার ঐ পশুটা না থাকলে আমি আর এখানে বসে থাকতাম না এখন। বেশ সাহসের সাথে লড়াই করেছ...আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, চিন্তা করতে পেরেছ বেশ দ্রুততার সাথে। আগুন! ইশ! আমাদের আগেই জানা উচিত ছিলো। উচিত

BanglaBook.org

ছিলো মনে রাখা। দীর্ঘ রাত্রি কিন্তু আগেও এসেছিলো। হ্যাঁ, আট হাজার বছর অনেক দীর্ঘ সময় ঠিকই, কোনো সন্দেহ নেই...তবে নাইটস ওয়াচ যদি তা মনে রাখতে না পারে, তবে কারা মনে রাখবে?'

'কারা রাখবে?' বাচাল পাখিটা চিৎকার করে উঠলো। 'কারা রাখবে।'

সত্যিই ওর দেবতারা সে রাতে জনের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন; আগুন মৃতদেহটার পোশাককে জড়িয়ে ধরেছিলো একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে, এমনভাবে দাউদাউ করে জ্বলছিলো যেন লোকটার মাংস ছিলো মোম আর হাড়গুলো ছিলো শুকনো জ্বালানি কাঠ। গায়ে আগুন লাগার পর লোকটা পুরো কক্ষ জুড়ে টালমাটালভাবে দুলছিলো, আসবাবপত্রের সাথে ধাক্কা খাচ্ছিলো বারবার। আগুনের শিখায় লোকটার চুল খড়ের মতো পুড়ছিলো। গায়ের হাড় থেকে মাংস খুলে পড়ার এবং উপরের চামড়া খসে মাথার খুলি উন্মুক্ত হয়ে পড়ার দৃশ্য ছিলো গা গোলানো।

সে অসুরিক শক্তি মৃত অথরকে চলমান রাখছিলো তা আগুনের কারণেই বেরিয়ে গিয়েছিলো বলে মনে হয়; পরে ছাইয়ের মধ্যে ওরা যে বিকৃত আকৃতি খুঁজে পেয়েছে তা পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া মাংস আর দগ্ধ হাড় ছাড়া কিছুই ছিলো না। এখনো স্বপ্নে সে লাশটার মুখোমুখি হয় আবার...কিন্তু এবার সে লাশের মুখটা থাকে লর্ড এডার্ডের মতো। ওর চোখের সামনে বাবার চামড়া পুড়ে ফেটে কালো হয়ে যায়, কোটর থেকে চোখ গলে গিয়ে মুখ বেয়ে থকথকে তরল হয়ে গড়িয়ে পড়ে। জন বুঝে উঠতে পারে না কেন সে বারবার এই স্বপ্ন দেখছে, আর স্বপ্নের মানেই বা কী; কিন্তু এটা তাকে প্রচণ্ড ভীত করে তোলে বারবার।

'আমার জীবন বাঁচানোর বিনিময় হিসেবে এই তলোয়ার উপহার দেয়াটা বলতে গেলে সামান্য প্রতিদান,' মরমন্ট বললেন। 'নাও, আমি আর এ নিয়ে কোনো কথা শুনতে চাই না, বোঝা গেছে?'

'জ্বি, মাই লর্ড।' তলোয়ারের হাতলের নরম চামড়াতে ইতোমধ্যেই জনের হাত এত দারুণভাবে মানিয়ে গিয়েছে যে মনে হচ্ছে শুধুমাত্র ওর জন্যই বানানো হয়েছে অস্ত্রটা। জন জানে যে এটুকু সম্মান ওর প্রাপ্য ছিলো, আর সেটা তাকে দেওয়াও হয়েছে। কিন্তু তারপরও...

উনি আমার বাবা নন। চিন্তাটা জনের মনে এক অনাহূত অতিথির মতো চেপে রইলো। *লর্ড এডার্ড আমার বাবা। আমাকে যত তলোয়ারই দেয়া হোক না কেন, তার কথা আমি ভুলতে পারবো না।* ও লর্ড মরমন্টকে আর বললো না যে সে আগে কার তলোয়ার পাবার স্বপ্ন দেখতো মনে মনে...

BanglaBook.org

'আমি কোনো সৌজন্যমূলক কথাবার্তা শুনতে চাই না,' মরমন্ট বললেন, 'অতএব, আমাকে ধন্যবাদ দিও না। সম্মান জড়িত কাজের সাথে, কথার সাথে নয়।'

জন মাথা দোলালো। 'এটার কি কোনো নাম আছে, মাই লর্ড?'

'একসময় ছিলো। লংক্লু নামে ডাকা হতো এটাকে।'

'নখ,' দাঁড়কাক আবার চিৎকার করলো। 'নখ।'

'লংক্লু একেবারে যুতসই নাম,' তলোয়ারটা বাতাসে চালালো জন। ওর নড়বড়ে আর অস্বচ্ছন্দ বাম হাতে তলোয়ারটা চালাবার পরেও সেটা এত দারুণভাবে নড়তে লাগলো বাতাসের ভেতর দিয়ে যেন এর নিজস্ব চিন্তা বা ইচ্ছাশক্তি আছে। 'ভালুকদের মতো নেকড়েদেরও ধারাল নখর আছে।'

কথাটা শুনে বুড়ো ভালুককে সন্তুষ্ট মনে হলো। 'হুম, নেকড়েদেরও আছে। আমার মনে হচ্ছে এটা কাঁধে বয়ে নিয়ে বেড়ালেই ভালো হবে। কোমরে পড়ার জন্য তলোয়ারটা বেশ বড় হয়ে যায়, যদিনা তুমি কোমর থেকে কিছুটা উপরে পরো। আর তোমাকে এখন দুহাতে তলোয়ার চালনার কৌশল রপ্ত করতে হবে। তোমার হাত স্বাভাবিক হয়ে এলে স্যার এনড্রিউ তোমাকে কিছু কৌশল শিখিয়ে দেবে।'

'স্যার এনড্রিউ?' নামের মালিককে জন চেনে না।

'স্যার এনড্রিউ টার্থ, বেশ ভালো লোক। শ্যাডো টাওয়ার থেকে এখানে অস্ত্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে আসছে। স্যার অ্যালিসার থর্ন গতকাল সকালে ইস্টওয়াচের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে।'

জন ওর তলোয়ার নামিয়ে আনলো। 'কেন?' বোকার মতো প্রশ্ন করলো সে।

মরমন্ট বিরক্তির সাথে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন। 'কারণ আমি তাকে পাঠিয়েছি। তুমি কী ভেবেছিলে? জাফের ফ্লাওয়ারস-এর যে হাত তোমার গোস্ট কামড়ে ছিঁড়ে এনেছিলো সেটা নিয়ে যাচ্ছে সে। আমি ওকে আদেশ দিয়েছি কিংস ল্যান্ডিং-এ জাহাজে করে গিয়ে বালক রাজাকে হাতটা দেখাতে। আমার মনে হয়েছে এভাবেই বালক রাজা জফরির মনোযোগ পাওয়া যাবে। স্যার অ্যালিসার থর্ন এক উঁচুবংশীয় সম্ভ্রান্ত নাইট ছিলো, রাজসভার অন্যান্য পুরোনো সভাসদের উপস্থিতিতে তাকে উপেক্ষা করা অত সহজ হবে না।'

'তাছাড়া,' লর্ড কমান্ডার বলতে লাগলেন, 'তোমার আর তার ভেতর এখন দূরত্ব থাকলে কিছুটা দুশ্চিন্তা কমে আমার।' জনের মুখে একটা আঙুল দিয়ে ধাক্কা দিলেন বুড়ো ভালুক। 'কিন্তু তাই বলে ভেবো না সাধারণ কক্ষে তোমার ঐ আচরণ মেনে নিয়েছি আমি। বীরত্ব মাঝে মাঝে মূর্খতার সামিলও হয়ে যায়। কিন্তু তুমি এখন আর বাচ্চা নেই, জন। অনেক কিছু দেখে ফেলেছ কিন্তু এতদিনে। তোমার হাতের ওটা কিন্তু সুপুরুষদের

BanglaBook.org

তলোয়ার, আর এটাকে যে চালাবে তাকেও সুপুরুষ হতে হবে। এরপর থেকে তোমার কাছে তেমন আচরণই প্রত্যাশা করছি আমি।'

'জ্বি, মাই লর্ড।' তলোয়ারটাকে রূপার পাতে মোড়া ধাতব খাপে পুড়ে রাখলো জন।

বুড়ো ভালুক তার থুতনি চুলকালেন। 'ভুলেই গিয়েছিলাম নতুন দাড়ি উঠলে কী পরিমাণ চুলকায়,' বললেন তিনি। 'কী আর করা। তা তোমার হাত কি কাজকর্মে ফেরার জন্য কিছুটা উপযুক্ত হয়েছে?'

'জ্বি, মাই লর্ড।'

'ভালো। আজ রাতে বেশ শীত পড়বে মনে হচ্ছে, আমাকে গরম মসলাদার ওয়াইন দিও। আমার জন্য খুব তেতো নয় এমন এক বোতল লাল ওয়াইন নিয়ে এসো, আর তাতে মসলা দিতে কোনো কার্পণ্য কোরো না। হবসকে গিয়ে বোলো ফের যদি আমাকে সিদ্ধ করা খাসির মাংস পাঠায় তবে ওকে ধরেই সিদ্ধ করবো আমি। শেষবার যেটা পাঠিয়েছিলো তার রঙ ছিলো ধূসর। এমনকি আমার পাখিটাও তা মুখে তুলতে চায়নি।' হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে দাঁড়কাকটার মাথায় একটা টোকা দিলেন লর্ড কমান্ডার। পাখিটা তৃপ্তির আওয়াজ তুললো। 'আমি গেলাম এখন। কাজ আছে।'

জন যখন ওর ভালো হাতটায় তলোয়ার নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলো তখন নিজেদের জায়গা থেকে হাসিমুখে তাকিয়েছিলো পাহারাদাররা। 'দারুণ তলোয়ার,' তাদের মাঝে একজন বললো। 'নিজের যোগ্যতায় জিনিসটা জিতে নিয়েছ, স্নো,' আরেকজন বললো কথাটা। জন ওদের দিকে চেয়ে হাসলো বটে, কিন্তু সেটা তার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারলো না। ও বুঝতে পারছে যে তার খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু কেন যেন খুশিটা অনুভব করতে পারছে না। হাত ব্যথা করছে ওর, আর মুখে রাগ এবং তিক্ততার একটা পরশ পাচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না আসলে কার ওপর রেগে আছে আর কীসের জন্যই বা রেগে আছে।

কিংস টাওয়ার, বর্তমানে যেটাকে লর্ড কমান্ডার তার বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করছেন, সেটা থেকে জন যখন বেরিয়ে এলো তখন বাইরে দেখতে পেল তার ছয় বন্ধুকে। শস্যাগারের দরজায় একটা লক্ষ্যবস্তু ঝুলিয়ে নিজেদের তীর নিক্ষেপের দক্ষতাকে শানিয়ে নিচ্ছে এমন ভাব করছিলো তারা, কিন্তু ওদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে জনের কষ্ট হলো না। সে বেরুনোমাত্রই পিপ বলে উঠলো, 'এই তো, এসে পড়েছ। তা দেখাও দেখি আমাদেরও।'

'কী দেখাবো?' জন বললো।

কাছে চলে এলো টোড, দৃষ্টিতে কৌতুক। 'কী আবার, তোমার সুন্দর পাছাটার ভাঁজ দেখতে চাচ্ছি আমরা।'

BanglaBook.org

'তলোয়ার,' গ্রেন বললো। 'আমরা তলোয়ারটা দেখতে চাই।'

জন ওদের দিকে দোষারোপমূলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। 'তোমরা সবকিছু জানতে।'

পিপ হাসলো। 'আমরা কি সবাই গ্রেনের মতো বোকার হদ্দ নাকি!'

'তুমি নিজেই বোকা,' গ্রেন বললো। 'একটা আস্ত বলদ।'

হাল্ডার ক্ষমা প্রার্থনামূলক ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকালো। 'তলোয়ারটার হাতলের মাথার পাথর খোদাই করার কাজে পেটকে সাহায্য করেছিলাম আমি,' ও বললো। 'আর তোমার বন্ধু স্যাম চোখদুটোতে বসানোর জন্য তামড়ি কিনে নিয়ে এসেছিলো মোল টাউন থেকে।'

'আমরা এমনকি তার আরো আগে থেকেই জানতাম,' গ্রেন বললো। 'ডোনাল নোয়েকে রুজ কামারখানার কাজে সাহায্য করে। বুড়ো ভালুক যখন পুড়ে যাওয়া তলোয়ারটা সেখানে নিয়ে গিয়েছিলো তখন সেও ওখানে ছিলো।'

'তলোয়ার,' ম্যাট চিৎকার করলো। সাথে সাথে অন্যান্য সবাই একযোগে গলা মেলালো। 'তলোয়ার, তলোয়ার, তলোয়ার।'

জন লংক্লকে খাপমুক্ত করে ওদের সামনে তুলে ধরলো। এমনভাবে ধরলো যেন ওরা দেখে মুগ্ধ হয়। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝলসে উঠলো লম্বা তলোয়ারের ফলাটা। 'ভ্যালিরিয়ান ইস্পাত,' শান্ত স্বরে বললো সে, গলার স্বরটা এমন রাখলো যে তলোয়ারটা পেয়ে খুবই খুশি আর গর্বিত বোধ করছে।

'আমি একজন লোকের কথা শুনেছিলাম যার দাড়ি কামানোর ক্ষুর ভ্যালিরিয়ান ইস্পাতের তৈরি ছিলো,' টোড ঘোষণা করলো। 'বেচারা তা দিয়ে দাড়ি কামাতে গিয়ে নিজের কল্লাটাই নামিয়ে দিয়েছিলো।'

পিপ দুষ্টামির হাসি হাসলো। 'আমাদের নাইটস ওয়াচের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরোনো,' সে বললো। 'আমি হলফ করে বলতে পারি এত বছরের ইতিহাসে জনই একমাত্র ভাই যে লর্ড কমান্ডারের টাওয়ার পুড়িয়ে দেবার জন্য উপহার পেয়েছে।'

অন্য সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো, এমনকি হেসে ফেললো জনও। সে যে আগুনের সূচনা করেছিলো, সত্যি বলতে সেই আগুন ঐ ভয়াল্দর্শন পাথরের টাওয়ারটাকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়নি বটে, তবে উপরের যে দুই তলায় বুড়ো ভালুকের নিজের বাসস্থান ছিলো তার বেশ ভালোই ক্ষতি করেছে। ব্যাপারটা নিয়ে নাইটস ওয়াচের কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। কারণ সেই আগুনে অথরের খুনি মৃতদেহটাও পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

BanglaBook.org

জাফের ফ্লাওয়ারস নামক অন্য ওয়াইট, যার একহাত গোস্ট কামড়ে নিয়েছিলো, তাকেও ধ্বংস করা হয়েছে। কমপক্ষে বারোটা তলোয়ারের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিলো ওটা, কিন্তু তার আগে স্যার জ্যারেমি রাইকার আর অন্য চারজনকে হত্যা করে। স্যার জ্যারেমি তার তলোয়ারের আঘাতে জাফেরের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিয়েছিলো, কিন্তু ভয়ংকর লাশটা নিজের ছুরির খাপ থেকে একটানে একটা ছুরি বের করে তার তলপেটে ঢুকিয়ে দেয়।

চিন্তাটা জনের মনকে আবার তিক্ততায় ভরিয়ে দিলো। 'বুড়ো ভালুকের রাতের খাবারের জন্য আমাকে হবের সাথে দেখা করতে হবে,' লংক্লকে খাপে পুরতে পুরতে বেশ রূঢ়ভাবে বললো জন। বন্ধুরা তার ভালো চায় ঠিকই, কিন্তু ওরা বুঝতে পারছে না যে জন কীসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। ওরা যে বুঝতে পারছে না, সত্যি বলতে এ দোষও তাদের দেওয়া যায় না; অথর কে তো আর তারা মোকাবেলা করেনি, ভয়ংকর নীল চোখের ঐ শীতল দৃষ্টি তাদের দেখতে হয়নি, মৃত কালো আঙ্গুলগুলোর শীতল স্পর্শ তাদের তো অনুভব করতে হয়নি। এমনকি রিভারল্যান্ডে এখন যে যুদ্ধ চলছে সে সম্পর্কেও তারা অবগত না। তাহলে ওরা বুঝবে কীভাবে? আচমকা ওদের দিক থেকে ঘুরে হাঁটা ধরলো জন, গোমড়া মুখে দ্রুত দূরে চলে এলো। পিপ চিৎকার করে তাকে ডাকলেও জন তাতে কোনো সাড়া দিলো না।

আগুনের ঐ ঘটনার পর তাকে আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হারডিনের টাওয়ারে অবস্থিত তার পুরোনো কক্ষ ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানেই চলে এলো সে। দরজার পাশে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়েছিলো গোস্ট, কিন্তু জনের জুতার শব্দ পেয়ে মাথা উঁচু করলো সে। ডায়ারউলফটার লাল রঙের চোখদুটো তামড়ির লালের চেয়ে গাঢ় আর মানুষের চেয়ে প্রাজ্ঞ দৃষ্টি সে চোখে। হাঁটু গেড়ে বসে আদর করে তার কান চুলকে দিলো জন। তলোয়ারের হাতলের মাথার পাথরের অংশটা তাকে দেখিয়ে বললো, 'দেখ। এটা তুই।'

খোদাই করা পাথরটাকে শুঁকে চাটার চেষ্টা করলো গোস্ট। 'তোরই আসলে সম্মানটা পাওয়া উচিত,' ডায়ারউলফটাকে বললো সে...এবং হঠাৎই তার মনে পড়লো এক গ্রীষ্মকালীন তুষারময় দিনে কীভাবে সে পেয়েছিলো গোস্টকে। অন্য বাচ্চাগুলোকে নিয়ে তারা ফিরে আসছিলো, কিন্তু জন একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে আবার ফিরে আসে। তারপরই দেখতে পায়, সাদা তুষারের ভেতর ওর সাদা লোমগুলোর জন্য সহজে আলাদা করা যাচ্ছিলো না গোস্টকে। একদম একা ছিলো সে, ভাবলো জন, অন্যান্য বাচ্চাদের থেকে দূরে। দেখতে একটু আলাদা ছিলো বিধায় অন্যরা তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো।

BanglaBook.org

'জন?' নিজের নাম শুনে উপরের দিকে তাকালো সে। স্যামওয়েল টার্লি দাঁড়িয়ে রয়েছে তার চিরাচরিত অস্বস্তি নিয়ে। গাল দুটো লাল হয়ে আছে, ভারী পশমি আলখাল্লাতে এমনভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে যেন শীতনিদ্রায় যাবার জন্য একদম প্রস্তুত সে।

'স্যাম।' জন উঠে দাঁড়ালো। 'কী হয়েছে? তুমিও কি তলোয়ার দেখতে এসেছ?' অন্যরা যদি আগে থেকেই জেনে থাকে, তাহলে স্যামেরও জানতে বাকি নেই এটার কথা।

মোটা ছেলেটা মাথা দোলালো। 'একসময় আমি বাবার তলোয়ারের উত্তরাধিকারী ছিলাম,' বেশ দুঃখী গলায় কথাটা বললো সে। 'হার্টসবেন। লর্ড র‍্যান্ডিল আমাকে কয়েকবার ধরতে দিয়েছিলেন সেটা, কিন্তু সবসময় আমার খুব ভয় লাগতো ওটাকে। ভ্যালিরিয়ান ইস্পাতের তৈরি তলোয়ারটা খুব সুন্দর ছিলো, কিন্তু এত ধারাল যে আমার ভয় হতো এটা দিয়ে হয়তো নিজের বোনদের আঘাত করে বসবো আমি। এখন ওটার উত্তরাধিকারী আমার ছোট ভাই ডিকন।' ঘর্মাক্ত হাতদুটো নিজের আলখাল্লায় মুছলো সে। 'আমি আহ...মেইস্টার এইমন তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।'

হাতের পটি বদলাবার সময় এখনো হয়নি। জন সন্দেহের সাথে ভ্রু কুঁচকালো। 'কেন?' জানতে চাইলো সে। স্যামকে বেশ অসহায় দেখালো। তার ভাবভঙ্গি থেকেই উত্তর পেয়ে গেল জন। 'তুমি তাকে বলে দিয়েছ, তাই না?' জন রেগে গিয়ে প্রশ্নটা করলো। 'আমাকে যে তুমি চিঠির কথা জানিয়েছ, সেটা তাকে বলে ফেলেছ।'

'আমি...উনি...জন, আমি জানাতে চাইনি...উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন...আমি মানে, আমি ভেবেছিলাম উনি জেনে গিয়েছেন, তিনি এমন জিনিস দেখতে পান যা অন্যরা পায় না...'

'উনি অন্ধ, স্যাম,' জন বিরক্তির সাথে কথাটা বললো। 'আমি একাই যেতে পারবো।' স্যামকে ওখানে মুখ হাঁ করে কম্পিত অবস্থায় রেখে চলে গেল জন।

মেইস্টার এইমনকে দাঁড়কাকশালায় পেল জন। ওদের খাওয়াচ্ছিলেন তিনি। ক্লাইডাস তার সাথে টুকরো টুকরো মাংসে ভর্তি একটা বালতি নিয়ে এক খাঁচা থেকে আরেক খাঁচায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। 'স্যাম বললো আপনি নাকি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

মেইস্টার এইমন মাথা দোলালেন। 'হ্যাঁ, ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ক্লাইডাস, জনকে বালতিটা দাও। হয়তো আমাকে সাহায্য করার মতো যথেষ্ট দক্ষ দেখাবে সে।' গোলাপি চোখওয়ালা কুঁজো লোকটা বালতিটা জনের হাতে দিয়ে মই বেয়ে নেমে গেল। 'মাংসগুলোকে খাঁচার ভেতর ছুঁড়ে দাও,' জনকে শিখিয়ে দিলেন এইমন। 'বাকি কাজ পাখিরাই করে নেবে।'

BanglaBook.org

জন বালতিটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে বাঁ হাত ঢুকিয়ে দিলো রক্তাক্ত মাংসের টুকরার ভেতরে। দাঁড়কাকগুলো চিৎকার করতে শুরু করলো, ডানা ঝাপটাতে লাগলো দ্রুতবেগে। মাংস কেটে টুকরা টুকরা করা হয়েছে আঙ্গুলের করের মতো। মুঠো ভরে টুকরোগুলো নিয়ে লাল রঙের মাংসগুলোকে ছুঁড়ে মারলো খাঁচার ভেতর। সাথে সাথে ভেতরের চিৎকার আরো তীব্র হয়ে উঠলো। একটা মাংসের টুকরা নিয়ে যুদ্ধ লেগে গেল দুইটা বড় দাঁড়কাকের মাঝে। তাড়াতাড়ি জন আরেক মুঠোভর্তি মাংস নিয়ে খাঁচাটার দিকে ছুঁড়ে মারলো আবার। 'লর্ড মরমন্টের দাঁড়কাকটা ফল আর ভুট্টা খুব পছন্দ করে।'

'পাখিটা বেশ বিরল ধরনের,' মেইস্টার বললেন। 'বেশিরভাগ দাঁড়কাকই শস্য খায়, তবে তারা মাংস পছন্দ করে। কারণ মাংস ওদের শক্তিশালী করে তোলে, আর আমার মনে হয় ওরা রক্তের স্বাদও বেশ উপভোগ করে। এদিক দিয়ে দেখলে ওরা কিন্তু মানুষেরই মতো...আর মানুষের মতোই সব দাঁড়কাকও একরকম না।'

কথাটার বিপরীতে জন কিছু বললো না। মাংস ছুঁড়ে মারতে মারতে ভাবতে লাগলো তাকে ডাকা হয়েছে আসলে কীসের জন্য। বুড়ো লোকটা যখন মনে চাইবে তখনই কথাটা বলবে, এ ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই। তাড়াহুড়ো করে কাজ করার মতো মানুষ মেইস্টার এইমন নন।

'ঘুঘু আর কবুতরদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে চিঠি বহন করার উপযুক্ত করা যায়,' মেইস্টার বলতে থাকলেন। 'কিন্তু দাঁড়কাক বেশি শক্তিশালী ধাবক, বড়, সাহসী আর অনেক বেশি চালাক। বাজপাখিদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। কিন্তু তারা কালো বিধায় আর মরা পশুপাখি খায় বিধায় অনেক দেবতাভক্ত লোক তাদের ঘৃণা করে। তুমি কি জানো, শ্রদ্ধেয় বেইলর চেষ্টা করেছিলেন সব দাঁড়কাক বাদ দিয়ে তাদের জায়গায় ঘুঘুদের কাজে লাগাতে?' জনের ওপর সাদা হয়ে যাওয়া চোখের মণি নিবদ্ধ করলেন মেইস্টার, হাসছেন। 'নাইটস ওয়াচদের প্রথম পছন্দ হলো দাঁড়কাক।'

জনের আঙ্গুলগুলো বালতির ভেতরে রয়েছে, কবজি পর্যন্ত রক্তে মাখামাখি অবস্থা। 'ডাইওয়েন বলে যে ওয়াইল্ডলিংরা আমাদের নাকি ক্রো বলে ডাকে,' অনিশ্চিতভাবে কথাটা বললো সে।

'ক্রো বা কাক হলো দাঁড়কাকদের দূর সম্পর্কের ভাই। দুইজনই কালো, ঘৃণার পাত্র আর ভুল বোঝার শিকার।'

জন ভাবতে লাগলো, পাখি নিয়ে এই কথাগুলো আসলে কেন বলছে তারা! দাঁড়কাক আর ঘুঘু নিয়ে কেন চিন্তা করবে সে? বৃদ্ধ লোকটার যদি তাকে কিছু বলার থাকে তবে সরাসরি কেন বলছেন না সেটা?

BanglaBook.org

'জন, তোমার মনে কি কখনো প্রশ্ন জেগেছে যে নাইটস ওয়াচের সদস্যরা কেন স্ত্রী গ্রহণ করে না, কেন বাচ্চার বাবা হতে পারে না?'

জন কাঁধ ঝাঁকালো। 'না।' সে আরো মাংস ছিটালো খাঁচায়। ওর বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো রক্তমেখে পিচ্ছিল হয়ে আছে, আর বালতির ভারের কারণে কাঁপছে ডান হাত।

'কারণ ওরা আর কখনো ভালোবাসতে পারবে না,' বৃদ্ধ লোকটা উত্তর দিলেন। 'কারণ ভালোবাসা হলো সম্মানের বিষ আর দায়িত্বের মৃত্যু।'

কথাটা শুনতে মোটেও ভালো লাগলো না জনের, কিন্তু তারপরেও সে কিছুই বললো না। মেইস্টারের বয়স প্রায় একশ বছর, আর উনি নাইটস ওয়াচের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা; তার কথার বিপরীতে কথা বলার মতো অবস্থান এখনো হয়নি জনের।

বৃদ্ধ লোকটা মনে হলো জনের মনের সন্দেহের কথাটা ধরতে পেরেছেন। 'আমাকে বলো, জন, যদি এমন কোনো দিন আসে যে একহাতের তালুতে থাকা সম্মান আর অন্যহাতের তালুতে থাকা ভালোবাসার মানুষের থেকে যেকোনো একটা বেছে নিতে হবে তোমার বাবার, তবে সেদিন তিনি কী করতেন?'

জন ইতস্তত করলো। ও বলতে চেয়েছিলো যে লর্ড এডার্ড কখনো নিজেকে অসম্মানিত করতেন না, এমনকি ভালোবাসার মানুষদের জন্যও নয়; কিন্তু তার ভেতরের একটা কণ্ঠস্বর ফিসফিসিয়ে বললো, *ও একজন জারজ সন্তানের পিতা, এর মধ্যে সম্মানের কী আছে? আর তোমার মা, তার প্রতি লর্ড এডার্ডের দায়িত্ব ছিলো, সে এমনকি তার নামও তোমাকে বলতে চায় না।* 'তিনি সঠিক কাজটাই করতেন,' অবশেষে বললো সে। 'সেটার জন্য তার যা-ই করা লাগুক না কেন তা করতে দ্বিধা করতেন না।'

'তাহলে বলতে হয় লর্ড এডার্ডের মতো লোক দশ হাজারে একজন মেলে। আমাদের ভেতর বেশিরভাগ লোকই এত শক্ত ধাতুতে গড়া না। একজন মেয়ের ভালোবাসার সাথে তুলনা করলে সম্মানকে কী বলা যায়? হাতের ভেতর ধরা নিজের সদ্যজাত বাচ্চার স্পর্শের অনুভূতির...কিংবা ভাইয়ের হাসির স্মৃতির সামনে দায়িত্ববোধের অর্থ কী? শুধু বাতাস আর ফাঁকা শব্দ। বাতাস আর শব্দ। আমরা মানুষ, আর দেবতারা আমাদের তৈরি করেছেন ভালোবাসার জন্যই। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় গৌরব, আর আমাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ।

'যারা নাইটস ওয়াচ তৈরি করেছিলো তারা জানতো যে একমাত্র তাদের সাহসের বিনিময়েই এই পুরো সাম্রাজ্যকে উত্তর থেকে ধেয়ে আসা বিপদ থেকে রক্ষা করা যাবে।

BanglaBook.org

তারা জানতো যে যদি তারা নিজেদের সংকল্পে স্থির থাকতে চায়, তবে তাদের কোনো বিভক্ত আনুগত্য থাকা চলবে না। তাই তারা কোনো স্ত্রী আর বাচ্চা না নেয়ার শপথ করে।

'কিন্তু তাদেরও ভাই ছিলো, ছিলো বোন। জন্মদানকারী মা, ওদের নামকরণ করা বাবা। শখানেক যুদ্ধরত রাজ্য থেকে এসেছিলো তারা, জানতো যে সময়ের সাথে সাথে সবকিছু পরিবর্তিত হবে, কিন্তু মানুষ পরিবর্তিত হবে না। তাই তারা অঙ্গীকার করে যে নাইটস ওয়াচ সাম্রাজ্যের কোনো যুদ্ধে অংশ নেবে না।

'ওরা নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করেছিলো। যখন ব্ল্যাক হ্যারেনকে হত্যা করে এইগন তার রাজ্য নিজের দখলে নিয়ে নেয়, তখন হ্যারেনের ভাই দেয়ালের লর্ড কমান্ডার ছিলো, যার অধীনে ছিলো দশ হাজার সৈন্য। কিন্তু সে যুদ্ধে যায়নি। যখন বর্তমানের সাত রাজ্য সত্যিকারের সাত রাজ্য ছিলো, তখন এমন কোনো প্রজন্ম যায়নি যখন তাদের ভেতর তিনটা কি চারটা রাজ্য পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লেগে থাকতো না। কিন্তু নাইটস ওয়াচ কোনো যুদ্ধেই যোগ দেয়নি। যখন অ্যান্ডালরা ন্যারো সী পার হয়ে এসে আদিমানবদের রাজ্যগুলোকে যুদ্ধে হারিয়ে একেবারে সাফসুতরো করে দিয়েছিলো, তখন নিহত রাজাদের ছেলেরাও দেয়ালে তাদের পাহারার জায়গা ছেড়ে নড়েনি। সেই আদিকাল থেকেই নিয়মটা একই আছে। মানাও হয়েছে একইভাবে। সম্মানের মূল্য চোকানোর অর্থই হচ্ছে এটা।

'একজন ভীরু কাপুরুষও অন্য যেকোনো সাহসী লোকের মতো সাহসী হয়ে উঠতে পারে, যখন তার ভয় পাবার মতো কিছু আর বাকি থাকে না, তখন। আর আমরা সবাই নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাই যখন এর সাথে কোনো মূল্য জড়িত থাকে না। তখন সম্মানের পথ ধরে হাঁটা কত সহজ মনে হয় আমাদের জন্য! এরপরেও দ্রুত বা ধীরে যেভাবেই হোক না কেন, প্রতিটা মানুষের জীবনে এমন দিন আসে যখন কোনো কিছুই আর সহজ মনে হয় না। এমন দিন আসে যখন তাকে অবশ্যই কোনো একটা পথ বেছে নিতে হয়।'

কিছু কিছু দাঁড়কাক তখনো খাচ্ছে, ঠোঁট থেকে ঝুলছে মাংসের লম্বা সুতোর মতো অংশওয়ালা মাংসের টুকরো। বাকিরা ওকে দেখছে চোখ তুলে। জন ওদের ছোট ছোট কালো চোখগুলোর দৃষ্টির ওজন অনুভব করতে পারছে। 'আর আজ আমার সেই দিন উপস্থিত হয়েছে...আপনি তা-ই বলতে চাচ্ছেন?'

মেইস্টার এইমন তার মাথা ঘুরিয়ে মৃত সাদা চোখ মেলে জনের দিকে তাকালেন। ওর মনে হচ্ছে যেন মেইস্টার সরাসরি তার হৃদয়টা দেখতে পাচ্ছেন। জনের নিজেকে নগ্ন আর উন্মুক্ত মনে হতে লাগলো। জন এবার দুহাতে বালতিটা ধরে ভেতরের বাকি

BanglaBook.org

মাংস উপুড় করে ঢেলে দিলো খাঁচার ভেতরে। মাংসের টুকরো আর রক্ত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, আর দাঁড়কাকরা সরে গেল চারদিকে। ওদের কেউ কেউ উড়তে লাগলো, চিৎকার করছে সমানে। দ্রুতগামী পাখিগুলো মাংসের টুকরো দ্রুত দখল করে নিয়ে গপাগপ মুখে পুরে ফেলতে লাগলো। জন খালি বালতিটাকে মেঝেতে ফেলে দিলে ঝনঝন করে উঠলো সেটা।

বৃদ্ধ লোকটা তার দাগে ভর্তি শীর্ণ হাতটা জনের কাঁধে রেখে খুব শান্ত গলায় বললেন, 'এটা খুবই কষ্টদায়ক, ছেলে। হুম, এই বেছে নেয়ার সময়টা...এটা সবসময়ই খুব কষ্টদায়ক। আর সর্বদা এটা কষ্ট দিয়েই যাবে। আমি জানি।'

'আপনি জানেন না,' তিক্তভাবে বললো জন। 'কেউই জানে না। যদিও আমি তার জারজ সন্তান, কিন্তু তিনি তো আমার বাবা...'

মেইস্টার এইমন দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'তোমাকে এতক্ষণ যা বললাম তা কি শোননি, জন? তোমার কি মনে হয় যে তুমিই প্রথম?' বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, বেশ পরিশ্রান্ত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে দেহভঙ্গিতে। 'তিন তিনবার দেবতারা আমার শপথের পরীক্ষা নিয়েছেন। প্রথমবার আমি যখন বাচ্চা ছিলাম তখন, দ্বিতীয়বার আমার পূর্ণ যৌবনে আর তৃতীয়বার আমার বৃদ্ধ বয়সে। শেষবার যখন এটা হয় তখন আমার শারীরিক শক্তি একেবারে কমে এসেছে, চোখের দৃষ্টি এসেছে ক্ষীণ হয়ে; তারপরেও শেষবার যখন আমাকে বেছে নিতে হয়েছিলো, সেই সময়টা প্রথমবারের তুলনায় মোটেও কম কষ্টকর ছিলো না। আমার দাঁড়কাকেরা দক্ষিণ থেকে খবর বয়ে নিয়ে আসতো, ওদের ডানাগুলোর থেকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন খারাপ সব খবর। আমার পরিবারের ধ্বংস, আমার আত্মীয়দের মৃত্যু, অপমান আর নির্বাসনের খবর। আমি আর কিইবা করতে পারতাম একজন বৃদ্ধ, অন্ধ আর দুর্বল ব্যক্তি হিসেবে? আমি নিজেই একজন দুধের বাচ্চার মতো অসহায় ছিলাম, এরপরও যখন ওরা আমার ভাইয়ের অসহায় দৌহিত্রকে হত্যা করলো, সাথে হত্যা করলো তার ছেলেকেও, এমনকি ছোট বাচ্চাদেরও কোনো ছাড় দেয়নি, তখন আমি হাত পা গুটিয়ে বসেছিলাম দেখে আজও কষ্ট লাগে।'

বৃদ্ধ লোকটার চোখে পানি দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলো জন। 'আপনি কে?' জন এমন শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো যে মনে হচ্ছে সে ভয় পাচ্ছে। একটা দন্তবিহীন হাসি ফুটে উঠলো লোকটার শতাব্দী প্রাচীন ওষ্ঠে। 'সিটাডেলের একজন মেইস্টার মাত্র, ক্যাসল ব্ল্যাক আর নাইটস ওয়াচে দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োজিত। আমাদের এই কাজে আমরা পরিবারের পরিচয় পাশে সরিয়ে রাখি, শপথে আবদ্ধ হয়ে দায়িত্বের শৃঙ্খল পরে নিই।' বৃদ্ধ লোকটা তার চিকন মাংসবিহীন ঘাড়ের চারপাশে আলতোভাবে ঝুলতে থাকা মেইস্টারের শেকল স্পর্শ করলেন। 'আমার বাবা ছিলেন মায়েকার, এই নামের

BanglaBook.org

প্রথমজন, এবং আমার ভাই এইগন আমার অবর্তমানে সাম্রাজ্য শাসন করেছে। দাদা আমার নাম রেখেছিলেন রাজকুমার এইমন ড্রাগননাইট, যে কিনা তার চাচা ছিলো, অথবা বাবা ছিলো, নির্ভর করবে কোনো গল্পটা বিশ্বাস করবে তুমি তার উপর। এইমন বলে তিনি ডাকতেন আমাকে...'

'এইমন...টারগেরিয়ান?' জন বিশ্বাসই করতে পারছে না।

'একটা সময় ছিলাম,' বৃদ্ধ লোকটা বললেন। 'একটা সময়। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছো, জন, আমি ঠিকই জানি...আর জানি বলেই বলছি, আমি তোমাকে থাকতে বা চলে যেতে কোনোটাই বলবো না। এই বেছে নেয়ার কাজটা তুমি নিজেই করবে, আর বাকি জীবন সেই সিদ্ধান্তের সাথেই কাটাতে হবে তোমাকে, ঠিক আমি যেভাবে কাটিয়েছি।' তার কণ্ঠ নিচু হতে হতে ফিসফিসানিতে পরিণত হলো। 'ঠিক আমি যেভাবে কাটিয়েছি।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ড্যানেরিস

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ড্যানি তার রূপালি ঘোড়াটা নিয়ে মৃতদেহ দিয়ে ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে চললো। তার দাসী আর খাসের লোকেরা তার পিছে পিছে আসছে, হাসি-তামাশা করছে নিজেদের মধ্যে।

ডথ্রাকিদের ঘোড়ার খুরের আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে আছে মাটি, রাই ও মসূরের জমি হয়ে আছে লন্ডভন্ড। আরাখ আর তীরের আঘাতে নিহত লোকদের রক্তে নতুন ফসলের মাঠ যেন গোসল করে উঠেছে মাত্র। মৃত্যুপথযাত্রী ঘোড়ারা তাদের মাথা উঁচু করে করুণ সুরে ডেকে উঠছে তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময়। আহত লোকেরা প্রার্থনা করছে গুঙিয়ে গুঙিয়ে। *জাক্কা রান*, মানে কৃপা মানবরা তাদের মাঝে গিয়ে বড় বড় কুঠারের আঘাতে ইতোমধ্যেই মৃত আর মৃত্যুপথযাত্রী দুই ধরনের লোকদেরই মাথা কেটে নিচ্ছে। ওদের পরে মৃতদেহ থেকে তীর বের করে নিজেদের ঝুড়ি ভর্তি করছে একদল ছোট মেয়ে। আর একেবারে শেষে ক্ষুধার্ত কুকুরের দল এসে ঝুঁকে মৃতদেহ শুঁকতে শুরু করেছে; এই ধরনের বন্য কুকুরেরা যেকোনো খালাসারের দলের পেছনে পেছনে চলে সবসময়।

ভেড়াগুলোর মৃতদেহগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে অনেক আগে মারা গেছে ওগুলো। হাজার হাজার মৃতদেহ, মাছি ইতোমধ্যেই মুড়ে ধরেছে, প্রত্যেকটা মৃতদেহ রয়েছে শরবিদ্ধ অবস্থায়। ড্যানি জানে এই কাজ খাল ওগোর অশ্বারোহীদের; খাল দ্রোগোর কোনো লোকই রাখালরা বেঁচে থাকা অবস্থায় ভেড়ার উপর তীর খরচ করার মতো বোকামি করতো না।

BanglaBook.org

শহরটা আগুনে পুড়ছে এখন, নীল আকাশের দিকে উঠে যেতে যেতে কুণ্ডলিত হচ্ছে কালো ধোঁয়া। নিচে শুকনো মাটির দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে অশ্বারোহীরা, লম্বা চাবুক চালিয়ে ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত ভাঙাচোরা বাড়িঘর থেকে বের করে এক জায়গায় জড়ো করছে বেঁচে থাকা লোকদের। ওগোর খালাসারের মহিলা এবং বাচ্চারা তাদের পরাজয়ের পরে বন্দি হিসেবে জড়ো হলেও প্রত্যেকের চেহারায় এখনো রয়েছে গর্বের ছাপ; তারা এখন দাসদাসী, কিন্তু মনে হচ্ছে না তা নিয়ে কোনো প্রকার চিন্তা আছে ওদের। কিন্তু শহরটার বাকি মানুষদের কথা আলাদা। ড্যানি ওদের প্রতি বেশ করুণা বোধ করছে, ও খুব ভালো করেই জানে আতংক কী জিনিস! ক্রন্দনশীল বাচ্চাদের হাতে নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে আসছে মায়েরা। খুব অল্পসংখ্যক পুরুষ মানুষই বেঁচে আছে এখন। আর তাদের মধ্যে শুধু আছে বিকলাঙ্গ, ভীরু আর বৃদ্ধ লোকেরা।

স্যার জোরাহ বলেছেন এই এলাকার লোকেরা তাদের নিজেদের নাম দিয়েছে লাজারিন, কিন্তু ডথ্রাকিরা তাদের ডাকে হায়েশ রাখি বলে, যার অর্থ *মেষমানব*। ড্যানির কাছে এদেরকে ডথ্রাকিদের চেয়ে ভিন্নরকম মনে হতো না তেমন একটা; একই রকম তামাটে গায়ের রঙ আর বাদাম আকৃতির চোখের অধিকারী তারা। কিন্তু এখন ওদেরকে সম্পূর্ণ অপরিচিত লাগছে ওর কাছে; বেঁটে, অভিব্যক্তিহীন মুখ আর কালো চুল কেটে অনেক ছোট করা। ভেড়া পেলে জীবিকা নির্বাহ করে, আর নিরামিষভোজী হিসেবে জীবনযাপন করে ওরা। খাল ড্রোগো বলতো ওদের আসল স্থান হচ্ছে আরো দক্ষিণে, নদীর বাঁকে। ডথ্রাকি সাগরের ঘাস কোনো ভেড়ার খাবার হতে পারে না।

স্যার জোরাহ তার সাথে শহরের ভগ্নদরজার বাইরে দেখা করলো। পরনে একটা গাঢ় সবুজ রঙের জামা। হাতের দস্তানা, হাঁটুর নিচের অংশের বর্ম আর শিরস্ত্রাণ সব গাঢ় ধূসর ইস্পাতের তৈরি। বর্মটা পরার পর ডথ্রাকিরা তাকে ভীরু বলে উপহাস করেছিলো, কিন্তু সে ওদের মুখের ওপর তাদের নিজেদের বলা কথাগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করে।

স্যার জোরাহ তার ঘোড়ায় চড়ে আসতে আসতে শিরস্ত্রাণের মুখাবরণ তুলে নিলেন। 'আপনার স্বামী শহরের ভেতরে অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।'

'ড্রোগোর কি কোনো ক্ষতি হয়েছে?'

'অল্প স্বল্প কেটেছে আরকি,' স্যার জোরাহ উত্তর দিলেন। 'খুব একটা ক্ষতিকর কিছু না। আজ সে দুইজন খালকে নিজ হাতে মেরে ফেলেছে। প্রথমে খাল ওগো, আর তারপরে ওগো মারা যাবার পরে খালের জায়গা নেয় তার ছেলে ফোগো। ড্রোগোর শোণিতারোহীরা ওদের চুল থেকে ঘণ্টা কেটে নিয়েছে, আর এখন খাল ড্রোগোর প্রতি পদক্ষেপ থেকে আগের তুলনায় বেশি ঘণ্টার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।'

BanglaBook.org

ড্যানি আর ড্রোগোর ছেলের নামকরণের ভোজের দিন যখন ভিসেরিসকে মেরে ফেলা হয় সেদিন ওগো আর তার ছেলে উচ্চ আসনে তার স্বামীর পাশে সম্মানের সাথেই বসেছিলো; কিন্তু তা ছিলো ভাঈস ডথ্রাকের সীমানার ভেতর, মাদার অব মাউন্টেইনের নিচে–যেখানে প্রতিটা অশ্বারোহী তাদের মধ্যকার বিবাদ পাশে সরিয়ে রেখে ভাইয়ের মতো আচরণ করে। কিন্তু ভাঈস ডথ্রাকের বাইরে ঘাসের ভেতর পুরো ব্যাপারটা একদম আলাদা। খাল ড্রোগো যখন ওগোর খালাসারের নাগাল পায় তখন ওগো এই শহরে আক্রমণ চালাচ্ছিলো। ড্যানি ভাবলো যে, যখন নিজেদের মাটি নির্মিত ঘরের দেয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে ড্রোগোর খালাসারের এগিয়ে আসার ফলে তৈরি ধুলোর মেঘ প্রথমে দেখতে পেয়েছিলো, মেষমানবেরা তখন ঠিক কী ভাবছিলো! হয়তো অল্প কিছু লোক–কমবয়সী বোকাগুলো–যারা বিশ্বাস করে দেবতারা বিপদাপন্ন মানুষের প্রার্থনা শুনতে পান, তারা নির্ঘাত ড্রোগোর খালাসারের এগিয়ে আসাকে দেখছিলো নিজেদের মুক্তি হিসেবে।

পথের পাশে একগাদা লাশের ওপর উপুড় অবস্থায় ড্যানির সমবয়সী এক মেয়ে চিৎকার করছে তীক্ষ্ণ গলায়; এক ডথ্রাকি ঐ লাশের গাদার ওপরেই চেপে ধরে ধর্ষণ করছে ওকে। অন্য অশ্বারোহীরা তাদের ঘোড়া থেকে নেমে অপেক্ষা করছে নিজেদের পালা আসার জন্য। ড্রোগোর খালাসার মেষমানবদের জন্য ঠিক এই জাতীয় মুক্তিই বয়ে এনেছে।

আমি ড্রাগন রক্তধারার বাহক, দৃশ্যটা থেকে নিজের চোখ ফিরিয়ে নিতে নিতে নিজেকে বললো ড্যানেরিস টারগেরিয়ান। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মন শক্ত করে শহরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

'ওগোর বেশিরভাগ অশ্বারোহী পালিয়ে গেছে,' স্যার জোরাহ বললেন। 'তারপরেও, প্রায় দশ হাজারের মতো বন্দি হয়েছে আমাদের হাতে।'

দাস, ড্যানি ভাবলো। খাল ড্রোগো ওদেরকে নদীর ভাটিতে থাকা স্লেভারস বে-এর যেকোনো একটা শহরে নিয়ে যাবে হয়তো। গলা ছেড়ে কাঁদতে চাইলো সে, কিন্তু আরো শক্ত হতে হবে বলে নিজেকে বোঝালো আবারো। এটা যুদ্ধ, আর যুদ্ধ এমনই হয়, লৌহ সিংহাসনে আরোহণ করার মূল্য এটাই।

'আমি খালকে বলেছি মেরিনে যাবার জন্য,' স্যার জোরাহ বললো। 'দাসের কাফেলা থেকে সেখানে আরো বেশি মূল্য পাওয়া যাবে। ইলিরিও বলেছে যে সেখানে গত বছর প্লেগে অনেকে মারা গিয়েছে, তাই স্বাস্থ্যবতী কমবয়সী মেয়েদেরকে কিনতে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করবে তারা আর দশ বছরের কমবয়সী বালকদের জন্য দেবে তিনগুণ। যদি যথেষ্ট পরিমাণ ছেলেমেয়ে যাত্রার ধকল সামলে শহরে পৌঁছুতে পারে তবে তাদের বিক্রি

BanglaBook.org

করে যে সোনা পাওয়া যাবে তা দিয়ে আমাদের জন্য যথেষ্ট জাহাজ কেনা যাবে, পাশাপাশি সেগুলো চালানোর জন্য লোকও ভাড়া করতে পারবো আমরা।'

ওদের পেছনে ধর্ষিত হতে থাকা মেয়েটা মর্মস্পর্শী সুরে চিৎকার করেই যাচ্ছে। শক্ত হাতে লাগাম টেনে নিজের রূপালি ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে ফেললো ড্যানি। 'ওদেরকে থামতে বলুন,' স্যার জোরাহকে আদেশ দিলো সে।

'খালীসি?' নাইটকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় লাগছে।

'আমার কথা ঠিকই শুনেছেন আপনি,' ও বললো। 'ওদেরকে থামাও।' নিজস্ব খাসের সৈন্যদের দিকে চেয়ে ডথ্রাকি ভাষায় কড়া স্বরে বললো সে।

যোদ্ধারা নিজেদের ভেতরে হতবাক দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগলো।

জোরাহ মরমন্ট তার ঘোড়াটা নিয়ে ড্যানির কাছাকাছি চলে এলেন। 'রাজকুমারী,' বললেন তিনি। 'আপনি অনেক দয়ালু হৃদয়ের অধিকারী, কিন্তু বুঝতে পারছেন না। ব্যাপারটা সবসময়ই এরকম ছিলো। ঐ লোকগুলো খালের জন্য নিজেদের রক্ত ঝরিয়েছে। এখন তারা নিজেদের উপহার দাবি করছে।'

রাস্তার অপর পাশে তখনো কেঁদে যাচ্ছে মেয়েটা, ড্যানির কানে তার কান্নার শব্দ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। শেষ হয়ে গেছে প্রথম লোকটার, ওর জায়গা নিয়ে ফেলেছে দ্বিতীয় লোকটা।

'ও একটা মেষ মেয়ে,' কোয়েরো ডথ্রাকিতে বললো। 'ও আসলে কিছুই না, খালীসি। অশ্বারোহীরা বরং ওকে সম্মান দিচ্ছে। মেষমানবরা নিজেদের ভেড়ার পালের সাথে শোয়, সবাই জানে।'

'সবাই জানে,' তার দাসী ইরিও স্বর মিলালো।

'সবাই জানে,' ঝোগো একমত হলো। ড্রোগোর দেয়া বিশাল ধূসর ঘোড়ার উপর বসে আছে সে। 'যদি ওর চিৎকার আপনার সহ্য না হয়, খালীসি, তবে ঝোগো আপনাকে ওর জিহ্বাটা নিয়ে এসে দিতে পারে।' নিজের আরাখ টেনে বের করলো সে।

'ওর কোনো ক্ষতি হোক আমি তা চাই না,' ড্যানি বললো। 'ওকে আমি দাবি করছি। যা আদেশ দিয়েছি তা পালন করো, নতুবা খাল ড্রোগো জানতে চাইবে কেন করোনি।'

'ঠিক আছে, খালীসি,' ঝোগো উত্তর দিয়ে নিজের ঘোড়ায় লাথি কষালো। কোয়েরো আর অন্যরা তাকে অনুসরণ করতে শুরু করলে ওদের চুলের ঘণ্টা থেকে ভেসে এলো ঘণ্টার শব্দ।

'ওদের সাথে আপনিও যান,' স্যার জোরাহকে আদেশ দিলো সে।

'আপনি যা আদেশ দেবেন।' নাইটটা ওর দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। 'আপনি সত্যিই আপনার ভাইয়ের বোন।'

BanglaBook.org

'ভিসেরিস?' বুঝতে পারলো না সে।

'না,' নাইট উত্তর দিলো। 'রেইগার।' ঘোড়া নিয়ে চলে গেল সে।

ঝোগোকে চিৎকার করতে শুনলো ড্যানি। ধর্ষকরা ওর দিকে চেয়ে হেসে উঠলো। ওদের ভেতর একজন উলটো চিৎকার করলো তার প্রতি। সাথে সাথে ঝলসে উঠলো ঝোগোর আরাখ, লোকটার মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেল নিমেষে। হাসি এবার গালাগালিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। লোকগুলো তাদের অস্ত্র টেনে বের করার আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছালো কোয়েরো, এগো আর রাখারো। ড্যানি দেখলো সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে নিজের ঘোড়া নিয়ে সেদিকে নির্দেশ করলো এগো। অশ্বারোহীরা তাদের শীতল চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তারপরেও কথা কাটাকাটি করতে থাকলো একজন, অন্যরা ঘোড়ায় চড়ে বিড়বিড় করতে করতে চলে যাচ্ছে।

পুরোটা সময় জুড়ে মেষ মেয়েটাকে ধর্ষণ করতে থাকা লোকটা চালিয়ে যাচ্ছিলো তার কাজ, নিজের ভোগসুখ নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলো যে চারপাশে কী হচ্ছে সেদিকে কোনো খেয়ালই ছিলো না তার। স্যার জোরাহ তাকে মেয়েটার উপর থেকে টেনে তুলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। ডথ্রাকিটা মাটিতে পড়ে গিয়ে প্রায় সাথে সাথেই হাতে একটা ছোরা নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু গলাতে এগোর ছোঁড়া তীর নিয়ে সাথে সাথেই মৃত্যু হলো তার। লাশের গাদার ওপর থেকে মেয়েটাকে টেনে তুলে নিজের রক্তভেজা আলখাল্লা দিয়ে তাকে মুড়ে নিলেন মরমন্ট। ড্যানির কাছে তাকে নিয়ে এসে বললেন, 'একে নিয়ে এখন কী করতে চান আপনি?'

মেয়েটা কাঁপছে প্রচণ্ড রকম, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। কাপড়-চোপড় রক্তে ভিজে ছপছপে হয়ে গেছে। 'ডোরিয়া, মেয়েটার আঘাতগুলো দেখো তো। তোমার পরনে অশ্বারোহীদের পোশাক নেই, হয়তো তোমাকে ভয় পাবে না ও। বাকিরা আমার সাথে এসো।' ঘোড়াটাকে কাঠের দরজার দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল সে।

শহরের ভেতর অবস্থা আরো খারাপ। বেশিরভাগ ঘরই আগুনে জ্বলছে, আর জাক্কা রানরা তাদের কাজ শেষ করে রেখেছে। মুণ্ডুহীন শরীর দিয়ে ভর্তি হয়ে আছে শহরের চাপা আর আঁকাবাঁকা গলি। আরো কিছু ধর্ষিত হতে থাকা মহিলাকে দেখতে পেল তারা। প্রতিবার ড্যানি লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে তার খাসদের পাঠিয়ে ধর্ষণ থামালো এবং অত্যাচারিতদেরকে নিজের দাসী হিসেবে দাবি করলো। ওদের ভেতর চ্যাপ্টা নাকের একজন মোটামত চল্লিশ বছর বয়স্ক মহিলা ড্যানিকে সাধারণ ভাষায় ধন্যবাদ জানালো কিন্তু অন্যদের থেকে ড্যানি পেল শুধু ফাঁকা দৃষ্টি। দুঃখের সাথে সে দেখলো যে ওকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে মেয়েগুলো; হয়তো ভাবছে অন্য কোনো খারাপ ভাগ্য অপেক্ষা করছে তাদের সামনে।

BanglaBook.org

'আপনি ওদের সবাইকে দাবি করতে পারবেন না,' চতুর্থবারের জন্য থামলে স্যার জোরাহ বললেন তাকে।

'আমি খালীসি, সপ্তরাজ্যের উত্তরাধিকারী, ড্রাগন রক্তধারার বাহক,' ড্যানি ওকে মনে করিয়ে দিলো। 'আপনার বলা লাগবে না যে আমি কী করতে পারবো আর কী করতে পারবো না!' শহরের ভেতর একটা বড় দালান হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে আগুন আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলে ড্যানি দূর থেকে ভেসে আসা ভয়ার্ত বাচ্চাদের চিৎকার শুনতে পেল।

খাল ড্রোগোকে তারা মোটা মাটির দেয়াল এবং বিশাল এক পেয়াজের মতো দেখতে গম্বুজওয়ালা চারকোণা একটা মন্দিরের সামনে দেখতে পেল। পাশেই মানুষের মাথার একটা গাদা তার থেকেও উঁচু হয়ে রয়েছে। মেষ মানবদের ছোঁড়া একটা ছোট তীর বিঁধে আছে তার ঊর্ধ্ববাহুতে আর তার খোলা বুকের বাঁ পাশে গাঢ় লেগে আছে লাল রঙের রক্তের ছিটা। পাশেই আছে তার তিন শোণিতারোহী।

ড্যানিকে তার ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করলো ঝিকুই; পেট ক্রমশ বড় হয়ে যাচ্ছে বলে তার শরীরও সেই অনুপাতে ভারী আর দুর্বল হয়ে পড়ছে। খালের সামনে গিয়ে হাঁটুমুড়ে বসলো সে। 'আমার জ্যোতি ও ভাস্কর আঘাত পেয়েছে।' আরাখের আঘাতটা চওড়া হলেও খুব একটা গভীর না; তার বাম পাশের স্তনবৃন্ত আর খানিকটা মাংস উধাও হয়ে গেছে, আর সেখানকার চামড়াটা ঝুলে আছে ভেজা চটের মতো।

'খাল ওগোর এক শোণিতারোহীর আরাখের আঘাতে সামান্য কেটে ছড়ে গেছে, আমার চন্দ্র,' সাধারণ ভাষায় বললো খাল ড্রোগো। 'তার জন্য আমি ওকে আর খাল ওগোকে হত্যা করেছি।' ও মাথা ঘুরিয়ে নিলে চুলে বাঁধা ঘণ্টাগুলো মৃদু আওয়াজে বাজতে লাগলো। 'ওগোকে তুমি চেনো, আর সে মারা যাবার পর তার খালাক্কা ফোগো খাল হয়েছিলো, তাকেও মেরে ফেলেছি আমি।'

'আমার জ্যোতি ও ভাস্করের সামনে কেউই টিকতে পারে না,' ড্যানি বললো, 'পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে যে তুরগ, ওর বাবা সে।'

ঘোড়ায় চড়ে এক যোদ্ধা এসে পৌছুলো এবার। জিন থেকে নেমে হ্যাগোর কাছে গিয়ে রাগী ভঙ্গিতে এত দ্রুত ডথ্রাকি ভাষার তুবড়ি ছোটাতে লাগলো যে ড্যানি তার কিছুই বুঝতে পারলো না। বিশালদেহী শোণিতারোহীটা খালের দিকে ফিরে কথা বলার আগে ড্যানির দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো। 'এই আরোহীর নাম মাগো, কো ঝাকো খাসের যোদ্ধা। সে অভিযোগ করছে যে খালীসি নাকি তার যুদ্ধের উপহার এক মেষ মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েছে।'

BanglaBook.org

স্থির আর শক্ত হয়ে গেল খাল ড্রোগোর মুখ, কিন্তু ড্যানির দিকে সে তার কালো চোখ মেলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। 'লোকটা কি সত্য বলছে, আমার চন্দ্র?' ডথ্রাকিতে জানতে চাইলো সে।

খালের নিজের ভাষায় ড্যানি খুলে বললো একটু আগে সে কী করেছে; তার কথাগুলো ছিলো সোজাসাপ্টা যাতে খাল তাকে ভালোভাবে বুঝতে পারে।

তার কথা শেষ হলে খালের ভ্রু কুঁচকে গেল। 'যুদ্ধের নিয়ম তো এটাই। ঐ মেয়েগুলো এখন আমাদের দাসী, আমরা তাদের সাথে এখন যা ইচ্ছা তা করতে পারি।'

'আমার ইচ্ছা ওদেরকে নিরাপদে রাখা,' ড্যানি বললো, সাথে সাথে এও ভাবলো যে সে কি বেশি সাহস দেখিয়ে ফেলছে কি না! 'যদি তোমার যোদ্ধারা ওদের সাথে মিলিত হতে চায়, তবে তারা ওদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করুক। খালাসারের ভেতর তাদের স্থান দেয়া হোক। তোমার জন্য নতুন নতুন ছেলে যোদ্ধা জন্ম দেয়ার সুযোগ পাক তারা।'

শোণিতারোহীদের ভেতর সবচেয়ে নিষ্ঠুর যোদ্ধা হচ্ছে কোথো। সে উচ্চ স্বরে হেসে উঠলো ড্যানির কথা শুনে। 'ঘোড়ার সাথে কি ভেড়ার মিল হতে পারে?'

তার গলার স্বর শুনে ভিসেরিসের কথা মনে পড়ে গেল। ড্যানি ওর দিকে রাগী দৃষ্টিতে তাকালো এবার। 'ড্রাগন কিন্তু ঘোড়া আর ভেড়া দুটোই খায়।'

হেসে ফেললো খাল ড্রোগো। 'দেখেছ, দিন দিন ও কত হিংস্র হয়ে উঠছে!' বললো সে। 'আমার ছেলে তার আগুন দিয়ে পূর্ণ করে তুলছে আমার চন্দ্রকে। সাবধানে কথা বলো, কোথো...ও যদি তার আগুনে তোমাকে নাও পোড়ায়, ওর ছেলে কিন্তু তোমাকে ঠিকই মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। আর তুমি, মাগো, চুপচাপ এখান থেকে চলে যাও। আর গিয়ে চড়ার জন্য নতুন কোনো ভেড়া খুঁজে বের করো। যাদের ছিনিয়ে এনেছে ওরা এখন খালীসির নিজের।' ড্যানেরিসকে ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়ালো সে, কিন্তু খানিকটা তুলতেই ব্যথায় মুখ বিকৃত করে মাথা ঘুরিয়ে নিলো ড্রোগো।

ড্যানি তার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারলো। স্যার জোরাহ যেমন বলেছিলেন তার থেকে ক্ষতের অবস্থা আরো অনেক খারাপ। 'চিকিৎসকরা কোথায়?' জানতে চাইলো সে। খালাসারে দুই ধরনের চিকিৎসক আছে: বন্ধ্যা মহিলা আর খোজা দাস। লতাগুল্ম দিয়ে তরল ঔষধ তৈরি আর জাদুমন্ত্র নিয়ে কাজ করে মহিলারা, আর খোজারা কাজ করে ছুরি, সুঁই আর আগুন নিয়ে। 'ওরা এখনো খালের সেবায় নিয়োজিত হয়নি কেন?'

'খাল কেশহীন লোকগুলোকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, খালীসি,' বয়স্ক কহলো তাকে বোঝালো। ড্যানি দেখলো শোণিতারোহীটি নিজেও আহত হয়েছে। কাঁধে একটা বিশাল ক্ষত দেখা যাচ্ছে তার।

'অনেক যোদ্ধা আহত হয়েছে,' খাল ড্রোগো জেদিভাবে বললো। 'আগে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হোক। এই তীরের আঘাত সামান্য একটা মাছির কামড়ের চেয়ে বেশি কিছু না।'

ওর বুকের যেখানটায় চামড়া কেটে উঠে গেছে তার নিচে পেশীগুলো দেখতে পাচ্ছে ড্যানি। তীরটা যেখানে আঘাত করেছে সেখান থেকে রক্তও গড়িয়ে পড়তে দেখলো সে। 'খাল ড্রোগো পক্ষে চিকিৎসকের জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব না,' ঘোষণা করলো সে। 'ঝোগো, একটা খোজা লোককে খুঁজে বের করে এক্ষুনি এখানে নিয়ে এসো।'

'রূপালি মেয়ে,' ওর পেছন থেকে ভেসে এলো একটা মেয়েলি গলা। 'আমি ঐ বিশালদেহী অশ্বারোহীকে সাহায্য করতে পারবো।'

ঘুরে তাকালো ড্যানি। ধর্ষণ থেকে যাদের রক্ষা করেছিলো তাদের ভেতর থেকে যে চ্যাপ্টা নাকওয়ালা মোটা মহিলা তাকে আশির্বাদ করেছিলো, সে কথা বলছে।

'ভেড়ার সাথে যে মহিলা শুয়েছে তার থেকে কোনো সাহায্য দরকার নেই খালের,' খেঁকিয়ে উঠলো কোথো। 'এগো, ওর জিহ্বাটা কেটে নাও।'

মহিলার চুলের মুঠি ধরে গলায় ছোরা ঠেকালো এগো।

ড্যানি নিজের একটা হাত উঁচু করলো সাথে সাথে। 'না। ও এখন আমার। ওকে কথা বলতে দাও।'

এগো একবার তার দিকে তাকিয়ে এরপর কোথোর দিকে তাকালো। ছোরাটা নামিয়ে নিলো সে।

'আমি কোনো খারাপ কথা বলিনি, ভয়ংকর যোদ্ধারা।' মহিলা ডথ্রাকি ভাষাতেও দক্ষ। সে যে পোশাক পরে আছে তা একসময় হালকা ও সূক্ষ্ম উলের তৈরি কারুকাজ করা দামি পোশাক ছিলো, কিন্তু রক্ত আর কাদা মেখে এবং ছিঁড়ে গিয়ে এখন খুব বাজে হয়ে আছে। তার ভারী বুকের কাছে নিজের ছেড়া পোশাকের কিছু অংশ ধরে রেখেছে সে। 'চিকিৎসার ব্যাপারে আমার কিছু দক্ষতা আছে।'

'তুমি কে?' ড্যানি তাকে জিজ্ঞেস করলো।

'আমার নাম মিরি মায দুর। এই মন্দিরের একজন দেবপত্নী আমি।'

'মেইগি,' নিজের আরাখে হাত বোলাতে বোলাতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো হ্যাগো। তার চোখের দৃষ্টি খুব শীতল। এক রাতে আগুনের পাশে বসে ঝিকুইয়ের বলা একটা ভয়ংকর গল্প থেকে ড্যানি মেইগি শব্দটার সাথে পরিচিত হয়েছিলো। মেইগিরা এমন মহিলা যারা অপদেবতাদের সাথে সঙ্গম করে আর চর্চা করে খুব খারাপ ধরনের যাদুবিদ্যার। রাতের আঁধারের গা ঢাকা দিয়ে চুপিসারে মানুষদের কাছে এসে ওদের থেকে শক্তি আর আত্মা শুষে নিয়ে যায়।

BanglaBook.org

'আমি চিকিৎসক,' মিরি মায দুর বললো।

'ভেড়াদের চিকিৎসক,' কোথো অবজ্ঞার সাথে বললো। 'আমার রক্ত, আমার পরিবার, আমি বলছি, এই মেইগিকে এখনই হত্যা করে খোজা লোকগুলোর জন্য বরং অপেক্ষা করি আমরা।'

ড্যানি শোণিতারোহীটার রাগকে অগ্রাহ্য করলো। ঐ বয়স্ক, আন্তরিক আর মোটা মহিলাকে তার কাছে কোনো মেইগির মতো লাগছে না। 'চিকিৎসা দেওয়ার শিক্ষা পেয়েছ কোত্থেকে, মিরি মায দুর?'

'আমার আগে এখানকার দেবপত্নী ছিলেন আমার মা। উনিই আমাকে শিখিয়েছেন কোন কোন গান আর জাদু মহা মেষপালককে সন্তুষ্ট করে। পবিত্র ধোঁয়া কীভাবে তৈরি করা যায়, পাতা, শিকড় আর ফল থেকে কীভাবে মলম তৈরি করতে হয়, সবকিছু শিখিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ছোট বেলায় আমি যখন আরো সুন্দর ছিলাম তখন কাফেলায় চেপে অন্ধকার আশাইতে গিয়েছিলাম সেখানকার মেইজদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে। অনেক দূরের বিভিন্ন স্থান থেকে আশাইতে জাহাজ আসতো, তাই আমি সেখানে দীর্ঘদিন থেকে দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষদের চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ত্ত করি। জোগোস নাহাই-এর একজন মুনসিঙ্গার আমাকে ধাইয়ের কাজ শেখায়, আপনার সাথে আসা অশ্বারোহী মানুষদের মতো এক ডথ্রাকি মহিলার কাছ থেকে ঘাস, ভুট্টা আর ঘোড়াদের জাদু শিখি। সূর্যাস্তের রাজ্য থেকে আসা এক মেইস্টার একটা মৃতদেহ কেটে আমাকে সেটার চামড়া আর মাংসের ভেতরে লুকিয়ে থাকা রহস্য দেখায়।'

স্যার জোরাহ মরমন্ট কথা বললেন এবার। 'কোন মেইস্টার?'

'মারউইন নামে নিজেকে পরিচয় দিয়েছিলো সে,' সাধারণ ভাষায় উত্তর দিলো মিরি মায দুর। 'সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছিলো। সাগরের অপর পাড় থেকে। সপ্তরাজ্য বলে ডাকতো সে জায়গাটাকে। সূর্যাস্তের রাজ্য। যেখানে সিংহ আর ড্রাগনরা শাসন করে। ও-ই আমাকে শিখিয়েছে এই ভাষা।'

'আশাইতে একজন মেইস্টার...' স্যার জোরাহকে চিন্তিত দেখালো। 'আমাকে বলো, দেবপত্নী, মারউইন তার গলায় কী পরে ছিলো?'

'একটা শেকল, আর সেটা এতই আঁটোসাঁটো ছিলো যে মনে হতো লোকটার শ্বাস-প্রশ্বাসকে বন্ধ করে দেবে, লর্ড, অনেক ধরনের ধাতু দিয়ে জোড়া দেয়া ছিলো শেকলগুলো।'

নাইট ড্যানির দিকে তাকালেন। 'একমাত্র ওল্ডটাউনের সিটাডেলে প্রশিক্ষণ নেয়া লোকরা এমন শেকল পরতে পারে,' বললেন তিনি। 'আর এই লোকেরা চিকিৎসা সম্পর্কে অনেক কিছু জানে।'

BanglaBook.org

'আমার খালকে তুমি সাহায্য করতে চাইছো কেন?'

'সব মানুষই এক পালের, অথবা আমাদের এভাবেই শেখানো হয়েছে,' মিরি মায দুর উত্তর দিলো। 'মহা মেষপালক আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার ভেড়াদের সেবা করতে, যেখানেই আমি তাদের পাই না কেন।'

কোথো ওকে সজোরে একটা চড় কষালো এবার। 'আমরা কোনো ভেড়া না, মেইগি!'

'থামো,' ড্যানি রেগে গিয়ে বললো। 'ও এখন আমার। ওর কোনো ক্ষতি হোক তা আমি চাই না।'

খাল ড্রোগো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো। 'তীরটাকে বের করা দরকার, কোথো।'

'হ্যাঁ, মহা অশ্বারোহী,' মিরি মায দুর উত্তর দিলো। চড়ের কারণে দাগ পড়া মুখে হাত বোলাচ্ছে সে। 'আর আপনার বুক ধুয়ে সেলাই করতে হবে, নাহলে পুঁজ হয়ে যাবে ক্ষতস্থানে।'

'তাহলে তাই করো,' খাল ড্রোগো আদেশ দিলো।

'মহা অশ্বারোহী,' মহিলাটা বললো, 'আমার যন্ত্রপাতি আর ঔষধ দেবতাদের ঘরের ভেতর রয়েছে, আর ওখানেই ক্ষত শুকানোর ক্ষমতা বেশি আমার।'

'আমি আপনাকে বয়ে নিয়ে যাবো, আমার রক্ত, আমার পরিবার,' হ্যাগো প্রস্তাব দিলো।

ওকে ইশারায় থামিয়ে দিলো খাল ড্রোগো। 'কোনো পুরুষের সাহায্যের দরকার নেই আমার,' তার গলার স্বরে দম্ভ আর শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। কারো সাহায্য ছাড়াই উঠে দাঁড়ালো সে, উচ্চতায় ছাড়িয়ে গেল সবাইকে। ওগোর আরাখ যেখানে তার স্তনবৃন্তে আঘাত করেছে সেখান থেকে নতুন করে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। দ্রুত তার পাশে চলে গেল ড্যানি। 'আমি কোনো পুরুষ না,' ফিসফিস করে বললো সে, 'তুমি আমার উপর ভর দিতে পারো।' ড্রোগো ড্যানির কাঁধ জড়িয়ে ধরলো নিজের একটা হাত দিয়ে। বিশাল মাটির তৈরি মন্দিরের দিকে ওরা এগুতে থাকলে ড্রোগোর গায়ের কিছু ভার সে নিজের ওপর নিয়ে নিলো। তিন শোণিতারোহী অনুসরণ করছে ওদেরকে। ড্যানি স্যার যোরাহ এবং তার খাসের অন্যান্য যোদ্ধাদের আদেশ দিলো তারা ভেতরে থাকা অবস্থায় প্রবেশপথে পাহারা দেবার জন্য, আর সতর্ক থাকতে বললো কেউ যেন মন্দিরটায় আগুন দিতে না পারে।

কিছু অভ্যর্থনাকক্ষ পার হয়ে গম্বুজের নিচে একদম মুক্ত কক্ষে চলে এলো ওরা। উপরের কোনো লুকানো জানালা দিয়ে আলো এসে জায়গাটাকে আলোকিত করে রেখেছে। দেয়ালের গায়ে কিছু মশাল জ্বলতে দেখলো সে। মাটির মেঝেতে এদিকে

BanglaBook.org

ওদিকে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় বিছানো রয়েছে কিছু ভেড়ার চামড়া। 'ওখানে,' মিরি মায দুর বললো; একটা বিশাল নীল পাথরে তৈরি বেদির দিকে নির্দেশ করছে সে। খাল ড্রোগোকে সেটার উপর শুইয়ে দিলো সে। বয়স্কা মহিলাটা কয়লা রাখার পাত্রে কিছু শুকনো পাতা ছুঁড়ে দিলে পুরো কক্ষটা সুগন্ধি ধোঁয়ায় ভরে উঠলো। 'তোমরা সবাই বাইরে অপেক্ষা করলে সবচেয়ে ভালো হয়,' বাকি সবাইকে কথাটা বললো সে।

'আমরা তার রক্ত, তার পরিবার,' কহলো বললো। 'এখানেই অপেক্ষা করবো আমরা।'

কোখো মিরি মায দুরের কাছে এগিয়ে এলো। 'জেনে রেখো, ভেড়া দেবতার পত্নী। খালের কোনো ক্ষতি হলে তোমাকে আস্ত রাখবো না আমি।' নিজের চিকন ছোরাটা বের করে ফলাটা দেখালো তাকে।

'ও কোনো ক্ষতি করবে না।' ড্যানির মনে হচ্ছে এই চ্যাপ্টা নাকের মোটা মহিলাকে বিশ্বাস করা যায়; শত হলেও ও তাকে ধর্ষকদের শক্ত হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছে।

'যদি তোমরা থাকতেই চাও, তবে আমাকে সাহায্য করো,' শোণিতারোহীদের বললো মিরি। 'মহা অশ্বারোহী আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। যখন ওর দেহ থেকে তীরটা বের করবো তখন তাকে শক্ত করে চেপে রাখবে তোমরা।' ও তার শতচ্ছিন্ন পোশাককে বুকের কাছ থেকে ছেড়ে দিলে তা কোমর পর্যন্ত নেমে গেল, একটা কারুকাজ করা সিন্দুক খুলে ভেতর থেকে বের করা বোতল, বাক্স, ছুরি আর সুঁই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে লাজারিনদের সুরে গুনগুন করতে করতে ড্রোগোর মাংসের ভেতর থেকে তীরটা অবমুক্ত করলো। কয়লার পাত্রে একটা ধাতব পেয়ালাতে ওয়াইন গরম করে ক্ষতস্থানে ঢেলে দিলো সে। খাল ড্রোগো তাকে গালাগাল করে উঠলেও নড়লো না একটুও। ভেজা পাতার পট্টি দিয়ে তীরের ক্ষতস্থানটা বেঁধে বুকের উন্মুক্ত ক্ষতস্থানের দিকে নজর দিলো সে এবার। চামড়াটা আবার তার সস্থানে ফিরিয়ে দেবার আগে সে ক্ষতের ওপর ফ্যাকাশে সবুজ নরম পিণ্ডের একটা প্রলেপ দিয়ে দিলো। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথার একটা চিৎকার গিলে ফেললো ড্রোগো। দেবপত্নী এবার একটা সুঁই আর রেশমি সুতো নিয়ে ক্ষতস্থানটা সেলাই করতে শুরু করে দিলো। কাজ শেষ হবার পরে লাল একটা মলম দিয়ে জায়গাটায় আরেকপ্রস্থ প্রলেপ দিয়ে আরো পাতা দিয়ে ঢেকে দিলো ক্ষতস্থানটা। এরপর ভেড়ার চামড়ার একটা ফালি দিয়ে বুকটা বেঁধে দিলো মিরি। 'আপনাকে যে প্রার্থনা করতে বলবো তা অবশ্যই করবেন আর দশ দিন-দশ রাত ঐ ভেড়ার চামড়াটা খুলবেন না,' ও বললো। 'জ্বর আসবে, ব্যথা হবে আর জায়গাটাতে একটা বড় দাগ হয়ে থাকবে সেরে যাবার পর।'

BanglaBook.org

খাল ড্রোগো উঠে বসলে চুলের ঘন্টাগুলো বেজে উঠলো। 'আমি আমার দাগ নিয়ে গান গাই, মেষ মহিলা।' আঘাত পাওয়া হাতটাকে বাঁকা করতে গিয়ে ব্যথায় মুখ বাঁকা হয়ে গেল তার।

'ওয়াইন বা পপি-নির্যাস কিছুই খাবেন না,' ওকে সতর্ক করলো সে। 'ব্যথা আপনাকে পেয়ে বসবে, কিন্তু বিষের শক্তির সাথে লড়াই করার জন্য শক্ত থাকতে হবে আপনাকে।'

'আমি খাল,' ড্রোগো বললো। 'ব্যথার ওপর থুতু ছিটাই আমি আর যা ইচ্ছা তা-ই পান করি। কহলো, আমার পোশাক নিয়ে এসো।' বয়স্ক লোকটা দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ড্যানি কুৎসিত লাজারিন মহিলাটাকে বললো, 'একটু আগে শুনলাম তুমি ধাইয়ের কাজ জানো বলছিলে...'

'আঁতুড়ঘরের সব রহস্য আমার জানা, রূপালি মেয়ে, আর কোনো নবজাতকই আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় মারা যায়নি,' মিরি মায দুর উত্তর দিলো।

'আমার গর্ভপাতের সময় কাছে চলে আসছে,' ড্যানি বললো। 'যদি তুমি পারো তবে আমার সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত থাকবে।'

খাল ড্রোগো হেসে উঠলো। 'আমার চন্দ্র, তুমি কোনো দাসীকে অনুরোধ করবে না বরং আদেশ দেবে। তুমি যা বলবে তা-ই করতে বাধ্য সে।' বেদি থেকে নেমে দাঁড়ালো খাল। 'এসো, আমার রক্ত, আমার পরিবার। ঘোড়ারা আমাদের ডাকছে। এই শহর এখন ছাই হয়ে গেছে। আমাদের চলার সময় হয়েছে আবার।'

হ্যাগো খালকে অনুসরণ করে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু মিরি মায দুরের দিকে শীতল দৃষ্টি রেখে কোথো আরো কিছু সময় রইলো। 'মনে রেখো, মেইগি, খাল যতক্ষণ চলবে, তুমিও ততক্ষণই চলবে।'

'তুমি যা বলবে, অশ্বারোহী,' নিজের বোতল আর পাত্রগুলো জড়ো করতে করতে উত্তর দিলো মহিলাটা। 'মহা মেষপালক তার পালকে রক্ষা করবে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

টিরিয়ন

কিংসরোডের পাশে একটা পাহাড়ের উপর থাকা এলম গাছের নিচে পাইন কাঠের একটা টেবিল ফেলা হয়েছে। সোনালি কাপড়ে আবৃত রয়েছে সেটা। ওখানে নিজের তাঁবুর পাশে বসে লর্ড টাইউইন তার প্রধান নাইট আর অনুগত লর্ডদের নিয়ে সান্ধ্যকালীন খাবার গ্রহণ করছেন। একটা বিশাল দণ্ড হতে গর্বভরে উড়ছে লাল আর সোনালি রঙে খচিত ল্যানিস্টার পরিবারের প্রতীকওয়ালা পতাকা।

টিরিয়ন পৌঁছাতে দেরি করছে। ঘোড়ায় চড়ে ক্লান্ত আর তিক্ত অবস্থায় থাকলেও ঢালু পথ বেয়ে হেলে দুলে উঠতে উঠতে চিন্তা করছে ওকে দেখতে কতটা দারুণ লাগছে। দিনের পুরো ভ্রমণটা ছিলো খুব দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর। ভাবছে আজ রাতে ভালোমত আরাম করে মদ খাবে সে। এখন মাত্র গোধূলি, আর চারদিকে জোনাকি উড়তে থাকা বাতাসটা বেশ তাজা।

রাঁধুনিরা মাংস পরিবেশন করছে টেবিলেঃ সেঁকা আর খাস্তা চামড়াওয়ালা পাঁচটা কমবয়সী শূকরের ঝলসানো মাংস, প্রত্যেকটার মুখে আলাদা আলাদা ফল গুঁজে দেয়া আছে। গন্ধটা জিহ্বায় পানি এনে দিলো তার। 'ক্ষমা করবেন,' চাচার পাশে বেঞ্চে বসতে বসতে কথাটা বললো টিরিয়ন।

'সম্ভবত আমার উচিত হবে তোমাকে আমাদের সৈন্যদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার দায়িত্ব দেওয়া, টিরিয়ন,' লর্ড টাইউইন বললেন। 'খাবার টেবিলে যেমন দেরি করে আসো, যুদ্ধের ময়দানে তেমন দেরি করে আসলে তুমি আসার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

'তুমি চাইলেই আমার জন্য এক দুইজন শত্রু রেখে দিতো পারো, বাবা,' টিরিয়ন উত্তর দিলো। 'অত বেশি লোক লাগবে না। আমি অত লোভীও না।' পেয়ালা ভরে ওয়াইন নিলো সে, দেখলো খাবার পরিবেশনকারী লোকটা শূকরের মাংস ছাড়াতে শুরু করেছে। মচমচে চামড়া তার ছুরির নিচে চড়চড় আওয়াজ করছে, মাংসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে গরম রস। টিরিয়নের মনে হলো দীর্ঘদিন এত সুন্দর দৃশ্য সে দেখেনি।

'স্যার অ্যাডামের অনুচররা খবর পাঠিয়েছে যে স্টার্কদের সেনাবাহিনী টুইনস থেকে দক্ষিণ দিকে রওয়ানা হয়েছে,' তার থালায় যখন শূকরের মাংসের ফালিগুলো বেড়ে দেয়া হচ্ছিলো তখন তার বাবা বললেন। 'লর্ড ফ্রেইয়ের সৈন্যরাও তার সাথে যোগ দিয়েছে। ওরা আমাদের থেকে একদিনের বেশি দূরত্বে নেই এখন।'

'একটু ক্ষান্ত দাও বাবা,' টিরিয়ন বললো। 'সবেমাত্র খাওয়া শুরু করেছি।'

'স্টার্ক ছেলেটার মুখোমুখি হবার চিন্তায় কি তোমার পুরুষত্ব হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়লো, টিরিয়ন? তোমার ভাই জেইমি খবরটা পাবার সাথে সাথে তার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত।'

'আমি বরং দ্রুত এই শূকরটার মোকাবেলা করি। রব স্টার্ক এই শূকরটার মতো নরম-সরম না, আর তার গায়ের গন্ধও এর মতো এত ভালো না।'

ল্যানিস্টারদের গুদাম আর সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত কঠোর স্বভাবের লর্ড লেফোর্ড সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এলো। 'আশা করি তোমার ঐ বুনো দলটাও যুদ্ধের প্রতি তোমার মতো এমন অনাগ্রহী না, নইলে আমি বলবো তাদেরকে ভালো ইস্পাতের অস্ত্র দেয়াটা একদম জলে গেছে।'

'আমার বুনো দলটা আপনাদের অস্ত্রের একদম সফলতম প্রয়োগ ঘটাবে, মাই লর্ড,' টিরিয়ন উত্তর দিলো। টিরিয়ন যখন তাকে বলেছিলো যে আলফের সংগ্রহ করে আনা তিনশ সদস্যের পাহাড়ি দলটাকে অস্ত্রসজ্জিত করার জন্য তার অস্ত্র আর বর্ম লাগবে, তখন লর্ড লেফোর্ডের মুখের অবস্থা দেখে মনে হয়েছিলো তার কুমারী মেয়েটাকে চাওয়া হয়েছে দলটার মনোরঞ্জনের জন্য।

ভ্রু কুঁচকালো লর্ড লেফোর্ড। 'আজকে উশকোখুশকো চুলের বিশালদেহী বুনো লোকটাকে আবার দেখলাম, যে জেদ ধরেছিলো যে তার দুইটা রণ-কুঠার লাগবে। দুই দিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট কালো ইস্পাতের তৈরি ভারী কুঠার।'

'শাগা দুই হাতেই হত্যা করতে বেশি পছন্দ করে,' সামনের থালায় ধোঁয়া উঠতে থাকা শূকরের মাংস নিয়ে বললো টিরিয়ন।

'ওর নিজের পিঠেই কাঠের তৈরি একটা কুঠার বাঁধা ছিলো।'

BanglaBook.org

'শাগার মতামত অনুসারে, দুইটা কুঠারের তুলনায় তিনটা কাছে থাকা আরো বেশি ভালো।' টিরিয়ন লবণের গামলার ভেতর তার বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনি ডুবিয়ে দিলো, এরপর নিজের থালার মাংসের উপর লবণ ছিটিয়ে দিলো পরিমাণমত।

স্যার কেভিন এবার সামনে ঝুঁকলেন। 'আমরা ভাবছিলাম যুদ্ধ শুরু হলে তোমাকে আর তোমার ঐ বুনো দলটাকে একেবারে সামনের সারিতে দেবো।'

লর্ড টাইউইন চিন্তাটা আগে থেকেই করে না থাকলে 'আমরা ভাবছিলাম' কথাটা স্যার কেভিনের ভাবনায় কদাচিৎ আসে। টিরিয়ন ছুরির আগায় এক টুকরো মাংস বিঁধিয়ে মুখে পুরলো, এরপর সেটাকে চালান করে দিলো গলার দিকে। 'সামনের সারিতে?' সন্দেহজনকভাবে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো। হয় ওর বাবার তার সামর্থ্যের প্রতি নতুন করে সম্মান জন্মেছে, অথবা তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিজের জন্য লজ্জাজনক বিষয়টা থেকে যত দ্রুত সম্ভব পরিত্রাণ পেতে।

'ওদের দেখতে তো বেশ হিংস্র লাগে,' স্যার কেভিন বললেন।

'হিংস্র?' টিরিয়ন বুঝতে পারলো যে ও স্রেফ প্রশিক্ষিত পাখির মতো চাচার বলা কথার পুনরাবৃত্তি করছে এখন। বাবা চুপচাপ বিচার করছেন ওকে, প্রতিটা শব্দ মেপে দেখছেন। 'আমি বলছি তারা কতটা হিংস্র। গত রাতে এক চন্দ্র সহোদর সসেজের জন্য এক অশ্ম পরভৃৎকে ছুরি মেরে বসেছে। আজ সকালে যখন আমরা শিবির গাড়লাম তখন তিনজন অশ্ম পরভৃৎ সেই লোকটাকে খুঁজে বের করে তার গলা দুফাঁক করে দিয়েছে। সম্ভবত তারা সসেজটা খুঁজে বের করতে চেয়েছিলো গলা থেকে, আমি ঠিক জানি না। ব্রন শাগাকে অনেক কষ্টে নিবৃত করেছে মৃত লোকটার পুরুষাঙ্গ কেটে নেয়া থেকে। কিন্তু এরপরেও আলফ রক্তকড়ি দাবি করছে, যা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে কন আর শাগা।'

'সৈন্যদের ভেতর যখন কোনো শৃঙ্খলা থাকে না, তখন তার দায় ওদের আদেশদাতার ঘাড়েই বর্তায়,' লর্ড টাইউইন বললেন।

ওর ভাই জেইমি সবসময়ই লোকদের এমনভাবে প্রভাবিত করতে পারতো যে তারা স্বেচ্ছায় ওকে অনুসরণ করতো, প্রয়োজনে ওর জন্য মরতেও রাজি থাকতো তারা। টিরিয়নের সেই সামর্থ্যটাও নেই। ও সবসময়ই আনুগত্য কেনে স্বর্ণের বিনিময়ে, নিজের নাম ব্যবহার করে ওদের আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করে। 'তুমি বলতে চাইছো লম্বায় বড়সড় হলে আদেশদাতাকে দেখে ওরা ভয় পেত, মাই লর্ড?'

লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টার তার ভাইয়ের দিকে ফিরলেন। 'যদি টিরিয়নের লোকেরা তার আদেশ মেনে না চলে তবে সামনের সারিতে ওদের মোতায়েন করার দরকার নেই। কোনো সন্দেহ নেই যে সে আমাদের সেনাবাহিনীর পেছনের অংশে মালপত্র রক্ষা করার দায়িত্ব পেলে বেশি আরামবোধ করবে।'

BanglaBook.org

'আমাকে কোনো দয়া দেখানোর প্রয়োজন নেই, বাবা,' রেগে গিয়ে বললো সে। 'যদি আর কোনো আদেশদাতা না থাকে তোমার, তবে আমিই তোমার সেনাবাহিনীর সামনের সারির নেতৃত্ব দেবো।'

লর্ড টাইউইন ভালো করে নিজের বামন ছেলেটাকে নিরীক্ষণ করলেন। 'আমি আদেশদাতার সম্পর্কে কোনো কথাই বলিনি। তুমি স্যার গ্রেগরের আদেশের অধীনে থাকবে।'

টিরিয়ন শূকরের মাংসের আরেক টুকরায় কামড় দিলো, কিছুক্ষণ চিবিয়ে এরপর রাগের চোটে সেটা মুখ থেকে থু মেরে বের করে দিলো। 'আমার আর কোনো ক্ষুধা নেই এই মুহূর্তে,' ও বললো, অদ্ভুতভাবে বেঞ্চ থেকে নেমে পড়লো এরপর। 'ক্ষমা করবেন, মাই লর্ডস।'

লর্ড টাইউইন তার মাথা খানিকটা আনত করলেন, এরপর ইশারা করে স্থান ত্যাগের অনুমতি দিলেন তাকে। টিরিয়ন ঘুরে দাঁড়িয়ে জোরে হাঁটা ধরলো। কোনো সন্দেহ নেই যে পেছনের টেবিলে বসে থাকা লোকগুলোর চোখ তার পাহাড় থেকে নেমে যাওয়াটা চেয়ে চেয়ে দেখছে। ওখান থেকে উচ্চকিত হাসির শব্দ ভেসে এলো, কিন্তু সে আর ফিরে তাকালো না। মনে মনে আশা করলো ওদের গলায় যেন শূকরের মাংস আটকে যায়।

সন্ধ্যা জেঁকে বসেছে প্রকৃতিতে, নিশানগুলো সব কালো হয়ে গেছে। নদী আর কিংরোডের মাঝে বিশাল এক জায়গাজুড়ে স্থাপন করা হয়েছে ল্যানিস্টার শিবির। প্রায় বারোটার বেশি বিশাল তাঁবু আর রান্না করার স্থান পার হয়ে এলো সে। জোনাকিরা তাঁবুগুলোর মাঝ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে ভ্রমণরত তারাদের মতো। মসলাদার এবং সুগন্ধি রসুন সসেজের ঘ্রাণ নাকে এলো বাতাসে ভেসে, আর তার ডাকে সাড়া দিয়ে খালি পেট ডেকে উঠলো সাথে সাথে। দূরে কোথাও কেউ একজন হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে। শুধুমাত্র একটা কালো আলখাল্লায় আবৃত হাস্যরত এক মেয়ে তার পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল, তার মাতাল অনুসারী লোকটা শিকড়ে বেঁধে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আরো সামনে এগুলে দেখতে পেল দুই বর্শাধারী সৈনিক নিজেদের বর্শাচালনা প্রশিক্ষণ আরো ঝালিয়ে নিচ্ছে, ওদের উন্মুক্ত বুক ঘামে চকচক করছে।

কেউ ওর দিকে ফিরে তাকালো না, একটা কথাও বললো না। কারো কোনোরকম মনোযোগই কাড়তে পারলো না সে। ওর চারপাশে তাঁবুর পর তাঁবু জুড়ে সবাই ল্যানিস্টার পরিবারের অনুগত মানুষ, প্রায় বিশ হাজার সৈনিকে সজ্জিত এক বিশাল সেনাবাহিনী, কিন্তু এরপরেও সে একা।

BanglaBook.org

এরপর যখন রাতের আঁধার ভেদ করে শাগার উচ্চকিত হাসির শব্দ পাওয়া গেল, টিরিয়ন সেটা অনুসরণ করে তাদের জায়গায় গিয়ে হাজির হলো। কোরাটের ছেলে কন তার উদ্দেশ্যে হাতে থাকা বিশাল মদের পেয়ালাটা নাড়ালো। 'অর্ধমানব টিরিয়ন, আগুনের পাশে আমাদের সাথে শরিক হও, অশ্ম পরভৃৎদের সাথে রাতের খাবার গ্রহণ করো। আমাদের আজ একটা ষাঁড় রান্না হচ্ছে।'

'আমি তা দেখতে পাচ্ছি, কোরাটের ছেলে কন।' বিশাল লালরঙের মৃতদেহটা ছোট একটা গাছের মতো দণ্ডের সাথে গেঁথে গনগনে আগুনের উপর ঝলসানো হচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই ওটা আসলে একটা ছোট গাছই। বিশাল মাংসখণ্ডটা দুইজন অশ্ম পরভৃৎ মিলে ঘুরিয়ে দিলে সেটা থেকে রক্ত আর চর্বি ফোঁটায় ফোঁটায় আগুনের ভেতর গিয়ে পড়তে লাগলো। 'তোমাদের ধন্যবাদ। রান্না হয়ে গেলে আমার জন্য পাঠিয়ে দিও।' এইটুকু বলেই হেঁটে চলে গেল সে।

প্রত্যেক গোত্রই নিজস্ব রান্নার স্থান বানিয়ে নিয়েছে; কৃষ্ণকর্ণরা অশ্ম পরভৃৎদের সাথে বসে খেতে চায় না, অশ্ম পরভৃৎরা আবার চন্দ্র সহোদরদের সাথে বসতে চায় না, আর গোত্রমানবদের কেউই দগ্ধমানবদের সাথে মিশতে চায় না। লর্ড লেফোর্ডের গুদাম থেকে খোশামোদি করে আনা ভদ্রোচিত চেহারার একটা তাঁবু চারদিকে চারটা অগ্নিকুণ্ডের মাঝের জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে। সেটার সামনে দেখলো একটা চামড়ার মদের মশক হাতে নিয়ে ব্রন তার নতুন চাকরের সাথে বসে আছে। লর্ড টাইউইন একজন অশ্বপাল আর একজন চাকর পাঠিয়েছেন তার জন্য এবং চাপাচাপি করে একটা স্কোয়ায়েরও গছিয়ে দিয়েছেন তাকে। ওরা সবাই বসে আছে একটা অগ্নিকুণ্ড ঘিরে। ওদের সাথে একটা মেয়েকেও বসে থাকতে দেখলো টিরিয়ন। চিকন করে, কালো চুলের মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে না তার বয়স আঠারোর বেশি হবে। সেখানে যাবার আগে সে ভালো করে মেয়েটাকে নিরীক্ষণ করে নিলো। 'তোমরা কী খেয়েছ?'

'ট্রাউট, মি লর্ড,' অশ্বপাল উত্তর দিলো। 'ব্রন ধরে এনেছিলো।'

ট্রাউট, ও ভাবলো। নধর শূকরের মাংস। বাবাকে অভিশাপ দিলো সে। কাঁটাগুলোর দিকে খানিকটা দুঃখী দৃষ্টিতে তাকালো, পেটে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে তার।

পড্রিক পেইন নামে ওর স্কোয়ায়েরটা ওকে যা-ই বলতে গিয়ে থাকুক না কেন তা গিলে ফেললো আবার। রাজঘাতক ইলিন পেইনের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয় সে...আর বলতে গেলে ইলিনের মতোই চুপ থাকে, কিন্তু জিহ্বার কারণে না। নিশ্চিত হবার জন্য তাকে দিয়ে নিজের জিহ্বা বের করিয়ে দেখেছিলো টিরিয়ন। 'যাক, দেখা যাচ্ছে তোমার জিহ্বা আছে ঠিকই,' বলেছিলো তাকে। 'আশা করি কীভাবে ওটা ব্যবহার করতে হয় তা একদিন ঠিকই বুঝবে।'

এই মুহূর্তে আসলে টিরিয়নের ধৈর্য নেই ওর মুখ থেকে কথা বের করার চেষ্টা করার। মেয়েটার দিকে মনোযোগী হলো সে। 'এ-ই তাহলে সে?' ব্রনকে জিজ্ঞেস করলো।

বেশ লীলায়িত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা, এরপর নিজের পাঁচ ফুট বা তার একটু বেশি উচ্চতা থেকে টিরিয়েনের দিকে নিচু হয়ে চাইলো। 'আমিই সে, মি লর্ড, আর আপনি যদি চান তবে সে নিজের কথা নিজের মুখেই বলতে পারবে।'

টিরিয়ন একদিকে কাত করে মাথাটা তুললো উপরের দিকে। 'আমি টিরিয়ন, ল্যানিস্টার পরিবারের সদস্য। মানুষজন আমাকে ইম্প বলে ডাকে।'

'মা আমার নাম দিয়েছে শেই। মানুষ আমাকে এই নামেই ডাকে...প্রায়ই।'

ব্রন জোরে হেসে উঠলো, আর টিরিয়নকেও মৃদু হাসতে হলো। 'তাঁবুতে চলো, শেই, যদি তোমার আপত্তি না থাকে।' তাঁবুর প্রবেশপথের কাপড় সরিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো সে। ভেতরে ঢুকে নতজানু হয়ে একটা মোমবাতি ধরাতে লাগলো টিরিয়ন।

সৈনিকদের জীবনে কিছুটা ক্ষতিপূরণ তারা কুচকাওয়াজের সময়েই পায়। যেখানেই শিবির স্থাপন করা হোক না কেন, সেখানে এসেই শিবিরের অনুগামীরা জড়ো হয়। দিনের দীর্ঘ পথচলা শেষে টিরিয়ন ব্রনকে পাঠিয়েছিলো ওর জন্য একটা বেশ্যাকে নিয়ে আসতে। 'মোটামুটি কমবয়স্ক আর দেখতে সুন্দর এমন কাউকেই বেশি পছন্দ আমার,' যাবার আগে ব্রনকে বলে গিয়েছিলো। 'যদি এই বছরের মধ্যে অন্তত একবার সে গোসল করে থাকে, তাহলে আরো বেশি খুশি হবো। আর যদি না করে থাকে, তবে ওকে গোসল করিয়ে আনবে। তবে আনার আগে কিন্তু ওকে আমার পরিচয় আর আমি কেমন তা বলে নেবে, মনে থাকে যেন।' ওর সামনে আসার পর মেয়েদের চোখে প্রথম যে দৃষ্টিটা টিরিয়ন দেখতে পায় সেটা আর দেখতে চায় না সে। আগে থেকে বলা থাকলে বিষয়টা সহজ হয় দুইপক্ষের জন্যই।

মোমবাতিটা তুলে ধরে মেয়েটার দিকে তাকালো সে। ব্রন দারুণ কাজ দেখিয়েছে। চকিত হরিণীর মতো চোখের অধিকারী মেয়েটা, ছোট অটল স্তন আর মুখে ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকা হাসিটা কখনো লাজুক, কখনো উদ্ধত, আবার কখনো পাপাসক্ত। টিরিয়ন পছন্দ করলো ব্যাপারটা। 'আমি কি কাপড় খুলে ফেলবো, মি লর্ড,' সে জিজ্ঞেস করলো।

'সময় হোক, তারপর। তুমি কি কুমারী, শেই?'

'আমি কুমারী হলে যদি আপনি খুশি হন তবে তা-ই,' অচপলভাবে বললো সে।

'আমি শুধু তোমার মুখে সত্য শুনলেই খুশি হবো, মেয়ে!'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, কিন্তু তার জন্য আপনাকে দ্বিগুণ ব্যয় করতে হবে।'

টিরিয়ন বুঝলো এই মেয়ের সাথে তার জমবে ভালো। 'আমি একজন ল্যানিস্টার। আমার কাছে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আছে, আর তুমি দেখবে যে আমি বেশ উদারও...কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে তোমার ঐ দুই পায়ের মাঝে যা আছে তার থেকেও বেশি কিছু চাই; তবে দুই পায়ের ফাঁকের জিনিস তো চাইই। তুমি আমার তাঁবুতেই থাকবে, আমাকে ওয়াইন পরিবেশন করবে, আমার কৌতুকে হেসে কুটিকুটি হবে, প্রতিদিনের দীর্ঘ যাত্রার পর আমার পা টিপে ব্যথা দূর করে দেবে...আর আমি তোমাকে এক দিন বা এক বছর যত সময়ই রাখি না কেন, আমি যতদিন থাকবো ততদিন অন্য কোনো পুরুষকে নিজের বিছানায় তুলবে না তুমি।'

'ভালো প্রস্তাব,' ও তার গায়ের পোশাকের নিচের অংশ ধরে টেনে তুললো উপরে, এরপর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে পোশাকটা মাথার উপর দিয়ে বের করে নিয়ে এসে ছুঁড়ে ফেলে দিলো পাশে। তার সামনে পুরো নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে শেই। 'লর্ড যদি তার হাতের মোমবাতি নিভিয়ে না দেন, তাহলে কিন্তু তার আঙ্গুল পুড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।'

টিরিয়ন মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে মেয়েটার হাত ধরে নিজের দিকে টানলো বেশ ভদ্রতার সাথে। শেই তাকে চুমু খাবার জন্য ঝুঁকে এলো। মেয়েটার মুখের স্বাদ মধু আর লবঙ্গের মতো, আর তার সরু আঙ্গুলগুলো টিরিয়নের পোশাকের ফিতাগুলো খুঁজে পেয়ে সেগুলো খুলতে আরম্ভ করলো।

যখন সে মেয়েটার ভেতরে প্রবেশ করলো তখন মেয়েটা আদরের ফিসফিসানি আর ভোগসুখের মৃদু কম্পিত শীৎকার ধ্বনির মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানালো। টিরিয়ন সন্দেহপোষণ করলো যে মেয়েটার এই আনন্দের ভাবটা আসলে ছলনাপূর্ণ, কিন্তু ও এত দারুণভাবে কাজটা করছে যে তার কাছে একটুও খারাপ লাগছে না। এইটুকু সত্য ওর না জানলেও কিছু যায় আসে না।

সবকিছু শেষ হবার পর মেয়েটা যখন তার হাতের ভেতর ঘুমিয়ে ছিলো তখন টিরিয়ন উপলব্ধি করলো যে মেয়েটাকে তার দরকার। মেয়েটাকে অথবা তার মতোই কাউকে। প্রায় এক বছর হতে চললো সে মেয়েদের সঙ্গ সুখ থেকে বঞ্চিত ছিলো। রাজা রবার্ট আর তার ভাইয়ের সাথে উইন্টারফেলে যাবার পর থেকেই। সে আগামীকাল বা তার পরের দিন মারাও যেতে পারে, আর যদি ও মারা যায় তাহলে নিজের কবরে যাবার সময় সে শেইয়ের কথা ভাবতে চায়। ভাবতে চায় না তার বাবা, মা লাইসা অ্যারিন অথবা লেডি ক্যাটলিন স্টার্কের কথা।

ও তার হাতের নিচে মেয়েটার নরম স্তন অনুভব করতে পারছে, যেহেতু মেয়েটা তার কেবলই পাশে শুয়ে আছে। অনুভূতিটা খুব ভালো লাগছে তার। মাথার ভেতর একটা গান বাজতে শুরু করেছে। মৃদু আর শান্তভাবে সে শিস দিতে শুরু করলো।

'কোন গান এটা, মি লর্ড,' শেই বিড়বিড় করলো।

BanglaBook.org

'কিছু না,' ও তাকে বললো। 'ছোট থাকতে গানটা শিখেছিলাম, এই তো। ঘুমিয়ে পড়ো, সোনা।'

আবার যখন মেয়েটার চোখ মুদে গিয়ে নিঃশ্বাস ভারী আর সুস্থিত হয়ে গেল তখন সাবধানে নিজেকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসলো যাতে তার ঘুম ভেঙে না যায়। নগ্ন হয়েই বাইরে বেরিয়ে আসলো সে। নিজের স্কোয়ায়েরকে সাবধানে ডিঙিয়ে গিয়ে তাঁবুর পেছনে চলে আসলো প্রস্রাব করতে।

ঘোড়াকে যেখানে তারা বেঁধে রাখে তার কাছে একটা চেস্টনাট গাছের নিচে আসন গেড়ে বসেছিলো ব্রন। জেগে জেগে নিজের তলোয়ারে শান দিচ্ছে; দেখা যাচ্ছে অন্যান্য মানুষদের মতো এই সেলসোর্ড অত ঘুমায় না। 'মেয়েটাকে কই পেলে?' মূত্রত্যাগ করতে করতে তাকে প্রশ্ন করলো টিরিয়ন।

'আমি একজন নাইটের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে এনেছি। লোকটা তাকে দিতে চাচ্ছিলো না, কিন্তু তোমার নাম বললে তার চিন্তার খানিকটা পরিবর্তন হয়। ও হ্যাঁ, তোমার কথা আর তার গলায় আমার ছোরার উপস্থিতি দুইটার কারণে তার চিন্তার পরিবর্তন হয়েছিলো আরকি!'

'চমৎকার,' টিরিয়ন বেশ শান্তভাবে বললো, শেষ বিন্দু ফেলার জন্য ঝাড়া দিলো পুরুষাঙ্গটা। 'আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার জন্য একটা বেশ্যা নিয়ে আসতে, নতুন শত্রু তৈরি করতে বলিনি।'

'মেয়েটাকে সবাই দাবি করছিলো,' ব্রন বললো। 'যদি বলো তো ওকে ফেরত দিয়ে ফোকলা একটা বেশ্যাকে নিয়ে আসি।'

ও যেখানে বসেছিলো তার কাছে এসে দাঁড়ালো টিরিয়ন। 'আমার বাবা তোমার এই কথাকে ধৃষ্টতা বলে অভিহিত করতো, আর তোমার ঔদ্ধত্যের জন্য সোজা পাঠিয়ে দিতো খনিতে কাজ করতে।'

'আমার সৌভাগ্য যে তুমি তোমার বাবার মতো না,' ব্রন উত্তর দিলো। 'আমি একটা বেশ্যাকে দেখেছিলাম যার নাকের ওপর অনেকগুলো ফোঁড়া ছিলো। তুমি কি ওকে পছন্দ করতে?'

'কেন, পছন্দ করলে বুঝি তোমার হৃদয় ভেঙে যেত?' টিরিয়ন উলটো কথা শোনালো। 'আমি শেইকে রাখবো আমার কাছে। যে নাইটের কাছ থেকে তাকে নিয়ে এসেছিলে তার নাম কি তুমি জানো? আমি চাই না যুদ্ধের ময়দানে তার আশেপাশে যেতে।'

ব্রন বিড়ালের মতো ক্ষিপ্রতায় উঠে দাঁড়ালো, তলোয়ারটা হাতবদল করলো তারপর। 'যুদ্ধের ময়দানে আমাকে তোমার পাশে পাবে, বামন লর্ড।'

BanglaBook.org

টিরিয়ন মাথা দোলালো। তার নগ্ন চামড়ায় এসে পড়া রাতের বাতাসটা বেশ গরম লাগছে। 'আমি যদি এই যুদ্ধের ময়দান থেকে বেঁচে ফিরতে পারি, তাহলে তুমি তোমার পুরস্কারের নাম আমার সামনে তুলো।'

ব্রন লম্বা তলোয়ারটা ডান হাত থেকে বাম হাতে ছুঁড়ে দিলো, এরপর বাতাসে চালালো সেটা। 'তোমাকে কে হত্যা করতে চাইতে পারে?'

'আমার বাবার কথাই ধরতে পারো। সে আমাকে একেবারে সামনের সারিতে পাঠাচ্ছে।'

'আমি হলেও একই কাজ করতাম। একজন ছোট লোক আর তার সাথে বড় ঢাল। তীরন্দাজদের জন্য দারুণ এক নিশানা।'

'তোমার কথাবার্তায় আমার বেশ মজা লাগছে,' টিরিয়ন বললো। 'নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছি।'

ব্রন তলোয়ারটা খাপে পুরে রাখলো। 'কোনো সন্দেহ নেই।'

টিরিয়ন যখন তার তাঁবুতে ফিরে এলো তখন শেই তার কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হলো, তন্দ্রাতুরভাবে বিড়বিড় করতে লাগলো মেয়েটা। 'ঘুম থেকে উঠে দেখি মি লর্ড পাশে নেই।'

'মি লর্ড এখন আবার ফিরে এসেছে।' ও শেইয়ের পাশে বসে পড়লো।

মেয়েটার হাত তার ছোট দুই পায়ের ফাঁকে চলে গেল, আর সে অনুভব করতে পারলো তার পুরুষাঙ্গটা শক্ত হয়ে উঠেছে আবার। 'হুম, ও দেখছি ফিরে এসেছে সত্যিই,' ফিসফিস করলো শেই।

টিরিয়ন তাকে সেই নাইটের কথা জিজ্ঞেস করলো যার কাছ থেকে ব্রন তাকে নিয়ে এসেছিলো। সে একজন সামান্য লর্ডের নাম বললো যেটা শুনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাউকে মনে হলো না টিরিয়নের। 'তাকে ভয় পাবার কোনো দরকার নেই, মি লর্ড,' মেয়েটা বললো, ওর পুরুষাঙ্গ নিয়ে বেশ ব্যস্ত এখন। 'সে একজন ছোটখাটো নগন্য মানুষ।'

'আর আমি কী শেই?' টিরিয়ন তাকে জিজ্ঞেস করলো। 'একজন দানব?'

'হ্যাঁ,' সে ফিসফিস করলো। 'আমার ল্যানিস্টার দানব।' এরপর সে তার ওপর চড়ে বসলো, আর কিছুক্ষণের জন্য কথাটা তাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়লো মেয়েটা। টিরিয়ন হাসিমুখে ঘুমাতে গেল এরপর...

...আর অন্ধকারের ভেতর জেগে উঠলো রনভেরীর তুর্যনিনাদ শুনে। শেই তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছিলো। 'মি লর্ড,' ফিসফিস করছিলো সে। 'উঠে পড়ুন, মি লর্ড। আমার ভয় করছে।'

টালমাটাল অবস্থায় উঠে বসলো সে। কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিলো। রাতের আঁধার চিরে সমর-শিঙ্গার আওয়াজ ভেসে আসছে। বুনো আর জরুরী স্বর, শব্দটা বলছেঃ

BanglaBook.org

জলদি, জলদি, জলদি। চতুর্দিক থেকে আসা মানুষের গলার চিৎকার, বর্শার ঝনঝনানি, ঘোড়ার হ্রেষারব শুনতে পেল সে, কিন্তু কেউ এখনো এসে কোনো যুদ্ধের খবর দেয়নি। 'আমার বাবার রনভেরী,' ও বললো। 'যুদ্ধের জন্য জড়ো হতে বলা হচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম স্টার্করা এখনো এক দিনের যাত্রার দূরত্বে আছে।'

শেই তার মাথা নাড়লো, বেশ ভয় পেয়েছে। চোখ বড় বড় হয়ে রয়েছে ওর।

ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে উঠে দাঁড়ালো টিরিয়ন। এরপর বাইরে গিয়ে তার স্কোয়ায়ের পড্রিককে ডাকতে লাগলো। বাইরে ফ্যাকাশে কুয়াশা রাতের অন্ধকারের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভূতের মতো; ভোরের আগের এই ঠান্ডার মধ্যে মানুষ আর ঘোড়া দুইজনেই পথ ভুল করে ফেলছিলো; ঘোড়ার জিন বাঁধা হয়েছে ফিতা দিয়ে, মালসামানা ভর্তি করা হয়েছে, আগুন নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। রনভেরীর তুর্যনিনাদ ভেসে এলো আবারঃ *জলদি, জলদি, জলদি*। হ্রেষারব করতে থাকা ঘোড়ার পিঠে নাইটরা চড়ে বসছে, সৈন্যরা দৌড়াতে দৌড়াতে তাদের তলোয়ার বেঁধে নিচ্ছে কোমরের সাথে। টিরিয়ন যখন পডকে খুঁজে পেল তখন ছেলেটা নাক ডাকছে মৃদুভাবে। সে তার পায়ের সামনের অংশ দিয়ে পডের পাঁজরে বেশ জোরে একটা গুঁতো দিলো। 'আমার বর্ম,' বললো সে, 'যাও, দ্রুত নিয়ে এসো।' কুয়াশার ভেতর থেকে এবার বর্ম আর অস্ত্রে সুসজ্জিত অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এলো ব্রন, মাথায় শোভা পাচ্ছে তার অর্ধমুখ ঢাকা শিরস্ত্রাণটা। 'কী হয়েছে তা জানো নাকি?' টিরিয়ন তাকে প্রশ্ন করলো।

'স্টার্ক ছেলেটা চুপিসারে আমাদের অনেক কাছে চলে এসেছে,' ব্রন বললো। 'ও সবার অলক্ষ্যে কিংসরোড ধরে রাতের বেলা চলে এসেছে, আর এখন তার বিশাল বাহিনী আমাদের থেকে উত্তরে মাত্র এক লীগেরও কম দূরত্বে অবস্থান নিয়েছে, যুদ্ধের জন্য সৈন্যবিন্যাস শুরু করে দিয়েছে ইতোমধ্যে।'

জলদি, রনভেরী নিনাদিত হচ্ছে, *জলদি, জলদি, জলদি*।

'জংলী লোকগুলো তৈরি হয়ে গেছে যুদ্ধে যাবার জন্য।' টিরিয়ন নিজের তাঁবুতে ফিরে এলো। 'আমার কাপড় কোথায়?' শেইয়ের দিকে চেয়ে চিৎকার করলো। 'ঐ যে। না, চামড়ারগুলো দাও। ধুর ছাই! হ্যাঁ, আমার বুট নিয়ে এসো।'

ও কাপড় পরতে পরতে তার স্কোয়ায়ের তার বর্ম নিয়ে এলো। ভারী ধাতব পদার্থে তৈরি একটা দারুণ বর্ম আছে তার, যা তার কদাকার শরীরের জন্য মানানসই করে বানানো হয়েছে। কিন্তু সেটা কাস্টার্লি রকে রয়ে গেছে, আর সে এখন এখানে। লর্ড লেফোর্ডের গাড়ি থেকে তাকে এরপর সবকিছু সংগ্রহ করে নিতে হয়েছেঃ লোহার ছোট শিকলে তৈরি বর্ম আর মস্তকাবরণ, একজন মৃত নাইটের গ্রীবাত্রাণ, পায়ের প্রতিরক্ষক আর হাতের ধাতব দস্তানা এবং সূচাগ্র ধাতব জুতা। এর মধ্যে কোনোটা অলংকৃত আবার

BanglaBook.org

কোনোটা একদম মসৃণ। কোনোটা তার শরীরের সাথে মোটেই মানানসই নয়, আবার কোনোটা একদম মানিয়ে গেছে। বুকের বর্মটা বড় কোনো লোকের জন্য বানানো হয়েছিলো, আর তার বড় আকৃতির মাথার জন্য তারা বালতি আকৃতির একটা বিশাল শিরস্ত্রাণ খুঁজে পেয়েছিলো যার উপরে ফুটখানেক লম্বা একটা ত্রিভুজাকৃতি গজাল রয়েছে।

টিরিয়নকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করার জন্য শেই পডকে সাহায্য করলো। 'আমি যদি মারা যাই, আমার জন্য চোখের পানি ফেলবে কিন্তু,' টিরিয়ন বেশ্যাটাকে বললো।

'আপনি কীভাবে জানবেন? ততক্ষণে তো আপনি মৃত থাকবেন।'

'আমি জানবো।'

'বিশ্বাস করলাম যে আপনি জানতে পারবেন।' শেই তার মাথায় শিরস্ত্রাণটা পরিয়ে দিলো আর পড গ্রীবাস্ত্রাণের সাথে সেটা আটকে দিলো। টিরিয়ন তার কোমরবন্ধ শক্ত করে এঁটে নিলো, সেটা তার ছোট তলোয়ার আর ছুরির কারণে ভারী হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে তার অশ্বপাল বাহন নিয়ে এসে হাজির হলো তার মতো ধাতব বর্মে সজ্জিত একটা বাদামি রঙের বিশাল ঘোড়া। তাকে উপরে তোলার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হলো এবার, বর্মাবৃত অবস্থায় তার নিজেকে একটা জগদ্দল পাথরের মতো ভারী মনে হচ্ছে। পড তার হাতে তুলে দিলো ধাতব পাতে মোড়ানো ভারী আয়রনউডের বিশাল এক ঢাল। সবশেষে তার হাতে রণ-কুঠার তুলে দেওয়া হলে শেই খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে তাকে দেখতে লাগলো। 'মি লর্ডকে দেখতে বেশ ভয়ংকর লাগছে।'

'মি লর্ডকে দেখতে কদাকার আর বর্ম পরিবেষ্টিত এক বামন লাগছে,' তিক্তভাবে প্রত্যুত্তর করলো টিরিয়ন। 'তবে আমার প্রতি এইটুকু দয়া প্রদর্শন করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। পড্রিক, যদি যুদ্ধ আমাদের বিপরীতে যায় তবে এই মেয়েকে সাবধানে বাড়ি পৌছে দিয়ে এসো।' ও শেইকে তার রণ-কুঠার উঁচু করে অভিবাদন জানালো, এরপর সামনে বাড়তে আদেশ দিলো ঘোড়াকে। তার পাকস্থলীতে যেন গিঁট পাকিয়ে রয়েছে; এত শক্ত হয়ে আছে যে ব্যথা লাগছে। পেছনে তার চাকররা দ্রুত তাঁবুটাকে গুঁটিয়ে ফেলতে লাগলো। পূর্বের আকাশে দিগন্তের কাছে আলোর ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে সূর্য ওঠার সাথে সাথে। পশ্চিমের গাঢ় বেগুনি রঙা আকাশে এখনো তারা দেখা যাচ্ছে। টিরিয়ন ভাবতে লাগলো হয়তো এই সূর্যোদয়ই তার দেখা শেষ সূর্যোদয় হতে চলেছে...নাহ, এমন চিন্তা করা কাপুরুষের মতো দেখায়। তার ভাই জেইমি কি যুদ্ধে যাবার আগে এমনভাবে কখনো নিজের মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করে?

একটা সমর-শিঙ্গা বেজে উঠলো দূরে, এত গভীর তার আওয়াজ যে আত্মায় কাঁপুনি তুলে দেয়। জংলী লোকগুলো তাদের অস্থির পাহাড়ি ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছে, চিৎকার করে গালাগাল করছে আবার মজার কৌতুকও বলছে। কাউকে কাউকে

BanglaBook.org

মাতাল মনে হলো। টিরিয়ন তাদের সামনে ছুটে চলেছে। ঘোড়াদের খাবার পর যে ঘাসগুলো রয়ে গিয়েছে তাতে বেশ ঘন শিশির জমে আছে। দেখে মনে হচ্ছে কোনো দেবতা পৃথিবীর বুকে এক ব্যাগভর্তি হীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে গেছে। পাহাড়ি লোকগুলো তার থেকে পিছিয়ে পড়লো, প্রত্যেকটা দল তাদের নেতাদের পিছে পিছে ছুটে চলছে সারিবদ্ধভাবে।

প্রভাতের আলোয় লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টারের সেনাবাহিনীকে দেখতে ফুটন্ত লোহার গোলাপের মতো লাগলো, কাঁটাগুলো ঝিকমিক করছিলো আলোতে।

সেনাবাহিনীর মধ্যাংশের নেতৃত্ব দেবেন তার চাচা। স্যার কেভিন কিংসরোডের ওপর তার নিশান উড়িয়ে দিয়েছেন। কোমরবন্ধ থেকে ঝুলতে থাকা তূণীর নিয়ে পদাতিক তীরন্দাজ বাহিনী বিন্যস্ত হয়ে আছে তিনটা লম্বা সারিতে, পথের পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে; হাতে ধনুক নিয়ে চুপচাপ যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। তাদের মাঝে বর্গাকৃতির জায়গা করে বর্শাধারী সৈনিকেরা দাঁড়িয়ে আছে ঠায়। আর তাদের পিছে সারির পর সারি পদাতিক সৈন্য হাতে বর্শা, তলোয়ার আর কুঠার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে যুদ্ধের জন্য। স্যার কেভিন আর লর্ড লেফোর্ড, লিডেন এবং সেরেটের অনুগত সৈন্যদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তিনশ ভারী অশ্বারোহী সৈন্য।

সেনাবাহিনীর ডান অংশ পুরোটাই অশ্বারোহীদের নিয়ে গঠিত, প্রায় চার হাজার ভারী বর্ম পরিহিত সৈনিক তাদের তেজি ঘোড়ায় চেপে দাঁড়িয়ে আছে গর্বিতভাবে। তাদের ভেতর চারভাগের তিনভাগই নাইট, যারা পরস্পরের এত কাছে মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে দূর থেকে দেখতে বিশাল এক ধাতব মুষ্টির মতো লাগছে। স্যার অ্যাডাম মারব্র্যান্ড রয়েছে তাদের নেতৃত্বে। যখন তার পতাকার দণ্ডধারী লোকটা দণ্ডটা নাড়লো তখন টিরিয়ন স্যার অ্যাডামের প্রতীকখচিত পতাকাটা দেখতে পেল, কমলা রঙের আগুন আর ধোঁয়া পরিবেষ্টিত একটা পুড়ন্ত গাছ। তার পিছে উড়ছে স্যার ফ্লেমেন্টের বেগুনি রঙের এক শিংওয়ালা ঘোড়ার প্রতীক, ক্র্যাকহলের ডোরাকাটা শূকর, সুইফটদের খর্বকায় লড়াকু মোরগের প্রতীক এবং আরো অনেক প্রতীকওয়ালা নিশান।

ওর বাবা পাহাড়ের উপর যেখানে ঘুমিয়েছিলো সেখানেই অবস্থান নিয়েছেন এখন। তার চারপাশে জড়ো হয়েছে সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত অংশটা; অর্ধেক অশ্বারোহী আর অর্ধেক পদাতিক সৈন্য। সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার। লর্ড টাইউইন প্রায় সবসময়ই সংরক্ষিত বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। সাধারণত অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। এরপর যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক যে অংশে সাহায্য বেশি প্রয়োজন, সময়মত সেই অংশে সৈন্যদের নিয়ে হাজির হন।

BanglaBook.org

এত দূর থেকেও তার বাবাকে অনেক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে পরনের পোশাকের কারণে। টাইউইন ল্যানিস্টারের যুদ্ধের পোশাকটা তার ছেলে জেইমির স্বর্ণাবৃত্তি করা পোশাকটাকেও লজ্জায় ফেলে দেবে। তার বিশাল আলখাল্লাটা সোনালি কাপড়ের অসংখ্য পরত দিয়ে বোনা, আর এত ভারী যে উনি যখন বিপক্ষ দলের উপর আক্রমণ করেন তখনো সেটা খুব একটা দোলে না; আর সেটা এত লম্বা যে সেটা ঘোড়ার পুরো পেছনের অংশ ঢেকে দিয়েছে। কোনো সাধারণ আংটা দিয়ে এত ভারী আলখাল্লাটাকে জায়গামত ধরে রাখা যায় না। বিশাল আলখাল্লাটাকে গায়ে জড়ানোর জন্য ছোট সিংহীর আদলে তৈরি একইরকম দুইটা আংটার মতো আছে তার কাঁধে। আর দুই সিংহীর সঙ্গী হিসেবে জাঁকালো কেশরওয়ালা এক বিশাল সিংহ টাইউইন এর বিশাল শিরস্ত্রাণের উপর বসে আছে, গর্জনরত সিংহটার একটা থাবা বাতাস খামচানোর ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে আছে। তিনটা সিংহ-সিংহীই সোনার প্রলেপে মোড়ানো আর তাদের চোখগুলো পদ্মরাগমণি দিয়ে তৈরি। বর্মটা ভারী ইস্পাতের তৈরি, গাঢ় লাল রঙের মিনা করা, পায়ের প্রতিরক্ষক আর হাতের ধাতব দস্তানায় খোদাই করা সোনার কারুকাজ করা।

টিরিয়ন এবার শত্রুপক্ষের ঢাকের শব্দ শুনতে পেল। শেষবারের মতো রব স্টার্ককে যখন উইন্টারফেলের বিশাল কক্ষটায় তার বাবার উঁচু আসনটায় হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে বসে থাকতে দেখেছিলো সেদিনের কথা মনে পড়লো তার। সে মনে করতে পারলো কীভাবে ডায়ারউলফেরা অন্ধকারের ভেতর থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে তার কাছে চলে এসেছিলো। আচ্ছা, ছেলেটা কি তার ডায়ারউলফটাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে? চিন্তাটা তাকে অস্বস্তির মাঝে ফেলে দিলো।

সামনের সারির বা দিকের অংশটা খালি। প্রথমে পতাকাটা নজরে পড়লো, হলুদের পটভূমিতে তিনটা কালো কুকুরের প্রতীক। তার নিচে এযাবতকালে টিরিয়নের দেখা সবচেয়ে বড় ঘোড়াটায় সওয়ার হয়ে বসে আছে স্যার গ্রেগর। ব্রন তার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে কাষ্ঠহাসি হাসলো। 'যুদ্ধক্ষেত্রে সবসময় বড় মানুষকে অনুসরণ করবে।'

টিরিয়ন তার দিকে একটা কঠিন দৃষ্টি দিলো। 'আর সেটা কেন করবো শুনি?'

'কারণ তারা সহজেই শত্রুর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ঐ যাকে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত তীরন্দাজের মনোযোগ নিজের প্রতি টেনে নেবে সে।'

হাসতে হাসতে টিরিয়ন মাউন্টেইনকে ভালোভাবে খেয়াল করতে লাগলো। 'সত্যি বলছি, আগে কখনো এভাবে ভেবে দেখিনি।'

ক্লিগেন অত জাঁকজমক পছন্দ করে না; তার ধাতব বর্ম ইস্পাতের তৈরি, ধূসর রঙের, অতি ব্যবহারের কারণে দাগে ভর্তি, আর তাতে কোনো প্রতীক বা অলংকরণ

BanglaBook.org

কিছুই নেই। মানুষদের সে নিজের তলোয়ারের ইশারা দিয়ে তাদের স্থান দেখিয়ে দিচ্ছিলো। দুহাতে ধরে যুদ্ধ করার এক বিশাল তলোয়ার সেটা, কিন্তু ক্লিগেন সেটা এমনভাবে একহাতে ধরে আছে যেভাবে কোনো দুর্বল মানুষ তার হাতে একটা ছোরা ধরে থাকে। 'যদি কোনো লোক যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে চায়, তবে আমি নিজে তাকে দুইভাগ করে ফেলবো,' চিৎকার করতে করতেই টিরিয়নের দিকে চোখ পড়লো তার। 'ইম্প! বাম দিকে যাও। নদীটাকে রক্ষা করো। যদি পারো।'

বাম অংশেরও বাম দিকে থাকতে হবে তাহলে। তাদের সেনাবাহিনীর এই পার্শ্বভাগ আক্রমণ করতে হলে স্টার্ক বাহিনীর ঘোড়াদের নদীর পানির ওপর দিয়ে দৌড়ানোর কৌশল জানা লাগবে। টিরিয়ন তার সৈন্যদের নদীতটের দিকে নিয়ে চললো। 'তাকাও,' নিজের কুঠার দিয়ে নদীর দিক নির্দেশ করে চিৎকার করলো সে। 'এই যে নদী।' ফ্যাকাশে কুয়াশার একটা কম্বলে নদীর পৃষ্ঠ মোড়ানো, তার নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে সবুজ পানির স্রোত। নদীটার অগভীর জলমগ্ন চড়াটা কাদাময় আর নলখাগড়ায় ভর্তি। 'এই নদীটা আমাদের। যা-ই ঘটুক না কেন, নদীর কাছাকাছি থাকবে। কখনই এটাকে চোখের আড়াল করবে না। কোনো শত্রুকেই আমাদের আর নদীর মাঝখানে আসতে দেবে না। যদি তারা আমাদের নদীর পানি ঘোলা করতে চায় তবে তাদের পুরুষাঙ্গ কেটে মাছদের খেতে দেবে।'

শাগার দুই হাতেই দুইটা কুঠার ছিলো। পরস্পরের সাথে আঘাত করে ঝনঝন করে একটা শব্দ তৈরি করলো। 'অর্ধ-মানব,' চিৎকার করলো সে। অন্যান্য অশ্ম পরভৃৎরাও সেই চিৎকারে যোগ দিলো, আর কৃষ্ণকর্ণ এবং চন্দ্র সহোদররাও বাকি রইলো না। দগ্ধমানবরা কোনো চিৎকার করলো না, কিন্তু ওরা নিজেদের তলোয়ার আর বর্শা দিয়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলে যোগ দিলো বাকিদের সাথে। 'অর্ধ-মানব! অর্ধ-মানব! অর্ধ-মানব!'

টিরিয়ন তার ঘোড়াটাকে নিয়ে একটা চক্কর দিতে চললো যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য। এই জায়গাটা বেশ এবড়োথেবড়ো, নদীর কাছটায় মাটি নরম আর কাদাময়, কিংসরোডের দিকে এরপর ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠে গেছে জমি, সেই অংশটা পাথুরে আর ভাঙা ভাঙা। পাহাড়ের পার্শ্বদেশে কিছু গাছ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বাকি জায়গাটাকে পরিষ্কার করে জমিতে পরিণত করা হয়েছে। ঢাকের শব্দের সাথে সাথে বুকের খাঁচায় ধাক্কা দিচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড, চামড়া আর ইস্পাতের পরতের নিচে চোখের ভ্রুতে ঘাম জমে ঠান্ডা হয়ে আছে। স্যার গ্রেগরকে দেখলো সৈন্যদের সারির মধ্য দিয়ে একবার উপরে উঠছে আবার নামছে। তার মুখ দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে আসছে অনর্গল, আর করছে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি। বাহিনীর এই পার্শ্বদেশও অশ্বারোহীদের নিয়ে গঠিত, কিন্তু

BanglaBook.org

ডান পাশের অংশ যেমন নাইট আর অশ্বারোহী বল্লমধারী সৈনিকদের শক্তিশালী দল নিয়ে গড়া, সেরকম শক্তিশালী নয় বাম অংশ। এই অংশ বরং পশ্চিমের সব উচ্ছিষ্ট লোক নিয়ে গঠিতঃ চামড়ার বর্মে আবৃত অশ্বারোহী তীরন্দাজ, এক দঙ্গল অপ্রশিক্ষিত আর শৃঙ্খলাহীন মুক্ত-আরোহী আর সেলসোর্ড, চাষের কাজে নিয়োজিত ঘোড়ায় চড়ে আসা কৃষক যারা তাদের বাবাদের মরিচাপড়া তলোয়ার আর লম্বা হাতলওয়ালা কাস্তে নিয়ে এসেছে, ল্যানিসপোর্ট থেকে আসা অর্ধ প্রশিক্ষিত কমবয়সী ছেলেরা...আর টিরিয়ন এবং তার পাহাড়ি গোত্রমানবরা।

'কাকের খাবার,' ব্রন তার পাশে বিড়বিড় করলো, যে কথা টিরিয়ন এখনো মুখে উচ্চারণ করেনি সেই কথাটাই বললো সে। টিরিয়ন শুধু মাথা নাড়ালো। তার বাবার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি? কোনো বল্লমধারী সৈনিক নেই, খুবই অল্প কিছু তীরন্দাজ, কোনোরকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আর অস্ত্রবিহীন সৈনিক; যাদের আদেশদাতা হিসেবে আছে এমন লোক যে কিনা বুদ্ধি দিয়ে না চলে নিজের উন্মাদনা দিয়ে চলে...তার বাবা কীভাবে আশা করছে এমন একটা দল নিয়ে এই বাম দিকের অংশ নিজেদের আয়ত্ত্বে রাখতে পারবে তারা?

এখন আর এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। ঢাকের শব্দ এত কাছে চলে এসেছে যে মনে হচ্ছে শব্দটা তার চামড়া ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে আর তার হাত কাঁপছে। ব্রন তার লম্বা তলোয়ারটা টেনে বের করলো। অকস্মাৎ তাদের শত্রুরা সামনে বেরিয়ে এলো। পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এলো তারা। ঢাল আর বল্লমের এক দেয়ালের পিছে থেকে মাপা পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে এলো।

দেবতারা সহায় হোন, ওদের সবাইকে রক্ষা করুন, টিরিয়ন ভাবলো; যদিও জানে যুদ্ধক্ষেত্রে তার বাবার সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি। বিপক্ষ দলের দলনেতারা তাদের বর্মাবৃত সমর-তুরঙ্গে চেপে নেতৃত্ব দিচ্ছে, পতাকাবাহীরা হাতে পতাকা নিয়ে তাদের পাশে পাশে আসছে ঘোড়ায় চড়ে। হর্নউডদের হরিণ, কারস্টার্কদের সাদা সূর্য, লর্ড কারউইনের রণ-কুঠার, গ্লোভারদের ধাতব দস্তানা আবৃত হাত...আর ফ্রেইদের ধূসর রঙের ওপর নীল রঙে আঁকা টুইনস প্রতীক নজরে পড়লো তার। তার বাবার যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, লর্ড ওয়াল্ডার বিপক্ষ শিবিরে যোগ দেবে না–দেখা যাচ্ছে আসলে তা নয়। স্টার্ক পরিবারের সাদা পতাকার উপস্থিতি সর্বত্র, উঁচু দণ্ডের মাথায় পতাকাগুলো এমনভাবে নড়ছে যে দেখে মনে হচ্ছে এই বুঝি ধূসর ডায়ারউলফগুলো দৌড়ে আর লাফিয়ে আসবে তাদের দিকে। ছেলেটা কই? টিরিয়ন ভাবলো।

সাথে সাথে দূরে কোথাও বেজে উঠলো একটা সমর-শিঙ্গা। হারোওওওওওও ওওওওওওওওওওও...উচ্চ শব্দ তৈরি করলো সেটা; আর শব্দটা এতোই দীর্ঘ, নিচু আর

BanglaBook.org

হিমশীতল যে মনে হচ্ছে স্বয়ং উত্তরের হিমবাতাস বয়ে চলেছে। প্রত্যুত্তরে ল্যানিস্টার রনভেরী বেজে উঠলো খানিকটা বেপরোয়া আর নির্লজ্জভাবে, ডা-ডা ডা-ডা ডা-ডাআআআআআআ, কিন্তু টিরিয়নের মনে হলো তাদের আওয়াজ শত্রুপক্ষের তুলনায় কিছুটা দুর্বল, আর বেশি উৎকণ্ঠাপূর্ণ। পেটের ভেতর প্রজাপতি উড়ছে বলে মনে হলো তার, একটা বমিবমি তরল ভাব; সে আশা করলো যে অন্তত অসুস্থ অবস্থায় যেন মারা না যায়।

শিঙ্গার আওয়াজ কমে যাবার সাথে সাথে চতুর্দিকের বাতাস হিসহিস শব্দে ভরে উঠলো। ডান দিকে যেখানে তীরন্দাজেরা রাস্তার উপর সারি ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখান থেকে অসংখ্য তীর আকাশে একটা অধিবৃত্ত তৈরি করে ছুটে চললো শত্রুপক্ষের দিকে। উত্তরের শত্রুরা তাদের দিকে ধেয়ে আসতে শুরু করলো, ক্রমাগত চিৎকার করছে, কিন্তু ল্যানিস্টার তীর তাদের উপর শিলাবৃষ্টির মতো ঝরে পড়লো; শত শত তীর, মানুষগুলো সেগুলোর শিকারে পরিণত হয়ে হোঁচট খেয়ে পড়তে থাকলে তাদের যুদ্ধনিনাদ মরণচিৎকারে রূপান্তরিত হলো। আকাশে তীরের দ্বিতীয় ঝাঁক উড়ন্ত থাকা অবস্থায় ল্যানিস্টার তীরন্দাজেরা তাদের ধনুকের ছিলায় তৃতীয় তীর পরিয়ে ফেলতে লাগলো।

রনভেরী আবার বেজে উঠলো, ডা-ডাআআআ ডা-ডাআআআ ডা-ডা ডা-ডা ডা-ডাআআআআআআআ। স্যার গ্রেগর তার বিশাল তলোয়ারটা নাচিয়ে আদেশ দিলে সাথে সাথে হাজার হাজার স্বর গর্জে উঠলো প্রত্যুত্তরে। টিরিয়ন তার ঘোড়ার গায়ে আঘাত করে সামনে বাড়লো, রননিনাদে যোগ দিলো সেও। সৈনিকদের সারি সামনে বাড়লো। 'নদী,' ঘোড়ার পিঠ থেকে জংলীদের প্রতি চিৎকার করলো সে। 'মনে রেখ, নদীটা রক্ষা করতে হবে আমাদের।' এতক্ষণ স্বচ্ছন্দগতিতে চলছিলো তারা। এরপর চেল্লা যখন রক্তজল করা এক চিৎকার করে তার পাশ দিয়ে দৌড়ে সামনে এগুলো তখন দলটার গতি এলোমেলো হয়ে পড়লো। শাগাও গলাফাটানো এক চিৎকার ছেড়ে তাদের অনুসরণ করলো। অন্যান্য পাহাড়ি গোত্রমানবরাও তাদের অনুসরণ করতে শুরু করলে টিরিয়ন পড়ে রইলো তাদের রেখে যাওয়া ধুলোর মেঘের মধ্যে।

শত্রুপক্ষের বর্শাধারী সৈনিকেরা একটা অর্ধচন্দ্রের আকৃতি তৈরি করে দাঁড়িয়ে ছিলো, ইস্পাতের একটা যুগল হেজহগ ব্যূহ তৈরি করে কারস্টার্কদের সাদা সূর্য খচিত লম্বা ওক কাঠের ঢালের পিছে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলো। একদল অভিজ্ঞ বর্মধারী সৈনিক নিয়ে প্রথমে তাদের কাছে পৌঁছালো স্যার গ্রেগর ক্লিগেন। অর্ধেক ঘোড়া একেবারে শেষ মুহূর্তে গিয়ে থেমে পড়লো, ধারালো বর্শার সারির সামনে তাদের দৌড় থামিয়ে দিলো। অন্যরা মারা পড়লো, ধারালো ইস্পাতের ফলা তাদের বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলো। টিরিয়ন অনেক লোককে মারা যেতে দেখলো। মাউন্টেইনের

BanglaBook.org

ঘোড়াটা তীব্র আঘাত পেয়েছে ঘাড়ে। ব্যথায় পাগল হয়ে পশুটা ঝাঁপিয়ে পড়লো সৈনিকদের সারির উপর। চতুর্দিক থেকে তার দিকে ধেয়ে এলো বর্শা, কিন্তু তার নিচে সৈনিকদের মানবঢালটা ভেঙে গেল। উত্তরের সৈন্যরা পশুটার মৃত্যুযন্ত্রণার ছটফটানি থেকে দূরে সরে গেল। ঘোড়াটা পড়ে গিয়ে তার শেষ নিঃশ্বাস টানার সাথে সাথে তার বিশাল তলোয়ারটা হাতে উঠে দাঁড়ালো স্যার গ্রেগর ক্লিগেন।

ঢালের দেয়ালটা আবার বন্ধ হয়ে যাবার আগে শাগা ঢুকে পড়লো ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে, অন্য অশ্ব পরভৃৎরাও তাকে অনুসরণ করলো। টিরিয়ন চিৎকার করলো, 'দগ্ধমানব! চন্দ্র সহোদর! আমাকে অনুসরণ করো!' কিন্তু ওদের বেশিরভাগ সদস্যই রইলো তার সামনে। সে দেখলো টিমেটের ছেলে টিমেট তার দ্রুত বেগে চলন্ত ঘোড়ার হঠাৎ মৃত্যুর কারণে ছিটকে শূন্যে উড়ে গেল। আরেক চন্দ্র সহোদরকে দেখতে পেল কারস্টার্কদের বর্শায় বিদ্ধ অবস্থায়, কনের ঘোড়ার লাথি খেয়ে এক শত্রু সৈন্যের পাঁজরের হাড় ভেঙে যেতে দেখলো সে। আরেক ঝাঁক তীর এসে আবার সৈন্যদের উপর পড়লো এই সময়; কোথা থেকে তীরগুলো এলো তা বলতে পারবে না, কিন্তু সেগুলো স্টার্ক আর ল্যানিস্টার উভয় সৈন্যদের উপরেই পড়লো। বর্মে পড়লে শব্দ করে উঠলো সেগুলো আর মাংসের নাগাল পেলে গেঁথে গেল তাতে। টিরিয়ন তার ঢাল তুলে ধরে নিজেকে আড়াল করলো সেটার নিচে।

অশ্বারোহী সৈন্যদের আক্রমণের মুখে মানবঢাল ভেঙে যেতে শুরু করলে উত্তরের সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু করলো এরপর। টিরিয়ন দেখলো শাগা একটা বর্শাধারী সৈনিককে বুকে একটা মোক্ষম কোপ দিয়ে ধরাশায়ী করে ফেললো, বোকা লোকটা তাকে আটকানোর জন্য দৌড়ে আসছিলো। লোকটার বর্ম, চামড়ার পোশাক ভেদ করে কুঠারটা ঢুকে গেল তার পেশী আর ফুসফুস পর্যন্ত। লোকটা তৎক্ষণাৎ মরে গেলেও গেঁথে রইলো কুঠারের সাথে, ঐ অবস্থায়ই ঘোড়ায় দৌড়ে চললো শাগা, মৃত লোকটা ঝুলছে ঘোড়ার পাশে। এরপর সে বাম দিকে শত্রুসেনাদের একজনের একটা ঢাল কে কুঠারের কোপে দুইভাগ করে ফেললো, আর ডানের কুঠারে গাঁথা লোকটা হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চললো। অবশেষে কুঠারের ফলা থেকে আলগা হয়ে মৃত লোকটা মাটিতে পড়ে গেলে শাগা এবার দুই হাতের কুঠার দুটোকে পরস্পরের সাথে আঘাত করে চিৎকার করে উঠলো।

এই সময়ের মধ্যে শত্রুদের ভেতর গিয়ে পড়লো টিরিয়ন, ওর ঘোড়া থেকে মাত্র কয়েক ফুট দুরত্বেই মরণপণ যুদ্ধ হচ্ছে। একজন পদাতিক সৈন্য তার বুকে বর্শা বেঁধানোর জন্য চেষ্টা করলে সে কুঠারের আঘাতে সেটাকে পাশে সরিয়ে দিলো। লোকটা আবার আঘাত করতে উদ্যত হলে তার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো টিরিয়ন, কিছুক্ষণের

BanglaBook.org

মধ্যেই সে ঘোড়ার তলায় চলে গেল। ব্রনকে তিনজন শত্রু সেনা ঘিরে ফেলেছে, কিন্তু সে প্রথমে তার দিকে তেড়ে আসা বর্শার ফলাকে কেটে ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় লোকটার মুখ বরাবর তলোয়ার চালালো।

এবার বামদিক থেকে টিরিয়নের দিকে ছুটে এলো একটা ছুটন্ত বর্শা। ওর ঢাল থেকে একতাল কাঠ তুলে বিঁধে গেল সেটা। সে ঘুরে লোকটার দিকে ছুটলো এবার, কিন্তু লোকটা তার নিজের ঢাল মাথার উপর তুলে ধরলো। টিরিয়ন তার চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে একের পর এক কুঠারের কোপ বসাতে লাগলো তার ঢালের ওপর। ওক কাঠের কুচি চতুর্দিকে ছুটতে লাগলো। এরপর উত্তরের সৈন্যটা পা ফসকে পড়ে গিয়ে নিজের পিঠের উপর শুয়ে ঢালটা তার উপর মেলে ধরলো। লোকটা টিরিয়নের কুঠারের সীমানার অনেক বাইরে চলে গেছে, আর এখন ঘোড়া থেকেও নামাও বেশ ঝামেলার; তাই সে লোকটাকে ওখানেই ছেড়ে ছুটলো আরেকজনের পেছনে। নিচু হয়ে লোকটাকে পেছন থেকে আঘাত করে জমের বাড়ি পাঠিয়ে দিলো সে। তার হাতে বেশ ভালো একটা ঝাঁকি দিয়ে গেল আঘাতটা। এতক্ষণে একটু ফুসরত পেল সে চারদিকে দেখার। লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়ে নদীর দিকে তাকালে দেখতে পেল তার ডান দিকে রয়েছে নদীটা।

একজন দগ্ধমানব তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, নিজের ঘোড়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে সে। একটা বর্শা তার পেট দিয়ে ঢুকে পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে রয়েছে। কোনো ধরনের সাহায্যের উর্ধ্বে চলে গেছে লোকটা, কিন্তু টিরিয়ন যখন একজন উত্তরের সৈন্যকে দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরতে দেখলো তখন সে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো।

তার শিকার হাতে একটা তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হলো টিরিয়নের। লোকটা একটা লম্বা লোহার ছোট শিকলে তৈরি বর্ম আর ধাতব দস্তানা পরে আছে হাতে, মাথার শিরস্ত্রাণ খুইয়েছে আগেই আর কপালের একটা বড় ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার চোখে। টিরিয়ন তার মুখ বরাবর কুঠার চালালো, কিন্তু আঘাতটাকে পাশে সরিয়ে দিলো সে তলোয়ার দিয়ে। 'বামন,' চিৎকার করলো সে। 'এবার তুই মরবি।' টিরিয়ন তার চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলে সেও ঘুরতে লাগলো, সে লোকটার কাঁধ আর মাথা বরাবর আবার আঘাত করলো। ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের ঘর্ষণের আওয়াজ উঠলো আর সাথে সাথে টিরিয়ন টের পেল লোকটা বেশ দ্রুত আর তার থেকে বেশ শক্তিশালী। ব্রনটা কই গিয়ে মরলো? 'মর এবার,' লোকটা পাগলের মতো তলোয়ার চালালো তার দিকে। সে কোনোমতে সময়মত নিজের ঢালটা তুলতে পারলো। আঘাতের সাথে সাথে মনে হলো ঢালের কাঠ ভেতরের দিকে বিস্ফোরিত হবে। ভেঙে যাওয়া টুকরোগুলো তার হাত থেকে পড়ে গেল। 'মর এবার,' তলোয়ার হাতে যোদ্ধাটা চিৎকার করে উঠে কাছে এসে এত

BanglaBook.org

জোরে তার মাথা বরাবর আঘাত করলো যে টিরিয়নের মাথা ঝনঝন করে উঠলো। লোকটা তলোয়ারটা আবার টেনে নেবার সময় বীভৎস আওয়াজ হলো শিরস্ত্রাণের ইস্পাতের ওপর। লম্বা লোকটা ক্রুরভাবে হাসতে লাগলো...যতক্ষণ না সাপের মতোক্ষিপ্রতায়তাকে আঘাত করলো টিরিয়নের ঘোড়াটা। লোকটা চিৎকার করে উঠলো সাথে সাথে। টিরিয়ন এবার তার হাতের কুঠারটা সোজা লোকটার মাথায় গেঁথে দিলো। 'তুই মর,' তাকে বললো সে, আর লোকটা আসলেই মরে গেল।

ফলাটা আবার ছুটিয়ে নেবার সাথে সাথে সে একটা চিৎকার শুনতে পেল। 'এডার্ড,' একটা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বললো। 'এডার্ড আর উইন্টারফেলের জন্য।' নাইটটা তীব্রবেগে ছুটে এলো তার দিকে। প্রভাতী তারা নামের একটা অস্ত্র রয়েছে তার হাতে। সেই অস্ত্রের গজাল দেওয়া গোলকটা ঘোরাতে ঘোরাতে এলো সে। টিরিয়ন ব্রনকে চিৎকার করে ডাকার জন্য মুখ খোলার আগেই তাদের দুইজনের সমর-তুরঙ্গ প্রচণ্ড গতিতে পরস্পরের সাথে আঘাত করলো। বর্মের ডান কনুইয়ের কাছের সন্ধির অংশের পাতলা ধাতব পাতের উপর গজাল দেয়া গোলকটা প্রচণ্ড গতিতে আঘাত করলে ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করলো টিরিয়ন। মুহূর্তের ভেতর তার হাত থেকে ছুটে গেল কুঠারটা। সে তার তলোয়ার বের করতে গেল, কিন্তু শত্রুর হাত প্রভাতী তারা আবার ঘুরতে শুরু করেছে, এবার সেটা তার মুখ বরাবর এগুচ্ছে। অকস্মাৎ প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়ে গেল সে। কখন সে মাটিতে আঘাত করলো তা বলতে পারবে না, তবে যখন উপরের দিকে চাইলো তখন শুধু নীল আকাশটাই নজরে পড়লো। গড়িয়ে পাশ ফিরলো টিরিয়ন, পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু সর্বাঙ্গে ব্যথা করছে তার, চোখের সামনে পুরো দুনিয়াটা যেন দুলছে। যে নাইটটা তাকে ফেলে দিয়েছিলো সে সামনে এসে দাঁড়ালো এবার। 'টিরিয়ন, খুদে শয়তান,' নিচের দিকে তাকিয়ে গমগমে গলায় বললো সে। 'তুই এখন আমার। পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিস, ল্যানিস্টার?'

হ্যাঁ, টিরিয়ন ভাবলো, কিন্তু কথাগুলো তার গলাতেই বেঁধে রইলো। কর্কশ একটা শব্দ করে নিজের হাঁটুতে ভর দেবার জন্য চেষ্টা করছে সে। চোখ খুঁজে ফিরছে কার্যক্ষম কোনো অস্ত্র। তার তলোয়ার, ছোরা, বা যে কোনো কিছু...

'পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিস?' নিজের বর্মাবৃত ঘোড়ায় চেপে ওপর থেকে আবার প্রশ্ন করলো নাইটটা। মানুষ আর ঘোড়া দুইজনকেই বিশাল লাগছে তার কাছে। গজাল দেয়া গোলকটাকে ধীরে ধীরে ঘোরাচ্ছে সে। টিরিয়নের হাত অসার হয়ে আছে, চোখের দৃষ্টি হয়ে আছে ঘোলা, তলোয়ারের কোষটাও খালি। 'পরাজয় স্বীকার কর, নয়তো মর,' নাইটটা বললো, গোলকটা দ্রুত থেকে দ্রুততরভাবে ঘুরতে লাগলো।

BanglaBook.org

টিরিয়ন সহসা নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে তার শিরস্ত্রাণ পরিহিত মাথাটা দিয়ে ঘোড়ার পেটে একটা মোক্ষম খোঁচা দিলো। বীভৎস একটা চিৎকার করে পশুটা পেছনে সরে গেল। ভয়ানক ব্যথায় মোচড়ামুচড়ি করতে শুরু করলো সেটা। রক্ত ও নাড়ীভুঁড়ির একটা ফোয়ারা নেমে এলো টিরিয়নের মুখ বরাবর আর ঘোড়াটা তুষারধ্বসের মতো দ্রুততায় নিচে পড়ে গেল। বাকি যেটুকু সে বুঝলো তা হলো, তার শিরস্ত্রাণের চোখের সামনের অংশ মাটিতে আটকে তার দৃষ্টি রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং তার পায়ের উপর ভারী কিছু এব- পড়েছে। নিজেকে ঝাঁকিয়ে মুক্ত করে নিলো সে, তার গলা এতই শক্ত হয়ে ছিলো যে কোনোমতে '...পরাজয়...' শব্দটা উগরে দিতে পারলো সে।

'হ্যাঁ,' একটা কণ্ঠস্বর ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো।

টিরিয়ন শিরস্ত্রাণ থেকে মাটি সরিয়ে ফেললো হাত দিয়ে। ঘোড়াটা তার থেকে দূরে নিজের সওয়ারীর উপরেই উলটে পড়ে আছে। সেটার নিচে আটকা পড়ে রয়েছে নাইটটার পা, আর যে হাত দিয়ে লোকটা তার পতন ঠেকাতে গিয়েছিলো সেটা বীভৎস ভঙ্গিতে ভেঙে গেছে। 'পরাজয় স্বীকার করছি,' আগের কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো সে। ভালো হাতটা দিয়ে নিজের কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ারটা ছুটিয়ে নিয়ে টিরিয়নের পায়ের কাছে ছুঁড়ে মারলো লোকটা। 'আমি পরাজয় স্বীকার করছি, মাই লর্ড।'

হাঁটু গেড়ে বসে তলোয়ারটা হাতে তুললো সে। হাত নড়ানোর সাথে সাথেই কনুই থেকে ব্যথার হলকা ছড়িয়ে পড়লো সবদিকে। যুদ্ধটা তার এখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। অনেকগুলো মৃতদেহ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রের এই অংশে এখন আর কেউ নেই। দাঁড়কাকেরা ইতোমধ্যেই আকাশে বৃত্তাকারে ঘুরতে শুরু করেছে।তাদের ভেতর কতগুলো মাংস খেতে নেমে পড়েছে নিচে। সে দেখলো সামনের সারিকে সাহায্য করার জন্য স্যার কেভিন সেনাবাহিনীর মাঝের অংশ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, তার বল্লমধারী সৈন্যের বিশাল দলটা উত্তরের সৈনিকদের আবারও পাহাড়ের উপর দিকে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের ঢালে তারা যুদ্ধরত অবস্থায় রয়েছে উত্তরের সৈন্যদের আরেকটা মানবঢালের সামনে। দেখতে দেখতে বাতাস আবার ভরে উঠলো তীরের হিসহিস শব্দে। ওক কাঠের ঢালের দেয়ালের পেছনের লোকেরা খুনি তীরের আঘাতে মারা পড়তে লাগলো। 'আমার বিশ্বাস আপনারা হেরে যাচ্ছেন, স্যার,' ঘোড়ার নিচে চাপা পড়ে থাকা নাইটকে বললো সে। লোকটা কোনো উত্তর দিলো না।

পেছন থেকে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ তাকে দ্রুত ঘুরতে বাধ্য করলো, কিন্তু হাতের কনুইয়ের তীব্র ব্যথার কারণে হাতের তলোয়ার উঁচু করার এখন অসম্ভব। কাছে এসে লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়লো ব্রন, মাথা নিচু করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

'দেখা যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার কোনো সাহায্যই পাইনি আমি,' তাকে বললো টিরিয়ন।

BanglaBook.org

'দেখা যাচ্ছে তুমি নিজেই নিজের জন্য যথেষ্ট,' ব্রন উত্তর দিলো। 'যদিও নিজের শিরস্ত্রাণের গজালটা হারিয়ে ফেলেছ।'

টিরিয়ন তার শিরস্ত্রাণের উপর হাত দিলো। গজালের মতো অংশটা একদম উধাও হয়ে গেছে। 'আমি ওটা হারাইনি। জানি এখন কোথায় আছে ওটা। আমার ঘোড়াটাকে কোথাও দেখেছ?'

যখন তারা ঘোড়াটাকে খুঁজে পেল, তখন আবার রনভেরী বেজে উঠলে লর্ড টাইউইন তার সংরক্ষিত সৈন্যদের নিয়ে নদীর পাড় ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। টিরিয়ন দেখলো তার বাবাকে সামনে দিয়ে চলে যেতে। লর্ড টাইউইন যখন যুদ্ধক্ষেত্রকে নতুন করে প্রকম্পিত করছিলেন তখন তার উপরে সগর্বে উড়ছিলো লাল আর সোনালি রঙে সজ্জিত ল্যানিস্টার পতাকা। পাঁচশ নাইট তার চতুর্দিক বেষ্টন করে আছে, তাদের বর্শার ফলা থেকে সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঠিকরে বেরোচ্ছে যেন। হাতুড়ির নিচে কাচ পড়লে যেমন চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যায় তেমনি স্টার্কদের রয়ে যাওয়া সৈন্যদের সারি ল্যানিস্টার নাইটদের আক্রমণের মুখে চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেল।

ফুলে যাওয়া আর বর্মের নিচে ব্যথায় কাঁপতে থাকা কনুই নিয়ে টিরিয়ন এই হত্যাকান্ডে যোগ দিতে আর আগ্রহ বোধ করলো না। ব্রন আর সে মিলে তার নিজের লোকদের খুঁজতে বের হলো। অনেক লোককে মৃতদের মধ্যে আবিষ্কার করলো তারা। উমারের ছেলে আলফকে জমে থাকা রক্তের পুকুরের মাঝে পেল, কনুইয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওর হাত, তার চারপাশে বারোজন চন্দ্র সহোদর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। কনের মাথা কোলে নিয়ে তীরে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া শাগা বসে আছে একটা গাছের নিচে। টিরিয়ন ভেবেছিলো তারা দুজনেই মৃত, কিন্তু যখন সে ঘোড়া থেকে নামলো তখন শাগা ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকিয়ে বললো, 'ওরা কোরাটের ছেলে কনকে মেরে ফেলেছে।' বর্শার যে আঘাতের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে সেটা বাদে সুদর্শন কনের দেহে আর কোনো আঘাতের দাগ নেই। ব্রন যখন শাগাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিলো তখনই মাত্র বিশাল লোকটা নিজের শরীরের তীরগুলো সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়ে উঠলো। একের পর এক তীর সরিয়ে ফেলতে লাগলো সে শরীর থেকে। আর তার চামড়ার পোশাক এবং বর্মে সেগুলো যে ছিদ্র রেখে গেল সেগুলোর দিকে তাকিয়ে গালাগাল করতে লাগলো। যেগুলো মাংসের ভেতর ঢুকে পড়েছিলো সেগুলো সরাতে গিয়ে বাচ্চাদের মতো আর্তনাদ করে উঠলো সে। শাগার শরীর থেকে তারা যখন তীরগুলো বের করে নিচ্ছিলো তখন তাদের কাছে ঘোড়ায় চড়ে এলো চেকের মেয়ে চেলা, ও তাদের দেখালো মৃত শত্রুদের কাছ থেকে কেটে নেয়া চারটা কান। টিমেটকে

BanglaBook.org

দেখা গেল দক্ষমানবদের সাথে একজোট হয়ে মৃত সৈনিকদের কাছ থেকে মালামাল লুট করতে। টিরিয়নের পেছনে যে তিনশ গোত্রমানব যুদ্ধে এসেছিলো, তাদের মধ্যে অর্ধেক বেঁচে রয়েছে এখন।

ও বেঁচে যাওয়া লোকদের দায়িত্ব দিলো মৃত লোকদের দেখাশোনা করার জন্য, ব্রনকে পাঠালো বন্দি নাইটের দায়িত্ব নিতে আর নিজে বেরুলো তার বাবাকে খুঁজতে। লর্ড টাইউইন নদীর পাশে বসে মণিমুক্তা খচিত এক পেয়ালা থেকে ওয়াইন পান করছিলো আর তার স্কোয়ায়ের বর্মের বাঁধন আলগা করছিলো দ্রুত হাতে। 'একটা দুর্দান্ত বিজয়,' তাকে দেখামাত্রই স্যার কেভিন বললেন। 'তোমার জংলী লোকগুলো দারুণ লড়াই করেছে।'

তার বাবার চোখগুলোর দৃষ্টি এবার টিরিয়নের উপর পড়লো, ফ্যাকাশে সবুজ চোখ, আর দৃষ্টি এত ঠান্ডা যে সেগুলো টিরিয়নকে ভয় ধরিয়ে দিলো। 'তুমি কি অবাক হলে বাবা?' সে জিজ্ঞেস করলো। 'তোমার সব পরিকল্পনা বুঝি মাঠে মারা গেছে? আমাদের সবার বেঘোরে মারা পড়ার কথা ছিলো, ঠিক কি না?'

ভাবলেশহীন মুখে হাতের পেয়ালাটা খালি করলেন লর্ড টাইউইন। 'আমি সবচেয়ে কম প্রশিক্ষিত আর শৃঙ্খলাহীন দলটাকে বামে রেখেছিলাম। হ্যাঁ, আমি ধারণা করেছিলাম এই অংশ হেরে যেতে পারে যুদ্ধে। রব স্টার্ক একটা অনভিজ্ঞ ছেলে, যতটা না জ্ঞানী তার থেকে বেশি সাহসী। আমি ভেবেছিলাম সে যদি দেখে যে আমাদের সেনাবাহিনীর বাম দিকের অংশ ভেঙে পড়েছে, তবে সে হয়তো ঐ ফাঁকা দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে চাইবে। ও পূর্ণ শক্তি নিয়ে আক্রমণ করলে স্যার কেভিনের বল্লমধারী সৈনিকরা ওদের ঘিরে ধরে আক্রমণ করে নিয়ে যাবে নদীর দিকে, আর আমি আমার সংরক্ষিত দল নিয়ে তখন আক্রমণে যাবো।'

'আর তুমি ভাবলে এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আমাকে রাখতে পারলে সবথেকে ভালো হবে, অথচ তারপরেও আমাকে নিজের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে একদম অন্ধকারে রাখলে!'

'মেকি পশ্চাদপসরণ দেখতে খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হতো না,' তার বাবা বললেন। 'আর আমি আমার পরিকল্পনা এমন কারো সাথে আলোচনা করি না যে জংলী আর সেলসোর্ডদের সাথে বেশি সময় কাটায়।'

'খুবই দুঃখের বিষয় যে আমার জংলীরা তোমার পরিকল্পনা নষ্ট করে দিয়েছে।' টিরিয়ন তার হাতের ধাতব দস্তানা খুলে মাটিতে ফেলে দিলো, হাতের ব্যথায় মৃদু কাঁপতে লাগলো সে।

BanglaBook.org

'স্টার্ক ছেলেটা তার বয়স হিসেবে আমি যতটা ধারণা করেছিলাম তার থেকে বেশি সাবধানী হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করেছে,' লর্ড টাইউইন স্বীকার করলেন। 'কিন্তু বিজয় তো বিজয়ই। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ আহত হয়েছ।'

টিরিয়নের ডান হাতটা রক্তে ভিজে আছে। 'লক্ষ্য করেছ দেখে ভালো লাগলো, বাবা,' দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলো বললো সে। 'তোমার মেইস্টারকে ডেকে পাঠাতে বললে কি তোমার কোনো সমস্যা হবে? অবশ্য, তোমার যদি এক হাতওয়ালা বামন ছেলে বেশি পছন্দ হয়...'

ও কথাটা শেষ করার আগেই একটা জরুরী গলার 'লর্ড টাইউইন' সম্বোধন শুনে তার বাবা সেদিকে মাথা ঘোরালেন। স্যার অ্যাডাম মারব্র্যান্ড তার ঘোড়া থেকে নেমে এলে টাইউইন ল্যানিস্টার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘোড়াটার মুখ থেকে রক্তযুক্ত ফেনা বেরোচ্ছে। স্যার অ্যাডাম এসে এক হাঁটু মাটিতে গেড়ে বসে পড়লো; দোহারা লোকটার কালো চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, বুকের ওপর কালো ব্রোঞ্জের পাতের ওপর তার পরিবারের প্রতীক–পুড়তে থাকা গাছ–খোদাই করা রয়েছে। 'মাই লর্ড, শত্রুপক্ষের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে আমরা আটক করতে পেরেছি। লর্ড কারউইন, স্যার উইলিস ম্যান্ডারলি, হ্যারিয়ন কারস্টার্ক, আর চারজন ফ্রেই। লর্ড হর্নউড মারা গেছে, আর আমার মনে হয় পালিয়ে গেছে রুজ বোল্টন।'

'আর ছেলেটা?' লর্ড টাইউইন জিজ্ঞেস করলেন।

স্যার অ্যাডাম একটু ইতস্তত করলো। 'স্টার্ক ছেলেটা ওদের সাথে ছিলো না, মাই লর্ড। ওরা বলেছে যে টুইনস পার হবার পরে তার সেনাবাহিনীর অশ্বারোহী দলের সবচেয়ে বড় অংশ নিয়ে খুব দ্রুত রিভাররানের দিকে চলে গেছে সে।'

অনভিজ্ঞ ছেলে, বাবার বলা কথাটা মনে করলো টিরিয়ন। *যতটা না জ্ঞানী তার থেকে বেশি সাহসী।* টিরিয়ন যদি এত বেশি আহত না হতো তবে নির্ঘাত হেসে উঠতো এখন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ক্যাটলিন

ফিসফিস ধ্বনিতে ভরে গেছে বন।

উপত্যকার মাটির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝরনার পানিতে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। গাছের নিচে সমর-তুরঙ্গগুলো ডাকছে নরম স্বরে, পা দিয়ে ভেজা মাটিতে আঘাত করছে ওরা। একটু পরপর ভেসে আসছে বর্শা আর চেইনমেইলের ধাতব শব্দ, কিন্তু এই শব্দগুলোও শোনা যাচ্ছে অনেক চাপাভাবে।

'ওদের এতক্ষণে চলে আসার কথা, মাই লেডি,' হালিস মোলেন বললো। এই যুদ্ধে ক্যাটলিনকে নিরাপত্তা দিতে চেয়েছে সে, উইন্টারফেলের রক্ষীদের প্রধান হিসেবে এটা ওর দায়িত্ব, আর রবও তাকে সেটা থেকে বঞ্চিত করেনি। ওর পাশে ত্রিশজন লোক আছে, যুদ্ধ যদি ওদের বিরুদ্ধে যায়, তবে ওরা ওকে নিরাপদে উইন্টারফেলে পৌঁছে দেবে। রব চেয়েছিলো পঞ্চাশজন রাখতে; ক্যাটলিন বলেছে দশজন হলেই চলবে কারণ ওর যুদ্ধে সবাইকেই লাগবে। শেষমেশ ওরা আলোচনা করে ত্রিশজনেই রেখেছে সংখ্যাটা, দুজনের কেউই সংখ্যাটা নিয়ে খুশি নয় অবশ্য।

'যা হওয়ার হবে,' ক্যাটলিন ওকে একটু আগেই বলেছে। আর যখন সেটা হবে, তখন এর অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। হয় হালের মৃত্যু...নাহলে ওর নিজের, অথবা রবের। কেউই নিরাপদ নয়। কোনো জীবনেরই নিশ্চয়তা নেই। অপেক্ষা করতে পেরে খুশিই হলো ক্যাটলিন; বনের গভীর থেকে ভেসে আসা ফিসফাস, খাঁড়ির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জলের কলকল সুর, চুলে বাতাসের উষ্ণ স্পর্শ, সবই ভালো লাগছে ওর।

অপেক্ষা করা তার জন্য নতুন কিছু না। ওর কাছের মানুষরা তাকে সারাজীবনই অপেক্ষা করিয়েছে। 'আমার ফিরে আসার অপেক্ষা কোরো, ছোট্ট ক্যাট,' ওর বাবা

BanglaBook.org

প্রতিবারই যুদ্ধে যাওয়ার আগে তাকে এই কথাটা বলতেন। আর সে তা-ই করতো, রিভাররানের ছিদ্র-প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে ধৈর্য নিয়ে তাকিয়ে থাকতো সে, উদাস চোখে রেড ফোর্ক আর টাম্বলস্টোনের বয়ে চলা দেখতো। লর্ড হোস্টারকে তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে ফিরে আসতে দেখার আগ পর্যন্ত গোলামুখ আর শরকূপগুলোর ভেতর দিয়ে হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকতো সে। 'তুমি কি আমার ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলে?' হাঁটু গেড়ে ওকে জড়িয়ে ধরার সময় জিজ্ঞেস করতেন তিনি। 'বলো, ছোট্ট ক্যাট?'

ব্র্যান্ডন স্টার্কও ওকে অপেক্ষায় রেখেছিলো। 'আমার ফিরে আসতে দেরি হবে না, মাই লেডি,' শপথ করেছিলো সে। 'আমি ফিরে আসলেই বিয়ে করবো আমরা।' কিন্তু যখন বিয়ের দিন এলো, তখন সে নয়, সেপ্টে ওর পাশে দাঁড়িয়েছিলো তার ভাই নেড।

প্রায় দুই সপ্তাহ পর নতুন বৌ ছেড়ে নেড নিজেও যুদ্ধে দৌড় দিয়েছিলো, যাওয়ার আগে করেছিলো একগাদা শপথ। তবে সে অন্তত শপথের সাথে ওকে একা রেখে যায়নি, ওর গর্ভে রেখে গিয়েছিলো তাদের প্রথম সন্তান। নয়টা চাঁদের মুখ দেখার পর রিভাররানে জন্ম নেয় রব, কিন্তু ওর বাবা তখনো দক্ষিণে, যুদ্ধে ব্যস্ত। প্রচুর রক্ত ঝরিয়ে, অসম্ভব ব্যথা সহ্য করে ওকে দুনিয়াতে এনেছে সে। নেড ওকে কখনো দেখতে পাবে কি না সেটাও জানতো না ক্যাটলিন। ওর ছেলে, কত ছোট্ট ছিলো তখন...

আর এখন রবের জন্য অপেক্ষা করছে সে...রব আর জেইমি ল্যানিস্টারের জন্য। লোকে বলে, এই স্বর্ণখচিত নাইট নাকি জীবনেও অপেক্ষার গুরুত্ব বোঝেনি। 'কিংস্লেয়ার বিরামহীনভাবে কাজ করে, আর খুব দ্রুত রেগে যায়,' ওর ভাই ব্র্যান্ডেন রবকে বলেছিলো। আর ওর কথার ওপর ভরসা করেই নিজেদের জীবন আর আশা বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে।

রব যদি ভয় পেয়েও থাকে, ও সেটা কাউকে বুঝতে দিচ্ছে না। নিজের বাহিনীর মাঝখান দিয়ে হাঁটছে সে, একজনের কাঁধ স্পর্শ করলো এইমাত্র, আরেকজনের সাথে কী নিয়ে যেন মজা করলো, অন্য একজনকে তার ঘোড়া বশ মানাতে সাহায্য করলো। নড়াচড়ার সাথে তাল মিলিয়ে শব্দ করছে ওর বর্ম। ওর মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই, ক্যাটলিন দেখলো, ওর পিঙ্গল বর্ণের চুলগুলোকে বাতাস এলোমেলো করে দিচ্ছে, বাতাস ওর নিজের চুলকে যেভাবে এলোমেলো করে দেয়, সেভাবে। ও অবাক হয়ে ভাবছে যে ওর ছেলে কবে এত বড় হয়ে গেল। মাত্র পনেরো, অথচ এখনই ওর মতো লম্বা হয়ে গেছে।

ওকে আরো লম্বা হতে দাও, দেবতাদেরকে মনে মনে অনুরোধ করলো সে। *ওকে ষোল বছরের মজা নিতে দাও, এরপর বিশ, তারপর পঞ্চাশ। ওকে তার বাবার মতোই লম্বা হতে দাও। নিজের হাতে সন্তানকে ধরতে দাও। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ।* এই লম্বা

BanglaBook.org

তরুণ আর তার পাশেই হাঁটতে থাকা বিশাল ডায়ারউলফকে দেখে ওর শুধু অনেক বছর আগের সেই ছোট্ট শিশুটার কথাই মনে পড়ছে যাকে ওরা তার বুকের মাঝে শুইয়ে দিয়েছিলো।

রাত এখন উষ্ণ হয়ে উঠেছে, কিন্তু রিভাররানের কথা মাথায় আসতেই ওর শরীর কেঁপে উঠলো। ওরা কোথায় আছে? ভাবছে সে। ওর চাচা কি ভুল বলেছে? ব্ল্যাকফিশ ওদেরকে তথ্যগুলো দিয়েছেন, সেগুলোর ওপর এখন নির্ভর করছে অনেক কিছুই। ব্ল্যাকফিশকে রব নিজ হাতে বাছাই করে তিনশ লোক দিয়েছে, ওদেরকে তার আগে পাঠিয়েছে নিজের মার্চ আড়াল করার জন্য। 'জেইমি জানে না,' স্যার ব্র্যান্ডেন ফিরে আসার পর বলেছিলেন। 'আমি নিজের জীবন বাজি রেখে বলতে পারি। ওর কাছে কোনো পাখিই উড়ে যায়নি, আমার তীরন্দাজরা সেই পথ খোলা রাখেনি। ওর কিছু অশ্বারোহী অনুচরকে চোখে পড়েছে আমাদের, কিন্তু যারা আমাদেরকে দেখেছে তারা কেউই বেঁচে ফিরতে পারেনি। ওর আরো বেশি পাঠানো উচিত ছিলো। ও আমাদের প্ল্যান সম্পর্কে জানেই না।'

'ওর বাহিনী কত বড়?' রব জিজ্ঞেস করলো।

'বারো হাজার পদাতিক সৈন্য, প্রাসাদের চারদিকে ছড়িয়ে আছে তিনটা আলাদা শিবিরে, প্রত্যেকের মাঝখানে আছে একটা করে নদী,' ওর চাচা বললেন, সেই পরিচিত ভাঙা হাসি খেলা করছে তার মুখে। 'রিভাররান ঘেরাও করার আর কোনো উপায় নেই, কিন্তু এটাই ওদের পতনের কারণ হবে। দুই-তিন হাজার সওয়ারী হলেই কাজ হয়ে হবে।'

'এরপরেও কিংস্লেয়ার আমাদেরকে তিন বনাম একজনে হারিয়ে দিচ্ছে,' গ্যালবার্ট গ্লোভার বললো।

'সত্য,' স্যার ব্র্যান্ডেন বললেন, 'কিন্তু এরপরেও একটা ব্যাপারে ঘাটতি আছে স্যার জেইমির।'

'কী?' জিজ্ঞেস করলো রব।

'ধৈর্য।'

টুইনস থেকে আসার পর ওদের সেনাবাহিনী আরো বড় হয়েছে। ব্লু ফোর্কের শাখানদীর দিকে যাওয়ার সময় লর্ড জ্যাসন ম্যালিস্টার সীগার্ডের থেকে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ওদের সাথে যোগ দিয়েছেন, ওরা তখন শাখানদী ধরে দক্ষিণে যাচ্ছিলো। অন্যরাও যোগ দিয়েছে একে একে; নাইট আর নিচু লর্ডের দল এবং প্রভুহীন অস্ত্রাধ্যক্ষ, যারা রিভাররানে ওর ভাই এডমিউরের বাহিনীকে গুড়িয়ে দেয়ার সময় উত্তরের দিকে পালিয়ে এসেছিলো। ঘোড়া নিয়ে খুব দ্রুত এখানে চলে এসেছে ওরা, জেইমি ল্যানিস্টার খবর পেয়ে যাওয়ার আগেই। আর এখন...যে মুহূর্তটার অপেক্ষায় ছিলো ওরা, তার সময় হয়েছে।

BanglaBook.org

ক্যাটলিন ওর ছেলেকে ঘোড়ায় চড়তে দেখেছে। লর্ড ওয়াল্ডারের ছেলে অলিভার ফ্রেই রবের ঘোড়াকে জায়গায় ধরে রাখছিলো তখন। রবের চেয়ে দুই বছরের বড় সে, কিন্তু মানসিকভাবে রবের চেয়েও দশ বছরের ছোট আর তুলনামূলক বেশিই চিন্তিত। রবের ঢাল বন্ধনীর সাহায্যে জায়গামত লাগিয়ে দিলো সে, এরপর ওর হাতে তুলে দিলো শিরস্ত্রাণ। মুখাবরণ নামিয়ে দিলো রব, দৃশ্যটা দেখে ওর এত ভালো লাগলো যে বলে বোঝাতে পারবে না...মনে হচ্ছে যেন এক লম্বা নাইট তার ছাই-রঙা তুরগের উপর বসে আছে। বনের ভেতর তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, চাঁদের আলো পৌছাতে পারছে না। ক্যাটলিনের দিকে ফিরলো রব, ওর শিরস্ত্রাণের শুধুমাত্র মুখাবরণ দেখা যাচ্ছে। 'আমাকে পুরো বাহিনীর সামনে একবার চক্কর দিতে হবে, মা,' ও বললো। 'বাবা সবসময়ই বলেন, *যুদ্ধে যাওয়ার আগে তোমার লোকজন যেন তোমাকে একবার হলেও দেখে।*'

'যাও তাহলে,' ও বললো। 'ওদেরকে তোমাকে দেখতে দাও।'

'আমাকে দেখলে ওরা সাহস পাবে,' রব বললো।

আর আমাকে কে সাহস দেবে? মনে মনে জিজ্ঞেস করেছিলো সে, তবে মুখে কিছুই বলেনি। জোর করে ফুটিয়ে তোলা হাসি দিয়ে ওকে বিদায় জানিয়েছে। ধূসর, দানবীয় তুরগটাকে ঘুরিয়ে আস্তে-ধীরে বিপরীত দিকে যাত্রা শুরু করে রব, পায়ে পা মিলিয়ে এগোচ্ছিলো গ্রে উইন্ড। পেছনে একত্র হয় ওর রক্ষীরা, ওকে অনুসরণ করতে শুরু করে দেয় তারা। ক্যাটলিনকে যখন ও রক্ষী নেয়ার জন্য জোর-করছিলো, তখন সেও রবের নিরাপত্তার ব্যাপারে জোর দিয়েছে, লর্ডদের ব্যানারবাহীরাও একমত হয়েছে ওর সাথে। ওদের অনেকেই তরুণ নেকড়ের সাথে সওয়ার করার সুযোগকে গর্ব হিসেবে নিয়েছে। *তরুণ নেকড়ে*, ওরা তাকে এই নামেই ডাকছে এখন। ওর ত্রিশজন রক্ষীর ভেতরে আছে টরেন কারস্টার্ক আর তার ভাই এডার্ড। সাথে আছে প্যাট্রিক ম্যালিস্টার, স্মলজন আম্বার, ড্যারিন হর্নউড, থিয়ন গ্রেজয় আর ওয়াল্ডার ফ্রেইয়ের বিশাল পরিবারের পাঁচ জন। বয়স্কদের মধ্যে আছেন স্যার ওয়েন্ডেল ম্যান্ডারলি আর রবিন ফ্লিন্ট। ওর সঙ্গীদের মাঝে একজন মহিলা: ডেসি মরমন্ট, লেডি মেগের বড় মেয়ে, বিয়ার আইল্যান্ড-এর উত্তরাধিকারী। ছয় ফুট লম্বা লিকলিকে একটা মেয়ে, যাকে পুতুল খেলার বয়সে শুকতারা দেয়া হয়েছিলো। অন্য লর্ডরা এটা নিয়ে ফিসফাস করেছে, কিন্তু ক্যাটলিন ওদের অভিযোগ শোনেনি। 'এটা আপনাদের হাউজের সম্মানের ব্যাপার না,' সে ওদেরকে মনে করিয়ে দিলো। 'এটা আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপার।'

আর যদি সত্যিই ওর জীবনের ওপর হামলা আসে, ও ভাবলো, *তাহলে কি ত্রিশজনও যথেষ্ট হবে? ছয় হাজারেও কি কাজ হবে?*

বেশ দূরে ক্ষীণ সুরে ডেকে উঠলো কোনো এক বিহঙ্গ, তীক্ষ্ণ স্বরের গুঞ্জনে ক্যাটলিনের মনে হলো যেন ওর ঘাড়ে বরফ শীতল কোনো একটা হাত স্পর্শ করেছে। আরেকটা পাখি জবাব দিলো, তারপর তৃতীয়জন, এরপর চতুর্থ। এদের ডাক সম্পর্কে

BanglaBook.org

ও ভালোই জানে, উইন্টারফেলে থাকার সময় অনেক শুনেছে। স্নো শ্রাইক। কখনো কখনো প্রচণ্ড শীতের ভেতর দেখা মেলে ওদের, ঐ সময় গডসউড তুষারে ছেয়ে যায়, চারপাশ থাকে একদম স্থির। উত্তরের পাখি এরা।

ওরা আসছে, ভাবলো ক্যাটলিন।

'ওরা আসছে, মাই লেডি,' ফিসফিস করে বললো হাল মোলেন। চোখের সামনেই যা দেখা যায়, সেটা ধরিয়ে দেয়াটা ওর অভ্যাস। 'দেবতারা আমাদের সাথেই আছেন।'

ও মাথা নাড়ার সাথে সাথে আশেপাশের বন পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে গেল। এই নিস্তব্ধতার মাঝে ওদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সে; অসংখ্য ঘোড়ার খুরের শব্দ, তলোয়ার, বর্শা আর বর্মের ক্লিংক ক্লিংক ধ্বনি, মানুষের কণ্ঠ–কেউ হাসছে, আবার কেউ কেউ গালি দিচ্ছে।

মনে হচ্ছে যেন যুগের পর যুগ জঙ্গলের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের পদধ্বনি শুনছে সে। আরো হাসির শব্দ শুনতে পেল ক্যাটলিন, চিৎকার করে আদেশ দিচ্ছে কেউ। ছোট খাঁড়িটা পার হওয়ার সময় ছলাত ছলাত শব্দ হলো। হ্রেষা ধ্বনি করে উঠলো কারো ঘোড়া। কেউ একজন গালি দিলো এইমাত্র। আর তারপর, অবশেষে, ওকে দেখলো সে...শুধু এক মুহূর্তের জন্য। এত দূর থেকেও স্যার জেইমি ল্যানিস্টারকে চেনা যাচ্ছে। চাঁদের রূপালি আলো প্রতিফলিত হচ্ছে ওর বর্ম আর সোনালি চুলে। এই আলো ওর রক্তাভ আলখাল্লাকে কালো করে দিচ্ছে। মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই।

খানিক সময়ের জন্য দেখা দিয়েই আবারো গায়েব হয়ে গেল সে, ওর রূপালি বর্ম গাছের আড়ালে হারিয়ে গেছে আবারো। অন্যরা ওর পেছন থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। অনেক দীর্ঘ সারি ওদের। নাইট, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রক্ষী আর মুক্ত-আরোহীর দল, ল্যানিস্টারদের ঘোড়ার তিন-চতুর্থাংশ।

'ওর কাঠমিস্ত্রিরা অবরোধ মিনার তৈরি করার সময় বসে বসে দেখবে, এমন লোক সে না,' স্যার ব্র্যান্ডেন বলেছিলেন। 'ও তার নাইটদের সাথে ইতোমধ্যেই তিনবার সওয়ার করেছে, আর প্রতিবারই হয় প্রতিপক্ষকে তাড়িয়ে দিয়েছে নাহয় দুর্গ দখলে এনেছে।'

মাথা নেড়ে ব্ল্যাকফিশের দেয়া ম্যাপে নজর বোলাচ্ছিলো রব। নেড ওকে ম্যাপ পড়তে শিখিয়েছে। 'ওকে এখানে নিয়ে আসুন।' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালো সে। 'কয়েকশ লোক, এর বেশি না। টালি ব্যানারে। ও যখন আপনার পেছনে তাড়া করবে, আমরা তখন অপেক্ষায় থাকবো–' আরেকটু বামে সরে গেল তার হাত–'এখানে।'

এখানে মানে হচ্ছে নিস্তব্ধ আঁধারে মোড়ানো এক স্থান, যেখানে খেলা চলে চাঁদের আলো আর ছায়ার, যেখানে পায়ের নিচে চাপা পড়ে মৃত পাতার দল, ঘন গাছে ঢাকা

BanglaBook.org

শৈলশিরা লুটিয়ে পড়ে বারিপথের ওপর। ঐ স্থানের মাটি ঢালু হয়ে যতই নিচের দিকে গেছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে ঝোপের সংখ্যাও কমে এসেছে।

এখানে মানে হচ্ছে সেই স্থান, যেখান থেকে ওর সন্তান তার তুরগের পিঠে চড়ে শেষবারের মতো ওর দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে স্যালুট দিয়ে বিদায় নিয়েছে।

এখানে মানে হচ্ছে মেগ মরমন্টের সমর-শিঙ্গার আহ্বান, পূর্ব থেকে ধেয়ে এসে উপত্যকা বরাবর চলতে থাকা দীর্ঘ, নিচু স্বরের ধ্বনি, যা ফিসফিস করে বলছে, জেইমি ল্যানিস্টারের সর্বশেষ সওয়ারীটিও ফাঁদের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

মাথাটা একদিকে হেলিয়ে দিয়ে গর্জে উঠলো গ্রে উইন্ড :

শব্দটা যেন ক্যাটলিনের শরীর ভেদ করে বয়ে গেল; সাথে সাথে কেঁপে উঠলো সে। এই হুংকার খুবই হিংস্র, খুবই ভয়ানক, কিন্তু এরপরেও এর মাঝে একটা সুর আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ল্যানিস্টারদের প্রতি মায়া হলো ওর। *তাহলে মৃত্যুর গর্জন এমনই হয়*, ভাবলো সে।

হারুউউউউউউউউউউউউউ

শৈলশিরার অপর প্রান্ত হতে ভেসে এলো গ্রেটজনের নিজের শিঙ্গা। পূর্ব আর পশ্চিমে ম্যালিস্টার আর ফ্রেইরা তাদের প্রতিশোধের ডঙ্কা বাজিয়ে যাচ্ছে। উত্তরে, যেখানে এই উপত্যকা সরু হয়ে বাঁকানো কনুইয়ের মতো আকার ধারণ করেছে, সেখান থেকে ভেসে আসা লর্ড কারস্টার্কের সমর-শিঙ্গাগুলো নিজেদের গম্ভীর, শোকাবহ সুর যোগ করেছে সম্মিলিত সুরের সাথে। নিচের ঝরনায় চিৎকার করছে হাজার হাজার মানুষ, ঘোড়াগুলো লাফ দিয়ে সামনের পা উপরে উঠিয়ে দিচ্ছে।

ফিসফিসরত বন তার আটকে রাখা সমস্ত শ্বাস যেন একযোগে ছেড়ে দিলো; গাছের আড়ালে রবের লুকোনো তীরন্দাজরা একত্রে তাদের তীর ছেড়ে দিয়েছে, রাতের নীরবতাকে চিরে দিয়েছে মানুষ আর ঘোড়ার মরণ চিৎকার। ওর চারপাশে আরোহীরা বর্শা তুলে নিয়েছে নিজেদের হাতে, যে সমস্ত ময়লা আর পাতা নিষ্ঠুর সূচাগ্র প্রান্তগুলোকে আড়াল করে রেখেছিলো এতক্ষণ, সেগুলো খসে পড়ে গেল মুহূর্তেই, ফুটিয়ে তুললো উজ্জ্বল, ধারালো ইস্পাত-দেহ। 'উইন্টারফেল!' অসংখ্য তীরের ফিসফিস ধ্বনির মাঝে রবের গর্জন শুনতে পেল সে। নিমিষেই ক্যাটলিনের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেল সে, নিজের সৈন্যদল নিয়ে পাহাড়ের ঢালের দিকে যাচ্ছে এখন।

ক্যাটলিন নিজের ঘোড়ার ওপর বসে আছে, একবিন্দুও নড়ছে না, হাল মোলেন আর ওর রক্ষীরা চারপাশ থেকে ঘিরে আছে ওকে। ও ঠিক সেভাবেই অপেক্ষায় আছে যেভাবে এককালে ব্র্যান্ডন, নেড আর নিজের বাবার অপেক্ষায় থাকতো। শৈলশিরার একদম উপরে আছে ক্যাটলিন, ঘন গাছ নিচের যুদ্ধের বেশিরভাগই ওর দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেছে। এক হৃৎস্পন্দন, দুই হৃৎস্পন্দন, এরপর গেল তিন আর চার। হুট করেই

BanglaBook.org

মনে হচ্ছে ও আর তার রক্ষীরাই এই জায়গায় একা, আশেপাশে কেউই নেই। বাকিরা সবুজের মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

এরপরেও যখন সে উপত্যকার দূরের ঐ শৈলশিরার দিকে তাকালো, দেখলো গ্রেটজনের আরোহীরা গাছের আঁধারের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে। ওদের সারি অনেক লম্বা, যেন অনন্তকাল ব্যাপী বিস্তৃত। ওরা গাছের আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার সময় ক্যাটলিন শুধুমাত্র এক মুহূর্তের জন্য, এক হৃৎকম্পনের সমপরিমাণ সময়ের জন্য ওদের বর্শার চূড়ায় চাঁদের আলোর প্রতিফলন দেখতে পেল, যেন শৈলশিরা বেয়ে নেমে আসছে হাজার হাজার আলেয়া।

চোখ পিটপিট করলো সে, পরমুহূর্তেই আলেয়াগুলো পরিণত হলো মানুষে, শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, মারার জন্য কিংবা মরার জন্য।

আর তারপর, পুরো যুদ্ধটা সে দেখেছে তা দাবি করতে পারবে না। এরপরেও ও শুনতে পাচ্ছে, আর এই উপত্যকা এখন পরিণত হয়েছে শব্দের বাজারে। বর্শা ভেঙে যাওয়ার শব্দ, তলোয়ারের সাথে তলোয়ারের সংঘর্ষের শব্দ, 'ল্যানিস্টার' আর 'উইন্টারফেল'-এর নাম ধরে চিৎকার, সেই সাথে আছে 'রিভাররান' আর 'টালি।' যখন সে বুঝতে পারলো যে দেখার আর কিছু নেই, তখন চোখ বন্ধ করে শোনার চেষ্টা করলো। সাথে সাথে জীবিত হয়ে উঠলো যুদ্ধ। ঘোড়ার খুরের শব্দ, লৌহ বুটের পানিতে আছড়ে পড়ার শব্দ, তলোয়ারের সাথে কাঠের ঢালের সংঘর্ষের শব্দ, ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষ-ধ্বনি, তীরের ফিসফাস, ড্রামের বুম বুম হুংকার, ভয়ার্ত হাজার হাজার ঘোড়ার আর্তচিকার। গালির পর গালি ছুঁড়ছে মানুষ, কেউ কেউ ক্ষমা চাইছে। হয়তো কেউ তা পাচ্ছে, আর কেউ পাচ্ছে না। শৈলশিরা নিজেই এই শব্দগুলোর সাথে অদ্ভুত খেলা খেলছে। একবার সে রবের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, যেন একদম পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সে, বলছে, 'এদিকে, এদিকে, আমার দিকে!' আবার এরপরেই শুনছে ওর ডায়ারউলফের রক্ত হীম করা হুংকার, গর্জন আর গরগর ধ্বনিতে বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। ঐ লম্বা দাঁতগুলোর ঝট করে বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, ভেসে আসছে মাংস ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ, ঘোড়া আর মানুষের প্রচণ্ড ব্যথা আর ভয়ের আর্তচিৎকার ভেসে বেড়াচ্ছে পুরো বনে। ওখানে কি নেকড়ে একটাই আছে? নিশ্চিত হওয়া খুবই কষ্ট।

একটু একটু করে কমে আসছে চিৎকারের শব্দ, শেষে শুধুমাত্র নেকড়ের গর্জনই বাকি থাকলো। পূর্ব দিগন্তে লাল আলোর রেখা ফোটার সাথে সাথে আবারো গর্জে উঠলো গ্রে উইন্ড।

ভিন্ন এক ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এলো রব, উপত্যকায় যাওয়ার সময় যে তুরগটাকে সাথে নিয়েছিলো সেটাকে বাদ দিয়ে এখন নানা বর্ণের পশমযুক্ত ঘোড়ায় চড়ে আসছে সে। ওর ঢালের ওপর খোদাই করা নেকড়ের মাথাটা অর্ধেক ভেঙে গেছে, তীক্ষ্ণ কাঠের

BanglaBook.org

প্রান্তগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে যে ঢালের ওপর ভালোই ঝড় গেছে, কিন্তু রব নিজে সুস্থ আছে বলেই মনে হচ্ছে। এরপরেও যখন সে কাছে এলো, ক্যাটলিন দেখলো যে রক্তে ভিজে গেছে ওর দস্তানা আর সারকোট। 'তুমি ব্যথা পেয়েছ,' ও বললো।

হাত তুললো রব, মুঠি একবার খুললো আরেকবার বন্ধ করলো। 'না,' বললো সে। 'এগুলো...সম্ভবত টরেনের রক্ত, আর নাহলে...' মাথা দোলালো সে। 'নাহলে জানি না কার।'

একদল লোক ঢাল বেয়ে ওকে অনুসরণ করছে, ময়লায় ভরে আছে তাদের শরীর, ঢাল আর গায়ে আঘাতের চিহ্ন, কিন্তু হাসছে সবাই। থিয়ন আর গ্রেটজন ঐ দলের একদম সামনে আছে। জেইমি ল্যানিস্টারকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে ওরা। কয়েক মুহূর্ত পরেই ক্যাটলিনের ঘোড়ার পায়ের কাছে এনে ছুঁড়ে দিলো ওকে। 'কিংস্লেয়ার,' বিনা প্রয়োজনেই ঘোষণা করলো হাল।

ল্যানিস্টার ওর মাথা তুললো। 'লেডি স্টার্ক,' হাঁটু গাড়া অবস্থায় বললো সে। ওর মাথার ওপরের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে চিবুকের ওপর দিয়ে পড়ছে, কিন্তু সকালের ধূসর আলো ওর চুলের সোনালি আভাকে ফুটিয়ে তুলেছে ভালোভাবেই। 'আমি আপনাকে নিজের তলোয়ার দেয়ার প্রতিজ্ঞা করতাম, কিন্তু জিনিসটা ভুল জায়গায় রেখে এসেছি আমি।'

'আপনার তলোয়ারের দরকার নেই আমার, স্যার,' ও তাকে জবাব দিলো। 'আমাকে আমার বাবা আর ভাই এডমিউরকে ফিরিয়ে দিন। আমার মেয়েদেরকে ফিরিয়ে দিন। আর...আমার স্বামীকেও।'

'আমার তো মনে হচ্ছে আমি ওদেরকেও ভুল জায়গায় রেখে এসেছি।'

'তাতে আপনারই কপাল পুড়লো,' শীতল স্বরে বললো ক্যাটলিন।

'ওকে মেরে দাও, রব,' থিয়ন গ্রেজয় বললো। 'ওর মাথা কেটে নাও।'

'না,' রব সাথে সাথে জবাব দিলো, রক্তাক্ত দস্তানা খুলছে সে। 'মৃতের চেয়ে জীবিত কিংস্লেয়ারই আমাদের বেশি কাজে দেবে। তাছাড়া, আমার লর্ড পিতা যুদ্ধ-বন্দিদের হত্যা করার অপরাধ কখনোই ক্ষমা করতেন না।'

'একজন জ্ঞানী ব্যক্তি,' জেইমি ল্যানিস্টার বললো। 'সেই সাথে বেশ সম্মানিতও।'

'ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে, লৌহ কারাগারে ছুঁড়ে দাও,' ক্যাটলিন বললো।

'আমার মা যা বলেছে তা-ই করো,' আদেশ দিলো রব। 'ওর চারপাশে যেন অনেক শক্ত পাহারা থাকে। লর্ড কারস্টার্ক ওকে পেলে মাথা কেটে বর্শার আগায় ঝুলিয়ে দেবে।'

'তা তো করবেই,' গ্রেটজন একমত হলো। অন্যদেরকে ইঙ্গিত করলো সে। ল্যানিস্টারকে ব্যান্ডেজ আর শেকলে বেঁধে রাখার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো।

BanglaBook.org

'লর্ড কারস্টার্ক ওকে মারতে চাইবেন কেন?' ক্যাটলিন জিজ্ঞেস করলো।

বনের দিকে তাকালো রব, নেড যে বিষণ্ণ দৃষ্টিটা প্রায়ই ছুঁড়ে দিতো, সেই একই দৃষ্টিতে। 'ও...ও তাদেরকে মেরে ফেলেছে...'

'লর্ড কারস্টার্কের ছেলেদেরকে,' গ্যালবার্ট ব্যাখ্যা করলো।

'দুইজনকেই,' রব বললো। 'টরেন আর এডার্ড। সেই সাথে ড্যারিন হর্নউডকেও।'

'জেইমি ল্যানিস্টারকে কেউই সাহসের দিক দিয়ে কম বলতে পারবে না,' গ্রোভার বললো। 'ও যখন দেখলো সে হেরে গেছে, তখন তার অবশিষ্ট অনুচরদের একত্র করে উপত্যকার দিকে ধেয়ে আসতে শুরু করলো। ওর উদ্দেশ্য ছিলো কোনোভাবে লর্ড রবকে খুন করা। ও...কাজটা প্রায় করেই ফেলেছিলো।'

'ও তার তলোয়ার এডার্ড কারস্টার্কের ঘাড়ে *রেখে এসেছে*, ততক্ষণে কেটে নিয়েছে টরেনের হাত আর ড্যারিন হর্নউডের খুলি,' রব বললো। 'পুরোটা সময় আমার নাম ধরেই চিৎকার করছিলো সে। ওরা যদি তাকে থামানোর চেষ্টা না করতো–'

'তাহলে এই মুহূর্তে লর্ড কারস্টার্কের জায়গায় আমিই শোক করতাম,' ক্যাটলিন বললো। 'তোমার লোকেরা যা প্রতিজ্ঞা করেছে ঠিক তা-ই করেছে, রব। ওরা নিজেদের লর্ডের জীবন রক্ষা করতে গিয়েই মরেছে। ওদের জন্য শোক করো। ওদের সাহসের সম্মান দাও। তবে এখন না। এই মুহূর্তে শোকের কোনো সুযোগ নেই। তুমি হয়তো সাপের মাথাটা কেটে নিয়েছ, রব, কিন্তু শরীরের তিন-চতুর্থাংশ এখনো আমার বাবার প্রাসাদকে জড়িয়ে ধরে আছে। আমরা স্রেফ একটা লড়াই জিতেছি, যুদ্ধ নয়।'

'কিন্তু কী এক লড়াই হলো!' আগ্রহীভাবে বললো থিয়ন গ্রেজয়। 'মাই লেডি, পুরো সাম্রাজ্য সেই অগ্নিক্ষেত্রের পর আর এমন যুদ্ধ দেখেনি। ল্যানিস্টাররা আমাদের একজনের বিপরীতে দশজন করে লোক হারিয়েছে। আমরা প্রায় একশ নাইট আর প্রায় এক ডজন ব্যানারবাহীকে ধরেছি। লর্ড ওয়েস্টারলিং, লর্ড বেইনফোর্ট, স্যার গার্থ গ্রিনফিল্ড, লর্ড ইস্টরেন, স্যার টাইটস ব্রাক্স, ডর্নিশ ম্যালোর...অন্যদিকে জেইমি বাদে ধরেছি আরো তিন ল্যানিস্টারকে। লর্ড টাইউইনের নিজের বোনের দুই ছেলে আর তার মৃত ভাইয়ের–'

'আর লর্ড টাইউইন?' ক্যাটলিন ওকে বাধা দিলো। 'তুমি কি ভাগ্যগুণে লর্ড টাইউইনকেও ধরতে পেরেছ, থিয়ন?'

'না,' গ্রেজয় এবার খুব সংক্ষেপে জবাব দিলো।

'যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটা করবে, এই যুদ্ধ শেষ হবে না।'

মাথা তুললো রব, চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিলো। 'মা ঠিকই বলেছে। এখনো বাকি আছে রিভাররান।'

BanglaBook.org

ড্যানেরিস

মাছিগুলো ধীরে ধীরে চক্কর দিচ্ছে খাল দ্রোগোর চারপাশে, পাখাগুলো একটানা গুঞ্জন করছে। এ এমন এক শব্দ যা প্রায় নৈশব্দের কাছাকাছি, কিন্তু এরপরেও ড্যানির ভেতরটাকে ভয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

নিষ্ঠুর সূর্যটা মাথার উপরে শোভা পাচ্ছে। নিচু পাহাড়গুলোর ঢালে তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হচ্ছে তাপ। ড্যানির ফুলে যাওয়া বুকের খাঁজের ভেতর দিয়ে এক প্রস্থ ঘাম গড়িয়ে পড়লো। আশেপাশের শব্দগুলোর একমাত্র উৎস হচ্ছে ওদের ঘোড়াগুলোর খুরের ধ্বনি, দ্রোগোর চুলে লাগানো ঘন্টাগুলোর ছন্দময় শব্দ, আর দূর থেকে ধেয়ে আসা কণ্ঠস্বর।

মাছিগুলোর দিকে নজর দিলো ড্যানি।

মৌমাছির সমান বড় ওগুলো, দেখতে জঘন্য, বেগুনি শরীর চকচক করছে। ডথ্রাকিরা এদেরকে বলে *রক্তমাছি*। জলাভূমি আর অপরিষ্কার পুকুরে বাস করে এরা, মানুষ আর ঘোড়া নির্বিশেষে রক্ত পান করে, ডিম পাড়ে মৃত এবং মৃত্যুপথযাত্রীদের গায়ে। দ্রোগো এগুলোকে অপছন্দ করতো। এগুলোর একটাও যদি ওর আশেপাশে আসতো, সাথে সাথে ওর হাত সাপের মতো ছোবল মেরে ধরে ফেলতো। ওকে কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেখেনি সে। খানিকক্ষণ সময় নিয়ে মুঠোর ভেতর থাকা মাছিটার ভয়ার্ত গুঞ্জন শুনতো সে, এরপর ওর হাতের পেশিগুলো শক্ত হয়ে আসতো। এরপর যখন সে মুঠি খুলতো, মাছিটাকে মনে হতো স্রেফ ওর তালুতে লেপটে থাকা কোনো দাগ।

একটা মাছি ওর ঘোড়ার লেজের দিকে এগিয়ে গেল, সাথে সাথে লেজের এক ধাক্কায় দূরে ছিটকে পড়লো ওটা। অন্যরা দ্রোগোর চারপাশে চক্কর দিচ্ছে, ধীরে ধীরে

BanglaBook.org

আরো কাছে এগিয়ে আসছে ওরা। খাল কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না। ওর চোখগুলো দূরের বাদামি পাহাড়ের দিকে নিবদ্ধ হয়ে আছে, লাগামটা হাতে ঝুলছে দুর্বলভাবে। ওর জামার নিচে ডুমুরের পাতা আর নীল কেকের মতো দেখতে মাটি সদৃশ কিছু জিনিস ওর বুকের উপর থাকা ক্ষতটাকে আড়াল করে আছে। ঐ হার্বউমেন মহিলার কাজ এটা। মিরি মায দুরের দেয়া প্রলেপ ওর শরীরে চুলকানির সৃষ্টি করছিলো, জ্বলছিলো ভীষণ, তাই সে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে ঐ আবরণ। ওকে মেইগি হওয়ার জন্য গালাগাল করেছে। সেই তুলনায় এই মাটি দিয়ে তৈরি মলম আরো বেশি উপশমকারী। তাছাড়া ঐ হার্বউমেন তাকে পপি দিয়ে তৈরি ওয়াইন বানিয়ে খাইয়েছে। গত তিন দিন ধরে সে সমানে পান করে যাচ্ছে ঐ জিনিস, আর যখন পপি ওয়াইন পান করে না, তখন সে দই আর মরিচের বিয়ার পান করে।

অন্য খাবার সে ধরছেই না। রাতে ভীষণভাবে হাত পা ছুঁড়ে, গোঙায়। ড্যানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওর চেহারায় কী পরিমাণ অসুস্থতার ছাপ পড়েছে। ওদিকে রেইগো তার পেটের মধ্যে সারাক্ষণ নড়াচড়া করছে, ঘোড়ার মতো লাথি মারছে একটু পরপর। ব্যাপারটা আগে ড্রোগোকে আগ্রহী করে তুলতো, এখন আর ততটা করে না। প্রত্যেক সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ড্যানি ওর চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ দেখে। আর এখন...সে পুরোপুরিই নীরব হয়ে গেছে। ব্যাপারটা ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে ওর ভেতর। ভোরে যাত্রা শুরু করার পর থেকে সে একটা কথাও বলেনি। আর যখন ড্যানি ওকে জিজ্ঞেস করলো কেমন লাগছে, গোঙানো ছাড়া আর কোনো উত্তর পায়নি সে। দিনের মধ্যভাগ থেকে তো তাও পায়নি।

একটা রক্তমাছি খালের উন্মুক্ত কাঁধে বসলো। আরেকটা মাছি ঘুরতে ঘুরতে ওর ঘাড় ছুঁয়ে মুখের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। জিনের ওপর থেকে নড়ে উঠলো খাল ড্রোগো, ওর চুলের ঘণ্টাগুলো বাজছে। ধীর-স্থিরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে খালের ঘোড়া।

পায়ের পাতা দিয়ে নিজের ঘোড়ার পেটে চাপ দিলো সে, চলে এলো ড্রোগোর আরো কাছে। 'মাই লর্ড,' নরম স্বরে বললো সে। 'ড্রোগো। আমার ভাস্কর ও জ্যোতি।'

ও শুনেছে বলে মনে হচ্ছে না। রক্তমাছিটা ওর গোঁফের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নাকের নিচের ভাঁজে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। বড় করে শ্বাস নিলো ড্যানি। 'ড্রোগো।' ঘোড়ার পিঠ থেকে কোনোমতে ড্রোগোর দিকে শরীর এলিয়ে দিয়ে ওর হাত স্পর্শ করলো সে।

জিনের ওপর নড়ে উঠলো খাল ড্রোগো, একদিকে কাত হয়ে গেল, আর তারপর সশব্দে আছড়ে পড়লো নিচে। কয়েক মুহূর্তের জন্য মাছিগুলো দূরে সরে গিয়েছিলো, কিন্তু আবারো ওর চারপাশে জড়ো হতে শুরু করলো তারা।

BanglaBook.org

'না,' ফিসফিস করলো ড্যানি, লাগামে টান দিয়ে ঘোড়াটাকে থামিয়ে দিলো সে। নিজের পেটের অবস্থা ভুলে গিয়ে ঝট করে নিচে নেমে ড্রোগোর দিকে এগিয়ে গেল।

ওর পায়ের নিচে ঘাস শুকিয়ে বাদামি বর্ণ ধারণ করেছে। ড্যানি পাশে বসতেই ব্যথায় চিৎকার করে উঠলো ড্রোগো। ওর শ্বাস তার কণ্ঠের ভেতর ঘরঘর শব্দ তুলছে, ওর দিকে অচেনা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে খাল ড্রোগো। 'আমার ঘোড়া,' ও শ্বাস টেনে টেনে বললো। ওর বুকের ওপর থেকে মাছিগুলো সরিয়ে দিলো ড্যানি, একটাকে ঠিক ড্রোগোর মতো- .রেই পিষে মারলো। স্পর্শ করতেই বুঝতে পারলো, জ্বরে চামড়া পুড়ে যাচ্ছে ওর।

খালের শোণিতারোহীরা ওকে পেছন থেকে অনুসরণ করছিলো। ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দের মাঝেই ভেসে এলো হ্যাগোর চিৎকার। কহলো এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে এলো। 'আমার রক্ত, আমার পরিবার,' হাঁটু গেড়ে বসতে বসতে বললো সে। বাকি দুইজন নিজেদের ঘোড়া থেকে নামেনি।

'না,' খাল ড্রোগো গোঙাচ্ছে, ড্যানির হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে সে। 'সওয়ার করতেই হবে। করতেই হবে। না।'

'ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে সে,' হ্যাগো বললো, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। ওর বিশাল মুখে কোনো অনুভূতি নেই, কিন্তু ওর গলাটা বেশ ভারী শোনাচ্ছে।

'তোমার এইসব বলা মোটেও ঠিক হচ্ছে না,' ড্যানি বললো। 'আমরা আজকে যথেষ্ট সওয়ার করেছি। এখন আমরা এখানে ক্যাম্প করবো।'

'এখানে?' চারপাশে তাকালো হ্যাগো। এখানকার ভূমি শুষ্ক, রুক্ষ ও বাদামি, বসবাসের অযোগ্য। 'এটা ক্যাম্প করার জায়গা না।'

'কোনো মেয়েমানুষ আমাদেরকে থামতে বলার অধিকার রাখে না,' কোথো বললো। 'এমনকি খালীসিও না।'

'আমরা এখানেই ক্যাম্প করবো,' ড্যানি আবার বললো। 'হ্যাগো, ওদেরকে বলো খাল ড্রোগো দাঁড়াতে আদেশ দিয়েছে। এও বলেছে যে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে তাকে বলতে যে...যে ওর পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব না। কহলো, দাসদের নিয়ে এসো, ওদেরকে বলো এখুনি খালের তাঁবু গেড়ে দিতে। কোথো–'

'আপনি আমাকে আদেশ দিতে পারেন না, খালীসি,' কোথো বললো।

'মিরি মায দুরকে খুঁজে আনো,' ও বললো। মহিলাটা নিশ্চয়ই দাসদের লম্বা সারিতেই আছে এখন। 'ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো, ওর সিন্দুক সহ।'

কোথো অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো, চোখগুলো চকমকি পাথরের ন্যায় জ্বলছে। 'সেই মেইগি।' থুথু ফেললো সে। 'আমি এই কাজ করবো না।'

BanglaBook.org

'অবশ্যই করবে,' ড্যানি বললো। 'নাহলে দ্রোগো জেগে ওঠার পর ওকে তোমার অবাধ্যতার কথা বলে দেবো।'

ক্রুদ্ধভাবে নিজের ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পেছন দিকে গেল কোথো। কিন্তু ড্যানি জানে যে ও মিরি মায দুরকে সাথে নিয়েই আসবে, কাজটা ওর যতই অপছন্দ হোক না কেন।

একটা খাঁজকাটা কালো পাথরের আড়ালে খাল দ্রোগোর তাঁবুটা খাটিয়েছে দাসরা, যাতে বিকেলের সূর্যের আলো থেকে নিস্তার পায় সে। এরপরেও, ইরি আর ডোরিয়ার সাহায্যে যখন দ্রোগোকে ভেতরে নিয়ে আসলো সে, তাঁবুর ভেতর বেশ গরম অনুভব করছিলো। একসারি মোটা কার্পেট বিছিয়ে দেয়া হয়েছে ভূমির উপর, এক কোনায় রাখা আছে বালিশ। মেষমানবদের মাটির দেয়াল থেকে ইরো নামের যে মেয়েটাকে মুক্ত করেছে ও, সে এইমাত্র আগুন ধরিয়েছে। ওকে বিছানায় শুইয়ে দিলো ওরা। 'না,' ডথ্রাকি ভাষায় বললো সে। 'না, না।' বারবার শুধু এইটুকুই বলছে সে। মনে হচ্ছে, বর্তমানে শুধু এইটুকুই বলার ক্ষমতা আছে তার।

ডোরিয়া ওর পদক দিয়ে তৈরি কোমরবন্ধ খুলে দিলো, এরপর খুললো ওর আঁটো পায়জামা, অন্যদিকে ঝিকুই ওর পাশে বসে জুতোর ফিতা খুলে দিচ্ছে। ইরি চেয়েছিলো তাঁবুর প্রবেশপথ খোলা রাখতে যাতে বাতাস আসে, কিন্তু ড্যানি না করে দিলো। ও চাইছে না কেউ দ্রোগোকে এই অবস্থায় দেখুক। এই দুর্বল আর প্রলাপরত অবস্থায় কেউ ওকে দেখাটা ঠিক হবে না। ওর খাসরা যখন এলো, ও তাদেরকে বাইরে দাঁড় করিয়ে দিলো। 'আমার অনুমতি ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেবে না,' ঝোগোকে বললো সে। 'কাউকেই না।'

ভয়ার্ত চোখে দ্রোগোর দিকে তাকিয়ে আছে ইরো। 'উনি মরে যাচ্ছেন,' ফিসফিস করে বললো মেয়েটা।

ওকে চড় মারলো ড্যানি। 'খাল মরতে পারে না। ও সেই তুরগের পিতা, যে পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে একদিন। ওর চুল জীবনেও কাটেনি সে। এখনো বাবার দেয়া সেই ঘণ্টা গলায় পরে আছে।'

'খালীসি,' ঝিকুই বললো, 'উনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন।'

ওর চোখে জল এলো, কাঁপছে সে। ওদের কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো ড্যানি। *উনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন!* ও নিজে তাকে পড়ে যেতে দেখেছে, এমনকি ওর শোণিতারোহীরাও দেখেছে, এখন বোঝা যাচ্ছে ওর দাসী আর খাসরাও দেখে ফেলেছে।

আর কত জন দেখেছে? ওরা চাইলেও এই তথ্য গোপন করতে পারবে না। আর ড্যানি জানে এর অর্থ কী। *যে খাল সওয়ার করতে পারে না, সে শাসনও করতে পারে না।* আর দ্রোগো ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গেছে।

BanglaBook.org

'আমাদের ওকে গোসল করানো উচিত,' একগুঁয়ের ন্যায় বললো সে। ওর হতাশায় ডুবে গেলে হবে না। 'ইরি, গোসল করার গামলাটা নিয়ে এসো। ডোরিয়া, ইরো, পানি নিয়ে এসো, ঠান্ডা পানি, ওর শরীর গরমে পুড়ে যাচ্ছে।' যেন নিজেই উত্তপ্ত আগুনে পরিণত হয়েছে খাল।

তাঁবুর এক কোনায় ভারী তামার তৈরি গামলাটা বসিয়ে দিলো দাসরা। ডোরিয়া যখন পানির প্রথম জার নিয়ে এলো, ড্যানি সেটাতে একটা রেশমের কাপড় ভিজিয়ে ড্রোগোর ভ্রু-এর ওপর ধরলো, আলতো করে মুছে দিতে লাগলো ওর পুড়তে থাকা চামড়া। ওর চোখগুলো তার দিকেই তাকিয়ে আছে, কিন্তু এরপরেও ওকে দেখছে না। মুখ খুললো সে, কিন্তু গোঙানি ছাড়া কোনো কথা বের হলো না। 'মিরি মায দুর কোথায়?' ও বললো, ভয়ে ওর ধৈর্য হারিয়ে যাচ্ছে।

'কোথো ওকে খুঁজে আনবে,' ইরি বললো।

ওর দাসীরা গামলাটা সালফারের গন্ধযুক্ত ঈষদুষ্ণ গরম পানিতে ভরিয়ে দিলো। পিষে ফেলা ধনে পাতা আর তিক্ত গন্ধের তেল পানিতে মিশিয়ে দিলো ওরা। গোসল করার উপকরণ যখন প্রস্তুত করা হলো, ড্যানি ইতস্ততভাবে বসলো স্বামীর পাশে, ওর পেট সন্তানের কারণে ফুলে আছে। ড্রোগোর খোঁপাগুলো একে একে খুলে দিলো সে, ঠিক যেভাবে ঐ রাতে তাকে প্রথমবারের মতো নিজের ভেতর নেয়ার সময় দিয়েছিলো, সেভাবে। ওর ঘণ্টাগুলোকে একটা একটা করে খুলে একপাশে সরিয়ে রাখলো ড্যানি। ও সুস্থ হওয়ার পর ওগুলো আবার চাইবে, নিজেকে বললো সে।

এগো উঁকি দেয়ার সাথে সাথে এক ঝাপটা বাতাস বয়ে গেল ভেতরে। 'খালীসি,' বললো সে। 'অ্যান্ডালটা এসেছে, ভেতরে আসার অনুমতি চাইছে।'

ডথ্রাকিরা জোরাহকে অ্যান্ডাল বলেই ডাকে। 'ঠিক আছে,' ও বললো, আনাড়িভাবে উঠে দাঁড়ালো সে। 'ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' এই নাইট লোকটাকে সে বিশ্বাস করে। পুরো পৃথিবীতে যদি এমন কেউ থাকে যে জানে কী করতে হবে, সেটা হচ্ছে তিনি।

স্যার জোরাহ মরমন্ট দরজার ক্যানভাসের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করলেন, অন্ধকারে চোখ সওয়ার জন্য কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন তিনি। দক্ষিণের এই উত্তাপের ভেতর নানা বর্ণের দাগযুক্ত স্যান্ডসিল্কের তৈরি ঢিলা পায়জামা পরেছেন, পায়ে দিয়েছেন আঙুল খোলা স্যান্ডেল, যেগুলো ফিতা দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত বাঁধা আছে। ঘোড়ার পশম দিয়ে তৈরি কোমরবন্ধে ঝুলছে তলোয়ারের খাপ। সাদা অন্তর্বাসের ভেতরে উন্মুক্ত বুক দেখা যাচ্ছে, চামড়া লাল হয়ে আছে সূর্যের তাপে। 'কথাটা মুখে মুখে পুরো খালাসারের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে,' তিনি বললেন। 'সবাই বলছে খাল ড্রোগো নাকি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেছে।'

BanglaBook.org

'সাহায্য করুন ওকে,' অনুরোধ করলো ড্যানি। 'আমার জন্য আপনার মনে যে ভালোবাসা আছে, যার কথা আপনি সবসময় বলেন, তার জন্য। প্লিজ!'

নাইট ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন। বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে খালকে দেখলেন তিনি, এরপর ড্যানির দিকে ফিরলেন। 'আপনার দাসীদেরকে যেতে বলুন।'

শব্দগুলো ওর গলায় আটকে আছে, তাই হাত দিয়ে ইশারা করলো সে। ইরি অন্য মেয়েদেরকে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

সবাই চলে যাওয়ার পর স্যার জোরাহ তার ড্যাগার বের করে আনলেন। খুবই দক্ষতার সাথে ড্রোগোর বুকের ওপর থাকা কালো পাতা আর মাটির আবরণ কেটে ফেলে দিলেন তিনি। প্লাস্টারটা সেই মেষমানবদের মাটির দেয়ালের মতোই শক্ত হয়ে গেছে, আর ঠিক তাদের দেয়ালের মতোই ভেঙে গেল সহজেই। স্যার জোরাহ ছুরি দিয়ে শুকনো মাটি কেটে ফেলে দিলেন, মাংসের ওপর থেকে দলাগুলোকে সরিয়ে বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে থাকলেন একটার পর একটা পাতা। ক্ষতস্থান থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, এতই তীব্র যে ড্যানির প্রায় শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। পাতাগুলো রক্ত আর পুঁজে ভরে আছে, কালো হয়ে আছে ড্রোগোর বুক, চকচক করছে ক্ষতস্থানটা।

'না,' ড্যানি ফিসফিস করে উঠলো, ওর চিবুক বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। 'না, প্লিজ, দয়া করুন দেবতারা, প্লিজ।'

খাল ড্রোগো আছড়াচ্ছে, যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছে। তার উন্মুক্ত ক্ষত থেকে ঘন, কালচে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে কার্পেটে।

'আপনার খাল মৃত্যুর খুব কাছাকাছি আছে, রাজকুমারি।'

'না, ও মরতে পারে না, পারে না ও! এ তো শুধু অল্প একটু কাটা!' ড্রোগোর এক হাত নিজের মুঠোর ভেতর নিলো সে, শক্ত করে ধরে রাখলো। 'আমি ওকে মরতে দেবো না...'

স্যার জোরাহ ওকে তিক্ত হাসি উপহার দিলেন। 'খালীসি হোন বা রাণী, এই আদেশ এমনকি আপনারও ক্ষমতারও বাইরে। আপনার কান্না নিয়ন্ত্রণ করুন। আগামীকাল ওর জন্য কাঁদবেন, অথবা এক বছর পর। আমাদের ওর জন্য দুঃখ প্রকাশের সময় নেই। আমাদেরকে যেতে হবে, খুব দ্রুত, ও মরার আগেই।'

ড্যানি বুঝতে পারলো না। 'যাবো? কোথায় যাবো?'

'আশাই। আরো অনেক দক্ষিণে, আমাদের জানা জগতের শেষ প্রান্তে। সবাই বলে, এই বন্দর নাকি অনেক বড়। আমরা জাহাজে করে পেন্টোস যাবো। যাত্রাটা খুবই কঠিন হবে, এটা মাথায় রাখুন। আপনি কি আপনার খাসদের বিশ্বাস করেন? ওরা কি আমাদের সাথে যাবে?'

BanglaBook.org

'খাল ড্রোগো ওদেরকে বলেছে আমাকে নিরাপদে রাখতে,' অনিশ্চিতভাবে জবাব দিলো ড্যানি। 'তবে ও যদি মরে যায়...' ও নিজের ফুলে যাওয়া পেটে হাত রাখলো। 'আমি বুঝতে পারছি না। আমাদেরকে পালাতে হবে কেন? আমিই *খালীসি*। আমার পেটে ড্রোগোর উত্তরাধিকারী আছে। ড্রোগোর পর সে-ই খাল হবে...'

স্যার জোরাহ ভ্রু কুঁচকালেন। 'রাজকুমারি, আমার কথা শুনুন। ডথ্রাকিরা কোনোদিনই শিশুকে অনুসরণ করে না। শুধুমাত্র ড্রোগোর শক্তির কাছেই মাথা নত করেছিলো তারা, আর কিছু নয়। ও চলে যাওয়ার পর ঝ্যাকো, পোনো আর অন্য কোসরা লড়বে তার স্থান দখল করার জন্য। আর তারপর এই খালাসার নিজেরাই নিজেদেরকে শেষ করে দেবে। বিজয়ী খাল তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাখতে চাইবে না। ছেলেটার জন্মের পরপরেই ওকে ছিনিয়ে নেবে তারা। এরপর কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেবে...'

নিজেকে আঁকড়ে ধরলো ড্যানি। 'কিন্তু কেন?' বিলাপ করতে লাগলো সে। 'ওরা ছোট্ট এক শিশুকে কেন খুন করবে?'

'কারণ সে ড্রোগোর সন্তান, আর ক্রোনরা বলেছে, ও হবে সেই তুরগ যে একদিন পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে। ওকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সে বড় হওয়ার পর তার ক্রোধের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে এখনই তাকে মেরে ফেলা ভালো বলে মনে হবে ওদের কাছে।'

ওর পেটের ভেতর আবারো ল্যাথি দিলো বাচ্চাটা, যেন সে শুনতে পেয়েছে। ভিসেরিসের বলা গল্পটা মাথায় এলো ড্যানির–ঐ দখলদারের কুকুরগুলো রেইগারের বাচ্চাদের সাথে কী করেছে সেটা। ওর ছেলেটা একেবারেই বাচ্চা ছিলো, কিন্তু এরপরেও তারা ওকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকিয়ে মেরেছে। মানুষ এভাবেই নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। 'ওদেরকে আমার সন্তানের ক্ষতি করতে দেবো না!' ও কেঁদে উঠলো। 'আমি আমার খাসদেরকে আদেশ দেবো যেন ওকে নিরাপদে রাখে। ড্রোগোর শোণিতারোহীরা আমার কথা শুনবে অবশ্যই!'

স্যার জোরাহ ওর কাঁধ স্পর্শ করলেন। 'শোণিতারোহীরা খালের সাথেই মারা যায়। আপনি জানেন এটা। ওরা আপনাকে ভাঈস ডথ্রাকে নিয়ে যাবে, ক্রোনদের কাছে। এই শেষ দায়িত্বের জন্য ওরা খালের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কাজটা শেষ করে ওরা ড্রোগোর সাথে নাইট ল্যান্ডসে যোগ দেবে।'

ড্যানি ভাঈস ডথ্রাকে যেতে চায় না। বাকি জীবনটা ঐ বুড়িদের সাথে কাটানোর কোনো ইচ্ছাই নেই ওর। কিন্তু ও জানে যে এই নাইট যা বলছে তার একবিন্দুও মিথ্যা নয়। ড্রোগো ওর ভাস্কর ও জ্যোতির চেয়েও বেশি কিছু ছিলো; সে ছিলো তার ঢাল, তার

BanglaBook.org

রক্ষাকারী। 'আমি ওকে ছেড়ে যাবো না,' গোঁয়ারের মতো বললো সে। ওর হাত ধরলো আবার। 'যাবো না আমি।'

তাঁবুর কাপড়ে আলোড়ন হওয়ায় পেছনে ঘুরে তাকালো ড্যানি। মিরি মায দুর এসেছে, মাথা নত করছে ওর দিকে। দিনের পর দিন একটানা হাঁটার কারণে খোঁড়া হয়ে গেছে সে, যথেষ্ট অপরিষ্কার দেখাচ্ছে। পায়ে খোস পাঁচড়া হয়ে গেছে, চোখের নিচে পড়েছে কালি। ওর পেছন পেছন এলো কোথো আর হ্যাগো, মহিলাটার সিন্দুক ধরে আছে ওরা। শোণিতারোহীরা যখন ড্রোগোর ক্ষতটা দেখলো, সিন্দুকটা ওদের হাত থেকে পড়ে গেল সশব্দে। কোথো এত খারাপ একটা গালি দিলো যে তাতে বাতাসও উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

মিরি মায দুর ড্রোগোকে খানিকক্ষণ দেখলো, ওর মুখ অনুভূতিহীন। 'ক্ষতে পচন ধরেছে।'

'এটা তোমার কাজ, মেইগি!' কোথো বললো। হ্যাগো মিরির চোয়ালে ঘুসি মেরে বসলো, মাটিতে পড়ে গেল মহিলাটা। হ্যাগো ঐ অবস্থাতেই তাকে লাথি মারতে থাকলো।

'থামো!' চিৎকার করে উঠলো ড্যানি।

কোথো টান দিয়ে সরিয়ে নিলো হ্যাগোকে। 'লাথি এইসব মেইগিদের জন্য কম হয়ে যায়। ওকে বাইরে নিয়ে যাও। আমরা ওকে মাটিতে শুইয়ে বেঁধে রাখবো। লোকজন এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় ওর উপর চড়ে নিজেদের লালসা মেটাক। তাদের যখন আর ইচ্ছা করবে না, তখন কুকুরদের কাছে দিয়ে দেবো ওকে। বেজিরা ওর অন্ত্র টেনে ছিঁড়ে খাবে, আর কাকরা ঠুকরে ঠুকরে খাবে ওর চোখ। মাছিরা ডিম পাড়বে ওর শরীরে, ওর স্তনের যা বাকি থাকবে তা থেকে পুঁজ পান করবে...' ও তার শক্ত হাত দিয়ে মহিলাটার বুকের নরম মাংসে হাত দিয়ে ওকে ওঠানোর চেষ্টা করলো।

'না,' ড্যানি বললো। 'আমি চাই না ওর ক্ষতি হোক।'

কোথোর ঠোঁট বেঁকিয়ে এলো ক্রুর হাসিতে। 'না? তুমি আমাকে *না* বলছো? তোমার তো উলটো প্রার্থনা করা উচিত যে আমরা যেন তোমাকে তোমার মেইগির সাথে বেঁধে না রাখি। তুমিও এই অবস্থার জন্য দায়ী।'

স্যার জোরাহ ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, তার লম্বা তলোয়ারের খানিকটা খাপ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। 'মুখে লাগাম দাও, শোণিতআরোহী। রাজকুমারি এখনো তোমাদের *খালীসি* হয়।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত আমার রক্ত বেঁচে থাকে,' কোথো বললো। 'সে যখন মারা যাবে, তখন ও আর কিছুই থাকবে না।'

BanglaBook.org

ড্যানির ভেতরটাকে কেউ যেন শক্ত করে ধরে মুচড়ে দিচ্ছে। 'খালীসি হওয়ার আগে আমি ড্রাগনের বংশধর ছিলাম। স্যার জোরাহ, আমার খাসকে ডাকুন।'

'দরকার নেই,' কোথো বললো। 'আমরা চলে যাচ্ছি। আপাতত...*খালীসি!*' ভ্রু কুঁচকে ওকে অনুসরণ করলো হ্যাগো।

'এই লোকটা আপনার ক্ষতি করবে, রাজকুমারি,' মরমন্ট বললেন। 'ডথ্রাকিদের মতে, একজন খাল আর তার শোণিতারোহীরা একই জীবনের অংশীদার, আর কোথো সেই জীবনের শেষ দেখতে পাচ্ছে। একজন মৃত মানুষ কাউকে ভয় দেখাতে পারে না।'

'কেউই এখনো মরে যায়নি,' ড্যানি বললো। 'স্যার জোরাহ, আমার হয়তো আপনার তলোয়ারের প্রয়োজন পড়তে পারে। আপনি বর্ম পরে আসুন দ্রুত।' ও যতটা না দেখাচ্ছে, ভেতরে ভেতরে তার চেয়েও বেশি ভয় পাচ্ছে।

মাথা নত করলেন নাইট। 'আপনি যা বলবেন।' তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

মিরি মায দুরের দিকে তাকালো ড্যানি। মহিলাটার চোখে উদ্বেগ দেখতে পাচ্ছে সে। 'আপনি আমাকে আরো একবার বাঁচালেন।'

'আর এখন তোমার উচিত ওকে বাঁচানো,' ড্যানি বললো। 'প্লিজ...'

'দাসীদের কাছে অনুরোধ করতে হয় না,' তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিলো মিরি। 'তাকে আদেশ করতে হয়।' ড্রোগোর কাছে গেল সে, এরপর বেশ দীর্ঘ সময় নিয়ে ওর ক্ষতটাকে দেখলো। 'অনুরোধ করুন আর আদেশ দিন, তাতে কিচ্ছু হবে না। ও হিলারের দক্ষতার ঊর্ধ্বে চলে গেছে।' খালের চোখগুলো বন্ধ হয়ে আছে। একটা চোখ নিজের হাতে খুলে দিলো সে। 'পপির নির্যাস পান করে করে ব্যথা দমিয়ে রাখছিলো সে।'

'হ্যাঁ,' ড্যানি স্বীকার করলো।

'আমি ফায়ারপড আর স্টিং-মি-নট উদ্ভিদের নির্যাস দিয়ে ওর ক্ষতে প্রলেপ দিয়েছিলাম, সেটা বেঁধে দিয়েছিলাম ভেড়ার চামড়া দিয়ে।'

'ওগুলোর কারণে ভীষণ জ্বলছিলো। ও সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমাদের হার্বউমেন ওকে নতুন এক প্রলেপ দিয়েছে, যেটা আগেরটার চেয়ে ভেজা আর উপশমকারী।'

'জ্বলবে, স্বাভাবিক। আগুনের ভেতর অনেক বড় হিলিং ম্যাজিক আছে, এমনকি আপনার কেশহীন লোকরাও এটা জানে।'

'ওকে আরেকটা প্রলেপ বানিয়ে দাও,' ড্যানি অনুরোধ করলো। 'এবার আমি খেয়াল রাখবো যাতে সে ওটা খুলে না ফেলে।'

'সেটা করার সময় পার হয়ে গেছে, মাই লেডি,' মিরি বললো। 'আমি এখন শুধু তার সামনের অন্ধকার রাস্তাকে আরেকটু সহজ করে দিতে পারি। যাতে করে সে ব্যথাহীনভাবে নাইট ল্যান্ডস-এ যেতে পারে। সকালের আগেই চলে যাবে ও।'

BanglaBook.org

ওর কথাগুলো ছুরির মতো বিঁধছে ড্যানির বুকে। দেবতাদের সে কি ক্ষতি করেছে যে তারা ওর প্রতি এতটা নিষ্ঠুর হচ্ছেন? ও অবশেষে নিজের একটা স্থান খুঁজে পেয়েছে, ভালোবাসা আর আশার সন্ধান পেয়েছে। অবশেষে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ও। আর এখন সব একসাথে হারিয়ে ফেলা...'না,' ও অনুরোধ করলো। 'ওকে বাঁচাও, তাহলে তোমাকে মুক্তি দেবো। তুমি নির্ঘাত কোনো উপায় জানো, কোনো জাদু হয়তো...যেকোনো কিছু...'

মিরি মায দুর নিজের পায়ের পাতায় ভর দিয়ে বসলো। আঁধারের ন্যায় কালো চোখগুলো দিয়ে ড্যানিকে খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলো সে। 'একটা স্পেল আছে।' ওর কণ্ঠ অনেক শান্ত, প্রায় ফিসফিসানির কাছাকাছি। 'কিন্তু স্পেলটা অনেক শক্তিশালী, অনেক খারাপ। এর চেয়ে মৃত্যু আরো ভালো। আশাইতেই এটা করার নিয়ম জেনেছি আমি, আর সেজন্য চরম মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে আমাকে। আমার শিক্ষক ছিলেন শ্যাডো ল্যান্ডের ব্লাডমেইজ।'

ড্যানি পুরো ঠান্ডা হয়ে গেল। 'তাহলে তুমি আসলেই মেইগি...'

'তাই বুঝি?' মিরি মায দুর হাসলো। 'শুধুমাত্র একজন মেইগিই আপনার এই সওয়ারীকে বাঁচাতে পারে এখন।'

'আর কোনো উপায় নেই?'

'না।'

কেঁপে উঠে শ্বাস ফেললো খাল ড্রোগো।

'করে ফেলো,' ড্যানি বললো। ওর ভয় পেলে চলবে না, ও হচ্ছে ড্রাগনদের বংশধর। 'বাঁচাও ওকে।'

'এর একটা মূল্য আছে,' দেবপত্নী সতর্ক করলো ওকে।

'স্বর্ণ, ঘোড়া যা চাও নিতে পারো।'

'স্বর্ণ আর ঘোড়া দিয়ে হবে না। এটা ব্লাডম্যাজিক, লেডি। শুধুমাত্র মৃত্যুই হতে পারে জীবনের বিনিময় মূল্য।'

'মৃত্যু?' ড্যানি ওর হাতগুলো দিয়ে নিজেকে আঁকড়ে ধরলো, পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে সামনে-পেছনে দুলছে। 'আমার মৃত্যু?' নিজেকে নিজে বোঝালো যে যদি প্রয়োজন হয়, ও তার জন্য মরবে। ও ড্রাগনের বংশধর, আর ড্রাগনের রক্ত যাদের ভেতর আছে তারা ভয় পায় না। ওর ভাই রেইগার নিজের ভালোবাসার মেয়ের জন্যই জীবন দিয়েছে।

'না,' মিরি মায দুর বললো। 'আপনার মৃত্যু নয়, খালীসি।'

কেঁপে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। 'করে ফেলো।'

BanglaBook.org

প্রশান্তভাবে মাথা নাড়লো মেইগি। 'আপনি যেহেতু বলেছেন, সেহেতু কাজটা হবে। চাকরদের ডাকুন।'

রাখারো আর কোয়েরো যখন ড্রোগোকে গামলায় শুইয়ে দিলো, তখন দুর্বলভাবে কাঁপতে শুরু করে দিলো সে। 'না,' বিড়বিড় করছে ও। 'সওয়ার করতে হবে।' কিন্তু পানির প্রথম স্পর্শেই সমস্ত শক্তি ওকে ছেড়ে চলে গেল।

'ওর ঘোড়াটাকে নিয়ে এসো,' আদেশ দিলো মিরি মায দুর। সাথে সাথেই আদেশ পালন করা হলো। বিশাল, লাল রঙা তুরগটাকে তাঁবুর ভেতর নিয়ে এলো ঝোগো। মৃত্যুর গন্ধ পাওয়ার সাথে সাথে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো প্রাণীটা, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তার। ওকে বশ করতে তিনজন লোক লাগছে।

'কী করতে চাইছো তুমি?' ড্যানি ওকে জিজ্ঞেস করলো।

'রক্ত লাগবে আমাদের,' মিরি উত্তর দিলো। 'এটাই একমাত্র উপায়।'

ঝোগো পেছনে সরে গেল, ওর এক হাত চলে গেছে তার আরাখে। ষোল বছরের কিশোর সে, চাবুকের ন্যায় সরু দেহ, হাসিখুশী, নাকের নিচে প্রথম গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। ড্যানির সামনে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল ছেলেটা। 'খালীসি,' মিনতি করলো সে, 'এই কাজ করবেন না। এই মেইগিকে খুন করতে দিন!'

'ওকে খুন করলে তোমাদের খালও খুন হয়ে যাবে,' ড্যানি বললো।

'এটা ব্লাডম্যাজিক,' ও বললো। 'এটা নিষিদ্ধ।'

'আমি খালীসি, আর আমি বলছি, এটা নিষিদ্ধ না। ভাঈস ডথ্রাকে খাল ড্রোগো একটা তুরগকে হত্যা করেছিলো, আর আমি তার হৃৎপিণ্ড খেয়েছিলাম, শুধুমাত্র আমাদের সন্তানকে শক্তি আর সাহস দেয়ার জন্য। এটাও একইরকম ব্যাপার। একদম একইরকম।'

তুরগটা লাথি দিচ্ছে বারবার, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এর মাঝেও কোয়েরো আর এগো ওকে টেনে টেনে গামলার কাছে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে মৃতের মতো ভাসছে খাল ড্রোগো। শরীর থেকে পুঁজ আর রক্ত বেরিয়ে গামলার পানিকে দূষিত করে তুলছে। মিরি মায দুর এমন এক সুরে আবৃত্তি করছে যে ভাষা ড্যানির জানা নেই। ওর হাতে চলে এসেছে একটা ছুরি। ড্যানি দেখেওনি ওটা কোথা থেকে এসেছে। ছুরিটা দেখতে বেশ অদ্ভুত; পেটানো লাল ব্রোঞ্জ, পাতার মতো আকৃতি, দেহজুড়ে প্রাচীন প্রতীক অংকিত আছে। তুরগটার গলায় ছুরি ধরলো সে। ঘোড়াটার গলা দিয়ে ছিটকে রক্ত বেরিয়ে আসতেই কর্কশ স্বরে চেঁচাতে থাকলো মিরি, পুরো শরীর কাঁপছে। 'তুরগের শক্তি, সওয়ারীর ভেতর যাও।' ঘোড়াটার রক্ত ড্রোগোর গোসলের পানিতে মিশে ঘুরতে থাকলো। 'অশ্বের শক্তি, মানুষের ভেতর যাও।'

BanglaBook.org

ঝোগোকে দেখতে খুবই ভীত দেখাচ্ছে, ঘোড়াটাকে ধরে রাখতে অনেক কষ্ট হচ্ছে ওর; মৃত ঘোড়ার মাংসে হাত দিতে চাইছে না, আবার ছেড়ে দিতেও চাইছে না। যদি ঘোড়ার জীবনের বিনিময়ে দ্রোগোর জীবন কিনে নেয়া যায়, তবে ড্যানি এরকম এক হাজার ঘোড়া দিয়ে দিতে রাজি আছে।

তুরগটাকে ছেড়ে দেয়ার পর কালচে রক্তে ভরে গেল পুরো গামলা, দ্রোগোর মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন। মৃত দেহটা মিরি মায দুরের কোনো কাজেই আসবে না। 'পুড়িয়ে ফেলো,' ড্যানি ওদেরকে বললো। ওরা এটাই করে, জানে ও। যখন কেউ মারা যায়, ডথ্রাকিরা ওর ঘোড়াকে মেরে ফেলে, এরপর তার চিতার নিচে শুইয়ে দেয়, যাতে করে প্রাণীটা তাকে নাইট ল্যান্ডসেও বহন করতে পারে। ওর খাসের লোকেরা তাঁবু থেকে দেহটা সরিয়ে ফেললো। রক্ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি স্যান্ডসিল্কের দেয়ালেও পড়েছে লাল দাগ, ভিজে কালচে হয়ে গেছে পায়ের নিচের কার্পেট।

কয়লা রাখার পাত্রে আগুন জ্বালানো হলো। কয়লার ভেতর লাল পাউডার ঢেলে দিলো মিরি মায দুর। ধোঁয়ার ওপর মশলাদার সুগন্ধ যোগ করেছে তা। গন্ধটা ভালোই, কিন্তু ইরো ফোঁপাতে ফোঁপাতে পালিয়ে গেল। ড্যানিরও চোখ জ্বলছে, পানি ঝরছে অঝোর ধারায়। কিন্তু এখন ফিরে যাওয়া সম্ভব না ওর পক্ষে। ইতোমধ্যেই অনেক দূর চলে এসেছে সে। দাসীদেরকে পাঠিয়ে দিলো ড্যানি।

'ওদের সাথে চলে যান,' মিরি মায দুর ওকে বললো।

'আমি থাকবো,' ড্যানি বললো। 'এই লোকটা আমাকে তারাময় আকাশের নিচে গ্রহণ করেছে, আমার ভেতরের শিশুটার ভেতর প্রাণ সঞ্চার করেছে। আমি ওকে ছেড়ে যাবো না।'

'আপনাকে যেতেই হবে। আমি একবার গাইতে শুরু করার পর কারোই এই তাঁবুতে থাকা উচিত হবে না। আমার গান অনেক প্রাচীন আর খারাপ শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে। আজ এই রাতে মৃতরা নাচতে আসবে এখানে। কোনো জীবিত মানুষের ওদেরকে দেখা উচিত হবে না।'

ড্যানি মাথা নত করলো, অসহায় লাগছে নিজেকে। 'কেউই ভেতরে আসবে না।' দ্রোগোর গামলার কাছে গিয়ে ওর ভ্রুতে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ালো সে। 'ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিও,' মিরি মায দুরের উদ্দেশ্যে ফিসফিস করলো সে, এরপর চলে গেল।

বাইরে সূর্য দিগন্তরেখার অনেক নিচে চলে এসেছে, আকাশে রক্তাভ আভা সৃষ্টি হয়েছে। পুরো জায়গা জুড়ে ক্যাম্প করেছে খালাসার। যতদূর চোখ যায় তাঁবু আর ঘুমানোর জন্য মাদুর দেখা যাচ্ছে। গরম বাতাস বইতে থাকলো। ঝোগো আর এগো

BanglaBook.org

তুরগটাকে পোড়ানোর জন্য চুল্লি বানাচ্ছে। ড্যানির চারপাশে লোক জমে গেছে ততক্ষণে। সবাই ওর দিকে শক্ত চোখে তাকিয়ে আছে, মুখগুলো দেখে মনে হচ্ছে পেটানো তামা দিয়ে মুখোশ বানিয়ে পরিয়ে দেয়া হয়েছে। ও স্যার জোরাহ মরমন্টকে দেখলো, বর্ম আর চামড়া পরে আছেন। তার চুলহীন মাথা থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে। ডথ্রাকিদেরকে সরিয়ে ড্যানির পাশে চলে এলেন তিনি। যখন দেখলেন ওর বুটের ছাপগুলো বালুতে রক্তাভ ছাপ ফেলেছে, তখন তার মুখ থেকে রঙ সরে গেল। 'কী করেছ তুমি, বোকা মেয়ে?' কর্কশভাবে বললেন স্যার জোরাহ।

'আমার ওকে বাঁচাতে হতো।'

'আমরা পালাতে পারতাম,' বললেন তিনি। 'আমি তোমাকে নিরাপদে আশাইতে পৌঁছে দিতে পারতাম, রাজকুমারি। এসবের কোনো দরকারই ছিলো না...'

'আমি কি আসলেই আপনার চোখে রাজকন্যা?' ও জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি...আপনি খুব ভালো করেই জানেন এটা কতখানি সত্য।'

'তাহলে এখন আমাকে সাহায্য করুন।'

স্যার জোরাহর মুখ শক্ত হয়ে এলো। 'আমি যদি জানতাম কীভাবে করবো...'

মিরি মায দুরের কণ্ঠ অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, এমন এক বিলাপে পরিণত হয়েছে যা শুনে ড্যানির শিরদাঁড়া বরাবর কাঁপুনি বয়ে গেল। বিড়বিড় করতে করতে পেছনে সরে গেল ডথ্রাকিরা। পুরো তাঁবু আলোকিত হয়ে উঠেছে কয়লার আগুনে। রক্তে রঞ্জিত স্যান্ডসিল্কের ভেতর দিয়ে নাচতে দেখা যাচ্ছে কিছু ছায়াময় অশরীরীকে।

মিরি মায দুর নাচছে, তবে ও একা নয়।

ডথ্রাকিদের চেহারায় ভয় দেখতে পেল ড্যানি। 'এ হতে পারে না।' রেগে আগুন হয়ে গেল কোথো।

শোণিতারোহীটা কখন ফিরে এসেছে তা দেখেনি ড্যানি। ওর সাথে হ্যাগো আর কহলোও আছে। কেশহীনদেরকে নিয়ে এসেছে ওরা, সেই টাক মাথার খোজাগুলো, যারা ছুরি, সুঁই আর আগুন দিয়ে চিকিৎসা করে।

'এ হতেই হবে,' ড্যানি বললো।

'মেইগি,' কর্কশ স্বরে বললো হ্যাগো। আর বুড়ো কহলো, যে কিনা ড্রোগোর জন্মের সময়ই নিজের জীবনকে ওর জন্য উৎসর্গ করেছিলো, যে সবসময়ই ড্যানির সাথে ভালো আচরণ করতো, ড্যানির মুখে থুথু মারলো।

'তুমি মরবে, *মেইগি*,' কোথো ওয়াদা করলো। 'কিন্তু অপরজনকে এখুনি মরতে হবে।' আরাখ বের করে তাঁবুর দিকে যেতে শুরু করলো সে।

BanglaBook.org

'না,' চেঁচিয়ে উঠলো ড্যানি। 'তোমার যাওয়া উচিত হবে না!' ওর কাঁধ ধরে আটকানোর চেষ্টা করলো সে, কিন্তু কোথো ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। মাটিতে পড়ে গেল ড্যানি, এক হাত দিয়ে পেটের কাছে ধরে রেখে বাচ্চাটাকে রক্ষার চেষ্টা চালাচ্ছে। 'ওকে আটকাও,' ও তার খাসদেরকে বললো। 'মেরে ফেলো ওকে।'

রাখারো আর কোয়েরো তাঁবুর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। কোয়েরো এক পা এগিয়ে নিজের হাত তার চাবুকে রাখলো, কিন্তু কোথো ততক্ষণে নৃত্যবিদের মতোই নড়ে উঠেছে, বাঁকানো আরাখটা উঁচু হয়ে আছে ওর হাতে। কোয়েরোর হাতের নিচের দিকের পোশাক ও চামড়া কেটে মাংস আর হাড় সহ বেরিয়ে এলো। স্রোতের ন্যায় বেরিয়ে এলো রক্ত। মাতালের মতো ঘুরছে তরুণ সওয়ারী, বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে।

কোথো তার অস্ত্র বের করে আনলো। 'হর্সলর্ড,' স্যার জোরাহ হাঁক ছাড়লেন। 'আমার সাথে হয়ে যাক, কী বলো?' খাপ ছেড়ে বেরিয়ে এলো তার দীর্ঘ অসি।

কোথো ঘুরলো, অভিশাপ দিচ্ছে সে। আরাখ এত দ্রুত ঘুরলো যে চারপাশে কোয়েরোর রক্ত ছিটকে পড়লো, যেন গরম বাতাসের সাথে লাল রঙা বৃষ্টি হচ্ছে। স্যার জোরাহর মুখ থেকে এক ফুট দূরত্বে আরাখকে আটকে দিলো তার তলোয়ার, এরপর শক্ত করে ধরে থাকলো। প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার দিয়ে উঠলো কোথো। চেইনমেইল বর্ম পরেছেন নাইট, হাতে আছে ইস্পাতের দস্তানা আর পায়ে গুলত্রাণ, গলার চারপাশে আছে ভারী গ্রীবাত্রাণ। তবে শিরস্ত্রাণ পরতে ভুলে গেছেন তিনি।

কোথো পিছিয়ে এলো, আরাখ ওর মাথার চারপাশে ধোঁয়াশা তৈরি করে ঘুরছে, বজ্রপাতের মতো জ্বলছে অস্ত্রটা। আবারো তেড়ে গেল নাইট। স্যার জোরাহ ওর আঘাতগুলোকে যথাসম্ভব আটকে দিচ্ছেন, কিন্তু আঘাতগুলো এত দ্রুত আসছে যে ড্যানির মনে হচ্ছে কোথোর কাছে চারটা আরাখ আর অনেকগুলো হাত আছে। বর্মের গায়ে ইস্পাতের আঘাতের শব্দ শুনতে পেল সে, দস্তানা থেকে ফুলকি উঠতে দেখলো। হুট করেই পিছিয়ে এলেন মরমন্ট, আর কোথো এগিয়ে গেল আঘাত করার জন্য। নাইটের মুখের বাম পাশ থেকে রক্ত ঝরছে। কোমরের কাছে বর্ম কেটে মাংস বেরিয়ে আছে, খোঁড়াচ্ছেন তিনি। কোথো তাকে একের পর এক অপমান করে যাচ্ছে, কখনো কাপুরুষ আর কখনো লৌহ বর্ম পরিহিত খোজা বলে ডাকছে। 'তুমি এখন মরবে!' ও ঘোষণা দিলো, গোধূলীর লাল আলোয় ঝিকমিক করে উঠলো আরাখ। ড্যানির পেটের ভেতর লাথি মেরে উঠলো ওর সন্তান। বাঁকানো তলোয়ারটা দীর্ঘ অসির পাশ দিয়ে গিয়ে সোজা নাইটের উন্মুক্ত কোমরে আঘাত হানলো।

আর্তনাদ করে পিছিয়ে এলেন মরমন্ট। পেটে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করলো ড্যানি, পায়ের কাছে ভিজে যাচ্ছে। বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়েছে কোথো; ওর আরাখ

BanglaBook.org

জোরাহর হাড় খুঁজে পেয়েছে। এক সেকেন্ডের অর্ধেকের মতো সময় ধরে তলোয়ারটা জোরাহর হাড়ের সাথেই লেগে ছিলো।

এটুকুই যথেষ্ট ছিলো। স্যার জোরাহ তার ভেতর থাকা সমস্ত শক্তি একত্র করে দীর্ঘ অসিটা নামিয়ে আনলেন। মাংস আর হাড় ভেদ করে বেরিয়ে গেল অস্ত্রটা। কোথোর অগ্রবাহু কেটে গেছে, পাতলা এক টুকরো চামড়া আর মাংসের সাথে ঝুলে আছে কাটা অঙ্গ। নাইটের পরের আঘাত ছিলো ডথ্রাকিটার কান বরাবর। আঘাতটা এতই মারাত্মক হলো যে দেখে মনে হচ্ছে কোথোর মুখ যেন বিস্ফোরিত হয়েছে।

আর্তচিৎকার দিচ্ছে ডথ্রাকিরা। অন্যদিকে মিরি মায দুর তাঁবুর ভেতর থেকে অমানবিক গলায় চিৎকার করছে, পানির জন্য মিনতি করছে কোয়েরো। চিৎকার করে সাহায্য চাইছে ড্যানি, কিন্তু কেউই শুনছে না। রাখারো হ্যাগোর সাথে যুদ্ধ করছে তখন, আরাখের সাথে আরাখের নৃত্য চলছে। বিজলির মতো শব্দ করে ছোবল মারলো ঝোগোর চাবুক, ফাঁসটা হ্যাগোর গলায় বসে গেছে। রাখারো সামনের দিকে ঝাঁপ দিলো, গর্জন করছে, দুই হাত দিয়ে ওর আরাখ নামিয়ে আনলো হ্যাগোর মাথার উপর। ধারালো প্রান্তটা হ্যাগোর দুই চোখের মাঝখান দিয়ে ঢুকে গেল, লাল রঙা তরল ছিটকে পড়লো চারদিকে। কেউ একজন পাথর ছুঁড়লো। ড্যানি যখন তাকালো, ওর কাঁধ ছিঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। 'না,' ও কেঁদে উঠলো, 'না, প্লিজ, থামো। বেশিই হয়ে যাচ্ছে। মূল্যটা খুব বেশিই হয়ে যাচ্ছে।'

আরো অনেক পাথর উড়ে আসতে থাকলো। তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু কহলো ওকে ধরে ফেললো। এক হাতে ওর চুল ধরে রেখেছে সে, মাথাটাকে টেনে ধরে রেখেছে পেছন দিকে। ওর শীতল ছুরির প্রান্ত নিজের গলায় অনুভব করলো সে। 'আমার বাচ্চা,' ও আর্তনাদ করে উঠলো। হয়তো দেবতারা ওর কথা শুনতে পেয়েছেন। কারণ ওর আর্তনাদের সাথে সাথে কহলো মাটিতে পড়ে গেল। এগোর তীর ওর বাহুর নিচ দিয়ে ঢুকে গেছে, ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড ভেদ করে ফেলেছে শরটা।

মাথা তোলার মতো শক্তি যখন পেল, তখন সে দেখলো যে ভিড়টা একপাশে সরে যাচ্ছে। ডথ্রাকিরা নিঃশব্দে ফিরে যাচ্ছে নিজেদের তাঁবু আর ঘুমানোর মাদুরে। কেউ কেউ পালিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে। সূর্য ডুবে গেছে। খালাসারের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, কমলা রঙের শিখা ক্রোধের সাথে ফুটছে আর ছাই ছুঁড়ে দিচ্ছে আকাশের দিকে। উঠে দাঁড়াতে চাইলো সে, কিন্তু ব্যথা ওকে দখল করলো, এমনভাবে আঁকড়ে ধরলো যেন বিশাল এক দানব হাত মুঠ করে ওকে ধরে রেখেছে। ওর ভেতর থেকে শ্বাস হারিয়ে গেল; হাঁ করে শ্বাস নিতে হচ্ছে ওকে। মিরি মায দুরের আবৃত্তি শোকসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। তাঁবুর ভেতরে ছায়াগুলো ঘুরছে চক্রাকারে।

BanglaBook.org

একটা হাত ওর কোমর জড়িয়ে ধরলো; স্যার জোরাহ ওকে ধরে উঠিয়ে দিচ্ছেন। তার চেহারা রক্তে ভিজে চিটচিটে হয়ে আছে, কানের অর্ধাংশ নেই। ব্যথা ওকে দখল করতেই জোরাহর হাতের ওপর মোচড়ামুচড়ি শুরু করলো ড্যানি, শুনতে পেল নাইটটা চিৎকার করে ওর দাসীদের ডাকছেন। *ওরা সবাই কি এত বেশি ভয় পাচ্ছে?* উত্তরটা জানে ও। ব্যথার আরেক দমক বয়ে গেল ওর ওপর দিয়ে, অনেক কষ্টে চিৎকার আটকালো ড্যানি। মনে হচ্ছে যেন ওর সন্তানের প্রত্যেক হাতে একটা করে ছুরি আছে, যেগুলো দিয়ে মায়ের পেট কেটে বেরোনোর চেষ্টায় আছে সে।

'ডোরিয়া, নিকুচি করি তোমার,' গর্জে উঠলেন স্যার জোরাহ। 'এদিকে এসো! দাই নিয়ে এসো, জলদি!'

'ওরা কেউই আসবে না। ওরা বলাবলি করছে, খালীসি নাকি অভিশপ্ত।'

'ওরা আসবে, নাহলে সবার মাথা কেটে নেবো আমি।'

ডুকরে কেঁদে উঠলো ডোরিয়া। 'ওরা চলে গেছে, মাই লর্ড।'

'মেইগি,' অন্য কেউ বললো। এগো নাকি? 'ওনাকে মেইগির কাছে নিয়ে যান।'

না, ড্যানি বলতে চাইলো, *না, ওদিকে না, ওর কাছে না।* কিন্তু ও যখন মুখ খুললো, ব্যথার দীর্ঘ এক কান্না বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে, চামড়ার ওপর ঘাম বিন্দু জমে নিচের দিকে পড়তে শুরু করেছে। ওদের সমস্যাটা কী, ওরা কি বুঝতে পারছে না? তাঁবুর ভেতরে নাচছে কালো ছায়ারা, ঘুরছে চুল্লি আর গামলার চারপাশে। আর...ওদেরকে দেখতে মোটেও মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। বিশালদেহী এক নেকড়ের ছায়া দেখলো সে, আরেকজনকে দেখে মনে হচ্ছে আগুনের শেকল জড়িয়ে আছে সারা শরীরে।

'ঐ মহিলা দাইয়ের কাজ পারে,' ইরি বললো। 'ওকে নিজের মুখে বলতে শুনেছি আমি।'

'হ্যাঁ,' ডোরিয়া একমত হলো। 'আমিও শুনেছি।'

না, ও চিৎকার করে উঠলো, অথবা চিৎকার করার কথা ভাবলো, কিন্তু তার ঠোঁট দিয়ে কোনো ধ্বনি বেরিয়ে এলো না। ওকে তুলে নেয়া হয়েছে, টের পাচ্ছে সে। ওর চোখদুটো স্থির আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, তারাহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশটাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে বেশ। *প্লিজ, না*, মিরি মায দুরের উঁচু গলা শোনা গেল এবার, পুরো পৃথিবী দখল করে ফেললো সেই শব্দ। *অশরীরী!* চিৎকার করছে ও। *নর্তকের দল!*

স্যার জোরাহ ওকে নিয়ে গেলেন তাঁবুর ভেতর।

BanglaBook.org

আরিয়া

দোকানগুলো থেকে ভেসে আসা গরম গরম পাউরুটির সুগন্ধ ওর জীবনে পাওয়া অন্য সুগন্ধগুলোর চেয়ে অনেক মিষ্টি মনে হচ্ছে। বড় করে শ্বাস নিয়ে কবুতরটার দিকে এগিয়ে গেল আরিয়া। পাখিটা বেশ মোটাসোটা, বাদামি দাগযুক্ত, রাস্তার দুটো উপলখণ্ডের মাঝে সৃষ্ট ফাঁকে ঠুকরে যাচ্ছে সে। আরিয়ার ছায়া ওকে স্পর্শ করামাত্রই উড়াল দেয়ার চেষ্টা করলো পাখিটা।

ওর তলোয়ার শিস বাজিয়ে তেড়ে গেল, মাটি থেকে দুই ফুট উচ্চতায় আঘাত করলো ওটাকে। বাদামি পালকের পাখিটা পড়ে গেল মাটিতে। চোখের পলকে কবুতরটাকে ধরে ফেললো সে, কবুতরটা মাটিতে পড়ে তড়পাচ্ছে। আরিয়া ওটার পাখা ধরে ফেললো। পাখিটা ওর হাতে ঠোকর দিচ্ছে এখন। ওটার গলা ধরে মটকে দিলো আরিয়া, মট করে শব্দ হওয়ার পর ছেড়ে দিলো।

বিড়াল ধরার তুলনায় পায়রা ধরা অনেক সহজ, ভাবলো সে। একজন সেপ্টন যেতে যেতে বাঁকা চোখে ওর কাজ দেখছে। 'পায়রা ধরার সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা এটাই,' আরিয়া ওকে বললো। 'ওরা এখানে দানা খেতে আসে।' তাড়াহুড়ো করে চলে গেল লোকটা।

কোমরবন্ধের সাথে পায়রাটাকে বেঁধে রাস্তা ধরে এগোতে থাকলো সে। দুই চাকার গাড়িতে টার্ট বিক্রি করছিলো একটা লোক; গাড়িটা থেকে ব্লুবেরি, লেবু আর এপ্রিকটের সুগন্ধ ধেয়ে আসছে। গভীরভাবে গর্জন করে উঠলো ওর পেট। 'আমি একটা টার্ট পেতে পারি?' নিজেকে আটকানোর আগেই মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে যেতে শুনলো সে। 'লেবু, নাহলে...যেকোনোটা।'

BanglaBook.org

ঠেলাগাড়িওয়ালা ওকে উপর-নিচ দেখলো একবার। আর দেখে খুব একটা খুঁশি হলো বলে মনে হচ্ছে না। 'তিনটা কপার লাগবে।'

কাঠের তলোয়ার দিয়ে নিজের বুটে আঘাত করলো সে। 'আমি তোমাকে মোটাসোটা একটা পায়রা দেবো,' ও বললো।

'অন্য কাউকে দাও গিয়ে,' ঠেলাওয়ালা বললো।

টার্টগুলো একদম ওভেন থেকে নামানো। সুগন্ধ ওর মুখে জল এনে দিচ্ছে, কিন্তু ওর কাছে তিনটা কপার নেই...আসলে একটাও নেই। ঠেলাওয়ালার দিকে দৃষ্টি দিলো সে, সিরিও *দেখার* ব্যাপারে কী বলেছে সেটা স্মরণ করার চেষ্টা করলো। লোকটা আকারে ছোটখাটো, গোলাকার পেট, নড়াচড়া করার সময় বাম পা একটু বেশিই ব্যবহার করে সে। ও মাত্র ভাবতে শুরু করেছে যে টার্ট ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দিলে সে মোটেও তাকে ধরতে পারবে না, এমন সময় লোকটা বলে উঠলো, 'তোমার নোংরা হাত আমার জিনিস থেকে দূরে রাখো। গোল্ড ক্লোকরা ভালোই জানে যে তোমার মতো নোংরা চোরদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয়, বুঝলে?'

সতর্কভাবে নিজের পেছনে তাকালো আরিয়া। একটা সরু গলির মুখে দুইজন গোল্ড ক্লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওদের আলখাল্লা প্রায় মাটি ছুঁয়েছে, ভারী উলের কাপড়টা বেশ দামি এবং সোনালি রঙের। ওদের মেইল, বুট আর দস্তানা কালো। এদের মাঝে একজনের কোমরে আছে দীর্ঘ অসি, আরেকজনের লোহার তৈরি গদা। টার্টের দিকে ব্যাকুলভাবে শেষবারের মতো তাকিয়ে গাড়ির পাশ থেকে সরে গেল আরিয়া। গোল্ড ক্লোকরা ওর দিকে তেমন একটা মনোযোগ দিচ্ছে না, কিন্তু ওদেরকে দেখামাত্র ওর পাকস্থলী মোচড় দিচ্ছে। প্রাসাদ থেকে যতটা সম্ভব দূরে যাওয়া যায়, আরিয়া ঠিক তা-ই করছে। কিন্তু লাল দেয়ালের দিকে তাকালে এখনো পর্যন্ত দূরে প্রাসাদের টাওয়ারের চূড়া দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক টাওয়ারের চূড়ায় কাকের দল উড়ছে, তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করছে ওরা, দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে একদল মাছি। ফ্লি বটমের সর্বত্র এই খবর শোনা যাচ্ছে যে গোল্ড ক্লোকরা ল্যানিস্টারদের সাথে জোট বেঁধেছে, ওদের কমান্ডারকে ট্রাইডেন্টে জমি দান করার মাধ্যমে লর্ড পদে উন্নীত করা হয়েছে, সেই সাথে রাজার কাউন্সিলের সদস্যপদও পেয়েছে সে।

ও অবশ্য আরো কিছু শুনেছে, আরো খারাপ কিছু, যেগুলোর কোনো আগামাথা বুঝতে পারেনি সে। কেউ বলছে, ওর বাবা নাকি রাজা রবার্টকে হত্যা করেছে, প্রতিশোধ হিসেবে খুন হয়েছেন লর্ড রেনলির হাতে। অন্যরা জোর দিয়ে বলছে, রেনলিই নাকি মদ্যপ অবস্থায় ঝগড়া করার সময় রাজাকে খুন করেছে। নাহলে সে কেন রাতের আঁধারে চোরের মতো শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল? অন্য একটা গল্প অনুযায়ী, রাজা

BanglaBook.org

শিকারের সময় এক বুনো শূকরের হাতে মরেছেন, আরেক কাহিনী অনুযায়ী, রাজা শূকরের মাংস খেতে গিয়ে মরেছেন। খেতে খেতে নাকি পেট এতই ফুলে ওঠে যে সবার সামনে ঐ টেবিলেই পেট ফেটে যায় তার। অন্যদের মতে, না, রাজা টেবিলেই মরেছেন, তবে ভ্যারিস তাকে বিষ দিয়েছে। না, রাণীই তাকে বিষ দিয়েছে। আরে না, পক্স উঠে মরেছেন তিনি। মোটেও না, মাছের কাঁটা গলায় আটকে মরেছেন তিনি।

প্রত্যেকটা গল্প এক জায়গায় একমত; রাজা রবার্ট মারা গেছেন। বেইলরের বিশাল সেপ্টে পুরো ি. আর রাত ডং ডং করে বেল বেজেছে, এর বিষাদের ধ্বনি ব্রোঞ্জের শব্দে পরিণত হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে শহর জুড়ে। এক চামারের ছেলে আরিয়াকে বলেছে, শুধুমাত্র রাজা মারা গেলেই নাকি এভাবে ঘণ্টা বাজানো হয়।

ও শুধু বাড়ি ফিরে যেতে চায়। কিন্তু কিংস ল্যান্ডিং ছেড়ে যাওয়াটাকে যতটা সহজ ভেবেছে, ততটা সহজ না। প্রত্যেকের মুখেই যুদ্ধের কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে, গোল্ড ক্লোকরা মাছির ন্যায় ঘুরপাক খাচ্ছে দেয়ালজুড়ে...নিশ্চিতভাবেই ওর জন্যে। ফ্লি বটমেই ঘুমুচ্ছে সে, কখনো বাড়ির ছাদে, কখনো আস্তাবলে, যেখানেই ঘুমোবার জায়গা পাচ্ছে। খুব শীঘ্রই ও বুঝে গেল যে জায়গাটার নামের সাথে চেহারার ভয়ানক মিল আছে।

রেড কিপ থেকে পালানোর পর প্রতিদিন সপ্ত ফটকের প্রত্যেকটাতেই হানা দিয়েছে আরিয়া। ড্রাগন গেট, লায়ন গেট আর পুরোনো গেট একদম বন্ধ। ম্যাড গেট আর গডস গেট খোলা, কিন্তু শুধুমাত্র শহরে যারা ঢুকতে আগ্রহী, তাদের জন্য। রক্ষীরা কাউকেই বের হতে দিচ্ছে না। যাদের বের হওয়ার অনুমতি আছে, তারা কিংস গেট অথবা আয়রন গেট দিয়ে বেরোচ্ছে, কিন্তু সেখানে পাহারা দিচ্ছে লাল রঙা আলখাল্লা আর সিংহ চিহ্নিত শিরস্ত্রাণ পরা ল্যানিস্টার রক্ষীরা। কিংস গেটের পাশের এক সরাইখানার ছাদ থেকে সব দেখছে ওরা। ওদিক দিয়ে যাওয়া সমস্ত ওয়াগন আর ঘোড়ার গাড়ি তাল্লাশ করছে ওরা। আরোহীদেরকে বাধ্য করছে নিজেদের থলে খুলে দেখাতে, আর যারা পায়ে হেঁটে বেরোচ্ছে, ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তারা।

মাঝেমধ্যে সে নদীতে সাঁতার কাটার কথা ভাবে, কিন্তু কৃষ্ণনদীর ঢেউ অনেক উঁচু আর নদীটাও অনেক গভীর, সবাই বলে যে এর ঢেউ অনেক ভয়ংকর, সর্বগ্রাসী। ফেরিতে বা জাহাজে ওঠার মতো অর্থকড়িও নেই ওর।

আরিয়ার লর্ড পিতা তাকে শিখিয়েছেন কখনোই চুরি না করতে, কিন্তু কেন, সেটা মনে করতেই কষ্ট হচ্ছে এখন। ও যদি শীঘ্রই এখান থেকে বেরোতে না পারে, তাহলে গোল্ড ক্লোকদের সাথে একটা সুযোগ নিয়ে দেখতে হবে। কাঠের তলোয়ার দিয়ে পাখি মারার উপায় রপ্ত করার পর থেকে ওকে খুব একটা খালি পেটে থাকতে হচ্ছে না। কিন্তু এত বেশি পায়রা খাওয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ও। ফ্লি বটমে আসার আগেই দুটোকে কাঁচা খেয়েছিলো সে।

BanglaBook.org

ফ্লি বটমের সরু অলিগলিতে অনেক পটশপ আছে। এখানে প্রতিদিনই অসংখ্য পটে স্ট্যু রান্না করা হয়। যে কেউই চাইলে পায়রার অর্ধেক অংশের বিনিময়ে গত দিনের পাউরুটির অবশিষ্টাংশ পেতে পারে। সাথে পাবে এক বাটি 'বাদামি।' ওরা এমনকি পায়রার বাকি অংশটাও আগুনে কড়কড়ে করে ভেজে দেয়, শুধুমাত্র পালকগুলো ছাড়িয়ে দিতে হয়। এক কাপ দুধ কিংবা একটা লেমন কেকের জন্য যেকোনো কিছুই দিতে প্রস্তুত আরিয়া, তবে 'বাদামি বাটিও' অত খারাপ না। সাধারণত ওখানে বার্লি থাকে, সাথে থাকে গাজর, পেঁয়াজ আর শালগম, মাঝেমধ্যে এমনকি আপেলও পাওয়া যায়, ওপরে ভাসতে থাকে পাতলা চর্বির আস্তর। বেশিরভাগ সময়ই সে মাংসের কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করে। একবার অবশ্য মাছ পেয়েছিলো সে।

ব্যাপারটা হচ্ছে, পটশপগুলো কখনোই খালি থাকে না। খাবারের ওপর হামলে পড়ার সময়ও সে বুঝতে পারে, ওরা তার দিকে তাকাচ্ছে। কেউ কেউ ওর বুট আর আলখাল্লার দিকে তাকায়, ও জানে তারা কী ভাবছে। কিন্তু কিছু লোক আছে...ওদের দৃষ্টি তার জামা ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যায়। ও বুঝতে পারে না যে ওরা কী ভাবছে, আর এই ব্যপারটাই ওকে অনেক ভীত করে তোলে। দুইবার সরু গলি ধরে ওকে অনুসরণ করে তাড়া করেছে লোকগুলো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেউই ওকে ধরতে পারেনি।

যে রূপালি কাঁকনটা বিক্রি করবে বলে ঠিক করেছিলো, সেটা প্রাসাদের বাইরে প্রথম রাতেই চুরি হয়ে যায়, সাথে চুরি হয় ওর কাপড়ের আঁটি। শূকরের খামারের পাশের এক পোড়া বাড়িতে যখন সে ঘুমোচ্ছিলো তখন। চোর শুধুমাত্র ওর আলখাল্লা, পিঠের সাথে বাঁধা চামড়া, কাঠের তলোয়ার আর নিডল ছেড়ে গেছে। নিডলের ওপরে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলো সে, নাহলে ওটাও যেত। এই তলোয়ারের মূল্য বাকিগুলোর সমন্বিত মূল্যের সমান। তারপর থেকে আরিয়া ডান হাতে আলখাল্লাটা বেঁধে হাঁটে, যাতে করে কোমরে বাঁধা তলোয়ারটা কারো চোখে না পড়ে। কাঠের তলোয়ারটা বাম হাতে বহন করে সে, যাতে করে সবাই দেখতে পায়, ডাকাতরা যেন ভয়ে দূরে থাকে। কিন্তু পটশপগুলোতে এমনও লোক আছে যারা ওর হাতে রণ-কুঠার দেখলেও ভয় পাবে না। শুধু এই ব্যাপারটাই পাউরুটি আর পায়রার মাংস খাওয়ার ইচ্ছা ভুলিয়ে দিয়েছে ওর। বেশিরভাগ সময়ই খাবার খাওয়ার বদলে খালি পেটে ঘুমায় সে, যাতে করে ঐসব দৃষ্টির সামনে তাকে পড়তে না হয়।

একবার শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারলে সে বেরি খেয়েই দিন কাটিয়ে দেবে, আর নাহলে ফলের বাগানে হানা দিয়ে আপেল বা চেরি পেড়ে খাবে। আরিয়া কিংসগার্ডের কিছু লোককে দক্ষিণে যেতে দেখেছে। একবার বেরোতে পারলে বুনোমূল খেয়ে দিন কাটিয়ে দেবে সে, এমনকি খরগোশও ধরতে পারবে। শহরে ধরার মধ্যে

BanglaBook.org

আছে শুধু ইঁদুর, বিড়াল আর রোগাক্রান্ত কুকুর। পটশপের ওরা কুকুরছানা ধরে দিতে পারলে বেশ কিছু কপার দেয় বলে শুনেছে ও, কিন্তু ব্যাপারটা ভাবতেই ঘৃণা হয় ওর।

ফ্লাওয়ার স্ট্রিট হচ্ছে আঁকাবাঁকা গলি আর চৌরাস্তার সমাহার। ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে আরিয়া, খেয়াল রাখছে যেন গোল্ড ক্লোকদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকে। সে জানে যে রাস্তার মাঝখান বরাবর হাঁটাই হচ্ছে এখানে টিকে থাকার সবচেয়ে বড় উপায়। মাঝেমধ্যে ওয়াগন এবং ঘোড়া এড়িয়ে যেতে হয় ওকে, ঠিক, কিন্তু ওদেরকে আসতে অন্তত দেখা যায়। কেউ যদি ভবনের পাশ দিয়ে হাঁটে, তবে লোকজন তাকে ধরে ফেলবে। কিছু গলিতে ভবনের পাশ ঘেঁষে যাওয়া ছাড়া ওর উপায় থাকে না; কারণ বাড়িগুলো এতই কাছাকাছি যে মনে হয় যেন পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ে যাবে।

একদল বাচ্চা হইচই করতে করতে পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল, একটা চাকা গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। বিরক্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো আরিয়া। ওর এখন সেই সব দিনের মনে পড়ছে, যখন সে ব্র্যান, জন আর ছোট্ট রিকনের সাথে চাকা নিয়ে খেলতো। রিকন না জানি কত বড় হয়ে গেছে, ব্র্যান কি কষ্ট পাচ্ছে অনেক? জন যদি এখানে এসে একবার 'ছোট্ট বোন' বলে ওকে ডেকে চুল এলোমেলো করে দিতো, ও দুনিয়ার সবকিছু দিয়ে দিতো। তবে ওর চুলের এখন যে অবস্থা, তাতে নতুন করে এলোমেলো করে দেয়ার কিছুই নেই। কর্দমাক্ত ডোবায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছে সে, ওর মনে হচ্ছে না যে এর চেয়ে বেশি এলোমেলো হওয়া সম্ভব।

পথশিশুদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে সে, ভেবেছে এদের কারো সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেলে ওরা অন্তত তাকে ঘুমানোর একটা জায়গা করে দেবে, কিন্তু সম্ভবত ও ভুল কিছু বলে ফেলেছে। ছোটগুলো ওকে এগিয়ে আসতে দেখলেই চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকায়, এরপর ছুটে পালিয়ে যায়। ওদের বড় ভাই-বোনেরা ওকে এমন সব প্রশ্ন করে যেগুলোর উত্তর আরিয়ার জানা নেই। ওরা তাকে বিভিন্ন নামে ডাকে, তার থেকে চুরি করার চেষ্টা করে। এইতো গতকালকেই ওর চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী একটা মেয়ে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে ওর বুটজোড়া চুরি করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আরিয়া ওর কানের পেছনে লাঠি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে এক ঘা, কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে মেয়েটা।

ফ্লি বটমের পাহাড়ের দিকে যাওয়ার সময় ওর মাথার উপর দিয়ে একটা সীগাল উড়ে যেতে দেখলো সে। আরিয়া তাকে যেতে দেখলো খানিকক্ষণ, ভাবছে। কিন্তু পাখিটা ওর নাগালের অনেক অনেক বাইরে। তবে ওটাকে দেখে তার সমুদ্রের কথা মনে পড়ে গেল। সম্ভবত এটাই বেরোনোর *একমাত্র* পথ। বুড়ি ন্যান ওদেরকে জাহাজে লুকিয়ে থাকা কিছু ছেলের গল্প বলতো; এরা বাণিজ্য জাহাজে লুকিয়ে থাকতো, এরপর নানা রকম অভিযান করে বেড়াতো সেগুলোতে চড়ে। হয়তো আরিয়াও এটা করতে

BanglaBook.org

পারে। ও জাহাজ-ঘাটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। মাড গেট ধরে যেতে হবে, আর আজকে ঐ রাস্তাটা তালাশ করে দেখা হয়নি ওর।

আরিয়া যখন সেখানে পৌছালো তখন পুরো জেটি নিস্তব্ধ। এক জোড়া গোল্ড ক্লোক দেখে লুকিয়ে গেল সে, ওরা একত্রে হাঁটছে মাছের বাজারের পাশ দিয়ে। লোকদুটো ওর দিকে ঘুরেও তাকালো না। অর্ধেক স্টলই খালি পড়ে আছে, আর ওর মনে হচ্ছে, জাহাজের সংখ্যাও অন্যদিন থেকে বেশ কম। ব্ল্যাকওয়াটারে তিনটা যুদ্ধ-জাহাজ দেখা যাচ্ছে; সোনালি রং করা জাহাজগুলো চলছে নির্দিষ্ট বিন্যাসে, ওগুলোর দাঁড় পানিতে ধাক্কা মারছে বারবার, জল দুই ভাগ হয়ে সরে রাস্তা করে দিচ্ছে। ওদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে নদীর পাশ ধরে হাঁটতে থাকলো সে।

তৃতীয় জেটিতে সাটিনের অন্তঃআবরণযুক্ত ধূসর উল দিয়ে আলখাল্লা পরা রক্ষী নজরে এলো তার, সাথে সাথে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো আরিয়ার। উইন্টারফেলের রঙ ওর চোখে পানি নিয়ে আসলো। ওদের পেছনে চকচকে তিন দাঁড়ের জাহাজ বাঁধা আছে। জাহাজের কাঠামোর ওপর কী লেখা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছে না আরিয়া; শব্দগুলো অদ্ভুত, মিয়েরিশ, ব্রাভোসি, সম্ভবত হাই ভ্যালিরিয়ান। পাশ দিয়ে যেতে থাকা একজন খালাসির আস্তিন টেনে ধরলো সে। 'প্লিজ, আমাকে বলো ঐ জাহাজের নাম কী?' সে বললো।

'উইন্ড উইচ, মিয়ের থেকে এসেছে,' লোকটা বললো।

'ওটা এখনো আছে?' মুখ ফস্কে বেরিয়ে এলো আরিয়ার। খালাসিটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওকে দেখলো, এরপর দুই কাঁধ উঁচিয়ে চলে গেল। জেটির দিকে দৌড় দিলো আরিয়া। উইন্ড উইচ হচ্ছে সেই জাহাজ যেটা বাবা ওদের বাড়ি ফেরত পাঠানোর জন্য ভাড়া করেছিলেন...এখনো অপেক্ষায় আছে! ও তো ভেবেছে কয়েক দিন আগেই জাহাজটা চলে গেছে।

দুইজন রক্ষী ডাইস খেলছে, অপরজন চক্কর দিচ্ছে, এক হাত স্পর্শ করে আছে তলোয়ারের হাতল। ওরা তাকে বাচ্চাদের মতো কাঁদতে দেখুক এটা চাইছে না সে, আর তাই সাথে সাথে চোখ মোছা বন্ধ করে দিলো আরিয়া। ওর চোখ, ওর চোখ, ওর চোখ, কেন...

চোখ দিয়ে দেখো, সিরিও ফিসফিস করে উঠলো।

ওদের দিকে তাকালো আরিয়া। ওর বাবার সমস্ত লোককে সে চেনে। ধূসর আলখাল্লার ভেতর থাকা ঐ তিন রক্ষী সম্পূর্ণ অপরিচিত। 'ঐ,' চক্কর দেয়া রক্ষীটা ডাক দিলো। 'এখানে কী চাও, ছেলে?' অন্য দুজন ডাইস থেকে মুখ তুলে তাকালো।

দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে আটকালো সে। কারণ সে জানে এটা করলে ওরা মুহূর্তের ভেতরেই ওকে ধরে ফেলবে। আরো কাছে গেল আরিয়া। ওরা একজন

BanglaBook.org

মেয়েকে খুঁজছে, কিন্তু লোকটা ভেবেছে ও ছেলে। অতএব, ও *ছেলে* হিসেবেই ওদের সামনে যাবে। 'পায়রা কিনবে?' মৃত পাখিটা দেখালো সে।

'ভাগো এখান থেকে,' রক্ষীটা বললো।

ঘুরে চলে যেতে শুরু করলো আরিয়া। ওকে এমনকি ভয় পাওয়ার অভিনয়ও করতে হয়নি। পেছনে রক্ষী দুইজন আবারো ডাইস খেলায় মন দিলো।

ফ্লি বটমে কীভাবে পৌঁছলো, সেটা জানে না সে, কিন্তু ও যখন অমসৃণ, আঁকাবাঁকা রাস্তাটায় পৌঁছলো, ততক্ষণে হাঁফাতে শুরু করে দিয়েছে। বটমের নিজস্ব একটা দুর্গন্ধ আছে; শূকরের খোঁয়াড়, আস্তাবল আর চর্মকারদের চামড়ার গন্ধের সাথে মিশে আছে ওয়াইন আর সস্তা পতিতালয়ের দুর্গন্ধ। নিস্পৃহভাবে হেঁটে যাচ্ছে আরিয়া। একটা পটশপের খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসা সুগন্ধ নাকে আসার পরেই ওর খেয়াল হলো, পায়রাটা সাথে নেই। দৌড়ানোর সময় হয়তো পড়ে গেছে, অথবা কেউ চুরি করেছে ওর অলক্ষ্যে। এক মুহূর্তের জন্য ওর ইচ্ছা হলো হাঁক ছেড়ে কান্না জুড়ে দিতে। ওকে আবারো কষ্ট করে সেই ফ্লাওয়ার স্ট্রিটে যেতে হবে এরকম মোটাসোটা পায়রা ধরার জন্য।

ঠিক তখুনি, শহরের ভেতর থেকে উড়ে এলো ঘণ্টা-ধ্বনি।

সেদিকে তাকালো আরিয়া, শুনছে, ভাবছে এবারের ঘণ্টা-ধ্বনির অর্থ কী।

'এবার কী হলো?' পটশপের ভেতর থেকে মোটা এক লোক বলে উঠলো।

'দেবতারা ক্ষমা করুক, আবারো ঘণ্টা বাজছে,' বিলাপ জুড়ে দিলো এক বুড়ি।

দোতলার জানালা থেকে উঁকি দিলো লাল চুলের এক পতিতা, ওর গায়ে রং করা রেশমী কাপড়। 'এবার কি সেই বালক-রাজা মরে গেল নাকি?' রাস্তার দিকে ঝুঁকে চিৎকার করে উঠলো সে। 'আহ, কীসব ছেলে এরা, বেশিক্ষণ টিকতে পারে না।' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে। পেছন থেকে নগ্ন এক লোক এসে ওর কাঁধে হাত তুলে দিলো, ওর গলায় কামড় বসাচ্ছে, কাপড়ের নিচ দিয়ে ঝুলতে থাকা সাদা স্তনগুলো ডলছে হাত দিয়ে।

'গর্দভ পতিতা,' মোটা লোকটা পালটা চিৎকার করলো। 'রাজা মরে যায়নি, এই ঘণ্টা দিয়ে সবাইকে ডাকা হচ্ছে। শুধুমাত্র একটা টাওয়ারের ঘণ্টাই বাজছে এবার, কিন্তু রাজা মারা গেলে শহরের প্রত্যেকটা ঘণ্টাই একসাথে বাজে।'

'কামড়ানো বন্ধ করো, নাহলে আমিই তোমার ঘণ্টা বাজিয়ে দেবো,' জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পতিতা মেয়েটা ওর পেছনে থাকা লোকটাকে বললো। কনুই দিয়ে ওকে সরিয়ে দিলো সে। 'তো রাজা না মরলে এবার কে মরলো?'

'স্রেফ ডাকা হচ্ছে সবাইকে,' মোটা লোকটা জবাব দিলো।

BanglaBook.org

আরিয়ার বয়সী দুজন ছেলে দৌড়ে চলে গেল শহরের দিকে, ডোবার নোংরা জল ওদের পায়ের নিচে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বুড়িটা ওদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে, কিন্তু পাত্তা না দিয়ে আগের মতোই দৌড়াচ্ছে ওরা। আশেপাশের অন্য লোকজনও যেতে শুরু করেছে, ঘণ্টা-ধ্বনির আসল কারণ জানার জন্য ওরা সবাই পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছে। যে ছেলেগুলো একটু আগেই দৌড় দিয়েছিলো, ওদের ভেতর সবচেয়ে কম গতি যার তার দিকে দৌড় দিলো আরিয়া। 'কোথায় যাচ্ছো?' ওর পাশে চলে আসতেই জিজ্ঞেস করলো সে। 'কী হচ্ছে ওখানে?'

গতি না কমিয়েই একবার তাকালো সে। 'গোল্ড ক্লোকরা ওকে সেপ্টে নিয়ে যাচ্ছে।'

'কাকে?' চিৎকার করে উঠলো আরিয়া, এবার প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে।

'মুখ্য উপদেষ্টা! বু বললো, ওরা নাকি তার মাথা কেটে নেবে।'

চলন্ত কোনো ওয়াগন রাস্তায় গর্ত করে রেখেছে। ছেলেটা লাফ দিলো, কিন্তু আরিয়া দেখেনি। আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে, পাথরের সাথে ঘষা খেয়ে হাঁটু ছিলে গেল, শক্ত ভূমিতে ব্যথা পেল হাতে। ওর পায়ের কাছে নিডল অনুভব করছে এখনো। দাঁড়াতে দাঁড়াতে ফোঁপাচ্ছে সে। বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল রক্তে ভরে আছে। জায়গাটা চুষতেই ও দেখতে পেল, অর্ধেক নখই উঠে গেছে। ওর হাত দপদপ করছে ব্যথায়, হাঁটু রক্তাক্ত হয়ে আছে।

'জায়গা দাও!' চৌরাস্তা থেকে কেউ গর্জন করে উঠলো। 'রেডওয়াইনের লর্ডদের জায়গা দাও!' ওরা তাকে পিষে দেয়ার আগে কোনোমতে রাস্তা থেকে সরে যেতে পারলো আরিয়া। বিশাল চারটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে চারজন রক্ষী, বাহনটা দ্রুত ছুটে গেল ওর পাশ দিয়ে। নীল আর রক্ত বর্ণের দাগাঙ্কিত আলখাল্লা পরে আছে ওরা। ওদের পেছনে দুইজন তরুণ লর্ডলিং পাশাপাশি আরোহন করছে দুটো মাদি ঘোড়ায়, যেন মটরশুটির ভেতর থাকা দুটো মটরদানা। দুর্গ-প্রাচীরের ওখানে ওদেরকে সে কয়েকশবার দেখেছে; রেডওয়াইন জমজ ভাই, স্যার হরাস আর স্যার হবার। সহজ-সরল দুই তরুণ, কমলা চুল আর চারকোণা মুখে দাগ। সানসা আর জেইন পুল ওদেরকে ডাকতো স্যার হরর আর স্যার স্লোবার বলে, ওদেরকে দেখামাত্রই হিহি করে হাসতো দুজনেই। ওদেরকে এখন আর দেখতে হাস্যকর মনে হচ্ছে না।

সবাই একই দিকেই যাচ্ছে, দেখতে চায় ঘণ্টা-ধ্বনির আসল কারণ কী। ঘণ্টার শব্দ এবার আরো বেড়ে গেল, উচ্চ শব্দে ডাকছে এখন। জনস্রোতের সাথে মিশে গেল আরিয়া। নখ উঠে যাওয়ার কারণে ওর বুড়ো আঙ্গুল এত ব্যথা করছে যে অনেক কষ্টে শুধু কান্নাই আটকাতে পারছে ও। খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছে সে, ঠোঁট কামড়ে ধরে ব্যথা সহ্য করছে, চারপাশের উত্তেজিত স্বর শোনার চেষ্টায় আছে।

BanglaBook.org

'রাজার মুখ্য উপদেষ্টা লর্ড স্টার্ক। ওকে বেইলরের সেপ্টে নিয়ে যাচ্ছে ওরা।'

'আমি তো শুনলাম সে মরে গেছে।'

'শীঘ্রই...শীঘ্রই মরবে। আমি একটা হরিণ মুদ্রা বাজি ধরেছি যে ওরা তার মাথা কেটে নেবে।'

'সময় হয়েছে, বেইমান।' থুথু ফেললো অন্য লোকটা।

গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না ওর, এরপরে যখন অনেক কষ্টে 'জীবনেও না' বললো, সেটা হারিয়ে গেল জনস্রোতের গর্জনের ভেতর।

'গর্দভের দল! ওরা মোটেও তার শিরশ্ছেদ করবে না। কবে থেকে ওরা বেইলরের সেপ্টে বেইমানদের মাথা কাটতে শুরু করেছে?'

'আচ্ছা? তা ওরা নিশ্চয়ই একে নাইট উপাধি দেয়ার জন্য এখানে আনেনি, তাই না? আমি শুনেছি স্টার্কই পুরোনো রাজা রবার্টকে হত্যা করেছে। বনের ভেতর ওর গলা কেটে নিয়েছে সে, এরপর ওখানে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে বলছিলো যে বুনো শূকরই নাকি ওর মহামান্য রাজাকে খুন করেছে।'

'আহ, কথাটা ঠিক না। ওর ভাইই মেরেছে ওকে। ঐ সোনালি শিং পরা রেনলি।'

'মুখ বন্ধ রাখো, মিথ্যুক মহিলা! তোমার ধারণাই নেই যে কী বলছো। লর্ড রেনলি একজন চমৎকার লোক।'

সিস্টার্স স্ট্রিট পার হওয়ার পর ওরা কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে যেতে থাকলো। জনস্রোত ওকে সামনে নিয়ে গেল, ভিসেনিয়ার পাহাড়ের দিকে। সাদা মার্বেলের চত্বর লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে, সবাই একে অপরের সাথে উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে, চেষ্টা করছে বেইলরের সেপ্টের কাছাকাছি যেতে। ঘণ্টা-ধ্বনি এখন আরো জোরে বাজছে।

চাপাচাপির মধ্যে কোনোভাবে ফাঁকফোঁকর গলে বেরিয়ে যাচ্ছে আরিয়া, ঘোড়ার পায়ের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল এইমাত্র, শক্তভাবে কাঠের তলোয়ারটা ধরে আছে। ভিড়ের ভেতর থেকে শুধু হাত-পা আর পেট দেখা যাচ্ছে, সেপ্টের সাতটা সরু টাওয়ার উঠে আছে উপরের দিকে। ভালোভাবে দেখার জন্য পাশেই থাকা কাঠের ওয়াগনের উপর ওঠার কথা ভাবলো সে, কিন্তু অন্যরাও ওর মতোই ভাবছে। গাড়ির চালক গালিগালাজ করছে, চাবুক দিয়ে বাড়ি মেরে সরিয়ে দিতে চাইছে ওদেরকে।

আরো বেশি করে উত্তেজিত হয়ে পড়লো আরিয়া। ভিড়ের সামনের দিকে চলে গেল সে, একটা স্তম্ভের পাথরের সাথে চেপে গেল। কাঠের তলোয়ারটাকে কোমরবন্ধে গুঁজে উপরে উঠতে থাকলো সে, এরপর রাজার মূর্তির দুপায়ের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইলো।

BanglaBook.org

আর ঠিক তখুনি বাবাকে দেখতে পেল আরিয়া।

লর্ড এডার্ড হাই সেপ্টের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, দুই পাশে আছে দুইজন গোল্ড ক্লোক। দামি ধূসর মখমলের কাপড় পরে আছেন তিনি, বুকের কাছে সাদা নেকড়ের প্রতিকৃতি সেলাই করা, ধূসর উলের আলখাল্লার ভেতরের দিকে পশমের আবরণ। তবে তাকে আগের চেয়ে অনেক চিকন আর দুর্বল দেখাচ্ছে, তার লম্বা মুখে স্পষ্টভাবে খোদাই করা আছে ব্যথার ছাপ। ঠিকঠাক দাঁড়াতে পারছেন না তিনি; তার ভাঙা পায়ের ওপর থাকা আবরণ ফ্যাকাশে হয়ে পচে গেছে।

ওনার পেছনেই আছেন হাই সেপ্টন, খাটো একজন মানুষ, অসম্ভব মোটা আর বয়সের কারণে চামড়া তার রঙ হারিয়েছে। লম্বা, সাদা আলখাল্লা পরে আছেন তিনি, মাথায় আছে সোনা আর স্ফটিক দিয়ে তৈরি তাজ, যতবারই নড়ছেন তার মাথায় রঙধনুর সাত রঙ এঁকে দিচ্ছে মুকুটটা।

মার্বেল পাথরের তৈরি উঁচু বেদির সামনে সেপ্টের দরজার চারপাশে ছড়িয়ে আছে নাইট আর হাই লর্ডরা। জফরিকে ওদের সবার ভেতর আলাদাভাবে নজরে পড়ছে; ওর পোশাক রক্তিম বর্ণের, রেশম আর সাটিন জুড়ে আঁকা আছে অনেকগুলো হরিণ আর গর্জনরত সিংহ, মাথায় সোনালি তাজ। ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তার মা, রাণী সার্সি। তার কালো গাউনের ওপর রক্তাভ আবরণ দেয়া, মাথায় কালো হীরা বসানো অবগুণ্ঠন। হাউন্ডকে দেখেই চিনতে পারলো আরিয়া, কালচে ধূসর রঙের বর্মের ওপর সাদা আলখাল্লা পরেছে সে। ওর পাশেই কিংসগার্ডের চারজনকে দেখা যাচ্ছে। খোজা ভ্যারিস তার নরম চপ্পল পড়ে হেঁটে যাচ্ছে সবার মাঝখান দিয়ে, গায়ে আছে নকশা করা বুটিওয়ালা আলখাল্লা। ওর পাশে রূপালি টুপি আর খোঁচা খোঁচা দাড়ির বেঁটে লোকটা সম্ভবত সেই লোক যে কোনো এককালে মায়ের হাত পাওয়ার জন্য দ্বৈত যুদ্ধ লড়েছিলো।

সবার মাঝখানে আছে সানসা, আকাশী নীল রেশমি কাপড় গায়ে। লম্বা, পিঙ্গল বর্ণের বাঁকানো চুলগুলো সুন্দর করে ধোয়া হয়েছে, কবজিতে লাগানো আছে কাঁকন। ভ্রু কুঁচকালো আরিয়া, ভাবছে ওর বোন এখানে কী করছে, ওকে দেখতে এতটা খুশি দেখাচ্ছে কেন।

গোল্ড ক্লোক বর্শাধারীদের লম্বা লাইন ভিড়কে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বেশ ভালো করে বর্ম পরা মোটা এক লোক নেতৃত্ব দিচ্ছে ওদের; ওর বর্ম কালো রঙ দিয়ে পালিশ করা, সোনার তারের সুক্ষ্ম কাজ আছে ওখানে। ওর আলখাল্লা থেকে ধাতব স্বর্ণের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ঘণ্টা বাজা শেষ হতেই বিশাল চত্বরের চারদিকে নীরবতা নেমে এলো। ওর বাবা মাথা তুলে কথা বলতে শুরু করলেন, তার গলা এতই দুর্বল আর ক্ষীণ হয়ে গেছে যে

BanglaBook.org

কথাগুলো বুঝতে অনেক কষ্ট হচ্ছে ওর। পেছন থেকে লোকজন চিৎকার করে বলছে, 'কী?' এবং 'আরো জোরে!' কালো আর সোনালি রঙের বর্ম পরিহিত লোকটা এগিয়ে এসে বাবাকে জোরেশোরে খোঁচা দিলো। *ওনাকে ছেড়ে দাও!* চিৎকার করতে চাইলো আরিয়া, কিন্তু ও জানে কেউ ওর কথা শুনতে পাবে না। ঠোঁট কামড়াতে শুরু করে দিলো সে।

ওর বাবা আবারো মাথা উঁচিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আমি এডার্ড স্টার্ক, উইন্টারফেলের লর্ড এবং রাজার মুখ্য উপদেষ্টা।' তার গলা এবার চত্বরের চারদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 'আমি আপনাদের কাছে এসেছি দেবতা আর মানুষের সামনে আমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্বীকার করতে।'

'না,' আরিয়া ফুঁপিয়ে উঠলো। ওর নিচে জনতা চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। গালিগালাজ আর বিদ্রুপে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে সানসা।

ওর বাবা তার গলা আরো উপরে উঠিয়ে দিলেন, সবাইকে বাধ্য করছেন শুনতে। 'আমি আমার রাজার বিশ্বাসের সাথে বেইমানি করেছি, আমার বন্ধু রবার্টের আস্থা ভেঙে দিয়েছি,' চিৎকার করে বললেন তিনি। 'আমি তার বাচ্চাদের রক্ষা করার শপথ নিয়েছিলাম, কিন্তু তার রক্ত শীতল হওয়ার আগেই তাকে সিংহাসন চ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেছি, ওর সন্তানকে খুন করে সিংহাসন নিজের দখলে নিতে চেয়েছি। হাই সেপ্টন, সবার প্রিয় বেইলর আর সপ্ত দেবতা আমার কথাগুলোর সাক্ষী হয়ে থাকুক: জফরি ব্যারাথিয়নই হচ্ছেন আয়রন থ্রোনের সত্যিকার উত্তরাধিকারী, সেই সাথে সমস্ত দেবতার আশির্বাদ অনুযায়ী তিনিই সপ্তরাজ্যের রাজা আর এই সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা।'

ভিড়ের ভেতর থেকে একটা পাথর উড়ে এলো। বাবাকে পাথরটা আঘাত করতেই চিৎকার দিয়ে কান্না করে উঠলো আরিয়া। গোল্ড ক্লোকরা ধরে না রাখলে পড়েই যেতেন তিনি। কপালের অনেকটা অংশ কেটে রক্তের ধারা বইছে গাল বেয়ে। আরো পাথর আগেরটাকে অনুসরণ করলো। বাবার বামে থাকা রক্ষীকে এগুলোর একটা আঘাত করলো। কালো আর সোনালি বর্মের নাইটের উরস্ত্রাণে আঘাত হানলো আরেকটা। কিংসগার্ডের দুইজন নাইট এগিয়ে এসে নিজেদের ঢাল দিয়ে রাণী আর রাজাকে রক্ষা করছে।

আলখাল্লার ভেতর ঢুকে গেল ওর হাত, খাপের ভেতর দম আটকে অপেক্ষায় আছে নিডল। হাতলের চারপাশে মুষ্টি বদ্ধ করলো সে, এত জোরে চেপে ধরলো যতটা জোরে এর আগে কোনো কিছুকেই চেপে ধরেনি সে। *প্লিজ, দেবতার দল, ওনাকে নিরাপদে রাখুন*, প্রার্থনা করলো সে। *ওরা যেন বাবার কোনো ক্ষতি করতে না পারে।*

BanglaBook.org

হাই সেপ্টন জফরি আর তার মায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। 'আমরা যেমন পাপ করি, তেমনই শাস্তি পাই,' আবৃত্তির সুরে বললেন তিনি, তার গলা বাবার কণ্ঠের চেয়ে আরো গম্ভীর আর উঁচু। 'এই লোকটা আজ এই পবিত্র স্থানে দেবতা আর মানুষের সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে।' প্রার্থনার ভঙ্গিতে দুহাত তুললেন হাই সেপ্টন, তার মাথার উপর রঙধনু খেলা করছে। 'দেবতারা ন্যায় বিচারক। কিন্তু এরপরেও, শ্রদ্ধেয় বেইলর আমাদের শিখিয়েছেন যে তারা একই সাথে ক্ষমাশীলও বটে। এই বেঈমানের সাথে কী করা যায়, মহামান্য?'

একত্রে হাজার হাজার স্বর চিৎকার শুরু করলো, কিন্তু আরিয়া এদের কারো কথাই শুনছে না। রাজকুমার জফরি...না, রাজা জফরি...তার কিংসগার্ডের ঢালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। 'আমার মা আমাকে আদেশ দিয়েছেন যাতে লর্ড এডার্ডকে আমি নাইটস ওয়াচে যোগ দিতে দেই, আর লেডি সানসা তার বাবার জীবনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে আমার কাছে।' সরাসরি সানসার দিকে তাকালো সে, এরপর সে *হাসলো*। কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর মনে হলো দেবতারা হয়তোবা ওর প্রার্থনা শুনেছেন। আর তারপরেই জনতার দিকে তাকালো জফরি, বললো, 'কিন্তু ওদের মন যেকোনো নারীর মতোই নরম। যতদিন আমি তোমাদের রাজা আছি, বিশ্বাসঘাতকতা কখনই শাস্তি ছাড়া পার পেয়ে যাবে না। স্যার ইলিন, ওর মাথা এনে দিন আমাকে!'

গর্জে উঠলো জনতা। আরিয়া অনুভব করলো, বেইলরের মূর্তি ওদের এগিয়ে আসার কারণে নড়ে উঠছে। হাই সেপ্টন রাজার স্কন্ধাবরণ আঁকড়ে ধরেছেন, ভ্যারিস ছুটে এসে জোরেশোরে হাত নাড়াচ্ছে, এমনকি রাণীও ওকে কী কী যেন বলছে। কিন্তু মাথা নাড়াচ্ছে জফরি। রাজঘাতক এগিয়ে আসতেই লর্ড আর নাইটরা সরে যায়গা করে দিলো ওকে। লৌহ মেইল পরা লম্বা, মাংসহীন এক লোক। খুব ক্ষীণভাবে, যেন অনেক দূর থেকে আসছে শব্দটা, ও তার বোনের চিৎকার শুনতে পেল। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেছে সানসা, মৃগী রোগীর মতো ফোঁপাচ্ছে। বেদির সিঁড়ি বেয়ে উঠলো স্যার ইলিন পেইন।

বেইলরের পায়ের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে ভিড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আরিয়া, এক হাতে বের করে এনেছে নিডল। কসাইয়ের জামা পরা এক লোকের গায়ের ওপর গিয়ে পড়লো সে, মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। সাথে সাথে কেউ একজন ওর পিঠে মাড়া দিলো, আর সেও প্রায় পড়ে গেল মাটিতে। মানুষের পর মানুষ চেপে আসছে ওর চারদিক থেকে, কেউ আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, কেউ ধাক্কা দিচ্ছে, পা দিয়ে মাড়িয়ে দিচ্ছে কসাই লোকটাকে। নিডল দিয়ে ওদেরকে একের পর এক আঘাত করে যাচ্ছে আরিয়া।

বেদির উপর থেকে স্যার ইলিন পেইন ইঙ্গিত দিতেই কালো আর সোনালি বর্ম পরা নাইট আদেশ দিলো। গোল্ড ক্লোকরা লর্ড এডার্ডকে ধরে নিয়ে এলো মার্বেল পাথরের

BanglaBook.org

কাছে, মাথা আর বুক পাথরের বাইরের দিকে রেখে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করলো তাকে।

'তুমি! এদিকে এসো!' রাগী একটা স্বর আরিয়াকে বললো। কিন্তু হাঁচড়েপাঁচড়ে বেরিয়ে গেল সে, আশেপাশের লোকদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। কিলবিল করে ওদের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আরিয়া, পথের মাঝে যে-ই পড়ছে তার সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। একটা হাত ওকে ধরার চেষ্টা করলো, কিন্তু সে আঘাত করলো তাকে, পা বরাবর লাথি ছুঁড়ে দিলো। কিন্তু এতে কাজ হচ্ছে না, একেবারেই হচ্ছে না, এখানে মানুষের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। ও কোনোভাবে একটা ফাঁকা জায়গা বের করার সাথে সাথে সেটা আবারো নিজে থেকে জোড়া লেগে যাচ্ছে। কেউ একজন ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো এইমাত্র। এখনো সানসার কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

স্যার ইলিন তার পিঠের সাথে লাগানো খাপ থেকে বের করে আনলো একটা দ্বিহাতি তলোয়ার। তলোয়ারটা মাথার উপর তুললো সে, কালো ধাতব শরীরে যেন সূর্যের আলোর ঢেউ খেলছে, যেকোনো ব্লেডের চেয়ে ধারালো ঐ প্রান্তের ওপর দিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে সেই আলো। *আইস*, ও ভাবলো, *ওর হাতে আইস আছে!* চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে ওর, চোখ ঝাপসা করে দিচ্ছে।

আর তারপর ভিড়ের ভেতর থেকে একটা হাত উড়ে এসে ওর হাত ধরে ফেললো, যেন নেকড়ে ধরার ফাঁদ ওটা। লোকটা ওকে এতই শক্ত করে ধরলো যে নিডল উড়ে বেরিয়ে গেল হাত থেকে। মাটি থেকে উঠে গেল আরিয়ার পা। লোকটা যদি ওকে ধরে না রাখতো তবে সে পড়েই যেত। সে এমনভাবে ওকে ধরে রেখেছে যেন ও স্রেফ একটা পুতুল। একটা মুখ ওর খুব কাছে চলে এলো, লম্বা কালো চুল, জটবাঁধা দাড়ি আর নোংরা দাঁত। 'তাকিয়ো না!' মোটা একটা স্বর ওর উদ্দেশ্যে গর্জে উঠলো।

'আমি...আমি...আমি...' ফোঁপাচ্ছে আরিয়া।

বুড়ো লোকটা ওকে এত জোরে ঝাঁকালো যে দাঁত পর্যন্ত নড়ে উঠলো ওর। 'মুখ আর চোখ বন্ধ রাখো, ছেলে।'

অনেক দূর থেকে খুব ক্ষীণভাবে একটা শব্দ শুনলো সে...একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাসের শব্দ, যেন এক মিলিয়ন লোক একসাথে নিজেদের শ্বাস ছেড়ে দিয়েছে। বুড়ো লোকটার আঙুল তার হাতের ভেতর ঢুকে গেল, লোহার ন্যায় শক্ত তার হাত। 'আমার দিকে তাকাও। হ্যাঁ, তাকাও আমার দিকে।' ওয়াইনের গন্ধ বের হচ্ছে ওর শ্বাস থেকে। 'মনে আছে, ছেলে?'

এই দুর্গন্ধটাই ওকে তাকাতে বাধ্য করলো। লোকটার তৈলাক্ত চুলের দিকে নজর দিলো সে, ওর কাঁধে যে তালি দেয়া ধুলোময় আলখাল্লা আছে তার দিকেও দেখলো

BanglaBook.org

একবার, চোখগুলো সরু হয়ে দেখছে ওকে। ওর মনে পড়লো সেই ব্ল্যাক ব্রাদারের কথা যে তার বাবার সাথে দেখা করতে এসেছিলো।

'চিনতে পেরেছ, তাই না? ভালো ছেলে।' থুথু ফেললো সে। 'ওদের কাজ শেষ। তুমি এখন আমার সাথে আসবে, আর মুখ বন্ধ রাখবে সবসময়।' ও যখন জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুললো, লোকটা তাকে ধরে ঝাঁকালো, আরো জোরে। 'মুখ বন্ধ রাখতে বলেছি আমি!'

চত্বর খালি হতে শুরু করেছে। লোকজন তাদের কাজে ফিরে যাওয়া শুরু করতেই ওদের চারপাশ থেকে চাপ কমতে থাকলো। কিন্তু আরিয়ার জীবন থমকে গেছে। অসাড়ভাবে সে অনুসরণ করছে *ইয়োরেনকে...হ্যাঁ, ওর নাম ইয়োরেন*। নিডল ফিরে পেয়েছিলো কি না সেটা মনে করার চেষ্টা করছিলো সে, এমন সময় লোকটা ওর হাতে গুঁজে দিলো তলোয়ারটা। 'আশা করি তুমি এটা ব্যবহার করতে পারবে, ছেলে।'

'আমি ছেলে না!' ও বলতে শুরু করলো।

পাশের একটা দরজা দিয়ে ধাক্কা মেরে ওকে ভেতরে নিয়ে গেল লোকটা, ময়লা আঙ্গুল ওর চুলে বুলিয়ে দিলো একবার, এরপর চুলগুলোকে মুচড়ে ধরে মাথাটাকে পেছন দিকে টেনে নিলো। 'বুদ্ধিমান ছেলে না, এটাই তো বলতে চাও?'

ওর অন্য হাতে একটা ছুরি দেখা যাচ্ছে।

ছুরিটা ওর মুখের দিকে তেড়ে আসতেই আরিয়া নিজেকে পেছনের দিকে ছুঁড়ে দিলো। উন্মত্তভাবে লাথি মারছে ও, মাথাটা এপাশ-ওপাশে দোলাচ্ছে, কিন্তু লোকটা ওর চুল টেনে ধরে রেখেছে, এতই শক্ত করে যে ওর মনে হচ্ছে মাথার তালুই ছিঁড়ে চলে আসবে, ঠোঁটে পাচ্ছে অশ্রুর নোনা স্বাদ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ব্র্যান

সবচেয়ে বড়গুলোর বয়স সতেরো-আঠারো হবে, একজনের হবে অন্তত বিশ। বেশিরভাগই ছোট, ষোল কিংবা তারও কম।

মেইস্টার লুউইনের দুর্গের চূড়ায় থাকা বারান্দায় বসে ওদেরকে দেখছে ব্র্যান, কাঠের লাঠি আর তলোয়ার নিয়ে খেলছে ওরা, চিৎকার-চেঁচামেচিতে চারপাশ ভরিয়ে তুলেছে। খটখট শব্দে জীবিত হয়ে উঠেছে প্রাঙ্গণ, খানিক পরপরেই কারো না কারো জামা নাহলে শরীরে দুমদাম বাড়ি মারার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, আর এই শব্দের সাথে আর্তনাদ মিশে এই পুরো প্রাঙ্গণকেই করে তুলছে আরো প্রাণবন্ত। স্যার রড্রিক ছেলেদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, সাদা গোঁফের আড়ালে মুখ লাল হয়ে আছে, বিড়বিড় করছেন ওদের উদ্দেশ্যে। বৃদ্ধ নাইটকে এর আগে কখনোই এতটা দৃঢ় অবস্থায় দেখেনি সে। 'হচ্ছে না,' উনি বলে যাচ্ছেন, 'হচ্ছে না, একদম হচ্ছে না।'

'এরা মারামারিতে অত ভালো না,' দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললো ব্র্যান। সামারের কানের পেছনে অলসভাবে চুলকে দিচ্ছে সে, ডায়ারউলফটা তখন এক তাল মাংস ছিঁড়ে-খুটে খাচ্ছে। ওর চোয়ালের ভেতর কড়কড় শব্দে ভেঙে যাচ্ছে হাড়।

'একদমই না,' মেইস্টার লুউইন বললেন, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। মেইস্টার তার বিশাল মিয়েরিশ লেন্স টিউবের ভেতর দিয়ে চোখ রাখছেন ধূমকেতুর ওপর, ছায়ার মাপ নিচ্ছেন আর সকালের আকাশের নিচের দিকে ঝুলে থাকা ধূমকেতুর অবস্থান নির্ণয় করছেন। 'তবে এদেরকে সময় দিলে...স্যার রড্রিক সত্যিই বুঝতে পেরেছেন। দেয়ালের উপর পাহারা বসানোর জন্য আমাদের আরো অনেক লোক লাগবে। তোমার বাবা তার

BanglaBook.org

রক্ষীর বেশিরভাগই নিয়ে গেছেন নিজের সাথে, তোমার ভাই নিয়ে গেছে বাকিগুলোকে, সাথে নিয়ে গেছে পুরো সেনাবাহিনী। এদের অনেকেই আর ফিরে আসবে না, অতএব ওদের জায়গা নেয়ার জন্য লোক লাগবে আমাদের।'

ঘর্মাক্ত ছেলেদের দিকে তীব্র বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে ব্র্যান। 'আমার যদি পা থাকতো, আমি ওদের সবাইকে হারিয়ে দিতাম।' শেষ যে বার তলোয়ার হাতে নিয়েছিলো, সেবারের কথা মনে পড়লো তার। রাজা রবার্ট যখন উইন্টারফেলে এসেছিলেন, তখনকার কথা। সামান্য কাঠের তলোয়ার দিয়েই সে রাজকুমার টমেনকে কয়েকশবার হারিয়ে দিতে পেরেছিলো। 'স্যার রড্রিকের উচিত আমাকে রণ-কুঠার চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়া। যদি আমার কাছে বড় হাতলবিশিষ্ট রণ-কুঠার থাকে, তাহলে হোডোর আমার হয়ে পা চালাতে পারতো। আমরা দুইজন মিলে নাইট হতে পারতাম।'

'আমার মনে হয় না এটা সম্ভব,' মেইস্টার লুউইন বললেন। 'ব্র্যান, কেউ যখন যুদ্ধ করে, তার হাত, পা আর মাথা একীভূত থাকা উচিত।'

প্রাঙ্গণ থেকে ধেয়ে এলো স্যার রড্রিকের চিৎকারের ধ্বনি। 'তোমরা বেকুবের মতো হাত চালাচ্ছো! এ তোমাকে মারছে, তুমি তাকে আরো জোরে মারছো, কী এসব? আটকাও! আঘাত আটকাও! বেকুবের মতো মারামারি করলে চলবে না। যদি এগুলো সত্যিকারের তলোয়ার হতো, তবে প্রতিপক্ষের প্রথম আঘাতেই তোমার হাত উড়ে যেত।' কেউ একজন হেসে দিলো। বুড়ো নাইট ঘুরলেন ওর দিকে। 'তুমি হাসছো? এতক্ষণ ধরে অপদার্থের মতো লড়াই করেছ তুমি। আর এখন হাসছো? বিরক্তিকর!'

'এক নাইট ছিলো, সে চোখে দেখতো না,' একগুঁয়ের মতো বললো ব্র্যান, নিচে স্যার রড্রিক এখনো চেঁচিয়ে যাচ্ছেন। 'বুড়ি ন্যানের কাছে শুনেছি। ওর হাতে থাকতো বিশাল এক লাঠি, যার দুই প্রান্তে ছিলো ধারালো ব্লেড। হাতের মধ্যেই জিনিসটা ঘোরাতো সে, একসাথে দুইজনের মাথা কেটে নিতে পারতো।'

'সাইমিয়ন স্টার-আইস,' লুউইন বললেন, একটা বইয়ের ভেতর কিছু সংখ্যা টুকে নিচ্ছেন তিনি। 'চোখ হারানোর পর খালি কোটরে নীলকান্তমণি রেখেছিলেন তিনি। অন্তত গায়করা তা-ই বলে। ব্র্যান, এ শুধুই একটা গল্প, বোকা ফ্লোরিয়ানের মতোই। বীরদের যুগের উপকথা।' মেইস্টার মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন। 'তোমাকে এই অদ্ভুত স্বপ্নগুলো দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, এগুলো শুধু তোমার হৃদয়ই ভাঙবে।'

স্বপ্নের কথা বলায় ওর মনে পড়লো কিছু একটা। 'ঐ দাঁড়কাকটাকে আবারো স্বপ্ন দেখেছি, গত রাতে। সেই তিন চোখওয়ালা কাক। আমার ঘরে ঢুকে আমাকে ওর সাথে যেতে বললো। আমিও গেলাম। ভূগর্ভের সমাধিতে নিয়ে গেল ও আমাকে। বাবা ওখানে ছিলেন, আমরা কথাও বলেছি। উনি...উনার মন অনেক খারাপ ছিলো।'

BanglaBook.org

'মন খারাপ? কেন?' লম্বা নলের ভেতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছেন মেইস্টার লুউইন।

'জনের সাথে সম্পর্কিত কোনো একটা কারণে, আমার মনে হয়।' স্বপ্নটা খুবই বাজে ছিলো, ঐ কাকের অন্য স্বপ্নগুলোর চেয়ে আরো বেশি বাজে। 'হোডোর সমাধিতে যেতে চাইছে না।'

মেইস্টার ভালোভাবে শুনছেন না, ব্র্যান বুঝতে পারছে। নলের ভেতর থেকে চোখ তুললেন তিনি, কয়েকবার পিটপিট করলেন। 'হোডোর কোথায় যাবে না?'

'সমাধিতে। আমি জেগে ওঠার পর ওকে বললাম আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে। দেখতে চাইছিলাম যে বাবা আসলেই ওখানে আছেন কি না। প্রথমে সে বুঝতেই পারেনি আমি কী বলছি, কিন্তু ওকে আমি একের পর এক জায়গার নির্দেশনা দিলে সে আমাকে কিছুদূর নিয়ে যায়। কিন্তু সমাধির সিঁড়িতে এসে সে আর নিচে নামতে রাজি হয়নি। সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে শুধু একটা কথাই বলছিলো সে, "হোডোর," যেন সে অন্ধকার ভয় পায়, কিন্তু আমার হাতে মশাল ছিলো। আমি এতই রেগে গেছিলাম যে ওর মাথায় প্রায় মেরেই বসেছিলাম। বুড়ি ন্যান তো প্রায়ই করে এটা।' মেইস্টার কীভাবে যেন ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন, খেয়াল করেছে ও। আর তাই দ্রুত যোগ করলো সে, 'না না, আমি মারিনি।'

'ভালো করেছ। হোডোর একজন মানুষ। কোনো খচ্চর নয় যে আমরা ওকে মারবো।'

'স্বপ্নে আমি কাকটার সাথে উড়ছিলাম, কিন্তু জেগে থাকা অবস্থায় তো আমি উড়তে পারি না কখনো,' ব্র্যান বললো।

'সমাধিতে যেতে চাইলে কেন?'

'আমি বলেছি আপনাকে। বাবার খোঁজ করার জন্য।'

মেইস্টার তার শেকল ধরে টানাটানি করতে থাকলেন, অস্বস্তিতে ভুগলে এই কাজ করেন তিনি। 'ব্র্যান, কোনো একদিন লর্ড স্টার্ক পাথরের নিচে শুয়ে পড়বেন, তার বাবা আর বাকি সব স্টার্কদের পাশে। কিন্তু এটা হতে আরো অনেক দেরি আছে...দেবতারা দয়া করুক। তোমার বাবা কিংস ল্যান্ডিং-এ রাণীর হাতে বন্দি আছেন। তুমি তাকে ভূগর্ভের সমাধিতে খুঁজে পাবে না।'

'উনি গতকাল রাতে ওখানেই ছিলেন। আমি কথা বলেছি তার সাথে।'

'জেদি ছেলে।' মেইস্টার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বইগুলোকে একপাশে সরিয়ে দিলেন তিনি। 'তুমি যেতে চাও ওখানে?'

'কীভাবে? হোডোর যাবে না। অন্যদিকে, সিঁড়িটা ড্যান্সারের জন্য অনেক বেশি ছোট আর ঘোরানো।'

BanglaBook.org

'আমি এর সমাধান দিতে পারবো।'

হোডোরের পরিবর্তে ওয়াইল্ডলিং মেয়েটাকে ডেকে আনা হলো। ওশা বেশ লম্বা, শক্তপোক্ত আর যখন যেখানে যাওয়ার আদেশ করা হয় সেখানেই যায়, অভিযোগ করে না। 'আমি পুরো জীবন দেয়ালের ওপাশে কাটিয়েছি, মাটির নিচের গর্ত দেখে আমার ভয় পাওয়ার কী আছে, মি লর্ডস?' ও বললো।

'সামার, এসো,' মেয়েটা তার শক্ত হাতে ওকে তুলে নিতেই ব্র্যান বললো। ডায়ারউলফটা হাড়গোড় খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ওদেরকে অনুসরণ করলো। ব্র্যানকে বহন করে প্রাঙ্গণের ওপর দিয়ে নিয়ে গেল ওশা। অবশেষে ভূগর্ভের সেই সিঁড়িতে এসে উপস্থিত হলো ওরা। মেইস্টার লুউইন মশাল হাতে সামনে সামনে যাচ্ছেন। ওশা তাকে পিঠে না নিয়ে কোলে নিয়েছে, কিন্তু এরপরেও ব্র্যান কোনো অভিযোগ করলো না। স্যার রড্রিক ওশার শেকল কেটে দিয়েছেন, যেহেতু সে বেশ কিছুদিন ধরে উইন্টারফেলে অনুগতের মতো আদেশ পালন করে আসছে। তবে ওর পায়ের গোছায় শক্ত লোহার শেকল আছে, যার অর্থ হচ্ছে, ওকে এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। কিন্তু শেকলদুটো ওর চলার গতি কমাতে পারছে না।

শেষ কবে এখানে এসেছে, মনে করতে পারছে না ব্র্যান। অনেক আগের কথা হয়তো। যখন ও ছোট ছিলো, তখন রব, জন আর বোনদের সাথে খেলার জন্য এখানে আসতো সে।

ওরা যদি এখন থাকতো, তাহলে এই স্থানটাকে এতটা অন্ধকার মনে হতো না। সামার ওদের সামনে অন্ধকারের ভেতর এগিয়ে গেল, এরপর থেমে শীতল বাতাস টানতে লাগলো। দাঁত বের করে খানিকটা পিছিয়ে এলো নেকড়েটা, মেইস্টারের মশালের আলোয় ওর চোখগুলো থেকে সোনালি দ্যুতি বের হচ্ছে। এমনকি শক্ত মনের ওশাও অস্বস্তিতে ভুগছে মনে হলো। 'চেহারাগুলো অনেক...বিষণ্ন,' পাথুরে আসনে বসা গ্রানাইটের তৈরি স্টার্ক মূর্তিগুলোকে দেখতে দেখতে বললো সে।

'শীতের রাজা ছিলো ওরা,' ব্র্যান ফিসফিস করে বললো। এই স্থানে জোরে কথা বলাটাকে কেমন যেন ভুল বলে মনে হচ্ছে।

ওশা হাসলো। 'শীতের কোনো রাজা নেই। ওকে দেখলেই বুঝতে পারতে।'

'হাজার বছর আগের উত্তরের রাজা এরা,' মেইস্টার লুউইন বললেন, মশালটাকে উঁচিয়ে ধরলেন যেন আলো ওদের মুখে পড়ে। এদের মাঝে কেউ লম্বা চুল-দাড়িওয়ালা, ওদের সাথে থাকা নেকড়ের মতোই লোমশ, ভয়ংকর। অন্যদের মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই, দেহ রোগা, কিন্তু কোলের ওপর থাকা দীর্ঘ অসির মতোই ধারালো। 'কঠিন সময়ের কঠিন হৃদয়ের লোক। এসো।' প্রাণবন্তভাবে সমাধিকক্ষ ধরে এগোতে থাকলেন তিনি।

BanglaBook.org

পাথুরে স্তম্ভের সারি আর অগণিত মূর্তির পাশ দিয়ে হাঁটছেন তিনি। তার চলার পথের বিপরীতে ঝুঁকে আছে অগ্নিশিখা, যেন আগুনের তৈরি কোনো জিহ্বা বেরিয়ে আছে।

সমাধিকক্ষে অনেকগুলো গহ্বর আছে, উইন্টারফেল থেকেও লম্বা এই সমাধি। জন একবার বলেছিলো, নিচে নাকি আরো স্তর আছে, ওখানে আছে একদম প্রথম দিকের রাজাদের সমাধি। আলো কতক্ষণ থাকে সেই খেয়াল রাখতে হবে। ওশা ব্র্যানকে কোলে নিয়ে এগোনোর পরেও সামার অনুসরণ করতে রাজি হচ্ছে না।

'তোমার ইতিহাস মনে আছে, ব্র্যান?' হাঁটতে হাঁটতে বললেন মেইস্টার। 'ওশাকে বোলো ওরা কে আর কী করেছে, যদি পারো।'

যেতে যেতে চেহারাগুলোর দিকে তাকালো সে, আর গল্পগুলো মাথায় চলে এলো তার। মেইস্টার ওকে গল্পগুলো বলেছেন, আর বুড়ি ন্যান সেগুলোতে দিয়েছেন জীবন। 'এ হচ্ছে জন স্টার্ক। সমুদ্র পথে ডাকাতরা যখন পূর্বাঞ্চলে এসে পৌছায়, তিনি ওদেরকে তাড়িয়ে দেন, এরপর হোয়াইট হার্বারে প্রাসাদ তৈরি করেন। ওনার সন্তান ছিলো রিকার্ড স্টার্ক, আমার বাবার বাবা নয়, অন্য রিকার্ড। উনি মার্শ কিং থেকে নেক জয় করে নিয়েছিলেন, ওর মেয়েকেও বিয়ে করেন তিনি। থিয়ন স্টার্ক হচ্ছে লম্বা চুল আর খাটো দাড়ির এই পাতলা লোকটা। ওরা তাকে *ক্ষুধার্ত নেকড়ে* বলে ডাকতো। কারণ সে সবসময়ই মেতে থাকতো যুদ্ধে। স্বপ্নালু চোখের এই লম্বা লোকটা হচ্ছেন ব্র্যান্ডন, ওনাকে বলা হতো জাহাজ নির্মাতা ব্র্যান্ডন। কারণ সমুদ্র অনেক পছন্দের ছিলো তার। উনার সমাধি খালি। ওয়েস্টেরোসের পশ্চিমে দিগন্তের দিকে যাত্রা করেছিলেন তিনি, আর কখনো ফিরে আসেননি। ওনার ছেলে হচ্ছে দহনকারী ব্র্যান্ডন। কারণ প্রচণ্ড শোকে তিনি তার বাবার সমস্ত জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে আছেন রড্রিক স্টার্ক, রেসলিং লড়ে বিয়ার আইল্যান্ড জিতেছিলেন তিনি, এরপর সেটা মরমন্টদেরকে দিয়ে দেন। এ হচ্ছে টরেন স্টার্ক, উনিই মাথা নত করেন। উত্তরের সর্বশেষ স্বাধীন রাজা ছিলেন, আর সর্বজয়ী এইগনের কাছে মাথা নত করার পর উনিই উইন্টারফেলের প্রথম লর্ড হয়েছিলেন। ওহ, এ হচ্ছে ক্রিগেন স্টার্ক। উনি একবার রাজকুমার এইমনের সাথে লড়াই করেছিলেন। ড্রাগননাইট এইমন বলেছিলেন যে তিনি ক্রিগেন স্টার্কের চেয়ে দক্ষ তলোয়ারবাজ কখনো দেখেননি।'

ওরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে, ধীরে ধীরে কষ্টের একটা অনুভূতি নিজের ভেতর টের পাচ্ছে ও। 'আর উনি আমার দাদা, লর্ড রিকার্ড, ম্যাড কিং এরিস তার শিরশ্ছেদ করেছিলো। সমাধির ভেতর তার পাশেই আছে তার মেয়ে লিয়ানা এবং ছেলে ব্র্যান্ডন। আমি না, অন্য ব্র্যান্ডন, আমার বাবার ভাই। ওদের মূর্তি থাকার কথা ছিলো না; কারণ মূর্তি থাকে শুধুমাত্র লর্ড আর রাজাদের, কিন্তু বাবা তাদেরকে এতই ভালোবাসতেন যে ওদের মূর্তি তৈরি করিয়েছেন তিনি।'

'মেয়েটা অনেক সুন্দরী,' ওশা বললো।

BanglaBook.org

'রবার্টের কাছে বিয়ের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলো সে, কিন্তু রাজকুমার রেইগার তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, ধর্ষণ করে তাকে,' ব্র্যান ব্যাখ্যা করলো। 'ওকে ফিরে পাওয়ার জন্যই যুদ্ধটা লড়েছিলো রবার্ট। ট্রাইডেন্টের সেই যুদ্ধে রেইগারকে নিজের হাতুড়ি দিয়ে মেরে ফেলে রবার্ট, কিন্তু লিয়ানা আর কখনো ফিরে আসেনি। মারা গেছে সে।'

'খুবই কষ্টের এক গল্প,' ওশা বললো। 'কিন্তু এই খালি গর্তগুলো আরো বেশি বিষণ্ন।'

'লর্ড এডার্ডের সমাধি, যখন তার সময় হবে, তখনকার জন্য,' মেইস্টার লুউইন বললেন। 'তুমি স্বপ্নে তাকে এখানেই দেখেছিলে, ব্র্যান?'

'হ্যাঁ।' স্মৃতিটা ওর শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলো। অস্বস্তিকরভাবে সমাধিকক্ষের এদিক-সেদিক চোখ বোলাচ্ছে সে, ওর ঘাড়ের পেছনের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। কোথাও আওয়াজ হলো মনে হয়? কেউ কি আছে এখানে?

খোলা সমাধির দিকে মশাল হাতে এগিয়ে গেলেন মেইস্টার লুউইন। 'দেখেছ, উনি এখানে নেই। আরো অনেক বছরের জন্য তাকে এখানে পাওয়া যাবে না। স্বপ্ন শুধু কল্পনা থেকেই সৃষ্টি হয়, বালক।' এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে সমাধির ভেতরটা স্পর্শ করলেন তিনি, যেন বিশাল কোনো দানবের মুখের ভেতর হাত রাখছেন তিনি। 'দেখলে? জায়গাটা একদম খালি।'

গর্জন করতে করতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বিশাল এক টুকরো আঁধার।

সবুজ আগুনের মতো চোখ দেখতে পেল সে, আরো দেখতে পেল দাঁত, চারপাশের গর্তের মতোই কালো পশম। মেইস্টার লুউইন চিৎকার করে উঠলেন, মশালটা তার হাত থেকে ছিটকে ব্র্যান্ডন স্টার্কের মুখে আঘাত করলো, এরপর গড়িয়ে পড়ে গেল তার পায়ের কাছে, অগ্নিশিখা যেন ওর পা চাটছে। নিভু নিভু মশালের আলোয় সে দেখলো, মেইস্টার লুউইন একটা ডায়ারউলফের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছেন, এক হাত দিয়ে ওর মুখে আঘাত করছেন তিনি, অন্য হাত আবদ্ধ হয়ে আছে জানোয়ারটার মুখে।

'সামার!' চেঁচিয়ে উঠলো ব্র্যান।

পেছনের জমাটবাঁধা আঁধার থেকে ছায়ার ন্যায় লাফ দিলো সামার। শ্যাগিডগের গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়লো সে, ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিলো একপাশে। দুই ডায়ারউলফ গড়াগড়ি খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, সাদা আর ধূসর পশমের জানোয়ার দুটো পরস্পরের উদ্দেশ্যে গর্জন করছে, কামড়ে ফেলার চেষ্টায় আছে একে অপরকে। মেইস্টার লুউইন হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তার হাত ছিঁড়ে গেছে, রক্ত বেরোচ্ছে সেখান থেকে। ব্র্যানকে লর্ড রিকার্ডের পাথুরে নেকড়ের পাশে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিলো ওশা। মশালের আলোয় দেয়ালে ছায়া পড়েছে, বিশ ফুট লম্বা দুটো ডায়ারউলফের ছায়া, দেয়াল আর ছাদজুড়ে লড়াই করছে ওরা।

BanglaBook.org

'শ্যাগি,' ছোট্ট একটা স্বর বললো। ব্র্যান দেখলো, ওর ছোট ভাই বাবার শূন্য সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সামারের উদ্দেশ্যে আরেকবার গর্জন করেই রিকনের দিকে চলে গেল শ্যাগিডগ। 'আপনি বাবাকে বিরক্ত করছেন,' লুউইনকে সতর্ক করে দিলো রিকন। 'তাকে তার মতো থাকতে দিন।'

'রিকন,' নরম স্বরে বললো ব্র্যান। 'বাবা এখানে নেই।'

'আছে। আমি দেখেছি।' রিকনের চেহারায় অশ্রুবিন্দু ফুটে উঠেছে। 'গত রাতে।'

'স্বপ্নে?'

মাথা নাড়লো রিকন। 'তাকে তার মতোই থাকতে দাও। যেমন আছেন তেমন। উনি বাড়ি ফিরে আসছেন। ঠিক যেমনটা শপথ করেছিলেন। বাড়ি ফিরে আসছেন তিনি।'

ব্র্যান এর আগে কখনো মেইস্টার লুউইনকে এতটা বিভ্রান্ত হতে দেখেনি। তার হাতের যে অংশে শ্যাগিডগ কামড়ে দিয়েছে সেখান থেকে অঝোর ধারায় রক্ত পড়ছে, জামা ছিঁড়ে লাল হয়ে আছে। 'ওশা, মশালটা দাও,' অনেক কষ্ট করে ব্যথাটা দমিয়ে বললেন তিনি। মশালটা নিভে যাওয়ার আগেই ওশা ওটাকে তুলে নিলো। ওর চাচার দুই পা-ই আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। 'এই...জন্তুটা,' লুউইন বলতে থাকলেন, 'এর তো কুকুরশালায় বন্দি থাকার কথা ছিলো।'

রিকন শ্যাগিডগের রক্তাক্ত মুখে চাপড় মারছে। 'আমিই ওকে ছেড়েছি। শেকল ওর একদমই পছন্দ না।' ও নিজের আঙুল মুখে দিলো।

'রিকন,' ব্র্যান বললো, 'আমি তোমার সাথে আসি?'

'না। আমার এখানেই ভালো লাগছে।'

'এখানে তো অন্ধকার। আর ঠান্ডা।'

'আমার ভয় লাগে না। আমাকে বাবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

'তুমি আমার সাথে অপেক্ষা করতে পারো,' ব্র্যান বললো। 'আমরা একসাথে অপেক্ষা করবো, তুমি, আমি আর আমাদের নেকড়ে দুটো।' ডায়ারউলফ দুটোই নিজেদের ক্ষতস্থান চাটছে, এই মুহূর্তে এদের খেয়াল রাখার প্রয়োজন আছে।

'ব্র্যান,' মেইস্টার শক্তভাবে বললেন, 'আমি জানি তুমি ভালো চাও, কিন্তু শ্যাগিডগকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব না, অনেক হিংস্র সে। আমি সহ মোট তিনজনকে আক্রমণ করেছে ও। এই প্রাসাদে তাকে একা ঘুরে বেড়াতে দাও, যেকোনো সময় যে কাউকে খুন করে ফেলবে সে। সত্যটা আসলেই অনেক কঠিন। কিন্তু নেকড়েটাকে বেঁধে রাখতে হবে, অথবা...' ইতস্তত করছেন তিনি।

অথবা মেরে ফেলতে হবে, ব্র্যান ভাবলো। কিন্তু মুখে বললো না। 'শেকলে বাঁধা থাকা ওর সাথে যায় না। আমরা সবাই আপনার টাওয়ারেই অপেক্ষা করবো। আমরা সবাই।'

'একদমই অসম্ভব,' মেইস্টার লুউইন বললেন।

BanglaBook.org

ওশা দাঁত বের করে হাসলো। 'এই ছেলেটাই এখানকার বর্তমান লর্ডলিং, তাই না?' লুউইনের হাতে তার মশাল ফিরিয়ে দিলো ওশা, এরপর ব্র্যানকে মাটি থেকে তুলে নিলো আবারো। 'মেইস্টারের টাওয়ারেই যাচ্ছি আমরা।'

'তুমি আসবে, রিকন?'

ওর ভাই মাথা নাড়লো। 'যদি শ্যাগি আসে তো,' ও বললো, ওশা আর ব্র্যানের পেছন পেছন দৌড় দিলো সে। মেইস্টার লুউইনের ওদেরকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা রইলো না। একটু পরপর নেকড়েটার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন তিনি।

মেইস্টার লুউইনের দুর্গটা এতই এলোমেলো যে ব্র্যান অবাক হয়ে ভাবছে, তিনি কোনো কিছু খুঁজে পান কীভাবে। সারি সারি বই এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে টেবিল আর চেয়ারে, কয়েক সারি বয়াম তাকের ওপর রাখা, মোমবাতির অবশিষ্টাংশ আর শুকিয়ে যাওয়া মোম লেগে আছে আসবাবপত্রের গায়ে, ব্রোঞ্জের তৈরি মিয়েরিশ লেন্স টিউব ছাদের দরজার কাছে একটা ত্রিপদীর ওপর বসানো আছে। দেয়াল থেকে ঝুলছে স্টার চার্ট, চারপাশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য হাতে আঁকা ম্যাপ। কাগজ, কলম আর কালির বোতল ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, কাঠের বরগার ওপর পড়ে আছে কাকের মল। ওদের কর্কশ কা কা ডাক ভেসে এলো উপর থেকে। ওশা মেইস্টারের নিজের নির্দেশমতোই তার হাত ধুয়ে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে। 'বোকামি হচ্ছে,' ছোটখাটো লোকটা বললেন। ওশা তার ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে দিচ্ছে। 'মানছি, তোমরা দুই ভাই একই স্বপ্ন দেখাটা যথেষ্ট অদ্ভুত, কিন্তু তোমরা যখন মাথা ঠান্ডা করে ভাববে, তখন বুঝতে পারবে যে ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। তোমরা দুইজনেই তোমাদের লর্ড পিতার অভাব বোধ করছো। আর তোমরা জানো যে তিনি এখন বন্দি। ভয় মানুষের মনে উদ্ভট ভাবনার উদয় করতে পারে। রিকন এই ব্যাপারটা বুঝবে না, সে এখনো অনেক ছোট।'

'আমার বয়স চার,' রিকন বললো। লেন্স টিউবে চোখ রেখে প্রথম দুর্গের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ডায়ারউলফ দুটো এখন বিশাল কক্ষের অপর প্রান্তে বসে আছে, নিজেদের ক্ষতস্থান চেটে যাচ্ছে, সেই সাথে হাড় চিবোচ্ছে।

'এখনো অনেক ছোট, আর, সপ্ত নরকের দোহাই, অনেক জ্বলছে। না, না, থেমো না। যা বলছিলাম, বেশিই ছোট। কিন্তু ব্র্যান, স্বপ্ন যে স্রেফ মনের কল্পনার অংশ, এটা বোঝার মতো বয়স তোমার হয়েছে।'

'কিছু স্বপ্ন কল্পনা, কিছু কল্পনা নয়।' একটা লম্বা কাটা স্থানে ফ্যাকাশে লাল ফায়ারমিল্ক ঢালছে ওশা। লুউইন ব্যথায় হাঁফাতে লাগলেন। 'অরণ্যের সন্তানরা এখানে থাকলে তোমাদেরকে স্বপ্ন সম্পর্কে দুচারটে কথা শোনাতে পারতো।'

মেইস্টারের দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, এরপরেও একগুঁয়ের মতো মাথা নাড়ছেন তিনি। 'অরণ্যের সন্তানরা...শুধুমাত্র স্বপ্নেই বাস করে এখন। মরে গেছে, চলে

BanglaBook.org

গেছে অনেক আগেই। যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে। ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও এবার। প্রথমে পটি দেবে, তারপর বেঁধে দেবে, শক্ত করে বাঁধতে হবে। নাহলে কিন্তু রক্ত ঝরবে।'

'বুড়ি ন্যান বলতো, অরণ্যের সন্তানরা তরুদের সঙ্গীত জানতো। পাখির মতো উড়তে পারতো তারা, সাঁতার কাটতো মাছের মতো, কথা বলতো পশুপাখির সাথে,' ব্র্যান বললো। 'উনি বলেছেন, তারা সঙ্গীতকে এতই মোহনীয় করে তুলেছিলো যে শুনলেই বাচ্চাদের মতো কাঁদতে ইচ্ছা হতো।'

'আর এই সবকিছুই ওরা করতো জাদুর সাহায্যে,' মেইস্টার লুউইন জবাব দিলেন, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তাকে। 'তারা যদি আজ এখানে থাকতো! একটা স্পেলেই আমার হাত ঠিক করে দিতে পারতো, ব্যথা ছাড়াই। শ্যাগিডগের সাথে কথা বলে ওকে কামড়াতেও নিষেধ করতে পারতো ওরা।' চোখের কোনা দিয়ে বিশাল কালো নেকড়েটার দিকে রাগান্বিতভাবে তাকালেন তিনি। 'এখান থেকে একটা ব্যাপার শিখে নাও, ব্র্যান। স্পেলে বিশ্বাস রাখা আর কাচের তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করা একই কথা। অরণ্যের সন্তানরা যেভাবে করতো। এসো, তোমাদেরকে কিছু জিনিস দেখাচ্ছি।' হুট করেই দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, কক্ষের অপর প্রান্তে চলে গেলেন, ফিরে এলেন সবুজ একটা বয়াম হাতে নিয়ে। 'এগুলো দেখো,' উপরের ঢাকনাটা ঘুরিয়ে খুলে ফেললেন তিনি, ভেতর থেকে বের করে আনলেন কালো রঙের উজ্জ্বল কিছু বাণ।

একটা ধরে তুলে নিলো ব্র্যান। 'কাচ দিয়ে তৈরি এটা।' কৌতূহলী রিকন দেখার জন্য টেবিলের দিকে ঝুঁকে এলো।

'ড্রাগনগ্লাস,' লুউইনের পাশে বসতে বসতে বললো ওশা, তার হাতে ব্যান্ডেজ করছে সে।

'অবসিডিয়ান,' মেইস্টার লুউইন জোর দিয়ে বললেন, আঘাতপ্রাপ্ত হাত তুলে ধরলেন। 'দেবতাদের আগুনে প্রস্তুত করা হয়েছে, মাটির অনেক অনেক নিচে। অরণ্যের সন্তানরা এগুলো দিয়েই যুদ্ধ করতো, কয়েক হাজার বছর আগে। ওরা ধাতু ব্যবহার করতো না। বর্মের পরিবর্তে পাতা দিয়ে বোনা লম্বা পোশাক পরতো ওরা, গাছের বাকল দিয়ে পা ঢেকে দিতো, যাতে করে গাছের সাথে মিশে যেতে পারে। তলোয়ারের পরিবর্তে বহন করতো অবসিডিয়ান ব্লেড।'

'এখনো করে।' মেইস্টারের অগ্রবাহুর কাটা দাগের ওপর নরম পটি বসিয়ে দিলো ওশা, এরপর লম্বা শণের কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিলো।

বাণটাকে আরো কাছে নিয়ে এলো ব্র্যান। কালো কাচটা মসৃণ আর উজ্জ্বল, দেখতে বেশ চমৎকার। 'আমি এটা রাখি?'

'তোমার ইচ্ছা,' মেইস্টার বললেন।

'আমিও একটা চাই,' রিকন বললো। 'না, আমি চারটা চাই। কারণ আমার বয়স চার।'

BanglaBook.org

লুউইন ওকে গুণতে সাহায্য করলেন। 'সাবধানে, এগুলো কিন্তু এখনো বেশ ধারালো। কোথাও যেন কেটে না যায়।'

'অরণ্যের সন্তানদের সম্পর্কে বলুন আমাকে,' ব্র্যান বললো। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে ওর কাছে।

'কী জানতে চাও?'

'সব।'

মেইস্টার লুউইন তার কলারের সাথে লাগানো শেকল ধরে টানতে থাকলেন। 'একদম শুরুর দিকের জাতি ওরা। একদম প্রথম। রাজা আর রাজত্বের শুরুর অনেক আগের,' বলতে শুরু করলেন তিনি। 'সেই দিনগুলোতে কোনো প্রাসাদ কিংবা দুর্গ ছিলো না, ছিলো না কোনো শহর, এখান থেকে শুরু করে ডর্নের সমুদ্রের মাঝে কোনো বাজারও খুঁজে পাওয়া যেত না। তখন কোনো মানুষ ছিলো না। শুধুমাত্র অরণ্যের সন্তানরা এই স্থানে বাস করতো, যাকে আমরা এখন সপ্তরাজ্য বলি।

'কালো রঙের হলেও দেখতে বেশ সুন্দর ছিলো ওরা, আকারে ছোটখাটো, পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পরেও বাচ্চাদের চেয়ে লম্বায় বেশি হতো না। বনের গভীরে বাস ছিলো ওদের, গুহা, জলা আর গাছের উপর তৈরি করা গোপন শহরে বাস করতো ওরা। আকারে ছোট হলেও ওরা ছিলো বেশ গতিশীল। পুরুষ আর মহিলারা শিকার করতো একত্রে, হাতে থাকতো উইয়ারউড দিয়ে তৈরি ধনুক আর উড়ন্ত ফাঁদ। ওদের দেবতা ছিলো বন, ঝরনা আর পাথরের দেবতা। এরা সেই সব আদি দেবতা, যাদের নাম এখনো রহস্য। ওদের ভেতর জ্ঞানী ব্যক্তিদের বলা হতো সবুজ-দ্রষ্টা। বনের ওপর নজর রাখার জন্য এরা উইয়ারউডের গায়ে অদ্ভুত মুখ এঁকে রাখতো। অরণ্যের সন্তানরা কোথা থেকে এসেছে বা কত দিন এখানে রাজত্ব করেছে, কেউই তা জানে না।

'প্রায় বারো হাজার বছর আগে আদি মানবরা আসে পূর্বদিক থেকে, ডর্নের ব্রোকেন আর্ম থেকে, তখনো ওটা ভাঙেনি। ব্রোঞ্জের তৈরি তলোয়ার আর চামড়ার তৈরি বিশাল ঢাল ছিলো ওদের, ঘোড়ায় চড়তো ওরা। ওদের আগে ন্যারো সী-এর এই পাশে কেউ কখনো ঘোড়া দেখেনি। আদি মানবরা গাছের গায়ে আঁকা মুখ দেখে যতটা ভয় পেয়েছিলো, অরণ্যের সন্তানরাও ঘোড়া দেখে ঠিক ততটাই ভয় পেয়েছিলো। আদি মানবরা যখন দুর্গ তৈরি করে খামার করতে শুরু করে, তারা তখন মুখগুলো কেটে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভয়ে আর শঙ্কায় যুদ্ধে নামে অরণ্যের সন্তানরা। আদি গানগুলো বলে যে সবুজ-দ্রষ্টারা কীভাবে ঐ যুদ্ধে কালোজাদু ব্যবহার করে সমুদ্রকে উঠিয়ে আনতে সাহায্য করেছে, কীভাবে তারা ভূমিগুলোকে ভাসিয়ে দিয়েছে, আর্মকে ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। যুদ্ধটা অনেক বছর চললো, পৃথিবী ভেসে গেল মানুষ আর অরণ্যের সন্তানদের রক্তে। মানুষদের থেকে ওরাই বেশি মরেছে; কারণ মানুষ ওদের চেয়ে আকারে বড়, তাছাড়া কাঠ, পাথর আর অবসিডিয়ান ব্রোঞ্জের বিরুদ্ধে খুবই

BanglaBook.org

দুর্বল। অবশেষে উভয় জাতির জ্ঞানীরাই জয়ী হলো, গোত্রপ্রধান আর আদি মানবদের বীররা সবুজ-দ্রষ্টা আর তরু-নর্তকদের সাথে দেখা করতে গডস আই নামক বিশাল এক লেকে অবস্থিত ছোট দ্বীপের উইয়ারউড কুঞ্জবনে গেল।

'সেখানেই চুক্তি করলো তারা। আদি মানবরা পেল সমুদ্র তীরবর্তী স্থান, উচ্চভূমি আর সবুজ তৃণক্ষেত্র, পাহাড় আর জলা। শুধুমাত্র গহীন অরণ্য সারাজীবনের জন্য থাকবে অরণ্যের সন্তানদের দখলে। চুক্তিতে বলা হলো যে আর কোনো উইয়ারউডে কুঠার চালানো যাবে না। দেবতারা যাতে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় সাক্ষী হতে পারেন, সেজন্য ঐ দ্বীপের সমস্ত গাছের মুখ দেয়া হলো, আর এরপর থেকে সবুজ মানবদের একটা পবিত্র দল গঠন করা হলো এই দ্বীপের গাছগুলোর খেয়াল রাখার জন্য।

'এই চুক্তি চার হাজার বছরের জন্য মানুষ আর অরণ্যের সন্তানদের ভেতর শান্তি হয়ে এলো। কিছুকাল পরে মানুষ এমনকি নিজেদের পুরোনো দেবতাদেরকে ভুলে আপন করে নিলো অরণ্যের রহস্যময় দেবতাদের। এই চুক্তির মাধ্যমেই আদিম যুগের সমাপ্তি হয়, শুরু হয় বীরদের যুগ।'

চকচকে কালো শরের ওপর ব্র্যানের হাত মুঠো হয়ে এলো। 'কিন্তু আপনি বলেছেন অরণ্যের সন্তানরা সব চলে গেছে।'

'এখান থেকে চলে গেছে,' ওশা বললো, ব্যান্ডেজের শেষ অংশ দাঁত দিয়ে কেটে ফেললো সে। 'দেয়ালের উত্তরে ব্যাপারটা ভিন্ন। অরণ্যের সন্তানরা ওদিকেই গেছে, সাথে গেছে দানব আর অন্যসব পুরোনো জাতি।'

মেইস্টার লুউইন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'মেয়ে, তোমাকে হয় মেরে ফেলা উচিত ছিলো, আর নাহলে উচিত ছিলো শেকলে বন্দি করে রাখা। তোমার যা প্রাপ্য তার চেয়েও বেশি দয়া দেখিয়েছে স্টার্করা। এইসব পাগলামি কথাবার্তা দিয়ে এই বাচ্চাদের মাথা পূর্ণ করে দেয়া মানে তাদের দয়াকে অপমান করা।'

'ওরা কোথায় গেছে, আমাকে বলুন,' ব্র্যান বললো। 'আমি জানতে চাই।'

'আমিও,' রিকন বললো।

'ওহ, আচ্ছা,' লুউইন বিড়বিড় করলো। 'আদি মানবদের সাম্রাজ্য যতদিন ছিলো, চুক্তিটাও ততদিন ছিলো। বীরদের যুগ থেকে শুরু করে দীর্ঘ রাত্রি আর সপ্তরাজ্যের জন্মের পরেও। সহস্র বছর পর ন্যারো সী ধরে অন্যরা আসতে শুরু করলো।

'অ্যান্ডালরা ছিলো এদের ভেতর প্রথম। এরা ছিলো লম্বা, সুন্দর চুলের যোদ্ধা। এদের সাথে থাকতো ইস্পাত আর আগুন, বুকে আঁকা থাকতো নতুন দেবতাদের প্রতীক, সাতকোনা তারা। কয়েকশ বছর ধরে এদের সাথে যুদ্ধ চললো, শেষে ওদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হলো দক্ষিণের ছয়টা রাজ্যই। শুধুমাত্র আমাদের এখানে উত্তরের রাজা নেক ধরে এগিয়ে আসতে চাওয়া সমস্ত সেনাবাহিনীকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। আর তাই শুধুমাত্র আমাদের এই উত্তরেই আদি মানবদের রাজত্ব টিকে থেকেছে।

BanglaBook.org

'অ্যান্ডালরা উইয়ারউডের কুঞ্জবন পুড়িয়ে দিলো, ধ্বংস করে দিলো দেবতাদের মুখ, যেখানেই পেল অরণ্যের সন্তানদের হত্যা করলো। যেখানেই গেল সেখানেই আদি দেবতাদের বাতিল করে দিয়ে আধিপত্য কায়েম করলো সপ্ত দেবতার। আর তাই অরণ্যের সন্তানরা পালিয়ে চলে আসে উত্তরে।'

গর্জন করে উঠলো সামার।

চমকে উঠে থেমে গেলেন মেইস্টার লুউইন। শ্যাগিডগও যখন উঠে দাঁড়িয়ে ওর ভাইয়ের সাথে সুর মেলালো, বিপদের আশঙ্কা দানা বাঁধতে শুরু করলো ব্র্যানের বুকে। '*ও আসছে*,' ফিসফিস করলো সে, হতাশায় পুড়ে যাচ্ছে। গত রাত থেকেই জানে ও, যখন থেকে বাবাকে বিদায় জানানোর জন্য ওকে সমাধিকক্ষে নিয়ে গেছে কাকটা, তখন থেকে। ও জানতো, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি। মনে-প্রাণে কামনা করেছিলো যেন মেইস্টার লুউইনের কথাই সঠিক হয়। *সেই কাক*, ও ভাবলো, *সেই তিনচোখা কাক*।

নেকড়েদের গর্জন যেভাবে শুরু হয়েছিলো, ঠিক সেভাবেই থেমে গেল হুট করেই। সামার দুর্গের মেঝেতে হেঁটে হেঁটে শ্যাগিডগের কাছে চলে গেল, এরপর জিহ্বা দিয়ে চাটতে থাকলো ওর ভাইয়ের রক্তাক্ত পশমে। জানালায় ডানা ঝাপটানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ধূসর পাথরে তৈরি জানালার প্রান্তে বসলো কাকটা, ঠোঁট খুলে ডেকে উঠলো বিষণ্নতায় ভরপুর কর্কশ স্বরে।

কাঁদতে শুরু করে দিলো রিকন। ওর শরগুলো হাত থেকে পড়ে গেল একে একে, শব্দ করে আছড়ে পড়লো ভূমিতে। ওকে কাছে টেনে নিলো ব্র্যান।

মেইস্টার লুউইন কালো পাখিটার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন ওটা পশমওয়ালা বিছা। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, স্বপ্নচরদের মতো ধীরে-সুস্থে চলে গেলেন জানালার কাছে। তিনি শিস বাজানোর সাথে সাথে কাকটা তার ব্যান্ডেজ করা হাতের ওপর বসলো। ওটার পাখায় শুকিয়ে যাওয়া রক্ত লেগে আছে। 'বাজ,' লুউউইন বিড়বিড় করলেন, 'অথবা পেঁচার আক্রমণ। বেচারা, এটা কীভাবে এই পথ পাড়ি দিয়ে এলো কে জানে।' ওটার পায়ে বাঁধা চিঠিটা নিলেন তিনি।

মেইস্টার কাগজটা খুলতেই ব্র্যানের পুরো শরীর কেঁপে উঠলো। 'কী এটা?' ও বললো, ভাইকে শক্ত করে ধরে আছে এখনো।

'তুমি যা ভেবেছিলে তা-ই,' নরম সুরে বললো ওশা। ওর মাথায় হাত রাখলো সে।

মেইস্টার লুউইন অসাড়ভাবে ওদের দিকে তাকালেন, ছোটখাটো লোকটার ফ্যাকাশে আলখাল্লার হাতায় এখনো রক্ত লেগে আছে, জল চিকচিক করছে তার উজ্জ্বল ধূসর চোখে। 'মাই লর্ডস,' ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন তিনি, তার ভাঙা গলায় বিষণ্নতার সুর। 'আমাদের...আমাদের এমন একজন ভাস্কর লাগবে যে ওনাকে খুব ভালোভাবে চিনতো...'

BanglaBook.org

সানসা

মেইগরের দুর্গের একবারে মাঝের টাওয়ারের উঁচু কক্ষে সানসা নিজেকে পুরো অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে।

বিছানার পাশের পর্দা পুরো টেনে দিয়েছে, সে একবার ঘুমায়, উঠে আবার ফোঁপায়, আর আবারও ঘুমায়। যখন সে আর ঘুমাতে পারে না তখন কম্বলের নিচে শুয়ে অতি দুঃখে কাঁপতে থাকে। ভৃত্যরা আসে আর চলে যায়, খাবার নিয়ে আসে তার জন্য কিন্তু খাবার খায় না সে। তার কক্ষের জানালার নিচের টেবিলে খাবার জমতে থাকে আর পড়ে পড়ে পচতে থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ভৃত্যরা আবার সেগুলো ফিরিয়ে নিয়ে না যায়।

মাঝে মাঝে তার ঘুম খুব নীরস আর স্বপ্নহীন হয়, আর যখন চোখ বন্ধ করে তখনকার চেয়ে যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন বরং বেশি ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে। কিন্তু ঘুমিয়ে যখন বাবার স্বপ্ন দেখে তখনকার সময়ই সবচেয়ে ভালো যায় সানসার। জাগ্রত বা নিদ্রিত উভয় অবস্থাতেই বাবাকে দেখতে পায় সে; কিংসগার্ডের লোকেরা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, স্যার ইলিন এগিয়ে এসে তার পিঠের খাপ থেকে টেনে বের করছে আইসকে। পুরো সময়টাকে আবার দেখতে পায় সে...সেই সময়টা যখন...নিজের চোখ ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলো সে, নিতে চেয়েছিলো, মনে হচ্ছিলো দেহের নিচ থেকে পাদুটো গায়েব হয়ে গেছে তার আর সাথে সাথে হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছিলো, কিন্তু কোনো প্রকারে নিজের মাথা ঘুরিয়ে নিতে পারেনি। জড়ো হওয়া সব মানুষ চিৎকার আর গলাবাজি করছিলো, আর তার রাজপুত্র হাসছিলো তার দিকে তাকিয়ে। তার হাসি দেখে

BanglaBook.org

ক্ষণিক সময়ের জন্য নিরাপদ বোধ করেছিলো সে, কিন্তু তা ছিলো মাত্র একটা হৃৎকম্পনের সমান সময়, এরপরই জফরি সেই শব্দগুলো উচ্চারণ করে আর তার বাবার পা...সেই কথাটা তার স্পষ্ট মনে আছে, তার পা, কীভাবে সেগুলো কেঁপে উঠেছিলো যখন স্যার ইলিন...যখন তলোয়ারটা...

হয়তো আমিও মারা যাবো, নিজেকে বললো সে। চিন্তাটা তার কাছে খুব একটা ভীতিপ্রদ মনে হলো না। যদি সে নিজেকে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তবে সে নিজের এই দুঃখের ইতি ঘটাতে পারে। ভবিষ্যতে গায়করা তার দুঃখ নিয়ে গান লিখবে হয়তো। নিচে পাথরের ওপর তার দেহ পড়ে থাকবে, ভাঙাচোরা আর নিষ্পাপ অবস্থায়, তার সাথে যারা যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের সবার জন্য লজ্জা হিসেবে। সে একবার কক্ষের শেষ মাথায় দৌড়ে গিয়ে জানালার পাল্লা খুলে ফেলেছিলো...কিন্তু তখনই তার সাহস তাকে ছেড়ে চলে যায়, এরপর সে ফিরে এসে বিছানায় পড়ে ফোঁপাতে থাকে।

ভৃত্যরা তার খাবার দিতে আসার সময় সানসার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে অনেকবার, কিন্তু সে ওদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। একবার গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল বোতল ভর্তি একটা বাক্স নিয়ে এসেছিলো, সানসা অসুস্থ কি না জানতে। তার কপাল ছুঁয়ে দেখে এরপর তাকে বিবস্ত্র করে ফেলে তার পুরো শরীরে হাত বুলিয়ে দেখে। পুরোটা সময় তার এক মেয়ে ভৃত্য তাকে বিছানার সাথে চেপে রেখেছিলো। ফিরে যাবার সময় গ্র্যান্ড মেইস্টার তাকে মধুমিশ্রিত পানি আর বিভিন্ন লতাগুল্ম দিয়ে তৈরি একটা পানীয় দিয়ে বলে যে প্রতি রাতে একটু একটু করে খেতে। সে তখনই পুরোটা একবারে খেয়ে ঘুমে ঢলে পড়ে।

ঘুমিয়ে সে স্বপ্নে একটা পদশব্দ শুনতে পায় সিঁড়িতে, পাথরের ওপর ভারী চামড়ার জুতোর অশুভ শব্দ, যেন একজন মানুষ একের পর এক পা ফেলে ধীরে ধীরে তার শয়নকক্ষের দিকে এগিয়ে আসছে। সে দরজার কাছে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে শুনতে থাকে, পদশব্দটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। লোকটা নিশ্চয়ই স্যার ইলিন পেইন, সে জানে, হাতে আইস নিয়ে তার মাথা কেটে নিতে আসছে। দৌড়ে কোথাও যাবার জায়গা নেই, পালাবার কোনো পথ নেই, দরজায় খিল আঁটার কোনো ব্যবস্থাও নেই। অবশেষে পদশব্দটা থেমে যায় আর সে বুঝতে পারে যে মৃত মানুষের মতো চোখ আর বসন্ত রোগে ক্ষতবিক্ষত লম্বাটে মুখ নিয়ে রাজঘাতক চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। হঠাৎ সানসা বুঝতে পারে সে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। হাত দিয়ে নিজের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য চেষ্টা করার সময় দেখতে পায় যে ক্যাচক্যাচ শব্দ করে ধীরে ধীরে দরজাটা খুলতে শুরু করেছে, আর লম্বা তলোয়ারটার ফলা বেরিয়ে আসছে দরজার ফাঁক দিয়ে...

BanglaBook.org

বিড়বিড় করতে করতে জেগে উঠলো সে। 'দয়া করুন, দয়া করুন, আমি ভালো হয়ে থাকবো, আমি ভালো হয়ে থাকবো, দয়া করে আমাকে মারবেন না।' কিন্তু ওর কথা শোনার মতো কেউ কক্ষের ভেতর ছিলো না।

অবশেষে সত্যিই যখন তারা সানসার কাছে এলো তখন তাদের কোনো পদশব্দই পেল না সে। জফরি তার কক্ষের দরজাটা খুলে প্রবেশ করলো। স্যার ইলিন না, বরং সেই ছেলে যে তার স্বপ্নের রাজপুত্র ছিলো। সে নিজের বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে ছিলো শক্ত হয়ে, বিছানার চারপাশের পর্দা টানা থাকায় বুঝতে পারছিলো না তখন কি দুপুর, নাকি মধ্যরাত। প্রথমে সে যেটা শুনলো তা হলো দরজায় করাঘাতের শব্দ। এরপর তার বিছানার পর্দাটাকে কেউ তুলে ফেললো, আর সানসা হঠাৎ আসা তীব্র আলো থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্য একটা হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো; এরপরই দেখতে পেল তারা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'তুমি আজ বিকালে আমার সাথে রাজসভায় যোগদান করবে,' জফরি বললো। 'গোসল করে আর সুন্দর পোশাক পরে এমনভাবে যাবে যেন তা আমার বাগদত্তা হিসেবে উপযুক্ত হয়।' স্যান্ডর ক্লিগেন ধূসর রঙের একটা সাধারণ আঁটো জামার ওপর সবুজ রঙের একটা লম্বা পোশাক পরে জফরির কেবলই পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলো। সকালের উজ্জ্বল আলোতে তার পোড়া মুখটাকে ভয়ংকর লাগছিলো দেখতে। তাদের পেছনে সাদা রঙের লম্বা মখমলের আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলো কিংসগার্ডের দুইজন নাইট।

সানসা তার কম্বলটাকে নিজের চিবুক পর্যন্ত টেনে নিজেকে ঢেকে নিলো। 'না,' ফুঁপিয়ে উঠলো সে। 'দয়া করে আমাকে একা থাকতে দাও।'

'তুমি যদি এখনই উঠে নিজের পোশাক না পরো, তবে আমার হাউন্ড কিন্তু সেই কাজটা করে দেবে,' জফরি বললো।

'আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, আমার রাজপুত্র...'

'আমি এখন রাজা। হাউন্ড, ওকে বিছানা থেকে টেনে তোলো।'

স্যান্ডর ক্লিগেন সানসার কোমর ধরে পালকের বিছানা থেকে যখন শূন্যে তুলে ফেললো, সে তখন নিস্তেজভাবে মোচড়ামুচড়ি করছিলো ছাড়া পাবার জন্য। তার কম্বল মাটিতে পড়ে গেল। কম্বলের নিচে তার পরনে শুধুমাত্র একটা পাতলা শোবার জামা রয়েছে নিজের নগ্নতাকে ঢাকার জন্য। 'তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে তা-ই করো, মেয়ে,' ক্লিগেন বললো। 'পোশাক পরে নাও।' ও তাকে বেশ ভদ্রভাবে ধাক্কা দিয়ে পোশাক রাখার আলমারির দিকে পাঠিয়ে দিলো।

সানসা তাদের কাছ থেকে দূরে সরে এলো দ্রুত। 'রাণী আমাকে যা করতে বলেছিলো আমি করেছি, চিঠি লিখেছি, উনি যা বলেছেন তা-ই লিখেছি। তুমি কথা

BanglaBook.org

দিয়েছিলে যে তুমি বাবার প্রতি সদয় হবে। দয়া করে আমাকে এখন বাড়িতে ফিরতে দাও। আমি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করবো না, ভালো হয়ে থাকবো, কথা দিচ্ছি; আমার ভেতর কোনো রাজদ্রোহীর রক্ত নেই, একদমই নেই। আমি শুধু বাড়ি ফিরতে চাই।' ভদ্রতার কথা স্মরণে রেখে সে তার মাথা নত করলো। 'যদি তুমি এতে সন্তুষ্ট হও,' দুর্বলভাবে কথাটা শেষ করলো সে।

'এসব মোটেও আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না,' জফরি বললো। 'মা বলেছে তোমাকে আমার বিয়ে করতে হবে, অতএব তুমি এখানেই থাকবে আর আমার কথা মেনে চলবে।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই না,' সানসা ফুঁপিয়ে উঠলো। 'তুমি আমার বাবার শিরশ্ছেদ করেছ।'

'একজন বিশ্বাসঘাতক ছিলো তোমার বাবা। আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখবো এমন কথা দিইনি কখনোই, বলেছিলাম তার প্রতি দয়া দেখাবো, আর সেটা তো দেখিয়েছি ইতোমধ্যেই। ও যদি তোমার বাবা না হতো তবে তাকে আমি সোজা ছিঁড়ে ফেলতাম বা গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিতাম; কিন্তু আমি তাকে একটা সহজ মৃত্যু দিয়েছি।'

সানসা তার দিকে তাকালো, জফরি কক্ষে ঢোকার পর এই প্রথম তাকে ভালো করে দেখলো সে। সিংহের অনেক প্রতিকৃতি খচিত লাল রঙের আঁটোসাঁটো জামা পরে আছে সে, আর উঁচু গলাবন্ধযুক্ত ছোট সোনালি আলখাল্লা রয়েছে পরনে। সানসা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো আগে কীভাবে জফরিকে সুদর্শন মনে হতো তার কাছে! বৃষ্টির পরে জমিতে যেমন কেঁচো পাওয়া যায় তার ঠোঁটদুটো দেখতে সেগুলোর মতো নরম আর লাল রঙের, আর তার চোখদুটো বেশ দাম্ভিক ভাবওয়ালা এবং নিষ্ঠুর। 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি,' সানসা ফিসফিসিয়ে বললো।

রাজা জফরির মুখ শক্ত হয়ে গেল সাথে সাথে। 'আমার মা বলে যে একজন রাজার কখনোই নিজের স্ত্রীকে প্রহার করা উচিত নয়। স্যার ম্যারিন।'

সানসা কিছু বুঝে ওঠার আগেই নাইট তার কাছে এসে পড়লো। ও নিজের মুখ ঢাকার চেষ্টা করতে গেলে হাতটা সরিয়ে দিলো লোকটা এবং দস্তানা পরা হাতের উলটোপাশ দিয়ে সজোরে সানসার গালে কানের নিচ বরাবর চড় কষালো। কখন মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো তা মনে করতে পারলো না সানসা, পরবর্তী যে কথা তার মনে আছে তা হলো নিজের এক হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছিলো সে। মাথা ঝনঝন করছিলো আঘাতের কারণে। স্যার ম্যারিন ট্রান্ট তার সামনে দাঁড়িয়েছিলো, তার সাদা মখমলের দস্তানার আঙ্গুলের গাঁটের স্থানে রক্ত লেগে রয়েছে।

'এখন কি তুমি আমার কথামত চলবে, নাকি তাকে দিয়ে আবার মারবো তোমাকে?'

BanglaBook.org

নিজের কানটাকে অসাড় লাগছে সানসার কাছে। সে কানটাকে স্পর্শ করলো, হাতের আঙ্গুল রক্তে ভিজে গেল সাথে সাথে। 'আমি...যা...যা বলবে তুমি, মাই লর্ড!'

'মহামান্য,' জফরি তার কথাটাকে শুদ্ধ করে দিলো। 'আমি তোমাকে রাজদরবারে দেখতে চাই।' কথাটা বলে ঘুরে চলে গেল সে।

স্যার ম্যারিন আর স্যার এরিস তার পিছে পিছে বেরিয়ে গেল, কিন্তু স্যান্ডর ক্লিগেন তাকে ধরে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া অব্দি থাকলো কক্ষটায়। 'নিজেকে আর ব্যথা দিও না, মেয়ে, আর ও যা চায় তাকে তা দিও।'

'কী...সে আমার কাছে ঠিক কী চায়? দয়া করে আমাকে বলুন।'

'সে চায় তুমি হাসো, মিষ্টি গন্ধ বের হোক তোমার শরীর থেকে। চায় তুমি যেন তার ভালোবাসার মেয়ে হও,' হাউন্ড কর্কশ কণ্ঠে বললো। 'ও শুনতে চায় সারা দিন তুমি তাকে সুন্দর সুন্দর কথা বলে আনন্দ দাও, ঠিক যেমন করে তোমাকে সেপ্টা বলতে শিখিয়েছে। সে চায় তুমি তাকে ভালোবাসো...আর তাকে ভয় করো।'

ও চলে যাবার পরে সানসা দেয়ালের দিকে ফিরে বসে রইলো। খানিক বাদেই তার দুইজন ভৃত্য ভীরুভাবে কক্ষে প্রবেশ করলো। 'আমার গোসলের জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করো,' ওদের বললো সে। 'আর সুগন্ধিও দিও, এবং মুখের কালশিটে ঢাকার জন্যও কিছু এনো।' মুখের ডান পাশটা ফুলে গেছে আর ব্যথা করছে, কিন্তু সে জানে যে জফরি চায় তাকে যেন সুন্দর দেখাক।

গরম পানি তাকে উইন্টারফেলের কথা মনে করিয়ে দিলো, এবং সেখান থেকে নিজের মানসিক শক্তি ফিরে পেল সে। বাবা মারা যাবার পর থেকে আর গোসল করেনি, তাই পানি ময়লা হয়ে গেলে সে খানিকটা চমকে গেল রঙটা দেখে। তার ভৃত্যরা মুখ থেকে রক্ত মুছে দিলো, পিঠ থেকে ময়লা ঘসে তুলে ফেললো, চুল ধুয়ে চিরুনি দিয়ে সেগুলো আঁচড়াতে থাকলো যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো আবার লালচে বাদামি রঙের কোঁকড়া চুলের গোছায় পরিণত না হয়। শুধুমাত্র এটা-ওটা আদেশ দেওয়া ছাড়া তাদের সাথে একটা কথাও বললো না সানসা; ল্যানিস্টারদের নিয়োগ করা ভৃত্য ওরা, তার নিজের না, তাই ওদের বিশ্বাস করার প্রশ্নই আসে না। পোশাক পরার সময় হলে সে অশ্বারোহীদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের দিন যে সবুজ রঙের রেশমি পোশাকটা পরেছিলো সেটা পরলো। তার মনে পড়লো সেদিন রাতে ভোজের সময় জফরি কতটা প্রণয়াভিলাষী হয়ে পড়েছিলো তার প্রতি। হয়তো পোশাকটা তাকেও সেদিনের কথা মনে করিয়ে দেবে, আর তার সাথে সে একটু ভদ্র আচরণ করবে।

অপেক্ষা করার সময় সানসা এক গ্লাস দুধ আর কিছু মিষ্টি বিস্কুট খেল পাকস্থলীকে শান্ত করার জন্য। দুপুরের দিকে স্যার ম্যারিন ফিরে এলো। তার শিরস্ত্রাণের মুখাবরণ

BanglaBook.org

তোলা রয়েছে বলে কঠোর মুখটা দেখা যাচ্ছে; চোখের নিচের অংশটা ফোলা থলের মতো তার, মুখটা বেশ বড় আর চুলগুলো ধূসর ছোপযুক্ত। 'মাই লেডি,' মাথা নত করে সম্মান জানিয়ে বললো সে। এই লোকটাই যে মাত্র তিন ঘণ্টারও আরো কম সময় আগে ওকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিলো হাবভাবে তা মনেই হচ্ছে না। 'মহামান্য রাজা আমাকে আদেশ দিয়েছেন আপনাকে রাজসভায় নিয়ে যেতে।'

'আমি আসতে অস্বীকার করলে সে কি আমাকে মারার আদেশও দিয়েছে?'

'আপনি কি আসতে চাচ্ছেন না, মাই লেডি?' অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো সে সানসার দিকে। তার মুখের কালশিটের দিকে তাকালো না অবশ্য স্যার ম্যারিন।

ও তাকে ঘৃণা করে না, সানসা বুঝলো; আবার ভালোও বাসে না। আসলে তার প্রতি লোকটার কোনো অনুভূতিই নেই। ও তার কাছে শুধুমাত্র একটা...একটা বস্তুর মতো। 'না,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো সে। সে তার ক্রোধ প্রকাশ করতে চাইলো, তাকে যেভাবে আঘাত করেছিলো সেভাবে আঘাত করতে চাইলো লোকটাকে, সতর্ক করতে চাইলো যে ফের যদি সে তাকে আঘাত করার দুঃসাহস দেখায় তবে সানসা যখন রাণী হবে তখন তাকে সোজা নির্বাসনে পাঠিয়ে দেবে...কিন্তু তার মনে পড়লো হাউন্ড তাকে কী বলেছিলো, তাই সে শুধু বললো, 'রাজা যেরকম আদেশ দেবে সেরকমই কাজ করবো আমি।'

'আমিও তা-ই করি,' স্যার ম্যারিন বললো।

'হ্যাঁ...কিন্তু আপনি সত্যিকারের নাইট নন, স্যার ম্যারিন।'

কথাটা শুনলে স্যান্ডর ক্লিগেন হয়তো হেসে ফেলতো তার দিকে চেয়ে, সানসা জানে। অন্যরা হলে হয়তো তাকে অভিশাপ দিতো বা চুপ করে থাকার জন্য সতর্ক করতো, এমনকি তাকে ক্ষমা চাইতে বলতো। কিন্তু স্যার ম্যারিন ট্রান্ট তার কিছুই করলো না। লোকটা এগুলোর কোনো পরোয়াই করে না।

রাজসভার বারান্দায় সানসা ছাড়া আর কেউ নেই। ও সেখানে তার মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থেকে চোখের পানি সংবরণ করে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। নিচে আয়রন থ্রোনে বসে জফরি তার নিজের নিয়মে বিচারকাজ করছে, যেটাকে সে ন্যায়বিচার বলে ডাকে। দশটার মধ্যে নয়টা বিচারকাজই ওকে বিরক্ত করে তুলছে বলে মনে হলো; ওগুলোকে সে ছেড়ে দিচ্ছে তার উপদেষ্টাদের হাতে। লর্ড বেইলিশ, গ্র্যান্ড মেইস্টার পাইসেল বা রাণী সার্সির দ্বারা সেগুলোর বিচার চলার সময় সে সিংহাসনে বসে বিরক্তির সাথে নড়াচড়া করছিলো। যখন সে নিজে কোনো কিছুর বিচার করবে বলে মনঃস্থ করে তখন এমনকি তার রাণীমাতাও তার উপর কথা বলতে পারে না।

BanglaBook.org

একটা চোরকে তার সামনে আনা হলে সে তৎক্ষণাৎ স্যার ইলিনকে দিয়ে রাজদরবারের মধ্যেই লোকটার হাত কেটে ফেললো। দুইজন নাইট কোনো একখণ্ড জমি নিয়ে তাদের মধ্যকার বিরোধ মেটাতে এলে ও তাদের আদেশ করলো পরের দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে। 'যেকোনো একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত,' তার আদেশের সাথে এই কথাও যোগ করলো সে। একজন মহিলা হাঁটু গেড়ে ফরিয়াদ জানালো একজনের কাটা মুণ্ডু ফিরিয়ে দিতে যাকে রাজদ্রোহের কারণে শিরশ্ছেদ করা হয়েছিলো। ও তাকে ভালোবাসত, মহিলাটা বললো, আর সে এখন তাকে ভালোভাবে সমাধিস্থ করতে চায়। 'তুমি যদি একজন রাজদ্রোহীকে ভালবেসে থাকো, তাহলে তুমি নিজেই রাজদ্রোহী,' জফরি বললো। সোনালি আলখাল্লা পরিহিত দুইজন নগররক্ষী টানতে টানতে কারাগারে নিক্ষেপ করতে নিয়ে গেল মহিলাটাকে।

ব্যাঙের মতো মুখওয়ালা স্যার স্লিন্ট কাউন্সিল টেবিলের শেষ মাথায় কালো মখমলের পোশাক আর উজ্জ্বল সোনালি রঙের আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় বসে রাজার দেয়া প্রত্যেক আদেশের সাথে একমত হয়ে মাথা দোলাচ্ছে। সানসা তার কুৎসিত মুখটার দিকে তাকিয়ে মনে করতে লাগলো কীভাবে লোকটা তার বাবাকে স্যার ইলিনের সামনে ছুঁড়ে ফেলেছিলো শিরশ্ছেদ করার জন্য। ও কামনা করলো যে যদি তাকে সে আঘাত করতে পারতো, কামনা করলো কেউ যদি লোকটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে এক কোপে ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে দিতো! কিন্তু একটা কণ্ঠস্বর তার কানের গোড়ায় যেন ফিসফিস করে বললো, বাস্তবে কোনো নায়ক নেই। লর্ড পিটারের বলা কথাটাও মনে পড়লো, যা সে ঠিক এই রাজসভায় দাঁড়িয়েই বলেছিলো তাকে। 'জীবন মোটেও গানের মতো না, মেয়ে,' লোকটা তাকে বলেছিলো। 'একসময় হয়তো প্রচুর দুঃখের বিনিময়ে ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করবে তুমি।' *বাস্তব জীবনে সবসময় দানবরাই জেতে*, নিজেকে বললো সে। এবার যেন হাউন্ডের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, শান্ত কর্কশ কণ্ঠ, পাথরের উপর লোহা ঘষটানোর মতো শব্দ। 'নিজেকে আর ব্যথা দিও না, মেয়ে, আর ও যা চায় তাকে তা দিও।'

শেষ বিচার ছিলো এক সরাইখানার গায়কের, মৃত রাজা রবার্টকে অসম্মান করে একটা গান বেঁধেছিলো সে, এই দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাকে। জফ্রি একটা কাঠের তৈরি বীণা আনিয়ে তাকে বললো রাজদরবারে গানটা গেয়ে শোনানোর জন্য। গায়কটা কাঁদতে কাঁদতে শপথ করে বললো আর কোনোদিন গানটা গাইবে না কিন্তু রাজা জোর করলো তাকে গাইবার জন্য। সামান্য হাসির গান ছিলো সেটা, যেটায় বর্ণনা করা আছে রবার্ট কীভাবে একটা শূকরের সাথে মারামারি করেছে। শূকর বলতে আসলে বন্য শূকরকে বোঝানো হয়েছে যেটা রবার্টকে হত্যা করেছিলো, সানসা জানতো, কিন্তু গানের

BanglaBook.org

কয়েকটা স্তবক শুনে মনে হচ্ছিলো সেগুলো দিয়ে গায়কটা রাণীর কথা বোঝাতে চাইছে। গান শেষ হলে জফরি ঘোষণা করলো যে সে গায়কের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে বলে মনঃস্থ করেছে। গায়কটা হয় তার আঙ্গুল বাঁচাতে পারবে অথবা তার জিহ্বা। একদিন সময় দেয়া হলো তাকে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। জ্যানোস স্লিন্ট সম্মতি দিয়ে মাথা দোলালো।

বিকালে এটাই ছিলো শেষ বিচার, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সানসা, কিন্তু তার শাস্তি তখনো শেষ হয়নি। ঘোষকের ঘোষণার সাথে সাথে রাজসভা ভেঙে গেলে বারান্দা থেকে দ্রুত নেমে এলো সানসা, কিন্তু দেখতে পেল প্যাঁচানো সিঁড়িটার গোঁড়ায় তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে জফরি। তার সাথে হাউন্ড আর স্যার ম্যারিন দুইজনেই আছে। কমবয়সী রাজা তাকে আপাদমস্তক ভালোভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। 'তোমাকে আগের থেকে অনেক ভালো দেখাচ্ছে এখন।'

'ধন্যবাদ, মহামান্য,' সানসা বললো। কথাটা ফাঁপা শোনালেও তা শুনে জফরি হেসে মাথা দোলালো।

'আমার সাথে চলো,' জফরি তাকে আদেশ দিলো, নিজের একটা হাত এগিয়ে দিলো তার দিকে। সেটা ধরা বাদে সানসার আর কোনো পথ নেই। একসময় এই হাতের স্পর্শ তাকে আন্দোলিত করলেও এখন শুধু তাকে আতংকিতই করলো। 'আমার অভিষেকের দিন শীঘ্রই আসবে সামনে,' সিংহাসন কক্ষের পেছন দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে জফরি বললো তাকে। 'বিশাল এক ভোজসভার আয়োজন করা হবে, আর প্রচুর উপহার পাবো আমি। তুমি আমাকে কী দেবে সেদিন?'

'আমি...আমি এখনো ঠিক করিনি, মাই লর্ড।'

'মহামান্য,' ও খুব রুক্ষভাবে বললো। 'তুমি সত্যিই নির্বোধ এক মেয়ে, তাই না? আমার মাও তা-ই বলে।'

'উনিও তা-ই বলেন?' তার সাথে এতকিছু ঘটার পরে সে ভেবেছিলো জফরির কথাগুলো তাকে আর নতুন করে আঘাত করতে পারবে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেগুলো এখনো তাকে ঠিকই আঘাত করার ক্ষমতা রাখে। রাণী সবসময়ই তার প্রতি বেশ দয়ালু ছিলেন।

'ওহ, হ্যাঁ। সে আমার নিজের বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তিত যে তারাও তোমার মতো নির্বোধ হয় কি না, কিন্তু আমি তাকে চিন্তা করতে নিষেধ করেছি।' রাজা ইশারা করলে স্যার ম্যারিন একটা দরজা খুলে ফেললো।

'ধন্যবাদ, মহামান্য,' সে বিড়বিড় করলো। হাউন্ড ঠিকই বলেছিলো, ও ভাবলো, আমি স্রেফ এক খুদে পাখির মতো, আমাকে যে শব্দ শেখানো হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি

BanglaBook.org

করছি বারবার। পশ্চিম দিকের দেয়ালের ওপাশে ঢলে পড়েছে সূর্য, তার আলোয় রেড কিপের পাথরগুলোকে রক্তের মতো লাল দেখাচ্ছে।

'তুমি যখনই সন্তান নেবার উপযুক্ত হবে তখনই একটা বাচ্চা নিতে চাই আমি,' সানসাকে সাথে নিয়ে সৈন্যদের অনুশীলনের উঠোন পার হবার সময় জফরি তাকে বললো। 'যদি প্রথম বাচ্চাটা নির্বোধ হয় তবে তোমার মাথা কেটে আরেকজন চালাক মেয়েকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবো। কখন সন্তান ধারণের উপযুক্ত হবে বলে মনে করছো তুমি?'

সানসা ওর দিকে তাকালো না। 'সেপ্টা মরডেইন বলতো যে বেশিরভাগ...বেশিরভাগ উচ্চবংশীয় মেয়ে বারো বা তেরো বছর বয়সে ঋতুবতী হয়।'

জফরি মাথা দোলালো। 'এই পথে এসো,' ও তাকে দুর্গের গেটহাউজের ভেতরে যেখানে দুর্গের দেয়ালের উপরে ওঠার সিঁড়ি শুরু হয়েছে সেখানে নিয়ে এলো।

কেঁপে উঠে তার হাত থেকে ছুটে পিছিয়ে এলো সানসা, ভয়ে কাঁপছে। হঠাৎই সে বুঝতে পেরেছে কোথায় যাচ্ছে তারা। 'না,' সে ভীতস্বরে বললো। 'দয়া করে আমাকে বাধ্য কোরো না, আমি মিনতি করছি...'

জফরি তার ঠোঁটদুটো চেপে ধরলো পরস্পরের সাথে। 'আমি তোমাকে দেখাতে চাই যে রাজদ্রোহীদের ভাগ্যে কী ঘটে।'

জোরে মাথা নাড়ালো সে। 'আমি দেখতে চাই না, আমি দেখতে চাই না।'

'স্যার ম্যারিনকে দিয়ে তোমাকে কিন্তু আমি উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারি,' ও বললো। 'কিন্তু সেটা তোমার পছন্দ হবে না। আমি যা বলি তা-ই করো।' জফরি তার দিকে এগুলে সে কুঁকড়ে পিছিয়ে এসে হাউন্ডের কাছে চলে এলো।

'যা বলছে তা-ই করো, মেয়ে,' ক্লিগেন সানসাকে কথাটা বলে রাজার দিকে আবার ঠেলে দিলো। ক্লিগেনের মুখটা তার মুখমণ্ডলের পোড়া অংশের দিকে খানিকটা বেঁকে গেলে সানসা বাকি কথাগুলোও শুনতে পেল। 'যা-ই করো না কেন ও তোমাকে ঠিকই ওখানে নিয়ে যাবে, অতএব ও যা চাইছে তাকে তা দিয়ে দাও।'

ও নিজেকে আবার জফরির হাতে জোর করে তুলে দিলো। উপরে ওঠার পুরো সময়টা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হলো সানসার কাছে; প্রতিটা পদক্ষেপ ছিলো একটা একটা সংগ্রামের মতো, যেন তার পাগুলো গোড়ালি পর্যন্ত গভীর কাদায় ডুবে আছে। দুর্গপ্রাচীরের উপরে যেন তীব্র এক ভয় অপেক্ষা করছে তার জন্য।

গেটহাউজের উপরে উঁচু দুর্গপ্রাচীর থেকে অনেক নিচে পুরো শহরটাই দেখা যাচ্ছে। ভিসেনিয়ার পাহাড়ের উপরে থাকা বিশাল বেইলরের সেপ্ট, যেখানে তার বাবা মারা গিয়েছিলো, সেটা দেখতে পেল সে। সিস্টার্স রোডের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে

BanglaBook.org

আগুনে পুড়ে কালো হওয়া ড্রাগনকূপ। পশ্চিমে গড গেটের পেছনে ডুবতে থাকা বিশাল লাল সূর্যটা অর্ধেক ঢাকা পড়ে আছে। তাদের পেছন দিকে রয়েছে সল্ট সি; আর দক্ষিণে মাছের বাজার, পোতাশ্রয় আর ব্ল্যাকওয়াটারের ঘূর্ণিপাকানো স্রোত দেখা যাচ্ছে। আর উত্তরে...

উত্তর দিকে তাকিয়ে শুধু শহরটা দেখতে পেল সানসা; পথ আর সরুগলি, পাহাড়, আবার আরো বেশি পথ, আরো অনেক সরু গলি, আর অনেক দূরে শহরের শেষ প্রান্তের দেয়াল দেখতে পেল সে। সানসা জানে যে শহর ছাড়িয়ে আবার শুরু হয়েছে গ্রাম, খামার আর জমি এবং বন; আর সেগুলোও ছাড়িয়ে আরো আরো উত্তরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার প্রিয় উইন্টারফেল।

'ওদিকে কী দেখছো?' জফরি বললো। 'আমি তোমাকে যা দেখাতে চাই তা এদিকে রয়েছে।'

একটা শক্ত পাথুরে প্রাচীর দুর্গপ্রাচীরের বহিঃঅংশকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। সেটা সানসার চিবুক পর্যন্ত উঁচু আর প্রতি পাঁচ ফুট পরপর সেটায় খাঁজকাটা রয়েছে–গোলামুখ। দেয়ালের উপরে এই খাঁজকাটা জায়গাতেই মাথাগুলোকে বর্শার শীর্ষে গেঁথে সাজিয়ে রাখা হয়েছে শহরের দিকে মুখ করে। সানসা দেয়ালের উপর ওঠামাত্রই সেগুলোকে দেখতে পেয়েছিলো, কিন্তু নদী, রাস্তা, অস্তগামী সূর্যের দৃশ্য মাথাগুলোর থেকে বেশি সুন্দর। *ও আমাকে ওগুলোর দিকে তাকাতে বাধ্য করতে পারবে ঠিক*, নিজেকে বললো সানসা, *কিন্তু আমাকে দেখাতে পারবে না।*

'এই মাথাটা তোমার বাবার,' সে বললো। 'এই যে এটা। এই কুকুর, ওটাকে ঘুরিয়ে দাও, যাতে তাকে ভালো করে দেখতে পায় ও।'

স্যান্ডর ক্লিগেন মাথার চুলগুলো ধরে সেটা ঘুরিয়ে দিলো। বিচ্ছিন্ন মাথাটা আলকাতরায় ডুবিয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে। সানসা শান্তভাবে মাথাটার দিকে তাকালো, কিন্তু সে ওটাকে দেখছিলো না মোটেও। এটাকে দেখতে লর্ড এডার্ডের মতো মনে হচ্ছে না, ও ভাবলো; এমনকি এটাকে সত্যিকারের মাথা বলেও মনে হচ্ছে না। 'কতক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হবে?'

জফরিকে আশাহত দেখালো। 'তুমি কি অন্যান্যদের দেখতে চাও?' মাথার একটা দীর্ঘ সারি রয়েছে সেখানে।

'যদি সেটা মহামান্যকে আনন্দ দেয় তবে...'

জফরি তাকে নিয়ে দেয়াল ধরে হেঁটে চললো, অনেকগুলো ছিন্ন মস্তক আর দুইটা ফাঁকা বর্শা পার হলো তারা। 'আমি ঐ দুটো বর্শাকে রেখে দিয়েছি আমার দুই চাচা স্ট্যানিস আর রেনলি ব্যারাথিয়নের জন্য।' ব্যাখ্যা করলো সে। অন্য মাথার মালিকগুলো

BanglaBook.org

তার বাবার আরো অনেক আগে মারা গিয়েছে। আলকাতরায় ডোবানোর পরেও বেশিরভাগকেই চেনা যাচ্ছে না আর। রাজা একটা মাথার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'ঐ যে তোমার সেপ্টা,' কিন্তু সানসা দেখে বুঝতে পারলো না সেটা একটা মহিলার মাথা কি না। মুখের চোয়াল পচে ঝুলে পড়েছে, এবং পাখিরা সেটার একটা কান আর একদিকের গাল প্রায় পুরোটা খেয়ে ফেলেছে।

সানসা এতদিন ভাবতো সেপ্টা মরডেইনের কপালে আসলে কী ঘটেছে, যদিও মনে মনে আগেই বুঝতে পেরেছিলো যে কী ঘটে থাকতে পারে। 'তুমি তাকে মারলে কেন?' ও জিজ্ঞেস করলো। 'উনি ছিলেন দেবতাদের...'

'সে ছিলো একজন রাজদ্রোহী।' খিটখিটে দেখাচ্ছে জফরিকে, সানসা হয়তো কোনোভাবে তাকে বিচলিত করে তুলেছে। 'তুমি কিন্তু আমাকে এখনো বলোনি আমার অভিষেকের দিন কী উপহার দেবে। হয়তো আমারই তোমাকে কিছু উপহার দেওয়া উচিত, কিন্তু সে উপহার কি পছন্দ করবে তুমি?'

'যদি তোমাকে সেটা আনন্দ দেয় তবে, মাই লর্ড,' সানসা বললো।

ও যখন হেসে ফেললো তখন সানসা বুঝলো তাকে উপহাস করছিলো সে। 'তোমার ভাইও একজন রাজদ্রোহী, জানো নিশ্চয়ই!' সেপ্টা মরডেইনের মাথা আবার শহরের দিকে ঘুরিয়ে দিলো সে। 'উইন্টারফেলে তার সাথে দেখা হবার কথা আমার মনে আছে। আমার কুত্তাটা তাকে কাঠের তলোয়ারের লর্ড বলে ডেকেছিলো। তাই না, কুকুর?'

'ডেকেছিলাম নাকি?' হাউন্ড উত্তর দিলো। 'আমার মনে পড়ছে না।'

বিরক্তির সাথে কাঁধ ঝাঁকালো জফরি। 'তোমার ভাই আমার চাচা জেইমিকে পরাজিত করেছে। মা বলছিলো প্রতারণা আর শঠতা করে যুদ্ধটা জিতেছে তোমার ভাই। খবরটা শুনে সে কেঁদেকেটে একাকার করে ফেলেছে। সব মহিলাই দুর্বল, এমনকি সেও, যদিও স্বীকার করতে চায় না কখনোই। সে বলেছে আমাদের এখন কিংস ল্যান্ডিংয়েই থাকা উচিত, আমার অন্য দুই চাচা এখানে আক্রমণ চালাতে পারে তার জন্য আরকি; কিন্তু আমি তা মানবো না। আমার অভিষেকের ভোজসভার পরেই আমি একটা সেনাবাহিনী গুছিয়ে নিয়ে তোমার ভাইকে নিজ হাতে খুন করবো। আমি তোমাকে তা-ই এনে দেবো, লেডি সানসা। তোমার ভাইয়ের কাটা মাথা।'

অকস্মাৎ একপ্রকার পাগলামি আচ্ছন্ন করে ফেললো সানসাকে। ও দেখলো সে বলছে, 'হয়তো আমার ভাই তোমার মাথাটাই এনে আমার হাতে দেবে।'

চোখ রাঙালো জফরি। 'আর কখনই আমাকে নিয়ে এমন উপহাস করবে না তুমি। একজন ভালো স্ত্রী কখনোই তার লর্ডকে উপহাস করে না। স্যার ম্যারিন, একে সেই শিক্ষাটা দাও।'

BanglaBook.org

এবার নাইটটা সানসার চোয়ালের নীচটা ধরে মাথাটা সোজা করে রাখলো আঘাত করার সময়। দুইবার তাকে চড় কষালো সে, প্রথমবার বাম থেকে ডানে আর দ্বিতীয়বার আরো জোরে, ডান থেকে বামে। তার ঠোঁট ফেটে চিবুক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো চোখের পানির সাথে মিশে।

'সবসময় কাঁদবে না,' জফরি ওকে বললো। 'তোমাকে হাসলে বরং বেশি সুন্দর দেখায়।'

সানসা হাসার চেষ্টা করলো, ভয়ে আছে যে এখন না হাসলে স্যার ম্যারিন আবার তাকে মেরে বসবে। হাসিটা যদিও সুন্দর হলো না, কিন্তু রাজা বেশ আমোদিত হয়ে মাথা দোলালো। 'রক্ত মুছে ফেলো, তোমাকে দেখতে বিশ্রী লাগছে।'

দুর্গের দেয়ালের বাইরের অংশে তার চিবুক পর্যন্ত উঁচু ঘের দেওয়া থাকলেও ভেতরের অংশে কিছুই নেই, সত্তর থেকে আশি ফুট নিচে প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গপ্রাঙ্গণ পর্যন্ত খাড়া নেমে গেছে দেয়ালটা। শুধুমাত্র একটা ধাক্কা দিলেই চলবে, নিজেকে বললো সে। জফরি ঠিক কিনারেই দাঁড়িয়ে আছে, একদম কিনারে, দাঁড়িয়ে কেঁচোর মতো ঠোঁট দিয়ে বাঁকা হাসি হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। *ইচ্ছা করলেই কাজটা করতে পারো তুমি*, নিজেকে বললো সে। *তুমি পারো কিন্তু। এখনই করে ফেলো কাজটা।* তার সাথে যদি সেও নিচে পড়ে যায় তাতে কিছু আসে যায় না এখন। কিচ্ছু আসে যায় না।

'দেখি, মেয়ে,' তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো স্যান্ডর ক্লিগেন, জফরি আর সানসার মাঝে। বিশাল লোকটা তাকে অবাক করে দিয়ে তার ফেটে যাওয়া ঠোঁট থেকে বের হওয়া রক্ত মুছে দিলো।

সময় বয়ে চললো ধীরে ধীরে। সানসা চোখ নিচু করে রেখেছে। 'ধন্যবাদ,' রক্ত মোছা শেষ হলে ও ক্লিগেনকে বললো। ও একজন ভালো মেয়ে, আর কোনো অবস্থাতেই ভদ্রতা প্রদর্শন করতে ভোলে না সে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ড্যানেরিস

তার জ্বরাক্রান্ত স্বপ্নে ছায়া ফেলে রইলো বিশাল ডানা।

'তুমি নিশ্চয়ই ড্রাগনকে জাগিয়ে তুলতে চাও না, নাকি চাও?'

উঁচু পাথুরে খিলানের নিচে এক বিশাল কক্ষ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো সে। পেছন দিকে তাকাচ্ছিলো না মোটেও, তাকানো যাবেও না। দরজাটা ওর সামনে, দূরত্বের কারণে অনেক ছোট দেখাচ্ছে অনেক, কিন্তু এত দূর থেকেও সে দেখলো দরজাটায় লাল রঙ করা রয়েছে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো সে, ওর খালি পা পাথরের ওপর ফেলতে লাগলো রক্তভেজা ছাপ।

'তুমি নিশ্চয়ই ড্রাগনকে জাগিয়ে তুলতে চাও না, নাকি চাও?'

মাটি আর মৃত্যুর গন্ধে ভরা ডথ্রাকি সমুদ্রের সমতলের ওপর পতিত সূর্যরশ্মি দেখতে পেল সে। বয়ে যাওয়া মৃদুমন্দ বাতাসে ঘাসের আগায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে পানির মতো। ড্রোগো ওকে তার শক্তিশালী হাতে ধরে গোপনাঙ্গে হাত দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিজে উঠলো জায়গাটা, যার মালিক শুধু ড্রোগোই। আকাশের তারারা ওদের দিকে চেয়ে হাসছে–দিনের আকাশের তারারা। 'বাড়ি,' ড্রোগো তার ভেতর প্রবেশ করলে ফিসফিস করলো সে। খালের বীজে ভরে গেল সে এরপর। অকস্মাৎ তারারা উধাও হয়ে গেল দৃশ্যপট থেকে, আর আকাশের বুকে দেখা দিলো বিশাল একজোড়া ডানা। সাথে সাথে পুরো পৃথিবী পরিণত হলো জ্বলন্ত আগুনে।

'...নিশ্চয়ই ড্রাগনকে জাগিয়ে তুলতে চাও না, নাকি চাও?'

BanglaBook.org

স্যার জোরাহর মুখটাকে নিচু আর বিষণ্ণ লাগছে। 'রেইগারই ছিলো শেষ ড্রাগন,' ওকে বললেন তিনি। গনগনে লাল হয়ে আভা ছড়াতে থাকা ড্রাগনের ডিম রাখা কয়লাপূর্ণ ধাতুপাত্রের উপরে নিজের ঈষদচ্ছ হাতটা গরম করছেন নাইট। এক মুহূর্ত ওখানে রইলেন তিনি, অপরমুহূর্তেই ফ্যাকাশে হয়ে যেতে শুরু করলেন। মাংস রঙহীন হয়ে পড়লো ধীরে ধীরে, বাতাসের সাথে ক্রমশ মিশে যাচ্ছে। 'শেষ ড্রাগন,' ফিসফিস করলেন স্যার জোরাহ, এরপর উধাও হয়ে গেলেন মুহূর্তের ভেতর। নিজের পিছের কালো অন্ধকারটাকে সে অনুভব করতে পারলো, লাল দরজাটা আগের তুলনায় আরো অনেক দূরে চলে গেছে।

'...নিশ্চয়ই ড্রাগনকে জাগিয়ে তুলতে চাও না, নাকি চাও?'

ভিসেরিস ওর সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। 'ড্রাগনরা কখনো ক্ষমা প্রার্থনা করে না, বেশ্যা। একটা ড্রাগনকে তুই আদেশ দিতে পারিস না। আমিই ড্রাগন, আর আমিই রাজা হবো।' গলিত সোনা ওর মুখ বেয়ে মোমের মতো নেমে আসছে, মাংস পুড়ে ডেবে যাচ্ছে নিচের দিকে। 'আমিই ড্রাগন, আর আমিই রাজা হবো!' আবার চিৎকার করলো সে, আর তার হাতের আঙ্গুলগুলো হঠাৎ করে সাপে পরিণত হয়ে ড্যানির স্তনবৃন্ত কামড়ে ধরলো। এমনকি যখন ভিসেরিসের চোখদুটো ফেটে গিয়ে গলিত অবস্থায় ঝলসে কালো হয়ে যাওয়া গাল বেয়ে নিচে নামছিলো তখনো তার স্তনবৃন্ত কামড়ে ধরে মোচড়াচ্ছিলো সাপগুলো।

'...নিশ্চয়ই ড্রাগনকে জাগিয়ে তুলতে চাও না...'

লাল দরজাটা তার অনেক সামনে, আর সে তার পেছনে বরফশীতল একটা নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে, তাকে অসাড় করে দিলো যেন সেটা। যদি এটা তাকে ছুঁতে পারে তাহলে তার এমন অবস্থা হবে যা কিনা মৃত্যুর থেকেও ভয়ংকর। অন্ধকারে একাকী অবস্থায় অসীম সময়ের জন্য চিৎকার করে যেতে হবে। দৌড়াতে শুরু করলো সে।

'...নিশ্চয়ই ড্রাগনকে জাগিয়ে তুলতে চাও না...'

নিজের ভেতরে একটা উত্তাপ অনুভব করতে পারলো সে, জরায়ুতে প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। ওর ছেলে বেশ দীর্ঘদেহী এবং গর্বিত, দ্রোগোর মতোই তামাটে গায়ের রঙ আর তার মতোই রূপালি-সোনালি চুল ও বাদাম আকৃতির বেগুনি চোখের অধিকারী। ওর দিকে চেয়ে হাসলো তার ছেলে, হাত বাড়াতে শুরু করলো তার দিকে; কিন্তু যখনই সে কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুললো সাথে সাথে আগুন গিলে নিলো তাকে। সে দেখতে পেল তার ছেলের বুকের খাঁচার ভেতর আগুনে ছটফট করছে হৃৎপিণ্ডটা। নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল সে, যেভাবে মোমবাতির আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় কোনো পোকা। ও তার বাচ্চার জন্য কাঁদতে শুরু করলো, কিন্তু চোখের পানি তার চামড়া স্পর্শ করামাত্র পরিণত হলো বাষ্পে।

BanglaBook.org

'...ড্রাগনকে জাগিয়ে তুলতে চাও...'

রাজাদের মতো পোশাক পরা ভূতরা সারি ধরে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল কক্ষে। ফ্যাকাশে আগুনের তলোয়ার আভা ছড়াচ্ছে ওদের হাতে। ওদের কারো চুলের রঙ রূপালি, কারো সোনালি, কারো আবার সাদা; চোখের স্থানে আছে উপল ও নীলকান্তমণি, টুরম্যালাইন আর জেড পাথর। 'দ্রুত,' চিৎকার করলো তারা, 'দ্রুত, দ্রুত।' দৌড়ালো সে, ওর পায়ের ছাপ যেখানেই পড়ছে গলে যাচ্ছে সেখানকার পাথর। 'দ্রুত,' ভূতগুলো একযোগে চিৎকার করেই যাচ্ছে। ও নিজেও চেঁচিয়ে উঠে নিজেকে বারবার ছুঁড়ে দিতে লাগলো সামনে। হঠাৎ এক তীব্র ব্যথা পিঠ চিরে দিলো তার। ও অনুভব করলো তার চামড়া চিরে যাচ্ছে, নাকে এলো পোড়া রক্তের গন্ধ। বিশাল দুইটা ডানার ছায়া দেখতে পেল এবার। উড়তে শুরু করলো ড্যানেরিস টারগেরিয়ান।

'...ড্রাগনকে জাগাও...'

দরজাটা ওর সামনে ভাসছে, লাল দরজা, আর সেটা খুব কাছে, খুবই কাছে। বিশাল কক্ষটা তার চারপাশে ঝাপসা দেখাচ্ছে, শীতলতা ওর অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। এরপর পাথরের কক্ষটা উধাও হয়ে গেল। ডথ্রাকি সমুদ্রের অনেক অনেক উপর দিয়ে উড়ে চললো সে। জীবিত সব ধরনের প্রাণী তার ডানার ছায়া থেকে ছুটে পালাতে লাগলো প্রাণপণে। বাড়ির গন্ধ পাচ্ছে সে, দেখতে পাচ্ছে নিজের বাড়ি, ঐ তো, দরজার কেবলই পিছে, সবুজ প্রান্তর ও বিশাল পাথুরে বাড়িঘর আর ওকে জড়িয়ে ধরার জন্য অনেকগুলো হাত। দরজাটা খুলে ফেললো সে।

'...ড্রাগন...'

এবার নিজের ভাই রেইগারকে দেখতে পেল ড্যানি, নিজের ঘোড়ার রঙের মতোই কুচকুচে কালো বর্মে আবৃত। তার শিরস্ত্রাণের চোখের সামনের ফাঁকা অংশ থেকে বেরিয়ে আসছে লাল আগুন। 'শেষ ড্রাগন,' স্যার জোরাহর কণ্ঠস্বর ফিসফিস করলো আবার কানের গোড়ায়। 'শেষ, শেষ।' পালিশ করা ইস্পাতের কালো মুখাবরণ সরিয়ে নিলো ড্যানি। শিরস্ত্রাণের ভেতর মুখটা তার নিজের।

এরপরে, দীর্ঘসময় জুড়ে শুধু ব্যথাই অনুভব করতে লাগলো সে, তার ভেতরে যেন আগুন জ্বলছে।

মুখে ছাইয়ের স্বাদ নিয়ে জেগে উঠলো ড্যানি।

'না,' গুঙিয়ে উঠলো সে। 'না, দয়া করো।'

'খালীসি,' ওর উপর ঝুঁকে এলো ঝিকুই, ভীত হরিণীর মতো লাগছে তাকে।

তাঁবুটা অন্ধকারে ডুবে আছে, স্থির আর বদ্ধ অবস্থায়। ধাতুর অগ্নিপাত্রের কয়লার আগুন থেকে ছাই উড়ে যাচ্ছে, ড্যানির চোখ তাদের অনুসরণ করতে করতে ছাদের

BanglaBook.org

ধোঁয়া বের হয়ে যাবার ফুটোর দিকে তাকালো। *উড়ছিলাম*, ড্যানি ভাবলো। *আমার পাখা ছিলো, আমি উড়ছিলাম, কিন্তু শুধু স্বপ্ন ছিলো ওটা।* 'আমাকে সাহায্য করো,' ফিসফিস করলো সে। ওঠার চেষ্টা করছে। 'আমার কাছে আনো...' ওর গলাটা ভাঙা ভাঙা আর মনে করতে পারছে না সে আসলে কী চাচ্ছে। এত ব্যথা করছে কেন? মনে হচ্ছে ওর শরীর টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, এরপর আবার জোড়ানো হয়েছে। 'আমি চাই...'

'আচ্ছা, খালীসি,' ঝিকুই দ্রুত তাঁবু থেকে বের হয়ে চিৎকার করতে লাগলো। ড্যানির দরকার...কিছু...কাউকে...আসলে কি চায় ও? ড্যানি শুধু জানে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আর এটাই ওর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এখন। পাশের দিকে ঘুরে গেল সে, একটা কনুইতে ভর দিয়ে এগুতে চেষ্টা করলো, পায়ের সাথে জড়িয়ে থাকা কম্বল ছুঁড়ে ফেলতে চাচ্ছে। পুরো পৃথিবী ওর চোখের সামনে ঘুরছে যেন। *আমার করতে হবে...*

ওরা ড্যানিকে গালিচার উপর খুঁজে পেল, হামাগুড়ি দিয়ে ড্রাগনের ডিমগুলোর কাছে পৌছুতে চাচ্ছিলো সে। স্যার জোরাহ মরমন্ট তাকে দুই হাতে তুলে শোবার বিছানার দিকে আনার সময় সে দুর্বলভাবে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো ছোটার জন্য। নাইটের ঘাড়ের উপর দিয়ে তার তিন দাসী, ঝোগো আর মিরি মায দুরকে দেখতে পেল ড্যানি। 'আমাকে অবশ্যই...' সে তাদের বলার চেষ্টা করলো, 'আমাকে করতে হবে...'

'...ঘুমান, রাজকুমারী,' স্যার জোরাহ বললেন।

'না,' ড্যানি বললো, 'দয়া করে...'

'আচ্ছা।' যদিও ড্যানির গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিলো, তারপরেও ও তাকে ভালো করে রেশমি কাপড়ে মুড়িয়ে দিলো। 'ঘুমান আর আবার আগের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠুন, খালীসি। ফিরে আসুন আমাদের মাঝে।' মিরি মায দুর, মেইগিটা এগিয়ে এসে তার ঠোঁটে একটা পেয়ালা ছোঁয়ালো। টক দুধের সাথে আরো ঘন ও তিতা একটা স্বাদ পেল সে। চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো গরম তরল। ড্যানি কোনোক্রমে তরলটা গলাধঃকরণ করতে পারলো। তাঁবুটা চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যেতে থাকলে বুঝলো ঘুম তাকে আবার জড়িয়ে ধরেছে নিজের মুঠোয়। এবার আর আগের মতো কোনো স্বপ্ন দেখলো না। কূলবিহীন এক কালো সমুদ্রের উপর শান্তভাবে ভাসতে লাগলো যেন সে।

এরপর ও জেগে উঠলো আবার–এক রাত, এক দিন, নাকি এক বছর, বলতে পারবে না সে। তাঁবু অন্ধকার হয়ে আছে, আর বাতাসে ওটার রেশমি কাপড় পাখার মতো উড়ছে থেকে থেকে। এবার আর ড্যানি ওঠার চেষ্টা করলো না। 'ইরি,' ডাকলো সে, 'ঝিকুই, ডোরিয়া।' তিনজনই দ্রুত একসাথে এসে হাজির হলো। 'আমার গলা

BanglaBook.org

শুকিয়ে আছে,' বললো। 'অনেক।' পানি নিয়ে এলো ওরা। পানিটা বেশ গরম হলেও ড্যানি পুরোটা খেয়ে আবার ঝিকুইকে পাঠালো আরো পানি নিয়ে আসতে। ইরি একটা নরম কাপড় ভিজিয়ে তার ভ্রু মুছিয়ে দিলো। 'আমি অসুস্থ ছিলাম,' ড্যানি বললো। ডথ্রাকি মেয়েটা মাথা দোলালো। 'কত সময় ধরে?' কাপড়ের স্পর্শে বেশ আরাম লাগছে, কিন্তু ইরিকে দুঃখী লাগছে বেশ; ওর ভয় বেড়ে চললো। 'অনেক সময়,' ফিসফিস করলো মেয়েটা। ঝিকুই পানি নিয়ে ফিরে এলে ওর সাথে তাঁবুতে ঢুকলো মিরি মায দুর। ঘুম থেকে উঠে আসার কারণে তার চোখ ফুলে আছে। 'পান করুন,' ড্যানির মাথাটা তুলে আবার ঠোঁটে পেয়ালা ছুঁইয়ে বললো সে। এবারের তরলটা ছিলো ওয়াইন। মিষ্টি ওয়াইন। ড্যানি পান করে আবার শুয়ে পড়লো। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু শব্দ শুনছে। শরীর ভারী হয়ে এলে বুঝতে পারলো ঘুম তাকে তার নিজের জগতে নিয়ে যেতে আসছে আবার। 'আমার কাছে আনো...' ফিসফিস করলো সে। 'আনো...আমি ধরতে চাই...'

'কী?' মেইগি জিজ্ঞেস করলো। 'আপনি কী ধরতে চান, খালীসি?'

'আমার কাছে নিয়ে আসো...ডিম...ড্রাগনের ডিম...দয়া করে...' চোখের পাতা মেলতে গেল সে, কিন্তু সেগুলো তোলার মতো শক্তি ছিলো না তার।

তৃতীয়বারের মতো চোখ খুললে দেখতে পেল তাঁবুর উপরের ফুটো দিয়ে আগত সোনালি সূর্যরশ্মি তাঁবুর ভেতরটাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। কোলের কাছে একটা ড্রাগনের ডিম ধরে শুয়ে ছিলো সে। এই ডিমটা ফ্যাকাশে রঙের, খোসার রঙ মাখনের মতো, তার মধ্য দিয়ে সোনালি আর ব্রোঞ্জ রঙ শাখা-প্রশাখার মতো ছড়িয়ে আছে। ড্যানি সেটার তাপ অনুভব করতে পারলো। তার কাপড়ের নিচে চামড়ার ওপর ঘামের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছে ও। *ড্রাগনের ঘাম*, ভাবলো সে। ডিমের খোলসের ওপর দিয়ে নিজের আঙ্গুল বোলাচ্ছে ধীরে ধীরে। তার প্রত্যুত্তরে পাথরের ডিমটার ভেতরে কিছু একটা যেন মোচড় দিয়ে উঠে আঁচড় কাটতে লাগলো। ভয় পেল না ড্যানি। ওর সব ভয় চলে গেছে, পুড়ে শেষ হয়ে গেছে একেবারে।

ড্যানি তার ভ্রু স্পর্শ করলো এবার। ঘামের পাতলা পরতের নিচে চামড়াটা ঠান্ডা হয়ে আছে। জ্বর ছেড়ে গেছে তাকে। উঠে বসলো সে বিছানায়। সাময়িক সময়ের জন্য চারপাশ দুলে উঠলো তার আর দুই পায়ের ফাঁকে ছড়িয়ে পড়লো প্রচণ্ড ব্যথা। এরপরেও নিজেকে অনেক শক্ত লাগছে এখন। তার গলার শব্দ শুনে দৌড়ে এলো দাসীরা। 'পানি,' বললো সে তাদের। 'বড় এক পাত্রে পানি নিয়ে এসো। ঠান্ডা পানি খুঁজে আনো। আর ফলও নিয়ে আসবে। খেজুর।'

'আপনি যা বলবেন, খালীসি।'

BanglaBook.org

'আমি স্যার জোরাহকে তাঁবুতে দেখতে চাই,' দাঁড়িয়ে বললো সে। ঝিকুই একটা রেশমি কাপড় এনে তার কাঁধের ওপর মেলে দিলো। 'গোসল করতে চাই, আর মিরি মায দুর এবং...' অকস্মাৎ সব স্মৃতি ফিরে এলো তার। 'খাল দ্রোগো,' বললো সে, দাসীদের মুখের দিকে আতংক নিয়ে তাকালো। 'সে কি–'

'খাল বেঁচে আছে,' ইরি শান্তভাবে উত্তর দিলো...কিন্তু কথাটা বলার সময় ড্যানি তার চোখের তারায় আতংক দেখতে পেল ঠিকই। কথা শেষ হওয়ামাত্রই পানি আনার জন্য দ্রুত সে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেল ইরি।

ডোরিয়ার দিকে ফিরলো সে। 'বলো আমাকে।'

'আমি...আমি স্যার জোরাহকে নিয়ে আসছি,' লাইসিন মেয়েটা বললো, মাথা নত করে সম্মান জানিয়ে এরপর তাঁবু থেকে একপ্রকার পালিয়ে গেল সে।

ঝিকুইও দৌড়ে পালাতো, কিন্তু ড্যানি ওর কবজি ধরে আটকালো। 'কী হয়েছে? আমার জানতে হবে। দ্রোগো...আর আমার বাচ্চা।' এখন পর্যন্ত বাচ্চার কথা মনে পড়েনি কেন তার? 'আমার ছেলে...রেইগো...কোথায় ও? আমি ওকে চাই।'

দাসীটা তার চোখ নিচু করে ফেললো। 'ছেলেটা...বাঁচেনি, খালীসি।' ভয়ে তার গলা চুপসে গেল।

ড্যানি ওর কবজি ছেড়ে দিলো। *আমার ছেলে মারা গেছে!* ঝিকুই তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলে ভাবলো সে। কীভাবে যেন আগে থেকেই জানতো! প্রথমবার ঘুম থেকে উঠে ঝিকুইয়ের চোখে পানি দেখেই বুঝে গিয়েছিলো। না, জাগার আগেই সে জানতো। স্বপ্নটা অকস্মাৎ ওর সামনে জ্যান্ত আর পরিষ্কার হয়ে উঠলো যেন। তামাটে গায়ের রঙ আর লম্বা রূপালি-সোনালি চুলের দীর্ঘদেহী ছেলেটার কথা মনে পড়লো, আগুন যাকে জড়িয়ে ধরেছিলো।

ওর কাঁদা উচিত, বুঝতে পারলো সে, কিন্তু ছাইয়ের মতোই শুকিয়ে গেছে ওর চোখের পানি। স্বপ্নে ও কেঁদেছিলো ঠিকই, গালের ওপর পড়ে চোখের পানি বাষ্প হয়ে গিয়েছিলো তখন। সব দুঃখই আমার ভেতর থেকে পুড়ে বের হয়ে গেছে, নিজেকে বললো ড্যানি। দুঃখ অনুভব করলো সে, কিন্তু তারপরেও...ও বুঝতে পারলো রেইগো তার স্মৃতি থেকে মুছে যাচ্ছে, এমনভাবে যেন তার অস্তিত্ব কোনোদিনও ছিলো না।

কিছু সময় পরে স্যার জোরাহ আর মিরি মায দুর ফিরে এসে দেখলো ড্যানি অন্য ডিমগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ড্যানির কাছে মনে হচ্ছে সে যে ডিমটা নিয়ে শুয়েছিলো বাকি দুটোও সেটার মতো গরম হয়ে আছে, অবাক হয়ে গেল সে। 'স্যার জোরাহ, এদিকে আসুন,' ও বললো। নাইটটার হাত ধরে কালো রঙের ডিমটার উপর রাখলো সে। 'কী অনুভব করছেন?'

BanglaBook.org

'খোসা, পাথরের মতো শক্ত।' স্যার জোরাহকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'আঁশ।'

'তাপ?'

'নাহ। ঠান্ডা পাথর।' হাত সরিয়ে নিলেন তিনি। 'রাজকুমারী, আপনি ঠিক আছেন? অনেক দুর্বল আপনি, ওঠা কি ঠিক হয়েছে?'

'দুর্বল? আমি শক্তই আছি, স্যার জোরাহ।' তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য গদিতে গিয়ে বসলো সে। 'আমাকে বলুন ঠিক কীভাবে আমার সন্তান মারা গেছে।'

'ও আসলে জীবিত ছিলো না, রাজকুমারী। মহিলাটা বলেছে...' থেমে গেলেন তিনি।

'আমাকে বলুন। মহিলা কী বলেছিলো তা আমাকে বলুন।'

মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন স্যার জোরাহ। চোখের তারায় ভয়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। 'ওরা বলেছে যে বাচ্চাটা ছিলো...'

অপেক্ষা করতে লাগলো সে, কিন্তু জোরাহ বাকি কথাটুকু বলতে পারলেন না। গ্লানিতে তার মুখ কালো হয়ে গেল। তাকে দেখতে একজন অর্ধমৃত মানুষের মতো লাগছে।

'ভয়ংকর,' মিরি মায দুর তার হয়ে কথাটা শেষ করলো। নাইটটা খুব শক্তিশালী লোক, তারপরেও এই মুহূর্তে মেইগিকে বেশি শক্তিশালী আর নিষ্ঠুর লাগছে, খানিকটা বিপজ্জনকও মনে হচ্ছে। 'বিকৃত ছিলো। আমি নিজে সেটাকে আপনার ভেতর থেকে বের করে এনেছিলাম। ওটার গায়ে ছিলো গিরগিটির মতো চামড়া, অন্ধ, অসম্পূর্ণ একটা লেজ আর বাদুড়ের মতো দুটো চামড়ার ডানা। ওটাকে ছোঁয়ামাত্রই গা থেকে মাংস খসে পড়ে আর ভেতর থেকে বেরোয় একগাদা পোকা। ও অনেক আগেই থেকেই মৃত ছিলো।'

অন্ধকার, ড্যানি ভাবলো। একটা ভয়ংকর অন্ধকার এগিয়ে এসে পেছন থেকে তাকে গিলে নিতে চাইছে। পিছের দিকে তাকালেই সে যেন হারিয়ে যাবে অন্ধকারে। 'স্যার জোরাহ যখন আমাকে এই তাঁবুতে বয়ে এনেছিলো তখনো আমার ছেলে জীবিত আর শক্তিশালী ছিলো,' ও বললো। 'আমার পেটে ক্রমাগত লাথি মারছিলো, বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছিলো যেন।'

'হতে পারে,' মিরি মায দুর উত্তর দিলো। 'কিন্তু যে জীবটা আপনার জরায়ু থেকে বেরিয়ে এসেছিলো সেটা আমি যেমনটা বললাম সেরকম ছিলো। মৃত্যু এসেছিলো এই তাঁবুতে, খালীসি।'

'শুধু ছায়া,' খসখসে গলায় বললেন স্যার জোরাহ, কিন্তু ড্যানি তার গলায় সন্দেহের সুর পাচ্ছে। 'আমি দেখেছিলাম, মেইগি। আমি তোমাকে একা দেখেছিলাম, ছায়াদের সাথে নাচতে।'

BanglaBook.org

'মৃত্যু সবসময়ই দীর্ঘ ছায়া ফেলে যায়, লর্ড,' মিরি বললো। 'লম্বা এবং গাঢ় ছায়া, আর কোনো আলোই ওদের আটকে রাখতে পারে না শেষ পর্যন্ত।'

স্যার জোরাহ ওর বাচ্চাকে হত্যা করেছে, ড্যানি জানে। ভালোবাসা আর আনুগত্যের জন্য যা যা করা দরকার সব করেছে সে, কিন্তু তারপরেও ও তাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছে যেখানে কোনো জীবিত লোক যেতে পারে না; আর তার বাচ্চাকে অন্ধকারের হাতে তুলে দিয়েছে সে। 'ছায়ারা আপনাকেও স্পর্শ করেছে, স্যার,' ও তাকে বললো। নাইট কোনো উত্তর দিলেন না। এরপর দেবপত্নীর দিকে ঘুরে গেল ড্যানি। 'তুমি আমাকে সতর্ক করেছিলে যে জীবনের বদলা একমাত্র মৃত্যুই হতে পারে। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘোড়ার কথা বলেছিলে তখন।'

'না,' মিরি মায দুর বললো। 'সেই মিথ্যাটা আপনি নিজেই নিজেকে বলেছিলেন। আপনি ভালো করেই জানতেন বদলাটা কী হতে পারে!'

ও কি জানতো? ও আসলেই কি জানতো? *পেছন ফিরে তাকালেই হেরে যাবো আমি।* 'মূল্য চোকানো হয়ে গেছে,' ড্যানি বললো। 'ঘোড়াটা, আমার বাচ্চা, কোয়েরো আর কোথো, হ্যাগো আর কহলো। চোকানো হয়ে গেছে সব মূল্য। সব মূল্য।' গদি থেকে উঠে দাঁড়ালো সে। 'খাল দ্রোগো কোথায়? তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে, দেবপত্নী, মেইগি, ব্লাডমেজ, বা তুমি যা-ই হও না কেন! আমাকে দেখাও সন্তানের বিনিময়ে কী কিনেছি আমি।'

'আপনি যা আদেশ করবেন, খালীসি,' বয়স্কা মহিলাটা বললো। 'আসুন, আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

ড্যানি যা ভেবেছিলো তার চেয়ে দুর্বল ছিলো আসলে। স্যার জোরাহ একটা হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখলো। 'দেখার জন্য পরে আরো সময় পাওয়া যাবে, রাজকুমারী,' আস্তে আস্তে বললেন তিনি।

'আমি এখনই দেখতে চাই, স্যার জোরাহ!'

তাঁবুর ভেতরের স্বল্প আলো থেকে বেরুলে বাইরের আলোটা অনেক বেশি উজ্জ্বল মনে হলো তার কাছে। আকাশে গলিত সোনার মতো জ্বলছে সূর্যটা, সামনের পুরো মাঠটা ফাঁকা হয়ে গেছে। দাসীরা ফল, ওয়াইন আর পানি নিয়ে অপেক্ষা করছে। ওকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য স্যার জোরাহকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো ঝোগো। এগো আর রাখারো দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। বালির ওপর পড়ে সূর্যরশ্মি এতই চমকাচ্ছে যে আর বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে না. একটা হাত দিয়ে ছুটে আসা আলো থেকে চোখকে আড়াল দিলো ড্যানি। আগুনে পোড়া ছাই, ঘাস খুঁজতে থাকা অল্পকিছু ঘোড়া, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু তাঁবু আর বিছানা ছাড়া কিছুই নজরে পড়লো না তার। ওকে দেখার জন্য

BanglaBook.org

বাচ্চাদের একটা ছোট দল জড়ো হয়েছে, আর ওদের পেছনে কাজ করতে বের হওয়া মহিলাদের দেখতে পেল সে। নীল আকাশের দিকে পরিশ্রান্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বয়স্করা, আর মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে গায়ে বসা রক্তমাছি তাড়াচ্ছে। সর্বসাকুল্যে একশজন মানুষ উপস্থিত আছে এখানে, তার বেশি না। বাকি চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী কোথায়? শুধুমাত্র বাতাস আর ধুলোর রাজত্ব চলছে এখন শিবির জুড়ে।

'ড্রোগোর খালাসার চলে গেছে,' ও বললো।

'যে খাল সওয়ার করতে পারে না, সে শাসনও করতে পারে না,' ঝোগো বললো।

'ডথ্রাকিরা শুধুমাত্র শক্তিশালীদের অনুসরণ করে,' স্যার জোরাহ বললেন। 'আমি দুঃখিত, রাজকুমারী। ওদেরকে ধরে রাখার কোনো উপায় ছিলো না। কো পোনো সর্বপ্রথম চলে যায়, নিজেকে খাল পোনো ঘোষণা করলে অনেকেই তার দলে ভিড়ে যায়। ঝ্যাকো তার অল্প সময় পরেই একই পথ ধরে। বাকিরা প্রত্যেক রাতেই বড় দল বা ছোট দল বেঁধে একে একে কেটে পড়তে থাকে। এখন ডথ্রাকি সাগরে অনেক নতুন খালাসার ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা একসময় শুধুমাত্র ড্রোগোর খালাসারের অধীন ছিলো।'

'বয়স্করা রয়ে গেছে,' এগো বললো। 'ভীতু, দুর্বল আর অসুস্থরা। আর আমরা, যারা শপথ ঠিক রেখেছি। আমরা রয়ে গেছি।'

'ওরা খাল ড্রোগোর পালিত পশুদের পালও নিয়ে গেছে, খালীসি,' রাখারো বললো। 'ওদেরকে বাধা দেবার পক্ষে আমরা খুব দুর্বল ছিলাম শক্তির দিক দিয়ে। অনেক দাসও নিয়ে গেছে ওরা, খাল এবং আপনার, দুইজনেরই। অল্প কিছু রেখে গেছে অবশ্য।'

'ইরো?' ড্যানি জিজ্ঞেস করলো, মেষমানবদের শহরের দরজার কাছ থেকে উদ্ধার করা ভীতু মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল।

'মাগো তাকে ধরে নিয়ে যায়, লোকটা এখন খাল ঝ্যাকোর একজন শোণিতারোহী,' ঝোগো বললো। 'সে মেয়েটাকে প্রথমে উপভোগ করে, এরপর নিজের খালকে দিয়ে দেয়। আর ঝ্যাকো তাকে তার অন্যান্য শোণিতারোহীদের হাতে তুলে দেয়। ওরা সংখ্যায় ছিলো ছয়জন। কাজ শেষ হয়ে গেলে মেয়েটার গলা কেটে হত্যা করে তারা।'

'এটা ওর ভাগ্য ছিলো, খালীসি,' এগো বললো।

পেছনে ফিরে তাকালেই আমি শেষ। 'নিষ্ঠুর ভাগ্য ছিলো,' ড্যানি বললো। 'তবে মাগোর ভাগ্য যতটা নিষ্ঠুর হবে তার থেকে মেয়েটার কষ্ট অনেক কম হয়েছে। আমি পুরোনো আর নতুন দেবতা, মেষ দেবতা আর ঘোড়ার দেবতা এবং যে দেবতারা আছে, তাদের নামে শপথ করছি। মাদার অব মাউন্টেইন আর পৃথিবীর জরায়ুর নামে শপথ

BanglaBook.org

করছি। আমি ওদের শাস্তি দেবার আগে মাগো আর কো ঝ্যাকো কান্নাকাটি করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে।'

ডথ্রাকিরা তাদের ভেতর অনিশ্চিত দৃষ্টি বিনিময় করলো। 'খালীসি,' ওর দাসী ইরি তাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো যেন সে একটা বাচ্চাকে বোঝাচ্ছে, 'ঝ্যাকো এখন খাল, তার পিছে প্রায় বিশ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা আছে।'

ড্যানি তার মাথা উঁচু করলো। 'আর আমি ড্যানেরিস স্টর্মবর্ন, হাউজ টারগেরিয়ানের ড্যানেরিস, সর্বজয়ী এইগন আর নিষ্ঠুর মেইগর এবং প্রাচীন ভ্যালিরিয়ার রক্তধারার বাহক। আমি ড্রাগনের মেয়ে এবং তোমাদের কাছে শপথ করছি, ঐ লোকগুলো চিৎকার করতে করতেই মরবে। এখন আমাকে খাল ড্রোগোর কাছে নিয়ে চলো।'

লাল মাটির ওপরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে শুয়েছিলো সে।

গায়ে অনেকগুলো রক্তমাছি এসে পড়েছে, কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছে না সেগুলোর উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে সে। ড্যানি ওগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো। সে চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে ঠিকই কিন্তু মনে হচ্ছে না কিছু দেখতে পাচ্ছে; ড্যানি এক পলক দেখেই বুঝলো ড্রোগো অন্ধ হয়ে গেছে। সে তার নাম ধরে ফিসফিস করলো, কিন্তু কোনো সাড়া পেল না অপরপক্ষ থেকে।

'তাকে এই সূর্যের নিচে একা ফেলে রাখা হয়েছে কেন?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'সূর্যের উত্তাপ খাল পছন্দ করে, রাজকুমারী,' স্যার জোরাহ বললো। 'তার চোখগুলো সূর্যের পানে চেয়ে থাকে যদিও সেটা দেখতে পায় না। সে হাঁটাচলাও করতে পারে। তবে আপনি তাকে যতদূর নিয়ে যাবেন ততদূরই, এর বেশি না। খাইয়ে দিলে খায় আর পান করতে দিলে পান করতে পারে।'

ড্যানি তার সূর্য-আর-তারার ভ্রুতে একটা চুমু খেল, এরপর দাঁড়িয়ে মিরি মায দুরের মুখোমুখি হলো। 'তোমার জাদুমন্ত্রগুলো খুব দামি, মেইগি।'

'সে বেঁচে আছে,' মিরি মায দুর বললো। 'আপনি জীবন চেয়েছিলেন। আপনি জীবনের জন্য মূল্য চুকিয়েছিলেন।'

'ড্রোগোর মতো একজন মানুষের কাছে এভাবে বেঁচে থাকাকে জীবন বলে না। তার জীবন ছিলো হাসিতে ভরা, আগুনে ঝলসাতে থাকা মাংস আর দুই পায়ের ফাঁকে ঘোড়া নিয়ে চলা জীবন ছিলো। তার জীবন ছিলো তার হাতে ধরা আরাখের মতো। শত্রুদের প্রতি ছুটে যাবার সময় তার চুলে বাঁধা ঘণ্টাদের আওয়াজের মতো। তার শোণিতারোহীরা, আমি আর যে সন্তান তাকে উপহার দিতে যাচ্ছিলাম তারা ছিলো তার জীবন।'

BanglaBook.org

মিরি মায দুর কোনো উত্তর দিলো না।

'কখন সে আবার আগের মতো হয়ে যাবে?' সে জানতে চাইলো।

'যখন সূর্য পশ্চিমে উঠে পূর্বে অস্ত যাবে তখন,' মিরি মায দুর বললো। 'যখন সাগর শুকিয়ে যাবে, আর পাহাড়গুলো বাতাসে শুকনো পাতার মতো উড়ে বেড়াবে, তখন। যখন আপনার জরায়ু আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে একজন জীবিত সন্তান ধারণ করবে, তখন সে ফিরে আসবে। তার আগে না।'

ড্যানি স্য..' জোরাহ এবং অন্যদের প্রতি ইশারা করলো। 'আপনারা চলে যান। আমি মেইগির সাথে একা কথা বলতে চাই।'

মরমন্ট আর ডথ্রাকিরা চলে গেল। 'তুমি জানতে,' সবাই চলে গেলে ড্যানি বললো। ভেতরে-বাইরে সে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিলো, কিন্তু রাগ শক্তি যোগাচ্ছে ওকে। 'তুমি জানতে আমি কি কিনতে যাচ্ছি, আর তুমি মূল্যটাও জানতে। এরপরেও আমাকে সেই মূল্য তুমি চোকাতে দিয়েছ।'

'আমার মন্দির পোড়ানো উচিত হয়নি তাদের,' চ্যাপ্টা নাকের মোটা মহিলাটা শান্ত কণ্ঠে বললো। 'কাজটা মহা মেষপালককে রাগিয়ে দিয়েছে।'

'তুমি যা করেছ তা কোনো দেবতার কাজ না,' শীতল কণ্ঠে বললো ড্যানি। *পেছনে ফিরে তাকালেই আমি শেষ।* 'তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছ। আমার বাচ্চাকে আমার ভেতরে থাকতেই মেরে ফেলেছ।'

'যে তুরগ পুরো পৃথিবী চরে বেড়াতে চেয়েছিলো সে এখন কোনো শহর ধ্বংস করতে পারবে না। তার খালাসার কোনো জাতিকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে না আর।'

'আমি তোমার পক্ষে কথা বলেছিলাম,' ব্যথাতুর স্বরে বললো সে। 'আমি তোমাকে রক্ষা করেছিলাম।'

'আমাকে রক্ষা করেছিলেন?' লাজারিন মহিলাটা খেঁকিয়ে উঠলো। 'তিন জন অশ্বারোহী আমাকে ধর্ষ করেছে, পুরুষরা যেভাবে একজন মহিলার সাথে মিলিত হয় সেভাবে না। একটা কুকুরের মতো আমাকে উপভোগ করছিলো ওরা। আপনি যখন সামনে দিয়ে যান তখন চতুর্থজন আমাকে ধরেছিলো কেবল। তাহলে আমাকে আপনি রক্ষা করলেন কীভাবে? চোখের সামনে আমার দেবতার ঘরকে পুড়তে দেখেছি আমি, যেখানে অসংখ্য ভালো লোককে আমি সুস্থ করে তুলতাম বিভিন্ন অসুখ আর আঘাত থেকে। আমার ঘরটাকেও তারা জ্বালিয়ে দিয়েছিলো, রাস্তায় মানুষের মাথার স্তুপ দেখেছি আমি। যে লোক আমার রুটি বানিয়ে দিতো তার মাথাও দেখেছি। যে ছেলেটাকে তিন চন্দ্রমাস আগে আমি মৃতচক্ষু জ্বর থেকে সারিয়ে তুলেছিলাম তার কাটা মাথাও দেখতে হয়েছে আমাকে। এবার বলুন আপনি আমার কী রক্ষা করেছেন।'

BanglaBook.org

'তোমার জীবন।'

মিরি মায দুর নিষ্ঠুরভাবে হাসলো। 'আপনার খালের দিকে তাকান। আর দেখুন জীবন কাকে বলে, যখন বাকি সবকিছু হারিয়ে যায়।'

ড্যানি তার খাসের লোকদের ডেকে বললো হাত-পা বেঁধে মিরি মায দুরকে তার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যেতে। কিন্তু নিয়ে যাবার সময় তার দিকে চেয়ে মেইগি হাসলো শুধু। মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করে ড্যানি তার মুণ্ডুটা ফেলে দিতে পারে...কিন্তু তা করার পর তার কাছে কি থাকবে? একটা মাথা? জীবন যদি মূল্যহীন হয়, তবে মৃত্যুর মূল্য কী?

তারা খাল ড্রোগোকে তার তাঁবুতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো, আর ড্যানি তাদের আদেশ দিলো একটা গোসলের টবকে পানি দিয়ে পূর্ণ করতে। এবার আর পানিতে কোনো রক্ত দেখা গেল না। ড্যানি নিজেই তাকে গোসল করাতে লাগলো। তার বাহু আর বুক থেকে মাটি আর ময়লা পরিষ্কার করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলো। লম্বা কালো চুল সাবান দিয়ে ধুয়ে ভালো করে আঁচড়ে আবার আগের মতো ঝকঝকে করে তুললো। কাজ শেষ হতে হতে বেশ রাত হয়ে গেল এবং ড্যানিও ক্লান্ত হয়ে পড়লো অনেক। কিছু খাওয়া আর পান করার জন্য থামলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা ডুমুর আর এক চুমুক পানি ছাড়া আর কিছুই খেতে পারলো না সে। ঘুমাতে পারলে অনেক ভালো লাগতো, কিন্তু ইতোমধ্যেই অনেক ঘুমিয়ে ফেলেছে সে...সত্যি বলতে, অনেক বেশি সময় ঘুমিয়েছে। আজ রাতটা শুধু ড্রোগোর জন্য বরাদ্দ।

ওদের প্রথম মিলনের কথা মনে পড়ে গেল তার যখন ড্রোগো তাকে বাইরের অন্ধকারে নিয়ে গিয়েছিলো; ডথ্রাকি বিশ্বাস অনুযায়ী একজন পুরুষের জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাকে অবশ্যই খোলা আকাশের নিচে করতে হবে। সে নিজেকে বললো যে ঘৃণার চেয়ে অনেক শক্তিশালী ক্ষমতা আছে পৃথিবীতে, আর আশাইতে কোনো মেইগির শেখা জাদু থেকে অনেক পুরোনো আর সত্য জাদুর অস্তিত্বও রয়েছে। আকাশে কোনো চাঁদ না থাকায় রাতটা অনেক অন্ধকার, কিন্তু আকাশে চমকাচ্ছে অজস্র তারার দল। এটাকে একটা পূর্বলক্ষণ হিসেবে ধরে নিলো ড্যানি।

কোনো নরম ঘাসের বিছানা তাদের আর স্বাগত জানালো না এবার, শুধুই রুক্ষ, ধুলোময় আর পাথরে পূর্ণ মাটি রয়েছে এখানে। বাতাসে নড়তে থাকা কোনো গাছপালা নেই আশেপাশে। তার ভয়কে শান্ত করার জন্য ঝরনার পানি বয়ে চলার কলকল শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। ড্যানি নিজেকে বোঝালো যে আকাশের ঐ তারারাই যথেষ্ট। 'মনে করো, ড্রোগো,' সে ফিসফিস করলো। 'আমাদের প্রথম মিলনের কথা মনে করো, যেদিন আমাদের বিয়ে হয়েছিলো। যে রাতে আমরা রেইগোকে আমার জঠরে এনেছিলাম

BanglaBook.org

সেদিনের কথা মনে করো। আমাদের চারপাশে তোমার খালাসার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো আমাদের। পৃথিবীর জরায়ুর পানি কতো নির্মল আর ঠান্ডা ছিলো তখন। মনে করো, আমার জ্যোতি ও ভাস্কর। মনে করো, আর ফিরে এসো আমার কাছে।'

প্রসবের কারণে সে এতই ভঙ্গুর অবস্থায় ছিলো যে ইচ্ছা হলেও দ্রোগোকে নিজের ভেতর নিতে পারতো না, কিন্তু ডোরিয়া তাকে অন্য পন্থাও শিখিয়েছে। সে তার হাত, মুখ আর স্তন ব্যবহার করলো। হাতের নখ দিয়ে খামচালো তাকে, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো, ফিসফিস করলো, প্রার্থনা করলো, গল্প বললো; কিন্তু শেষে গিয়ে শুধু নিজের চোখের পানিতে দ্রোগোকে আরো একবার গোসল করানো হলো শুধু: কিছুই অনুভব করতে পারলো না সে, কথা বললো না, আর উঠেও বসলো না।

যখন পুবাকাশ ক্রমশ লাল হয়ে একটা বিবর্ণ সকাল আবার নিজেকে মেলে ধরতে লাগলো, ড্যানি বুঝলো ও সত্যিই তাকে হারিয়ে ফেলেছে। 'যখন সূর্য পশ্চিমে উঠে পূর্বে অস্ত যাবে তখন,' সে কাঁদতে লাগলো। 'যখন সাগর শুকিয়ে যাবে, আর পাহাড়গুলো বাতাসে শুকনো পাতার মতো উড়ে বেড়াবে তখন। যখন আমার জরায়ু আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে একজন জীবিত সন্তান ধারণ করবে, তখন তুমি ফিরে আসবে, আমার জ্যোতি ও ভাস্কর। তার আগে না।'

কখনো না, অন্ধকার চিৎকার করলো, *কখনো না, কখনো না, কখনো না।*

তাঁবুর ভেতর একটা বালিশ খুঁজে পেল ড্যানি, পাখির পালকে পূর্ণ নরম রেশমি কাপড়ে তৈরি। দ্রোগোর কাছে ফিরে আসার সময় সেটাকে বুকে চেপে ধরে নিয়ে আসলো। *পেছনে ফিরে তাকালেই আমি শেষ।* এমনকি হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে তার। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে, গভীর ঘুমে, একটা স্বপ্নহীন ঘুম দরকার তার।

হাঁটু গেড়ে বসে সে দ্রোগোর ঠোঁটে একটা চুমু খেল, আর তারপর ওর মুখের ওপর জোরে চেপে ধরলো বালিশটা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

টিরিয়ন

'ওরা আমার ছেলেকে বন্দী করেছে,' টাইউইন ল্যানিস্টার বললেন।

'জ্বি, মাই লর্ড,' বার্তাবাহী লোকটার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্লান্তির কারণে নিস্তেজ শোনাচ্ছে। তার ছেঁড়া পোশাকের বুকে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের ভেতর থেকে উঁকি মারছে ক্র্যাকহলদের প্রতীক ডোরাকাটা শূকর।

তোমার দুই ছেলের একজন, টিরিয়ন ভাবলো। ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে কোনো কথা না বলে জেইমির কথা ভাবতে লাগলো সে। নিজের ডান হাতটা তোলামাত্রই সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়া ব্যথাটা তাকে নিজের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ও তার ভাইকে ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু ওকে কাস্টার্লি রকের সমস্ত সোনার লোভ দেখালেও সে কিছুতেই জেইমির সাথে হুইস্পারিং উডে যেতে রাজি হতো না।

চারপাশে জড়ো হয়েছে ওর বাবার কয়েকজন কমান্ডার আর অনুগত লর্ডরা, বার্তাবাহকের বলা কথাগুলো শুনে একদম চুপ হয়ে গেছে তারা। পুরো হলে শব্দ বলতে শুধু কক্ষের শেষ মাথার চুল্লিতে ফুটতে থাকা কাঠ আর আগুনের হিসহিস ধ্বনি।

ক্রমাগত দক্ষিণে চলার এই কষ্টকর যাত্রায় এরকম একটা সরাইখানায় এক রাত কাটানোর সুযোগ পেয়ে টিরিয়ন বেশ খুশিই হয়েছিল...কিন্তু ও চায় না এই সরাইখানায় আর কোনোদিন আসতে, আর সেটা এই যাত্রার দুঃসহ স্মৃতির জন্যেই। তার বাবা সেনাবাহিনীকে কঠোর আদেশ দিয়েছেন সর্বোচ্চ গতিতে চলার, আর তার জন্য মূল্যও চোকাতে হচ্ছে। যুদ্ধে আহত সৈন্যরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে গতি ধরে রাখার জন্য, আর

BanglaBook.org

যারা পারছে না তাদেরকে পরিত্যাগ করেই এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন সকালে কিছু লোককে রাস্তার পাশে রেখে আসে ওরা; যে লোকগুলো রাতে ঘুমিয়েছিলো ঠিকই কিন্তু সকালে আর জেগে ওঠেনি। প্রতি বিকালে হাল ছেড়ে দিচ্ছে আরো কিছু লোক। আর প্রতিদিন সন্ধ্যায় পালিয়ে যাচ্ছে আরো কিছু, গা ঢাকা দিয়ে তমসার বুকে হারিয়ে যাচ্ছে ওরা। কে জানে, হয়তো সেও ওদের সাথে পালিয়ে যাবে একদিন।

উপর তলার পালকের বিছানায় যখন শেই-এর উষ্ণ আলিঙ্গনের মাঝে আরামে ঘুমিয়ে ছিলো সে, তখন তার স্কোয়ায়ের এসে ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো। বললো যে রিভাররান থেকে ভয়াবহ খবর নিয়ে একজন অনুচর এসেছে। এত কিছু করেও কোনো লাভ হলো না। দক্ষিণের দিকে সেনাবাহিনীর এত দ্রুত অগ্রসর হওয়া, রাস্তার পাশে ফেলে আসা মৃতদেহ...সবই অর্থহীন হয়ে গেছে। ওদের কয়েক দিন আগেই রিভাররান পৌঁছে গেছে রব স্টার্ক।

'কীভাবে ঘটলো এসব?' স্যার হ্যারিস সুইফট গুঙিয়ে উঠলেন। 'কীভাবে? এমনকি হুইস্পারিং উড-এর পরাজয়ের পরেও তোমরা রিভাররানকে লৌহবেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রেখেছিলে, একটা বিশাল সেনাবাহিনী ছিলো তোমাদের হাতে...কোন পাগলামির বসে জেইমি এই বাহিনীকে তিনটা আলাদা শিবিরে ভাগ করতে গিয়েছিলো? ও কি জানতো না এর ফলে কী হতে পারে?'

তোমার চেয়ে *ভাল* জানতো, কাপুরুষ কোথাকার, টিরিয়ন ভাবলো। জেইমি হয়তো রিভাররান হারিয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সুইফটের মতো একজন লোকের মুখে তার নিন্দা শুনতে হবে। নির্লজ্জ থুতুচাটা লোকটার বলার মতো একমাত্র অর্জন হলো তার নিজের মতোই দুর্বল মেয়েটাকে স্যার কেভিনের সাথে বিয়ে দেওয়া, যার কারণে ল্যানিস্টারদের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছে সে।

'আমি হলেও একই কাজ করতাম,' ওর চাচা উত্তর দিলেন। টিরিয়ন জবাবটা যেভাবে দিতে পারতো, তার চেয়েও অনেক শান্তস্বরে বলেছেন তিনি। 'আপনি কখনো রিভাররান দেখেননি, স্যার হ্যারিস, দেখলে জানতেন যে জেইমির হাতে এটা বাদে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। দুর্গটা স্থলভাগের এমন এক অংশে অবস্থিত যেখানে টাম্বলস্টোন নদীটা ট্রাইডেন্টের রেড ফোর্কের সাথে মিলিত হয়। এই দুই নদী মিলে একটা ত্রিভুজের দুই বাহু গঠন করেছে। বিপদের আভাস পাওয়ামাত্র টালিরা নদীর উজানে একটা জলকপাট খুলে দেয়, আর তারপর তৃতীয় দিকে একটা চওড়া পরিখা তৈরি করে পুরো রিভাররানকে দ্বীপে পরিণত করে ফেলে ওরা। জল ভেদ করে দুর্গের দেয়াল একদম খাড়া উঠে গেছে উপরের দিকে, আর দুর্গের টাওয়ার থেকে নদীর অপর পাড়ের সবদিকে কয়েক লীগ পর্যন্ত দেখতে পায় দুর্গরক্ষকরা। সব ধরনের পথ বন্ধ করার

BanglaBook.org

জন্য অবরোধকারীদের অবশ্যই একটা শিবির স্থাপন করতে হবে টাম্বলস্টোনের উত্তরে, আরেকটা ফেলতে হবে রেড ফোর্কের দক্ষিণে আর তৃতীয়টা ফেলতে হবে দুই নদীর মাঝ বরাবর, পরিখার পশ্চিমে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই...একদমই নেই।'

'স্যার কেভিন ঠিকই বলেছেন, মাই লর্ডস,' বার্তাবাহক বললো। 'আমরা আমাদের শিবিরের চতুর্দিকে সূচালো গোঁজের বেড়া তৈরি করেছিলাম, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিলো না। কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই আক্রমণ করেছে ওরা, আর নদীর কারণে অন্যদের কাছ থেকেও আমরা আলাদা ছিলাম। ওরা সর্বপ্রথম উত্তরের শিবির আক্রমণ করে। ওরা যে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে সেই সম্ভাবনাই কারো মাথায় আসেনি। মার্ক পাইপার আমাদের রসদের উপর মাঝে মাঝে হামলা চালাতো, কিন্তু আমরা জানতাম যে ওর কাছে পঞ্চাশজনের চেয়ে বেশি লোক নেই। স্যার জেইমি আগের রাতে ওদের মোকাবেলা করার জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলেন...আসলে আমরা ভেবেছিলাম যে আক্রমণটা মার্কের লোকেরাই করেছে। আমাদের বলা হয়েছিল স্টার্কদের বাহিনী গ্রিনফোর্কের পূর্বে অবস্থান করছে, ক্রমশ দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছে ওরা...'

'আর তোমাদের অনুচর?' স্যার গ্রেগরের মুখ দেখে মনে হচ্ছে পাথর কুঁদে বানানো হয়েছে। আগুনের কারণে তার চামড়া কমলা দেখাচ্ছে, চোখের চারপাশে কালো ছায়া ফেলেছে অগ্নিশিখা। 'ওরা কি কিছুই দেখেনি? তোমাদের কোনো আগাম সতর্ক সংকেত দেয়নি?'

রক্তে ভেজা বার্তাবাহক তার মাথা নাড়ালো। 'আমাদের অনুচরেরা হারিয়ে যাচ্ছিলো একে একে। আমরা ভেবেছিলাম এসব মার্ক পাইপারের কাজ। মাত্র একজনই ফিরে আসে, মাই লর্ড, কিন্তু সে কিছুই দেখেনি।'

'একজন অনুচর যদি কিছুই না দেখে তাহলে তার চোখ দিয়ে কাজটা কী?' মাউন্টেইন বললো। 'ওর চোখদুটো তুলে নিয়ে পরবর্তী অনুচরের হাতে তুলে দেবে। ওকে বলবে যে তোমরা আশা করছো দুই চোখের তুলনায় চার চোখ দিয়ে বেশি ভালো দেখা যাবে...আর যদি সেও দেখতে ব্যর্থ হয়, তবে পরবর্তীজন পাবে ছয়টা চোখ।'

টাইউইন ল্যানিস্টার নিজের চোখ ঘুরিয়ে স্যার গ্রেগরকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। বাবার চোখে আগুনের আলো পড়তেই তার চোখের মণিতে সোনালি আভার বিকিরণ দেখতে পেল টিরিয়ন, কিন্তু সে বলতে পারবে না যে ঐ চোখের দৃষ্টিতে ঠিক কী লেখা আছে–অনুমোদন, নাকি বিরক্তির ভাব। সাধারণত কোনো আলোচনা চলাকালে লর্ড টাইউইন একদম চুপ করে বসে থাকেন, কোনো কথা বলার আগে সবকিছু শোনার চেষ্টা করেন, টিরিয়ন নিজেও অভ্যাসটা রপ্ত করার চেষ্টায় আছে। কিন্তু বর্তমানে তার চুপচাপ থাকাটা তার নিজের বৈশিষ্ট্যের সাথে একেবারেই যাচ্ছে না, এমনকি তিনি এখনো একবারের জন্যেও ওয়াইন ছুঁয়ে দেখেননি।

BanglaBook.org

'তুমি বলছো ওরা রাতের বেলা এসেছে,' স্যার কেভিন বললেন।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছে লোকটা। 'ব্ল্যাকফিশ সেনাবাহিনীর সামনের সারির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। শুরুতেই আমাদের পাহারাদারদের মেরে সূচালো গোঁজের দেয়াল সরিয়ে ফেলে ওরা, প্রধান দলের জন্য রাস্তা করে দেয়। যতক্ষণে আমাদের লোকেরা বুঝতে পারে যে কী হচ্ছে, ততক্ষণে স্রোতের মতো পরিখা ধরে উঠে আসে অশ্বারোহীর দল, তলোয়ার আর মশাল নিয়ে খুব দ্রুত পুরো শিবিরে ছড়িয়ে পড়ে ওরা। আমি পশ্চিমের শিবিরে ঘুমাচ্ছিলাম, দুই নদীর মাঝে। আমরা যখন যুদ্ধের আওয়াজ পেলাম, তাঁবুগুলোকে পুড়তে দেখলাম, তখন লর্ড ব্রাক্স আমাদেরকে ভেলার দিকে নিয়ে গেলেন। নদী পার হওয়ার চেষ্টা করি আমরা, কিন্তু নদীতে এত স্রোত ছিলো যে তা আমাদেরকে উলটো দিকে নিয়ে চললো। ঠিক ঐ মুহূর্তেই দুর্গের দেয়ালের উপর বসানো পাথর নিক্ষেপক থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে দিলো টালিরা। একটা ভেলাকে পাথরের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে দেখলাম, অন্য তিনটা উলটে সমস্ত লোক ডুবে গেল নদীতে। আর...বেঁচে যাওয়া লোকরা নদীর অপর পাড়ে গিয়ে দেখলো, তীরে ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে স্টার্করা।'

স্যার ফ্লেমেন্ট ব্রাক্স রূপালি আর বেগুনি রঙের একটা জামা পরে দাঁড়িয়েছিলো। লোকটার কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারছে না কী শুনছে সে। 'আমার বাবা...'

'দুঃখিত, মাই লর্ড,' বার্তাবাহক বললো। 'যখন তার ভেলা উলটে যায় তখন তার পরনে পরিপূর্ণ যুদ্ধসাজ ছিলো। উনি খুবই সাহসী ছিলেন।'

উনি ছিলেন আস্ত বোকা, টিরিয়ন ভাবলো, হাতের পেয়ালাটাকে আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছে সে আর তাকিয়ে আছে ভেতরের ওয়াইনের গভীরতার দিকে। কোনোরকমে তৈরি করা একটা ভেলায় করে রাতের বেলা নদী পার হবার চেষ্টা করা, পুরোদস্তুর বর্ম পরা, যখন কিনা অপর পাড়ে শত্রুরা দাঁড়িয়ে আছে তাদের অপেক্ষায়–এটাকে যদি সাহসিকতা বলা হয়, তবে সে প্রতিবারের জন্য ভীরুতাকে বেছে নিতে রাজি আছে। ও ভাবলো, যখন ভারী ধাতব বর্ম তাকে কালো পানির অতলে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন লর্ড ব্রাক্স নিজের সাহসিকতাকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন কিনা।

'দুই নদীর মধ্যবর্তী শিবিরও তারা ধ্বংস করে ফেলে,' বার্তাবাহক বলে চলেছে। 'আমরা যখন নদী পার হবার চেষ্টা করছিলাম, তখন পশ্চিম থেকে আরো স্টার্ক সৈন্য এসে আক্রমণ করে। বর্মাবৃত অশ্বারোহীদের দুইটা সারি ধরে এসেছিলো তারা। আমি লর্ড আম্বারের শেকলে আবদ্ধ দানব আর ম্যালিস্টারদের ঈগল প্রতীক দেখতে পেয়েছিলাম; আর স্টার্ক ছেলেটাকেও দেখেছি–ও-ই তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। আমি ওখানে আর ছিলাম না, কিন্তু শুনেছি যে স্টার্ক ছেলেটার পোষা নেকড়েটা আমাদের চারজন সৈন্য আর বারোটা ঘোড়াকে একেবারে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। আমাদের

BanglaBook.org

বর্শাধারী সৈনিকেরা একটা ঢালের দেয়াল তৈরি করে তাদের প্রথম আক্রমণটা ঠেকিয়ে রেখেছিলো, কিন্তু টালিরা তাদের ঐদিকে ব্যস্ত হতে দেখে রিভাররানের দরজা খুলে দেয়। টাইটস ব্ল্যাকউড একটা টানাসেতুর ওপর দিয়ে একটা দল নিয়ে এসে তাদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।'

'দেবতারা আমাদের সহায় হোক,' লর্ড লেফোর্ড বিড়বিড় করলো।

'গ্রেটজন আম্বার আমাদের নির্মানাধীন অবরোধ মিনারে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয় আর লর্ড ব্ল্যাকউড আমাদের হাতে ধরা পড়া অন্যান্য বন্দিদের ভেতর এডমিউর টালিকে খুঁজে পেয়ে বাকিদের সাথে তাকেও মুক্ত করে নিয়ে যায়। আমাদের দক্ষিণের শিবিরের দায়িত্বে ছিলো স্যার ফোরলে প্রেস্টার। অন্যান্য শিবিরকে হারতে দেখে তিনি দুই হাজার বর্শাধারী আর সমপরিমাণ তীরন্দাজ নিয়ে পালাতে থাকেন, কিন্তু তার দলে থাকা টিরোশি ভাড়াটে সৈনিকটা, যে কিনা তার মুক্ত-আরোহীদের নেতৃত্ব দিতো, তার নিশান ছিনিয়ে নিয়ে শত্রুদের কাছে ধরিয়ে দেয় তাকে।'

'অভিশপ্ত লোক!' ওর চাচা কেভিনকে যতটা না বিস্মিত দেখাচ্ছে, তার থেকে বেশি রাগী দেখাচ্ছে। 'আমি জেইমিকে আগেই এই লোকটার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলাম। যে লোক অর্থের বিনিময়ে লড়াই করে সে তার নিজের ভালোর জন্য সবকিছুই করতে পারে।'

লর্ড টাইউইন তার আঙ্গুলগুলোকে একসাথে করে চিবুকের নিচে বোলাচ্ছেন। কথা শুনতে শুনতে তার চোখ এদিক-ওদিক নড়ছে। তার দুই দিকের সোনালি দাড়ির মাঝে মুখমণ্ডলটা এতই শান্ত হয়ে রয়েছে যে দেখে মনে হচ্ছে ওটা মুখ না বরং মুখোশ, কিন্তু টিরিয়ন তার বাবার কামানো মাথায় ছোট ছোট ঘামের বিন্দু জমতে দেখলো।

'কীভাবে ঘটলো এ ঘটনা?' স্যার হ্যারিস সুইফট আবার দুঃখ প্রকাশ করলো। 'স্যার জেইমি বন্দি, অবরোধ ভেঙে গেছে...একদম বিপর্যয়কর অবস্থা!'

স্যার অ্যাডাম মারব্র্যান্ড বললো, 'আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্য আমরা সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, স্যার হ্যারিস! প্রশ্নটা হলো, এখন আমরা এই ব্যাপারে কী করবো?'

'আমরা কী করতে পারি? জেইমির সেনাবাহিনীর সৈন্যরা হয় মারা গেছে অথবা বন্দি অথবা পালাচ্ছে এখন। আর স্টার্ক এবং টালিরা আমাদের রসদের সরবরাহ পথের ওপর বসে আছে। পশ্চিমের সাথে যোগাযোগের পথ বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের। যদি তারা কাস্টার্লি রককে এখন আক্রমণ করতে উদ্যত হয় তবে কে তাদের বাধা দেবে? মাই লর্ডস, আমরা পরাজিত হয়েছি। আমাদের অবশ্যই ওদেরকে শান্তির প্রস্তাব পাঠানো উচিত।'

'শান্তি?' টিরিয়ন তার ওয়াইনের পেয়ালা দোলাচ্ছে হাতের মধ্যে। লম্বা একটা শ্বাস টেনে তার খালি পেয়ালাটা সে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললো। পড়ার সাথে সাথে শত খণ্ডে ভেঙে গেল পেয়ালাটা। 'এই যে আপনার শান্তি, স্যার হ্যারিস। আমার আদরের ভাতিজা

BanglaBook.org

শান্তিকে সেই সময়েই ভেঙে দিয়েছে যখন সে লর্ড এডার্ডের মাথা দিয়ে রেড কিপকে সাজাতে চেয়েছে। আপনাদের হাতে অনেক আগেই আরো সহজ সময় ছিলো রব স্টার্ককে শান্তি প্রস্তাবে রাজি করানোর জন্য। সে জিততে চলেছে...নাকি আপনারা এখনো বুঝতে পারেননি?'

'দুইটা খণ্ডযুদ্ধকে কখনো পরিপূর্ণ যুদ্ধ বলা যায় না,' স্যার অ্যাডাম জেদিভাবে বললো। 'পরাজয় থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে আছি। প্রথম সুযোগ আসামাত্রই আমি নিজের তলোয়ার ঐ স্টার্ক ছেলেটার ওপর প্রয়োগ করবো।'

'হয়তো তারা সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি দেবে, আর আমরা তাদের সাথে বন্দি বিনিময় করে নেবো,' লর্ড লেফোর্ড বললো।

'যদি না তারা তাদের তিনজনের বিনিময়ে আমাদের একজনকে মুক্তি দেয়, তারপরেও আমরা তাদের থেকে শক্তি আর অবস্থানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকবো,' টিরিয়ন ঝাঁঝের সাথে বললো। 'আর আমার ভাইয়ের বিনিময়ে তাদেরকে কী ফেরত দেবার প্রস্তাব দেবেন? লর্ড এডার্ডের পচতে থাকা মাথা?'

'আমি শুনেছি যে রাণী সার্সির কাছে নেড স্টার্কের মেয়েরা রয়ে গেছে,' লেফোর্ড কণ্ঠে আশা নিয়ে বললো। 'আমরা যদি স্টার্ক ছেলেটার কাছে তার বোনদের ফেরত দিই...'

স্যার অ্যাডাম ঘৃণাপূর্ণভাবে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো। 'দুইজন মেয়ের বিনিময়ে যদি সে স্যার জেইমিকে ফেরত দেয় তবে তাকে সাক্ষাৎ গাধা বলবো আমি, যা সে আসলে নয়।'

'আমাদের যতই মুক্তিপণ দেয়া লাগুক না কেন দেবো, তবে জেইমিকে ফেরত আনতে হবে,' লর্ড লেফোর্ড বললো।

টিরিয়ন তার চোখ ঘোরালো। 'স্টার্করা যদি সোনাই চায়, তবে জেইমির বর্ম গলিয়ে নিয়েই পর্যাপ্ত পরিমাণে তা পাবে।'

'আমরা যদি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনি তবে ওরা আমাদের দুর্বল ভাববে,' স্যার অ্যাডাম তর্ক করলো। 'আমাদের তাদেরকে আক্রমণ করা উচিত যত দ্রুত সম্ভব।'

'রাজদরবারে আমাদের প্রভাবশালী বন্ধুদের দিয়ে নতুন সৈন্য আনিয়ে নিতে পারি আমরা,' স্যার হ্যারিস বললো। 'আর কাউকে কাস্টার্লি রকে পাঠানো উচিত নতুন বাহিনী আনার জন্য।'

লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টার উঠে দাঁড়ালেন। 'ওদের কাছে আমার ছেলে বন্দি হয়ে আছে,' আরো একবার এমন স্বরে কথাটা বললেন যে সেটা সবার কলধ্বনিকে যেন চিরে দিয়ে গেল; ঠিক যেভাবে একটা তলোয়ার চর্বিকে চিরে দেয়। 'এখনই বেরিয়ে যাও। সবাই।'

সর্বদা টাইউইনের আজ্ঞাপালনের প্রতিমূর্তি টিরিয়ন অন্য সবার সাথে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলে বাবা তার দিকে একটা কঠিন দৃষ্টিপাত করলেন। 'তুমি না, টিরিয়ন। থাকো তুমি। আর কেভিন, তুমিও। বাকিরা বের হয়ে যাও।'

BanglaBook.org

টিরিয়ন আবার বেঞ্চিটাতে বসে পড়লো, বাকরুদ্ধ হয়ে আছে। স্যার কেভিন কক্ষের মাঝ দিয়ে হেঁটে ওয়াইনের পিপার কাছে চলে গেল। 'চাচা,' টিরিয়ন ডাকলো, 'যদি আপনার দয়া হয় তো...'

'এই নাও,' বাবা নিজের পেয়ালাটা বাড়িয়ে ধরলো তার দিকে, ওয়াইন ছুঁয়েও দেখেননি তিনি।

এবার টিরিয়ন সত্যিই হতবাক হয়ে পড়লো। পান করতে শুরু করলো সে চুপচাপ।

লর্ড টাইউইন বসে পড়লেন। 'তুমি স্টার্কদের ব্যাপারে ঠিকই বলেছ। লর্ড এডার্ড বেঁচে থাকলে আমরা উইন্টারফেল আর রিভাররানের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ওকে ব্যবহার করতে পারতাম, এই শান্তি আমাদের সুযোগ আর সময় দিতো রবার্টের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। কিন্তু ও মৃত...' রাগে হাত মুঠো করে ফেললেন তিনি। 'পাগলামি। পুরোদস্তুর পাগলামি।'

'জফ স্রেফ এক বাচ্চা,' টিরিয়ন বললো। 'ওর মতো বয়সে আমিও দুই-চারটা বোকামি করেছি ঠিকই।'

টিরিয়নের বাবা তার দিকে একটা কঠিন দৃষ্টিপাত করলেন। 'আমার মনে হয় আমাদের এখন কৃতজ্ঞতাবোধ করা উচিত যে সে এখনো কোনো বেশ্যাকে বিয়ে করে বসেনি।'

টিরিয়ন নিজের ওয়াইনে চুমুক দিতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো যদি সে লর্ড টাইউইনের মুখের ওপর পেয়ালাটা ছুঁড়ে মারে তাহলে তাকে দেখতে কেমন লাগবে।

'তুমি যতটুকু জানো তার থেকেও আমাদের অবস্থা আরো খারাপ,' তার বাবা বলতে লাগলেন। 'দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখন আরেক নতুন রাজা হয়েছে।'

স্যার কেভিনকে দেখে মনে হলো তিনি কিছুটা ধাক্কা খেয়েছেন। 'নতুন...কে? তারা জফরির সাথে কী করেছে?'

লর্ড টাইউইনের ঠোঁটে বিতৃষ্ণার একটা ক্ষীণতম ভাব খেলে গেল। 'কিছু করেনি...এখনো। আমার দৌহিত্র এখনো আয়রন থ্রোনে বসে আছে, কিন্তু খোজা লর্ড ভ্যারিস দক্ষিণ দিক থেকে খবর পেয়েছে। রেনলি ব্যারাথিয়ন হাইগার্ডেনের মার্জারি টাইরেলকে বিয়ে করেছে প্রায় পনেরো দিন আগে, আর এখন সে আয়রন থ্রোন দাবি করে বসেছে। মেয়ের বাবা আর ভাইয়েরা ইতোমধ্যেই হাঁটু গেড়ে তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে রেনলির পক্ষে যুদ্ধ করার শপথ নিয়েছে।'

'এ তো দেখছি মারাত্মক খারাপ সংবাদ,' যখন স্যার কেভিন ভ্রু কুঁচকালেন, তখন তার দুই ভ্রুর মাঝের ভাঁজটাকে গিরিসংকটের মতোই গভীর লাগলো।

'আমার মেয়ে আদেশ দিয়েছে দ্রুত কিংস ল্যান্ডিং-এ গিয়ে রাজা রেনলি আর নাইট অব দ্য ফ্লাওয়ারসদের থেকে রেড কিপকে রক্ষা করতে,' তার মুখ শক্ত হয়ে গেল। 'আদেশ দিয়েছে, আবার তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি। রাজা এবং তার কাউন্সিলের নামে আদেশ দিয়েছে।'

BanglaBook.org

'রাজা জফরি খবরটাকে কীভাবে নিয়েছে?' বেশ আমোদের সাথেই প্রশ্নটা করলো টিরিয়ন।

'সার্সি এখনো ঘটনাটা তাকে খুলে বলেনি,' লর্ড টাইউইন বললেন। 'ও ভয় পাচ্ছে যে খবরটা শোনামাত্র জফরি নিজেই রেনলির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়বে।'

'কোন সেনাবাহিনী সাথে নিয়ে যুদ্ধে যাবে সে?' টিরিয়ন জিজ্ঞেস করলো। 'আমাদের এই সেনাবাহিনীটা তাকে দেবার কোনো পরিকল্পনা আশা করি তোমার নেই, নাকি?'

'নগররক্ষীদের নিয়ে যুদ্ধে যাবার কথা বলে সে,' লর্ড টাইউইন বললেন।

'যদি সে নগররক্ষীদের নিয়ে যুদ্ধে যেতে চায়, তবে কিন্তু শহরটা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকবে,' স্যার কেভিন বললেন। 'আর ড্রাগনস্টোনে আসন গেড়ে থাকা লর্ড স্ট্যানিস...'

'হ্যাঁ।' লর্ড টাইউইন তার ছেলের দিকে ফিরে তাকালেন। 'আমি ভাবতাম পুরো পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই বোধহয় বিচিত্র ধরনের মানুষ, টিরিয়ন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমি ভুল ছিলাম।'

'কেন, বাবা,' টিরিয়ন বললো। 'কথাটা শুনতে তো প্রায় প্রশংসার মতো লাগছে।' বেশ আগ্রহ সহকারে সামনের দিকে ঝুঁকে এলো সে। 'স্ট্যানিস কী করেছে? বয়সে তো সে বড়, রেনলি না। নিজের ভাইয়ের দাবি সম্পর্কে কী ভাবছে স্ট্যানিস?'

তার বাবা ভ্রুকুটি করলেন। 'প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ ছিলো যে সম্মিলিতভাবে বাকি সবার তুলনায় স্ট্যানিসই বরং বেশি বিপদের কারণ হবে। ওহ, ভ্যারিস তার গোপন খবরগুলো ঠিকই পেত। স্ট্যানিস জাহাজ তৈরি করছে, স্ট্যানিস ভাড়াটে সৈনিকদের ভাড়া করছে, স্ট্যানিস আশাই থেকে একজন শ্যাডোবাইন্ডারকে নিয়ে এসেছে। এসবের মানে কী? এর কোনো কিছু কি আদৌ সত্য?' বিরক্তকরভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন লর্ড টাইউইন। 'কেভিন, মানচিত্রটা নিয়ে এসো তো এখানে।'

কথামতো কাজ করলেন স্যার কেভিন। লর্ড টাইউইন চামড়ার তৈরি মানচিত্রটাকে মেলে সমান করলেন। 'জেইমি আমাদের বেশ খারাপ অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। রুজ বোল্টন আর তার বাকি সৈন্যরা এখন আমাদের থেকে উত্তরে। শত্রুদের হাতে এখন টুইনস আর মোট কেইলিনের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। রব স্টার্ক ঘাঁটি গেড়েছে পশ্চিমে, তাই আমরা যদি ল্যানিসপোর্ট বা কাস্টার্লি রকের দিকে পশ্চাদপসরণ করতে চাই তবে যুদ্ধ না করে যেতে পারবো না। জেইমি বন্দি, আর তার সেনাবাহিনী ভেঙে গেছে। মিয়েরের থোরোস আর বেরিক ডনডারিয়ন আমাদের লুণ্ঠনকারী দলের ওপর এখনো আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব দিকে আছে অ্যারিনরা, আর ড্রাগনস্টোনে বসে আছে স্ট্যানিস ব্যারাথিয়ন। দক্ষিণে হাইগার্ডেন এবং স্টর্মস এন্ড তাদের অনুগত সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠিয়েছে।'

টিরিয়ন বাঁকা হাসলো। 'তাও ভালো, বাবা। অন্তত রেইগার টারগেরিয়ান তো বেঁচে নেই!'

'আমার আশা ছিলো যে তোমার কাছে ঠাট্টা বাদে আরো ভালো কোনো বুদ্ধি আমরা পাবো,' লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টার বললেন।

ভ্রু কুঁচকে মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন স্যার কেভিন, কপালের কুঞ্চন গভীর হয়ে গেছে তার। 'রব স্টার্কের সাথে এডমিউর টালি আর ট্রাইডেন্টের লর্ডেরা আছে এখন। তাদের সম্মিলিত শক্তি এখন আমাদের থেকে বেশি। আর আমাদের পিছে রুজ বোল্টন থাকায়...টাইউইন, আমরা যদি এখানে থাকি, তাহলে আমরা তিনটা সেনাবাহিনীর মাঝে পড়ে ধরা পড়ে যাবো।'

'এখানে থাকার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই। হাইগার্ডেন থেকে রেনলি ব্যারাথিয়ন রওয়ানা হবার আগেই এই স্টার্ক বাচ্চাটার সাথে আমাদের সব খেলা শেষ করতে হবে। বোল্টনকে নিয়ে আমি তেমন কোনো চিন্তা করছি না। ও খুবই সাবধানী লোক, গ্রিন ফোর্কের ওপর আমরা তাকে আরো সাবধানী হতে বাধ্য করবো। আমাদের তাড়া করতে গিয়ে তার গতি মন্থর হয়ে পড়বে। আগামীকাল সকালে আমরা যাত্রা শুরু করবো হ্যারেনহলের দিকে। কেভিন, আমি চাই স্যার অ্যাডামের অশ্বারোহী অনুচরেরা আমাদের সেনাবাহিনীর গতিকে আড়াল দিক। তার যত লোকের প্রয়োজন হয় দিয়ে দাও, আর চারটা দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে বলো।'

'আপনি যা বলবেন তা-ই হবে, মাই লর্ড, কিন্তু...হ্যারেনহলে কেন? জায়গাটা বেশ করালদর্শন, আর দুর্ভাগা। কেউ কেউ বলে অভিশপ্ত।'

'যারা বলে বলুক,' লর্ড টাইউইন বললেন। 'স্যার গ্রেগরকে আগে পাঠিয়ে দাও তার লুটপাটকারি দলের সাথে। ভার্গো হোয়াট আর তার মুক্ত-আরোহীদেরও পাঠাও। স্যার আমোরি লর্চও যাক। প্রত্যেকের সাথে তিনশজন করে অশ্বারোহী থাকবে। আমি চাই গডস আই থেকে রেড ফোর্ক পর্যন্ত সবকিছু তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিক।'

'ওরা সবকিছু জ্বালিয়েই ছাড়বে, মাই লর্ড,' উঠতে উঠতে বললেন স্যার কেভিন। 'আমি ওদের সেই আদেশই দেবো।' মাথা নত করে দরজার দিকে চলে গেল সে।

উনি চলে যাবার পর টিরিয়নের দিকে তাকালেন লর্ড টাইউইন। 'তোমার ঐ জংলীরা হয়তো খানিকটা অস্থির হয়ে আছে এখন। ওদের বল ভার্গো হোয়াট-এর দলের সাথে যেতে আর তাদের পছন্দমত যত ইচ্ছা মালামাল, গবাদিপশু, মেয়েলোক লুণ্ঠন করে নিয়ে বাকিসব জ্বালিয়ে দিতে।'

'কেমন করে লুঠতরাজ চালাতে হয় তা শাগা আর টিমেটকে শেখানো আর একটা মোরগকে ডাকতে শেখানো একই কথা,' মন্তব্য করলো টিরিয়ন। 'কিন্তু আমি চাই ওরা আমার সাথেই থাকুক।' জংলীরা অমার্জিত আর অবাধ্য হতে পারে, কিন্তু ওরা তারই

BanglaBook.org

লোক; তার বাবার অনুগত যেকোনো লোকের চেয়ে এদেরকে সে বেশি বিশ্বাস করে। ওদেরকে এই মুহূর্তে হাতছাড়া করতে পারবে না সে।

'তাহলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখিয়ে দিও ওদেরকে। আমি চাই না ওরা শহরে গিয়ে লুঠতরাজ চালাক।'

'শহর?' টিরিয়নকে বিহ্বল দেখালো। 'কোন শহর সেটা?'

'কিংস ল্যান্ডিং। আমি তোমাকে রাজদরবারে পাঠাচ্ছি।'

এই কথা শুনতে হতে পারে তা টিরিয়নের কল্পনাতেও ছিলো না।

ওয়াইনের দিকে হাত বাড়ালো সে, আর চুমুক দিতে দিতে কিছুটা সময় ব্যয় করলো পরবর্তী কথাটা বলার আগে। 'আর আমি কী করতে ওখানে যাবো শুনি?'

'শাসন করতে,' চাঁছাছোলাভাবে উত্তর দিলেন বাবা।

উচ্চ স্বরে হেসে উঠলো টিরিয়ন। 'এর বিপরীতে আমার প্রিয় বোনটার হয়তো একটা বা দুইটা অভিযোগ থাকতে পারে।'

'তার যা ইচ্ছা হয় বলুক। আমাদের সবাইকে ধ্বংস করার আগে তার ছেলেকে নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে। সব দোষ এই বদমাশ লোকগুলোর–আমাদের পুরোনো বন্ধু পিটার, বৃদ্ধ গ্র্যান্ড মেইস্টার আর নপুংসক লর্ড ভ্যারিসের। জফরি যখন বসে বসে একের পর এক বোকামি করছে তখন লোকগুলো কী করছে কে জানে! কোনো বুদ্ধি কি ঠিকমতো দিতে পারছে না, নাকি? জ্যানোস স্লিন্টকে লর্ড বানাতে গেল কেন? ওর বাবা ছিলো একটা কসাই, আর ওকে কিনা হ্যারেনহল দিয়ে ফেলেছে! হ্যারেনহল ছিলো আগের মহান রাজাদের দুর্গ। আমি বলে দিতে পারি, এই লোক কোনোদিনও এই দুর্গে পা রাখার সাহস পাবে না। শুনেছি সে নাকি নিজের প্রতীক হিসেবে রক্তমাখা একটা বর্শা বেছে নিয়েছে। রক্তমাখা কসাইয়ের ছুরি নিলে মানাতো বেশি!' বাবার কণ্ঠ স্বর নিচু হলেও তার সোনালি চোখের ভেতর ক্ষোভের চাপা আগুন অনুভব দেখতে পেল টিরিয়ন। 'আর সেলমিকে কিংসগার্ড থেকে হঠাৎ করে বের করে দেবার মানেই বা কী? হ্যাঁ, লোকটা বৃদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু সাম্রাজ্যে দুঃসাহসি ব্যারিস্টান নামটার একটা আলাদা সুনাম আছে। যে লোকদেরই তিনি সেবা করেছেন তাদের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন। হাউন্ডকে নিয়ে কি এমন কথা কেউ কোনোদিন বলবে? কুকুরদের খাবার দিতে হয় টেবিলের নিচে নিজের পায়ের কাছে, সিংহাসনের পাশে তাদের স্থান দিতে নেই।' টিরিয়নের মুখের দিকে এবার আঙ্গুল তাক করলেন লর্ড টাইউইন। 'সার্সি যদি নিজের ছেলেকে বাধা দিতে না পারে, তুমি দেবে। আর যদি কাউন্সিলের সদস্যরা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে চায়...'

টিরিয়ন জানে। 'বর্শা।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে। 'মাথা, দেয়াল।'

'দেখা যাচ্ছে আমার কাছ থেকে কিছু শিখতে পেরেছ তুমি।'

BanglaBook.org

'তুমি যতটুকু মনে করো তার থেকে অনেক বেশিই শিখেছি, বাবা,' টিরিয়ন শান্তভাবে উত্তর দিলো। ওয়াইন শেষ করে পেয়ালাটা পাশে রেখে চিন্তা করতে লাগলো সে। তার একটা অংশ বেশ সন্তুষ্ট হতে চাচ্ছে। আর অন্য অংশ নদী তীরের যুদ্ধের কথা মনে করতে করতে ভাবছে যে তাকে যদি আবার সেনাবাহিনীর বাম অংশ সামলানোর জন্য পাঠানো হয়! 'কিন্তু আমাকেই কেন পাঠাচ্ছো?' মাথাটা একদিকে কাত করে প্রশ্ন করলো সে। 'আমার চাচাকে কেন পাঠাচ্ছো না? কিংবা স্যার অ্যাডাম বা স্যার ফ্লেমেন্ট অথবা লর্ড ফেরেটকে? কেন একজন...লম্বা মানুষকে পাঠাচ্ছো না?'

লর্ড টাইউইন আচমকা উঠে দাঁড়ালেন। 'কারণ তুমি আমার ছেলে।'

ওকে ইতোমধ্যেই হিসেব থেকে বাদ দিয়েছে তুমি, ভাবলো সে। *বেজন্মা কোথাকার, তুমি ভাবছো জেইমিকে আর ফেরত পাওয়া যাবে না, খরচের খাতায় তাকে তুলে দিয়ে ভাবছো একমাত্র আমিই বাকি আছি।* টিরিয়নের ইচ্ছা হলো তাকে থাপ্পড় মারতে, মুখে থুতু ছিটাতে, ছুরি বের করে এক কোপে তার গলা ফাঁক করে ফেলতে, বুকের খাঁচা থেকে হৃৎপিণ্ড বের করে দেখতে যে ওটাও কি সোনা দিয়ে তৈরি কি না, ঠিক যেভাবে সাধারণ লোক লর্ড টাইউইন সম্পর্কে বলে থাকে। কিন্তু সে নিজের আসনেই চুপচাপ বসে রইলো।

লর্ড টাইউইন কক্ষের অন্যপাশে হেঁটে যাবার সময় তার পায়ের নিচে ভাঙা পেয়ালাটার টুকরোগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। 'শেষ একটা কথা,' দরজার কাছ থেকে বললেন তিনি। 'তোমার ঐ বেশ্যাকে যেন রাজদরবারে না নেওয়া হয়!'

বাবা চলে যাবার পর দীর্ঘ একটা সময় সাধারণ কক্ষটায় বসে রইলো সে। অবশেষে সে সিঁড়ি বেয়ে নিজের ছোট কক্ষটায় ফিরে এলো। ছাদটা একটু নিচু, কিন্তু তার মতো বামনের কাছে সেটা কোনো সমস্যাই না। জানালা দিয়ে সরাইখানার সামনের উঠানে বাবার আদেশে দাঁড় করানো ফাঁসির মঞ্চটা দেখা যাচ্ছে। দড়ির মাথায় আটকানো সরাইখানার মালিকের দেহটা রাতের বাতাসে ঘুরছে ধীরে ধীরে।

পালকের বিছানাটার কোনায় বসে পড়লে শেই ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করতে করতে ওর দিকে চেপে এলো। টিরিয়ন কম্বলের নিচে হাত ঢুকিয়ে তার স্তনে আস্তে করে একটা চাপ দিতেই চোখ খুলে তাকালো মেয়েটা। 'মি লর্ড,' তন্দ্রালু হাসির সাথে কথাটা বললো শেই। মেয়েটার স্তনবৃন্ত শক্ত হয়ে এলে টিরিয়ন তাকে চুমু খেল। 'আমি তোমাকে কিংস ল্যান্ডিংয়ে নিয়ে যাবো, সোনা,' ফিসফিস করলো সে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জন

জন স্নো মাদি ঘোড়াটার পিঠের ফিতাটা শক্ত করে বাঁধলে সেটা মৃদু হ্রেষারব করে উঠলো। 'শান্ত হও, মেয়ে,' গায়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে ঘোড়াটাকে শান্ত করলো সে। আস্তাবল জুড়ে বয়ে যাওয়া হিম বাতাস বারবার তার মুখে ঝাপটা মেরে গেলেও সে সেদিকে অতটা খেয়াল করছে না। জিনের সাথে নিজের মালপত্র বাঁধলো সে, হাতের দাগপড়া আঙ্গুলগুলো শক্ত হয়ে আছে এখন। 'গোস্ট,' আস্তে করে ডাকলো সে, 'আমার কাছে আয়।' ডায়ারউলফটা তার জ্বলন্ত আগুনের মতো চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে।

'জন, দয়া করে এ কাজ কোরো না।'

হাতে লাগাম ধরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো জন, এরপরে ঘোড়াটার মুখ বাইরের অন্ধকারের দিকে ঘুরিয়ে দিলো। আস্তাবলের দরজায় পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় সিক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্যামওয়েল টার্লি। চাঁদের আলোতে তার ছায়াটা দীর্ঘ, বিশাল আর কালো দেখাচ্ছে। 'আমার সামনে থেকে সরে যাও, স্যাম।'

'জন, তুমি যেতে পারবে না,' স্যাম বললো। 'আমি যেতে দেবো না।'

'আমি তোমাকে আঘাত করতে চাই না,' জন তাকে বললো। 'সরে যাও, স্যাম, নইলে কিন্তু তোমার উপর দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দেবো।'

'তুমি তা করবে না জানি। দয়া করে আমার কথাটা শোনো...'

জন ঘোড়ার গায়ে জুতার কাটা দিয়ে মৃদু আঘাত করলে দরজার দিকে ছুটতে শুরু করলো সেটা। কিছুক্ষণের জন্য স্যাম নিজের জায়গাতেই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো,

BanglaBook.org

চাঁদের আলোয় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো তার গোলাকার মুখটা, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে আছে এখন। একেবারে শেষ মুহূর্তে জন যখন ওর প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়লো, তখন জন যেমন ভেবেছিলো সেভাবেই লাফিয়ে পাশের দিকে সরে গেল সে। এরপর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। মাদি ঘোড়াটা তার উপর দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো রাতের আঁধারে।

জন তার ভারী আলখাল্লাটার মস্তকাবরণ তুলে দিলো মাথার ওপর, আর ঘোড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে চললো নিজের পথে। গোস্টকে পাশে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়েও ক্যাসল ব্ল্যাক নীরব রইলো। সে জানে যে তার পিছে দেয়ালের উপর থেকে পাহারাদাররা তাকিয়ে আছে, কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে না। পুরোনো আস্তাবলের দরজায় ধুলো থেকে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠতে থাকা স্যাম টার্লি ছাড়া তাকে কেউ বেরিয়ে যেতে দেখেনি। আশা করলো পড়ে যাবার কারণে স্যাম কোনো আঘাত পায়নি। স্যাম এতই মোটা আর জবুথবু যে অমনভাবে পড়ে যাবার কারণেও তার হাতের কবজি ভেঙে যেতে পারে বা পা মচকে যেতে পারে। 'আমি ওকে আগেই সতর্ক করেছিলাম,' জন জোরেই বললো। 'ওর ব্যাপারে এখন আর কিছু করার নেই।' চলতে চলতে পুড়ে যাওয়া হাতের মুঠো খুলে আর বন্ধ করে জড়তা ছাড়াতে লাগলো। এখনো আঙুলে ব্যথা আছে, তবে পটি খুলে ফেলার পরে এখন ভালো লাগছে।

কিংসরোডের আঁকাবাঁকা পথে চলতে চলতে দেখতে পেল চাঁদের আলোয় পাহাড়গুলো রূপালি রঙ ধারণ করেছে। সে ক্যাসল ব্ল্যাক ছেড়ে চলে এসেছে এই খবর চাউর হবার আগে দেয়াল থেকে যতদূর সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে তাকে। আগামীকাল রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে মাঠ, ঝোপঝাড় আর ঝরনার ভেতর দিয়ে ছুটবে সে, তাকে যাতে কেউ না ধরতে পারে সেজন্য; কিন্তু এই মুহূর্তে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করার চেয়ে দ্রুতগতি বজায় রাখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সকাল সকাল ঘুম থেকে জেগে ওঠা বুড়ো ভালুকের স্বভাব, অতএব সকাল পর্যন্ত সময় আছে তার হাতে। এর ভেতর তার আর দেয়ালের মাঝে যত বেশি সম্ভব দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে হবে...স্যাম শুধু তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করলেই হয় এখন। মোটা ছেলেটা বেশ দায়িত্বসম্পন্ন আর সহজেই ভয় পেয়ে যায়, তবে সে জনকে নিজের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসে। স্যামকে জিজ্ঞেসবাদ করা হলে সে নির্ঘাত সত্য কথাই বলবে, তবে এখন কিংস টাওয়ারে গিয়ে লর্ড কমান্ডার মরমন্টের ঘুম ভাঙানোর সাহস তার হবে না।

যখন বুড়ো ভালুকের সকালের নাস্তা আনার জন্য জন রান্নাঘরে যাবে না তখন ওর কক্ষে তাকে খুঁজতে গেলে সবাই দেখতে পাবে তার বিছানায় যত্নের সাথে শুয়ে আছে

BanglaBook.org

লংক্র। তলোয়ারটাকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হলেও তার এত নৈতিক অধঃপতন হয়নি যে নিজের সাথে সেটা নিয়ে আসবে। এমনকি অসম্মানের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ওয়েস্টেরোস থেকে পালানোর সময় জোরাহ মরমন্টও লংক্রকে নিজের সাথে নেয়নি। লর্ড কমান্ডার নিশ্চয়ই তার থেকে ভালো কাউকে খুঁজে বের করবে তলোয়ারটা দেবার জন্য। বুড়ো লোকটার কথা চিন্তা করে খারাপ লাগলো তার। নিজের সন্তানের খারাপ কাজের ক্ষতের ওপর জনের নাইটস ওয়াচ ছেড়ে আসাটা লবণের ছিটার মতো মনে হবে তার কাছে। বুড়ো ভালুকের বিশ্বাসের মর্যাদা সে রাখতে পারেনি, কিন্তু তার আসলে কিছু করার নেই। কিন্তু যাই সে করুক না কেন, যতই বুঝ দিক না কেন, তার মনে হচ্ছে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে সে।

এমনকি এখনো জন নিশ্চিত না যে সে আদৌ কোনো সম্মানজনক কাজ করতে চলেছে কি না। দক্ষিণের লোকগুলোর জন্য এই ধরনের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাদের সেপ্টন আছে যাদের সাথে তারা কথা বলতে পারে। কেউ একজন আছে, যে তাদের বলতে পারে দেবতাদের ইচ্ছার কথা, আর ঠিক এবং ভুলের পার্থক্যও দেখিয়ে তাদের দিতে পারে। কিন্তু স্টার্করা পুরোনো দেবতাদের উপাসনা করে, নামহীন প্রভু ওরা, হৃদবৃক্ষরা যাদের কথা শুনতে পেলেও কিছু বলতে তো পারে না।

জনের পেছনে ক্যাসল ব্ল্যাক-এর শেষ আলোকবিন্দুটা মুছে যাবার পর জন মাদি ঘোড়াটার দৌড়ের গতি কমিয়ে হাঁটাতে শুরু করলো। তার সামনে এখনো দীর্ঘ পথ পড়ে আছে আর ঘোড়া আছে মাত্র একটাই। দক্ষিণের যাত্রাপথে অনেক দুর্গ আর কৃষিজীবীদের গ্রাম পড়বে, তার কোনো একটা থেকে সে মাদি ঘোড়াটার বিনিময়ে নতুন আরেকটা ঘোড়া নিতে পারবে। কিন্তু নিজের ঘোড়া আহত বা অনেক বেশি পরিশ্রান্ত হয়ে গেলে কাজটা কঠিন হয়ে যাবে।

দ্রুতই তার নতুন কাপড়চোপড় লাগবে; অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কোথাও থেকে ওগুলো চুরি করতে হবে। আপদমস্তক কালো পোশাকে মোড়া সে এখন: উঁচু গোড়ালিওয়ালা সওয়ারী জুতা, জামা, হাতাবিহীন চামড়ার চাপা পোশাক, আর তার ভারী পশমি আলখাল্লা সব কালো রঙয়ের। তলোয়ার আর ছোরার খাপগুলো পর্যন্ত কালো চামড়ার তৈরি। কোথাও ধরা পড়লে এর যেকোনো একটার কারণেই তার মাথায় মৃত্যুদণ্ডের খড়গ নেমে আসতে পারে। নেকের উত্তরে যেকোনো গ্রামে বা দুর্গে কালো পোশাক পরিহিত অপরিচিত যে কোনো লোককেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়, আর অল্প সময়ের মধ্যেই তার খোঁজে লোকেরা বেরিয়ে পড়বে। যেই মুহূর্তে মেইস্টার এইমনের পাখিরা আকাশে ডানা মেলবে, সেই মুহূর্ত থেকে জনের জন্য নিরাপদ জায়গা বলে

BanglaBook.org

কোনো জায়গার অস্তিত্ব থাকবে না। এমনকি উইন্টারফেলে গেলেও পার পাওয়া যাবে না। ব্র্যান হয়তো তাকে নিরাপত্তা দিতে চাইবে, কিন্তু মেইস্টার লুউইন অনেক বিজ্ঞ লোক। তিনি জানেন এইসব পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। তিনি সোজা দুর্গের দরজা লাগিয়ে দিয়ে তার সামনে থেকে জনকে ফিরিয়ে দেবেন। ওখানে এখন গিয়ে কোনো লাভ নেই।

মনের চোখে উইন্টারফেল দুর্গের ছবি ভেসে উঠলো, যেন মাত্র গতকালই সেটা ত্যাগ করেছে সে। পাথুরে দেয়াল, ধোঁয়া, কুকুর আর ঝলসানো মাংসের গন্ধওয়ালা বিশাল ভোজকক্ষ, তার বাবার কক্ষটা, যে কক্ষে সে রাত্রিযাপন করতো, সবই একে একে ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। ব্র্যানকে আবার হাসতে দেখা, গেজের রান্না করা গরুর মাংস আর শূকরের মাংসের পিঠায় একটা কামড় দেয়া বা বুড়ি ন্যানের কাছে অরণ্যের সন্তান ও বোকা ফ্লোরিয়ানের গল্প শোনা ছাড়া তার মনের একটা অংশ আর কিছু ভাবতে চাইলো না ক্ষণিক সময়ের জন্য।

কিন্তু সে আসলে এগুলোর জন্য দেয়াল ত্যাগ করেনি; সে ত্যাগ করেছে কারণ সবকিছুর পরেও সে তার বাবারই ছেলে আর রবের ভাই। এমনকি লংক্ল-এর মতো তলোয়ার উপহার পাবার পরেও সে তো আর মরমন্ট হয়ে যায়নি। এমনকি সে এইমন টারগেরিয়ানও না। বৃদ্ধ লোকটা তিনবার সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন, আর তিনবারই সম্মানকে বেছে নিয়েছেন তিনি, কিন্তু ও তো ও-ই। এমনকি এখনো জন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি যে, মেইস্টার কি দুর্বল আর কাপুরুষ হবার কারণে দেয়ালে রয়ে গিয়েছিলেন, নাকি শক্তিশালী আর নীতিতে অটল থাকার জন্য রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে যে বৃদ্ধ মেইস্টার বেছে নেবার কষ্ট সম্পর্কে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছে তাকে; সে সবকিছু বেশ ভালোমতই বুঝেছে।

টিরিয়ন ল্যানিস্টার বলেছিলো যে বেশিরভাগ লোকই অকাট্য সত্যের মুখোমুখি হবার চাইতে সেটাকে অস্বীকার করাকেই বেশি স্বস্তিদায়ক মনে করে, কিন্তু জন এসব অস্বীকারের পালা ইতোমধ্যেই শেষ করে ফেলেছে। ও জানে যে সে আসলে কে; জারজ সন্তান ও শপথ ভঙ্গকারী, মাতাহীন, বন্ধুহীন এবং অভিশপ্ত। বাকি জীবনটা-সে জীবন যত লম্বাই হোক না কেন-একজন বহিরাগত হিসেবেই রয়ে যাবে সে, এমন লোক যে অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে থেকে নিজের আসল নাম উচ্চারণ করতেও সাহস করবে না। সপ্তরাজ্যের যে কোনাতেই সে যাক না কেন, একটা মিথ্যাকে আশ্রয় করেই তাকে বাঁচতে হবে, প্রত্যেকটা লোকের হাত তার বিরুদ্ধে উঠবে। কিন্তু এগুলোও তার কাছে কিছু মনে হবে না, যদি সে তার ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

BanglaBook.org

শেষবার যখন রবকে দেখেছিলো তখনকার কথা মনে পড়লো তার। উইন্টারফেলের উঠানে দাঁড়ানো রবের লালচে বাদামি চুলে পড়ে তুষারকণা গলে যাচ্ছিলো। জন তার কাছে ছদ্মবেশ নিয়ে গোপনে যেতে পারে। তাকে দেখে রবের মুখের কেমন অভিব্যক্তি হবে তা কল্পনা করার চেষ্টা করলো সে। তার ভাই নির্ঘাত মাথা দোলাতে দোলাতে হেসে উঠবে...আর বলবে...বলবে...

জন হাসিটা দেখতে পেল না। যতই চেষ্টা করলো না কেন, মনের পর্দায় রবের হাসিমুখটা ফোটাতে পারলো না সে। বরং দেখতে পেল ও চিন্তা করছে সেদিনকার কথা যেদিন তার বাবা এক পলাতকের শিরশ্ছেদ করেছিলেন। সেদিনই ডায়ারউলফগুলোকে পেয়েছিলো ওরা। 'তুমি শব্দগুলোকে নিজের মুখে উচ্চারণ করেছ,' লর্ড এডার্ড লোকটাকে বলেছিলেন। 'তুমি শপথ নিয়েছ, তোমার নাইটস ওয়াচের সব ভাই আর নতুন ও পুরোনো দেবতাদের সামনে।' ডেসমন্ড আর মোটা টম লোকটাকে টানতে টানতে শিরশ্ছেদ করার কাঠের গুঁড়িটার কাছে নিয়ে এসেছিলো। পিরিচের মতো বড় হয়ে ছিলো ব্র্যানের চোখ, জনের মনে পড়লো ব্র্যান তার টাট্টুঘোড়ার লাগাম নিজের হাতে ধরে রেখেছিলো। থিয়ন যখন আইস নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো তখন তার বাবার মুখের অবস্থা কেমন হয়েছিলো তা হুবহু মনে করতে পারলো সে। তুষারের ওপর রক্ত ছিটকে পড়ার স্মৃতিও তার মনে এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে; কাটা মাথাটা গড়িয়ে থিয়নের পায়ের কাছে চলে গেলে সে কীভাবে সেটা লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছিলো তাও মনে আছে ওর।

জন ভাবতে লাগলো যদি পলাতক ছিন্নবস্ত্র পরিহিত লোকটা অপরিচিত কেউ না হয়ে তার ভাই বেনজেন হতো, তাহলে লর্ড এডার্ড কী করতেন। এতে কি কোনোরকম পরিবর্তন আসতো তার সিদ্ধান্তে? অবশ্যই আসতো, নিশ্চিতভাবেই... নিশ্চিতভাবেই... আর রব নিশ্চয়ই ওকে স্বাগত জানাবে, অন্তত নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য। ওর জানাতেই হবে, তা না হলে...

আর ভাবতে পারলো না সে। ঘোড়ার লাগাম দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরলে তার আঙুলে ব্যথা ছড়িয়ে পড়লো খুব দ্রুত। ঘোড়াকে দ্রুত সামনে বাড়তে নির্দেশ দিয়ে সেটাকে কিংসরোড ধরে এমনভাবে ছুটাতে লাগলো যেন এভাবে চললে সে নিজের চিন্তাগুলোর গতিকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। জন মরতে ভয় পায় না, কিন্তু সামান্য একজন ডাকাতের মতো শিরশ্ছেদের শিকার হয়ে মরতে চায় না সে। যদি তার মরতেই হয় তবে ও তার বাবার হত্যাকারীদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে হাতে তলোয়ার নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে চায়। ও একজন সত্যিকারের স্টার্ক না, কখনোই ছিলো না...কিন্তু ও তাদের একজন হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে। সবাইকে ও বলিয়ে ছাড়তে পারে যে এডার্ড স্টার্কের চারটা ছেলে ছিলো, তিনটা নয়।

BanglaBook.org

গোস্ট প্রায় আধ মাইলের মতো ছুটে চললো ওর সাথে, তার মুখের লাল জিহ্বা দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। জন মাদি ঘোড়াটাকে আরো জোরে ছোটানোর নির্দেশ দিলে ঘোড়া আর জন দুজনেই মাথা নিচু করে ফেললো জোরে ছোটার জন্য। নেকড়েটা তার গতি কমিয়ে দিলো প্রথমে, এরপর দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের দেখতে লাগলো, চাঁদের আলোয় চকচক করছে তার লাল চোখদুটো। ও মিলিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে, কিন্তু জন জানে সে ঠিকই নিজের গতিতে তাকে অনুসরণ করবে আবার।

রাস্তার দুপাশ থেকেই সামনের গাছপালার আড়াল দিয়ে একটা দুইটা আলোর রেখা চোখ পড়লো তারঃ মোলস টাউন। ও দ্রুত পাশ দিয়ে দৌড়ে যাবার কারণে ঘেউঘেউ করে উঠলো একটা কুকুর, আস্তাবল থেকে শোনা গেল একটা খচ্চরের ডাক, এছাড়া শহরটায় আর কোনো শব্দ নেই। এখানে সেখানে ঘরের ভেতরে জ্বলা আগুনের শিখা ভাঙা জানালার কাচ আর কাঠের ফাঁকা দিয়ে বাইরে এসে পড়ছে, কিন্তু তার সংখ্যা যথেষ্ট কম।

মোলস টাউনকে যতটুকু দেখায় সেটা তার থেকেও অনেক বড়, কিন্তু শহরটার চারভাগের তিনভাগ অংশই মাটির নিচে অবস্থিত। সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা দিয়ে সংযুক্ত ভূগর্ভস্থ গরম কক্ষ সেগুলো। এমনকি বেশ্যাখানাগুলোও মাটির নিচে, উপরে শুধু আছে দরজার উপর লাল লণ্ঠন জ্বালানো ছোট ছোট ঘর, যেগুলো দেখতে অনেকটা শৌচাগারের মতো। দেয়ালে তার ভাইয়েরা এখানকার বেশ্যাদেরকে 'ভূগর্ভস্থ গুপ্তধন' বলে ডাকে। ও ভাবতে লাগলো যে আজ রাতে এখানে তার কোনো ভাই গুপ্তধনের খোঁজে এসেছে কি না। এটাও শপথভঙ্গ করার মতো একটা কাজ, কিন্তু দেয়ালের কেউ এটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না।

গ্রামের বাইরে গিয়ে অবশেষে গতি আবার কমিয়ে আনলো জন। কিন্তু এরই মধ্যে সে আর মাদি ঘোড়া দুইজনই ঘামে পুরো ভিজে গেছে। ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো সে, কাঁপছে, ভীষণ জ্বালাপোড়া করছে পোড়া হাতটা। একটা গাছের নিচে গলতে থাকা তুষারের একটা গাদা পড়েছিলো চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে। তুষার গলে পানি হয়ে ছোটখাটো একটা পুকুরের মতো হয়ে আছে। জন বসে পড়ে দুই হাত এক করলো, এরপর আঙ্গুলের ফাঁকাগুলো বন্ধ করে একটা পেয়ালার মতো তৈরি করলো। তুষারগলা পানিটা খুবই ঠান্ডা। আঁজলা ভরে পানি খেল সে, মুখে ছিটাতে লাগলো যতক্ষণ না পর্যন্ত তার চিবুক শিরশির করে উঠলো ঠান্ডায়। সারাদিনের তুলনায় এখন তার আঙ্গুল অনেক বেশি ব্যথা করছে আর মাথাও দপদপ করছে বেশ। আমি ঠিক কাজটিই করতেছি, নিজেকে বললো সে, কিন্তু তারপরেও আমার এত খারাপ লাগছে কেন?

BanglaBook.org

ঘোড়াটাকে বেশ পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে, তাই জন তার লাগাম ধরে সামনে সামনে হাঁটতে লাগলো কিছুক্ষণের জন্য। রাস্তাটা পাশাপাশি দুইজন অশ্বারোহী চলার মতোও চওড়া না। এর পৃষ্ঠকে ছোট ছোট ফালিতে কেটে সেখানে পাথর বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এই পালানোটাকে তার এখন অনেক বেশি অর্থহীন মনে হচ্ছে। জন ভাবতে লাগলো ওর মাথায় আসলে কী হয়েছিলো সিদ্ধান্তটা নেবার সময়! তার কি খুব দ্রুত মরার শখ হয়েছে?

গাছগুলোর মাঝে কিছু পশুর ভীতু কণ্ঠের দুরাগত আওয়াজ শোনা গেলে সেদিকে তাকাতে বাধ্য হলো সে। মাদি ঘোড়াটা ঘাবড়ে দিয়ে নিচু কণ্ঠে হ্রেষারব করতে লাগলো। তার নেকড়েটা কি কোনো শিকার খুঁজে পেয়েছে? হাতদুটো মুখের সামনে নিয়ে চিৎকার করলো সে, 'গোস্ট! গোস্ট, আমার কাছে আয়।' তার ডাকের প্রতিউত্তর হিসেবে একটা পেঁচার ডানা ঝাপটে উড়ে যাবার শব্দ এলো পেছন থেকে।

ভ্রু কুঁচকে আবার নিজের পথে হাঁটতে লাগলো জন। ঘোড়াটার ঘাম শুকানো পর্যন্ত তাকে নিয়ে আরো আধা ঘণ্টা হাঁটলো জন। গোস্ট এখনো ফিরে আসেনি। জন ঘোড়ায় চড়ে আবার ছুটতে চাইছে, কিন্তু নিজের উধাও হয়ে যাওয়া নেকড়েটাকে নিয়ে চিন্তায় আছে সে। 'গোস্ট,' আবার ডাকলো সে। 'কোথায় তুই? আমার কাছে আয়! গোস্ট!' বনের মধ্যে এমন কোনো পশু নেই যা একটা ডায়ারউলফের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে, এমনকি অল্পবয়স্ক কোনো ডায়ারউলফের জন্যও না; যদি না...না, একটা ভালুককে আক্রমণ করার মতো অত বোকা না গোস্ট! আর আশেপাশে যদি কোনো নেকড়ের পাল থাকতো তবে জন তাদের প্রলম্বিত গর্জন শুনতে পেত এতক্ষণে।

ও সিদ্ধান্ত নিলো যে তার এখন কিছু খাওয়া উচিত। খাবার তার পাকস্থলীকে শান্ত করবে আর তাকে ধরার জন্য যথেষ্ট সময় দেবে গোস্টকে। এখন কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই; ক্যাসল ব্ল্যাক এখনো ঘুমিয়ে আছে। তার ঘোড়ার জিনে বাঁধা থলে থেকে জন একটা বিস্কুট, এক টুকরা পনির আর কুঁচকে যাওয়া একটা ছোট বাদামি আপেল পেল। রান্নাঘর থেকে চুরি করা লবণ দেওয়া গরুর মাংস আর শূকরের মাংসের পাতলা ফালিও নিয়ে এসেছে জন, কিন্তু সেগুলো আগামীকালের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে সে। এগুলো শেষ হয়ে যাবার পর খাবার সংগ্রহ করার জন্য তার শিকারে থামতে হবে, যা তার গতিকে ধীর করে দেবে বেশ।

একটা গাছের নিচে বসে নিজের বিস্কুট আর পনির খাচ্ছে জন, মাদি ঘোড়াটা চড়ে বেড়াচ্ছে কিংসরোডের পাশের ঘেসো জমিতে। আপেলটাকে সবার শেষে খাবার জন্য রেখেছে। যদিও চামড়া কুঁচকে গেছে সেটার, কিন্তু এখনো একটু টক আর রসালো আছে। এরপর সে যখন উত্তর থেকে আসা ঘোড়ার আওয়াজ শুনলো তখন সেঁধিয়ে গেল

BanglaBook.org

যেন নিজের ভেতর। লাফ দিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘোড়াটায় চড়ে বসলো সে। ওদের কি পেছনে ফেলতে পারবে সে এখন দৌড়ে? না, তারা খুব কাছে চলে এসেছে; সে চলতে শুরু করলে তারা আওয়াজ শুনে ফেলবে এখন, আর যদি ওরা ক্যাসল ব্ল্যাক থেকে এসে থাকে তাহলে...

ও তার ঘোড়াটাকে রাস্তা থেকে নামিয়ে নিয়ে একটা ধূসর সবুজ ঝোপের পিছে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। 'চুপ করে থাকো একদম,' ডালপালার ফাঁকা দিয়ে সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে নিজের ঘোড়াটাকে ফিসফিস করে বললো জন। দেবতারা সহায় হলে ওরা সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে যাবে। হতে পারে তারা মোলস টাউন থেকে আসা সাধারণ অধিবাসী। কৃষক হতে পারে যারা নিজেদের জমির দিকে যাচ্ছে, যদিও এখন প্রায় মধ্যরাত...

কিংসরোড ধরে যারাই এগিয়ে আসছে তাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমাগত আরো স্পষ্ট হচ্ছে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে দলটায় অন্ততপক্ষে পাঁচ থেকে ছয়জন লোক আছে।

'...নিশ্চিত যে সে এইপথে এসেছে?'

'আমাদের নিশ্চিত হবার কোনো উপায় নেই!'

'ও তো পূর্ব দিকেও যেতে পারে, তোমাদের বোঝা উচিত। অথবা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তা ত্যাগ করতে পারে। আমি হলে তা-ই করতাম।'

'আমি তা করতাম না,' গ্রেনের গলা শুনে মনে হলো সে বিরক্ত। 'আমি হলে দক্ষিণেই যেতাম, আকাশের তারা দেখে দক্ষিণে যাওয়া যায়।'

'যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে?' পিপ জিজ্ঞেস করলো।

'তাহলে আমি যেতাম না।'

আরেকটা কণ্ঠস্বর যোগ দিলো আলোচনায়। 'আমি হলে কোথায় যেতাম জানো? আমি মোলস টাউনে যেতাম, ভূগর্ভস্থ গুপ্তধনের খোঁজে!' টোডের উগ্র হাসির শব্দ ছড়িয়ে পড়লো গাছপালার ভেতর দিয়ে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো জনের ঘোড়া।

'সবাই শান্ত হও,' হালডার বললো। 'আমার মনে হলো কিছু একটার শব্দ পেলাম এইমাত্র।'

'কোথায়? আমি তো কিছু শুনিনি!' ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে একসাথে।

'তুমি তো নিজের বায়ুত্যাগ করার শব্দও শুনতে পাও না।'

'আমিও শুনেছি,' গ্রেন বললো।

'চুপ করো সবাই।'

সবাই চুপ করে কান পেতে রইলো কিছু শোনার জন্য। স্যাম, জন ভাবলো। ও বুড়ো ভালুকের ঘুম ভাঙাতে যায়নি ঠিকই, কিন্তু বিছানায়ও ফিরে যায়নি, বরং বাকি

BanglaBook.org

ছেলেদের ডেকে তুলেছে। সবাইকে অভিশাপ দিলো সে মনে মনে। ভোর হবার পর তাদেরকে যদি বিছানায় না পাওয়া যায় তবে ওরাও পলাতক হিসেবে বিবেচিত হবে। কী করছে ওরা সেই সম্পর্কে কি কোনো ধারণা আছে ওদের?

নীরবতার সময়টা ক্রমে ক্রমে বেড়ে চললো। জন যেখানে লুকিয়েছে সেখান থেকে ডালপালার ফাঁকা দিয়ে তাদের ঘোড়াগুলোর পা দেখা যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পিপ কথা বলে উঠলো, 'তুমি ঠিক কী শুনেছিলে?'

'আমি ঠিক জানি না,' হালডার সত্য কথা বললো। 'একটা শব্দ, শুনে মনে হয়েছিলো ঘোড়ার আওয়াজ, কিন্তু...'

'এখানে কিছুই নেই।'

চোখের কোনা দিয়ে অকস্মাৎ একটা ফ্যাকাশে ছায়াকে গাছপালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখলো জন। খচমচ করে উঠলো পাতাগুলো। আচমকা ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো গোস্ট। সাথে সাথে ভয় পেয়ে মাদি ঘোড়াটা আবার শব্দ করে উঠলো। 'শুনলে?' হালডার চিৎকার করে উঠলো।

'আমিও শুনেছি এবার!'

'বিশ্বাসঘাতক,' জিনের ওপর নড়েচড়ে বসতে বসতে জন ডায়ারউলফটাকে বললো। ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সে, কিন্তু দশ ফুট যাবার আগেই অন্যরা তার নাগাল পেয়ে গেল।

'জন,' পিপ চিৎকার করলো পেছন থেকে।

'থামো জন,' গ্রেন বললো। 'আমাদের সবাইকে পিছে ফেলতে পারবে না তুমি।'

জন ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের মুখোমুখি হয়ে তলোয়ার টেনে বের করলো। 'দূরে থাকো। আমি কাউকে আঘাত করতে চাই না, কিন্তু আমাকে বাধ্য করলে আঘাত করবো কিন্তু।'

'সাতজনের বিরুদ্ধে একজন?' হালডার ইশারা করলে বাকি সবাই তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরলো।

'আমার কাছে কী চাও তোমরা?' জন জানতে চাইলো।

'তোমাকে তোমার আসল স্থানে ফিরিয়ে নিতে এসেছি আমরা,' গ্রেন বললো।

'আমার স্থান এখন আমার ভাইয়ের পাশে।'

'আমরাই এখন তোমার ভাই, জন,' গ্রেন বললো।

'তুমি ভালো করেই জানো যে ওরা তোমাকে ধরামাত্রই ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে ফেলবে,' টোড একটা দুর্বল হাসির সাথে কথাটা বললো। 'খুবই বোকার মতো কাজ করেছ।'

BanglaBook.org

'আমি কখনো এমন কাজ করতাম না,' গ্রেন বললো। 'আমি কোনো শপথভঙ্গকারী না। যখন সেই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলাম, তখন তাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝেই উচ্চারণ করেছিলাম।'

'আমিও তা-ই করেছিলাম,' জন তাদের বললো। 'কিন্তু তোমরা কি বুঝতে পারছো না? ওরা আমার বাবাকে হত্যা করেছে। একটা যুদ্ধ হচ্ছে এখন, আমার ভাই রব রিভারল্যান্ডে যুদ্ধ করছে...'

'আমরা জানি,' শান্তভাবে বললো পিপ। 'স্যাম আমাদের সব খুলে বলেছে।'

'তোমার বাবার জন্য আমরা সত্যিই দুঃখিত,' গ্রেন বললো। 'কিন্তু এটা এখন তোমার মাথা ঘামানোর কোনো ব্যাপার না। একবার শপথ নিয়ে নেবার পর তুমি আর দেয়াল থেকে নড়তে পারবে না, যা-ই ঘটুক না কেন!'

'কিন্তু আমার যেতে হবে,' জন জোর দিয়ে বললো।

'তুমি শপথ নিয়েছ,' পিপ মনে করিয়ে দিলো ওকে। '*রাত নেমে আসছে, সেই সাথে শুরু হচ্ছে আমার পাহারা*, তুমি বলেছিলে। *এই পাহারা চলবে আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।*'

'*দায়িত্বের মাঝেই বাঁচবো আমি, দায়িত্বের মাঝেই মরবো*,' যোগ করলো গ্রেন।

'কথাগুলো আমাকে মনে করিয়ে দেয়া লাগবে না তোমাদের, আমিও জানি ওগুলো।' এখন জনকে রাগী দেখাচ্ছে। কেন তাকে ওরা শান্তিমত যেতে দিচ্ছে না? ব্যাপারটাকে শুধু কঠিনই করে তুলছে ওরা।

'*আমি সেই তলোয়ার যে লড়াই করে আঁধারের বিরুদ্ধে*,' হালডার যোগ দিলো এবার।

'*আমিই এই দেয়ালের অতন্দ্র প্রহরী*,' টোডের গলা গেল এবার।

জন সবাইকে শাপশাপান্ত করতে লাগলো, কিন্তু মনে হলো না সেগুলো তারা গায়ে মাখলো খুব একটা। পিপ শপথের বাক্যগুলো আবৃতি করতে করতে জনের দিকে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এলো। '*আমি সেই শিখা যা জ্বলে ওঠে তীব্র ঠান্ডার মাঝেও, সেই আলো যা ডেকে আনে উষা, সেই শিঙ্গা যা নিদ্রিতকেও জাগিয়ে তোলে, সেই ঢাল যা মানুষের জগতকে রক্ষা করে।*'

'পিছে সরে যাও,' তলোয়ার উঁচু করে জন ভয় দেখালো তাকে। 'আমি কিন্তু মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছি না, পিপ।' ওরা এমনকি কোনো বর্মও পরে আসেনি, লাগলে সে তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে।

ম্যাথার ঘুরে তার পিছে চলে এলো। আর সবার সাথে যোগ দিলো সেও। '*আমি নিজের জীবন আর সম্মান নাইটস ওয়াচকে দান করছি।*'

BanglaBook.org

জন তার ঘোড়াকে একটা লাথি দিয়ে সেটাকে ঘোরাতে লাগলো। ছেলেগুলো এখন তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, ক্রমে ক্রমে চক্র ছোট করে আনছে।

'এই রাত...' বামদিক থেকে এলো হালডার।

'...আর এগিয়ে আসা সমস্ত রাতের জন্য,' শেষ করলো পিপ। জনের ঘোড়ার লাগাম ধরতে হাত বাড়ালো সে। 'এবার তুমি বেছে নাও। হয় আমাকে মেরে ফেলো, নাহলে আমার সাথে ফিরে চলো।'

জন তার তলোয়ার উপরে তুলে তারপর অসহায়ভাবে আবার নামিয়ে আনলো নিচে।

'আমাদের কি হাত বেঁধে নিতে হবে তোমার, নাকি কথা দেবে যে শান্তভাবে ফিরে যাবে আমাদের সাথে?' হালডের জিজ্ঞেস করলো।

'আমি আর পালাবো না।' গোস্ট গাছের নিচ ছেড়ে সামনে এগিয়ে এলে তার দিকে তাকালো জন। 'তোর কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পেলাম না।' ডায়ারউলফটা তার গাঢ় লাল চোখ মেলে এমনভাবে তাকিয়ে রইলো যেন সে আগেই জানতো যে এমনটাই হবে।

ফেরার পথে কী হয়েছিলো তার কমই জনের মনে আছে। দক্ষিণ দিকে যেতে যত সময় লেগেছিলো, উত্তরে ফিরতে তার থেকে বেশ কম সময় লাগলো বলে মনে হলো তার; হয়তো তার মন অন্যখানে পড়ে ছিলো বলে এমন মনে হয়েছে। পিপ সবার সামনে চলছে, গতি নিয়ন্ত্রণ করছে সবার। কখনো দ্রুত দৌড়াচ্ছে, কখনো হাঁটছে, আবার জোর কদমে চলছে আর তারপরে আবার দৌড় শুরু করছে। মোলস টাউন সামনে পড়লো, আবার পিছিয়েও পড়লো। বেশ্যাখানার উপরের লাল লণ্ঠন অনেক আগেই নিভে গেছে। তাদের অনেক সময় লেগে গেল ফিরতে। ফ্যাকাশে দেয়ালের বিশালতার পটভূমিতে ক্যাসল ব্ল্যাকের কালো রঙয়ের টাওয়ার যখন তাদের সামনে দৃশ্যমান হলো তখন ভোর হতে মাত্র ঘন্টাখানেক বাকি আছে। এবার আর সেটাকে নিজের বাড়ি বলে মনে হলো না জনের।

ওরা তাকে ফিরিয়ে এনেছে ঠিক, জন ভাবলো, কিন্তু তার মানে এই না যে ওরা তাকে ধরে রাখতে পারবে। যুদ্ধ তো আর কাল বা পরশুর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে না, আর তার বন্ধুরাও নিশ্চয়ই রাত-দিন তাকে পাহারা দিয়ে রাখবে না। ও এখানে ঠিকই সময় কাটাবে, তাদের বুঝাবে যে এখানে সে আবার পরিতৃপ্তি বোধ করতে শুরু করেছে...আর তারপর, যখন তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, সে তখন আবার বেরিয়ে পড়বে পথে। পরেরবার আর কিংসরোড ধরে যাবে না সে। পূর্ব দিকে দেয়াল বরাবর এগুবে, একদম সাগরের তীর পর্যন্ত। দীর্ঘ একটা পথ ঠিকই, তবে নিরাপদ। ওয়াইল্ডলিংরা এই কাজ করে, খুবই কষ্টকর আর বিপজ্জনক একটা যাত্রা, কিন্তু কেউ তো আর তাকে অনুসরণ করবে না এই পথে।

BanglaBook.org

স্যামওয়েল টার্লি তাদের জন্য পুরোনো আস্তাবলের মধ্যে অপেক্ষা করছিলো। একটা খড়ের গাদার সাথে হেলান দিয়ে বসেছিলো সে। এতই চিন্তিত ছিলো যে ঘুমাতেও পারেনি। ওদের দেখে উঠে দাঁড়ালো। 'আমি...আমি খুব খুশি হয়েছি যে ওরা তোমাকে খুঁজে পেয়েছে, জন।'

'আমি খুশি হইনি,' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বললো জন।

পিপ নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে আকাশের দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকালো। 'এখানেই ঘোড়াদের সাথে আমাদের শোবার ব্যবস্থা করো, স্যাম,' ছোটখাটো ছেলেটা বললো। 'গোটা দিন পড়ে আছে সামনে আর সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। লর্ড স্নোকে ধন্যবাদ।'

দিন হয়ে গেলে জন অন্যান্য সাধারণ সকালের মতো রান্নাঘরের দিকে হেঁটে গেল। বুড়ো ভালুকের সকালের নাস্তা তার হাতে তুলে দিতে দিতে কিছুই বললো না তিন আঙ্গুলের হব। আজকে তার নাস্তা হিসেবে দেয়া হয়েছে তিনটা সিদ্ধ ডিম, ভাজা রুটি আর শূকরের মাংস এবং একবাটি কুঁচকানো খেজুর। জন নাস্তা নিয়ে কিংস টাওয়ারে চলে এলো। কক্ষে ঢুকে লর্ড কমান্ডারকে জানালার পাশের আসনে বসে কিছু লিখতে দেখলো সে। তার ঘাড়ের এপাশ থেকে ওপাশে যেতে যেতে দাঁড়কাকটা 'ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা' বলে বিড়বিড় করছিলো। জন ভেতরে ঢোকামাত্র সেটা চিৎকার করে উঠলো। 'খাবারগুলো টেবিলে রাখো,' ওর দিকে তাকিয়ে বললেন বুড়ো ভালুক। 'আমার জন্য মদ নিয়ে এসো।'

জন একটা ভাঙা জানালা খুলে তার বাইরের বর্ধিত অংশ থেকে মদের একটা পিপা ভেতরে নিয়ে এলো এবং বড় একটা পেয়ালাতে মদ ঢাললো। হব তাকে একটা লেবু দিয়েছিলো যেটা এখনো ঠান্ডা হয়ে আছে। জন মুঠো পাকিয়ে সেটা থেকে রস বের করে মদের মধ্যে মিশিয়ে দিলো। মরমন্ট প্রতিদিন তার মদের সাথে লেবু খান আর দাবি করেন, এই বুড়ো বয়সেও যে তার দাঁত পড়ে যায়নি এখনো তা ঐ লেবুর জন্যই।

'কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালোবাসতে,' জন তার জন্য পেয়ালা ভর্তি মদ নিয়ে এলে তাকে বললেন মরমন্ট। 'আমাদের ভালোবাসাই আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়, ছেলে। মনে আছে, কথাটা আমি তোমাকে আগে একবার বলেছিলাম?'

'আমার মনে আছে,' জন বললো। বাবার মৃত্যু নিয়ে এমনকি মরমন্টের সাথে কথা বলতেও তার বাঁধছে না এখন।

'কথাটা কোনোদিন ভুলে যেও না। কঠিন সত্যটাকেই শক্ত করে জড়িয়ে ধরা উচিত আমাদের সবার। আমার খাবারগুলো নিয়ে এসো। আবার কি শূকরের মাংস

BanglaBook.org

দিয়েছে? কী আর করা! তোমাকে দেখতে বেশ পরিশ্রান্ত লাগছে। চাঁদের আলোয় তোমার ঘোড়ায় চড়াটা খুব ক্লান্তিকর ছিলো বুঝি?'

জনের গলা শুকিয়ে গেল। 'আপনি জানেন?'

'জানি,' ঘাড় থেকে চেঁচিয়ে উঠলো দাঁড়কাকটা। 'জানি।'

বুড়ো ভালুক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন। 'তোমার কি মনে হয় আমি একটা গাছের গুঁড়ির মতো নির্বোধ বিধায় আমাকে নাইটস ওয়াচের লর্ড কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, স্নো? এইমন আমাকে আগেই বলেছিলো তুমি এমন কাজ করতে পারো। আমি তাকে বলেছিলাম তুমি গেলেও আবার ফিরে আসবে। আমি আমার লোকদেরকে ভালো করেই চিনি...আর আমার ছেলেদেরও। সম্মান তোমাকে কিংসরোডের পথে নিয়ে গিয়েছিলো...আর সম্মানই তোমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

'আমার বন্ধুরা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে,' জন বললো।

'আমি কি বলেছি যে *তোমার* সম্মানই তোমাকে ফিরিয়ে এনেছে?' মরমন্ট নিজের থালার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'ওরা আমার বাবাকে হত্যা করেছে। আপনি ভাবছিলেন আমি কিছুই করবো না এ ব্যাপারে?'

'সত্যি বলতে, তুমি ঠিক তা-ই করেছ যেমন আমরা ভেবেছিলাম,' মরমন্ট একটা খেজুর মুখে পুরলেন। 'আমি তোমার ওপর নজর রাখার জন্য আদেশ দিয়েছিলাম। তোমাকে ক্যাসল ব্ল্যাক ছাড়তে দেখেছিলো তারা। যদি তোমার ভাইয়েরা তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে না আসতো, তবে অন্যরা তোমাকে ঠিকই ফিরিয়ে আনতো। যদি না দাঁড়কাকের মতো পাখাওয়ালা ঘোড়া থাকতো তোমার। আছে নাকি?'

'না,' নিজেকে বোকা মনে হচ্ছে জনের।

'দুঃখজনক ব্যাপার, এমন একটা ঘোড়া থাকলে আমাদের অনেক কাজে লাগতো।'

জন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে নিজেকে বোঝাতে লাগলো যে অন্তত ভালোভাবে মরতে পারবে এখানে। 'দেয়াল ত্যাগ করার শাস্তি সম্পর্কে আমি অবগত আছি, মাই লর্ড। আমি মরতে ভয় পাই না।'

'মরো,' দাঁড়কাক চেঁচালো।

'আশা করি বাঁচতেও ভয় পাও না,' ছুরি দিয়ে শূকরের মাংস কেটে দাঁড়কাককে এক কামড় খেতে দিলেন মরমন্ট। 'তুমি তো দেয়াল ত্যাগ করোনি এখনো। এই যে এখনো এখানেই দাঁড়িয়ে আছো তুমি। মোলস টাউনে রাতের বেলায় যেসব ছেলেরা যায় তাদের সবাইকে যদি শিরশ্ছেদ করতে শুরু করি আমরা, তাহলে দেয়ালে ভূতদের দিয়ে পাহারা দেওয়া লাগবে। তবে এখনো তুমি পালাতে চাইতে পারো, হয়তো আগামীকাল বা আরো দুই সপ্তাহ পরে। কী, এটাই তো? এটাই তোমার ইচ্ছা, ছেলে?'

BanglaBook.org

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো জন।

'আমিও তা-ই চিন্তা করছিলাম,' মরমন্ট একটা ডিমের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন। 'তোমার বাবা এখন মৃত। তোমার মনে হয় তাকে মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে?'

'না,' নিচু স্বরে উত্তর দিলো সে।

'ভালো,' বললেন মরমন্ট। 'তুমি আর আমি দুইজনেই দেখেছি যে মৃতরা আবার ফিরে এসেছে। এই ব্যাপারটা আমি আরো একবার দেখতে চাই না।' দুই কামড়ে ডিমটা খেয়ে ফেললেন লর্ড কমান্ডার আর তারপরে দাঁতের ফাঁকা দিয়ে খোসার একটা ছোট টুকরা বের করে দিলেন। 'উত্তরের পূর্ণ শক্তি পিছে নিয়ে তোমার ভাই রব যুদ্ধে গেছে। তার অনুগত যেকোনো লর্ড আমাদের পুরো নাইটস ওয়াচের চেয়ে বেশি সৈন্যের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কী দেখে তোমার মনে হলো যে তোমার সাহায্য তাদের প্রয়োজন? তুমি কি খুবই পরাক্রমশালী কোনো যোদ্ধা, নাকি নিজের তলোয়ারকে জাদুময় করার জন্য তোমার কাছে গোপন কিছু আছে?'

জন স্নো কোনো উত্তর দিলো না। দাঁড়কাকটা একটা সিদ্ধ ডিমে বারবার ঠোকর দিয়ে খোসাটা ভাঙছিলো। ফুটো হয়ে যাওয়া খোসার ভেতর ঠোঁট পুরে দিয়ে ভেতর থেকে বের করে নিয়ে এলো ডিমের সাদা অংশ আর কুসুমের কিছুটা।

বুড়ো ভালুক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'তুমিই একমাত্র মানুষ নও যে এই যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আমার বোনটাও তোমার ভাইয়ের সাথে যুদ্ধে গেছে। ও আর তার মেয়েরা ছেলেদের বর্ম পরে এখন অবস্থান করছে যুদ্ধের ময়দানে। মেগ খুবই জেদি, একগুঁয়ে, অল্পতেই রেগে যাওয়া স্বভাবের আর দারুণ স্বেচ্ছাচারী মহিলা। সত্যি বলতে কি, আমি নিজেও তার পাশে বেশি সময় কাটাতে চাইতাম না, কিন্তু তার মানে এই না যে তুমি তোমার নিজের বোনদের যতটা ভালোবাসো তার থেকে মেগকে কম ভালোবাসি আমি।' ভ্রু কুঁচকে মরমন্ট তার শেষ ডিমটা হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে চাপতে থাকলেন, যতক্ষণ না সেটার খোসা ফেটে গেল। 'অথবা কে জানে, কম ভালোবাসি হয়তো। যেটাই হোক না কেন, সে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায় তাহলে আমি ভীষণ দুঃখ পাবো; কিন্তু আমাকে তো তার পিছে ছুটতে দেখোনি তুমি। তোমার মতো আমিও শপথ নিয়েছিলাম। আমার স্থান এখন এখানে...তোমার স্থান কোথায়, ছেলে?'

আমার কোনো স্থান নেই, জন বলতে চাইলো, *আমি একটা জারজ ছেলে, আমার কোনো অধিকার নেই, কোনো নাম নেই, কোনো মা নেই আর এখন কোনো বাবাও নেই।* কিন্তু বাক্যটা মুখে উচ্চারণ করতে পারলো না সে। 'আমি জানি না।'

'আমি জানি,' লর্ড কমান্ডার মরমন্ট বললেন। 'হিম বাতাস জেগে উঠেছে, স্নো। দেয়ালের অপর পাশে ছায়ারা দীর্ঘ হচ্ছে। কোটার পাইক লিখে জানিয়েছে যে সে নাকি

BanglaBook.org

হরিণের বিশাল এক পালকে দক্ষিণ আর পূর্ব দিকে সমুদ্রের দিকে যেতে দেখেছে, পশমি হাতিদেরও দেখা গেছে নাকি। ও জানিয়েছে ইস্টওয়াচ থেকে তিন লিগেরও কম দূরত্বে তার লোকেরা বরফের ওপর বিশাল আর বিকৃত পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে। শ্যাডো টাওয়ারের রেঞ্জাররা আস্ত একটা গ্রামকে পরিত্যক্ত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছে, আর রাতে স্যার ডেনিস পাহাড়ে অনেক জায়গা জুড়ে আগুন জ্বলতে দেখেছে সন্ধ্যা থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। গিরিসঙ্কটের অনেক ভেতর থেকে একটা ওয়াইল্ডলিংকে বন্দি করেছিলো কোরিন হাফহ্যান্ড। সেই লোকটা শপথ করে বলেছে যে ম্যান্স রেইডার তাদের সব লোকজনকে ম্যান্সের খুঁজে পাওয়া গোপন আর নতুন একটা দুর্গের মতো জায়গায় জড়ো করতে শুরু করেছে; দেবতারাই জানেন তা কোথায়! তুমি কি ভেবেছ যে তোমার চাচা বেনজেনই একমাত্র রেঞ্জার যাকে আমরা গত বছর হারিয়েছি?'

'বেন জেন,' মাথা নাড়তে নাড়তে বললো দাঁড়কাকটা, সেটার ঠোঁট থেকে ডিমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ঝরে পড়লো। 'বেন জেন। বেন জেন।'

'না,' জন বললো। আরো লোক হারিয়েছে। অনেক লোক।

'তোমার কি মনে হয় আমাদের এই যুদ্ধের তুলনায় তোমার ভাইয়ের যুদ্ধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ?' বৃদ্ধ লোকটা জোরগলায় বললেন।

নিজের ঠোঁট কামড়ালো জন। পাখিটা তার উদ্দেশ্যে পাখা ঝাপটালো। 'যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ,' চেঁচাতে লাগলো সেটা।

'না, গুরুত্বপূর্ণ না,' মরমন্ট তাকে বললেন। 'দেবতারা আমাদের রক্ষা করুক, ছেলে, তুমি অন্ধও না আর বোকাও না। যখন মৃতরা রাতের আঁধারে মানুষদের শিকার করার জন্য এগিয়ে আসবে, তখন আয়রন থ্রোনে কে বসে আছে তাতে কি কিছু যায় আসবে?'

'না।' জনের এখনই ওটা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই।

'তোমার বাবা আমাদের এখানে তোমাকে পাঠিয়েছিলো, জন। কেন, কে বলতে পারে?'

'কেন? কেন? কেন?' দাঁড়কাকটাও যেন জানতে চাইলো।

'আমি শুধু জানি যে আদিমানবদের রক্ত এখনো স্টার্কদের শিরা-উপশিরায় বয়ে চলেছে। আদিমানবরাই এই দেয়াল তৈরি করেছিলো, বলা হয়ে থাকে যে অন্যরা যা ভুলে গেছে তারা তা মনে রেখেছে। আর তোমার ঐ নেকড়েটা... ওটাই কিন্তু আমাদের নিয়ে গিয়েছিলো ওয়াইটদের কাছে, মৃতদের সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলো আমার টাওয়ারের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়। কোনো সন্দেহ নেই স্যার জ্যারেমি এটাকে বলতো দৈব ঘটনা, কিন্তু স্যার জ্যারেমি এখন মৃত আর আমি জীবিত।' লর্ড মরমন্ট তার

BanglaBook.org

ছুরির আগা দিয়ে শূকরের মাংসের একটা টুকরা বিঁধিয়ে নিলেন। 'আমি মনে করি ঠিক এখানেই তোমার থাকার কথা ছিলো, এবং আমি চাই আমরা যখন দেয়ালের ওপাশে যাবো তখন তুমি আর তোমার নেকড়ে আমাদের সাথে যাবে।'

কথাটা শুনে জনের শিরদাঁড়া দিয়ে উত্তেজনার শীতল একটা স্রোত নেমে গেল। 'দেয়ালের ওপাশে?'

'আমার কথা ঠিকই শুনেছ তুমি। বেন স্টার্ক জীবিত বা মৃত যা-ই হোক না কেন, তাকে খুঁজে পেতে চাই আমি,' মাংসের খণ্ডটা চিবিয়ে গিলে ফেললেন লর্ড কমান্ডার। 'কোনো কিছু না করে আমি এখানে বসে বসে তুষারপাত আর বরফ শীতল হাওয়ার জেগে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না। কী ঘটছে ওপাশে আমাদের অবশ্যই তা জানতে হবে। এবার নাইটস ওয়াচ তার পূর্ণশক্তি নিয়ে এগিয়ে যাবে দেয়ালের ওপাশের রাজা, আদার আর ওখানে যা-ই থাকুক না কেন তাদের বিরুদ্ধে। আমি নিজেই দলের নেতৃত্ব দেবো।' হাতের ছোরাটা দিয়ে জনের বুকের দিকে নির্দেশ করলেন বুড়ো ভালুক। 'আর প্রথা অনুযায়ী লর্ড কমান্ডারের স্টুয়ার্ড তার স্কোয়ায়েরও বটে...কিন্তু প্রতিদিন সকালে তুমি পালিয়ে গেলে কি না এমন চিন্তা নিয়ে ঘুম থেকে উঠতে চাই না আমি। অতএব, আমি তোমার কাছ থেকে উত্তর চাই, লর্ড স্নো, আর এখনই চাই। তুমি কি নাইটস ওয়াচের একজন ভাই...নাকি শুধুই এক জারজ সন্তান যে তার ভাইয়ের সাথে যুদ্ধে যেতে চায়?'

জন স্নো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা বড় শ্বাস নিলো আবার কথা বলার আগে। *আমাকে ক্ষমা করে দিও, বাবা। রব, আরিয়া, ব্র্যান, আমাকে ক্ষমা করে দিও তোমরা। তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারলাম না আমি।* ও ইতোমধ্যেই সত্যটা বুঝে গিয়েছে। তার স্থান এই দেয়ালেই। 'আমি...আপনার, মাই লর্ড। আপনার লোক। কথা দিচ্ছি। আমি আর পালাবো না।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন বুড়ো ভালুক। 'ভালো। এখন গিয়ে নিজের তলোয়ারটা তুলে নাও।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ক্যাটলিন

মনে হচ্ছে যেন হাজার বছর আগে ক্যাটলিন তার সন্তানকে রিভাররান থেকে বয়ে এনেছিলো, ওকে নিয়ে জাহাজে চড়ে পাড়িয়ে দিয়েছিলো টাম্বলস্টোন নদী। উইন্টারফেলের উদ্দেশ্যে ওদের প্রথম অভিযান সেটাই। আর এবারও সেই টাম্বলস্টোনের ওপর দিয়েই আসছে ওরা, তবে সাথের ছেলেটা আগের মতো নরম কাপড়ে জড়িয়ে নেই, বর্ম আর মেইল পরে আছে সে।

জাহাজের গলুইয়ের সামনে বসে আছে রব, পাশেই আছে গ্রে উইন্ড, এক হাত দিয়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে নেকড়েটার মাথায়। মাল্লারা খুব জোরে জোরে দাঁড় টেনে যাচ্ছে। থিয়ন গ্রেজয়কে দেখা যাচ্ছে ওর সাথে। ওর চাচা ব্র্যান্ডেন পেছনে দ্বিতীয় জাহাজে করে আসবেন, সাথে থাকবে গ্রেটজন আর লর্ড কারস্টার্ক।

জাহাজের পেছন দিকে একটা জায়গায় বসে আছে ক্যাটলিন। টাম্বলস্টোন ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, শক্ত ঢেউ ওদেরকে হুইল টাওয়ারের থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। টাওয়ারের ভেতর থাকা বিশাল জলচাকার ছলাত ছলাত শব্দ আর গুরুগম্ভীর ধ্বনি ওকে তার মেয়েবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, বিমর্ষ হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে। বেলেপাথরে তৈরি দেয়ালের উপর থেকে সৈন্য আর চাকরবাকররা ওর আর রবের নাম ধরে ডাকছে, খানিক পরপরেই 'উইন্টারফেল' বলে চিৎকার করছে ওরা। প্রত্যেকটা দুর্গ থেকেই হাউজ টালির ব্যানার উড়ছে: জল থেকে লাফিয়ে ওঠা ট্রাউট–ঢেউ ওঠা লাল-নীল ভূমির গায়ে আঁকা রূপালি রঙের একটি মাছ। দেখলেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, কিন্তু এরপরেও ওর হৃদয় ভরেনি। ক্যাটলিন হতবাক হয়ে ভাবছে যে ওর হৃদয় আর কখনো ভরবে কি না। ওহ, নেড...

BanglaBook.org

হুইল টাওয়ারের নিচে আসার পর তারা খুব দ্রুত ঘুরলো, চক্রাকারে ঘুরতে থাকা জলের ওপর দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল ওদের জাহাজ। ওর লোকেরা জাহাজের মুখ ঘোরানোর জন্য নিজেদের সর্বশক্তি ঢেলে দিচ্ছে। বিশাল জলদ্বার উন্মুক্ত হলো ওদের সামনে, সেই দানবীয় লৌহকপাট উপরের দিকে ওঠানোর ক্লিংক ক্লিংক ধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে। ওদের সামনেই ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে জলদ্বার, পানির গভীরে থাকা অংশ মরিচা ধরে লাল হয়ে আছে। দ্বারের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় ওখান থেকে বাদামি কাদা ছুটে এসে পড়ছিলো ওদের গায়ে, সূচালো কাঁটাগুলো ওদের মাথার মাত্র কয়েক ফুট উপরে আছে। কাঁটাগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছে ক্যাটলিন, চিন্তা করছে যে পানির কতটা গভীর পর্যন্ত চলে গেছে এই ফটক, সেই সাথে ভাবছে যে কেউ এই ফটক ভাঙার চেষ্টা করলে ঐ লৌহকপাট কী তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে কি না। এই জাতীয় চিন্তা আজকাল ওর মাথায় আসেই না।

বাঁকানো তোরণের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করলো ওরা, সূর্যের আলো থেকে ক্রমান্বয়ে ছায়ায়, পরক্ষণেই আবারো ছায়ায় হারিয়ে যাচ্ছে তারা। বড় আর ছোট জাহাজ বাঁধা আছে ঘাটের চারদিকে, প্রতিটা জাহাজই জেটির পাথরের সাথে শেকল দিয়ে বাঁধা আছে। ওর বাবার রক্ষীরা এডমিউরের সাথে জলসিঁড়ির ধাপে অপেক্ষা করছে। স্যার এডমিউর টালি একজন শক্ত-সমর্থ তরুণ, মাথার পিঙ্গল চুলগুলো উশকোখুশকো, দাড়িগুলোকে দেখে মনে হয় জ্বলছে। ওর উরস্ত্রাণ যুদ্ধে ক্ষয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায় দেখা যাচ্ছে গর্ত, লাল-নীল আলখাল্লা রক্ত আর ধোঁয়ায় ভরে আছে। ওর পাশেই আছে লর্ড টাইটস ব্ল্যাকউড, বলিষ্ঠ লোকটার দাড়ি ধূসর বর্ণের, নাকটা বাঁকানো। ওর উজ্জ্বল বর্মের গায়ে আঙ্গুর গাছ আর পাতার বিন্যাস আঁকা আছে। পিঠের সাথে বাঁধা আছে দাঁড়কাকের পালক দিয়ে তৈরি আলখাল্লা। যে হামলার কারণে ল্যানিস্টার শিবির থেকে ওর ভাইকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, সেটার নেতৃত্ব দিয়েছে লর্ড টাইটসই।

'নিয়ে এসো ওদেরকে,' স্যার এডমিউর আদেশ দিলো। তিনজন লোক সিঁড়ি ধরে এগিয়ে এলো, বড় হুক দিয়ে টেনে নিলো জাহাজটাকে। গ্রে উইন্ড লাফ দিয়ে ডেক থেকে নামার পর এদের একজন ভয়ে ওর পোলটা ফেলে দিলো, আছাড় খেয়ে পানিতে পড়ে গেল হুট করেই। অন্যরা হেসে উঠলো সাথে সাথে, লোকটার চেহারায় লজ্জার ভাব ফুটে উঠেছে এখন। থিয়ন গ্রেজয় লাফ দিয়ে জাহাজ থেকে নেমে গেল, এরপর ক্যাটলিনকে তুলে ফেললো কোমর ধরে, ওর বুটে পানি এসে ধাক্কা খাচ্ছে। ক্যাটলিনকে শুকনো ধাপের ওপর বসিয়ে দিলো সে।

এডমিউর সিঁড়ির ধাপগুলো ভেঙে এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলো। 'প্রিয় বোন,' বিড়বিড় করলো সে। ওর চোখগুলো গাঢ় নীল, আর মুখটা যেন হাসার জন্যেই তৈরি

BanglaBook.org

করা হয়েছে, কিন্তু সে হাসছে না। ওকে দেখে বেশ ক্লান্ত আর দুর্বল মনে হচ্ছে, যুদ্ধ ওকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, প্রচণ্ড চাপের কারণে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে সে। ওর গলায় ব্যান্ডেজ, ওখানে আঘাত পেয়েছে সে। ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ক্যাটলিন।

'তোমার কষ্ট আমারো কষ্ট, ক্যাট,' ও মুখ তোলার পর বললো। 'লর্ড এডার্ডের ব্যাপারটা যখন শুনেছি...ল্যানিস্টাররা এর ফল ভোগ করবে, আমি শপথ করে বলছি, তুমি তোমার প্রতিশোধ পাবেই।'

'তাতে কি নেড আমার কাছে ফিরে আসবে?' তীক্ষ্ণ স্বরে বললো সে। ক্ষতটা এখনো খুব নতুন, নরম কথাবার্তায় তাতে প্রলেপ পড়বে না। এই মুহূর্তে নেডের কথা ভাবতে চায় না সে। পারবে না ও। এতে কোনো লাভই হবে না। ওর শক্ত থাকতে হবে এখন। 'এসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। বাবা কোথায়?'

'উনি তার নিজের ঘরে, তোমার অপেক্ষায় আছেন,' এডমিউর বললো।

'লর্ড হোস্টার বিছানায় পড়ে আছেন, মাই লেডি,' ওর বাবার স্টুয়ার্ড ব্যাখ্যা করলো। এই লোকটা কখন এতটা বুড়িয়ে গেল, এতটা জীর্ণ হয়ে গেল? 'তিনি আমাকে বলেছেন, আপনি আসামাত্রই যেন তার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়।'

'আমি ওকে নিয়ে যাবো।' ওকে জলসিঁড়ির ওপর দিয়ে নিয়ে গেল এডমিউর। ওরা এখন যাচ্ছে দুর্গের বহিঃপ্রাঙ্গণের ভেতর দিয়ে, যেখানে পিটার বেইলিশ আর ব্র্যান্ডন স্টার্ক অনেকগুলো বছর আগে ওর হাত পাওয়ার জন্য লড়েছিলো। দুর্গের বেলেপাথরের তৈরি সুবিশাল দেয়াল ওদের সামনে ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে। মাছ অঙ্কিত শিরস্ত্রাণ পরা দুই রক্ষী যে দরজাটা পাহারা দিচ্ছে সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়তেই ও জিজ্ঞেস করলো, 'ওনার অবস্থা কতটা খারাপ?' কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরোনোর সময়ই উত্তরের কথা ভেবে ভয় হচ্ছিলো ওর।

এডমিউরের চেহারা গম্ভীর হয়ে এলো। 'উনি...আর বেশিক্ষণ আমাদের সাথে থাকবেন না, মেইস্টার তা-ই বললো। ব্যথাটা...অনেক বেশিই, যাচ্ছেই না কোনোভাবে।'

অন্ধ ক্রোধ ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো, এই ক্রোধ পুরো দুনিয়ার ওপর; এই রাগ ওর ভাই এডমিউর আর তার বোন লাইসার জন্য, এই রাগ ল্যানিস্টারদের জন্য, সমস্ত মেইস্টার, নেড আর ওর বাবার জন্য। এই রাগ সেই সব দেবতাদের জন্য যারা একজনকে কেড়ে নেয়ার খুব অল্প সময়ের ভেতর অপরজনকেও নিয়ে যেতে চাইছেন। 'তোমার আমাকে বলা উচিত ছিলো,' ও বললো। 'তোমার আমাকে বলা উচিত ছিলো আগেই,' বললো সে। 'তুমি এই কথাটা জানার সাথে সাথে আমার জন্য খবর পাঠানো উচিত ছিলো।'

BanglaBook.org

'উনিই না করেছেন। চাননি যে তার শত্রুরা জানুক তিনি মরতে চলেছেন। পুরো সাম্রাজ্য যেখানে এতটা বিপদের মুখে আছে, উনি ভয় পাচ্ছিলেন যে ল্যানিস্টাররা যদি বুঝতে পারে তিনি কতটা দুর্বল হয়ে গেছেন, তাহলে...

'তাহলে ওরা আক্রমণ করে বসতে পারে?' ক্যাটলিন ওর কথাটা শেষ করলো। *এইসবই তোমার দোষ, শুধু তোমার*, ওর মাথার ভেতর ছোট্ট একটা স্বর বলে উঠলো। *তুমি যদি ঐ বামনটাকে না ধরতে...*

সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় আর কোনো বলেনি ওরা।

দুর্গটা ত্রিমুখী, রিভাররানের মতোই, লর্ড হোস্টারের কক্ষ চতুর্ভুজ আকৃতির, পূর্ব দিকে বেরিয়ে আছে একটা পাথুরে বারান্দা, যেন বেলেপাথরে তৈরি জাহাজের প্রসারিত অগ্রভাগ। ওখানে দাঁড়িয়েই এই প্রাসাদের লর্ড তার দেয়াল আর ছিদ্র-প্রাচীরগুলোর ওপর নজর রাখেন, সেই সাথে দৃষ্টি দিতে পারেন নদীর দিকেও। ওরা তার বাবার বিছানা সরিয়ে এখন বারান্দায় এনে দিয়েছে, 'রোদে বসে নদী দেখতে পছন্দ করেন তিনি,' এডমিউর ব্যাখ্যা করলো। 'বাবা, দেখো কাকে নিয়ে এসেছি। ক্যাট এসেছে, তোমাকে দেখতে...'

হোস্টার টালি সবসময়ই আকারে বড়সড় ছিলেন; তরুণ বয়সে ছিলেন বেশ লম্বা আর গায়ে গতরে বড়, বয়স হয়ে যাওয়ার পর বেশ মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। এখন শুকিয়ে গেছেন অনেক, তার হাড়ের মাংস যেন গলে গেছে, এমনকি ঝুলে গেছে মুখটাও। শেষ যে বার ক্যাটলিন ওনাকে দেখেছে, তার চুল আর দাড়ি বাদামি ছিলো, মাঝে মাঝে ফ্যাকাশে ছাপ পাওয়া যাচ্ছিলো। এখন পুরোটাই বরফের ন্যায় সাদা হয়ে গেছে।

এডমিউরের গলা শুনে চোখ খুলে গেল তার। 'ছোট্ট ক্যাট,' বিড়বিড় করলেন তিনি, তার স্বর অনেক পাতলা, গলায় ব্যথার ছাপ সুস্পষ্ট। 'আমার ছোট্ট ক্যাট।' কম্পিত হাসি খেলে গেল তার মুখে। হাত বাড়িয়ে ওকে ধরতে গেলেন তিনি। 'আমি তোমার পথ চেয়ে বসেছিলাম...'

'তোমরা কথা বলো, আমি যাই,' ওর ভাই বললো, চলে যাওয়ার আগে বাবার ভ্রুতে আলতো করে চুমু খেল সে।

ক্যাটলিন হাঁটু গেড়ে বসে ওর বাবার হাত নিজের হাতের ভেতর নিলো। বেশ বড়সড় হাত, কিন্তু মাংসহীন, চামড়ার ভেতরে আলগাভাবে নড়াচড়া করছে হাড়গুলো, সকল প্রকার শক্তি হারিয়ে গেছে। 'তোমার আমাদেরকে বলা উচিত ছিলো,' বললো সে। 'একজন আরোহী, একটা কাক...'

'আরোহীদেরকে ওরা ধরে নিয়ে যেত প্রশ্ন করার জন্য,' জবাব দিলেন তিনি। 'কাকদের তীর মেরে ফেলে দিতো...' ব্যথার একটা দমক বয়ে গেল তার শরীরে।

BanglaBook.org

আঙ্গুলগুলো ক্যাটের হাতের ভেতর শক্ত করে চেপে বসলো। 'আমার...পেটের ভেতর যেন একদল কাঁকড়া বসতী গেড়েছে...দিন-রাত আঁচড় কাটছে তারা, সবসময়। ওদের নখগুলো খুবই ধারালো। মেইস্টার ভাইম্যান আমাকে ড্রিমওয়াইন খাওয়ায়, পপি-নির্যাস...আমি অনেক বেশি ঘুমুচ্ছি আজকাল...কিন্তু আমি তোমাকে দেখার জন্য জেগে থাকতে চেয়েছি...ভয় পাচ্ছিলাম যে তোমাকে না দেখেই হয়তো চলে যেতে হবে...আমি...অনেক ভয় পাচ্ছিলাম...'

'আমি এসে গেছি, বাবা,' ও বললো। 'আমার ছেলে রবও আছে সাথে। সেও তোমাকে দেখতে চায়।'

'তোমার ছেলে,' ফিসফিস করলেন তিনি। 'ওর চোখ আমার মতোই ছিলো, মনে আছে আমার...'

'ছিলো, এখনো আছে। আর আমরা তোমার জন্য জেইমি ল্যানিস্টারকে নিয়ে এসেছি, সে আমাদের বন্দি এখন। রিভাররান এখন আগের মতোই মুক্ত, বাবা।'

লর্ড হোস্টার হাসলেন। 'দেখেছি আমি। গত রাতে যখন শুরু হলো, আমি ওদেরকে বলেছি...আমাকে দেখতেই হতো। ওরা আমাকে ধরে গেটহাউজে নিয়ে গেল...ছিদ্র-প্রাচীরের উপর থেকে সব দেখেছি আমি। আহ, কী চমৎকার দৃশ্য...অগ্নিশরগুলো নেমে এলো তরঙ্গাকারে, নদী পথ ধরে ধেয়ে আসলো ওদের আর্তনাদ...মধুর কান্নার ধ্বনি...ঐ অবরোধ মিনারটা যখন ভেঙে গেল, আহ দেবতা...আমি ঐ মুহূর্তেই খুশিমনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিতাম, কিন্তু তোমাদের সবাইকে না দেখে যেতে মন টানছিলো না। তোমার ছেলেই কি এই কাজ করেছে? তোমার রব?'

'হ্যাঁ,' ক্যাটলিন বললো, প্রচণ্ড গর্ব হচ্ছে ওর। 'রবই করেছে...আর ব্র্যান্ডেন। তোমার ভাইও ছিলো ঐ যুদ্ধে।'

'ও এসেছে!' বাবার কণ্ঠ ফিসফিসের পর্যায়ে চলে গেল। 'ব্ল্যাকফিশ...ফিরে এসেছে? উপত্যকা থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'আর লাইসা?' তার পাতলা সাদা চুলের ভেতর দিয়ে শীতল বাতাস প্রবাহিত হলো। 'তোমার বোন...সেও এসেছে?'

বাবার গলায় এত বেশি ব্যাকুলতার ছাপ যে সত্যটা বলতে অনেক কষ্ট হচ্ছে ক্যাটলিনের। 'না, আসেনি। আমি দুঃখিত, বাবা...'

'ওহ।' তার মুখ ঝুলে পড়লো, চোখ থেকে হারিয়ে গেল জ্যোতি। 'আমি ওর জন্যেও অপেক্ষা করছিলাম, ভাবছিলাম চলে যাওয়ার আগে যদি একবার...'

BanglaBook.org

'ও তার ছেলের সাথে আছে, ঈরিতে।'

লর্ড হোস্টার দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন। 'রবার্ট এখন লর্ড...অ্যারিন তো মারা গেছে...মনে আছে আমার...ও আসেনি কেন তোমার সাথে?'

'ও ভয় পাচ্ছে, বাবা। ঈরিতেই সে নিরাপদ বোধ করে।' ও তার কুঁচকে যাওয়া ভ্রুতে চুমু খেল। 'রব অপেক্ষায় আছে। তুমি ওর সাথে কথা বলবে? আর ব্র্যান্ডেনের সাথে?'

'তোমার ছেলে?' ফিসফিস করলেন তিনি। 'ওহ, হ্যাঁ, ক্যাটের ছেলে...আমার চোখ পেয়েছে, মনে পড়েছে। জন্মের সময়। নিয়ে এসো...হ্যাঁ...'

'আর তোমার ভাইকেও।'

নদীর দিকে এক নজর তাকালেন বাবা। 'ব্ল্যাকফিশ,' বললো সে। 'ওর কি বিয়ে হয়েছে? কোনো মেয়েকে...স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে?'

এই মৃত্যুশয্যায়ও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছেন তিনি, বিষণ্নভাবে ভাবলো ক্যাটলিন। 'এখনো করেনি। তুমি জানো সেটা। কখনো করবেও না।'

'আমি বলেছিলাম ওকে...আদেশ করেছিলাম। বিয়ে করতে! আমি ওর লর্ড। ও জানে সেটা। আমার অধিকার আছে ওর জুড়ি খুঁজে দেয়ার। একজন ভালো জুড়ি। একজন রেডওয়াইন। পুরোনো হাউজের কেউ। মিষ্টি কোনো একটা মেয়ে, খুঁতহীন...বিথেনি, হ্যাঁ। বেচারি। এখনো অপেক্ষায় আছে। হ্যাঁ। এখনো...'

'বিথেনি রেডওয়াইন লর্ড রোয়ানকে বিয়ে করেছে কয়েক বছর আগেই,' ক্যাটলিন তাকে মনে করিয়ে দিলো। 'ওদের তিনটা বাচ্চাও আছে।'

'তারপরেও,' বিড়বিড় করলেন লর্ড হোস্টার। 'এরপরেও। ঐ মেয়ের নিকুচি করি। রেডওয়াইনদের নিকুচি করি। আমার নিজের নিকুচি করি। ওর লর্ড, ওর ভাই...ঐ ব্ল্যাকফিশ। আমার কাছে অন্য প্রস্তাব ছিলো। লর্ড ব্র্যাকেনের মেয়ে ছিলো। ওয়াল্ডার ফ্রেইয়ের...তিনজনের যেকোনো একজনকে...ও বলেছিলো...ও কি বিয়ে করেছে? কাউকে? কাউকে?'

'কাউকেই না,' ক্যাটলিন বললো। 'এরপরেও তিনি অনেক দূর থেকে এসেছেন শুধু তোমাকে দেখার জন্য, বাবা। স্যার ব্র্যান্ডেন যদি সাহায্য না করতেন, তবে আমি আজ এখানে থাকতাম না।'

'ও সবসময়ই বীর ছিলো,' বাবা বললেন। 'এই কাজটা সে খুবই ভালো পারতো। ফটকের নাইট। হ্যাঁ।' হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন তিনি। খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। 'পাঠিয়ে দিও। পরে। আমি এখন ঘুমাবো। তর্ক করার মতো অবস্থায় নেই। ওকে পরে পাঠিও...ব্ল্যাকফিশকে...'

BanglaBook.org

ক্যাটলিন খুব আলতো করে বাবার কপালে চুমু খেল, এরপর চুলগুলো সমান করে দিয়ে তাকে দুর্গের ছায়াতেই রেখে চলে এলো সে। বাবার প্রিয় নদী তার নিচেই প্রবাহিত হচ্ছে। তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

বহিঃপ্রাঙ্গণে আসার পর স্যার ব্র্যান্ডেন টালিকে ভেজা বুট পরে জলসিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ক্যাটলিন। রিভাররানের রক্ষীদের ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলছেন তিনি। ওকে দেখামাত্রই ছুটে এলেন। 'ও কি–'

'আর বেশিক্ষণ নেই,' ও বললো। 'আমরা যা ভয় পেয়েছিলাম।'

ওর চাচার জীর্ণ চেহারায় তার কষ্টটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নিজের ফ্যাকাশে চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। 'ও কি আমার সাথে কথা বলবে?'

মাথা নাড়লো সে। 'উনি বললেন যে তর্ক করার মতো অবস্থায় নেই তিনি।'

ব্র্যান্ডেন ব্ল্যাকফিশ হেসে ফেললেন। 'এ কথা আমি জীবনেও বিশ্বাস করবো না। আমরা ওর চিতা জ্বালানোর সময়ও সে ঐ রেডওয়াইন মেয়েটাকে নিয়ে আমাকে তিরস্কার করবে, এটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি।'

হাসলো ক্যাটলিন, সেও জানে এই কথাটা কতটা সত্য। 'রবকে দেখছি না কেন?'

'সে গ্রেজয়ের সাথে হলে গেছে মনে হয়।'

থিয়ন গ্রেজয় রিভাররানের বিশাল হলের একটা আসনে বসে আছে, এক মগ মদ হাতে নিয়ে হুইস্পারিং উডের যুদ্ধের লোমহর্ষ বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। 'কেউ কেউ পালাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমরা উপত্যকার দুই পাশ থেকেই রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিলাম। অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসি আমরা, হাতে ছিলো তলোয়ার আর বর্শা। রবের নেকড়েটা যখন ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন ল্যানিস্টাররা নির্ঘাত ভাবছিলো যে ওদের উপর অশরীরী কিছু আক্রমণ করেছে। আমি ওকে নিজের চোখে একজনের হাত একদম কাঁধ থেকে ছিঁড়ে ফেলতে দেখেছি। ওদের ঘোড়াগুলো তো ওর গন্ধ পেয়েই পাগলের মতো করছিলো। কতগুলো লোক যে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মরেছে কে জানে–'

'থিয়ন,' ও বাধা দিলো, 'আমার ছেলে কোথায়?'

'লর্ড রব গডসউডে গেছেন, মাই লেডি।'

নেড থাকলে এটাই করতো। ও যতটা আমার সন্তান, ঠিক ততটাই ওর বাবারও। ওহ গডস, নেড...

সবুজ পাতার শামিয়ানার নিচে ওকে খুঁজে পেল সে, চারপাশ থেকে ওকে ঘিরে আছে রেডউড আর বিশাল বিশাল এলম। হাঁটু গেড়ে বসে আছে ওদের কেন্দ্রে থাকা সরু উইয়ারউড গাছের সামনে, যার ওপর ক্রোধান্বিত একটা মুখ আঁকা আছে। ওর লম্বা তলোয়ারটা তার সাথেই আছে, তীক্ষ্ণ প্রান্তটা পোঁতা আছে মাটিতে, ওর দস্তানা পরা হাত তলোয়ারর হাতলের ওপর ধরা। ওর চারপাশে অন্যরাও হাঁটু গেড়ে আছে: গ্রেটজন

Banglabook.org

আম্বার, রিকার্ড কারস্টার্ক, মেগ মরমন্ট, গ্যালবার্ট গ্লোভার এবং আরো অনেকে। ওদের মাঝখানে টাইটস ব্ল্যাকউডকেও দেখা যাচ্ছে, বিশাল আলখাল্লা ঝুলে আছে ওর পেছনে। এই কজনই পুরোনো দেবতাদের মানে, বুঝতে পারলো সে। ও নিজেকে জিজ্ঞেস করলো যে বর্তমান পরিস্থিতিতে ঠিক কোন দেবতাদেরকে সে মানে, কিন্তু কোনো উত্তর পেল না।

ওদের প্রার্থনায় ব্যাঘাত ঘটানোর কোনো মানে নেই। দেবতারা ওদের প্রাপ্যটা বুঝে নিতে চাইবে...এমনকি যে নিষ্ঠুর দেবতারা নেড আর তার বাবাকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে, তারাও। ক্যাটলিন অপেক্ষা করছে। নদীর বাতাস উঁচু শাখাগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, সে তার ডানে হুইল টাওয়ার দেখতে পাচ্ছে, ওটার পাশে বেয়ে উঠছে আইভি লতা। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সব স্মৃতি বন্যার মতো চলে এলো ওর ভেতর। বাবা তাকে ঘোড়ায় চড়তে শিখিয়েছেন এই গাছগুলোর মাঝখানেই। এই এলমটা হচ্ছে সেটা যেটার উপর থেকে এডমিউর পড়ে হাত ভেঙে ফেলেছিলো, আর ওদিকে, ঐ কুঞ্জের নিচে ও আর লাইসা পিটারের সাথে চুমু নিয়ে খেলছিলো।

বেশ কয়েক বছর ধরে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবেনি সে। ঐ সময় ওরা কতই না বাচ্চা ছিলো–ও সানসার সমান, লাইসা আরিয়ার চেয়েও ছোট, আর পিটার তার চেয়েও, এরপরেও এই খেলায় আগ্রহী। ওরা দুই মেয়ে ওকে নিজেদের ভেতর বিনিময় করছিলো, একমুহূর্তে গম্ভীর হওয়ার ভান করছে, পরের মুহূর্তেই হিহি করে হাসছে। পুরো স্মৃতিটা এত পরিষ্কারভাবে ওর ভেতর এলো যেন সে এখনো তার কোমরে ওর ঘর্মাক্ত হাত অনুভব করছে, শ্বাসের সাথে পাচ্ছে পুদিনা পাতার গন্ধ। গডসউডে সবসময় পুদিনা পাতা পাওয়া যেত, আর সেগুলো চাবাতে খুব পছন্দ করতো পিটার। সে অনেক ঠোঁটকাটা ধরনের ছিলো, সবসময়ই একটা না একটা ঝামেলায় পড়তো। 'ও তার জিহ্বা আমার মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিলো,' খেলা শেষে ক্যাটলিন ওর বোনকে জানায়। 'ও তো আমার সাথেও একই কাজ করেছে,' লাইসা ফিসফিস করে বললো, লজ্জা পাচ্ছে সে, শ্বাস ফুরিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। 'আমার ভালোই লেগেছে।'

রব খুব ধীরে ধীরে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে গেল, ধীরে ধীরে মাটি থেকে ওঠালো ওর তলোয়ার। ক্যাটলিন ভাবছে যে ওর ছেলে গডসউডে কখনো কোনো মেয়েকে চুমু খেয়েছে কি না। নির্ঘাত খেয়েছে। ও জেইন পুলকে তার দিকে ঘোলাটে চোখে তাকাতে দেখছে, কয়েকটা চাকরাণীকেও দেখেছে। এদের অনেকে আবার প্রায় আঠারো বছর বয়স্ক...ও ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে গেছে, তলোয়ার হাতে মানুষ মেরেছে, নিশ্চিতভাবেই ওকে কোনো মেয়ে চুমু খেয়েছে। ওর চোখে পানি চলে এলো। রাগান্বিতভাবে পানি মুছে ফেললো সে।

BanglaBook.org

'মা,' ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রব বললো। 'আমাদের এখুনি কাউন্সিল সভা ডাকা উচিত। কিছু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আছে।'

'তোমার মাতামহ তোমাকে দেখতে চান,' ও বললো। 'রব, তিনি অনেক অসুস্থ।'

'স্যার এডমিউর বলেছেন। আমি দুঃখিত, মা...হোস্টার টালি আর তোমার জন্য। এরপরেও আমাদেরকে আগে সভায় বসতে হবে। দক্ষিণ থেকে খবর এসেছে আমাদের কাছে। রেনলি ব্যারাথিয়ন ওর ভাইয়ের মুকুট দাবি করেছে...'

'রেনলি?' ও বললো, হতবাক হয়েছে। 'আমি ভেবেছিলাম লর্ড স্ট্যানিসই...'

'আমরা সবাই তা-ই ভেবেছিলাম, মাই লেডি,' গ্যালবার্ট গ্লোভার বললো।

সমর-পরিষদ ডাকা হয়েছে গ্রেট হলে, চারটা বিশাল কাঠের টেবিলকে সাজানো হয়েছে বর্গাকারে। লর্ড হোস্টার অংশগ্রহণ করার মতো অবস্থায় নেই, বারান্দায় ঘুমোচ্ছেন তিনি, তার বাল্যকালের দিনগুলো নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন। টালিদের সবচেয়ে উঁচু আসনে বসে আছে এডমিউর, পাশে আছেন ব্র্যান্ডেন ব্ল্যাকফিশ। ওর বাবার ব্যানারবাহীরা বসে আছে তাদের দুই দিকে। রিভাররানের জয়ের খবর ট্রাইডেন্টের আত্মগোপনে থাকা লর্ডদের কানে গেছে, আর তাই ফিরে এসেছে সবাই। ক্যারিল ভ্যান্স এসেছে, ও এখন লর্ড; গোল্ডেন টুথের নিচে মারা গেছে ওর বাবা। তার পাশেই আছে স্যার মার্ক পাইপার। ওরা স্যার রেইমানের ছেলে ড্যারিকে সাথে এনেছে, ছেলেটা ব্র্যানের চেয়ে বড় হবে না। লর্ড জনোস ব্র্যাকেন স্টোন হেজের ধ্বংসাবশেষ থেকে এসেছে, খানিকক্ষণ পরপর রাগ রাগ চোখে তাকাচ্ছে আর তর্জন-গর্জন ছাড়ছে। টাইটস ব্ল্যাকউড থেকে সর্বোচ্চ যতটা দূরে বসা যায়, ঠিক ততটাই দূরে বসেছে সে।

উত্তরের লর্ডরা বিপরীত দিকে বসেছে। ক্যাটলিন আর রব বসেছে ওর ভাইয়ের ঠিক অপর পাশেই। ওদের সংখ্যা কম। গ্রেটজন বসে আছে রবের বাম পাশে, তার পাশে আছে থিয়ন গ্রেজয়। ক্যাটলিনের ডানে আছে গ্যালবার্ট গ্লোভার আর লেডি মরমন্ট। শোকে বিহ্বল লর্ড রিকার্ড কারস্টার্ক তার আসনে এমনভাবে বসে আছেন যেন দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে যাওয়া কোনো ব্যক্তি, তার লম্বা দাড়ি বেশ ময়লা আর এলোমেলো। তার দুই ছেলে হুইস্পারিং উডে মারা গেছে, আর তৃতীয় জন, মানে ওর বড় ছেলের কোনো খবরই নেই। ছেলেটা গ্রিন ফোর্কে কারস্টার্কদের সৈন্য নিয়ে টাইউন ল্যানিস্টারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছিলো।

বিতর্ক চললো গভীর রাত পর্যন্ত। প্রত্যেক লর্ডেরই এই সভায় কথা বলার অধিকার আছে। আর ওরা তা-ই করলো...সেই সাথে চিৎকার, গালি-গালাজ, যুক্তি, তোষামোদি, কৌতুক, দর কষাকষি, টেবিলের ওপর ধুম করে মদের পাত্র রেখে দেয়া, হুমকি-ধামকি, আর সভাবর্জন, একটু পর গম্ভীর কিংবা হাসিমুখে প্রত্যাবর্তন। ক্যাটলিন বসে বসে ধৈর্য সহকারে শুনলো সব।

BanglaBook.org

বাঁধের ওপর ওদের সেনাবাহিনীর যে অংশ বেঁচে আছে, রুজ বোল্টন সেটাকে একত্র করেছে। স্যার হেলম্যান টলহার্ট আর ওয়াল্ডার ফ্রেই এখনো টুইনস নিজেদের দখলে রেখেছে। লর্ড টাইউইনের বাহিনী ট্রাইডেন্ট অতিক্রম করেছে, হ্যারেনহলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো ওরা। পুরো সাম্রাজ্যে এখন দুইজন রাজা আছে। দুই রাজা, কিন্তু কোনো সন্ধি নেই।

লর্ডের অনেক ব্যানারবাহীই চাইছিলো এই মুহূর্তে হ্যারেনহল আক্রমণ করতে, লর্ড টাইউইনের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করে ল্যানিস্টারদের ক্ষমতা ওখানেই শেষ করে দিতে; তরুণ, বদমেজাজী মার্ক পাইপার এর পরিবর্তে কাস্টার্লি রকে আক্রমণ করার কথা বললো। অন্যরা উপদেশ দিলো ধৈর্য ধরার। রিভাররানই হচ্ছে ল্যানিস্টারদের রসদ পাওয়ার পথে বাধা, জ্যাসন ম্যালিস্টার ওদেরকে মনে করিয়ে দিলো। ওদেরকে তাদের মতো করে থাকতে দাও, লর্ড টাইউইনকে এপাশের অঞ্চল থেকে কর বঞ্চিত করো, আর ঐ সময় ওরা নিজেরা তাদের প্রতিরক্ষা আরো শক্তিশালী করবে, ওদের ক্লান্ত সৈন্যদের বিশ্রাম দেবে। লর্ড ব্ল্যাকউড এসবের কিছুই করতে রাজি না। তার মতে, হুইস্পারিং উডে যা শুরু করেছে ওরা, তা শেষ করা উচিত। হ্যারেনহলের দিকে এগিয়ে যাও, সাথে নিয়ে যাও বোল্টনের বাহিনীকে। ব্ল্যাকউড যা প্রস্তাব দিলো, ব্র্যাকেন সাথে সাথে সেটার বিরোধিতা করলো। লর্ড জনোস ব্র্যাকেন দাঁড়িয়ে জোর দিয়ে বললো যে ওদের উচিত রাজা রেনলির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, এরপর দক্ষিণে গিয়ে ওর সাথে নিজেদের শক্তি যোগ করা।

'রেনলি মোটেও রাজা নয়,' রব বললো। এই প্রথমবার ওর ছেলে কথা বললো। বাবার মতোই ছেলেটা জানে কীভাবে ধৈর্য সহকারে শুনতে হয়।

'ঠিক যেমনটা জফরিও রাজা নয়, মাই লর্ড,' গ্যালবার্ট গ্লোভার বললো। 'ও-ই আপনার বাবাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।'

'এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে সে একজন দুর্বৃত্ত,' রব জবাব দিলো। 'কিন্তু এর দ্বারা কীভাবে প্রমাণিত হয় যে রেনলিই রাজা, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। জফরি এখনো রবার্টের বড় ছেলে, আর তাই সিংহাসন আইন অনুযায়ী ওরই, সাথে এই সাম্রাজ্যও। ও যদি মরে যায়, আর আমিও ওকে ঠিক তা-ই দেবো, ওর একটা ছোট ভাই আছে। জফরির পর উত্তরাধিকারী হবে টমেন।'

'টমেন একজন ল্যানিস্টার,' গর্জন করে উঠলো স্যার মার্ক পাইপার।

'ঠিক তা-ই,' রব বললো, খানিকটা দ্বিধান্বিত শোনাচ্ছে ওকে। 'কিন্তু যদি ওরা কেউই রাজা না হয়, এরপরেও কীভাবে লর্ড রেনলি রাজা হচ্ছে? ও রবার্টের ছোট ভাই। আমি মারা যাওয়ার আগে ব্র্যান উইন্টারফেলের লর্ড হতে পারবে না। একইভাবে, রেনলিও লর্ড স্ট্যানিসের আগে রাজা হতে পারবে না।'

BanglaBook.org

লেডি মরমন্ট একমত হলো। 'সিংহাসনের প্রতি লর্ড স্ট্যানিসেরই দাবি বেশি।'

'রেনলিকে মুকুট পরানো হয়েছে,' মার্ক পাইপার বললো। 'হাইগার্ডেন আর স্টর্মস এন্ড তার দাবিকে সমর্থন করে, ডর্নিশরাও করবে। যদি উইন্টারফেল আর রিভাররান ওর শক্তির সাথে নিজেদেরটা যোগ করে, ওর পেছনে সাতটা বড় হাউজের পাঁচটাই থাকবে। ছয়, যদি অ্যারিনরা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে! ছয়জনের বিপরীতে একজন! মাই লর্ডস, এক বছরের ভেতর ওদের সবার মাথাই বর্শার আগায় দেখতে পাবেন আপনারা। রাণী, ঐ বালক রাজা, লর্ড টাইউইন, ইম্প, কিংস্লেয়ার, স্যার কেভিন, সবার! রাজা রেনলির সাথে যোগ দিলে আমরা এটাই পাবো। এর বিপরীতে লর্ড স্ট্যানিসের কী আছে যার জন্য আমরা সব ফেলে ওর কাছে যাবো?'

'অধিকার,' একগুঁয়ের মতো বললো রব। ছেলেটা অদ্ভুতভাবে ওর বাবার মতোই কথা বলছে, ক্যাটলিন ভাবলো।

'তাহলে তুমি চাইছো আমরা নিজেদেরকে স্ট্যানিসের দিকে ঘোষণা করে দেই?' এডমিউর বললো।

'আমি জানি না,' রব বললো। 'আমি প্রার্থনা করেছি যাতে দেবতারা আমাকে উপায় বাতলে দেন। কিন্তু তারা দেননি। ল্যানিস্টাররা আমার বাবাকে বেইমান ঘোষণা দিয়ে মেরেছে, আমি জানি কথাটা মিথ্যা, কিন্তু জফরি যদি আইনগতভাবে রাজা হয়ে থাকে, তবে আমরা ওর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে আমরাও *বেইমান* হয়ে যাবো।'

'আমার লর্ড পিতা এখানে থাকলে সতর্ক থাকার অনুরোধ করতেন,' বয়স্ক স্যার স্টেভরন বললো, ফ্রেইদের সেই চিরাচরিত চাতুর্যপূর্ণ হাসি ফুটে উঠেছে তার মুখে। 'অপেক্ষা করুন, এই দুই রাজাকে তাদের সিংহাসনের খেলায় মেতে থাকতে দিন। ওরা যখন যুদ্ধ শেষ করে কেউ একজন বিজয়ী হবে, আমরা তখন তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারি, অথবা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারি। রেনলি যেখানে সশস্ত্র হচ্ছে, সেখানে লর্ড টাইউইন সন্ধি করতে রাজি হয়ে যেতে পারেন...তার ছেলের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন এখানে ভালো ভূমিকা রাখবে। সম্মানিত লর্ডস, আমাকে হ্যারেনহলে গিয়ে ওর কাছে ভালো শর্ত আর মুক্তিপণের দাবি পৌঁছে দিতে দিন...'

ক্রোধান্বিত গর্জনে ওর কথাগুলো হারিয়ে গেল। 'কাপুরুষ!' গর্জে উঠলো গ্রেটজন। 'সন্ধি চাইতে যাওয়া মানে নিজেদের দুর্বল হিসেবে প্রমাণ করা,' লেডি মরমন্ট ঘোষণা করলো। 'মুক্তিপণ নরকে যাক, কিংস্লেয়ারকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত হবে না আমাদের,' রিচার্ড কারস্টার্ক চিৎকার করে বললেন।

'শান্তি চাইতে কী সমস্যা?' ক্যাটলিন জিজ্ঞেস করলো।

লর্ডরা সবাই ঘুরে ওর দিকে তাকালো, কিন্তু সে শুধুমাত্র রবের চোখই ওর ওপর অনুভব করলো, শুধু ওর। 'মাই লেডি, সে আমার বাবা আর আপনার স্বামীকে হত্যা

BanglaBook.org

করেছে,' বিষণ্ন চিত্তে বললো সে। দীর্ঘ অসিটা খাপ থেকে বের করে নিজের সামনে টেবিলে রাখলো রব, রুক্ষ কাঠের ওপর উজ্জ্বল ইস্পাত। 'ল্যানিস্টারদের জন্য শুধুমাত্র এই *শান্তিটাই* বরাদ্দ রেখেছি আমি।'

সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ালো গ্রেটজন। অন্যরাও যোগ দিলো তার সাথে, চিৎকার করতে করতে তলোয়ার বের করছে, আর টেবিলের ওপর মুষ্টি দিয়ে বাড়ি মারছে। ওরা চুপ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ক্যাটলিন। 'মাই লর্ডস,' ও বললো, 'লর্ড এডার্ড আপনাদের প্রভু ছিলেন, কিন্তু আমি ওর স্ত্রী, ওর সন্তানদের মা। আপনারা ভাবছেন আমি ওকে আপনাদের চেয়ে কম ভালোবাসি?' ওর স্বর দুঃখে ভেঙে গেছে। লম্বা শ্বাস নিয়ে ক্যাটলিন নিজেকে স্থির করলো। 'রব, ঐ তলোয়ার যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারতো, তাহলে নেড আমার পাশে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমি তোমাকে ওটা কখনোই খাপে পুরতে দিতাম না...কিন্তু সে আর নেই, একশ হুইস্পারিং উডও এই সত্য পরিবর্তন করতে পারবে না। নেড চলে গেছে, আরো গেছে ড্যারিন হর্নউড, আর লর্ড কারস্টার্কের বীর সন্তানেরা, সাথে গেছে আরো অনেক সাহসী লোক। ওরা কেউই আমাদের মাঝে আর ফিরে আসবে না। আমাদের কি আরো মৃত্যুর দরকার?'

'আপনি একজন নারী, মাই লেডি,' গ্রেটজন তার গুরুগম্ভীর স্বরে বললো। 'নারীরা এসব ব্যাপার বোঝে না।'

'আপনি কোমল স্বভাবের মানুষ,' লর্ড কারস্টার্ক বললেন, চেহারায় এখনো শোকের ছাপ। 'পুরুষদের প্রতিশোধের প্রয়োজন আছে।'

'আমার সামনে সার্সি ল্যানিস্টারকে এনে দিন, লর্ড কারস্টার্ক, আপনি দেখবেন একজন নারী কতটা *কোমল* হতে পারে,' ক্যাটলিন জবাব দিলো। 'হয়তো আমি যুদ্ধবিদ্যা আর কৌশল বুঝি না...কিন্তু আমি ব্যর্থতা বুঝি। আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম কখন? যখন ল্যানিস্টার সৈন্যরা রিভারল্যান্ডে ডাকাতি করছিলো, যখন মিথ্যা ষড়যন্ত্রের অপবাদে বন্দি ছিলো নেড। আমরা আমাদের আত্মরক্ষার স্বার্থে যুদ্ধ করেছি, সাথে আমার লর্ডের মুক্তির জন্যে।

'প্রথমটা আমরা জিতেছি, আর পরেরটা চিরতরে আমাদের মুঠোর বাইরে চলে গেছে। আমি নেডের জন্য আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কেঁদে যাবো, কিন্তু আমাকে সেই সাথে জীবিতদের কথাও তো ভাবতে হবে। আমি আমার মেয়েদেরকে ফেরত চাই, রাণী এখনো ওদেরকে ধরে রেখেছে। আমরা যদি আমাদের চার ল্যানিস্টারের বিনিময়ে ওদের হাতে থাকা দুই স্টার্ককে মুক্ত করতে পারি, আমি খুশিমনেই এই বিনিময় মেনে নিয়ে দেবতাদেরকে ধন্যবাদ দেবো। তুমি নিরাপদে উইন্টারফেলে তোমার বাবার আসনে বসে শাসন করো, আমি এটাই চাই, রব। আমি এর শেষটা লিখতে চাই। আমি বাড়ি ফিরতে চাই, মাই লর্ডস, আমার স্বামীর জন্য শোক করতে চাই।'

BanglaBook.org

ক্যাটলিনের কথা শেষ হওয়ার পর অস্বাভাবিক রকমের নীরবতা নেমে এলো পুরো হলে।

'শান্তি,' আংকেল ব্র্যান্ডেন বললেন। 'শান্তি খুবই মিষ্টি এক শব্দ, মাই লেডি...কিন্তু কীসের ভিত্তিতে? লাঙ্গলের ফলায় তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে কী লাভ, যদি পরের দিনই ঐ তলোয়ার আবারো হাতে তুলতে হয়?'

'টরেন আর আমার এডার্ড কেন মরলো, যদি আমাকে কারহোল্ডে শুধুমাত্র ওদের হাড় নিয়ে ফিরে যেতে হয়?' রিচার্ড স্টার্ক জিজ্ঞেস করলেন।

'আই,' লর্ড ব্র্যাকেন বললো। 'গ্রেগর ক্লিগেন আমার জায়গাগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে, আমার লোকদেরকে কসাইয়ের মতো হত্যা করেছে, স্টোন হেজকে পরিণত করেছে স্রেফ এক ধ্বংসাবশেষে। আর এখন আমাকে সেই তাদের কাছেই হাঁটু গাড়তে হবে যারা ওকে পাঠিয়েছে? যদি সবকিছুকে আগের স্থানেই ফিরিয়ে দিতে হয়, তবে আমরা এতদিন যুদ্ধ করলাম কেন?'

ক্যাটলিনকে হতবাক করে দিয়ে অবশেষে সম্মত হলো লর্ড ব্ল্যাকউড। 'আর আমরা যদি রাজা জফরির সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি, আমরা কি তাহলে রাজা রেনলির কাছে বেইমান হয়ে যাবো না? হরিণ যদি সিংহের বিরুদ্ধে জিতে যায়, তখন আমাদের কী অবস্থা হবে?'

'আপনারা যার যা খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তবে আমি কোনো ল্যানিস্টারকে কখনোই রাজা বলে মেনে নেবো না,' মার্ক পাইপার ঘোষণা দিলো।

'আমিও না!' ছোট্ট ড্যারি চিৎকার করে উঠলো। 'জীবনেও না!'

আবারো তর্জন-গর্জন শুরু হলো। হতাশ হয়ে বসে পড়লো ক্যাটলিন। কতটা কাছে এসে পড়েছিলো ও, ভাবলো সে। তারা ওর কথা প্রায় মেনেই নিয়েছিলো, *প্রায়*...কিন্তু সেই মুহূর্তটা চলে গেছে। শান্তির কোনো সম্ভাবনাই রইলো না আর, ক্ষত শুকানোরও না, নিরাপত্তারও না। ছেলের দিকে তাকালো সে, লর্ডদের বিতর্ক দেখছে রব, ভ্রু কুঁচকে ভাবছে। বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে, কিন্তু এরপরেও যুদ্ধকেই স্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছে। ওয়াল্ডার ফ্রেইয়ের এক মেয়েকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ও, কিন্তু ক্যাটলিন ওর সত্যিকার স্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছে: ওর সামনে টেবিলের ওপর রাখা দীর্ঘ অসি।

ক্যাটলিন তার মেয়েদের কথা ভাবছে, ভাবছে সে ওদেরকে আবারো দেখতে পাবে কি না, ঠিক ঐ মুহূর্তে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল গ্রেটজন।

'মাই লর্ডস!' গর্জন করে উঠলো সে, ওর স্বর পুরো হল জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 'এই দুই রাজার প্রতি আমার বক্তব্য হচ্ছে এই!' থুথু মারলো সে। 'রেনলি ব্যারাথিয়ন

BanglaBook.org

আমার কিছুই হয় না, স্ট্যানিসও না। ওরা কেন হাইগার্ডেন আর ডর্নের ফুলেল আসনে বসে আমার আর আমার অঞ্চলের ওপর ছড়ি ঘোরাবে? ওরা দেয়াল সম্পর্কে কী জানে? কিংবা উলফসউড, অথবা আদি মানবদের স্থান সম্পর্কে? এমনকি ওদের দেবতারাও ভুল, মিথ্যা! অন্যরা চাইলে ল্যানিস্টারদের নিয়েও দুচারটে কথা শুনিয়ে দিতে পারে, কিন্তু আমার অত সময় নেই।' ওর হাত তার কাঁধের কাছে পৌঁছে গেল, এরপর একটানে বের করে আনলো বিশাল এক দ্বিহাতি দীর্ঘ অসি। 'আমরা আবারো সেই আগের মতো রাজত্ব করতে পারি না কেন?' আমরা ড্রাগনদের বিয়ে করেছিলাম, আর ড্রাগনরা এখন সব মরে গেছে!' তলোয়ারটাকে রবের দিকে ধরলো সে। *'ঐ তো* বসে আছে আমাদের রাজা, একমাত্র অধিপতি, যার সামনে *হাঁটু গাড়তে* রাজি আছি আমি, মি লর্ডস,' চারপাশে প্রকম্পিত হচ্ছে ওর স্বর। 'উত্তরের অধিপতি!'

আর তারপরেই হাঁটু গেড়ে বসলো সে, ওর তলোয়ার রবের পায়ের সামনে রাখলো।

'এই শর্তে আমিও শান্তি মেনে নিতে রাজি,' লর্ড কারস্টার্ক বললেন। 'ওরা তাদের ঐ লাল প্রাসাদ আর লোহার চেয়ারটাও রেখে দিতে পারে চাইলে।' খাপ ছেড়ে বেরিয়ে এলো তার দীর্ঘ অসি। 'উত্তরের অধিপতি!' গ্রেটজনের পাশেই হাঁটু গেড়ে বসলেন লর্ড কারস্টার্ক।

মেগ মরমন্ট উঠে দাঁড়ালো। 'উত্তরের অধিপতি!' ঘোষণা করলো সে, ওর কাঁটাযুক্ত বল্লম তলোয়ার দুটোর পাশে রাখলো। রিভার লর্ডরাও একে একে দাঁড়িয়ে গেল; ব্ল্যাকউড, ব্র্যাকেন আর ম্যালিস্টার, এইসব হাউজ কখনোই উইন্টারফেলের অধীনে ছিলো না। এরপরেও ওদেরকে উঠে দাঁড়াতে দেখলো ক্যাটলিন, সবাই তলোয়ার বের করে অন্যদের পাশে রাখছে, হাঁটু গেড়ে বসে আনুগত্য মেনে নিচ্ছে, চিৎকার করে সেই শব্দ দুটো বলছে, যেগুলো এই সাম্রাজ্যে তিনশ বছরের বেশি সময় ধরে শোনা যায়নি। সেই প্রায় তিনশ বছর আগে ড্রাগন এইগন যখন এখানে এসেছিলো সপ্ত রাজ্যকে একক সাম্রাজ্যে পরিণত করতে...তার পর থেকে। এরপরেও শব্দ দুটো আবারো ফিরে এসেছে, ওর বাবার হলের প্রতিটা কাঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেগুলো:

'উত্তরের অধিপতি!'

'উত্তরের অধিপতি!'

'উত্তরের অধিপতি!'

BanglaBook.org

ড্যানেরিস

এই ভূমি মৃত, ঝলসানো, ভালো কাঠ পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য এখানে। ওর লোকজন ফিরে এসেছে গ্রন্থিল কাঠ, বেগুনি ঝাড় আর বাদামি ঘাস নিয়ে। সবচেয়ে ঋজু কয়েকটা গাছ নিয়ে সেগুলোর থেকে কাঠ আর ডাল কেটে নিলো ওরা, উপরের বাকল ছিলে চারদিকে ছড়িয়ে দিলো, কাঠগুলোকে সাজিয়ে রাখলো চতুর্ভূজাকারে। কেন্দ্রে রাখলে খড়, ঝাড়, বাকল আর কয়েক আঁটি ঘাস। বাকি থাকা এক দল ঘোড়া থেকে একট তুরগ বেছে নিলো সে; খাল ড্রোগোর রেডের মতো অত ভালো নয়, কিন্তু ওরকম ভালো ঘোড়া খুব কমই পাওয়া যায়। চতুর্ভূজের কেন্দ্রে এনে এগো শুকনো আপেল খেতে দিলো ওকে, আর এই সুযোগে দুচোখের মাঝখানে কুঠারের এক আঘাতে শুইয়ে দিলো।

হাত-পা বাধা অবস্থাতে মিরি মায দুর ওদেরকে তার কালো চোখগুলো দিয়ে দেখে চলেছে। 'ঘোড়া হত্যা করলেই হবে না,' ড্যানিকে বললো সে। 'শুধু রক্ত এখানে কিছুই না। স্পেল করার জন্য শব্দ নেই তোমাদের কাছে, সেগুলো খুঁজে বের করার মতো জ্ঞানও নেই। তোমাদের কি মনে হয় ব্লাডম্যাজিক বাচ্চাদের খেলা? তোমরা আমাকে এমনভাবে মেইগি বলো যেন এটা অভিশাপ, কিন্তু এর সত্যিকার অর্থ জানো? *জ্ঞানী।* তুমি স্রেফ বাচ্চা মেয়ে, বাচ্চাদের মতোই কম জ্ঞান তোমার। তুমি যা-ই করতে চাও না কেন, কাজ হবে না। আমার বাঁধন খুলে দাও, আমি তোমাকে সাহায্য করবো।'

'মেইগিটার বকবক শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছি,' ঝোগোকে বললো ড্যানি। ঝোগো মহিলাটার দিকে তার চাবুক নিয়ে এগিয়ে গেল, মহিলাটা আর কোনো কথা বললো না।

BanglaBook.org

ঘোড়ার মৃতদেহের উপর তারা তক্তা দিয়ে একটা মঞ্চ তৈরি করলো; ছোট গাছের গুঁড়ি, বড় গাছের কাটা অংশ আর যতটুকু সম্ভব সোজা ডাল তারা পেয়েছে, সেগুলো দিয়ে। মঞ্চের উপর খাল ড্রোগোর ধন-সম্পদ একত্র করলো তারাঃ ওর বিশাল তাঁবু, ওর পালিশ করা জামা, ওর জিন আর লাগাম, ওর বাবা তাকে যে চাবুক দিয়েছিলো সেটা, যে আরাখ দিয়ে খাল ওগো আর তার ছেলেকে খুন করেছিলো এবং ড্রাগনের হাড় দিয়ে তৈরি বিশাল ধনুক। ড্যানিকে ড্রোগোর শোণিতারোহীরা বিয়ের সময় যে উপহারগুলো দিয়েছে সেগুলোও যোগ করতে চাইলো এগো, কিন্তু ড্যানি নিষেধ করলো। 'ওগুলো আমার,' ও বললো। 'আমি এগুলো রেখে দিতে চাই।' আরেক প্রস্থ ঝাড় এনে খালের সম্পদের ওপর রাখলো সে, শুকিয়ে যাওয়া ঘাস ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

স্যার জোরাহ মরমন্ট ওকে টেনে একপাশে নিয়ে গেলেন। 'রাজকুমারি...' বলতে শুরু করলেন তিনি।

'আপনি আমাকে এই নামে কেন ডাকেন?' ড্যানি ওকে প্রশ্ন করলো। 'আমার ভাই ভিসেরিস আপনার রাজা ছিলো, তাই না?'

'ছিলো, মাই লেডি।'

'ভিসেরিস মরে গেছে। আমিই ওর উত্তরাধিকারী, হাউজ টারগেরিয়ানের সর্বশেষ রক্ত আমি। ওর যা ছিলো, তার সবই এখন আমার।'

'আমার...রাণী,' স্যার জোরাহ বললেন। হাঁটু গেড়ে আছেন এই মুহূর্তে। 'তার জন্য যে তলোয়ার তুলেছিলাম, তা এখন শুধুই আপনার। সেই সাথে আমার হৃদয়ও, যেটা কখনোই আপনার ভাইয়ের ছিলো না। আমি শুধুমাত্র একজন নাইট, আর আমার আপনাকে নির্বাসন ছাড়া দেয়ার মতো আর কিছুই নেই। কিন্তু আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার কথা শুনুন। খাল ড্রোগোকে যেতে দিন। আপনাকে একা থাকতে হবে না। আমি ওয়াদা করছি, আপনি ভাঈস ডথ্রাকে যেতে না চাইলে কেউই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে না। ডোশ খালীনদের সাথে যোগ দেয়ার দরকার নেই আপনার। আমার সাথে পূর্বে চলুন। ই টি, কার্থ, জেড সী, শ্যাডোর পাশে আশাই। যেসব বিস্ময় এখনো দেখা হয়নি, আমরা সবই দেখবো, যেসব ওয়াইন দেবতারা আমাদের দিয়ে পান করাতে চান, সব পান করবো। প্লিজ, খালীসি। আপনি কী করতে চাইছেন আমি জানি। করবেন না। প্লিজ, করবেন না।'

'আমাকে করতেই হবে,' ড্যানি তাকে বললো। তার মুখ স্পর্শ করলো সে, তার চেহারায় একই সাথে মায়া আর বেদনার ছাপ। 'আপনি বুঝতে পারছেন না।'

'আমি বুঝতে পারছি যে আপনি তাকে ভালোবাসেন,' দুঃখভারাক্রান্ত গলায় বললেন স্যার জোরাহ। 'আমিও আমার স্ত্রীকে এককালে অনেক ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু

BanglaBook.org

এরপরেও আমি ওর সাথে চিতায় যাইনি। আপনি আমার রাণী, আমার তলোয়ার শুধু আপনার, কিন্তু আপনি যখন দ্রোগোর চিতায় উঠবেন, তখন আমাকে সরে যেতে বলবেন না। আমি আপনাকে পুড়তে দেখতে পারবো না।'

'আপনার ভয় কি এটাই?' আলতো করে ওর কপালে চুমু খেলো সে। 'আমি এতটা বাচ্চাও নই, প্রিয় স্যার।'

'আপনি ওর সাথে মরতে চান না? শপথ করছেন, রাণী?'

'শপথ করছি,' সপ্তরাজ্যের ভাষায় বললো সে, এই ভাষা জন্মগতভাবেই তার মাতৃভাষা।

মঞ্চের তৃতীয় স্তর বানানো হয়েছে আঙুলের সমান ডাল দিয়ে, শুকনো পাতা আর ছোট ডাল দিয়ে সাজানো। উত্তর থেকে দক্ষিণে রাখা আছে সেগুলো, বরফ থেকে আগুনের দিকে, নরম কুশন আর রেশমের বিছানা দিয়ে উঁচু করে দিয়েছে। ওদের কাজ শেষ হতে হতে ডুবে গেছে সূর্য। ড্যানি ওর চারপাশে থাকা ডথ্রাকিদেরকে ডাকলো। একশ জনের চেয়েও কম আছে ওখানে। এইগন যেন কতজন নিয়ে শুরু করেছিলো? এতে অবশ্য কিছু যায় আসে না।

'তোমরাই হবে আমার খালাসার,' ও তাদেরকে বললো। 'সমস্ত দাসদেরকে মুক্ত করে দিলাম। তোমাদের কলার খুলে ফেলো। মন চাইলে চলে যাও, কেউ তোমাদের আটকাবে না। যদি থাকো, তবে ভাই-বোন হয়ে থাকবে, অথবা স্বামী-স্ত্রী হয়ে।' কালো চোখগুলো অনুভূতিহীনভাবে দেখছে ওকে। 'আমি মহিলা, শিশু আর বৃদ্ধদের দেখতে পাচ্ছি। গতকালও আমি বাচ্চা ছিলাম। আজ আমি পূর্ণ একজন নারী। আগামীকাল আমিও বুড়ো হবো। তোমাদের সবাইকেই বলছি, যদি তোমরা নিজেদের হাত আর হৃদয় আমার দিকে বাড়িয়ে দাও, তাহলে তোমাদের জন্য আমার কাছে সবসময়ই স্থান থাকবে।' নিজের খাস-এর তিন যোদ্ধার দিকে তাকালো সে। 'তোমাকে আমি রূপালি হাতলওয়ালা চাবুকটা দিচ্ছি, ঝোগো, যেটা আমার বিয়ের উপহার ছিলো, সেই সাথে তোমাকে বানাচ্ছি এই খাসের কো। তোমার কাছে শপথ চাইছি যে তুমি আমার রক্ত, আমার পরিবার হবে, আমার পাশে সওয়ার করে আমাকে রক্ষা করবে সমস্ত বিপদ থেকে।'

ঝোগো ওর হাত থেকে চাবুকটা নিলো, কিন্তু ওকে দেখতে বেশ বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে। 'খালীসি,' ও তড়িঘড়ি করে বললো। 'এটা সম্ভব না। কোনো মহিলার শোণিতারোহী হওয়াটা আমার জন্য লজ্জার হবে।'

'এগো,' ঝোগোর কথা পাত্তা না দিয়ে বললো সে। *পেছন ফিরে তাকালেই হেরে যাবো আমি।* 'তোমাকে আমি ড্রাগনের হাড় দিয়ে তৈরি ধনুকটা দিচ্ছি, যেটা আমার

BanglaBook.org

বিয়ের উপহার ছিলো।' বাঁকানো ধনুকটা চকচকে কালো এবং সূক্ষ্ম, ড্যানির চেয়েও আকারে লম্বা। 'আমি তোমাকে কো বানাচ্ছি, তোমার কাছে শপথ চাইছি যে তুমি আমার রক্ত, আমার পরিবার হবে, আমার পাশে সওয়ার করে আমাকে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে।'

এগো চোখ নামিয়ে ধনুকটা নিলো। 'আমি শপথ নিতে পারবো না। শুধুমাত্র একজন পুরুষই খালাসারের নেতৃত্ব দিতে পারে, কাউকে কো বানাতে পারে।'

'রাখারো,' ড্যানি বললো, এগোর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে। 'সোনালি হাতলের যে বিশাল আরাখটা বিয়ের উপহার হিসেবে পেয়েছিলাম, সেটা এখন থেকে তোমার। আর তোমাকেও আমি কো বানাচ্ছি, তোমার কাছে আমার পরিবার, আমার রক্ত হওয়ার শপথ আশা করছি। আশা করছি তুমি আমার পাশে সওয়ার করে আমাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে।'

'আপনি আমাদের খালীসি,' রাখারো বললো, আরাখটা হাত বাড়িয়ে নিলো সে। 'আমি আপনার সাথে ভাঈস ডথ্রাক পর্যন্ত যাবো। আপনি ডোশ খালীনদের মাঝে নিজের স্থান নেয়ার আগ পর্যন্ত সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবো। এর বেশি ওয়াদা আমি করতে পারবো না।'

যেন শুনতেই পায়নি, এমনভাবে মাথা নাড়লো সে, এরপর তার বীরদের মধ্যে সর্বশেষ জনের দিকে ঘুরলো। 'স্যার জোরাহ মরমন্ট,' ও বললো। 'আমার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাইট, আপনাকে দেয়ার মতো কোনো উপহার নেই আমার হাতে। কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, কোনো একদিন আপনি আমার হাত থেকে এমন এক দীর্ঘ অসি পাবে যে অসি পুরো পৃথিবীতে কেউ কখনো দেখেনি। তলোয়ারটা হবে ড্রাগনদের দিয়ে তৈরি এবং ভ্যালিরিয়ান স্টিল। আমি আপনার কাছ থেকেও শপথ আশা করছি।'

'অবশ্য পাবেন, রাণী,' স্যার জোরাহ বললেন, তার পায়ের কাছে তলোয়ারটা রেখে হাঁটু গেড়ে বসলেন এরপর। 'আপনাকে সাহায্য করার ওয়াদা করছি, শপথ নিচ্ছি আপনার নির্দেশ মানার, আপনার প্রয়োজনে জীবন দেয়ার।'

'সেই প্রয়োজনটা যা-ই হোক?'

'প্রয়োজনটা যা-ই হোক।'

'আপনার শপথটা নিচ্ছি আমি। আমি আশা করি আপনাকে কখনোই এর জন্য দুঃখিত হতে হবে না।' তাকে পায়ে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো ড্যানি। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে আলতো করে তার ঠোঁটে চুমু খেল সে। বললো, 'আমার কুইনসগার্ডের প্রথমজন হবেন আপনি।'

BanglaBook.org

তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করার পর খালাসারের সবার দৃষ্টি ওর ওপর অনুভব করলো সে। ডথ্রাকিরা বিড়বিড় করছে, ওদের কালচে বাদামি চোখ দিয়ে আড়চোখে দেখছে ওকে। ওরা নির্ঘাত ওকে পাগল ভাবছে, ড্যানি বুঝতে পারলো। হয়তো সে আসলেও পাগল। খুব শীঘ্রই জানতে পারবে সে। *পেছন ফিরে তাকালেই হেরে যাবো আমি।*

ইরি ওকে গোসল করার গামলায় নামতে সাহায্য করলো, পানি প্রচণ্ড গরম হয়ে আছে এখন। কিন্তু ড্যানি একচুলও নড়লো না, বা চিৎকার করলো না। এই তাপমাত্রা বেশ ভালো লাগছে ওর, নিজেকে আরো পরিষ্কার পরিষ্কার লাগছে। ভাঙ্গিস ডথ্রাকে ঝিকুই যে তেল পেয়েছে সেটার সুগন্ধে ভরে উঠেছে গামলা; ধোঁয়ার সাথে ভেসে আসছে চমৎকার সুগন্ধ। ডোরিয়া ওর চুল ধুয়ে আঁচড়ে দিলো, চুলের জট ছাড়িয়ে দিচ্ছে সে। ইরি ওর পিঠ ডলে দিচ্ছে। চোখ বন্ধ করলো ড্যানি, সমস্ত সুগন্ধ আর উষ্ণতাকে নিজের ভেতর প্রবেশ করতে দিলো। অনুভব করলো যে তাপ ওর দুই উরুর মাঝে প্রবেশ করছে। কেঁপে উঠলো ড্যানি, ওর সমস্ত ব্যথা আর জড়তা কেটে গেল মুহূর্তেই। ভাসছে সে।

পরিষ্কার হয়ে নেয়ার পর ওর দাসীরা তাকে পানি থেকে উঠতে সাহায্য করলো। ইরি আর ঝিকুই মুছে দিলো তার শরীর। ডোরিয়া তার চুল আঁচড়ে দিতে থাকলো, একসময় মনে হলো ওর মাথার উপর থেকে রূপালি নদী সৃষ্টি হয়ে পিঠের ওপর গিয়ে পড়েছে। ওরা তাকে ভরিয়ে দিলো মসলা ফুল আর দারুচিনির সুগন্ধে; প্রত্যেক হাতের কবজিতেই দিলো একটা করে ফোঁটা, কানের পেছনে একটা আর বুকের ওপর একটা। সর্বশেষ প্রলেপ দেয়া হলো ওর ঠোঁটে; ইরির আঙ্গুল প্রেমিকের চুমুর মতোই হালকা আর শীতল মনে হচ্ছে।

এরপর সবাইকে দূরে পাঠিয়ে দিলো ড্যানি, যাতে করে সে নাইট ল্যান্ডসের উদ্দেশ্যে খাল ড্রোগোর শেষ সওয়ারের জন্য ওকে প্রস্তুত করতে পারে। ওর পুরো শরীর ধুয়ে দিলো সে, চুলে তেল দিয়ে আঁচড়ে দিলো, শেষবারের মতো হাত বুলিয়ে দিলো তার কেশে। ড্রোগোর চুলের ওজন অনুভব করার চেষ্টা করছে সে, প্রথমবার যখন এটা স্পর্শ করেছিলো তখনকার কথা ভাবছে এই মুহূর্তে, ওদের বিয়ের রাতের সেই সওয়ারের পরের সময়কার কথা। ওর চুল কখনোই কাটা হয়নি। কয়জন লোকে জীবনে একবারও চুল না কেটে মরতে পারে। নিজের মুখ চুলে ডুবিয়ে দিলো সে, চুলের সুগন্ধ নিলো। ওর শরীর থেকে ঘাস আর উষ্ণ মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, আসছে ধোঁয়া, বীর্য আর ঘোড়ার গন্ধ। ওর শরীর থেকে ড্রোগোর গন্ধই আসছে। *ক্ষমা করে দিও, আমার ভাস্কর*, ভাবলো সে। *আমি যা যা করেছি এবং যা যা করতে চলেছি সবকিছুর জন্যে। আমি মূল্য পরিশোধ করেছি, আমার জ্যোতি, কিন্তু মূল্যটা খুব বেশিই ছিলো, খুব বেশি...*

BanglaBook.org

ওর চুলে বেণী পাকিয়ে দিলো ড্যানি, দাড়িতে রূপালি আঁকড়াগুলো লাগিয়ে দিলো, ঘন্টাগুলো বেঁধে দিলো একে একে। অনেক ঘন্টা–সোনালি, রূপালি আর বাদামি। ড্রোগো ঘন্টাগুলো বেঁধেছিলো যাতে ওর শত্রুরা তার আসার শব্দ শুনতে পায়, তারা ভয়ে কাঁপে। ঘোড়ার কেশ দিয়ে তৈরি আঁটো পায়জামা আর উঁচু বুট পরিয়ে দিলো সে, সোনা আর রূপার গোলাকার পদক দিয়ে তৈরি কোমরবন্ধ লাগিয়ে দিলো কোমরে। ওর কাটা বুকের ওপর ফ্যাকাশে পরিয়ে দিলো অন্তর্বাস, যেটা ড্রোগোর ছিলো সবচেয়ে পছন্দের। নিজের জন্য বেছে নিলো ঢোলা স্যান্ডসিল্কের তৈরি পায়জামা, সুতো দিয়ে পায়ের হাঁটুর কাছাকাছি পর্যন্ত লাগানো জুতো, আর ড্রোগোর মতোই একটা অন্তর্বাস।

ও যখন ড্রোগোর শরীর চিতায় ওঠানোর জন্য ওদেরকে আবারো ডাকলো ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে। ঝোগো আর এগো ওকে ধরে তাঁবু থেকে বের করে নিয়ে এলো। ওদের পেছনে পেছনে হাঁটছে ড্যানি। কুশন আর সিল্কের ওপর ওকে রাখলো তারা। ওর মাথা রাখলো উত্তর-পূর্বে থাকা মাদার অব মাউন্টেইনের দিকে।

'তেল নিয়ে এসো,' আদেশ দিলো সে। তেলের পাত্র এনে চিতার ওপর ঢেলে দিলো ওরা, ভিজিয়ে দিলো রেশম, ঝাড় আর শুকনো ঘাসের আঁটি। কাঠ থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে তেল, সুগন্ধে ভারী হয়ে গেছে বাতাস। 'ডিমগুলো নিয়ে এসো,' ড্যানি তার দাসীদেরকে আদেশ করলো। ওর স্বরের ভেতরেই কিছু একটা ছিলো যা দৌড়াতে বাধ্য করলো ওদেরকে।

ওর হাত ধরলেন স্যার জোরাহ। 'মাই কুইন, নাইট ল্যান্ডসে ড্রাগনের ডিম দিয়ে ড্রোগোর কোনো লাভ হবে না। এরচেয়ে এগুলোকে আশাইতে বিক্রি করে দিলেই ভালো হবে। একটা বিক্রি করে দিন, আমরা মুক্ত-নগরীগুলোতে যাওয়ার জন্য জাহাজ কিনে নিতে পারবো। তিনটাই বিক্রি করে দিন, আপনার বাকি জীবনের প্রতিটা দিনই ধনী মহিলা হিসেবে কাটিয়ে দিতে পারবেন।'

'এগুলো আমাকে বিক্রি করার জন্য দেয়া হয়নি,' ড্যানি ওকে বললো।

চিতার ওপর উঠে ওর জ্যোতি ও ভাস্করের আশেপাশে ডিমগুলো রাখলো সে। কালোটা রাখলো ওর বুকের দাগের পাশেই, বাহুর নিচে। সবুজটা রাখলো ওর মাথার পাশে, ওর বেণী পাকিয়ে আছে ডিমের চারপাশে। ক্রিম আর সোনালি রঙেরটা রাখলো ওর দুপায়ের মাঝে। শেষবারের মতো ওকে চুমু দিলো সে, ওর ঠোঁটে সুগন্ধি তেলের ছোঁয়া পাচ্ছে এখন।

চিতা থেকে নেমে আসার পর দেখলো মিরি মায দুর ওর দিকে তাকিয়ে আছে। 'তুমি আসলে পাগল,' কর্কশভাবে বললো দেবপত্নী।

'পাগলামি থেকে জ্ঞানের দূরত্ব কি অনেক বেশি?' ড্যানি জিজ্ঞেস করলো ওকে। 'স্যার জোরাহ, এই মেইগিকে নিয়ে চিতার সাথে বেঁধে দিন।'

BanglaBook.org

'চিতায়...মাই কুইন...না, আমার কথা শুনুন...'

'আমি যা বললাম তা-ই করুন,' দৃঢ় স্বরে বললো ড্যানি। এরপরেও স্যার জোরাহ ইতস্তত করছেন দেখে রাগ উঠে গেল ওর। 'আপনি আমাকে মান্য করার শপথ নিয়েছেন, তা সে যে আদেশই হোক না কেন। রাখারো, তাকে সাহায্য করো।'

দেবপত্নীকে টেনে খাল দ্রোগোর চিতায় নিয়ে যাওয়ার সময়ও একবারো কান্নাকাটি করলো না সে। ওকে নিয়ে খালের সম্পদের সাথে বেঁধে দিলো ওরা।

মহিলাটার মাথায় নিজ হাতে তেল ঢাললো ড্যানি। 'তোমাকে ধন্যবাদ, মিরি মায দুর,' ও বললো, 'আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছ তার জন্য।'

'আমার চিৎকার শোনার আশা রেখো না, মেয়ে,' মিরি বললো, ওর চুল বেয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে গায়ের কাপড়।

'অবশ্যই রাখবো,' বললো ড্যানি। 'অবশ্য, তোমার চিৎকার আমার দরকারও নেই। শুধু তোমার জীবন হলেই চলবে। তুমি আমাকে যা বলেছ তা মনে আছে আমার। *শুধুমাত্র মৃত্যুই পারে জীবনের মূল্য চোকাতে।*' মিরি মায দুর নিজের মুখ খুললো, কিন্তু কিছুই বললো না। ও সরে যেতেই খেয়াল করলো, মেইগির কালো চোখের সেই ঘৃণা এখন আর নেই; এর জায়গা দখল করেছে ভয়। এবার অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই; এই অপেক্ষা সূর্য ডোবার, রাতের আকাশে প্রথম তারার দেখা পাওয়ার।

যখন কোনো হর্সলর্ড মারা যায়, ওর সাথে তার ঘোড়াকেও মেরে ফেলা হয় যাতে সে গর্বিতভাবে নাইট ল্যান্ডসে সওয়ার করতে পারে। খোলা আকাশের নিচে দেহগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়, আর সেখান থেকেই জ্বলন্ত ঘোড়ায় চড়ে আবার জেগে ওঠে খাল, তারাদের মাঝে নিজের স্থান করে নেয় চিরতরে।

ঝোগোই প্রথম দেখলো ওটাকে। 'ঐ তো,' ফিসফিস করে বললো সে। তাকাতেই দেখলো ড্যানিও, পুবাকাশের নিচের দিকে ঝুলছে। প্রথম তারাটা একটা ধূমকেতু, জ্বলছে লাল হয়ে। রক্তাভ; শিখার ন্যায় লাল; ড্রাগনের লেজ। এরচেয়ে শক্তিশালী সংকেতের আশা করেনি ও।

এগোর হাত থেকে মশালটা নিলো ড্যানি, ডুবিয়ে দিলো কাঠের গুঁড়িগুলোর ভেতর। তেলে আগুন ধরে গেল সাথে সাথে, এক মুহূর্ত পরেই জ্বলে উঠলো ঝাড় আর ঘাস। ছোট্ট অগ্নিশিখা এমনভাবে গুঁড়ির উপর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে যেন লালচে কোনো ইঁদুর। বাড়তে থাকা উত্তাপ ওর মুখ স্পর্শ করলো, প্রেমিকের আচমকা নিঃশ্বাসের মতোই কোমল, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের ভেতরেই এই উত্তাপ সহ্য ক্ষমতা ছাড়িয়ে গেল। পিছিয়ে গেল ড্যানি। চড়চড় শব্দে ফেটে যাচ্ছে কাঠ। ধীরে ধীরে এই আওয়াজ বাড়ছে তো বাড়ছেই। মিরি মায দুর তীক্ষ্ণ উল্লাসধ্বনির সাথে গান গাইতে শুরু করলো।

BanglaBook.org

অগ্নিশিখা ঘুরছে আর পাক খাচ্ছে, প্রতিযোগিতা করতে করতে দৌড়ে যাচ্ছে মঞ্চের দিকে। সাঁঝের আঁধারে ঝিকমিক করছে বায়ু, যেন উত্তাপে তরল হয়ে গেছে। কাঠের গুঁড়িগুলো ফাটছে চড়চড় করে। মিরি মায দুরের চারপাশে ঘুরতে শুরু করলো শিখা। ওর গানের শব্দ আরো জোরালো, আরো তীক্ষ্ণ হচ্ছে...এরপর গভীরভাবে শ্বাস টানলো সে, আবার, তারপর আবার। ওর সঙ্গীত পরিণত হলো ব্যথায় পরিপূর্ণ তীক্ষ্ণ, কম্পমান স্বরের বিলাপে।

আর তারপর ড্রোগোর কাছে পৌঁছালো আগুন, ওর চারপাশে ঘিরে ধরেছে। শিখার সাথে জ্বলে উঠলো ওর পোশাক, কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো খাল ভাসমান কমলা রঙয়ের রেশম দিয়ে তৈরি পোশাক পরে আছে, জামার চারপাশ থেকে বেরিয়ে আছে চর্বিযুক্ত, ফ্যাকাশে ধোঁয়া দিয়ে তৈরি লতা। ড্যানির ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল, দম আটকে আছে ও। ওর এক অংশ স্যার জোরাহ যা ভয় পেয়েছিলেন তা-ই করতে ইচ্ছে হলো; আগুনের ভেতর ছুটে গিয়ে ওর কাছে আকুলভাবে ক্ষমা চাইতে, শেষবারের মতো ওকে নিজের ভেতর নিতে। অগ্নিশিখা ওর হাড় থেকে মাংস গলিয়ে দিচ্ছে, ধীরে ধীরে নিজের করে নিচ্ছে ওর শরীরকে।

পুড়ে যাওয়া মাংসের দুর্গন্ধ পাচ্ছে সে, অগ্নিকুণ্ডের উপর পুড়তে থাকা ঘোড়ার মাংসের চেয়ে আলাদা নয় এই গন্ধ। ঘন হতে থাকা সাঁঝের আঁধারের মাঝে বিশালদেহী দানবের ন্যায় গর্জন করছে অগ্নিশিখা, মিরি মায দুরের ক্ষীণ হতে থাকা শব্দকে আরো ক্ষীণ করে দিয়ে রাতের গর্ভে ডুবিয়ে দিচ্ছে নিজের লালচে জিহ্বা। ধোঁয়া আরো পুরু হতেই পিছিয়ে এলো ডথ্রাকিরা, কাশছে ওরা। তীব্র বাতাসের মাঝে অগ্নিশিখা যেন নিজের লালচে ব্যানার উড়িয়ে দিয়েছে, গুঁড়িগুলো ফুটছে হিসহিস করে, খানিক পরপরেই জ্বলন্ত অঙ্গার বেরিয়ে এসে রাতের বাতাসে ভর করে উড়োউড়ি করতে লাগলো, যেন সদ্য জন্ম নেয়া অগ্নিমাছি। উত্তাপটা তার বিশাল, লালচে ডানাগুলো দিয়ে বাতাসে আঘাত করছে, দূরে সরিয়ে দিচ্ছে ডথ্রাকিদেরকে, এমনকি মরমন্টকেও, কিন্তু শুধুমাত্র ড্যানি দাঁড়িয়ে আছে নিজের জায়গায়। ড্রাগনদের রক্ত সে, আর আগুন আছে ওর ভেতরেই।

এই সত্যটা অনেক আগেই ধরতে পেরেছিলো সে, জ্বলন্ত চিতার আরো কাছে এগিয়ে যেতে যেতে কথাটা ভাবছে ও। অগ্নিকুণ্ডটা এখনো অতটা গরম হয়নি। অগ্নিশিখা ওর সামনে নাচতে শুরু করলো, ওর বিয়ের দিন ঐ মহিলারা যেভাবে নেচেছিলো, ঠিক সেভাবে। ঘুরে ঘুরে গাইছে ওদের অদ্ভুত সঙ্গীত, ওদের হলুদ, কমলা আর অস্তগামী সূর্যের ন্যায় লাল অবগুণ্ঠনগুলো নাড়াচ্ছে সমানে, দেখলেই ইচ্ছা করে ভয়ে মাথা নত করতে, কিন্তু এরপরেও এই উত্তাপে জীবন পাওয়া অবগুণ্ঠনগুলোর ভেতর আছে অদ্ভুত এক সৌন্দর্য।

BanglaBook.org

আরেক ধাপ এগোতেই পায়ে উত্তাপ টের পেল সে, ওর জুতো থাকার পরেও। ওর উরু আর স্তনের মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে ঘামবিন্দু, চিবুক বেয়ে খাঁড়ির মতো নেমে আসছে ঘাম, যেখানে কিছু সময় আগেই ছিলো অশ্রুবিন্দু। ওর পেছনে চিৎকার করছেন স্যার জোরাহ, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। শুধু আগুনই এখন ওর একমাত্র লক্ষ্য। শিখাগুলো অনেক চমৎকার, ওর জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর জিনিস, প্রত্যেকেই যেন একজন করে জাদুকর, যাদের গায়ে আছে পাক খেতে থাকা ধোঁয়া দিয়ে তৈরি হলুদ, কমলা আর রক্তলাল আলখাল্লা। আগুনের ভেতর ও অগ্নিসিংহ দেখতে পাচ্ছে, আরো দেখছে পাচ্ছে বিশালদেহী হলুদ সাপ আর নীলচে শিখায় সৃষ্টি ইউনিকর্ন। ও আরো দেখছে মাছ, শেয়াল আর দানব, নেকড়ে, উজ্জ্বল রঙের পাখি আর ফুলের গাছ–প্রত্যেকেই একের চেয়ে অপরজন বেশি সুন্দর। ধোঁয়া দিয়ে সৃষ্ট এক দানবীয়, ধূসর তুরগ চোখে পড়লো ওর। ওটার ঘাড়ে দুলতে থাকা কেশরগুলো যেন নীলচে শিখা দিয়ে তৈরি জ্যোতির্বলয়। *হ্যাঁ, প্রিয়তম, আমার জ্যোতি ও ভাস্কর, হ্যাঁ, আরোহন করো এর পিঠে, সওয়ার করো এবার।*

ওর অন্তর্বাস পুড়তে শুরু করেছে, তাই ড্যানি ওটাকে খুলে ফেলে দিলো মাটিতে। ও আগুনের আরো কাছাকাছি আসতেই চামড়ার কাপড়টায় দ্রুত আগুন ধরে গেল। ওর স্তনগুলো এখন আগুনের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে আছে, ফুলে লাল হয়ে থাকা স্তনবৃন্ত দিয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়ছে মাতৃদুগ্ধ। *এখুনি*, ও ভাবলো, *এখুনি*। এক মুহূর্তের জন্য খাল দ্রোগোকে ওর পাশেই দেখলো সে, নিজের ধোঁয়াশা তুরগে চড়ে আছে, হাতে আছে আগুন দিয়ে তৈরি চাবুক। হাসলো সে, সাথে সাথে চাবুকটা হিসহিস করতে করতে ছোবল বসালো চিতার ওপর।

ক্র্যাক জাতীয় একটা শব্দ শুনলো ড্যানি, কোনো পাথর ভেঙে গেছে সম্ভবত। কাঠ, ঝাড় আর ঘাসের তৈরি মঞ্চ পুড়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে নিজেদের ভেতরেই। পুড়তে থাকা কিছু কাঠের টুকরো ধেয়ে আসছে ওর দিকে, ছাই আর অঙ্গারের বর্ষণ হচ্ছে যেন। আরো কিছু একটা ওর দিকে তেড়ে এলো গড়াতে গড়াতে, ওর পায়ের সামনেই থামলো সেটা; খোদাই করা ফ্যাকাশে কাঠের টুকরো, সোনা দিয়ে চারপাশটা মোড়ানো, ধোঁয়া উঠছে ভাঙা কাঠ থেকে। গর্জনে ভরে গেল পুরো পৃথিবী, অগ্নিবর্ষণের ভেতর ও ক্ষীণভাবে শুনছে মহিলা আর শিশুদের বিস্ময়ের চিৎকার।

শুধুমাত্র মৃত্যুই পারে জীবনের মূল্য চোকাতে।

এবার দ্বিতীয় ক্র্যাক ধ্বনি শোনা গেল, বজ্রপাতের মতোই তীক্ষ্ণ আর উচ্চনাদী। ধোঁয়া ওর চারপাশে ঘুরছে, চিতা ভেঙে যাচ্ছে খুব দ্রুত, গুঁড়িগুলোর লুকোনো হৃৎপিণ্ডে আগুনের স্পর্শ লাগার সাথে সাথেই ফেটে যাচ্ছে ওগুলো। ভয়ার্ত ঘোড়া, শ্রদ্ধামিশ্রিত

BanglaBook.org

ভয় নিয়ে চিৎকার করতে থাকা ডথ্রাকি আর স্যার জোরাহর গলা শুনতে পেল সে–ওকে নাম ধরে ডাকছেন তিনি। *না*, তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে চাইলো ড্যানি, *না, আমার নাইট, আমার জন্য ভয় পাবেন না। আমি ড্যানেরিস স্টর্মবর্ন, ড্রাগনের মেয়ে, ড্রাগনের স্ত্রী আর ড্রাগনের মা। এখনো কি বুঝতে পারছেন না? পারছেন না?* এবারের বিস্ফোরণে আগুন আর ধোঁয়া প্রায় ত্রিশ ফুট উপরে উঠে গেল, সেই সাথে পুরো চিতা ভেঙে পড়ে গেল ওর ওপর। নির্ভীকভাবে অগ্নিঝড়ের ভেতর পা দিলো ড্যানি, ডাকতে লাগলো ওর বাচ্চাদের।

তৃতীয় ক্র্যাক ধ্বনি যেন পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতোই তীক্ষ্ণ আর উচ্চনাদী।

অবশেষে যখন আগুন নিভে গেল, মাটিতে আবারো পা রেখে হাঁটা সম্ভব হলো, তখন স্যার জোরাহ মরমন্ট ওকে খুঁজে পেলেন ছাইয়ের ভেতর। ওর চারপাশে আছে কালো হয়ে যাওয়া কাঠ, নিভু নিভুভাবে জ্বলতে থাকা অঙ্গার আর একজন পুরুষ, একজন মহিলা ও একটি তুরগের পুড়ে যাওয়া হাড়। সম্পূর্ণ উলঙ্গ সে, সারা গায়ে ছাই জমে আছে, জামা পুড়ে গেছে আগুনে, দলা পাকিয়ে আছে ওর চমৎকার চুল...এরপরেও ওর ক্ষতি হয়নি বিন্দুমাত্রও।

ক্রিম আর সোনালি রঙের ড্রাগনটা ওর বাম স্তন চুষছে। সবুজ আর বাদামি রঙেরটা চুষছে ডান স্তন। হাত দিয়ে দুটোকেই নিজের খুব কাছাকাছি ধরে রেখেছে সে। কালো আর লাল দানবটা ওর কাঁধের চারপাশ জড়িয়ে আছে; ওর দীর্ঘ, সর্পিল গলা আছে ওর চিবুকের নিচে। স্যার জোরাহকে যখন দেখলো ওটা, তখন তার অঙ্গারের ন্যায় লাল চোখ দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

কোনো কথা না বলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন নাইট। ওর খাসের মানুষজন তার পেছন পেছন এসেছে। ঝোগোই সর্বপ্রথম তার আরাখ রাখলো ওর পায়ের নিচে। 'আমার রক্ত, আমার পরিবার,' বিড়বিড় করলো সে, ধোঁয়া ওঠা ভূমির দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে নিজের মুখ। এগোর মুখে একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেল সে। 'আমার রক্ত, আমার পরিবার,' চিৎকার করে উঠলো রাখারো।

আর তারপর এলো ওর দাসীরা, সাথে এলো অন্যরা; সমস্ত ডথ্রাকি, পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা সব। শুধুমাত্র ওদের চোখের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই ড্যানি বুঝতে পারছে যে ওরা এখন শুধুই তার। আজ, আগামীকাল এবং পুরোজীবনের জন্য। ওরা এমনভাবে তার, যেমনভাবে ওরা কখনো ড্রোগোর হতে পারেনি।

ড্যানেরিস টারগেরিয়ান নিজের পায়ে দাঁড়াতেই ওর কাঁধের ওপর থেকে হিসহিস করে উঠলো কালো ড্রাগনটা, ওটার মুখ আর নাকের ফুটো থেকে বেরিয়ে আসছে বিবর্ণ

BanglaBook.org

ধোঁয়া। অন্য দুটোও স্তন থেকে মুখ সরিয়ে সুর মেলালো, স্বচ্ছ পাখাগুলো সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে ঝাপটা মারছে বাতাসে। কয়েকশ বছরের মধ্যে এই প্রথম ড্রাগনের সঙ্গীতে জেগে উঠলো রাত।

ওয়েস্টেরোসের কিছু ইতিহাস এবং পুরাণ

ভ্যালিরিয়ার বিনাশ

ওয়েস্টেরোসের উত্তরে আছে ধোঁয়াটে সাগর। কোনো জাহাজের সাহস নেই ওখানে যাওয়ার। কেউ কেউ বলে, ঐ স্থান কেবলই শয়তানদের। কয়েক হাজার বছর আগে ঐ স্থানেই ভয়াবহ এক ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে ইতিহাসের অন্যতম সমৃদ্ধ একটি সভ্যতা।

ভ্যালিরিয়ানরা ছিলো মেষ পালক। বিশাল পূর্ব মহাদেশের একটি উপদ্বীপে থাকতো ওরা। একদিন ফরটিন ফায়ারস নামের এক আগ্নেয়গিরিতে ওরা দুনিয়া কাঁপানো কিছু আবিষ্কার করে বসে–ড্রাগন। এই ডানাওয়ালা সরিসৃপের মতো দেখতে প্রাণীগুলোর সাথে জাদুর অনেক গভীর সম্পর্ক ছিলো। ভ্যালিরিয়ানরা এদেরকে বশ বানিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে, সেই সাথে দক্ষ হতে থাকে জাদু আর ধাতুবিদ্যায়। তৈরি করতে থাকে জাদু দিয়ে তৈরি বিভিন্ন অস্ত্র। ড্রাগনদের পিঠে চড়ে একের পর এক অঞ্চল জয় করতে করতে পশ্চিমের দিকে এগোতে থাকে ওরা।

ঐ সময় পূর্বে রাজত্ব করতো ঘিসকারি সাম্রাজ্য। ওরা ভ্যালিরিয়ানদেরকে পাঁচবার আক্রমণ করে, আর প্রত্যেকবারই পরাজয়ের স্বাদ নিয়ে ফিরে যায়। অবশেষে ভ্যালিরিয়ানরা ওদের রাজধানী প্রাচীন ঘিসে যাত্রা করে, ড্রাগনের আগুনে পুড়িয়ে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন দেয় পুরো শহর।

ফ্রিহোল্ড অব ভ্যালিরিয়া নামে গড়ে ওঠা সেই সভ্যতা এক সময় পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক সভ্যতায় পরিণত হয়। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে রাজত্ব করার পর একদিন সেই দিন আসে। সেই দিন, যেদিন সব শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

ঘটনাটাকে বলা হয় ভ্যালিরিয়ার বিনাশ। পুরো ভ্যালিরিয়ায় ধ্বংস নেমে আসে তখন, হারিয়ে যায় ওদের হাজার বছরের অর্জিত জ্ঞান, সভ্যতা এবং জাদু। সেই সাথে হারিয়ে যায় ওদের ড্রাগনরা। ভ্যালিরিয়ার বিনাশের সময় ডুবে যায় সেই উপদ্বীপ, সমুদ্রের ঐ স্থান পরিণত হয় ধোঁয়াটে সাগরে।

আসলে কী হয়েছিলো তখন? কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না। অনেকে মনে করে, আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়েছিলো তখন, লাভায় ডুবে যায় সবকিছু। আবার অনেকে

BanglaBook.org

মনে করে, ভ্যালিরিয়ানদের জাদুই ওদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। ঐ সময় প্রায় সব ভ্যালিরিয়ান ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, শুধুমাত্র ওদের ক্ষুদ্র একটা অংশ বাদে, যারা টিকে ছিলো ন্যারী সী-এর একটা ছোট্ট, পাথুরে দ্বীপে। এই ভ্যালিরিয়ানরাই পরবর্তীতে পরিণত হয় টারগেরিয়ানে।

সর্বজয়ী যুদ্ধের তিন ড্রাগন

সর্বজয়ী যুদ্ধে এইগন এবং তার দুই বোন (যাদেরকে সে স্ত্রী হিসেবে নিয়েছিলো) তিনটা ড্রাগনের ওপর চড়তো। ব্যালেরিয়ন, মরাক্সিস এবং ভেইগার।

মরাক্সিসঃ মরাক্সিস ছিলো রেইনিস টারগেরিয়ানের ড্রাগন। কথিত আছে যে এই ড্রাগন পুরো একটা ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারতো এক হাঁ করে। অগ্নিক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নেয় সে, কিন্তু প্রথম ডর্নিশ যুদ্ধে তীরের আঘাতে মারা যায়।

প্রথম ডর্নিশ যুদ্ধে মধ্যাকাশে থাকা অবস্থাতেই স্করপিয়ন থেকে ছুঁড়ে দেয়া তীরের আঘাতে মস্তিষ্ক ফুটো হয়ে যায় রূপালি আঁশের এই ড্রাগনের। কয়েকশ ফুট ওপর থেকে পড়ে মরে যায় সে। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা হয় যে মরাক্সিসের সাথে ঐ সময় রেইনিসও মারা যায়। কিন্তু অনেকের মতে, রেইনিস মাটিতে পরার পরেও বেঁচে ছিলো, ভয়ংকর আহত অবস্থায়। ডর্নিশ লোকরা ওকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরেছিলো। সর্বজয়ী যুদ্ধের তিন ড্রাগনের ভেতর এটাই সবচেয়ে ছোট।

ভেইগারঃ ভেইগার হচ্ছে তিন ড্রাগনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। বয়সে সবচেয়ে ছোট হলেও সে তার জীবনের শেষ পর্যায়ে গিয়ে প্রায় ব্যালেরিয়নের সমান আকৃতির হয়ে যায়। এইগনের বোন ভিসেনিয়া ছিলো তার আরোহী। বলা হয়ে থাকে, ভেইগারের আগুনের উত্তাপ এতই বেশি ছিলো যে নাইটদের বর্ম পর্যন্ত গলিয়ে ফেলতে পারতো সে।

সর্বজয়ী যুদ্ধের সময় ভেইলের অ্যারিনরা ভেবেছিলো ওরা ঈরির দুর্ভেদ্য দেয়ালের ওপাশে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু ভিসেনিয়া তার ড্রাগন নিয়ে সোজা চলে যায় ঈরিতে। ঈরির লর্ড তখন ছিলো ছোট্ট রোনেল অ্যারিন। এইগন যেভাবে হ্যারেনহলকে পুড়িয়ে দিয়েছে, সেভাবে পোড়াতে হয়নি ভিসেনিয়ার। ভেইগারের পিঠে তার সাহসীকতা আর রোনেলের সাথে বন্ধুত্ব ওকে সহজেই ঈরির আধিপত্য দখল করতে দিয়েছে। ঈরি

BanglaBook.org

আত্মসমর্পণ করে ওর কাছে, তবে রোনেলের শর্ত ছিলো একটা–ওকে ঈরির আকাশে ড্রাগনের পিঠে চড়তে দিতে হবে। ভিসেনিয়া ওর ইচ্ছাটা পূরণ করে দেয়।

এরপরেও ১৩০ বছর বেঁচে ছিলো ভেইগার। ড্রাগনের নৃত্য নামে পরিচিত টারগেরিয়ান গৃহযুদ্ধে এইমন্ড টারগেরিয়ান–একচোখা এইমন্ড–ছিলো ওর সওয়ারী। জানা যায়, স্যার বাইরন সোয়ান এই ড্রাগনকে হত্যা করার জন্য তার ঢালকে এতই ঘষেছিলো যে সেটাকে দেখে আয়না মনে হচ্ছিলো। যুদ্ধের দিন ওটার পেছনে নিজেকে লুকিয়ে ভেইগারের দিকে এগোচ্ছিলো সে, ভেবেছিলো ভেইগার শুধু নিজের প্রতিবিম্বই দেখবে ওখানে। কিন্তু ভেইগার নিজের প্রতিবিম্ব দেখেনি, দেখেছিলো শুধু আয়না সদৃশ ঢাল হাতে এক বোকা যোদ্ধাকে। সাথে সাথে ওকে পুড়িয়ে মারে সে।

গডস আইয়ের যুদ্ধে ভেইগার মারা যায় ক্যারাক্সিস নামের এক ড্রাগনের হাতে। অবশ্য, মরার আগে ক্যারাক্সিসকেও ওর সাথে নিয়ে যেতে ভোলেনি সে।

ব্যালেরিয়নঃ ব্যালেরিয়ন হচ্ছে সর্বজয়ী যুদ্ধের সবচেয়ে বড়, দানবীয় ড্রাগন। কথিত আছে যে কৃষ্ণ আতঙ্ক নামে পরিচিত এই ড্রাগন যখন তার বিশাল ডানাদুটো মেলে দিয়ে উড়াল দিতো, তখন পুরো শহর ঢাকা পড়ে যেত তার পাখার নিচে।

যখন টারগেরিয়ানরা ভ্যালিরিয়ার বিনাশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ড্রাগনস্টোনে আসে, তখন তারা সাথে করে পাঁচটা ড্রাগন এনেছিলো। এদের ভেতর চারটাই মারা যায়, বেঁচে থাকে শুধু ব্যালেরিয়ন। অবশ্য, অন্য ড্রাগনগুলো ডিম পেড়েছিলো, যেখান থেকেই জন্ম নিয়েছে মরাক্সিস আর ভেইগার।

সর্বজয়ী যুদ্ধের সময় হ্যারেনহল একাই ধ্বংস করে দেয় ব্যালেরিয়ন। সর্বজয়ী এইগনের মৃত্যুর পর তার ছেলে নিষ্ঠুর মেইগর ব্যালেরিয়নের ঘাড়ে আরোহন করে। মেইগরের মৃত্যুর পর বেশ কয়েক বছর আরোহীবিহীন ছিলো সে। তখন তার স্থান হয়েছিলো ভেইগার এবং অন্য ড্রাগনদের সাথে, ড্রাগনস্টোনে। কোনো এক সময় রেইনা টারগেরিয়ানের মেয়ে এইরিয়া টারগেরিয়ান নিজের প্রথম ড্রাগনের পিঠে চড়লো–কৃষ্ণ আতঙ্ক ব্যালেরিয়নের পিঠে। একসাথে তারা পালালো ড্রাগনস্টোন থেকে। এরপর বেশ কিছুদিন ওর কথা শোনা যায়নি। এক সময় খবর চাউর হতে থাকে যে অ্যান্ডালোস এর পাহাড়গুলোতে কোনো এক বিশালদেহী ড্রাগন রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে। এর বাইরে এসোসের বিতর্কিত ভূমির বিশাল অগ্নিকাণ্ড এবং আস্টাপোরের ফাইটিং পিটে ড্রাগনের লড়াই অনেকের সন্দেহের উদ্রেক করে।

এক সময় আবারো কিংস ল্যান্ডিং-এ ফিরে আসে এইরিয়া, সাথে ছিলো ব্যালেরিয়ন। তৎকালীন সেপ্টন আর মেইস্টার বিস্ময়ের সাথে দেখলো, এইরিয়ার ভেতর

BanglaBook.org

বাসা বেঁধেছে অদ্ভুত এক কীট জাতীয় কিছু, যা তাকে ভেতর থেকে শেষ করে দিচ্ছে। শীতল পানিতে ওকে চুবিয়ে রাখার পর এই কীট মারা যায়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি এইরিয়াকে। তবে ওদের বিস্ময় সেখানেই শেষ হয়নি। ওরা খেয়াল করলো, ব্যালেরিয়ন আহত হয়েছে। ঠিক কেন সে আহত হলো, আর এইরিয়া আর সে কোথায় ছিলো এতদিন, এই কীটই বা এলো কোথা থেকে, তা এক রহস্য বটে। তবে একটা তত্ত্ব সবার মুখে মুখে ফেরে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, ব্যালেরিয়ন রাজকুমারি এইরিয়াকে নিয়ে তার পুরোনো আবাসাভূমি ভ্যালেরিয়ায় ফিরে যায়। সেখানে যাওয়ার পর ওদেরকে আক্রমণ করে এই কীটগুলো। এগুলো সম্ভবত ভ্যালিরিয়ানদের ডার্ক ম্যাজিক থেকে উৎপন্ন, অথবা ভ্যালিরিয়ার বিনাশের ফলেই জন্ম নিয়েছে এরা।

এইরিয়ার মৃত্যুর পর ড্রাগনপিটে স্থান হয় ব্যালেরিয়নের এবং অনেক বছর ওকে কেউ দাবি করেনি। প্রথম ভিসেরিস এসে যখন ওকে দাবি করলো, ততদিনে বয়সের ভারে অনেক দুর্বল আর ক্লান্ত হয়ে গেছে সে। ভিসেরিস যখন ওকে দাবি করলো তখন তার উঠতেই কষ্ট হচ্ছিলো, এরপর অনেক কষ্টে ভিসেরিসকে নিয়ে শহরের চারদিকে চক্কর দিয়ে আবারো ফিরে আসে সে। এর এক বছর পরেই মারা যায় প্রায় দুশ বছরেরও বেশি বয়সী ব্যালেরিয়ন।

অ্যজোর আহাই

আজোর আহাই হচ্ছে সেই যোদ্ধা যে লাইটব্রিঙ্গার নামের তলোয়ার তৈরি করে অন্ধকারকে বিতাড়িত করেছিলো। হাজার বছর আগের দীর্ঘ রাত্রির সময় ত্রাতা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিলো আজোর আহাইকেই। এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য তার দরকার ছিলো একটা শক্তিশালী তলোয়ারের। আর একশ দিন আর একশ রাত ধরে পরিশ্রম করে ও তৈরি করেছিলো সেই তলোয়ার।

একশতম দিনে উত্তপ্ত তলোয়ারটাকে চুল্লি থেকে নামিয়েই নিজের স্ত্রী নিসা নিসার হৃৎপিণ্ডে ডুবিয়ে দেয় সে। মেয়েটার আত্মা আর উত্তপ্ত তরবারি মিলেই সৃষ্টি হয় লাইটব্রিঙ্গার। আর এই অস্ত্রটা দিয়েই এরপর আজোরা হাই দূর করে অন্ধকারকে।

বলা হয় যে আজোর আহাই আবারো জন্ম নেবে, লর্ড অব লাইট নিজে ওকে পাঠাবেন অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। ধোঁয়া আর লবণ থেকে উঠবে সে, লড়াই করবে আধারের বিরুদ্ধে।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org